মহর্ষি-বাৎস্যায়নপ্রণীতং

কামসূত্রম্

সম্পাদনা

অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহর্ষি-বাৎস্যায়নপ্রণীতং

কামসূত্রম্

[মূল, টীকা ও ব্যাখ্যাসম্বলিত বঙ্গানুবাদ]

সম্পাদনা ও অনুবাদ ঃ

ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা;
সম্পাদক, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

কামসূত্র

মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতে সমাজ চিন্তার প্রধান স্তম্ভ ছিল চারটি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এরমধ্যে চারটিই সমান গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু কোনো এক কাল থেকে কামশাস্ত্রের চর্চা যে কোনো কারণেই হোক, কিছুটা অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলত, অনেক কামশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়াই যায় না। বাস্তবিক, বৈদিক সাহিত্যের কাল থেকেই মানুষের এই চিরন্তনী প্রবৃত্তি বিষয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। মহাভারত নিজেকে একাধারে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র বলে দাবি করেছে। দেবতা, ঋষি প্রমুখ শ্রদ্ধেয়, পুজনীয় যাঁরা, তাঁরাই কামশাস্ত্রের নানা দিক নিয়ে শাস্ত্র রচনা করেছেন। আমরা বর্তমানে কামশাস্ত্রের যা গ্রন্থ পাই তার মধ্যে প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হল বাৎসায়নের 'কামশাস্ত্র'। এটিও যে পূর্বাচার্যগণের রচিত গ্রন্থসমূহেরই সংকলন, তা গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন।

পূর্বশাস্ত্রাণি সংদৃশ্য প্রয়োগানুসৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেদিতম্।।
(কা. সূ. ৭।২।৫১)

এছাড়া তাঁর গ্রন্থে তিনি নন্দী (নন্দীকেশ্বর), উদ্দালকি শ্বেতকেতু, চারায়ণ, ঘোটকমুখ, গোনর্দীয়, গোণিকাপুত্র, দত্তক, সুবর্ণনাভ, কুচুমার প্রমুখ পূর্বাচার্যের প্রভৃত উল্লেখ এবং উদ্ধৃত দিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় বাৎসায়নের এই অমূল্য গ্রন্থের একটি মূল্যায়ন দীর্ঘকাল অপেক্ষিত ছিল। এখানেও পূর্বাচার্য কেউ কেউ এ কাজে হাত দিলেও সম্পূর্ণ করেন নি। এই 'কামসূত্রে'র একটি সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা বাংলায় প্রথম প্রকাশ করেন অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে বর্ণনা করলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে তিনি ২০০৪ সালে যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের 'প্রফেসর' পদ থেকে অবসর নেন। কিন্তু তারপরে তাঁর বিদ্যাচর্চার বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়েনি। তাঁর সমগ্র জীবনে তিনি যে কত গ্রন্থ, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন এবং কত গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তার হিসাব রাখা আজ সত্যিই দুষ্কর। কত বিষয়ে

যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তা দেখলে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়। জীবনের শেষভাগে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের মতো সংস্কৃতির পীঠস্থানে সাধারণ সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত থেকেও যে কত বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন তাঁর প্রশাসনিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো এই প্রশাসনিক কাজের অতিরিক্ত চাপ না থাকলে তিনি আরও কিছুদিন আমাদের মধ্যে থেকে আরও কিছু গ্রন্থ আমাদের দিয়ে যেতে পারতেন।

মৃত্যুকালে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে একাধিক অসমাপ্ত কাজ পড়ে আছে, তার মধ্যে 'কামসূত্রে'র তৃতীয় সংস্করণ অন্যতম। এই গ্রন্থের আর একটি সংশোধিত ও সংবর্ধিত সংস্করণ প্রস্তুত করার মাঝখানেই মহাকাল তাঁর কাজে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন। এই তৃতীয় সংস্করণে তাঁর কৃত সংশোধনগুলি যোগ করার দায়িত্ব আমার উপরে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের কর্ণধার শ্রীদেবাশিস ভট্টাচার্য। আমার ক্ষুদ্র ও সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী আমি এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। এর সঙ্গে মানবদার নিজের ইচ্ছাক্রমে সংযুক্ত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ—শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কৌটিল্যের দৃষ্টিতে গণিকা' (মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র', প্রকাশক—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, থেকে সংকলিত) এবং H.C. Chakladar বিরচিত 'Studies in the Kāmasūtra of Vātsyāyana'।

মানবদা আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর কাজের প্রাসঙ্গিকতা যে আজও কতখানি তার সাক্ষ্য বহন করছে এই গ্রন্থের এই সংস্করণটি। এই গ্রন্থের যা কিছু ত্রুটি তার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি এবং অসমাপ্ত এই কাজের জন্য আমরা পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। মানবদা বেঁচে থাকলে যে কাজ করতে পারতেন তা আমার সাধ্যাতীত। আজ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার শেষ প্রণাম জানাই ও তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিজয়া গোস্বামী

নিবেদন

মহর্ষি **বাৎস্যায়ন** বিরচিত **কামসূত্র** গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যে তথা ভারতীয় সাহিত্যে একখানি অমূল্য সম্পদ। নর-নারীর বিবাহিত জীবনকে সুখময় ক'রে তোলার উদ্দেশ্যেই বাৎস্যায়ন গ্রন্থখানি রচনা করেন। সুদূর প্রাচীনকালে রচিত এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে লোকসমাজে অনুভূত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির ব্যাপক অনুবাদ এই সত্যই প্রমাণ করে। কামসূত্রের বাংলা অনুবাদগুলির মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা অনূদিত কামসূত্রই একসময় বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অংশকে অশ্লীল মনে ক'রে তিনি সেগুলির অনুবাদ করেন নি; তার ফলে পাঠকেরা বেশ কিছুটা অসুবিধা বোধ করেন। তাই শাস্ত্রীমহাশয় কৃত পুরানো অনুবাদের পরিবর্তে সর্বাংশে নতুন অনুবাদ সংযোজন ক'রে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'কামসূত্রে'র অননুবাদিত অংশগুলির অনুবাদ ক'রে উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করছি। কিছুকাল আগে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি বর্দ্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের কর্ণধার শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

কোলকাতা, ১৫ই আগস্ট, ২০০২ — মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কন্যাসম্প্রযুক্ত ঃ দ্বিতীয় অধিকরণ (কিরকম বিবাহ প্রশস্ত, কোন্ কোন্ লক্ষণযুক্ত কন্যা বিবাহের উপযুক্ত প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা)

পারদারিক ঃ পঞ্চম অধিকরণ (পরকীয়া প্রেম)

ভূমিকা

।। বাৎস্যায়ন ও কামসূত্র ।।

(এক)

কামশাস্ত্র-রচনার সূচনা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে বহুমুখী ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার মধ্যে কামশাস্ত্র একটি বিশেষ ভূমিকা অধিকার ক'রে আছে। অধুনাপ্রাপ্ত কামশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে ঋষি বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামসূত্র'-ই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু 'কামসূত্র' রচিত হওয়ার বহু আগে থেকেই, এমন কি বৈদিক সাহিত্যের সময় থেকেই, আমরা নরনারীর কামবাসনা ও দেহ-সম্ভোগ-বিষয়ক বহু নিদর্শন পাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সৃষ্টিবিষয়ক-সূক্তে (১০, ১২৯, ১-৭) তপস্যার শক্তিতে মনের দ্বারা কামের উৎপত্তির উল্লেখ প্যায়া যায়। —"তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। . . . . . সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল। . . . .রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভূত হইলেন।" (১০, ১২৯, ৩-৫; রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত অনুবাদ)। ভারতীয় সাহিত্যে এটাই নিঃসন্দেহে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কামবাসনার প্রথম উল্লেখ। পরবর্তী-কালের সাহিত্যে মানুষের এই চিরন্তনী প্রবৃত্তির বার বার নানাভাবে উপস্থিতি দেখা যায়।

মহাভারত নিজেকে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের সাথে কামশাস্ত্র ব'লেও বর্ণনা করেছে এবং এই মহাকাব্যে বহুবার কামার্ত নর-নারীর বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেবতা এবং কঠোরভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী ঋষিরাও নারীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে কামলালসার বশীভূত হয়েছেন। মহাভারতে লিঙ্গপূজার যে উল্লেখ পাওয়া যায় (অনুশাসন পর্ব, ১৬১, ১৫-১৮), তা মানুষের সুষ্ঠু ভাবে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। J. J. Meyer তাঁর "Sexual Life in Ancient India" গ্রন্থের "Pleasures of Sex" অধ্যায়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে সেই সেই যুগের সুরতক্রিয়ার নানা আঙ্গিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, বাৎস্যায়ন-পূর্ব যুগে কামশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলন হয়েছিল।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অধুনা-লভ্য কামশাস্ত্র-বিষয়ক সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'লেও তাঁর আগেও যে এই শাস্ত্র অবলম্বন ক'রে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার প্রমাণ 'কামসূত্রে'র প্রথম অধিকরণ থেকেই পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থের

উপসংহারে বলেছেন—

"পূর্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্।।"

—এই শ্লোকে দেখি, বাৎস্যায়ন তাঁর পূর্ববর্তী কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলি থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ক'রে এবং সেই সেই শাস্ত্রে নির্দিষ্ট বিভিন্ন বিধির প্রয়োগ কেমনভাবে করা হ'ত তা ভালভাবে পর্যালোচনা ক'রে, খুব যত্নের সাথে 'কামসূত্র' রচনা করেছেন। বাৎস্যায়ন আবার বল্ছেন—

"বাভ্রবীয়াংশ্চ সূত্রার্থানাগমং সুবিমৃশ্য চ।
বাৎস্যায়নশ্চকারেদং কামসূত্রং যথাবিধি।।"

—অর্থাৎ **বাভ্রব্য** রচিত সূত্রের অর্থ এবং কামাগম বিশেষভাবে নিরীক্ষণ ক'রে, তিনি 'কামসূত্র' রচনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হ'ল, বাৎস্যায়নের বহু আগেই কামশাস্ত্র-চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। 'কামসূত্র' শুধুমাত্র যৌনসম্ভোগের রীতি-নীতিকে আশ্রয় করেই রচিত হয় নি। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, মানুষ ধর্ম ও অর্থকে পরিত্যাগ না ক'রে, সুস্থ সমাজ-জীবনের মধ্যে নিজেকে বিন্যস্ত ক'রে, কিরকম পরিচ্ছন্নভাবে কামের উপভোগ করতে পারে এবং জীবনকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারা পরিপূর্ণ করতে পারে। 'কামসূত্রে' দরিদ্র, শোকার্ত, ও নিপীড়িত মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি এবং সে সুযোগও ছিল না। এখানে আমরা সমসাময়িক সুখী ও আনন্দিত মানুষেরই আনন্দধ্বনি শুনি।

'কামসূত্রে'র প্রথম অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে **নন্দী** (সম্ভবত **নন্দীকেশ্বর** নামে একজন প্রাচীন কামশাস্ত্র-প্রণেতা), উদ্দালকের পুত্র **শ্বেতকেতু**, **চারায়ণ**, **ঘোটকমুখ**, **গোনর্দীয়**, **গোণিকাপুত্র**, **দত্তক**, **সুবর্ণনাভ**, **কুচুমার** প্রভৃতি প্রাচীন কামশাস্ত্র-প্রণেতার উল্লেখ আছে। এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। বাৎস্যায়নের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এঁরা কেউই কামশাস্ত্রের সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি—বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত অংশ নিয়ে নিজেদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের রচিত এই সব গ্রন্থের কোনো কোনোটির সাথে বাৎস্যায়ন সম্ভবত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাৎস্যায়ন বলেছেন, ঐ গ্রন্থগুলি কামশাস্ত্রের অংশবিশেষ নিয়ে রচিত হওয়ায় এবং সামগ্রিকভাবে কামশাস্ত্রের আলোচনা এগুলিতে না থাকায়, এই সব গ্রন্থ জনসমাজে ততটা প্রাধান্য লাভ করে নি। ঐসব আচার্যদের মধ্যে **বাভ্রব্য** 'সাধারণ', 'কন্যাসম্প্রযুক্ত', 'ভার্যাধিকরণ', 'পারদারিক', 'বৈশিক', 'সাম্প্রযোগিক' ও 'ঔপনিষদিক' নামে সাতটি অধিকরণে ও দেড়শ অধ্যায়ে কামশাস্ত্র

রচনা করেছিলেন এবং এই এক একটি অধিকরণ অবলম্বন ক'রে উপরি উল্লিখিত ঘোটকমুখ-প্রভৃতি আচার্যরা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ গ্রন্থের রূপ দিয়েছিলেন। বাৎস্যায়ন যেসব আচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মহাদেবের অনুচর নন্দী-কেই কামশাস্ত্রের জন্মদাতা বলা চলে।

বাৎস্যায়ন যেসব কামশাস্ত্র-রচয়িতার কথা বলে্ছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র বাভ্রব্যের গ্রন্থেই কামশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাভ্রব্যের গ্রন্থ আকারে বিশাল এবং সাধারণের কাছে এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন কষ্টসাধ্য মনে ক'রে, বাৎস্যায়ন বাভ্রব্যের গ্রন্থবর্ণিত সমস্ত বিষয় সংক্ষিপ্ত ক'রে, ছোট আকারে 'কামসূত্র' রচনা করলেন— "মহদিতি চ বাভ্রবীয়স্য দুরধ্যেয়ত্বাৎ সংক্ষিপ্য সর্বমর্থমল্পেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতম্।" উল্লেখ করা যেতে পারে, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' সাতটি অধিকরণে, ছত্রিশটি অধ্যায়ে এবং চৌষট্টি প্রকরণে রচিত।

বাৎস্যায়ন-উল্লিখিত উপরি-উক্ত আচার্যগণ ছাড়াও প্রাচীন ভারতে আরও অনেক কামশাস্ত্র-রচয়িতার আবির্ভাব হয়েছিল। কারণ, বাৎস্যায়নের পরবর্তীকালে **কোক্কোক**-রচিত **'রতিরহস্য'**, **দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমত'**, জ্যোতিরীশের **'পঞ্চসায়ক'**, **পদ্মশ্রী**-র **'নাগরসর্বস্ব'** প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত পূর্বাচার্যদের মধ্যে বাৎস্যায়নের সঙ্গে **মূলদেব, কর্ণিসুত, মুনীন্দ্র, নন্দীকেশ্বর, রাজপুত্র**, মদনোদয়, **রন্তিদেব, চন্দ্রমৌলি, মহেশ, কাত্যায়ন** প্রভৃতি বহু আচার্যের নাম পাওয়া যায়। এইসব আচার্যের নাম থেকে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কামশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এঁদের গ্রন্থগুলি আজ লুপ্ত। মনে হয়, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য অন্যান্য গ্রন্থগুলি ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছে।

(দুই)

বাৎস্যায়নের দেশ ও কাল

প্রচলিত ধারণা অনুসারে বাৎস্যায়ন ছিলেন একজন মুনি বা ঋষি। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থকারদের মত বাৎস্যায়নও তাঁর দেশ ও কাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই লিখে যান নি। ফলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। বাৎস্যায়নকে কেউ কেউ অর্থশাস্ত্রপ্রণেতা কৌটিল্য বা চাণক্যের সাথে অভিন্ন ব'লে মনে করেন। আবার কারোর মতে ন্যায়ভাষ্যপ্রণেতা পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি। তবে এইসব অভিমতের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ কোনো যুক্তি নেই।

'কামসূত্রে' যেসব দেশাচারের কথা বলা হয়েছে, তা থেকে কেউ কেউ মনে

করেন, বাৎস্যায়ন দাক্ষিণাত্যবাসী বা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের অধিবাসী ছিলেন। তবে বাৎস্যায়ন যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোন্ না কেন, তিনি যে বিশাল ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কামসূত্রে' বর্ণিত বিভিন্ন প্রদেশের যৌন-ক্রিয়া-প্রণালীর ও যৌনবৈপরীত্যের উল্লেখ দেখে।

বাৎস্যায়নের আবির্ভাব-কাল নিয়েও অনেক মতবিরোধ আছে। কে. এম. পানিক্কর মনে করেন, 'কামসূত্র' প্রথম থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন, কালিদাসের রঘুবংশ-মহাকাব্যের অন্তর্গত অজ-ইন্দুমতী-সংবাদ ও রাজা অগ্নিবর্ণের ব্যবহার-বর্ণনায়, অভিজ্ঞান-শকুন্তলনাটকে পতিগৃহে যাত্রার সময় শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশে এবং কুমারসম্ভব কাব্যের সপ্তম ও অষ্টম সর্গে মহাদেব-পার্বতীর শৃঙ্গারবর্ণনায় 'কামসূত্রে' বর্ণিত বিভিন্ন বিধানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ-পঞ্চম শতকের কবি কালিদাস তাঁর কাব্য ও নাটকে আরও এমন সব উক্তি বা অবস্থার সংযোজন করেছেন, যা থেকে মনে হয় তিনি 'কামসূত্রে'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। অতএব কালিদাসের আগেই বাৎস্যায়নের আবির্ভাব ব'লে অনেকের অভিমত। অধ্যাপক A. B. Keith অবশ্য বলেন, কালিদাসের বর্ণনায় যে 'কামসূত্রে'র প্রভাব আছে ব'লে মনে করা হয়, তা ঠিক নয়। কারণ, প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের দ্বারা বর্ণিত উক্তি বা কাহিনীগুলির সাথে বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র বিধি-বিধানের সাযুজ্য নেই। Keith-এর মতে, কালিদাস বাৎস্যায়নেরও পূর্ববর্তী কোনো লেখকের রচিত অন্য একটি কামশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বাৎস্যায়নের আবির্ভাব-কাল-প্রসঙ্গে 'কামসূত্রে'র সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়। —"কর্তর্যাঃ কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীং (জঘান)।।" —অর্থাৎ কুন্তলদেশের রাজা শতকর্ণের পুত্র শাতবাহন মহাদেবী মলয়বতীর মাথায় কর্তরীর (অর্থাৎ কুঞ্চিত আঙুলের) আঘাত ক'রে মেরে ফেলেছিলেন। কুন্তল-শাতকর্ণির আবির্ভাব প্রথম খ্রীষ্টাব্দ (মতান্তরে, প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ)। অতএব এই সময় বা এর পরে বাৎস্যায়নের আবির্ভাব—এ বিষয়ে মতান্তর থাকতে পারে না।

বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্র', অন্যান্য সূত্রগ্রন্থগুলির এবং বিশেষভাবে অর্থশাস্ত্রের আদর্শে স্বল্পকথায় সূত্রাকারে রচনা করেছিলেন, যাতে পাঠক এই সূত্রগুলি সহজে মুখস্থ ক'রে রাখতে পারে। কৌটিল্যের আবির্ভাব কাল সাধারণভাবে ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি ধরা হয়। সুতরাং এই সময়ের পরে বাৎস্যায়ন আবির্ভূত হয়েছিলেন ব'লে

মেনে নিতে হয়। Keith বলেন, কৌটিল্যের সময় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। এক্ষেত্রে বাৎস্যায়নকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের ব'লে স্বীকার করতে হয়। তবে, বাৎস্যায়নের রচনার ভঙ্গি দেখে, তিনি এত পরবর্তীকালের লোক ব'লে কখনই মনে হয় না। যহোক, সবদিক্ বিবেচনা ক'রে, বাৎস্যায়নকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ের লেখক রূপে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত।

(তিন)

কামসূত্রের টীকা

সূত্রাকারে লিখিত গ্রন্থ বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। 'কামসূত্রে'-রও কয়েকটি টীকা রচিত হয়েছিল। একাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শতকে যশোধর **'জয়মঙ্গলা'** নামে 'কামসূত্রে'র একটি টীকা রচনা করেন। ইনি শঙ্করার্য বা শঙ্করাচার্য নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, ইনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামন্দকের নীতিসার, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থেরও টীকা রচনা করেছিলেন। যাহোক, 'জয়মঙ্গলা' টীকায় টীকাকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বারাণসীর অধিবাসী ভাস্কর নরসিংহ শাস্ত্রী **'সূত্রবৃত্তি'** নামে 'কামসূত্রে'র একখানি টীকা রচনা করেন। ইংরাজী, জার্মাণ ও ফরাসী ভাষাতেও 'কামসূত্রে'র টীকা রচিত হয়েছিল। তবে এগুলি 'জয়মঙ্গলা' টীকাকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল।

(চার)

বাৎস্যায়নের পরবর্তী কামশাস্ত্রের লেখকগণ

কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র পর প্রাচীনতার দিক্ থেকে দামোদর গুপ্তের **'কুট্টনীমত'** বা 'শম্ভলীমত'কে উল্লেখ করা যেতে পারে। দামোদর গুপ্ত কাশ্মীরের কার্কোট বংশীয় রাজা জয়াপীড়ের (রাজত্বকাল ৭৭৯-৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ) মন্ত্রী ছিলেন। দামোদর গুপ্ত দেখিয়েছেন, বিকরলা নামে এক কুট্টনি (রমণক্রিয়ার দূতী) মালতী নামে একজন নর্তকীকে বুদ্ধিদীপ্ত উপদেশের মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন—বেশ্যারা ধনবান ব্যক্তিদের দুর্বল স্বভাবের পুত্রদের কিভাবে কামকলায় মুগ্ধ বা প্রলুব্ধ ক'রে তাদের যথাসর্বস্ব হরণ করে এবং তার ফলে ঐসব ব্যক্তিদের দৈহিক, নৈতিক ও আর্থিক অধঃপতন ঘটে। দামোদর গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে সমসাময়িক কাশ্মীরের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রার সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। এই কাব্যে কবি কামশাস্ত্রের, এবং বিশেষভাবে সুরতক্রিয়ার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে নিখুঁত আলোচনা করেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন।

কামশাস্ত্রের বিষয় নিয়ে রচিত **'রতিরহস্য'** আর একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ। এর রচয়িতা 'কোক্কোক' সম্ভবত দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে কোনো এক সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। রচয়িতার নাম অনুসারে গ্রন্থটি 'কোকশাস্ত্র' নামেও পরিচিত। কোক্কোকের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল পারিভদ্র— যিনি 'গদ্য-বিদ্যাধর-কবি' নামে বিখ্যাত ছিলেন; পিতামহের নাম তেজোক। 'রতিরহস্য'কে কবি 'কাম-কেলি-রহস্য' নামেও অভিহিত করেছেন। কোক্কোক বলেছেন, বৈন্যদত্ত নামে একজন রাজার নির্দেশে তিনি এই কামশাস্ত্র-সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরও বলেন, এই গ্রন্থে কামুক ব্যক্তিদের আনন্দদায়ক সব কিছুই আছে। পনেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থে নারীর শ্রেণীভেদ ও বৈশিষ্ট্য, পুরুষ ও নারীর রতিক্রিয়ার উপযুক্ত দিন ও সময়, লিঙ্গ ও যোনির আকার অনুসারে পুরুষ ও নারীর প্রকারভেদ, বয়স ও স্বভাব অনুসারে নারীর বৈশিষ্ট্য, চুম্বন, আলিঙ্গন, দশনক্ষত, নখক্ষত, সঙ্গমের সময় বিভিন্ন ভঙ্গি অবলম্বন, কন্যার বৈশিষ্ট্য, পত্নী-নির্বাচন, পত্নী ও উপপত্নীর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য, নারীকে বশীভূত করার উপায়-প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এইসব আলোচনার ক্ষেত্রে কোক্কোকের গ্রন্থের পরিকল্পনায় এবং বিষয়বস্তুর ক্রমিক উপস্থাপনায় বাৎস্যায়নের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পদ্মশ্রী-বিরচিত **'নাগরসর্বস্ব'** আর একখানি বিখ্যাত কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। পদ্মশ্রী সম্ভবত বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ, ৩৮ অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি আর্যমঞ্জুশ্রীর স্তুতি করেছেন এবং গ্রন্থমধ্যে বৌদ্ধ দেবতা তারা-র পূজার প্রসঙ্গও আছে। যেহেতু পদ্মশ্রী তাঁর গ্রন্থে দামোদর গুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন এবং ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে তাঁর নিজের কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয়েছে, সেই কারণে মনে করা যেতে পারে, পদ্মশ্রীর আবির্ভাব কাল দশম বা একাদশ শতাব্দী। এই মত স্বীকার করলে, 'নাগরসর্বস্ব' কোক্কোকের 'রতিরহস্য' রচিত হওয়ার সময়ে বা আগেই বর্তমান ছিল বলে মনে হয়। পদ্মশ্রী বলেছেন, বাসুদেব নামে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রেরণায় তিনি 'নাগরসর্বস্ব' রচনা করেন। 'নাগর' কথাটি সাধারণভাবে রুচিবান ও সৌন্দর্যপ্রিয় কোনো বিশিষ্ট নগরবাসীকে বোঝায়। এইরকম নাগরের আনন্দবিধায়ক সবকিছুই এইগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ব'লে লেখকের দাবী। সুরতক্রিয়া ও তার আনুষঙ্গিক যা কিছু কামশাস্ত্রের বিষয়, প্রায় সবই পদ্মশ্রীর গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার হাব-ভাব-চেষ্টা, লিঙ্গ ও যোনির প্রমাণ অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রীর শ্রেণীবিভাগ, সুরতক্রিয়ার প্রকারভেদ, পরস্ত্রীকে বশীভূত করার উপায়, বয়স অনুসারে স্ত্রীলোকের শ্রেণীবিভাগ, সুরতের প্রকৃষ্ট স্থান ও সময়, বিভিন্ন প্রদেশের নারীদের বৈশিষ্ট্য, চুম্বন-আলিঙ্গন-দশনচ্ছেদ্য-নখচ্ছেদ্য প্রভৃতি উপচার-প্রয়োগ,

সুরতের সময় নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন ভঙ্গি, কৃত্রিম লিঙ্গের দ্বারা সুরতক্রিয়াসম্পাদন, পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এছাড়া পদ্মশ্রী দুটি নতুন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন— (১) রত্নের সৌন্দর্য ও দোষ পরীক্ষা, এবং (২) প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে 'সংকেত' সম্বন্ধে জ্ঞানের আবশ্যকতা।

জয়দেব রচিত **'রতিমঞ্জরী'** আকারে সংক্ষিপ্ত হ'লেও এখানে সুরতক্রিয়া ও তার প্রধান প্রধান প্রায় সব অনুষঙ্গগুলিই উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থে জাতি অনুসারে এবং সুখোৎপাদনের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে। চুম্বন, নখক্ষত ও দন্তক্ষতের উপযুক্ত স্থান, স্তন-মর্দন, পুরুষ ও নারীর যথাক্রমে লিঙ্গ ও যোনির বৈশিষ্ট্য, সুরতক্রিয়ার সময়ে বিভিন্ন ভঙ্গি ও আসন—প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের আলোচিত বিষয়গুলিই সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। 'রতিমঞ্জরী'র রচয়িতা জয়দেবকে কেউ কেউ 'গীতগোবিন্দ'-এর রচয়িতার সাথে অভিন্ন ব'লে মনে করেন। কিন্তু দুটি গ্রন্থের রচনারীতি তুলনা করলে এই মত গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে জ্যোতিরীশ নামে এক পণ্ডিত **'পঞ্চসায়ক'** নামে একটি কামশাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করেন। 'সায়ক' কথার অর্থ 'কামদেবের শর'। 'পঞ্চসায়ক' পাঁচটি সায়ক বা অধ্যায়ে বিভক্ত। জ্যোতিরীশের 'কবিশেখর' নামে অন্য একটি নাম বা উপাধি ছিল। ইনি বলেছেন, ঈশ্বর, বাৎস্যায়ন, মূলদেব, রন্তিদেব এবং অন্যান্য পূর্বাচার্যদের গ্রন্থ পাঠ ক'রে, তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে 'পঞ্চসায়ক' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। সাধারণত, কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে যেসব বিষয়ের বর্ণনা করা হয়, এই গ্রন্থে সেইগুলিই অল্প-বিস্তর রূপে উপস্থাপিত। নায়িকার ভেদ, লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ও যোনির বিস্তার অনুসারে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীর প্রকারভেদ, সুরতক্রিয়ার শ্রেণীভেদ, কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহার, যোনির বিস্তৃতি ও সংকোচনের উপায়, বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ, পরনারীর সাথে সঙ্গম, রতিক্রিয়ার উপযুক্ত স্থান, এবং চুম্বন-আলিঙ্গন-নখক্ষত-দশনক্ষত প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কল্যাণমল্লের **'অনঙ্গরঙ্গ'** একটি বিখ্যাত ও বহুল-প্রচারিত কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। লোদী বংশীয় আহমদ খাঁ লোদীর পুত্র লাড় খাঁ ছিলেন একজন প্রাদেশিক-রাজপুত শাসনকর্তা। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কল্যাণমল্ল এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি পূর্বাচার্যদের কামশাস্ত্র-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে দশটি অধ্যায়ে রচিত। কামশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও পরিচিত বিষয়গুলির সাথে সাথে নষ্টরাগ-প্রত্যানয়ন, বশীকরণ, বৃষ্যযোগ জাতীয় বিষয়বস্তুর উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উপরি উক্ত প্রখ্যাত গ্রন্থগুলি ছাড়া কামশাস্ত্র-বিষয়ক আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত **'কলাবিলাস'** (একাদশ শতাব্দী), পণ্ডিত অনন্ত রচিত **'কামসমূহ'** (১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) , দেবরাজ-রচিত **'রতিরত্ন-প্রদীপিকা'** (পঞ্চদশ শতাব্দী), হরিহর-রচিত **'শৃঙ্গার-দীপিকা'** বা **'রতিরহস্য'** (পঞ্চদশ শতাব্দী), বীরভদ্র-রচিত 'কামসূত্রে'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ **'কন্দর্পচূড়ামণি'** (১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), এবং আলি আকবর শাহ্-রচিত **'শৃঙ্গারমঞ্জরী'** (সপ্তদশ শতাব্দী)। এছাড়াও অনুরূপ বহু কামশাস্ত্র-গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। [এ প্রসঙ্গে এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার-এর History of Classical Sanskrit Literature-গ্রন্থের অন্তর্গত 'কামশাস্ত্র' নামে ২৬ তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] এইসব গ্রন্থ আজও লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে।

(পাঁচ)

কামসূত্রের বিষয়বস্তু-সংক্ষেপ

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' **সাতটি অধিকরণ** বা অংশ আছে এবং প্রত্যেকটি অধিকরণ **কয়েকটি অধ্যায়ে** বিভক্ত। অধিকরণগুলি হ'ল যথাক্রমে—সাধারণাধিকরণ, কন্যাসম্প্রযুক্তকাধিকরণ, ভার্যাধিকারিকাধিকরণ, বৈশিকাধিকরণ, পারদারিকাধিকরণ, সাম্প্রযোগিকাধিকরণ এবং ঔপনিষদিকাধিকরণ। প্রত্যেকটি অধিকরণের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাৎস্যায়ন খুব নিপুণভাবে নারী-পুরুষের কাম-প্রবৃত্তির সমস্ত দিক্ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এই ব্যাপারের কোনো কিছুকেই অপ্রাসঙ্গিক মনে ক'রে দূরে সরিয়ে রাখে নি।

'সাধারণ' নামক প্রথম অধিকরণে কামশাস্ত্রের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ের নাম—**'শাস্ত্র-সংগ্রহ'**। এই অধ্যায়ে বাৎস্যায়ন ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিকেই পুরুষার্থ বলেছেন। যদিও কামসূত্রে কাম-বিষয়ক আলোচনারই প্রাধান্য, এখানে ধর্ম ও অর্থকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কামোপভোগের কথা বলা হয় নি। যেসব পূর্বাচার্যদের কাছে বাৎস্যায়ন ঋণী, তাঁদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর 'কামসূত্র' পূর্বাচার্যদের গ্রন্থগুলির সার-সঙ্কলন মাত্র। বাৎস্যায়নের মতে, **প্রজাপতি ব্রহ্মা** এক লক্ষ অধ্যায়ে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গসাধনের উপায়ের কথা বলেছেন। প্রজাপতিবর্ণিত উপদেশগুলি থেকে কাম-বিষয়ক সূত্রগুলিকে আলাদা ক'রে মহাদেবের অনুচর **নন্দী** এক হাজার অধ্যায়-সমন্বিত একটি বিশালাকার কামশাস্ত্র রচনা করেন। এই বিশাল গ্রন্থ সাধারণ লোকের পক্ষে আয়ত্তাধীন নয় মনে ক'রে উদ্দালক

ঋষির পুত্র **শ্বেতকেতু** পাঁচশ' অধ্যায়ে কামশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত আকারে নতুন ক'রে লিখলেন। কিন্তু এই গ্রন্থেরও আকার খুব একটা ছোট ছিল না এবং সাধারণ লোকের দ্বারা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই পাঞ্চালদেশীয় **বাভ্রব্য** (বভ্রুর পুত্র), সাধারণ লোক যাতে উপকৃত হয় সেজন্য একশ পঞ্চাশ অধ্যায়ে সংক্ষেপিত ক'রে 'সাধারণ', 'কন্যাসম্প্রযুক্ত', ভার্যাধিকরণ', বৈশিক, 'পারদারিক', সাম্প্রযোগিক' ও 'ঔপনিষদিক'— এই সাতটি অধিকরণে বিভক্ত ক'রে একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করলেন। তারপর পাটলিপুত্রের বেশ্যাদের দ্বারা নিযুক্ত হ'য়ে এবং তাদেরই অনুরোধে **দত্তকাচার্য**, বাভ্রব্যের কামশাস্ত্রের অন্তর্গত চতুর্থ 'বৈশিক' অধিকরণটিকে আলাদা ক'রে বেশ্যাদের লোকযাত্রা নির্বাহ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য আচার্যেরা বাকী অধিকরণগুলিকে নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করলেন। যেমন, **চারায়ণ** নামে এক আচার্য 'সাধারণ অধিকরণ' আলাদা ক'রে নিয়ে নিজ মতের সাথে মিশিয়ে একটি গ্রন্থ লিখলেন; **ঘোটকমুখ** লিখলেন —'কন্যাসম্প্রযুক্ত অধিকরণ', **গোনর্দীয়**—'ভার্যাধিকারিক অধিকরণ', **গোণিকাপুত্র**—'পারদারিক অধিকরণ', **সুবর্ণনাভ**—'সাম্প্রযোগিক' এবং **কুচুমার**—'ঔপনিষদিক অধিকরণ'। এইভাবে আরও অনেক আচার্য কামশাস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখলেন। এইভাবে এক একজন নিজ নিজ পছন্দমত এক একটি অংশ নিয়ে কামশাস্ত্র রচনা করার ফলে, নন্দী থেকে আরম্ভ ক'রে বাভ্রব্য পর্যন্ত আচার্যদের চেষ্টায় যে বিশাল ও অখণ্ড কামশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল তার সর্বাঙ্গীন চর্চা বিলুপ্ত হ'তে বসেছিল। বাৎস্যায়ন দেখলেন, বাভ্রব্য প্রভৃতির গ্রন্থ কামশাস্ত্রের অংশবিশেষ ব'লে, তার দ্বারা সমগ্র কামশাস্ত্রের বিষয়জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি সমগ্র কামশাস্ত্রের বিষয়গুলিকে একত্রিত ক'রে সংক্ষেপে **'কামসূত্র'** নামে গ্রন্থটি রচনা করলেন।

প্রথম অধিকরণের **'ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি'** নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষের আয়ু একশ বছর ধ'রে (শতায়ু বৈ পুরুষঃ), তাকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই তিন বর্গের সেবার জন্য এক একটি ভাগকে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। একশ বছরের মধ্যে ষোল বছর পর্যন্ত বাল্যকাল; এই সময় বিদ্যাগ্রহণ ও সেই সঙ্গে অর্থোপার্জনের উপায় শিক্ষা করা কর্তব্য। ষোল থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত মধ্যম কালে কামের সেবা করা উচিত, আর সত্তর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়ে ধর্ম ও মোক্ষকে সেবা করতে হবে। তবে যেহেতু আয়ুর কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই এবং যেহেতু একশ বছর পর্যন্ত সকলেই বেঁচে থাকে না, সেজন্য যখন যেমন প্রয়োজন ব'লে মনে হবে, তখন ধর্ম অর্থ ও কামের যে কোনটিরই সেবা করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে বাৎস্যায়ন কাম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বাৎস্যায়ন 'কাম' বলতে নারী-পুরুষের পরস্পরের যৌন-মিলনের জন্য যে অদম্য প্রয়াস এবং আঙ্গিক মিলনের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের যে চরম সুখপ্রাপ্তি—সেগুলিকেই বুঝিয়েছেন। যৌন-সঙ্গমের কয়েকটি আনুষঙ্গিক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সুখের (যথা—চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি) কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। কামের সেবা ক'রে অনেকেই চূড়ান্ত বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছে—বিরুদ্ধবাদীদের এই মত প্রত্যাখ্যান ক'রে বাৎস্যায়ন, কাম-ও যে ধর্ম ও অর্থের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের শরীর রক্ষার জন্য কামও যে একান্তই প্রয়োজনীয়—এই মত যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

'বিদ্যাসমুদ্দেশ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই কামশাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বাৎস্যায়ন বলেন,—কামশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করতে হ'লে চৌষট্টি কলায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হ'লে এই চৌষট্টি কলাবিদ্যার অনুশীলন নারীদের পক্ষে অপরিহার্য। অবিবাহিতা নারী নির্জন প্রদেশে এবং গোপনে এই বিদ্যাগুলি চর্চা করবে। যে সমস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই বিদ্যাগুলি শিক্ষা করতে হবে, তাদের কথাও বিশদভাবে বলা হয়েছে। বাৎস্যায়নের মতে, কলাবিদ্যার ঠিকমত চর্চা না করলে ধর্ম, অর্থ ও কাম কোনটাই লাভ করতে পারা যায় না। বাৎস্যায়ন যে চৌষট্টি কলার প্রশংসা করেছেন, সেগুলি হ'ল—

(১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (৪) আলেখ্য, (ছবি আঁকা), (৫) বিশেষকচ্ছেদ্য (কপালে ও গালে চন্দন প্রভৃতির দ্বারা তিলক রচনা), (৬) তণ্ডুল-কুসুম-বলি-বিকার (চালের গুঁড়ো দিয়ে মেঝেতে আল্‌পনা দেওয়া এবং নানা রঙের ফুল দিয়ে দেব-বিগ্রহ সাজানো), (৭) পুষ্পাস্তরণ (শোবার ঘরে বা পূজার ঘরে ফুল দিয়ে সাজানো; ফুল-শয্যা), (৮) দশনবসনাঙ্গরাগ (কুঙ্কুম প্রভৃতির দ্বারা দেহকে চিত্রিত করা), (৯) মণি-ভূমিকাকর্ম (নানা রঙের পাথর ও মণি দিয়ে দেওয়ালে ও মেঝেতে লতাপাতার নক্সা তৈরী করা), (১০) শয়ন রচনা (শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদে নানা রকমের শয্যা রচনার কৌশল), (১১) উদকবাদ্য (জলতরঙ্গ-জাতীয় বাজনা), (১২) উদকাঘাত (সাঁতার দেওয়া এবং জলের মধ্যে ডুব দেওয়া এবং ভেসে ওঠার কৌশল দেখানো), (১৩) চিত্রযোগ (ঈর্ষাপরবশ হ'য়ে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা পরের অনিষ্টসাধন), (১৪) মাল্য-গ্রথন-বিকল্প (দেবতার পূজা বা অন্য উদ্দেশ্যে মালা গাঁথার নিপুণতা), (১৫) শেখরকাপীড়-যোজন (ফুল বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে শিরোভূষণ তৈরী করা), (১৬) নেপথ্য-প্রয়োগ (অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজানো), (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ (হাতীর দাঁত, শাঁখ প্রভৃতি দিয়ে কানের অলঙ্কার তৈরী করা), (১৮) গন্ধযুক্তি (নানা রকমের গন্ধদ্রব্য

তৈরী করা), (১৯) ভূষণযোজন (মণি-মুক্তার দ্বারা কণ্ঠহার, চন্দ্রহার প্রভৃতি অলঙ্কারের নির্মাণ-কৌশল), (২০) ঐন্দ্রজাল (যাদুবিদ্যা), (২১) কৌচুমারযোগ (যে সব বিদ্যার দ্বারা কুরূপাকে সুরূপা বা সুরূপাকে কুৎসিৎ ক'রে দেখানো যায়), (২২) হস্তলাঘব (দীর্ঘসময়-সাধ্য কাজকে অল্প সময়ে করতে শেখা), (২৩) বিচিত্রশাক-যূষ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া (নানা রকমের শাক, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রভৃতির রন্ধনপ্রণালী), (২৪) সূচীবানকর্ম (সেলাই-এর কাজ), (২৫) সূত্রক্রীড়া (সূচে সুতা ভরার নানা রকম কৌশল দেখানো), (২৬) বীণা-ডমরুক-বাদ্য (বীণা ডমরু প্রভৃতি বাজানোর কৌশল দেখানো), (২৮) প্রতিমালা (অন্ত্যাক্ষরিকা নামে শব্দের খেলা), (২৯) দুর্বাচক-যোগ (দুরুচ্চার্য শব্দ নিয়ে কাব্য রচনার কৌশল দেখানো), (৩০) পুস্তকবাচন (সুর-তান সহযোগে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি কাব্যপাঠ), (৩১) নাটকাখ্যায়িকা-দর্শন (গদ্য-পদ্যাত্মক নাটক ও গদ্যাত্মক আখ্যায়িকা সম্পর্কে জ্ঞান), (৩২) কাব্য-সমস্যা-পূরণ (শ্লোকের একটি পাদ একজনের দ্বারা বলা হ'লে অন্যের দ্বারা বাকী পাদগুলি পূরণ করার দক্ষতা দেখানো), (৩৩) পট্টিকা-বেত্র-বান-বিকল্প (বেত দিয়ে আসন, পাটি প্রভৃতি নির্মাণ), (৩৪) তক্ষকর্ম (তুলা বা পাট থকে সূতো তৈরী করা), (৩৫) তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), (৩৬) বাস্তুবিদ্যা (বাড়ী তৈরীর কাজ), (৩৭) রূপ্যরত্নপরীক্ষা (হীরে, মণি মুক্তো প্রভৃতির গুণদোষ পরীক্ষা), (৩৮) ধাতুবাদ (পাথর, রত্ন ও ধাতুর ঢালাই ও শোধনের কাজ), (৩৯) মণিরাগাকরজ্ঞান (পদ্মরাগ প্রভৃতি মণির উৎপত্তিস্থান সম্পর্কে জ্ঞান), (৪০) বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ (বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ চিকিৎসা), (৪১) মেষকুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি (ভেড়া, মোরগ, প্রভৃতির লড়াই), (৪২) শুকসারিকা-প্রলাপন (টিয়া, চন্দনা, ময়না প্রভৃতি পাখীকে মানুষের ভাষায় কথা বলা শেখানো), (৪৩) উৎসাদন, সম্বাহন ও কেশমর্দন কৌশল (অঙ্গমর্দন ও কেশমর্দন করার কৌশল শেখা), (৪৪) অক্ষরমুষ্টিকাকথন (ঠারে ঠোরে কথা বলার কৌশল শেখা), (৪৫) ম্লেচ্ছিত-বিকল্প (যা সাধু শব্দ দ্বারা রচিত হ'লেও অক্ষরের কুটিল বিন্যাসের জন্য দুর্বোধ্য মনে হয়), (৪৬) দেশভাষাবিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাজ্ঞান), (৪৭) পুষ্পশকটিকা (কাউকে কোনো ফুলের নাম করতে বলা হ'লে, সে যে ফুলের নাম বলবে সেই অনুসারে শুভ বা অশুভ নিশ্চিত ক'রে দেওয়ার কৌশল), (৪৮) নিমিত্তজ্ঞান (কোনো চিহ্ন দেখে ভাল মন্দ ব'লে দেওয়া), (৪৯) যন্ত্রমাতৃকা (যন্ত্রচালিত যান-বাহনের নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান), (৫০) ধারণমাতৃকা (শ্রুতিধর হওয়ার জন্য স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করার কৌশল), (৫১) সংপাঠ (এক সাথে একাধিক ব্যক্তির গ্রন্থপাঠ), (৫২) মানসী (কোন গ্রন্থপাঠ শুনে তা অনুরূপভাবে পাঠ করা), (৫৩) কাব্যক্রিয়া (কাব্যরচনা), (৫৪) অভিধানকোষ (অমরকোষ প্রভৃতি অভিধানগ্রন্থ পাঠ), (৫৫) ছন্দঃপাঠ (পিঙ্গল

প্রভৃতির দ্বারা রচিত ছন্দোগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান), (৫৬) ক্রিয়াকল্প (অলঙ্কার শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন), (৫৭) ছলিতকযোগ (কাউকে ছলনা করার উদ্দেশ্যে চেহারার রূপান্তর ঘটানো), (৫৮) বস্ত্রগোপন (কাপড় পরার নানা কৌশল), (৫৯) দ্যূতবিশেষ (তাসখেলা প্রভৃতি), (৬০) আকর্ষক্রীড়া (পাশা খেলা), (৬১) বালক্রীড়নক (কন্দুক বা বল নিয়ে বালকদের মতো খেলা), (৬২) বৈনয়িকী বিদ্যা (হাতী, ঘোড়া, সিংহ প্রভৃতি জন্তুকে বশীভূত করতে জানা), (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যা (যে বিদ্যার ফলে বিজয় লাভ করা,—যেমন, অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা), (৬৪) বৈয়ামিকী বিদ্যা (ব্যায়াম, মৃগয়া প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে কার্যক্ষম করার দক্ষতা)।

এই চৌষট্টি রকমের কলাবিদ্যা পুরুষ ও নারী উভয়েরই শিক্ষণীয় এবং এই শিক্ষার ফল উভয়েরই সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি— একথা বাৎস্যায়ন নানাভাবে বলেছেন।

'নাগরক-বৃত্ত' নামে চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যা অর্জনের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বোপার্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থদ্বারা কিভাবে সুস্থ, সৌন্দর্যময় ও পরিমার্জিত নাগরিক জীবন-যাপন করবে, তা বলা হয়েছে। এখানে নাগরকের গৃহনির্মাণ, গৃহসজ্জা, প্রাত্যহিক কাজ, সামাজিক আচার-আচরণ, উদ্যান-বিহার, নানা উৎসবে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে তৎকালীন সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তবোচিত পরিচয় পাওয়া যায়। **'নায়কসহায়দূতকর্মবিমর্শ'** নামক পঞ্চম অধ্যায়ে নর-নারীর মিলনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে যে প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—কোন্ কোন্ শ্রেণীর নারীর সাথে যৌন উপভোগ করা যেতে পারে; কোন্ কোন্ অবস্থায় পরস্ত্রীর সাথে সঙ্গম বৈধ; কোন্ নারীদের সাথে যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ; বাঞ্ছিতার বা প্রেমিকার সাথে মিলনের জন্য কি রকম পুরুষ বা নারীকে দৌত্যকার্যে নিয়োগ করা যেতে পারে; এবং দূতের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।

'কন্যাসম্প্রযুক্তক' নামক **দ্বিতীয় অধিকরণে** বিভিন্ন প্রকার বিবাহের মধ্যে কিরকম বিবাহ প্রশস্ত, যোগ্য পাত্র-পাত্রী বিচার, কন্যার বিশ্বাস উৎপাদনের উপায় প্রভৃতি প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। এই অধিকরণেরও **পাঁচটি অধ্যায়** আছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম **'বরণবিধান ও সম্বন্ধ-নিশ্চয়'**। এখানে উপযুক্ত স্ত্রীলাভ করার উপায়, আটপ্রকার বিবাহ, কোন্ কোন্ কন্যা বিবাহের অনুপযুক্ত, কোন্ কন্যা আদরণীয় এবং বিবাহের উপযুক্ত, বরপক্ষকে কন্যা দেখানোর পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম—**'কন্যা-বিস্রম্ভ ন'** অর্থাৎ নবপরিণীতা বধূর মনে বিশ্বাস উৎপাদন। এখানে দেখি—বিবাহের রাত্রেই বধূর সাথে যৌনসঙ্গ

মে প্রবৃত্ত না হ'য়ে যাতে অনভিজ্ঞা স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার জন্য স্বামীকে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলাৎকার না ক'রে চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি মৃদু উপচারের মাধ্যমে স্ত্রীর মনে স্বামীর দ্বারা রতিবাসনা বৃদ্ধি করতে হবে। নববধূকে নিজের সাথে আলাপ করানো এবং তার চিত্তজয়ের নানা উপায় এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত। '**বালোপক্রমা ও ইঙ্গিতাকারসূচন**' নাম তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হ'ল—কিরকম ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত কন্যা লাভ করতে পারে না অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কন্যাপক্ষের কাছে অবাঞ্ছিত; ছোটবেলা থেকে একজন বালক কিভাবে কোনো বালিকাকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করার চেষ্টা করবে এবং ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হবে; যুবক-প্রেমিক কিভাবে যুবতী কন্যার হৃদয় জয় করবে এবং ফলস্বরূপ তাদের বিবাহ সংঘটিত হবে; কন্যার আকার-ইঙ্গিত দেখে ভাবী পাত্রের দ্বারা তার মনোভাব বোঝার উপায়, প্রভৃতি।

'**কন্যাপ্রতিপত্তি**' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে,—আকার-ইঙ্গিতে যে প্রেমিকা নায়কের প্রতি তার অনুরাগ দেখিয়েছে, তাকে কিভাবে পত্নীরূপে পাওয়া যেতে পারে। নায়ক জলকেলি, সামাজিক সম্মেলন প্রভৃতিতে প্রেমিকার কাছাকাছি উপস্থিত থেকে তার অঙ্গ স্পর্শ করার চেষ্টা করব; তারপর নায়িকার কোনো ধাত্রী বা সখীর সাহায্যে নায়ক-নায়িকার মিলন, নায়কের বাড়ীতে আগতা নায়িকার প্রতি নায়কের আচরণ, ধনহীন পাত্রের পাত্রী-সংগ্রহের এবং নিঃসহায়া পাত্রীর পাত্র-সংগ্রহের উপায় প্রভৃতি বিষয়ও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

'**বিবাহযোগ**' নামক পঞ্চম অধ্যায়ে আটরকম বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই তিনটি বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহের প্রাধান্য দেখানো হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে পিতা-মাতার অজ্ঞাতে কোনো নির্জন স্থানে অগ্নিসাক্ষী ক'রে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সঙ্ঘটিত লৌকিক বিবাহ-প্রথার কথা বলা হয়েছে।

'**ভার্যাধিকারিক**' নামে **তৃতীয় অধিকরণের** 'প্রথম অধ্যায়ে' '**একচারিণী বৃত্ত ও প্রবাসচর্যা**' আলোচিত হয়েছে। ভার্যা দুই রকমের—একচারিণী অর্থাৎ স্বামীর একমাত্র স্ত্রী ও সপত্নীযুক্তা। একচারিণী ভার্যার স্বামীর প্রতি কর্তব্য, কিভাবে সে গৃহ পবিত্র রাখবে, গুরুজন ও দাসদাসীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করবে, কি প্রকার নারীর সংসর্গ পরিত্যাগ করবে, সংসারের নানা প্রয়োজনীয় কর্তব্য কিভাবে নিপুণতার সাথে সম্পাদন করবে, স্বামীর বন্ধুদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে—ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে স্বামী বিদেশ গমন করলে স্ত্রীর

কি কি কর্তব্য, তার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' সপত্নীযুক্তা হ'য়ে নায়িকা কিরকম আচরণ করবে, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নায়িকা যদি সপত্নীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হয়, তার কনিষ্ঠা সপত্নীদের প্রতি আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে **'জ্যেষ্ঠাবৃত্ত'** নামক অংশে। আবার নায়িকা যদি সপত্নীদের চেয়ে কনিষ্ঠা হয়, জ্যেষ্ঠা সপত্নীদের প্রতি তার আচরণের নির্দেশ আছে **'কনিষ্ঠাবৃত্ত'**-প্রকরণে। এই অধ্যায়ে **'পুনর্ভূবৃত্ত'** প্রকরণে **পুনর্ভূ** নারীর কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। যে বিধবা ইন্দ্রিয় দমন করতে না পেরে কামার্ত হ'য়ে ভোগী ও গুণসম্পন্ন কোনো যুবককে দ্বিতীয়বার পতিত্বে বরণ করে, তাকে পুনর্ভূ বলা হয়। পুনর্ভূ দু-রকমের—'অক্ষতযোনি' অর্থাৎ যার পূর্বের স্বামীর সাথে সহবাস হয় নি, এবং 'ক্ষতযোনি' অর্থাৎ পূর্বস্বামীর সাথে যার যৌনসঙ্গমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সপত্নীদের সাথে পুনর্ভূ-নারীর আচরণ সম্পর্কে উপদেশও এই প্রকরণে দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের **'দুর্ভগাবৃত্ত'** নামক প্রকরণে বহু সপত্নীযুক্তা, উপেক্ষিতা ও দুর্ভাগিণী স্ত্রীর কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে, **'আন্তঃপুরিক'** প্রকরণে, রাজার অন্তঃপুরে বহু স্ত্রী থাকায় এবং তাদের একটি মাত্র স্বামীর দ্বারা কামবাসনার পরিতৃপ্তি না হওয়ায়, তারা কিভাবে কৃত্রিম উপায়ে কামলালসা চরিতার্থ করে,—তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। **'বহ্বীপ্রতিপত্তি'** নামক প্রকরণে বহুস্ত্রীযুক্ত স্বামী তার সকল স্ত্রীর প্রতি কি ধরণের আচরণ করবে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

'বৈশিক' নামে চতুর্থ অধিকরণে ছয়টি অধ্যায় আছে এবং এই অধ্যায়গুলিতে বেশ্যা-বৃত্তি-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই অধিকরণে প্রাচীনকালের বেশ্যাদের জীবন-যাত্রার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও গণিকাদের বৃত্তি ও জীবনযাপনের পদ্ধতির একটি ছবি পাওয়া যায়। তবে 'কামসূত্রে' এই চিত্রটি আরও নিখুঁত। বেশ্যাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে যে একটা অশ্রদ্ধেয় এবং বিরূপ ধারণা আছে, 'কামসূত্রে'র বেশ্যাদের জীবনধারণের বর্ণনা থেকে তাদের সম্বন্ধে সেই ধারণা দূরীভূত হয়। এ ব্যাপারে 'কামসূত্রে'র বর্ণনাকে সমর্থন করে শূদ্রকরচিত 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি গ্রন্থ। 'বৈশিক' অধিকরণের 'প্রথম অধ্যায়ে' বাৎস্যায়ন বলেছেন—পুরুষের সংসর্গ লাভ ক'রে বেশ্যারা রতির আনন্দ ও অর্থ লাভ করে। কামপ্রবৃত্তি-চরিতার্থ করার জন্য পুরুষের সাথে সহবাস স্বাভাবিক; কিন্তু অর্থোপার্জনের জন্য বেশ্যাদের পুরুষ-সংসর্গের ইচ্ছা কৃত্রিম। প্রধানত অর্থের জন্য পুরুষ-সংসর্গ করলেও বেশ্যারা এমন ভাব দেখাবে, যেন কামের উত্তেজনাতেই তারা পুরুষের সাথে সঙ্গম করতে চাইছে, কারণ, কামপরায়ণা স্ত্রীলোকের উপরই পুরুষের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে। বাৎস্যায়ন বলেছেন, বেশ্যারা যেন প্রকাশ্যে অর্থের

জন্য লোভ না দেখায়, কারণ, তাদের অর্থলোলুপতা দেখে পুরুষের মোহ কেটে যেতে পারে। বেশ্যারা প্রত্যেকদিন অলঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে এমনভাবে ব'সে রাজপথ অবলোকন করবে, যেন অনায়াসেই পথচারীরা তাদের দেখতে পায়। একেবারে প্রকাশ্য স্থানে তাদের বসা উচিত নয়, কারণ, বেশ্যারা হ'ল বিক্রেতব্য পণ্যের মত—অনেকটা প্রকাশিত থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে আবার কিছুটা অপ্রকাশিতও থাকবে। পুরুষ জুটিয়ে আনার জন্য বেশ্যারা যেসব দূত বা দালাল নিয়োগ করবে, তাদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ, বিদূষক, মালাকার, শৌণ্ডিক, রজক, নাপিত, ভিক্ষুক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যে সব পুরুষকে বেশ্যারা উপভোগ করবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—নবীন যুবক, ধনবান ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কষ্ট ক'রে ধন উপার্জন করে নি, দানশীল, রাজারা যাকে মান্য করেন, যে ধনের মমতা করে না, সুপ্তকাম সন্ন্যাসী, বৈদ্য প্রভৃতি।

বেশ্যাদের যেসব গুণ থাকা আবশ্যক, সেগুলি হ'ল—রূপ, যৌবন, শারীরিক শুভ লক্ষণ, মাধুর্য, গুণের প্রতি অনুরাগ, অর্থের প্রতি অল্প আসক্তি, স্থৈর্য, অকপটতা প্রভৃতি।

যেসব পুরুষকে বেশ্যাদের কামনা করা উচিত নয়, তারা হ'ল—কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, যার বীর্য যোনিতে পড়লেই স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয়, যার মুখে দুর্গন্ধ আছে, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে, কঠোরভাষী, নির্দয়, যার মান-অপমানের জ্ঞান নেই, দম্ভশীল, লজ্জাহীন প্রভৃতি।

বেশ্যাদের পুরুষসংসর্গের ব্যাপারে অনেক কারণ থাকলেও বাৎস্যায়নের মতে অর্থলাভ, নিজের দুর্গতির অবসান ও প্রেম—প্রধানত এই তিন রকম কারণের জন্যই বেশ্যারা কোনো পুরুষের সাথে সম্ভোগের জন্য প্রবৃত্ত হয়। বৈশিক-অধিকরণের **প্রথম অধ্যায়ে** বেশ্যারা কিভাবে পুরুষকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবে, কিভাবে আগত নায়কের প্রীতি ও অভিলাষ জন্মাবে, কি উপায়ে ধনবান নায়ককে বশীভূত করবে—প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, **'দ্বিতীয় অধ্যায়ে'** সেগুলিকেই আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

'তৃতীয় অধ্যায়ের' প্রধান আলোচ্য বিষয়—বেশ্যারা অর্থলোলুপতা প্রকাশ না ক'রে, কি কি উপায় আশ্রয় ক'রে অনুরক্ত ও বিরক্ত নায়কের কাছ থেকে ধনগ্রহণ করবে; নায়ক অনুরক্ত হ'লেও কৃপণতা ক'রে যদি অর্থ দিতে উৎসাহী না হয়, তবে তার কাছ থেকে বেশ্যারা কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করবে তারও উপায় এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

'চতুর্থ অধ্যায়ে' বেশ্যাকর্তৃক বিশীর্ণ নায়কের অর্থাৎ অন্যত্র অপসৃত নায়কের অনুসন্ধান ব্যাপার আলোচিত হয়েছে। **পঞ্চম ও ষষ্ঠ** অধ্যায়ে' একপরিগ্রহা, অনেকপরিগ্রহা ও অপরিগ্রহা ভেদে তিন শ্রেণীর বেশ্যার কথা এবং তারা কিভাবে পর-পুরুষ সংগ্রহ ক'রে নিজেদের ব্যবসার উন্নতি করতে পারে, তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটী, শিল্পকারিকা, প্রকাশবিনষ্টা, রূপাজীবা এবং গণিকা নামে বিভিন্ন শ্রেণীর বেশ্যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

'পারদারিক' নামে **পঞ্চম অধিকরণের ছয়টি অধ্যায়ে** পরস্ত্রীর সাথে প্রেম অর্থাৎ পরকীয়া প্রেম বর্ণিত হয়েছে। পরস্ত্রীর সাথে প্রেম সাধারণভাবে সমাজে নিন্দনীয় হ'লেও, এই প্রথা আবহমান কাল থেকে প্রচলিত। একজন মাত্র রমণীতে সন্তুষ্ট না থেকে মানুষ মাঝে মধ্যেই পরস্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়। কিন্তু পরস্ত্রীকে লাভ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাই মানুষের পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অদম্য এবং পরস্ত্রীকে নিজের প্রতি আসক্ত করার জন্য মানুষকে নানা রকম প্রযত্ন করতে হয়। **'প্রথম অধ্যায়ের'** সূচনাতেই বলা হয়েছে, পরস্ত্রীকে লাভ করতে উৎসাহী পুরুষকে প্রথমেই দেখতে হবে, ঐ স্ত্রীকে পাওয়া সম্ভব কিনা, তার সাথে সঙ্গম নিরাপদ কিনা এবং নিজের পক্ষে লাভদায়ক কিনা। বাৎস্যায়নের মতে, পরস্ত্রীর সাথে সঙ্গমের ফলে যদি কোনো পুরুষের নিজের জীবন-রক্ষা হয়, তাহ'লে সে অবশ্যই সেই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে প্রয়াসী হবে। পরস্ত্রীকে দেখে পুরুষের মনে যে কাম জাগে, তার দশটি অবস্থা—পরস্ত্রীকে দেখার ফলে চক্ষুঃপ্রীতি, তার জন্য মনে মনে আসক্তি, তাকে লাভ করার সঙ্কল্প, ফলস্বরূপ নিদ্রাহীনতা, নিদ্রাহীনতার জন্য শরীরের কৃশত্ব, ঐ স্ত্রীর কথা অনবরত চিন্তার ফলে অন্যান্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা, ক্রমশ লজ্জাহীনতা, উম্মাদাবস্থা, অস্বাস্থ্যের ফলে মূর্চ্ছা এবং পরিণামে মৃত্যুপ্রাপ্তি পর্যন্ত।

বাৎস্যায়ন বলেন, পরস্ত্রীর আচরণ, ইঙ্গিত ও হাবভাব দেখে তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা উচিত। পরস্ত্রী ও পরপুরুষের বিপরীত আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় কোনো পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও, যে সব কারণে নারী তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হ'তে চায় না, তা বোঝানো হয়েছে। পরস্ত্রীর সাথে সঙ্গমে সফলতা অর্জন করতে হ'লে, পুরুষকে যেসব উপায় অবলম্বন ও গুণ অর্জন করতে হবে এবং কোন্ কোন্ প্রকারের বিবাহিতা স্ত্রীলোককে সহজে নিজের আয়ত্তে আনা যায়, তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' দূতীপ্রয়োগ, ব্যক্তিগত চেষ্টা, প্রতারণা, নিজে থেকে গিয়ে আলাপ, নানা আকার-ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারা এবং যখন যেরকম প্রয়োজন সেইভাবে

পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার উপায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'তৃতীয় অধ্যায়ে' অপ্রগল্‌ভা ও ধীর প্রকৃতির পরস্ত্রী, যে পরস্ত্রী নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না, যে পরস্ত্রী প্রথমে নায়ককে প্রত্যাখ্যান ক'রে পরে সেই নায়ককেই গ্রহণ করে, যে পরনারী নায়কের আদর-ভালবাসা সহ্য করে কিন্তু সঙ্গমে কুণ্ঠিত হয়, যে নারী কর্কশভাষিণী, এবং প্রগল্‌ভা নারী—এদের মনোভাব ঠিকমত পরীক্ষা ক'রে নায়ক-কর্তৃক সঙ্গমের চেষ্টা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্ত্রীকে পরিহার করার কথা বলা হয়েছে।

'চতুর্থ অধ্যায়ে' দূতীর মাধ্যমে পরস্ত্রীকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা, দূতীর কর্তব্য, দূতীনিয়োগ-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা, দূতীদের কার্যসিদ্ধির উপায়, দূতীর প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

'পঞ্চ ম অধ্যায়ে' রাজা ও বিভবশালী রাজপুরুষেরা কিভাবে, কোন্ সময়ে এবং কোথায় পরস্ত্রী উপভোগ করবে, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাৎস্যায়ন বলেন, রাজা কখনো পরস্ত্রীকে উপভোগ করার জন্য প্রজাদের বাড়ীতে যাবে না; যদি যায়, তাহ'লে যে কিরকম সাংঘাতিক পরিণাম হ'তে পারে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'ষষ্ঠ অধ্যায়ে' প্রথমে **'অন্তঃপুরিকাবৃত্ত'** আলোচিত হয়েছে। অন্তঃপুরে রাজার অনেক স্ত্রী থাকে এবং প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে থাকায় জন্য তাদের পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেলার খুব সুযোগ হয় না। একজন রাজার বহু পত্নী থাকায়, সেই পত্নীদের রতিসুখ ঘটে না। তাই কয়েকটি কৃত্রিম উপায়ের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা তারা কামবাসনা চরিতার্থ করে। বাৎস্যায়ন দেখিয়েছেন, বাইরের পুরুষেরা কিভাবে স্ত্রীবেশ ধারণ ক'রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে এবং অন্তঃপুরিকাদের সাথে সঙ্গম করবে। এই অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে, কোন্ কোন্ কারণে নারীদের চরিত্রহানি হয় ও তারা বিপথে যায় এবং তার ফলে তারা পরপুরুষের সহজলভ্য হয়।

উপসংহারে বাৎস্যায়ন বলেছেন, এই **'পারদারিক'** অধিকরণের বিষয়বস্তু ভালোভাবে জানা থাকলে, কোনো পুরুষ নিজের স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হয় না। এই অধিকরণের মূল প্রতিপাদ্য স্ত্রী-পুরুষের দোষ-প্রদর্শন নয়, কিন্তু এই সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে প্রধানত মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং বিবাহিতা নারীরা যাতে পরপুরুষের ছলনার কবলে না পড়ে, তার উদ্দেশ্যে।

'সাম্প্রযোগিক' নামক **ষষ্ঠ অধিকরণের দশটি অধ্যায়ে** স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রযোগ বা যোনির সাথে লিঙ্গ সংযোগের নানা দিক্ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'কামসূত্রে'র

সবচেয়ে বৃহদাকার এই অধিকরণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বাৎস্যায়নের গভীর চিন্তা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার উল্লেখযোগ্য ফসল। চুম্বন, আলিঙ্গন, নখক্ষত, দন্তক্ষত, সঙ্গমের উপযোগী বিভিন্ন আসন এবং আরও অন্যান্য যেসব ব্যাপার সঙ্গম-ক্রিয়াতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই আনন্দদায়ক হয়, তারই সুষ্ঠু পথনির্দেশ এই অধিকরণে দেওয়া হয়েছে।

'প্রথম অধ্যায়ে' টীকাকার যশোধর স্ত্রীসাধন বা স্ত্রীসম্ভোগকে শত্রুরাজ্যজয়ের মতই কষ্টসাধ্য ব'লে উল্লেখ করেছেন।—'স্ত্রীসাধনং চাবাপঃ'। কামশাস্ত্রে জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে সুরতক্রিয়া ভালোভাবে এবং পরিপূর্ণ সুখপ্রদায়করূপে নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়; এই কারণেই 'সাম্প্রয়োগিক' অধিকরণের অবতারণা—যার পাঠে সুরতক্রিয়ার প্রকারভেদ, লিঙ্গ-যোনির সুষ্ঠু সংযোগ, চুম্বন-আলিঙ্গন প্রভৃতি সম্পাদনের প্রকৃত উপায় এবং আরও বহু বিষয় জানা যায়। এই প্রথম অধ্যায়ে লিঙ্গ ও যোনির আকার অনুসারে পুরুষ ও স্ত্রীর শ্রেণীভেদ, সমরত ও বিষমরতের প্রকারভেদ, সুরতক্রিয়ার শক্তি অনুসারে নায়ক-নায়িকার শ্রেণীভেদ, সঙ্গমের স্থায়িত্বকাল অনুসারে স্ত্রীপুরুষের শ্রেণীবিভাগ, স্ত্রীলোকের সুরতজনিত আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ, স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের ব্যাপারে মতপার্থক্য, প্রীতি বা যৌনসুখের প্রকারভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিচার করা হয়েছে।

'দ্বিতীয় অধ্যায়ে' সম্প্রয়োগের বা রতিক্রিয়ার প্রকারভেদ, বিভিন্ন প্রকার আলিঙ্গনের নাম, রতিক্রিয়ার আগে এবং রতিক্রিয়ার সময়ে সম্পাদনীয় আলিঙ্গন, একাঙ্গ আলিঙ্গন, সম্বাহন বা অঙ্গমর্দন প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'তৃতীয় অধ্যায়ের' আলোচ্য বিষয়—**'চুম্বন'**। দেহের কোন্ অংশে চুম্বন বিধেয়, কখন্ কিভাবে চুম্বন কর্তব্য, চুম্বন-প্রতিযোগিতা, চুম্বনের সময় নায়ক-নায়িকার জিহ্বা-যুদ্ধ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চুম্বনের বিভিন্ন নামকরণ প্রভৃতি বিষয় এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

'চতুর্থ অধ্যায়ে' রতিক্রিয়ার সময় নায়ক-নায়িকার দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে পরস্পরের দ্বারা সম্পাদিত নখচিহ্নের নাম ও তাদের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে।

'পঞ্চম অধ্যায়ে'র প্রথমে **'দশনচ্ছেদ্য'** বর্ণিত হয়েছে। সুরতক্রিয়ার সময় কামোত্তেজনার আতিশয্যে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের দেহের নানা স্থানে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে যেসব ক্ষতচিহ্ন ক'রে দেবে—তারই নির্দেশ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শরীরের কোথায় কোথায় দশনচিহ্ন করতে হবে, দাঁতের দোষ ও গুণ, স্থান অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দশনচ্ছেদ্যের নাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে

দ্বিতীয় অংশে দেশ-ভেদে রতিক্রিয়ার যেসব বিধি প্রচলিত আছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর নখক্ষত ও দন্তক্ষত উপলক্ষ্য ক'রে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে প্রণয় কলহ হয়, তারই কয়েকটি সুন্দর চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

'ষষ্ঠ অধ্যায়ের' আলোচ্য বিষয় **'সম্বেশন'** অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে সুরতক্রিয়া সম্পাদনের দ্বারা যাতে নায়ক-নায়িকার সুখপ্রাপ্তি হয়, সেজন্য কয়েকটি আসনের এবং বিশেষভাবে শয্যা প্রস্তুতের বিধান, কয়েকটি বিচিত্র ও অস্বাভাবিক উপায়ে সঙ্গম, যেমন জলে অবস্থান ক'রে রতিক্রিয়া সম্পাদন, ইত্যাদি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—যা **'চিত্ররত'** নামে অভিহিত।

'সপ্তম অধ্যায়ে'র আলোচ্য বিষয়—**'প্রহণন ও সীৎকৃত'**। রতিক্রিয়ার সময় কামোত্তেজনা-বশে পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরের দেহে যে আঘাত করে, তাকে বলে **'প্রহণন'** এবং প্রহণনের প্রতিক্রিয়ারূপে নায়িকা তার মুখে যে অস্ফুট, অর্থহীন অথচ শ্রুতিসুখকর শব্দ করে তাকে **'সীৎকৃত'** বলে। প্রহণনের স্থান ও প্রকারভেদ, সীৎকৃতের শ্রেণীভেদ, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রহণন-বিধি এবং নির্দয়ভাবে প্রহণনের ফলে কিরকম শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হ'তে পারে—এইসব ব্যাপার এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

'অষ্টম অধ্যায়ে'র বর্ণনীয় বিষয়—**'পুরুষায়িত'** (বা নরায়িত) অর্থাৎ বিপরীত সঙ্গম। চিৎ হ'য়ে শায়িত পুরুষের দেহের উপরে উপুড় হ'য়ে শুয়ে, স্ত্রী কটিচালনা ক'রে পুরুষের মত আচরণের মাধ্যমে যে রতিক্রিয়া করে, তাকেই বলে **'পুরুষায়িত'**। এ ছাড়া, এই অধ্যায়ে **'পুরুষোপসৃপ্তক'** অর্থাৎ স্বাভাবিক আসনে কিভাবে রতিক্রিয়া করা হয়, তার কথাও বিশদভাবে বলা হয়েছে।

'নবম অধ্যায়ে' আলোচিত হয়েছে—**'ঔপরিষ্টক'** বা মুখে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সুরতক্রিয়া সম্পাদন। নপুংসক (হিজরা), বেশ্যা, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোক, শরীর মালিশ ক'রে দেওয়ার কাজে নিযুক্তা স্ত্রীলোক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচারক-যুবকরা অর্থের বিনিময়ে কোনো পুরুষের লিঙ্গ মুখে গ্রহণ ক'রে কিভাবে তার শুক্রক্ষরণে সাহায্য করে, সেই প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের মতে, এই ঔপরিষ্টক বা মুখমেহন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এবং দেশাচার ও নিজের স্বভাবের উপযোগিত্ব বিবেচনা ক'রে করা উচিত।

'দশম অধ্যায়ে'র নাম—**'রতারম্ভ ও রতাবসানিক'**। এই অধ্যায়ে সুরতক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে নায়ক-নায়িকার কি কি করা কর্তব্য সে বিষয় আলোচনা ক'রে, সুরতক্রিয়ার সমাপ্তির পর তাদের আচরণীয় কাজ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই

প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকার কামোত্তেজনা বৃদ্ধির কয়েকটি উপায় এবং বিশেষ কোন্ কোন্ কারণে নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রণয়-কলহ ঘটে, তার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে, সুরতক্রিয়ার সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য কামশাস্ত্র-জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি করা হয়েছে।

'ঔপনিষদিক' নামে **সপ্তম অধিকরণের** দুটি অধ্যায়ের মধ্যে **'প্রথম অধ্যায়ে'** **সুভগঙ্করণ-যোগ** অর্থাৎ বিভিন্ন গাছ-গাছালির প্রয়োগে দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপর সৌভাগ্যবর্দ্ধন-যোগ, বেশ্যার পাণিগ্রহণ-বিধি ও বেশ্যার বিবাহের ফলে সৌভাগ্য বৃদ্ধির উপায়, বিবাহের পর বেশ্যা-বধূর কর্তব্য, বাঞ্ছিতা নারীকে বশীভূত করার উপায়, বৃষ্যযোগ অর্থাৎ রতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কতকগুলি মুষ্টিযোগ—ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। **'দ্বিতীয় অধ্যায়ে'** যেসব যোগের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হ'ল—**'রাগপ্রত্যানয়ন'** অর্থাৎ রতিসুখে অতৃপ্ত স্ত্রীর সুখ-বিধানের জন্য পুরুষকে যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করতে হয়; **'নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন'** অর্থাৎ যেসব পুরুষের যৌন-উত্তেজনা কম, যৌবন অতিক্রান্ত, আকৃতি বিশাল এবং অল্পকাল সঙ্গম করেই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তাদের যেসব বিশেষ বিশেষ যোগ আশ্রয় করতে হয়; **'বর্দ্ধনযোগ'** অর্থাৎ লিঙ্গকে স্ফীত ও বৃদ্ধি করার কয়েকটি উপায়, **'চিত্রযোগ'** অর্থাৎ যোনিকে বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত করা, চুল সাদা করা, রক্তবর্ণের ঠোঁট সাদা করা, কোনো জিনিসকে অদৃশ্য করা, জলকে সাদা করা প্রভৃতি কয়েকটি বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক যোগ। উপসংহারে বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থের উৎস এবং কামশাস্ত্রের নির্দেশ কিভাবে ও কতখানি পালনীয় সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত ক'রে দিয়েছেন।

(ছয়)

কামসূত্র-গ্রন্থের বাৎস্যায়ন-কৃত মূল্যায়ন

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' যেমন মানুষের যৌনসুখের সার্থকতা আনতে সাহায্য করে, তেমনই গ্রন্থটি ভালোভাবে পাঠ করলে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিষ্কার ও নিখুঁত চিত্রের সাথে পরিচিত হই। বাৎস্যায়ন, মানুষের জীবনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে, কোন্ সময় কি কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হ'ত তার পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালীন বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, সমাজে রাজার স্থান, বিভিন্ন বর্ণের মানুষের জাতিগত বৃত্তি, নাগরক বা সৌখিন নগরবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিবরণ, সমাজে স্ত্রীর কর্তব্য, নারীদের

শিক্ষা-দীক্ষা, বেশ্যাদের জীবনচরিত, নারী-পুরুষের যৌনজীবন প্রভৃতি যেসব বিষয় 'কামসূত্রে' বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা আমরা তৎকালীন ভারতীয় সমাজজীবনের যেমনটি প্রতিচ্ছবি পাই, ভারতীয় সাহিত্যের আর কোনো গ্রন্থে তেমনটি পাওয়া যায় না।

নরনারীর যৌনসুখকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রতি প্রাধান্য দেওয়া 'কামসূত্রে'র মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, বাৎস্যায়ন ভোগাসক্ত সংসারী ব্যক্তি ছিলেন না; তিনি ছিলেন মুক্তপ্রাণ ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই গ্রন্থের উপসংহারে বাৎস্যায়ন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কাম-ই মানুষের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন—

"ধর্মমর্থং চ কামং চ প্রত্যয়ং লোকমেব চ।

পশ্যত্যেতস্য তত্ত্বজ্ঞো ন চ রাগাৎ প্রবর্ততে।।"

—অর্থাৎ কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র কামের তাড়নাবশেই চালিত হবে না, কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও লোকবিশ্বাসের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সমস্ত প্রাত্যহিক কাজ করবে। কামশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে ব'লেই যে যৌনক্রিয়াকে জীবনের প্রধান পাথেয় করতে হবে, তা যেন না হয়। যখন যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র শাস্ত্র থেকে জেনে নিয়ে নিজের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত। সমগ্র 'কামসূত্র' পাঠ করলে বোঝা যায়, সমাজের মঙ্গল-সাধনের জন্যই বাৎস্যায়ন এই গ্রন্থ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন; 'কামসূত্র' শুধুমাত্র কামের উপভোগের কথাতেই শেষ হয় নি। বাৎস্যায়ন বলেছেন— "শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্"। অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাপক, তাই সেখানে সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা থাকে। এই কারণে, 'কামসূত্রে' ও সুরতক্রিয়ার সবদিক্ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োগের সময় যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োগ করা না হয়। বাৎস্যায়ন তাই আবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—

"রক্ষেদ্ ধর্মার্থকামানাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্তিনীম্।

অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেব জিতেন্দ্রিয়ঃ।।"

—অর্থাৎ কামশাস্ত্রের তত্ত্ব যিনি জেনেছেন, তিনি ধর্ম, অর্থ ও কামকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং জনসমাজে নিজের মর্যাদাকে রক্ষা ক'রে ইন্দ্রিয় সংযমকেই অবলম্বন করবেন, কারণ, মানবজীবনের সার্থকতা ইন্দ্রিয়-দমনে, কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় নয়। 'কামসূত্রে'র সর্বশেষ শ্লোকে তিনি ঐ কথাই আবার বলেছেন—

"তদেতৎ কুশলো বিদ্বান্ ধর্মার্থাববলোকয়ন্।

নাতিরাগাত্মকঃ কামী প্রযুঞ্জানঃ প্রসিধ্যতি।।"

—অর্থাৎ কামশাস্ত্র-বিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদি বিদ্বান্ ও অন্যান্য শাস্ত্রে কুশল হন, তবে তিনি অবশ্যই ধর্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে, অত্যন্ত কামাবেগ-সম্পন্ন হবেন না এবং যৌনসম্ভোগের ব্যাপারে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুরই অনুষ্ঠান করবেন। ফলস্বরূপ তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারবেন।

সমগ্র 'কামসূত্র' পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বাৎস্যায়নের এই উক্তিগুলিকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তবে গ্রন্থটিকে কখনই 'অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট' বা 'যৌন-উত্তেজনার উস্কানি' ব'লে মনে হবে না।

সব শেষে বক্তব্য এই যে, 'কামসূত্রে'র বাংলা অনুবাদ বেশী হয় নি। ১৩১৩ সালে মহেশচন্দ্র পাল 'কামসূত্রে'র সম্পাদনা করেন এবং বঙ্গানুবাদ করেন গঙ্গাচরণ বেদান্তবিদ্যাসাগর। পণ্ডিত **পঞ্চানন তর্করত্নের** 'কামসূত্রে'র অনুবাদ ১৩৩৪ সালে বঙ্গ বাসী কার্যালয় থেকে মুদ্রিত হয়। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ নয়। **তিনি সম্পূর্ণ সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ এবং 'ঔপনিষদিক অধিকরণে'র অনেকখানিই অনুবাদ করেন নি**। অনুবাদের পরিবর্তে এই দুটি অধিকরণের সংস্কৃত জয়মঙ্গলা-টীকা সংযোজিত হয়েছে। 'সাম্প্রয়োগিক অধিকরণে'র অনুবাদ না দেওয়ার কারণরূপে তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন— "সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ বিশেষ অশ্লীল; অথচ বিবাহাদির পর সেই অধিকরণোক্ত বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে।" এইজন্যই তিনি এই অধিকরণটিতে কেবলমাত্র জয়মঙ্গলা টীকা যোগ করেছেন। 'ঔপনিষদিক অধিকরণে'ও লিঙ্গ-যোনি সম্পর্কিত আলোচনা থাকায় তিনি এই অংশেরও অনুবাদ করতে সংঙ্কোচ বোধ করেছেন। যাহোক, 'কামসূত্রে'র এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে তর্করত্ন মহাশয়ের কিছু অনুবাদ-অংশ বহুলাংশে আধুনিক ক'রে সমগ্র গ্রন্থখানির ব্যাখ্যামূলক বঙ্গানুবাদ করা হ'ল। এই গ্রন্থের সম্পাদনায় ও বঙ্গানুবাদের কাজে আমি পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদিত কামসূত্রের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী।

আশা রাখি, 'কামসূত্রে'র এই মূলানুসারী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিদ্বজ্জনের ও প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীদের অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান ও কৌতূহল চরিতার্থ করতে সমর্থ হবে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ—

(১) মহশেচন্দ্র পাল সম্পাদিত ও গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগরের বঙ্গানুবাদ ও 'জয়মঙ্গলা' টীকা সমন্বিত 'বাৎস্যায়নের কামসূত্র'।

(২) শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র সম্পাদিত 'বাৎস্যায়নের কামসূত্র' (কেবলমাত্র ভূমিকা ও অনুবাদ)।

(৩) The Kāma Sūtra of Vātsyāyana. Translated by Sir Richard Burton and F. F. Arbuthnot, Introduction by K. M. Panikkar.

(৪) Vātsyāyana's Kāmasūtra, Translated by S. C. Upadhyay.

(৫) The love teachings of Kāmasūtra, Translated by Indra Sinha.

(৬) Kāmasūtra of Vātsyāyana, translated and edited by Dr. B. N. Basu.

(৭) Kāmasūtra of Vātsyāyana Muni with Jayamaṅgalā commentary and edited with Hindi commentary by Sri Devadutta Sastri.

(৮) History of Sanskrit Literature, by A. B. Keith,

(৯) Kāmsāstra in Classical Sanskrit Literature, by V.K.Hamphiholi.

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত কামসূত্রগ্রন্থের

ভূমিকা

বাৎস্যায়নমুনিপ্রণীত কামসূত্র— ইহার নামেই অনেকে আতঙ্কিত হন। কিন্তু আমি এই বৃদ্ধবয়সে এই পুস্তকের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও সম্পাদন কার্য্য করিয়াছি। কেন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, প্রথমে তাহার কারণ প্রদর্শন করা উচিত, তাহাই করিতেছি। —(১) এই পুস্তকের কর্ম্ম-নিদর্শনে এক দল নব্য শিক্ষিত, আমাদিগের প্রাচীন সমাজের যে চিত্র প্রদর্শন করেন, তাহাই পূর্ব্বতন সদাচার-সম্মত এবং পরবর্ত্তী কালের পরিবর্ত্তিত আচারই এখনকার সদাচার বলিয়া গণ্য—একথাটা যে সত্য নহে, তাহার প্রতিপাদন আমার এক উদ্দেশ্য। (২) স্বাধীনজাতির অধঃপতনের পূর্ব্বরূপ কেমন আকারের হয়, —তাহার প্রচার করার প্রবৃত্তি একার্য্যের দ্বিতীয় কারণ। (৩) অধঃপতিত অবস্থায় সূত্রাকারে নহে—উদাহরণাকারে নাটকে উপন্যাসে সেই কলার ভূয়ঃ প্রচার যে কতটা অকল্যাণকর হইতে পারে, তাহার অনুধাবনে সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করা তৃতীয় কারণ। (৪) এই সূত্র মধ্যে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত, তাহার প্রকাশ চতুর্থ কারণ। (৫) বাৎস্যায়নমুনির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন দ্বারা—নাম মাত্রে আতঙ্কিত ব্যক্তিগণের আতঙ্ক-নিবারণ পঞ্চম কারণ। এই পাঁচটি অভীষ্টসাধনে যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলেও শ্রমবৈফল্যজনিত দুঃখ ভোগ করিব না। এক্ষণে এই সূত্রের সময়-নির্ণয়ে যত্ন করিতেছি ঃ— তাহার সহিত আমার প্রদর্শিত কারণসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই সূত্র যখন রচিত তখন দেশ সমৃদ্ধ; বিলাস-ব্যসনে সাধারণ প্রজা নিমগ্ন, জৈন-বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীরা নায়ক-নায়িকার দৌত্যকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। সকল সন্ন্যাসিনীর কথা বলিতেছি না, কিন্তু ঐরূপ সন্ন্যাসিনীরা যে গৃহস্থের শঙ্কাস্পদ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। প্রমাণ —সতী রমণীগণের পক্ষে ইহাদিগের সহিত মেলামেশা নিষেধ, যথা— "ভিক্ষুকী-শ্রমণা-ক্ষপণা-কুলটা-কুহকেক্ষণিকা-মূলকারিকাভির্ন সংসৃজ্যেত" —ভার্য্যাধিকারিক ৩য় অধিকরণ ১ অঃ ৯ সূঃ। পরস্ত্রীগ্রহণ-স্থান— "সখী-ভিক্ষুকীক্ষপণিকা-তাপসীভবনেষু সুখোপায়ঃ" —পারদারিক ৫ম অধিঃ ৪২ সূঃ। অবিমারক, কথাসরিৎসাগর, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতীমাধব, দশকুমারচরিত প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থে ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকে গণিকাদুহিতার বিবাহ এবং হর্ষচরিতে ব্রাহ্মণ-গৃহেও বিলাসপ্রাচুর্য্যের পরিচয় আছে। এই সকল সাহিত্যগ্রন্থের সহিত বাৎস্যায়ন-সূত্রস্থিত সামাজিক তথ্যের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় একটা স্থূল সময় বুঝা যায়—সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী দেড় সহস্র বৎসর মধ্যে এই সূত্র রচিত। আরও বুঝা যায়—এই সূত্রে শাতকর্ণি-রাজ শাতবাহনের নাম নির্দেশ আছে। সুতরাং তাঁহার পরে এই সূত্র রচিত। শাতবাহন অন্ধ্র দেশের রাজা। এসময়ে

দক্ষিণাপথ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাজ্য ছিল। অবিমারক ও শকুন্তলা চরিত্রের কথা থাকাতে কামসূত্র মহাকবি ভাস ও মহাকবি কালিদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া সংশয় হয়। কালিদাসের সময় কিন্তু খৃঃ ৩য় শতাব্দীর পরে নহে। সংশয় বলিলাম কেন,—মহাকবিদ্বয় যে উপাখ্যানকে মূল করিয়া তাঁহাদিগের নাটক রচনা করিয়াছেন, সে উপাখ্যানই বাৎস্যায়নমুনিরও অভিপ্রেত হইতে পারে; তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তীও হইতে পারেন। আর একটু বিচার করিলে বুঝা যায়, বাৎস্যায়নমুনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, বাৎস্যায়নমুনির কঞ্চুকীয় বা কাঞ্চুকীয় কালিদাসের এবং তৎপরবর্ত্তী কবিদিগের নাটকে কঞ্চুকী। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাসকবির নাটকে কঞ্চুকীয় বা কাঞ্চুকীয়। বাৎস্যায়ন যে বরাহমিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অনুমান কবিরারও কারণ আছে,—বাৎস্যায়ন যে সকল রমণীকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াছেন, বরাহমিহির বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করত অযোগ্যতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বরাহের লক্ষণ পূর্ব্বে প্রচারিত থাকিলে বাৎস্যায়ন তাহা ত্যাগ করিতেন না। কারণ স্ত্রী-সংগ্রহ বৃহৎসংহিতার মুখ্যপ্রতিপাদ্য নহে, অথচ তাহাতে আছে—

> দুষ্টস্বভাবাঃ পরিবর্জ্জনীয়া বিমর্দ্দকালেষু চ ন ক্ষমা যাঃ।
> যাসামসৃগ্‌বা সিতনীলপীতমাতাম্রবর্ণঞ্চ ন তাঃ প্রশস্তাঃ।।
> যা স্বপ্নশীলা বহুরক্তপিত্তা প্রবাহিণী বাতকফাতিরিক্তা।
> মহাশনা স্বেদযুতাঙ্গদুষ্টা যা হ্রস্বকেশী পলিতান্বিতা চ।। ইত্যাদি।

এসব কথা বাৎস্যায়নসূত্রে প্রায়ই নাই। যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হয়—তাহার পক্ষে স্বেদযুতাঙ্গ প্রভৃতি ২/১ টি দোষ বাৎস্যায়নমুনির স্বীকৃত, কিন্তু অন্যপ্রকারে স্ত্রী-গ্রহণে তাহার উল্লেখ নাই, স্ত্রীসংগ্রহে প্রশস্ত ও অপ্রশস্তের কথাই বাৎস্যায়নসূত্রে নাই, অথচ ঐ সূত্রের প্রধান প্রতিপাদ্যই হইল স্ত্রী-সংগ্রহ। রক্তদোষের জন্য রক্তের বর্ণভেদ-নির্দ্দেশ বাৎস্যায়নে নাই, বৃহৎসংহিতায় আছে। বাৎস্যায়ন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবর্ত্তনে যে সকল নিষেধ করিয়াছেন, বৃহৎসংহিতায় তাহার উল্লেখ নাই। কারণ, রাজকীয় ভোগার্থ যাহার উপদেশ, তাহাতে ধর্ম্মকথা বরাহমিহির আনয়ন করেন নাই; তাঁহার মনোভাব—সে বিষয়ের ভার ত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের উপরেই আছে; এখানে আর পুনরুক্তি কেন? দৃষ্টদোষের বিষয়েই বরাহের আলোচনা। ৪২১ শকাব্দ বা খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষাংশ বরাহের সময়। অপরদিকে দেখা যায়, এই বাৎস্যায়নের সূত্র-রচনা—ভাষা ও সৌত্র পদ্ধতি—কৌটিলীয় অর্থনীতির অনুরূপ। উক্ত অর্থনীতিতে স্ত্রীসংগ্রহে যে দোষ অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট—এই সূত্রে তাহাই প্রথমোল্লিখিত; যথা 'কুষ্ঠিনী ও উন্মত্তা' পরিবর্জ্জনীয়া (১ম অধিকরণ ৫ অধ্যায় ৩২

শ্লোক এবং কৌটিলীয় অর্থনীতি ৩ অধিকরণ ২ অধ্যায়)। আর একটি কথা—মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মবিবাহের পরেই দৈবের স্থান নির্দ্দেশ, এই বাৎস্যায়নসূত্রে ও অর্থনীতিতে ব্রাহ্মবিবাহের পরই প্রাজাপত্যের নির্দ্দেশ ও দৈব চতুর্থ (২ অধিকরণ ১ অঃ ২১ সূত্র; কৌটিলীয় অর্থনীতি ৩ অধি ২অঃ)। ইহাতে বোধ হয়—এই বাৎস্যায়ন কৌটিল্যের পরবর্ত্তী হইলেও যথাসম্ভব আসন্ন,—তাহাতে ইঁহাকে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মুনি বলাই সঙ্গত বোধ হয়। অভিধান-চিন্তামণি নামক প্রাচীন জৈন অভিধানে—চাণক্যের নামপর্য্যায়ে বাৎস্যায়ন এবং কৌটিল্য নাম নিবেশিত। তথাপি এই সূত্রকর্ত্তা বাৎস্যায়নমুনি যে কৌটিল্য নহেন, তাহা অন্তঃপুররক্ষার মতভেদ দর্শনে সুস্পষ্ট প্রমাণিত। এবিষয়ে ১ম অধিকরণ ২য় অঃ ৪৫ সূত্র এবং ৫ম অধিকরণ ৬ষ্ঠ অঃ ৪৪ সূঃ স্থিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; পুনরুক্তি-শঙ্কায় এ স্থানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বর্ত্তমান-পরিগৃহীত মত এই যে,—"বাৎস্যায়ন কৌটিল্যের নাম হইতেই পারে না, কারণ বাৎস্যায়ন বাৎস্যগোত্র এবং কৌটিল্য কুটলগোত্র; প্রকৃত পক্ষে কৌটিল্য নাম নহে, কৌটল্যই নাম। মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী এই মতের প্রচারক। তিনি কেশব স্বামীর অভিধান ও জয়মঙ্গলাটীকার উক্তি প্রামাণ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত। কিন্তু 'গর্গাদিভ্যো যঞ্' এইসূত্রের গর্গাদিগণের মধ্যে কুটলও নাই, কুটিলও নাই—অতএব গোত্রার্থে কৌটিল্য বা কৌটিল্য পদ সিদ্ধ হইতে পারে না। মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে 'কৌটিলি' নামে এক গোত্রকার ঋষি আছেন, তিনি বাৎস্যবংশীয় হইতে পারেন; কারণ বাৎস্য ভৃগুবংশীয় অন্যতম গোত্রকার, "ঔর্ব্বশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্যো দণ্ডির্নড়ায়নঃ।।" (মৎস্যপুরাণ ১৯৫।১৭)। এই বচনে বাৎস্যের প্রথমে উল্লেখ করিয়া 'শৌনকায়ন-জীবন্তি-কাম্বোজাঃ' (মৎস্যপুরাণ ১৯৫।১৮), তৎপরে 'সাত্যায়নির্মালায়নিঃ কৌটিলিঃ' (মৎস্য ১৯৫।২৬ শ্লোকে) উল্লিখিত। শৌনকায়ন যে বাৎস্য তাহা "শরদ্বচ্ছুনকদর্ভাদ্ ভৃগুবৎসাগ্রায়ণেষু" (৪।১।১০২) পাণিনি সূত্রদ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণও আছে—"শৌনকায়নো বাৎস্যশ্চেৎ", কৌটিলিও সেইরূপ হইতে পারেন। গর্গাদির মধ্যে গর্গ, বৎস ইত্যাদি নিবিষ্ট আছে, এই সকল শব্দ যদি গণবাচক হয় অর্থাৎ তদ্বংশীয়ও যদি গর্গাদি শব্দদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইল কৌটিল্য হইতে পারে 'কৌটল্য' নহে। বৃষ্ণ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ (৪।১।১১৪) এই সূত্রে অন্ধক শব্দ যেমন অন্ধকবংশধরের বাচক, নিতান্ত নূতন হইলেও এখানে অংশতঃ সে দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে। তাহা না হইলে গোত্রকল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। আর বৎসবংশীয় কৌটিলিকে যদি গোত্রকর্ত্তা ধরা যায় তাহা হইলে, তাঁহাকে বাৎস্যায়ন বলিতেও আপত্তি হইতে পারে না। গৌতম গোত্রজ ব্রাহ্মণকে যেমন অঙ্গিরস বলা যায়, 'শৌনকায়নো বাৎস্যঃ' যেমন ব্যাকরণের উদাহরণ, সেইরূপ—'কৌটিল্যো বাৎস্যায়নঃ' এমন প্রয়োগ অসঙ্গত হইবে কেন? মৎস্যপুরাণের

মুদ্রিত পুস্তকের 'কৌটিলিঃ' স্থলে কৌটলিঃ' বা 'কুটলাঃ' এইরূপ পাঠই যদি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কৌটল্য নামও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মূলে গোল থাকিতেছে,—গর্গ ও তদ্বংশীয়গণ এবং বৎস ও তদ্বংশীয়গণ যে গর্গাদির মধ্যে নিবিষ্ট হইবে ইহা ত নূতন কল্পনা; 'কৌটল্য' বা 'কৌটিল্য' গোত্রের পরিচায়ক ইহা মানিয়া লইলে সেই পদসিদ্ধির জন্যই ত এই কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ, কিন্তু তাহা যে মানিতেই হইবে, এবিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ কি? মুদ্রারাক্ষস, বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বত্রই কৌটিল্য পাঠ আছে, 'কৌটিল্য' নাম নিন্দার্থক মনে করিয়া চাণক্য ভক্তগণ,—যে কৌটল্য নাম কল্পনা ও গোত্রকল্পনা করেন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয় বলা যায় না। 'কৌটিল্য' শব্দ 'কৌটিল্যে সাধুঃ' এই অর্থে সিদ্ধ করিলে নিন্দার্থক হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্য অর্থও হইতে পারে; কুটিলা—সরস্বতী নদী, তদ্দেশজাতকে কৌটিল বলা যায়; কৌটিল সারস্বত ব্রাহ্মণের নামান্তর হইতে পারে। তৎ-সম্বন্ধী কর্ম্মও কৌটিল—তত্র সাধুঃ 'কৌটিল্যঃ'। সরস্বতীতীর ব্রহ্মাবর্ত্ত, "সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ"। (মনু)। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণের কর্ম্মে যিনি দক্ষ, তিনি কৌটিল্য ইহা 'শালাতুরীয়' গোনর্দ্দীয় প্রভৃতির ন্যায় দেশনিমিত্তক সংজ্ঞাও বলা যাইতে পারে, অথবা ইহা আচারনিমিত্তক সংজ্ঞা। কৌটিল্য শব্দের এই অর্থ কঠিন,—তাঁহার কুটিল রাজনীতিপ্রযুক্ত কর্ম্মে নন্দবংশ বিধ্বস্ত হইলে—কৌটিল্য শব্দের সরল অর্থ লোকে গ্রহণ করিতে থাকিল,—তাহাতেই ভক্তগণ পরে তাঁহার নাম 'কৌটিল্য' করেন—এরূপ অনুমান, ইহা একান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু পিশুন যে শাস্ত্রের অন্যতম আচার্য্য, সে শাস্ত্রের অপর আচার্য্যের কৌটিল্য নামই সংগত,—কুটিলকার্য্যে নিপুণতাই এই শাস্ত্রে বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই প্রকার রাজ্য-বিপ্লাবকের নানা নামগ্রহণও একান্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন হেমচন্দ্র সূরি অভিধানচিন্তামণিতে যে চাণক্যকে বাৎস্যায়ন এবং কৌটিল্য বলিয়াছেন—তাহা উপেক্ষা করিরার একেবারেই কারণ নাই, গোত্রপক্ষপাতিগণ 'কৌটিল্য' পদ যেরূপে সিদ্ধ করিবেন, সেইরূপে মৎস্যপুরাণোক্ত 'কৌটিলি' শব্দ হইতেও 'কৌটিল্য' পদ সিদ্ধ হইতে পারে। মৎস্যপুরাণের পাঠও যদি কৌটলি করা হয়, তাহা হইলে কৌটল্য গোত্র হইলেও তাঁহার বাৎস্যায়ন হইবার পক্ষে বাধা থাকে না, পূর্ব্বেই হেতু প্রদর্শন নহে; তিনি বাৎস্যায়ন হইলেও যে কারণে এই সূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছে। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা এক বাৎস্যায়ন আছেন, তিনি চাণক্য কিনা সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তিনিও যে এই সূত্রকার বাৎস্যায়নমুনি হইতে পৃথক্, এমন কি পূর্ব্ববর্ত্তী,—তাহাও নিশ্চয় করা যায়। আমাদিগের আলোচ্য,

বাৎস্যায়ন মুনির বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণ আছে,—ন্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা।"

উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি হইলে—তাঁহার কথিত বিদ্যোদ্দেশ শব্দে তাঁহার কামসূত্রস্থ বিদ্যাসমুদ্দেশই উপস্থিত হইত;কিন্তু কামসূত্রের বিদ্যাসমুদ্দেশে আন্বীক্ষিকীর কথা নাই। এই সূত্রে বিদ্যাসমুদ্দেশ তখন উদ্ধৃত হইলে, বিদ্যাসমুদ্দেশের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'অর্থনীতৌ' অথবা ঐরূপ একটা কিছু, ন্যায়ভাষ্যকার বলিতে বাধ্য হইতেন। কৌটিল্যেরও পূর্ব্ব সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষোৎপত্তি বিষয়ে যে নৈয়ায়িক প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহা এই বাৎস্যায়ন মুনিরও সম্মত,—ইহা নিশ্চয় হয়। (১ম অধিকরণে ২য় অঃ ১১ সূত্রের অনুবাদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে)।

এই সূত্রকর্ত্তা বাৎস্যায়নকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া অনুমান হয়, কারণ ইতিহাস ও দেশাচার-বিষয়ে ইঁহার যে যে নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত, তাহা প্রধানতঃ অন্ধ্রাদি-দেশসংক্রান্ত। বিবাহ করিরার জন্য মাতুল-কন্যাকে কেমন করিয়া হস্তগত করিতে হয়—কন্যাসম্প্রযুক্তক অধিকরণে—'ঘোটকমুখ' বলিয়া প্রথমই তাহার উপদেশ আছে। কিন্তু নায়ভাষ্যকর্ত্তাকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া মনে হয় না; যে দেশে তাঁহার বাস, সে দেশে গ্রীষ্ম-বসন্তের উত্তাপ ও হেমন্ত শিশিরের শীত অধিক,—শরৎকালে উত্তাপ কম ও শীত কম। দক্ষিণাপথে কিন্তু শরৎকাল ও বসন্তকাল সমান। ন্যায়ভাষ্যকার এ সমানতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মত—"আপ্যং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোপলভ্যতে স্পর্শস্তু শীতো গৃহ্যতে তস্য দ্রব্যস্যানুবন্ধাৎ হেমন্তশিশিরৌ কল্প্যেতে। তথাবিধমেব তৈজসং দ্রব্যমনুদ্ভূতরূপং সহ রূপেণ নোপলভ্যতে স্পর্শস্তস্যোষ্ণ উপলভ্যতে। তস্য দ্রব্যস্যানুবন্ধাদ্ গ্রীষ্মবসন্তৌ কল্প্যেতে।।" তাপ ও শৈত্যের সময়-মধ্যে শরৎ গৃহীত হয় নাই, বসন্ত তাপ-সময়-মধ্যে গৃহীত।

মুসলমানদিগের যেমন 'সুন্নৎ' এই সূত্রেও সেই ভাবের কর্ম্মের উল্লেখ আছে (৭ম অধিকরণ ২য় অঃ ১৪।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য) কিন্তু তাহা যে ভোগার্থ (ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই), তাহাও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। এদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃতির একটা উপকার এই যে, তৎকাল-প্রচলিত বিলাস ও ভোগার্থ কর্ম্মও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। ত্যাগ ও ভোগের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব চলিবার সময় উভয় পক্ষেরই রীতিমত বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, তাহারই ফলে একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বজাতিসাধারণ সন্ন্যাস, জৈনগণের সর্ব্বজাতি-পালনীয় দীর্ঘ উপবাসপ্রধান ব্রতচর্য্যা,

অপর দিকে কামশাস্ত্রের প্রচারবাহুল্য; সনাতন ধর্ম্ম উভয়দিকের ঘোর সংঘর্ষে পরিম্লান,—এই দ্বন্দ্বে ত্যাগের জয় কোথাও কোথাও হইলেও সনাতন ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ স্থলে বৈধ অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া ভোগের নিকট ত্যাগের বিশেষ পরাজয় হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ বৌদ্ধসন্ন্যাস স্ত্রীলোকে বিস্তৃত হওয়ায় যে ভিক্ষুণীর সৃষ্টি হইল, জৈনমতালম্বিনী যে ক্ষপণিকার আবির্ভাব হইল, তাহাদিগের অনেকেই ভোগের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে দুই পক্ষের দুর্ব্বলতায় সনাতন ধর্ম্ম নিজের অধিকারানুগত ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যসাধনে অগ্রসর হইতে ছিলেন,—এমন সময়ে পশ্চিমের বীর্য্যমদোৎসিক্ত কুটবুদ্ধি নূতন ধর্ম্মোন্মত্ত নবজাতি ভারতে অধিকার স্থাপন করিল। তখন পুরাতন আচারে—আত্মরক্ষার মহাকবচে লোকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হইল। ভগবান বেদব্যাস এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ যে অক্ষয় কবচের উপদেশ গিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ধারণ করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হইল। সার্দ্ধ সহস্রবৎসর ব্যাপী যুদ্ধে সন্ধি স্থাপন হইল। ভোগবিলাসের উদ্দ্যামপ্রভাব সঙ্কুচিত হইল, এই সঙ্কোচ না ঘটিলে নবাগত উদ্দ্যাম-জাতির কামনানলে এত অধিক ইন্ধন সংযোগ হইত যে, সে অনলে ভারতীয় সমাজসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইত। এই যে বহির্বিপ্লবজনিত অভ্যন্তর দ্বন্দ্বের বিরাম, ইহারই অন্যতম পরিণতি 'সুন্নত'-জাতীয় ত্বক্‌ছেদনিবৃত্তি। বিশেষতঃ এই কার্য্য ঐ জাতির ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ঐ দিকে সকলেরই বিদ্বেষ বা অকর্ত্তব্যতা জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ হইলে—ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের উপদেশ অধিকতর মান্য হইল; প্রবৃত্তি-জয়ের প্রতি আগ্রহ অধিকতর হইল। নূতনজাতির নব বলে যাহারা আত্মসত্তা বিসর্জ্জন দিল, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। আত্মসংরক্ষণের যে পূর্ব্বস্থাপিত উপায় দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল,—এখন তাহা দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া আত্মসত্তা-সংরক্ষণই সমাজে প্রসর্পিত হইল। অমঙ্গলমধ্যেও মঙ্গলময়ের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব মঙ্গলবিধান দেখিতে পাই। এইসব তত্ত্ব প্রচারের জন্য আমি এই বর্জ্জনীয় সূত্রের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও সম্পাদকতা স্বীকার করিয়াছি। বিভিন্ন স্থানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

এই সূত্রে যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় তেমনই অবজ্ঞেয় আচরণের বিবৃতি—তাহা স্থানে স্থানে এতই বর্জ্জনীয় যে, তাহার অনুবাদ করিতে বিমুখ হইয়াছি। সে সকল স্থলে মূল ও প্রাচীন সংস্কৃত টীকা প্রদান করিয়াছি। এই টীকাকে কেহ কেহ ভাষ্যও বলেন। টীকাকারের নাম যশোধরেন্দ্র, মতান্তরে জয়মঙ্গল; টীকার নাম জয়মঙ্গলা। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে যে স্থলে আছে, তথায় টীকা প্রদত্ত হয় নাই, টীকা-প্রদর্শিত অর্থের

সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আছে। অনুবাদ ত্রিবিধ,—(১) সরল অনুবাদ এবং পৃথক্ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, (২) ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ—ব্যাখ্যা পৃথক্ নাই, অনুবাদ মধ্যেই ব্যাখ্যা আছে, (৩) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ; যেখানে বিস্তৃত অনুবাদে দুর্নীতিকে অধিকতর পরিস্ফুট করা হয়, অথবা বিশেষ উপদেশ ব্যতীত যে প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না—সেই স্থানে সংক্ষিপ্তানুবাদ দিয়াছি। সাম্প্রয়োগিক অধিকরণে—ত্রিবিধ অনুবাদই নাই,—সকল অধ্যায়েরই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য—প্রথমেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নহে। তবে যাঁহারা এখনকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস পাঠের আবশ্যকতা মনে করেন এবং সেই ভাবের অভিনয় দর্শনে যাঁহারা তৎপর তাঁহাদিগের পক্ষে গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ, কাশী মুদ্রিত পুস্তকে দ্বিতীয় অধিকরণ রূপে গৃহীত; বৈশিক অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণরূপে গৃহীত। বাঙ্গালার মুদ্রিত পুস্তকে কন্যা-সংপ্রযুক্তক অধিকরণ দ্বিতীয়, বৈশিক চতুর্থ এবং সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। একটি স্থান ব্যতীত প্রতিকূল পাঠের আশঙ্কাই নাই। পক্ষান্তরে কাশী মুদ্রিত পুস্তকেও তাহাতে অবস্থিত অধিকরণ সন্নিবেশের অনুকূল পাঠই আছে, প্রতিকূল পাঠ একেবারেই নাই। আমি কাশী মুদ্রিত পাঠকে পাঠান্তররূপে গ্রহণ করিয়া পাদ টীকাকারে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বাঙ্গালার অধিকরণ-সন্নিবেশই মূলে গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ, সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ বিশেষ অশ্লীল; অথচ বিবাহাদির পর সেই অধিকরণোক্ত বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব তাহা শেষাংশে নিবেশ করা সঙ্গত।

শেষ কথা— এই সূত্রকার বাৎস্যায়ন মুনি বা কৌটিল্য নহেন, ন্যায়ভাষ্য—ইঁহার রচিত নহে। 'বাভ্রবীয়াংশ্চ' ইত্যাদি (৭ম অধি. ২য় অঃ ৫৬ শ্লোকে) আছে। কেহ কেহ বলেন,— "এই শ্লোকের সরল অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে ;" কারণ তাহা হইলে "পূর্বশাস্ত্রাণি" ইত্যাদি ৫২ শ্লোক বলিয়া "বাভ্রবীয়াংশ্চ" ইত্যাদি শ্লোক-কথন নিতান্ত বিফল হয়, কেননা পূর্ব্ব শাস্ত্রমধ্যে বাভ্রবীয় শাস্ত্রও পাওয়া যায়। অতএব 'বাভ্রবীয়ান্' ইত্যাদি "শ্লোকে ম্লেচ্ছিত বিকল্পানুসারে রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" ফলতঃ এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। কারণ—এক একটি পদের প্রথম বর্ণ বিনাস করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত পদার্থ-জ্ঞাপন ম্লেচ্ছিত বিকল্পে হইয়া থাকে। যথা— "মে বৃ মি ক সিং ক তু বৃ ধ ম কুম্মী" ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধগুরু রবিগুপ্তের শ্লোক। ইহার অর্থ—মে মেষ, বৃ বৃষ, মি মিথুন, ক কর্কট, সিং সিংহ, ক কন্যা, তু তুলা, বৃ বিশ্চক ধ ধনু, ম মকর, কুম্ কুম্ভ, মী মীন। এখন দেখা যাউক— 'বাভ্রবীয়ান্' ইত্যাদি স্থলে ম্লেচ্ছিত বিকল্প হয়

কিনা। এ স্থানে ব অথবা বা বর্ণ 'বায়ু' পদের একদেশ হইলেও এই সঙ্গে যুক্ত অভ্রপদ সম্পূর্ণ থাকায় শ্লেচ্ছিত বিকল্পের স্থল হইতেছে না। মেষ বৃষ এই অর্থে 'মে বৃষ' —এইরূপ প্রয়োগ যেমন শ্লেচ্ছিত বিকল্পে সঙ্গত নহে, সেইরূপ বাভ্র এইরূপ প্রয়োগ শ্লেচ্ছিত বিকল্পে সঙ্গত হইতে পারে না। আরও দেখা যায়—এই শ্লোকে বৎসর বাচক কোন পদ নাই এবং যে রীতিক্রমে বৎসরাঙ্ক আনীত হইয়াছে, সে রীতি, পূর্ব্ব-নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই সূত্রকারের প্রকৃত সময় শ্লেচ্ছিত বিকল্প-সাহায্যে আনীত হয় নাই। 'পূর্ব্বশাস্ত্রাণি' ইত্যাদি ৫২ শ্লোকের পরেও 'বাভ্রবীয়ান্' ইত্যাদি ৫৬ শ্লোক রচনার উদ্দেশ্য পৃথক্ থাকায় বিফলতা দোষ ঘটে নাই। ৫২ শ্লোকে পূর্ব্ববর্ত্তী বহুশাস্ত্রের আলোচনার কথা সমভাবে উক্ত হইয়াছে এবং ৫৬ শ্লোকের দ্বারায় বুঝা যাইতেছে যে, বাভ্রবীয় মত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কথা ফুরায় না, কত বাড়াইব, কাজেই এখানেই শেষ। কাহারও কিছু উপকার হয় ত সুখী হইব। ইতি—

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৪,
মহালয়া।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

কামসূত্রম্

প্রথমমধিকরণম্ ঃ সাধারণম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শাস্ত্রসংগ্রহঃ

[বাৎস্যায়নপ্রণীত কামশাস্ত্রের অধিকরণ, অধ্যায়, প্রকরণ প্রভৃতির সূচী- সংক্ষেপ তথা বিষয়বস্তুসম্পর্কিত আলোচনা, যেগুলি পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিত হবে।]

মূল। ধর্মার্থকামেভ্যো নমঃ ।।১।।

অনুবাদ। ধর্ম, অর্থ ও কামের উদ্দেশ্যে নমস্কার করি।

[ধর্ম, অর্থ ও কামের লক্ষণ - ১ অধিকরণ, ২ অধ্যায় ৭, ৯, ১১, ১২, সূত্র-বিবরণে জ্ঞাতব্য। এই প্রথম সূত্রটি মঙ্গলাচরণ। গ্রন্থকার বাৎস্যায়ন ধর্ম, অর্থ ও কাম-কে নিজের ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। এসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হবে] ১।

[যাঁকে নমস্কার করা যায়, তিনি নমস্কারকর্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, - এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ - নমঃশব্দ দ্বারা বোঝা যায়। ধর্ম, অর্থ ও কাম যে উৎকৃষ্ট এবং এই নমস্কারসূত্র যে আবশ্যক, তা বোঝাবার জন্য - দ্বিতীয় সূত্র-]।১।

মূল। শাস্ত্রে প্রকৃতত্বাৎ ।। ২।।

অনুবাদ। নমস্কারের হেতু এই যে, অন্যান্য বহু দেবতা থাকা সত্ত্বেও ধর্ম, অর্থ ও কামই (সকল) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। (আলোচ্য শাস্ত্রের মূলতঃ ধর্ম, অর্থ ও কামের উপদেশ দেওয়া হয়েছে সে কারণে ধর্ম, অর্থ ও কামকে নমস্কার জানানো হয়েছে)।

[এমন কোন শাস্ত্রই নেই, যার প্রতিপাদ্য - ধর্ম, অর্থ বা কাম নয় ; মোক্ষশাস্ত্রও ধর্মের প্রতিপাদক, - মোক্ষহেতু যে আত্মদর্শন, তাও ধর্ম ; "অয়ন্তু পরমো ধর্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্"। শাস্ত্রে ত্রিবর্গ ও চতুর্বর্গ দুটি কথাই আছে ; ত্রিবর্গবাদ বহু প্রাচীন, চতুর্বর্গবাদ প্রাচীন হ'লেও ত্রিবর্গবাদের পরে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম, অর্থ ও কাম - এই ত্রিবর্গ, আর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - চতুর্বর্গ যেগুলিকে ভারতীয় সভ্যতার আধারশিলা বলে মনে করা হয়। যাঁরা ত্রিবর্গবাদী, তাঁরা যে মোক্ষ মানেন না তা নয়, কিন্তু নশ্বর স্বর্গ যেমন ধর্মবর্গের অন্তর্গত, অবিনাশী মোক্ষও সেইরকম, এই তাঁদের মত। ত্রিবর্গ - সুখ ও দুঃখ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়, স্বর্গাদি সুখ বা মোক্ষ উপেয় ; উপেয়-মাত্র নিয়ে বর্গ করতে হ'লে, স্বর্গের একটা বর্গ, পার্থিব সুখের একটা বর্গ - এইরকম শ্রেণী হওয়া উচিত ছিল, তা নেই; কিন্তু তিনটি উপায়বর্গ আছে, তার মধ্যে উপেয়

মোক্ষকে জুড়ে দিলে বিভাগ-সঙ্কর হয় অর্থাৎ বাবা,দাদা, আমি ও দিদিমা, আমরা এই চার ভাই - ঠিক সেই প্রকার ভাগ হয়। এই কারণে ত্রিবর্গবাদই যুক্তিযুক্ত। তবে অর্থ ও কামবর্গ যেমন নানাবিধ, ধর্মবর্গও সেইরকম নানারকম, তন্মধ্যে মোক্ষহেতু-ধর্মবর্গ নিবৃত্তি-প্রধান, আর স্বর্গাদি-হেতু-ধর্মবর্গ প্রবৃত্তি-প্রধান, এই ভেদ আছে এই মাত্র। বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সর্বত্রই এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোন না কোন বর্গেরই অধিকার। ত্রিবর্গসম্বন্ধহীন গ্রন্থ - শাস্ত্র হতে পারে না, তা উন্মত্ত-প্রলাপ তুল্য। যে শাস্ত্র মানবসমাজের পরম শ্রদ্ধেয়, সেই শাস্ত্র যাদের আশ্রয় ক'রে বর্তমান, সেই ত্রিবর্গ কত উচ্চ, কত উৎকৃষ্ট, কত মহান্, তা বোঝাবার জন্য নমস্কর্তার মস্তক তাঁদের নিকট অবনত। অতএব এটি নমস্কার-সূত্র, অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ। এখন আপত্তি হতে পারে, মঙ্গলাচরণে সাধারণতঃ দেবতার নমস্কার থাকে, দেবতা তাতে প্রীত হয়ে গ্রন্থরচনার বিঘ্ন দূর করেন, এইজন্যই তো গ্রন্থারম্ভে নমস্কার-প্রথা। কিন্তু অচেতন ধর্ম, অর্থ ও কামকে নমস্কার করলে ফল কি? তাঁরা ত বিঘ্ন নিবারণ করবেন না। এর উত্তর এই যে, দেবতারা এত নমস্কারের কাঙ্গাল নন যে, একটি নমস্কার তুমি করলে, আর তাঁরা তুষ্ট হ'য়ে তোমার বিঘ্ন দূর করে দিলেন। তবে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয়ে এমন হয়। মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা; 'কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া'; আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাবই অহঙ্কার; নমস্কার সেই অহঙ্কার পরিত্যাগের বা সাত্ত্বিকভাবের হেতু; যোগ্য নমস্কারে সত্ত্বগণের অভ্যুদয় ও নির্মল বুদ্ধির বিকাশ হয়; তাই নমস্কার গ্রন্থ-রচনার প্রধান সহায় ; বুদ্ধিব্যাঘাতই প্রধান বিঘ্ন। নমস্কার বা অর্থ, শব্দ প্রভৃতি উচ্চারণদ্বারা নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তির ভাব মনে এলে, আপনার যে অহঙ্কার তা হ্রাস হয়, সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম অচেতন, চেতন ব্যক্তিরা এদের পশ্চাতেই ধাবমান, অতএব চেতনত্বের অহঙ্কারও এদের নিকটে নেই। কবি শিল্হণও অচেতন কর্মকে নমস্কার করেছেন "নমস্তৎকর্মভ্যঃ"। এই ত্রিবর্গ নমস্কারেও সেই ফল আছে; অতএব এ নমস্কারও বিঘ্ননিবারক, দেবতানমস্কারাদির তুল্য।

এই সূত্রের জয়মঙ্গলা- ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে - "অধিষ্ঠাতৃদেবতাস্তিত্বং চাগমাৎ। তথাহি - পুরূরবাঃ শক্রদর্শনার্থমিতঃ স্বর্গং গতো মূর্তিমতো ধর্মাদীন্ দৃষ্ট্বা উপাগম্য ধর্মমেব ইতরৌ অনাদৃত্য প্রদক্ষিণীচকার। ততোঽসৌ তাভ্যাং তিরস্কারামর্ষিতাভ্যামভিশপ্তঃ। ততোঽস্য কামাভিশাপাদুর্বশীবিরহোৎপত্তিরভূৎ। তস্যাং চ কথঞ্চিদুপশান্তায়াম্ অর্থাভিশাপাদতিপ্রবৃদ্ধো লোভশ্চাতুর্বর্ণস্যার্থমাহৃতবান্। ততোঽর্থাপহারাদ্ যজ্ঞাদিক্রিয়াবিরহোদ্বিগ্নৈ ব্রাহ্মণৈ দর্ভপাণিভির্হতো ননাশ। - ইত্যৈতিহাসিকাঃ।" - এখানে বক্তব্য হ'ল - বেদাদিশাস্ত্র থেকে ধর্ম - অর্থ - কামের তিনজন দেবতা আছেন, তা জানা যায়। উদাহরণে বলা হচ্ছে - 'রাজা পুরূরবা দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখার জন্য মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গে উপস্থিত হ'য়ে মূর্তিমান্ ধর্ম - অর্থ - কামকে

দেখে, অর্থ ও কামকে অবজ্ঞা ক'রে ধর্মের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এইভাবে পুরূরবার দ্বারা উপেক্ষিত হ'য়ে অর্থদেব ও কামদেব ক্রোধপরবশ হ'য়ে পুরূরবাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কামের অভিশাপের ফলে উর্বশীর সাথে পুরূরবার বিরহ সঙ্ঘটিত হয়েছিল। তারপর, সেই বিরহযন্ত্রণা কিছু পরিমাণ উপশমিত হ'লে অর্থ পুরূরবাকে অভিশাপ দিলেন এবং সেই এই অভিশাপের ফলে পুরূরবা অত্যন্ত লোভের বশবর্তী হ'য়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্বর্ণের সকলেরই অর্থাপহরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। তারপর, প্রজাদের অর্থ অপহরণে নিযুক্ত থাকায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অর্থসাধ্য- যজ্ঞাদিক্রিয়াসম্পাদনে অসমর্থ হ'য়ে এতই অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা যজ্ঞসম্পাদনের জন্য যে দর্ভমুষ্টি সংগ্রহ ক'রে তাঁদের হাতে ধারণ করেছিলেন, সেগুলির দ্বারা পুরূরবাকে আঘাত করেছিলেন এবং এই আঘাতে পুরূরবা বিনাশ প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিকগণ এইরকমই বর্ণনা করেন।'

এই জয়মঙ্গলা-ব্যাখ্যার ভাবার্থ এই, - "ধর্ম, অর্থ ও কামকে নমস্কার। কারণ, এই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়েরই আলোচনা আছে ; যদিও প্রধানতঃ কামেরই আলোচনা আছে, তবুও তার দ্বারা ধর্ম ও অর্থের আলোচনাও এখানে করা হয়েছে, (১ অধি, ২ অধ্যায়, ২ প্রঃ ১ সূত্র এবং ৩ অধিকরণ ১ অঃ ১ প্রঃ ১ সূঃ ইত্যাদি)। যে বিষয়ের আলোচনা এই শাস্ত্রে আছে, তা এই শাস্ত্রে অধিকৃত ; অধিকৃত বিষয়ের প্রথম উপস্থিতি হয়, তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে এই শাস্ত্রারম্ভে নমস্কার করা হয়েছে। অচেতন ধর্ম, অর্থ ও কামের নমস্কার করা হয় নি, ধর্ম, অর্থ ও কামের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে নমস্কার করা হয়েছে। ধর্মদেব ও কামদেব ত প্রসিদ্ধ; অর্থদেবের কথাও ইতিহাসে আছে।" এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণ থাকতে পারে; অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এই শাস্ত্রে আলোচিত বা অধিকৃত নন, অধিকৃত বিষয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ধর্ম প্রভৃতি দেবতাকে প্রণাম করেছেন, একথা বললে অধিকৃত বিষয়ের সম্বন্ধ সৃষ্টিকর্তাতে বিশেষভাবে আছে, তাঁকে প্রণাম না করে দেবতা নমস্কার করবার পক্ষে দ্বিতীয় সূত্র সুসঙ্গত হয় না, বরং ত্রিবর্গও ভগবদ্‌বিভূতি, তাই তাঁদের নমস্কার করা হয়েছে, একথা বলা ভাল]।২।

মূল। তৎসময়াববোধকেভ্যশ্চাচার্যেভ্যঃ।। ৩।।

অনুবাদ। [একটি নমস্কারসূত্রে গ্রন্থাকার তৃপ্ত হলেন না, তাঁর ভক্তিগদ্‌গদ চিত্ত শাস্ত্রনাম-প্রসঙ্গে শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় বিনম্র হল; আচার্যগণকে নমস্কার না করলে, তিনি আপনাকে অপরাধী মনে করবেন (এটি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সূচক); তাই তিনি বললেন,] সেই যে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এইগুলির যে সময় বা সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব (প্রয়োগ, সাধন, স্বরূপ ও ফলবিষয়ে তথ্য), তা যাঁরা জেনে অন্যকে উপদেশ

দিয়েছেন, এবং আমাদের জন্য শাস্ত্ররচনার মাধ্যমে রেখে গিয়েছেন সেই আচার্যগণকেও নমস্কার।৩।

[এই যে আচার্য-নমস্কার, তার দ্বারা শাস্ত্র-নমস্কারও সিদ্ধ হয়েছে। শাস্ত্রকে নিয়েই তো আচার্য, শাস্ত্র বাদ দিলে আচার্যত্বই থাকে না। যে সব আচার্য ধর্ম প্রভৃতির আচার-প্রতিপাদনের জন্য ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র রচনা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যেই নমস্কার, অন্যদের উদ্দেশ্যে নয়।]।৩।

মূল। তৎসম্বন্ধাৎ।।৪।।

অনুবাদ। অনেক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ কেবল বিঘ্নবিনাশার্থই অনুষ্ঠিত হয়, - মঙ্গলাচরণ-বাক্য প্রকৃত গ্রন্থের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে না; এখানে কিন্তু তা নয়; পরন্তু - যেহেতু (শাস্ত্রবক্তা) আচার্যগণের সাথে (এই কামশাস্ত্ররূপ গ্রন্থের) সম্বন্ধ আছে, (সেই কারণে নমস্কার করছি)।৪।

[ত্রিবর্গও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য, সুতরাং ত্রিবর্গের সাথে যে সম্বন্ধ, তা দ্বিতীয় সূত্রে জ্ঞাপন করা হয়েছে ; আচার্যগণের সম্বন্ধও এইখানে আছে, তা এই সূত্রে সামান্যতঃ কথিত হ'ল, ক্রমে স্পষ্টীভূত হবে।

গ্রন্থকারদের রীতি আছে —

জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে।

গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ।।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জানতে পারলে, শ্রোতা গ্রন্থ-শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, এই কারণে গ্রন্থের প্রথমে প্রতিপাদ্যবিষয়স্থ্ প্রয়োজন ও সম্বন্ধ বলতে হয়। এই চারটি সূত্রে মঙ্গলাচরণ ও তদীয় হেতু-নির্দেশসহ প্রতিপাদ্য, বিষয়প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রতিপাদ্যবিষয় হ'ল ধর্ম, অর্থ ও কাম, এগুলির মধ্যে কামই মুখ্য। 'তৎসম্বন্ধাৎ' এই সামান্যসূত্রের পরবর্তী সূত্রাবলী দ্বারা এই ব্যাপার ব্যাখ্যাত হবে। প্রয়োজন অর্থাৎ প্রজারক্ষা, সম্বন্ধব্যাখ্যার দ্বারা তা পরসূত্রে বিবৃত হবে। আচার্যগণের সাথে শাস্ত্রের প্রবর্ত্য-প্রবর্তক-ভাবসম্বন্ধ, শাস্ত্রের সাথে প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবসম্বন্ধ, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে প্রয়োজনের কার্যকারণভাবসম্বন্ধ এই গ্রন্থে বিজ্ঞাপিত। আচার্যের সাথে শাস্ত্রের, বিশেষতঃ এই কামশাস্ত্রের, সম্বন্ধ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য, - এই শাস্ত্রে প্রামাণ্যবুদ্ধির দৃঢ়তা-সম্পাদন, আর প্রয়োজনজ্ঞাপন। যে প্রয়োজন পরে বিজ্ঞাপিত হবে, তার সূচনা এই সূত্রেই করা হ'ল। পর-সূত্র ত এরই বিবৃতি। আর পরসূত্র এই সূত্রের দ্বারা উত্থাপিত ও পরসূত্রেই প্রয়োজন-নির্দেশ আছে - একথা বললেও ক্ষতি নেই। যা হোক্, - বহুগ্রন্থে মঙ্গলাচরণ যেমন পৃথক্ এখানে

তেমন নয়;'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি সূত্রের মতো বর্তমান মঙ্গলাচরণও প্রকৃতোপযোগী। ৪।

যে প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে শাস্ত্র প্রণীত হয়েছে তা এবং যে আচার্যগণকে নমস্কার করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় এবং এই গ্রন্থের সাথে যে আচার্য-সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে - তা বিবৃত করবার জন্য সূত্রাবলী রচিত হচ্ছে -

মূল। প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনমধ্যায়ানাং শতসহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ।। ৫।।

অনুবাদ। শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি এই যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণকে সৃষ্টি ক'রে তাদের স্থিতি বা পালনের জন্য প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের সাধনভূত একটি শাস্ত্র লক্ষ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলেছিলেন।

[প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিবর্গশাস্ত্রের প্রথম আচার্য। ধর্মব্যতীত প্রজা রক্ষা হয় না; 'ধারণাৎ ধর্মঃ';- এই ধর্মের দ্বারা অবিরুদ্ধভাবে অর্থকামসেবা প্রজারক্ষার উপায়। ধন ব্যতীত আহার চলে না, আহার ব্যতীত প্রাণরক্ষা হয় না, অতএব অর্থ প্রজারক্ষক, অর্থশাস্ত্র সেই অর্থের অর্জন-রক্ষাণাদির উপদেশক। স্ত্রী-গ্রহণ ব্যতীত সন্তানসন্ততি হয় না, - আবার তা না হ'লেও প্রজারক্ষা হয় না; সেই যে প্রবৃত্তিবিশেষ তার উৎকর্ষ - অপকর্ষ ইত্যাদি পরিজ্ঞানও প্রজারক্ষার হেতু, কামশাস্ত্র সেই জ্ঞান প্রদান করে এই ত্রিবর্গ বিষয়ক গ্রন্থ সর্বপ্রথম ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায়ে রচনা করেছিলেন]।৫।

মূল। তস্যৈকদেশিকং মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার।। ৬।।

অনুবাদ। প্রজাপতি-কথিত সেই ত্রিবর্গ-সাধন-শাস্ত্রের একাংশ-আশ্রয়ে স্বায়ম্ভুব মনু (অর্থাৎ স্বয়ম্ভু-পুত্র প্রথম মনু) ধর্মাধিকারিক শাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র ব্রহ্মাকথিত পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র থেকে পৃথক্ ক'রে নিয়ে পৃথক্‌ভাবে রচনা করলেন।৬।

[মনু চতুর্দশ, প্রথম মনু যিনি, তিনি স্বায়ম্ভুব মনু। বর্তমানে বৈবস্বত মনুর অধিকারকাল, ইনি হলেন সপ্তম মনু। মনুসংহিতা স্বায়ম্ভুব মনুর প্রবর্তিত;আমাদের কালে প্রচলিত মনুসংহিতা - মনুর আদেশে মহর্ষি ভৃগু ঋষিগণকে উপদেশ করেন। স্বায়ম্ভুমনু-প্রবর্তিত মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্র, - তা নানাস্থানে মানবধর্মশাস্ত্র নামে কথিত। ধর্মই প্রধান প্রতিপাদ্য ব'লে তা ধর্মশাস্ত্র;অর্থকামের আলোচনাও গৌণভাবে তাতে আছে। রাজধর্মপ্রকরণ অর্থাৎ যেখানে ব্যবহারবিষয়ে উপদেশ আছে, তা অর্থবিষয়ক, এবং গান্ধর্ব-পৈশাচাদি-বিবাহ ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ যে উপদেশ, তা কামবিষয়ক। কিন্তু অর্থ ও কাম বিষয় অবলম্বন ক'রে মনু শাস্ত্র-প্রণয়ন করেন নি, ধর্মকে অধিকার (প্রধানভাবে গ্রহণ) করেই করেছেন; - অধিকার অর্থে 'আদ্যন্তে - উপদেশপ্রযত্নঃ

(অধি = আধিক্যেন, কারঃ = কৃতিঃ, প্রযত্নঃ = উপদেশপ্রযত্নঃ)'। মনুসংহিতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বই উপদিষ্ট, এবং সেই প্রসঙ্গে অর্থ ও কামকথা এসেছে, এই মাত্র। ব্রহ্মার উপদিষ্ট ত্রিবর্গসাধন-লক্ষ-অধ্যায়যুক্ত শাস্ত্রের যে অংশে ধর্ম উপদিষ্ট, তদবলম্বনে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। অতএব ব্রহ্মা হলেন ত্রিবর্গশাস্ত্রের প্রথমাচার্য। পৃথক্‌কৃত ধর্মশাস্ত্রের প্রথম আচার্য স্বায়ম্ভুব মনু; ধর্মাধিকারিক-শব্দের অর্থ, যাতে ধর্মের প্রস্তাব আছে, অর্থাৎ **ধর্মশাস্ত্র**]।৬।

মূল। বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্।। ৭।।

অনুবাদ। **বৃহস্পতি** (সেই ত্রিবর্গশাস্ত্রের একদেশ আশ্রয়ে পৃথক্) অর্থাধিকারিকশাস্ত্র অর্থাৎ **অর্থশাস্ত্র** প্রণয়ন করলেন; বৃহস্পতি ব্রহ্মাকথিত ত্রিবর্ণশাস্ত্রের অন্তর্গত অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধী অংশটিকে পৃথক্ ক'রে নিয়ে 'অর্থশাস্ত্র' প্রণয়ন করেছিলেন।

[অর্থবর্গ যার প্রধান প্রতিপাদ্য, তা অর্থাধিকারিক, - অধিকার শব্দের অর্থ পূর্বসূত্র-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য ; সুতরাং বৃহস্পতি পৃথক্‌কৃত অর্থশাস্ত্রের প্রথমাচার্য। ধর্মশাস্ত্রাচার্য ও অর্থশাস্ত্রাচার্যের শিষ্যপরম্পরাস্থিত পরবর্তী আচার্যগণের সাথে উপদিশ্যমান কামশাস্ত্রের সম্বন্ধ না থাকায় - সেই পরম্পরার উল্লেখ নেই। আচার্যগণের উদ্দেশে যে নমস্কার - তা স্বায়ম্ভুব মনু ও বৃহস্পতির প্রতি প্রযুক্ত, - কারণ ধর্ম ও অর্থ এই গ্রন্থে প্রসঙ্গ তঃ আলোচিত হয়েছে, তদ্দ্বারা সেই সেই শাস্ত্রের প্রথমাচার্য-দ্বয়ের সম্বন্ধ যে বর্তমান কামশাস্ত্রেও আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।]।৭।

মূল। মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ।। ৮।।

অনুবাদ। মহাদেবানুচর নন্দী (ব্রহ্মার উপদিষ্ট ত্রিবর্গশাস্ত্রের একদেশ আশ্রয় ক'রে) সহস্র অধ্যায়ে পৃথক্ কামসূত্র প্রবচন (উপদেশ) করেন। ৮।

[মনু যেকরম ধর্মশাস্ত্রের এবং বৃহস্পতি যেরকম অর্থশাস্ত্রের প্রথমাচার্য, মহাদেবের অনুচর নন্দীও সেইরকম কামশাস্ত্রের প্রথমাচার্য। কারণ, নন্দী ব্রহ্মার উপদিষ্ট ত্রিবর্গ শাস্ত্রের একদেশ আশ্রয় ক'রে অর্থাৎ কামশাস্ত্রের অংশটি ধর্মাদি-শাস্ত্রভাগ থেকে পৃথক্ করে শিষ্যদের উপদেশ প্রদান করেন, এটিই প্রথম **কামসূত্র** গ্রন্থ; এতে একসহস্র অধ্যায় ছিল। "তথা হি শ্রূয়তে - দিব্যং বর্ষসহস্রমুময়া সহ সুরতসুখমনুভবতি মহাদেবে বাসগৃহদ্বারগতো নন্দী কামসূত্রং প্রোবাচ'। - জয়মঙ্গলা। অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, মহাদেব দিব্যহাজার বৎসর (মানুষদের এক বৎসর দেবতাদের একদিন ও একরাত্রির সমান। আবার মানুষের হাজার বৎসর দেবতাদের এক বছরের সমান। এই রকম গণনায় দেবতাদের হাজার

বৎসর) কাল পর্যন্ত পত্নী উমার সাথে সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হ'য়ে কামসুখ অনুভব করছিলেন। অনুচর নন্দী মহাদেবের শয়নগৃহের দ্বারদেশে অবস্থিত থেকে উমা-মহেশ্বরের সুরতক্রীড়া প্রত্যক্ষ ক'রে কামসূত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্ণয়ের জন্য আমূল বর্ণনা করেছিলেন।]॥৮।

মূল। তদেব তু পঞ্চভিরধ্যায়শতৈঃ শ্বেতকেতুরৌদ্দালকিঃ সঙ্ক্ষিপ্তেপ।। ৯।।

অনুবাদ। উদ্দালকতনয় **শ্বেতকেতু**, পরে সেই নন্দী-কথিত সহস্র অধ্যায় সমন্বিত কামশাস্ত্র পাঁচশত অধ্যায়ে সংক্ষেপ করেন বা পাঁচশত অধ্যায়যুক্ত কামশাস্ত্রটিকে সংগ্রহ করেছিলেন।

[শ্বেতকেতু একজন শক্তিশালী ঋষিকুমার, তাঁর চরিতাখ্যান উপনিষদ্ ও মহাভারতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদান্তের মহাবাক্য **তত্ত্বমসি** এই শ্বেতকেতুর জন্যই প্রচারিত। স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার সুব্যবস্থা ইনিই করেন। কামান্ধগণের কামসেবা কত আয়াসসাধ্য এবং সতী স্ত্রীর উপর দৈহিক উৎপীড়ন না করেও কামাসক্ত মানুষ কিভাবে প্রবৃত্তি-চরিতার্থ অর্থাৎ কামবাসনা পূর্ণ করতে পারে, তা দেখাবার জন্য এই নন্দী-কথিত কামশাস্ত্রটিকে অর্দ্ধেক সংক্ষেপ ক'রে উক্ত ঋষিকুমার কামশাস্ত্র রচনা করেন। সুতরাং তিনি এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় আচার্য]।৯।

মূল। তদেব পুনরপ্যর্দ্ধেনাধ্যায়শতেন সাধারণ-কন্যাসম্প্রযুক্তক-কভার্যাধিকারিক-বৈশিক-পারদারিক-সাম্প্রযোগিকোপনিষদিকৈঃ১ সপ্তভিরধিকরণৈর্বাভ্রব্যঃ পাঞ্চালঃ সঙ্ক্ষিক্ষেপ।। ১০।।

অনুবাদ। পাঞ্চালদেশীয় বভ্রুপুত্র **বাভ্রব্য**, (১) সাধারণ, (২) কন্যাসংপ্রযুক্তক, (৩) ভার্যাধিকারিক, (৪) বৈশিক (৫) পারদারিক (৬) সাংপ্রযোগিক এবং (৭) ঔপনিষদিক নামক সাতটি অধিকরণে দেড়শত অধ্যায়ে তারও অর্থাৎ ঔদ্দালকি-শ্বেতকেতু যা সংক্ষেপ করেছিলেন, তারও আবার সংক্ষেপ ক'রে একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।১০।

[অধিকরণ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অধিকারে যে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত, তার প্রতিপাদন যে অংশে হয়, তার নাম **অধিকরণ**। অধিকরণ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত থাকে। প্রাচীন কামশাস্ত্রে সম্ভবতঃ বেশী অধিকরণ ছিল, - বাভ্রব্য সাতটি মাত্র

১) "সাধারণ-সাম্প্রযোগিক-কন্যাসম্প্রযুক্ত-ভার্যাধিকারিক-পারদারিক-বৈশিকোপনিষ-দিকৈঃ" ইতি পাঠভেদঃ।

অধিকরণে, এবং মাত্র দেড়শত অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর দ্বারা কৃত পাঁচশ অধ্যায়যুক্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ করেন। সেই সাত অধিকরণ এই বাৎসায়ন-রচিত কামশাস্ত্রেও বর্তমান — (১) **সাধারণ অধিকরণ** — শাস্ত্রসংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ তথ্য এই বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে আছে; (২) **কন্যাসংপ্রযুক্তক** — বিবাহ্যা পাত্রী-সংগ্রহ ও বিবাহাদি ব্যাপার এই অধিকরণে আছে; (৩) **ভার্যাধিকারিক** — ভার্যা সম্পর্কে বহু তথ্য এই অধিকরণে উপদিষ্ট; (৪) **বৈশিক** — বেশ্যাঘটিত নানা তথ্য এই অধিকরণে বর্ণিত হয়েছে; (৫) **পারদারিক** — 'পরকীয়া' বিষয়ক তথ্যাদি এই অধিকরণে আছে; (৬) **সাম্প্রযোগিক** — 'সম্প্রযোগ' হ'ল নায়ক-নায়িকার পরস্পর নির্জনে যৌন-মিলন, তৎসংসৃষ্ট বিবিধ তথ্য এই অধিকরণে আছে; (৭) **ঔপনিষদিক**—বহু রহস্যমূলক তথ্য এই অধিকরণে আছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-বর্তমান কামসূত্রের প্রথম অধ্যায়েই প্রদত্ত হবে।

বাভ্রব্যই সমগ্র কামশাস্ত্রের তৃতীয় আচার্য, এঁর দ্বারা নির্দেশিত অধিকরণাদি - বিভাগ গ্রহণ করেই বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করেন। বাভ্রব্যের পর ও বাৎস্যায়নের পূর্বে সমগ্র কামশাস্ত্রের উপদেষ্টা অন্য কোনও আচার্য সম্ভবতঃ প্রাদুর্ভূত হ'ন নি; এরপর যে কয়জনের নাম উল্লেখিত হবে,- তাঁরা একদেশী আচার্য]।১০।

মূল। তস্য চতুর্থম্২ অধিকরণং বৈশিকং পাটলিপুত্রিকাণাং গণিকানাং নিয়োগেন দত্তকঃ৩ পৃথক্ চকার।। ১১।।

অনুবাদ। আচার্য দত্তক পাটলিপুত্রনগরবাসিনী গণিকাগণের নিয়োগে বা অনুরোধে সেই বাভ্রব্য-কর্তৃক সংক্ষেপীকৃত কামশাস্ত্রের **বৈশিক** নামক চতুর্থ অধিকরণ (অন্য মতে ষষ্ঠ অধিকরণ) পৃথক্‌ভাবে রচনা করেন।

[দত্তক **বৈশিক**-অধিকরণমাত্র-বিষয়ে গ্রন্থপ্রণেতা আচার্য। তাঁর গ্রন্থে অন্য কোনও অধিকরণ নেই। জয়মঙ্গলা-টীকায় **'নিয়োগ'** ব্যাপারটির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় - মথুরাদেশবাসী একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্র নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটির জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার মাতার মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণটি অন্য একজন ব্রাহ্মণীর কাছে পুত্রটিকে রেখে দেন এবং কিছুকাল পরে তিনি পরলোকগমন করেন। পুত্রটি ব্রাহ্মণীকে দান করা হয়েছিল ব'লে, ব্রাহ্মণী পুত্রটির নাম রাখেন 'দত্তক'। ঐ ব্রাহ্মণীর যত্নে লালিত পালিত হ'য়ে পুত্রটি কালক্রমে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং সকলরকম কলাবিদ্যা তাঁর অধিগত হয়।

২। 'ষষ্ঠম্' ইতি পাঠান্তরম্।

৩। 'দত্তক' ইত্যত্র 'দণ্ডকঃ' ইতি পাঠভেদঃ।

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সুদক্ষ অধ্যাপনার জন্য তিনি 'দত্তকাচার্য' নামে পরিচিত হন। একদিন তাঁর মনে এইরকম চিন্তা উদিত হ'ল - লোকযাত্রা বা সংসারযাত্রার নিয়মকানুন ভালভাবে জানা দরকার। কিন্তু এই বিধি অন্য কোথাও তেমন জানা যায় না, যেমন জানা যায় বেশ্যাদের কাছ থেকে। তাই তিনি প্রত্যেক দিন বেশ্যাদের সাথে পরিচয় ক'রে তাদের মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনাদের সংসর্গে থেকে লোকযাত্রার জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। একদিন বীরসেনা নামে এক বারাঙ্গনা দত্তককে বলল - 'আচার্য! আমরা যে উপায়ে পুরুষদের অনুরাগ বৃদ্ধি করতে পারি, সেরকম উপদেশ প্রদান করুন।' - এইরকম নিয়োগবশতঃই আচার্য দত্তক কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণ পৃথক্ ক'রে সংগ্রহ করেছিলেন।১১।

মূল। তৎপ্রসঙ্গাচ্চারায়ণঃ সাধারণমধিকরণং পৃথক্ প্রোবাচ। ঘোটকমুখঃ কন্যাসম্প্রযুক্তকম্। গোনর্দীয়ো ভার্যাধিকারিকম্। গোণিকাপুত্রঃ পারদারিকম্। সুবর্ণনাভঃ সাম্প্রয়োগিকম্। কুচুমার ঔপনিষদিকমিতি।।১২।।

অনুবাদ। সেই প্রসঙ্গে 'চারায়ণ' নামক আচার্য **সাধারণ** নামক অধিকরণ পৃথক্ ক'রে নিজ মতের সাথে মিলিত ক'রে সংগ্রহ করলেন অর্থাৎ গ্রন্থ রচনা করলেন। **ঘোটকমুখ** কন্যা-সংপ্রযুক্তক; **গোনর্দীয়** ভার্যাধিকারিক; **গোণিকাপুত্র** পারদারিক; **সুবর্ণনাভ** সাংপ্রয়োগিক এবং **কুচুমার** ঔপনিষদিক অধিকরণ পৃথক্ ক'রে নিজ মতের সাথে সংগ্রহ করেন।

[দত্তক বাভ্রব্যকৃত কামশাস্ত্রের একাংশ বৈশিক অধিকরণ আশ্রয়ে গ্রন্থ রচনা করায় - যে একটা আংশিক রচনার পদ্ধতি আরম্ভ হ'ল, তদনুসারে চারায়ণ প্রভৃতি আচার্যগণ সেই বাভ্রবীয় কামশাস্ত্রের এক একটি অধিকরণ নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করলেন]।১২।

মূল। এবং বহুভিরাচার্যৈস্তচ্ছাস্ত্রং খণ্ডশঃ প্রণীতমুৎসন্নকল্পমভূৎ।। ১৩।।

অনুবাদ। এইরকম বহু আচার্য খণ্ড খণ্ডভাবে প্রণয়ন করায় সেই বাভ্রব্য-সংগৃহীত (অর্থাৎ সংক্ষেপীকৃত) সমগ্র শাস্ত্র উৎসন্নপ্রায় হয়েছিল।

[নন্দী থেকে বাভ্রব্য পর্যন্ত যে শাস্ত্র এক রীতিতে কিন্তু ক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হয়ে আসছিল, তার এক এক খণ্ড খণ্ড নিয়ে দত্তক প্রভৃতি আচার্যগণ যখন গ্রন্থ রচনা করলেন, - তখন থেকে খন্ড গ্রন্থের আবশ্যকমত প্রচলন হল এবং সম্পূর্ণ বাভ্রবীয় কামশাস্ত্রের চর্চা লুপ্তপ্রায় হল] ।১৩।

মূল। তত্র দত্তকাদিভিঃ প্রণীতানাং শাস্ত্রাবয়বানামেকদেশত্বাৎ, মহদিতি চ বাভ্রবীয়স্য দুরধ্যেয়ত্বাৎ সংক্ষিপ্য সর্বমর্থমল্পেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতম্।।১৪।।

অনুবাদ। সেই অবস্থায় দত্তক প্রভৃতি আচার্যগণ বাভ্রব্য প্রণীত মূল কামশাস্ত্রের পৃথক্ অধিকরণ নিয়ে নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই কারণে এই খণ্ড অধিকরণগুলি সমগ্রকামশাস্ত্রের কয়েকটি অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। আবার আচার্য বাভ্রব্যের মূল কামশাস্ত্র গ্রন্থটি বিশাল হওয়ার কারণে তা সাধারণ মানুষের কাছে দুরধ্যেয় ছিল অর্থাৎ কষ্ট ক'রে পাঠ করতে হত। তাই বাৎস্যায়নপ্রোক্ত বিশাল গ্রন্থটির সম্পূর্ণ বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে এই কামশাস্ত্র বা কামসূত্র রচনা করেছিলেন।

[দত্তক প্রভৃতি রচিত যে আচার্যের শাস্ত্র তা প্রকৃত শাস্ত্র নয়, তা মূল শাস্ত্রের অবয়ব, অর্থাৎ- শাস্ত্রাংশ, এক একটি অধিকরণ মাত্র। কামশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের খণ্ড খণ্ড প্রতিপাদন তাতে থাকায় সম্পূর্ণ বিষয়জ্ঞান তা থেকে হয় না, বাভ্রব্য প্রণীত মূল এক একটি অংশমাত্রের জ্ঞান হয়; আর বাভ্রবীয় সম্পূর্ণ কামশাস্ত্র খুবই বিস্তৃত; আচার্য দত্তক থেকে কুচমার পর্যন্ত প্রত্যেকের রচিত গ্রন্থ একত্র ক'রে নিলে তাও বিস্তৃত; অতএব বাভ্রব্যসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ কামশাস্ত্র-অধ্যয়ন দীর্ঘকালসাধ্য হওয়ায় তা দুরধ্যেয় অর্থাৎ পাঠ করা দুষ্কর; এই কারণে বাৎস্যায়ন মুনি বাভ্রবীয় কামশাস্ত্রটি সংক্ষেপ ক'রে এবং দত্তক প্রভৃতি আচার্যগণের রচিত খণ্ড খণ্ড অংশের বিষয়গুলি যুক্ত ক'রে এই **কামসূত্র** প্রণয়ন করলেন। এ গ্রন্থ বিস্তৃত নয়, ৩৬টি মাত্র অধ্যায়, অথচ সকল বিষয় এইগ্রন্থে আছে। বাভ্রব্যের সার্দ্ধশত (১৫০) অধ্যায়ে কথিত সাতটি অধিকরণ - এই শাস্ত্রে সংক্ষেপে বর্তমান। মূলে 'তত্র' শব্দের অর্থ 'সেই অবস্থায়'।১৪।

মূল। তস্যায়ং প্রকরণাধিকরণসমুদ্দেশঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়নপ্রণীত সেই শাস্ত্রের, অধিকরণ ও প্রকরণ নির্দেশ ('সমুদ্দেশ' শব্দের অর্থ সংক্ষেপে বর্ণনা) এই রকম - ।

[অধিকরণ = কাণ্ড বা খণ্ড; **প্রকরণ** = পরিচ্ছেদ; কোথাও এক একটী অধ্যায়ে এক এক প্রকরণ আছে ; কোথাও এক অধ্যায়ের মধ্যে একাধিক প্রকরণ আছে;'এই' শব্দ দ্বারা পরবর্তী বক্তব্যের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।] ১৫।

মূল। **শাস্ত্রসংগ্রহঃ। ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ। বিদ্যাসমুদ্দেশঃ। নাগরিকবৃত্তম্। নায়কসহায়দূতকর্মবিমর্শঃ। ইতি সাধারণং প্রথমমধিকরণম্। অধ্যায়াঃ পঞ্চ। প্রকরণানি পঞ্চ।। ১৬।।**

অনুবাদ। (১) শাস্ত্রসংগ্রহ, (২) ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি, (৩) বিদ্যাসমুদ্দেশ, (৪) নাগরিকবৃত্ত, (৫) নায়কসহায়দৌত্যকর্ম - এই পাঁচটি প্রকরণ যুক্ত ক'রে 'সাধারণ' নামক প্রথম অধিকরণ; এই অধিকরণে পাঁচটি অধ্যায় এবং প্রকরণ পাঁচটি।

[প্রথম **সাধারণ অধিকরণ** ; তাতে **পাঁচটি প্রকরণ** - (১) **শাস্ত্রসংগ্রহ** - শাস্ত্রের পরিচয় ও এই শাস্ত্রে কি কি বিষয় আছে (অর্থাৎ বিষয়সূচী)- সংক্ষেপে তা জ্ঞাপনই শাস্ত্রসংগ্রহ- শব্দের অর্থ। (২) **ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি** - ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম;— এই তিনটির প্রাপ্তির নাম ত্রিবর্ণপ্রতিপত্তি; এই ত্রিবর্গের লক্ষণ, সেই সেই বর্গের শিক্ষাগ্রহণ কর্তব্য কিনা, কিভাবে ধর্ম-অর্থ কামের প্রাপ্তি হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত এই প্রকরণে আছে। (৩) **বিদ্যাসমুদ্দেশ** - সমস্ত বিদ্যাসমূহের নাম এবং কামশাস্ত্রের সাথে অন্য প্রকার বিদ্যা অর্জনের সাথে তাদের কি প্রকার পৌর্বাপর্য আছে, সে সবের উপদেশ এই প্রকরণে আছে। এই প্রকরণের তথা অধ্যয়ের মূখ্য প্রয়োজন হ'ল—মানুষের উচিত শ্রুতি, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, দণ্ডনীতি প্রভৃতি অধ্যায়নের সাথে কামশাস্ত্রের অধ্যয়নও অবশ্য কর্তব্য; এখানে বিদ্যাসমূহের নামসূচীর তাৎপর্য হ'লো ৬৪টি কলাবিদ্যা। (৪) **নাগরকবৃত্ত,** - এক কথায় বলা যায় - সেকেলে বাবুগিরি।অথবা 'নাগরক' শব্দের দ্বারা কামসূত্রকার বিদগ্ধ বা রসিকব্যক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন; 'বৃত্ত' শব্দের অর্থ সেই সব ব্যক্তিদের দিনচর্যা। এই অধ্যায়ে কামসূত্রকারের বক্তব্য হ'ল—মানুষ প্রথমে বিদ্যা অর্জন করবে, তারপর অর্থোপার্জন করা দরকার, তারপর বিবাহ করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ ক'রে নাগরক বৃত্তের আবরণ করা দরকার। যতদিন মানুষ কামকলার শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে না, ততদিন তার বিবাহ করার অধিকার থাকে না। গার্হস্থ্য জীবন তথা দাম্পত্য জীবনকে সুচারু করতে হ'লে অর্থসংগ্রহ করা অবশ্য কর্তব্য। সুশিক্ষিত, ধন-সম্পন্ন ব্যক্তিই বিবাহিত জীবনকে সুচারু বানাতে সক্ষম হয়। (৫) **নায়কসহায়দূতকর্ম** - বিবাহ পূর্বকালে নায়ক-নায়িকার গোপনে মিলনের জন্য তাদের সহায়কারী দূত ও দূতী কিরকম হবে, তাদের কর্তব্যই বা কি, এই সব বিষয়ের উপদেশ এই প্রকরণে আছে। এই প্রথম অধিকরণে **এক এক প্রকরণেই এক এক অধ্যায়।** বর্তমান প্রকরণের নাম **শাস্ত্রসংগ্রহ, এটি** সাধারণ **অধিকরণের প্রথম অধ্যায়**]। ১৬।

মূল। বরণবিধানম্। সম্বন্ধনির্ণয়ঃ। কন্যাবিশ্রম্ভণম্। বালায়া উপক্রমাঃ। ইঙ্গিতাকারসূচনম্। একপুরুষাভিযোগঃ। প্রযোজ্যস্যো পাবর্তনম্। অভিযোগতশ্চ কন্যায়াঃ প্রতিপত্তিঃ। বিবাহযোগঃ। ইতি কন্যাসম্প্রযুক্তকং দ্বিতীয়মধিকরণম্। অধ্যায়াঃ পঞ্চ। প্রকরণানি নব।।১৭।।

এবার **কন্যাসম্প্রযুক্তক** নামক দ্বিতীয় অধিকরণ -

অনুবাদ। এখানে (১) বরণবিধান, (২) সম্বন্ধনির্ণয়, (৩) কন্যাবিশ্রম্ভণ, (৪) বালোপক্রম, (৫) ইঙ্গিতাকারসূচন, (৬) একপুরুষাভিযোগ, (৭) প্রযোজ্যোপাবর্তন, (৮) অভিযোগদ্বারা কন্যার প্রতিপত্তি এবং (৯) বিবাহযোগ নামক প্রকরণ কথিত হয়েছে। এই অধিকরণে পাঁচটি অধ্যায় এবং ঐ অধ্যায়গুলির মধ্যে নয়টি প্রকরণ আছে।

[(১) **বরণবিধান**— সর্বথা যোগ্যপাত্রী-বিচার, পাত্রীবরণ, পাত্রবরণ ইত্যাদি; (২) **সম্বন্ধ-নির্ণয়**— বিবাহসম্বন্ধের নিশ্চয়; এই দুটি প্রকরণ কন্যা-সংপ্রযুক্তক অধিকরণের **প্রথমাধ্যায়ে** আছে; (৩) **কন্যাবিশ্রম্ভণ**— কন্যার মন আকর্ষণ বিষয়ে যে যে উপায় অবলম্বন কর্তব্য, ভাবী দাম্পত্যজীবন-সম্পর্কে কন্যার মনে বিশ্বাস উৎপাদন, এবং তৎপ্রসঙ্গে ফলের উপদেশ **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আছে; (৪) **বালোপক্রম**— পাত্রী বালিকা হ'লে, তার মনে প্রেম উৎপন্ন করার জন্য তার সাথে সদ্ভাব যেভাবে করতে হয়, তার উপদেশ; এবং (৫) **ইঙ্গিতাকারসূচন**— পাত্রীর মনে আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা বিচিত্রভাবের উৎপাদন কিভাবে হতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ **তৃতীয় অধ্যায়ে** আছে; (৬) **একপুরুষাভিযোগ**— ধনাদিশূন্য নিঃসহায় পাত্রের পাত্রী-সংগ্রহের উপায়; অথবা, চেষ্টা, ইশারা বা কোনও বাহানা ক'রে দেখা পেয়েছে যে কন্যার তার সাথে বিবাহের প্রযত্ন; (৭) **প্রযোজ্যোপাবর্তন**— নিঃসহায়া পাত্রীর যোগ্য পাত্রলাভের উপায়; অথবা, কন্যা যে পাত্রকে মনে মনে কামনা করে তাকে ঐ কন্যার নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা; (৮) **অভিযোগদ্বারা কন্যা-প্রতিপত্তি**— অনেক পাত্র উপস্থিত হ'লে পাত্রীর পক্ষে পাত্রমনোনয়ন প্রভৃতি তথ্য **চতুর্থাধ্যায়ে** আছে। (৯) **বিবাহযোগ**— পাত্রীর সাথে নির্জনে বহুবার সাক্ষাৎকারের সুযোগ না ঘটলে - তার ধাত্রীকে হস্তগত ক'রে পাত্রের দ্বারা তার সহায়তায় পাত্রীর অনুরাগ-সাধন, পাত্রীর পিতা বা মাতা এ বিবাহে সম্মত না থাকলে, - জাতানুরাগা পাত্রীকে স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে অগ্নি সাক্ষী করে তিনবার প্রদক্ষিণ ও তারপর এই ব্যাপার পিতা মাতাকে জ্ঞাপন করার ব্যবস্থা এইসব বিবাহযোগ-বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট - তার মধ্যেও পূর্ব পূর্ব উৎকৃষ্টতর; সেরকম বিবাহ সম্ভব হ'লে, অন্য বিবাহ অকর্তব্য, অবশিষ্ট চতুর্বিধ বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব শ্রেষ্ঠ - এই সব আলোচনা বিস্তৃতভাবে - এই **পঞ্চমাধ্যায়ে** আছে।] (কন্যাসম্প্রযুক্তকে বা কন্যাসম্প্রযোগ নামক দ্বিতীয় অধিকরণে কন্যা সম্প্রযুক্ত বা বিবাহিত হওয়ার পর কিভাবে গোপনে সুরতক্রিয়া পাত্র-পাত্রী সমাযুক্ত হবে তার উপায়ের কথা বলা হয়েছে।]।১৭।

মূল। একচারিণীবৃত্তম্। প্রবাসচর্যা। সপত্নীষু জ্যেষ্ঠাবৃত্তম্। কনিষ্ঠাবৃত্তম্। পুনর্ভূবৃত্তম্। দুর্ভগাবৃত্তম্। আন্তঃপুরিকম্। পুরুষস্য বহ্বীষু প্রতিপত্তিঃ। ইতি ভার্যাধিকারিকং তৃতীয়মধিকরণম্। অধ্যায়ৌ দ্বৌ। প্রকারণান্যষ্টৌ।। ১৮।।

এবার ভার্যাধিকারিক নামক তৃতীয় অধিকরণ—

অনুবাদ। এখানে (১) একচারিণী বৃত্ত, (২) প্রবাসচর্যা, (৩) সপত্নীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠাবৃত্ত, (৪) কনিষ্ঠাবৃত্ত, (৫) পুনর্ভূবৃত্ত, (৬) দুর্ভগাবৃত্ত, (৭) আন্তঃপুরিক এবং (৮) পুরুষের বহুস্ত্রী-প্রতিপত্তি নামক প্রকরণ উক্ত হয়েছে। এই অধিকরণের দুইটি অধ্যায় ও আটটি প্রকরণ। অর্থাৎ দুইটি অধ্যায়ের মধ্যে আটটি প্রকরণ অর্থাৎ বিষয় বিভাজিত হয়েছে।

[(১) **একচারিণীবৃত্ত**— পতিসমীপে একচারিণী-প্রথা অর্থাৎ পতি-সমীপে সতীভার্যার আচরণ; অর্থাৎ কেবল নিজের পতির প্রতি অনুরাগ আছে এমন পত্নীর কর্তব্য; (২) **প্রবাসচর্যা** - পতির প্রবাসে ও প্রত্যাগমনে সতীর আচরণ ; এই দুইটি প্রকরণ **প্রথম অধ্যায়ে** আছে। (৩) **জ্যেষ্ঠাবৃত্ত** - বহু সপত্নী থাকলে তাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা, অন্যান্য পত্নীদের সাথে সেই জ্যোষ্ঠা ভার্যার আচরণ;(৪) **কনিষ্ঠাবৃত্ত** - বহু সপত্নী থাকলে তাদের মধ্যে যিনি সর্বপেক্ষা কনিষ্ঠা, অন্যান্য পত্নীদের সাথে তাঁর আচরণ;(৫) **পুনর্ভূবৃত্ত** - দ্বিতীয় নায়কের সঙ্গিনী যে রমণী অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে যে বিধবা রমণী, তার আচরণ; (৬) **দুর্ভগাবৃত্ত** - অভাগিনী পত্নী নিজের সপত্নীদের এবং নিজ পতিকে কিভাবে প্রসন্ন রাখবেন তার বিধান। (৭) **আন্তঃপুরিক**— অন্তঃপুরের ব্যবস্থা। (৮) পুরুষের **বহুস্ত্রী-প্রতিপত্তি** অর্থাৎ বহুপত্নীক পুরুষের আচরণ;এই ছয়টি প্রকরণ **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আছে।১৮।

মূল। গম্যচিন্তা। গমনকারণানি। উপাবর্তনবিধিঃ। কান্তানুবর্তনম্। অর্থাগমোপায়াঃ। বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ। নিষ্কাশনপ্রকারাঃ। বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্ লাভবিশেষঃ। অর্থানর্থানু-বন্ধসংশয়বিচারঃ। বেশ্যাবিশেষাশ্চ। ইতি বৈশিকং চতুর্থমধিকরণম্। অধ্যায়াঃ ষট্। প্রকরণানি দ্বাদশ।। ১৯।।

এবার **বৈশিক** নামক চতুর্থ অধিকরণের প্রকরণগুলি হ'ল—

অনুবাদ। (১) গম্যচিন্তা, (২) গমনের কারণসমূহ, (৩) উপাবর্তনবিধি, (৪) কান্তানুবর্তন, (৫) অর্থ উপার্জনের বিবিধ উপায়, (৬) বিরক্তলিঙ্গ, (৭) বিরক্ত

প্রতিপত্তি, (৮) নিষ্কাশনপ্রকার, (৯) বিশীর্ণপ্রতিসন্ধান, (১০) লাভবিশেষ, (১১) অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচার এবং (১২) বেশ্যা-বিশেষ। এই অধিকরণে ছয়টি অধ্যায় ও দ্বাদশ প্রকরণ আছে। ১৯।

[(১) **গম্যচিন্তা**,— বারাঙ্গনার আনন্দার্থ হোক্ আর জীবিতার্থ হোক্, কিরকম নায়ককে আশ্রয় করা উচিত-ইত্যাদি তথ্য এই প্রকরণে আছে; (২) **গমনকারণসমূহ** - এই প্রকরণ অতি ক্ষুদ্র, এখানে উপদেশ এই যে, অর্থার্জন, অনর্থনিবৃত্তি এবং প্রীতি- এই তিনটির যে কোন একটিকে আশ্রয় করে বেশ্যা কোনও একজন বিশিষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করবে ;(৩) **উপাবর্তনবিধি** - নায়কের আগ্রহসাধন;অথবা বেশ্যাকর্তৃক নায়কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার বিধি; এই তিনটি প্রকরণ বৈশিক অধিকরণের **প্রথমাধ্যায়ে** আছে। (৪) **কান্তানুবর্তন** - নায়কের মনোহরণের জন্য বেশ্যাকর্তৃক কিভাবে তার বিবাহিতা পত্নীর মতো আচরণ কর্তব্য তার উপদেশ **দ্বিতীয়াধ্যায়ে** আছে। (৫) বেশ্যার দ্বারা অর্থাগমের কৌশল, (৬) **বিরক্ত-পুরুষের চিহ্ন**, (৭) **বিরক্তপ্রতিপত্তি** - ত্যাজ্য নায়কের প্রতি ব্যবহার, অথবা বিরক্ত পুরুষকে বেশ্যার দ্বারা কৌশলে পুনঃপ্রাপ্তি; এবং (৮) **নিষ্কাশনপ্রকার**, অর্থাৎ নায়কের নিষ্কাশন-পরিপাটী ; অর্থাৎ নায়কের প্রতি বীতরাগ হয়ে তাকে বেশ্যার নিজের কাছ থেকে বিতাড়নের উপায়;—এই চারটি প্রকরণ **তৃতীয় অধ্যায়ে** আছে। (৯) **বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধান** - ভগ্নপ্রণয়ের পুনর্যোজনবিধান অর্থাৎ বিতাড়িত পুরুষের সাথে বেশ্যাকর্তৃক পুনঃসন্ধিস্থাপন,—এই চারটি প্রকরণ; **চতুর্থ অধ্যায়ে** আছে। (১০) **লাভবিশেষ** - বিশেষ বিশেষ লাভের উপায় নির্দেশ, **পঞ্চম অধ্যায়ে** আছে। (১১) **অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়** - এক কথায় ইষ্ট ও অনিষ্টের বিচার ; ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহারের উপায় নির্দেশ, সংশয়স্থানে কর্তব্যনির্ণয় এবং (১২) **বেশ্যাবিশেষ** - বিভিন্ন প্রকার বারাঙ্গনালক্ষণ - এই দুটি প্রকরণ **ষষ্ঠাধ্যায়ে** আছে।]।১৯।

মূল। স্ত্রী-পুরুষশীলাবস্থাপনম্। ব্যবর্তনকারণানি। স্ত্রীষু সিদ্ধাঃ পুরুষাঃ। অযত্নসাধ্যা যোষিতঃ। পরিচয়কারণানি। অভিযোগঃ। ভাবপরীক্ষাঃ। দূতীকর্মাণি। ঈশ্বরকামিতম্। আন্তঃপুরিকং দাররক্ষিকম্। ইতি পারদারিকম্ পঞ্চমমধিকরণম্। অধ্যায়াঃ ষট্। প্রকরণানি দশ।। ২০।

এবার **পারদারিক** নামক পঞ্চম অধিকরণের প্রকরণগুলি হ'ল —

অনুবাদ। এখানে (১) স্ত্রী-পুরুষের শীলের ব্যবস্থাপনা, (২) ব্যবর্তনকারণ, (৩) স্ত্রী-সিদ্ধ পুরুষগণের বিষয়, (৪) অযত্নসাধ্যা রমণী, (৫) পরিচয়কারণ-সমূহ,

(৬) অভিযোগসমূহ, (৭) ভাবপরীক্ষা, (৮) দূতীকর্মনিচয়, (৯) ঈশ্বরকামিত এবং (১০) আন্তঃপুরিক-দাররক্ষিক নামক প্রকরণ গুলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে অধ্যায় ছয়টি এবং প্রকরণ দশটি অর্থাৎ ছয়টি অধিকরণে দশটি প্রকরণ আছে।২০।

[(১) **স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপন** - স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বভাবচরিত্র ব্যাখ্যা; (২) **ব্যাবর্তনকারণ** - রমণীর পরপুরুষ- মিলনে যে সব প্রতিবন্ধক আছে - তার নির্দেশ; (৩) **স্ত্রীসিদ্ধপুরুষগণের বিষয়** - রমণীর মনোমত পুরুষের নির্দেশ অথবা, স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে এমন সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ এবং (৪) **অযত্নসাধ্যা রমণী** - অনায়াসে যে সব পরস্ত্রীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাদের স্বরূপ- নির্দেশ;- এগুলি পারদারিক অধিকরণের **প্রথমাধ্যায়ে** আছে। (৫) **পরিচয়কারণসমূহ**- পরিচয়কারণসমূহের মধ্যে প্রথমটি হ'লো সন্দর্শন, তারপরে আরও অনেক বিষয় আছে, (৬) অভিযোগ সংগ্রহের উপায়; এ দুটি প্রকরণ **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আছে। (৭) **ভাবপরীক্ষা** অর্থাৎ অভিসন্ধীয়মানা রমণীর অভিপ্রায়পরীক্ষাপ্রণালী **তৃতীয় অধ্যায়ে** বর্ণিত হয়েছে। (৮) **দূতীকর্ম** - দূতীপ্রয়োগ ও দূতীর কার্যাবলী **চতুর্থাধ্যায়ে** আছে। (৯) **ঈশ্বরকামিত** - রাজা বা তত্তুল্য ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির পরস্ত্রী-গ্রহণ-আকাঙ্ক্ষা দুর্দমনীয় হ'লে সেবিষয়ে আলোচনা **ঈশ্বরকামিত প্রকরণে আছে**। এই একটি প্রকরণেই **পঞ্চমাধ্যায়** সমাপ্ত। (১০) **আন্তঃপুরিক-দাররক্ষিক**-এই প্রকরণে দুইটি ভাগ আছে - প্রথম ভাগ আন্তঃপুরিক অর্থাৎ অন্তঃপুরিকাদের আচরণ এবং দ্বিতীয় ভাগ দাররক্ষিক অর্থাৎ ধর্মপত্নীগণের রক্ষা-ব্যবস্থাবিষয়ক উপদেশ; এই দুটি **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** আছে; এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের মুখ্য বক্তব্য হ'লো—পরস্ত্রী এবং পরপুরুষের পরস্পর প্রেমসম্বন্ধ কিরকম অবস্থায় উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধি পায় এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিচ্ছেদপ্রাপ্তি ঘটে; কিভাবে পরদারসম্ভোগ-ইচ্ছা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং কোন্ উপায়ে ব্যভিচারিণী হওয়া থেকে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করা যেতে পারে]।।২০।

মূল। প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনম্। প্রীতিবিশেষাঃ। আলিঙ্গনবিচারাঃ। চুম্বনবিকল্পাঃ। নখরদনজাতয়ঃ। দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ। দেশ্যা উপচারাঃ। সংবেশনপ্রকারাঃ। চিত্ররতানি। প্রহণনযোগাঃ। তদ্‌যুক্তাশ্চ সীৎকৃতোপক্রমাঃ। পুরুষায়িতম্। পুরুষোপসৃপ্তানি। ঔপরিষ্টকম্। রতারম্ভাবসানিকম্। রতবিশেষাঃ। প্রণয়কলহঃ। ইতি সাম্প্রয়োগিকং ষষ্ঠমধিকরণম্। অধ্যায়া দশ। প্রকরণানি সপ্তদশ।। ২১।।

এবার **সাম্প্রয়োগিক** (অর্থাৎ সম্ভোগ) নামক ষষ্ঠ অধিকরণের প্রকরণগুলি হ'ল—

অনুবাদ। (১) প্রমাণ, কাল ও ভাব বুঝে রমণের ব্যবস্থা। (২) প্রীতিবিশেষ, (৩) আলিঙ্গনবিচার, (৪) চুম্বনভেদ, (৫) নখবিলেখনপ্রকার, (নখক্ষতপ্রকরণ), (৬) দশনক্ষতবিধি, (৭) দেশীয় উপচার, (৮) শয়নপ্রকার, (৯) রমনের বিবিধ বৈচিত্র্য, (১০) তাড়নযোগ, (১১) তাড়নযুক্ত সীৎকৃতোপক্রম, (১২) পুরুষায়িত, (১৩) পুরুষোপসৃপ্তসমূহ। (১৪) ঔপরিষ্টক, (১৫) রমণের আরম্ভ ও সমাপ্তিকার্য, (১৬) বিশেষ বিশেষ রতিক্রীড়া, (১৭) প্রণয়কলহ; এইগুলি নিয়ে সাম্প্রয়োগিক নামক ষষ্ঠ অধিকরণ; এখানে দশ অধ্যায় ও সপ্তদশ প্রকরণ। ২১।

[(১) স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গের আকৃতি ও প্রমাণ অনুসারে রতিক্রীড়ার ব্যবস্থার এবং কালবিশেষে ও ভাববিশেষে মিলনে আনন্দ-তারতম্যের কথা এবং (২) চতুর্বিধ প্রীতি ; এই দুটি প্রকরণ সাম্প্রযোগিক অধিকরণের **প্রথম অধ্যায়ে** আছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** - (৩) আলিঙ্গন; ও **তৃতীয় অধ্যায়ে** (৪) চুম্বন-বিষয়ে বিবিধ তথ্য আছে; এই দুটি পৃথক্ প্রকরণ। **চতুর্থ অধ্যায়ে** (৫) নখক্ষতবিষয়ে স্থানকালাদি-নির্ণয়; **পঞ্চম অধ্যায়ে** (৬) **দশনচ্ছেদ্যবিধি** অর্থাৎ দশনক্ষতবিষয়ে স্থাননির্ণয়াদি এবং (৭) **দেশীয় উপচার**, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের রীতি-অনুসারে নায়িকার সাথে ব্যবহারবিষয়ে উপদেশ। (৮) **শয়নব্যবস্থা** - অর্থাৎ সংগমকালে কিরকম ভাবে শয়ন করা কার পক্ষে উচিত, তার উপদেশ, ও (৯) রমণের বিবিধ বৈচিত্র্য, এই দুই প্রকরণ **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** আছে। (১০) তাড়নযোগ ও (১১) তাড়নযুক্ত সীৎকৃতোপক্রম (অর্থাৎ রমণকালে আঘাতজনিত সী-সী—এই রকম শব্দ করা) নামক দুটি প্রকরণ **সপ্তমাধ্যায়ে** আছে ;- তাড়ন, আঘাত, অর্থাৎ এই ক্রীড়ায় কলহ, আঘাত ও আঘাতে আনন্দ, আহতের সীৎকারবৎ বিবিধ অব্যক্ত ধ্বনি এখানে উপদিষ্ট হয়েছে। **অষ্টমাধ্যায়ে** (১২) **পুরুষায়িত**- রমণ সময়ে নায়িকার নায়কবৎ ব্যবহার, এবং (১৩) **পুরুষোপসৃপ্ত** - বিবিধপ্রকারে নায়ককর্তৃক নায়িকার বাহ্যতঃ আনন্দবিধানে যত্ন ও আন্তরিকভাবপরীক্ষা নামক দুইটি প্রকরণ আছে। (১৪) **ঔপরিষ্টক** — জীবিকাহীন নপুংসকগণের জীবিকা-নির্বাহার্থ গণিকাবৃত্তির যে ব্যবস্থা, তা ঔপরিষ্টক (অর্থাৎ মুখমৈথুন) নামে কথিত; এই ঔপরিষ্টক-বর্ণনা **নবমাধ্যায়ে** আছে এবং এটির অকর্তব্যরূপে উপদেশ এই অধ্যায়ে আছে। (১৫) **দশম অধ্যায়ে রতারম্ভাবসানিকাদি**, রমণরূপ আনন্দ-মিলনের রমণ-রূপ আনন্দ ও মিলনের আরম্ভ ও অবসানে যা কর্তব্য তার উপদেশ, (১৬)**রতবিশেষ**, আনন্দ-মিলনের বিবিধ

সংজ্ঞা এবং (১৭) **প্রণয়কলহ**—প্রণয়-কলহ বা মান-প্রকরণ আছে। এইভাবে দশটি অধ্যায়ে সতেরোটি প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে।] ।২১।

মূল। সুভঙ্গকরণম্ (অথবা, সুভাঙ্করণম্)। বশীকরণম্। বৃষ্যাশ্চ যোগাঃ। নষ্টরাগপ্রত্যানয়নম্। বৃদ্ধিবিধয়ঃ। চিত্রাশ্চ যোগাঃ। —ইত্যৌপনিষদিকং সপ্তমমধিকরণম্। অধ্যায়ৌ দ্বৌ। প্রকরণানি ষট্।।২২।।

এবার **ঔপনিষদিক** নামক সপ্তম অধিকরণ—

অনুবাদ। এই অধিকরণে (১) সুভঙ্গকরণ, (২) বশীকরণ, (৩) বৃষ্যযোগসমূহ, (৪) নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন, (৫) বৃদ্ধিবিধি-নিচয় এবং (৬) চিত্রযোগ নামক প্রকরণ উক্ত হয়েছে। এখানে দুটি অধ্যায় ও ছয়টি প্রকরণ আছে।

[(১) **সুভঙ্গকরণ** = রূপ-গুণ প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়-নির্দেশ, (২) **বশীকরণ** শব্দের অর্থ - মন্ত্র-তন্ত্রের দ্বারা বশে আনা ; (৩) **বৃষ্যযোগ** = অর্থাৎ বাজীকরণ প্রয়োগ ভোগশক্তিবৃদ্ধির ঔষধ - এই তিন প্রকরণ ঔপনিষদিক অধিকরণের **প্রথম অধ্যায়ে** আছে। (৪) **নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন** = অশক্ত পুরুষেরও রমণীরঞ্জনের উপায়, (৫) **বৃদ্ধিবিধিঃ** – 'অশক্ত' ইন্দ্রিয়কে শক্তিশালী করার উপায়, (৬) **চিত্রযোগ** = ভোগসম্পর্কে বিবিধ তথ্যের উপদেশ - এই ন'টি প্রকরণসমন্বিত **দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।**] ।।২২।।

মূল। এবং ষট্‌ত্রিংশদধ্যায়াঃ। চতুঃষষ্টিঃ প্রকরণানি। অধিকরণানি সপ্ত। সপাদং শ্লোকসহস্রম্। ইতি শাস্ত্রসংগ্রহঃ।।২৩।।

অনুবাদ। ছত্রিশটি অধ্যায়, চৌষট্টি প্রকরণ, সাতটি অধিকরণ এবং এক হাজার আড়াই শ' শ্লোক—এই হ'ল বর্তমান কামশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অর্থাৎ এর বিষয়সূচী ও বিষয়-সংক্ষেপ।২৩।

এই হ'ল বাৎস্যায়নের নিজ-গ্রন্থ **কামসূত্রের** পরিচয়।

সংক্ষেপমিমমুক্ত্বাস্য বিস্তরোঽতঃ প্রবক্ষ্যতে।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসভাষণম্।।২৪।।

অনুবাদ। এইরূপে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ অধিকরণ, অধ্যায়, প্রকরণ প্রভৃতির সূচী সংক্ষেপে ব'লে পরে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হবে। যেহেতু

জগতে প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তৃতভাবে শাস্ত্রের বিষয়গুলির কীর্তন পণ্ডিতগণের সাধারণতঃ প্রিয় হ'য়ে থাকে।২৪।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে শাস্ত্রসংগ্রহো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

প্রথম অধিকরণের 'শাস্ত্রসংগ্রহ'-নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

প্রথমমধিকরণম্ ঃ সাধারণম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ত্রিবর্গ-প্রতিপত্তিঃ

[ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানপ্রকার]

মূল। শতায়ু বৈ পুরুষো বিভজ্য কালমন্যোন্যানুবদ্ধং পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত ।। ১।।

অনুবাদ। পুরুষের পরমায়ুঃকাল একশ বৎসরমাত্র। (এটি শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত।) এই শতবর্ষ সময়কে বিভাগ ক'রে পরস্পর অনুকূল-সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের অবিরোধী ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ করবে (এই ত্রিবর্গের সেবা এমনভাবে করবে, যাতে একের সাথে অন্যের সম্বন্ধ থাকে এবং পরস্পরের বিঘ্নকারী না হয়)।

[আয়ুষ্কাল হ'ল পরিমিত অর্থাৎ সাধারণঃ একশ' বছরের বেশী নয়। মনে রাখা দরকার, একদিন না একদিন মরতেই হ'বে, অতএব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন কর্তব্য নয়, তাতে অধিকতর আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা; অতএব সংযমধর্ম আবশ্যক। অবশ্য রক্ত-মাংসের দেহধারণ ক'রে সকলেই যে সংযমধর্মে সিদ্ধ হবে, তা সম্ভবপর নয় ; সকলের কথা যা'ক, অতি অল্প লোকেই সংযমধর্মে অগ্রসর হ'তে পারে। সাধারণের মন প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়। প্রবৃত্তিপরতন্ত্র ব্যক্তি শতবর্ষকে ভাগ ক'রে বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে ত্রিবর্গের সেবা করবে। ত্রিবর্গ হ'ল ধর্ম, অর্থ ও কাম। অর্থে ও কামে উদ্দাম প্রবৃত্তিও আছে। সেই উদ্দামতার সংযম ধর্মদ্বারা করতে হবে। যে অর্থ ও কাম, ধর্মবিরুদ্ধ, তা সেবনীয় নয়; যে ধর্ম ও অর্থ কামবিরুদ্ধ , তাও সাধারণের সেব্য নয়, অর্থবিরোধী কাম ও কামবিরোধী অর্থও সেব্য নয়; পরস্পর অনুকূল ভাবাপন্ন ধর্ম, অর্থ ও কাম সেবনীয়। **ধর্মশাস্ত্রমতে** বয়োভাগের ৫০ বৎসর পরে বার্দ্ধক্য। ২৫ বৎসরের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষাদি, তারপর ২৫ বৎসর অর্থাৎ মানুষের জীবনের ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্য। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ, এবং তারপর সন্ন্যাস। টীকাকার

বলেন, - **কামশাস্ত্রমতে** ১৬ বৎসর পর্যন্ত বাল্য, ৭০ বৎসর যৌবন, তারপর বার্দ্ধক্য বা স্থবিরত্ব। ধর্মশাস্ত্রের সাথে উপরি উক্ত কামশাস্ত্রনির্দিষ্ট বয়ঃসীমার বিরোধভঞ্জন ক'রতে হ'লে বলতে হয়, একথা কামপরতন্ত্র ব্যক্তির সীমানির্দেশের জন্য বলা হয়েছে। যতই পরতন্ত্র বা কামবশীভূত হও, ৭০ বৎসর পরে তা ত্যাজ্য, ও মোক্ষধর্ম গ্রাহ্য, - এই হ'ল অভিপ্রায়। আত্মরক্ষায় অশক্ত অতিকামপরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষেও মাত্র একজন্মেই শেষ নয়, জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্মফলে যে ব্যক্তি কামভাবের অধীন, তার পক্ষে বর্তমান জন্ম যাতে একেবারে নীচভাবে পরিণত না হয়, কিছু সংযম যাতে শিক্ষা হয়, তার ব্যবস্থা এই শাস্ত্রে আছে। অতিনিন্দিত কর্মের উল্লেখ থাকলেও, তার অকর্তব্যতাও উপদিষ্ট হয়েছে। 'কামশাস্ত্র' ব'লে কামবিষয়ে যত প্রকার অঙ্গ ও শিল্পকলা থাকতে পারে, তার উল্লেখ ও সাধন ব্যবস্থাপিত হ'লেও তাদের মধ্যে যা ধর্মবিরুদ্ধ বা অর্থবিরুদ্ধ -সেরকম কামভোগ পরিত্যাজ্য; যা ধর্মের দ্বারা অনুমোদিত ও অর্থনীতির অনুকূল -এইরকম কামই সেব্য। এই কথাই এখানে ঘোষণা ক'রে সূত্রকর্তা মুনি সকলকেই সাবধান ক'রে দিয়েছেন যে, 'এই শাস্ত্রে যা আছে - তাই আচরণীয়',—একথা যেন কেউ মনে না করেন। বর্তমান কামশাস্ত্রের অন্তর্গত একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট করা হয়েছে। যথা -

"ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতাবৎ প্রয়োগে কারণং ভবেৎ।
শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্।।
রসবীর্যবিপাকা হি শ্বমাংসস্যাপি বৈদ্যকে।
কীর্তিতা ইতি তৎ কিং স্যাদ্ ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ।।"

(সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ, ঔপরিষ্টকপ্রকরণ।)

অর্থাৎ—শাস্ত্রে আছে বলেই যে তার সর্বত্র প্রয়োগ হ'বে, এমন কোন কথা নেই, শাস্ত্র ব্যাপক কিন্তু প্রয়োগ ব্যাপ্য ; এই শাস্ত্র ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ ক'রে ধর্মহীন ম্লেচ্ছ পর্যন্ত সকলকে অধিকার ক'রে বর্তমান, অতএব ব্যাপক। কিন্তু এই শাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত সব কাজ ধার্মিক ব্যক্তি করতে পারেন না। অতএব সেই কাজ বা প্রয়োগ ব্যাপ্য, অল্পস্থানবৃত্তি। যথা, কুক্কুরমাংসের রসবীর্য ও আহারান্তে পরিণাম যা হয়, - তা বৈদ্যকশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে, তাই বলে যাঁরা কর্তব্যাকর্তব্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁরাও কি কুক্কুরমাংস ভোজন করবেন? শ্বপাকজাতি কুক্কুর-মাংসভোজী, এটি সর্বমানব-সাধারণ বৈদ্যকশাস্ত্রের উক্তি; সেই শ্বপাকজাতির কার্যক্ষেত্রে তা সফল হয়েছে।

অতএব এ শাস্ত্রে যাই থাক্ - তা তোমার করণীয়, একথা মনে করো না, -

তুমি স্বধর্ম, স্বসমাজ ও স্বশিক্ষা অনুসারে চলতেই যত্ন করবে। তোমার পক্ষে স্বধর্মাদির অবিরুদ্ধ কলা বিদ্যাই সেব্য। '**সেবেত**' - এই যে বিধি, নিষ্ফল কাজ থেকে এবং ধর্মবিরুদ্ধ অর্থকামসেবা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা এখানে তার উদ্দেশ্য।

এই শাস্ত্রে প্রায়শঃ বিধিপ্রণয়নের প্রয়োগ ইষ্টসাধনত্ব অর্থে ব্যবহৃত। সে ইষ্টও দৃষ্ট। সেই দৃষ্ট ইষ্ট লাভে অভিলাষী ব্যক্তিই সেই কাজে অধিকারী। দৃষ্ট ইষ্টাধিকারে কথিত প্রতিষেধগুলিও দৃষ্ট ইষ্টের ব্যাঘাতশঙ্কায় উপদিষ্ট হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অদৃষ্টার্থক, একথা মনে রাখতে হবে]। ১।

মূল। বাল্যে বিদ্যাগ্রহণাদীনর্থান্।। ২।।

অনুবাদ। পূর্বসূত্র থেকে 'সেবেত' ক্রিয়াপদটি অধিগ্রহণ ক'রে এই সূত্রের অর্থ—বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষাদিরূপ অর্থের সেবা করবে।

[ষোলবৎসর পর্যন্ত বাল্যকাল, সত্তর বৎসর পর্যন্ত মধ্যম ও তারপর বৃদ্ধকাল ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। বিদ্যার্জন ও বিদ্যাবর্দ্ধন যে অর্থবর্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট, তা বর্ত্তমান অধ্যায়ের নবম সূত্রে আছে। অর্থবর্গে সন্নিবিষ্ট ব'লে তা যে ধর্মবর্গমধ্যে গণনীয় নয়, এখানে কিন্তু তা অভিপ্রেত নয়। যার বিদ্যা কেবলমাত্র অদৃষ্টার্থ - বিনিযোজ্য, তা ধর্মবর্গমধ্যেই গণ্য, অর্থবর্গমধ্যে নয় ; যার বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যার্জন কেবল ধনোপার্জনের জন্য তার বিদ্যার্জন কেবল অর্থবর্গমধ্যেই গণ্য ; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এইরকম ভেদ থাকলেও সাধারণতঃ বিদ্যার্জন ধর্ম ও অর্থ - উভয় বর্গমধ্যেই সন্নিবিষ্ট ; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিদ্যার্জন কামবর্গ মধ্যেও নিবিষ্ট হ'তে পারে। স্বাঙ্গ-কামকলাদি-শিক্ষা সেই বিদ্যার্জনের মধ্যে গ্রহণীয়।

এই সূত্রদ্বারা বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। অন্যপ্রকার অর্থবর্গের সাধনাও বাল্যে আরম্ভণীয়, তার জ্ঞাপনও এই সূত্রদ্বারা করা হয়েছে। কিন্তু বাল্যে ধর্মসেবা-প্রতিষেধার্থ এ সূত্র নয়। কারণ ষষ্ঠ সূত্রে বাল্যে প্রকৃতধর্ম ব্রহ্মচর্য-সেবার বিধি আছে]২।

মূল। কামঞ্চ যৌবনে।। ৩।।

অনুবাদ। 'সেবেত' ক্রিয়াপদটি যুক্ত করে অর্থ হবে—যৌবনকালে অর্থাৎ যুবাবস্থায় কামের সেবা করবে।

[অন্য সময়ে কামসেবার অকর্ত্যব্যতা এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে। আর, এই কামশব্দের দ্বারা গার্হস্থ্যধর্মও গ্রহণীয়। গার্হস্থ্য বিবাহসাধ্য। **বিবাহযোগ** এই কামশাস্ত্রেরই একটি প্রকরণ] ৩।

মূল। স্থাবিরে ধর্মং মোক্ষঞ্চ।। ৪।।

অনুবাদ। 'সেবেত' ক্রিয়া পদটি গ্রহণ করে অর্থ— বৃদ্ধ বয়সে মোক্ষধর্মের সেবা করবে অথবা বৃদ্ধবয়সে ধর্ম ও মোক্ষসেবা করবে।

[মোক্ষ শব্দের অর্থ জীবন্মুক্তি, তার সেবা অর্থাৎ তার অনুভব। এঐরকম ধর্ম বৃদ্ধবয়সে সেব্য যাতে মোক্ষ লাভ হ'তে পারে, - একরম হ'লেই জীবন্মুক্তি প্রথমতঃ হবে।

স্থবিরাবস্থায় মোক্ষধর্মের সেবা করা ব্যবস্থিত; অন্য অবস্থায় মোক্ষধর্মসেবার অধিকার নেই; "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই শ্রুতি এবং 'জারামর্য্য' শ্রুতি আছে। 'ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ" ইত্যাদি স্মৃতিও আছে। 'জারামর্য্য' শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, স্থবিরকালে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করলে - 'অগ্নিহোত্র' অর্থাৎ প্রাত্যাহিক আহুতিদান-প্রভৃতি কর্ম আর করতে হবে না। চতুরাশ্রমের পক্ষে, - ধর্মশাস্ত্রে যে বয়োনির্দেশ আছে - তাতে ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হ'লে বানপ্রস্থ ও ৭৫ বৎসর অতিক্রান্ত হ'লে সন্ন্যাস বিহিত। এই যে বানপ্রস্থ ধর্ম, এটিও মোক্ষধর্মমধ্যে গণ্য ; সন্নাসগ্রহণে উপযুক্ততা লাভের জন্য বানপ্রস্থ গৃহীত হয় ব'লে মো(ধর্মনামে কথিত হয়েছে। সরাগ ব্যক্তির বানপ্রস্থ ঘটে না। 'গৃহাদ্বা বনাদ্বা প্রব্রজেৎ' এই শ্রুতি থাকায় ৭০ বৎসর পর্যন্ত কামপ্রধান গার্হস্থ্য পালন ক'রে তারপরে বৈরাগ্যলাভে সন্ন্যাসগ্রহণস্বরূপে মোক্ষধর্মসেবা করবে, বানপ্রস্থ পৃথক্ ভাবে না করলেও ক্ষতি হ'বে না; বাৎস্যায়নমুনির এইরকম অভিপ্রায়ও হ'তে পারে। কারণ, ক্রমসন্ন্যাসবাদে ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যের যতটা আবশ্যকতা, বানপ্রস্থের ততটা আবশ্যকতাও বোঝা যায় না। ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ- এই ঋণত্রয়-পরিশোধ ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারাই হয়। এই ঋণত্রয় পরিশোধ না ক'রে মোক্ষের জন্য যত্ন করতে নেই। ব্রহ্মচর্যে ও গার্হস্থ্যেই এই ঋণত্রয় পরিশোধ হয়। এই সকল কথা বলবার হেতু এই যে জয়মঙ্গলাটীকাকার 'ধর্মং মোক্ষঞ্চ' এই সূত্রের যে অর্থ করেছেন, তার মর্ম "স্থাবিরে ধর্ম ও মোক্ষের সেবা করবে - আর এ স্থানে যে মোক্ষের কথা সূত্রে আছে, তা চতুর্থবর্গবাদীর মতে।" এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়, - কারণ, প্রকরণের নাম **'ত্রিবর্গ-প্রতিপত্তি'** এবং অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে আছে 'ত্রিবর্গং সেবেত' । ত্রিবর্গেরই লক্ষণ ও ত্রিবর্গেরই বিপ্রতিপত্তি এই অধ্যায়ে আছে। অকস্মাৎ একটি সূত্রে চতুর্বর্গবাদীর মত নিয়ে উপক্রম-উপসংহার-সঙ্গতিহীন 'মোক্ষ' —সেবার বিধি সূত্রকার যে লিপিবদ্ধ করলেন, তা ঠিক সঙ্গত নয়। ত্রিবর্গবাদীরা মোক্ষকে যে মানেন না তা নয়;- কিন্তু স্বর্গের মতো মোক্ষও ধর্মবর্গেরই অন্তর্গত এটিই তাঁদের মত। প্রবৃত্তিধর্ম অর্থসেবা ও কামসেবার সাথে সেবিত হয় এবং সূত্রকার তা নিজ সূত্রদ্বারা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, সুতরাং এই সূত্রে 'ধর্মং মোক্ষঞ্চ- এটি পৃথক্

বর্গত্বয়ের জ্ঞাপক নয়, কিন্তু ধর্মবর্গবিশেষ মোক্ষধর্মরই এ স্থানে গ্রহণ হয়েছে, এই অর্থই সঙ্গত। যে অর্থবর্গের সেবাকাল বাল্য, সে সময়ে "ব্রহ্মচর্যং ত্বাবিদ্যাগ্রহণাৎ" (৬ সূত্র) দ্বারা ব্রহ্মচারিধর্মসেবার ব্যবস্থা আছে; বিবাহধর্ম কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণে স্পষ্টীভূত। অতএব সেই সকল ও তৎসহ অনুষ্ঠেয় ধর্ম-ব্যতীত ধর্মেই ত মোক্ষধর্ম। তবে একটা প্রশ্ন হইতে পারে, 'মোক্ষধর্মঞ্চ' না ব'লে 'ধর্মং মোক্ষঞ্চ' এইরকম বললেন কেন? তার উত্তর এই যে, মোক্ষধর্ম বললে মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু যে আত্মসাক্ষাৎকার, কেবলমাত্র তাই বোঝাতে পারে। আত্মশ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই যে মোক্ষের পরম্পরাকারণ, তাও এখানে গ্রাহ্য, এব্যাপার বোঝাবার জন্য ধর্মকে পৃথক্‌ভাবে স্থাপন করা হয়েছে ; তবে সে ধর্ম যে মোক্ষসম্বন্ধশূন্য নয়, তা জ্ঞাপনার্থ 'মোক্ষং' পদও প্রদত্ত হয়েছে। অথবা, এই মোক্ষ জীবন্মুক্তি, আর ধর্ম সেই মোক্ষকারণশ্রবণাদি ধর্ম; জীবন্মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকাররূপ পরম ধর্মের ফল ব'লে তা ধর্মবর্গের অন্তর্গত। তার পৃথক্ গ্রহণ শ্রবণাদি কার্য না থাকলেও জীবিতের সেই মুক্তাবস্থা, তৎপ্রাপ্তি ও ত্রিবর্গ-সেবা এইসব প্রতিপাদনার্থ ঐরকম বাক্যবিন্যাস হয়েছে। কেবল "স্থাবিরে ধর্মঞ্চ" বললে সাধারণ ধর্মই পাওয়া যেতে পারত, "স্থাবিরে মোক্ষঞ্চ" বললে ধর্মবিষয়ে সেবার কথা না থাকায় ত্রিবর্গসেবার বিধিসূত্র ন্যূনতা-দোষদুষ্ট হয়। প্রথমে "মোক্ষং" বললে ক্রমভঙ্গ হয়, সুতরাং সূত্র ঐরকম হয়েছে এবং এটাই সঙ্গত] ৪।

মূল। অনিত্যত্বাদায়ুষো যথোপপাদং বা সেবেত।। ৫।।

অনুবাদ। অথবা, জীবন অস্থির হওয়ায় অর্থাৎ আয়ুর কোনও বাঁধাধরা নিয়ম না থাকায়, যখন যা উপস্থিত হবে অর্থাৎ উচিত ব'লে মনে হবে তখন তারই সেবা করবে।

[পুরুষ হীনায়ুঃ - একথা শ্রুতিতে আছে, একশ বৎসরের বেশী আয়ু সাধারণতঃ হয় না - একথা সত্য হ'লেও কোন্ ব্যক্তির কত আয়ুঃ, তা স্থির করা যায় না। কেউ অল্পজীবী ; কেউ বা দীর্ঘজীবী ; আয়ুষ্কাল বিভাগ ক'রে ত্রিবর্গ সেবা করতে হ'লে - এই বিভাগ করা যাবে কিভাবে? স্থির অঙ্ক না পেলে বিভাগ হ'তে পারে না। আয়ুষ্কাল যখন ব্যক্তিভেদে ভিন্ন এবং প্রথম থেকে তা অনিশ্চিত, তখন তার বিভাগও হ'তে পারে না। অতএব যে বর্গ যখন ধর্মের অসজ্ঞাতে উপস্থিত হবে তখন যার কাছে যে বর্গের যতটা সেবা সম্ভব সেই বর্গই সেব্য। যথোপপাদম্—শব্দের অর্থ-যখন যে বর্গের প্রাপ্তি হবে, তখন সেই বর্গের সেবা করণীয়। যেমন, বাল্যে প্রধানতঃ অর্থ, কিন্তু ধর্মও সেবনীয়। যৌবনে প্রধানতঃ কাম, কিন্তু ধর্ম ও অর্থেরও প্রাপ্তি হলে সেবনীয়। স্থবিরকালে প্রধানতঃ ধর্ম, কিন্তু অর্থ ও কামের অনুষ্ঠানসামর্থ হলে এবং সুযোগ হলে যে দুটিও সেবনীয়। অন্যথা, মানুষ যদি কোনও একটির সেবায় নিযুক্ত

থাকে, তাহ'লে পুরুষার্থ অসমগ্র বা অসম্পূর্ণ থাকে।]।৫।

মূল। ব্রহ্মচর্যমেব ত্বা বিদ্যাগ্রহণাৎ।। ৬।।

অনুবাদ। বিদ্যালাভ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অধ্যয়ন কাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের পালনই কর্তব্য।

[যতদিন অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, ততদিন মানুষকে ব্রহ্মচর্যই করতে হবে। তখন কামসেবার সুযোগ দেখলেও সে সুযোগ ত্যাগ করবে। এটি বিশেষ বিধি। একথাই এই সূত্রদ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়েছে। কামসেবা ব্রহ্মচর্যবিনাশক, অতএব অধ্যয়নকালে কখনই তা করবে না। বাৎস্যায়নের মতে জন্ম থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত বাল্যাবস্থা। এই বাল্যাবস্থায় বিদ্যালাভ অত্যন্ত জরুরী। এই বিদ্যাধ্যয়নকালে ব্রহ্মচর্যের পালন কঠোরতা ও নিষ্ঠাপূর্বক করা প্রয়োজন।]।৬।

মূল। অলৌকিকত্বাদ্ অদৃষ্টার্থত্বাদপ্রবৃত্তানাং যজ্ঞাদীনাং শাস্ত্রাৎ প্রবর্তনম্, লৌকিকত্বাদ্ দৃষ্টার্থত্বাচ্চ প্রবৃত্তেভ্যশ্চ মাংসভক্ষণাদিভ্যঃ শাস্ত্রাদেব নিবারণং ধর্মঃ।। ৭।।

অনুবাদ। অলৌকিক ও অদৃষ্টার্থ ব'লে (স্বতঃ) অপ্রবৃত্ত যজ্ঞাদির (যা পারমার্থিক এবং পরোক্ষ ফল দেয়) যে শাস্ত্রপ্রযুক্ত প্রবর্তন, তা এবং লৌকিক ও দৃষ্টার্থ ব'লে স্বতঃপ্রবৃত্ত মাংসভক্ষণাদি—যা পারমার্থিক এবং পরোক্ষ ফল দেয়—যে শাস্ত্রমাত্র-প্রযুক্ত নিবারণ - এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দুই প্রকার **ধর্ম**।

[লোকের স্বাভাবিক বৃত্তি থেকে যে কার্য উৎপন্ন হয় না, তাই অলৌকিক টীকাকারের মতে—রূপাদি যেমন প্রত্যক্ষ সেইরকম যার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তা-ই অলৌকিক। যে কাজ করলে তার ফল কারও প্রত্যক্ষ হয় না, তা অদৃষ্টার্থ। পানভোজনাদি-কাজ লোকের যেরকম স্বাভাবিক বৃত্তি থেকে উৎপন্ন, যজ্ঞাদিকাজ সেরকম নয়। যজ্ঞ না করলে, লোকের স্বাভাবিকভাবে কোন ক্ষতি বোধ হয় না, করলেও স্বাভাবিক কোন সুখ জন্মে না। যাঁরা শাস্ত্র মানেন ও জানেন, তাঁদের যে যজ্ঞাদিকাজে প্রবৃত্তি, তা স্বাভাবিক নয়, শাস্ত্রবিশ্বাসমূলক; যজ্ঞাদি কাজ করলে তাঁদের সুখ, তাও শাস্ত্রবিশ্বাসমূলক - এবং স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই যজ্ঞদিকাজকে অলৌকিক বলা হয়েছে। অত বড় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়মঙ্গল বা যশোধরেন্দ্র অলৌকিক শব্দের এই অর্থ যে উপলব্ধি করতে পারেন নি, তা বিস্ময়াবহ; টীকায় আছে, - "লোকে রূপাদিবদবিদিতস্বরূপত্বাদলৌকিকা যজ্ঞাদয়ঃ। ননু বিশিষ্টদ্রব্যগুণকর্মাত্মকত্বাদ্ বিদিতস্বরূপাঃ কথমলৌকিকাঃ ইত্যত আহ অদৃষ্টার্থত্বাৎ।" তা হ'লে, টীকাকারমতে অলৌকিক শব্দের অর্থ অপ্রত্যক্ষ। তারপর টীকাতেই আশঙ্কা আছে, - "যে সব দ্রব্য

যজ্ঞে প্রয়োজনীয়, তা এবং অগ্নিতে মন্ত্রপাঠপূর্বক তার আহুতিদান এই নিয়েই ত যজ্ঞ; সেরকম যজ্ঞ অপ্রত্যক্ষ কেন? তা প্রত্যক্ষতঃই পরিদৃশ্যমান;- টীকায় এ আশঙ্কার উত্তর নেই; যজ্ঞ যে এইভাবে প্রত্যক্ষ-গোচর, সুতরাং লৌকিক, তা টীকাকার স্বীকার ক'রে বলেছেন - এই জন্যই ত দ্বিতীয় হেতু - "অদৃষ্টার্থত্বাৎ"। এরকম মীমাংসায় তৃপ্ত হওয়া যায় না;তাই 'অলৌকিক' শব্দের অর্থ অন্য প্রকার করা হয়েছে, - যজ্ঞাদিকাজ প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান হ'লেও তা ঐরকম অলৌকিক হবেই। এখন অপর পক্ষ বলতে পারেন, "মানলাম - যজ্ঞাদিকাজ অলৌকিক, কিন্তু অদৃষ্টার্থ ত সকলগুলি নয়, দৃষ্টার্থ যজ্ঞও ত আছে - যথা বৃষ্টির জন্য কারীরীযাগ, ও শান্তিস্বস্ত্যয়নের প্রত্যক্ষফলের উপাখ্যান অনেকেরই জানা আছে;এগুলির আচরণ কি ধর্ম নয়?" এই প্রশ্নের আপাততঃ উত্তর এই, - কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞের ফলও অপ্রত্যক্ষ, - কারণ যেই কারীরীযাগ যখন সমাপ্ত হ'ল, ঠিক্ সেইক্ষণে ত আর বৃষ্টি হয় না, তারপর অন্ততঃ এক প্রহর গতে বৃষ্টি হয়; এই যে বৃষ্টি তাকে ত যজ্ঞের ফল বলা যায় না;কেননা, কারণ ও কার্যের কাল ও দেশগত অব্যবধান একান্ত আবশ্যক ;পানভোজন যেমন তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ তৃপ্তিদায়ক, - যজ্ঞও যদি তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিকারক হত, তা হলে দৃষ্টার্থক বলতে পারতাম, - অতএব ঐ যজ্ঞ অদৃষ্টার্থক; ঐ যজ্ঞ থেকে তৎক্ষণাৎ যে অদৃষ্ট বা পুণ্য উৎপন্ন হয় - তাই আশুবৃষ্টির হেতু; এই যে পুণ্য, তা ত অদৃষ্টই বটে, - তবে সেই পুণ্যের পরিণাম ইহকালেই দৃষ্ট হয় ব'লে ঐ সব যজ্ঞ গ্রন্থান্তরে দৃষ্টার্থনামেও কথিত হ'তে পারে। বাৎস্যায়নমুনির কিন্তু তা অভিপ্রেত নয়। বস্তুতঃ বাৎস্যায়নমুনির মতে ধর্মলক্ষণ "শাস্ত্রমাত্র-বোধিত-বিধিনিষেধ-প্রতিপালনং ধর্মঃ"; তার লক্ষ্য যজ্ঞাদি আচরণ ও মাংসভক্ষণাদি রাগপ্রাপ্ত কাজের অনাচরণ। লক্ষ্যে যে লক্ষণের সঙ্গতি আছে, তা দেখাবার জন্য, যজ্ঞ যে শাস্ত্রমাত্রবোধিত এবং মাংসভক্ষণাদি-নিষেধ যে শাস্ত্রমাত্রবোধিত এই ব্যাপার স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তা বোঝাবার জন্য বিধিস্থলে দুটি "অলৌকিকত্বাৎ অদৃষ্টার্থকত্বাৎ" এবং নিষেধস্থলে দুটি হেতু "লৌকিকত্বাৎ দৃষ্টার্থকত্বাৎ"প্রদর্শিত হয়েছে। যদিচ মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে - তথা ধর্মশাস্ত্রে নিষেধপ্রতিপালন অধর্মের অকরণমাত্র, ধর্ম নয়, - তবুও তাতে গৌণ ধর্মশব্দ প্রয়োগ - এই শাস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ, "ধর্মের অনুপঘাতক কামসেবা" এই শাস্ত্রের উপদিষ্ট, - অধর্মের অকরণকে যদি ধর্মশব্দে পরিভাষিত না করা যায়, তাহ'লে গৃহস্থের অগম্যা-গমনাদিও "ধর্মের অনুপঘাতক" হতে পারে, ধর্ম কেবল বিধিপ্রতিপালন, নিষিদ্ধ কাজের আচরণ ও অধর্মাচরণ - নিষেধ প্রতিপালনের উপঘাতক হ'লেও বিধিপ্রতিপালন যে ঋতুকালে ভার্যাভিগম বা যাগযজ্ঞাদি তার ত সেটি উপঘাতক নয়। নিষেধ-প্রতিপালনকে ধর্ম আখ্যা প্রদান করলে, নিষিদ্ধের আচরণও ধর্মের উপঘাতী হয়। সেইরকম কামসেবা অকর্তব্য এও শাস্ত্রের উপদেশ। তার সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য ধর্মলক্ষণ একটু ব্যাপক

করা হয়েছে। এখানে আর একটি জিজ্ঞাসা এই যে, 'প্রবর্তনং' আছে - 'প্রবৃত্তিঃ' নেই, 'নিবারণং' আছে 'নিবৃত্তিঃ' নেই ; এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, যজ্ঞাদি-আচরণ ধর্ম-লক্ষণের লক্ষ্য নয়, যজ্ঞাদি কাজে প্রবর্তন, অর্থাৎ যে আচরণ করবে তাকে উৎসাহাদিদান, এটিই ধর্মলক্ষণের লক্ষ্য এবং মাংসভক্ষণাদি থেকে নিবৃত্তিও ধর্ম নয়, অপরকে তা থেকে নিবারণ করাই ধর্ম।

এতক্ষণ যা বলা হ'ল তাই কি প্রকৃত সূত্রার্থ?

উত্তর এই যে, 'প্রবর্তনং' আছে, তার অর্থ প্রবৃত্তি, আচরণ(কর্ম) প্রবর্তনা ও অনুমন্তৃত্ব ; 'নিবারণং' আছে, - তার অর্থ নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, নিবর্তনা ও নিবৃত্তির অনুমন্তৃত্ব। এই সবগুলিকে ধর্মসংজ্ঞায় অভিহিত করবার জন্যই 'প্রবৃত্তিঃ' 'নিবৃত্তিঃ' ইত্যাদি না ব'লে 'প্রবর্তনং' 'নিবারণং' - নিবেশিত হয়েছে। নিজের দেহ, বাক্য ও মনকে আত্মা ধর্মে প্রবর্তিত করেন, - দেহ, বাক্য ও মনের যে প্রবৃত্তি তাই কর্ম - সেই কর্মের হেতু যে প্রযত্ন, তা আত্মায় বর্তমান, সেই প্রযত্ন ধর্ম ব'লে ধর্ম আত্মাতে থাকল, তজ্জন্য অদৃষ্টও আত্মাতে থাকবে। দেহ, বাক্য ও মনের ঔদাসীন্য, মাংস - ভক্ষণাদি নিষিদ্ধ কাজে চেষ্টার অভাব, - তার হেতু আত্মাতে স্থিত নিবৃত্তি নামক যত্ন - এটিও ধর্ম। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকে ধর্ম বললে - দেহ, বাক্য ও মনকে ধর্মের আশ্রয় বলা হত, তা হ'লে ঐ ধর্মজনিত যে অদৃষ্ট তা আত্মাতে থাকত না, - আরও দেখা যায়, ধনীর আদেশে বা অনুমোদনে অন্যের দেহ, বাক্য ও মন যজ্ঞকাজে সচেষ্ট, - বা মাংস-ভক্ষণাদি কর্মে বিমুখ, সেই ধনীর যে ধর্ম তাও - 'প্রবর্তনং' 'নিবারণং' প্রভৃতির দ্বারা প্রতিপাদিত হল। ধর্মশাস্ত্রেও এই ব্যবস্থা আছে। অতএব আচরণ- অনাচরণ-এই যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, তার তাৎপর্য যজ্ঞাদিকাজের আচরণ, আচরণ করানো এবং তাতে অনুমতিদান। মাংস-ভক্ষণাদি কাজের অনাচরণ-প্রবর্তন ও অনাচরণে অনুমতিদান ;- এ সমস্তগুলিই ধর্ম। প্রযত্ন অদৃষ্টস্বরূপ ধর্মের হেতু ব'লে কণাদসূত্রেও ধর্মের পৃথক্ নির্দেশ নেই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ধর্ম আখ্যা প্রাচীন বহু গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যাবে]।৭।

মূল। তং শ্রুতের্ধর্মজ্ঞসমবায়াচ্চ প্রতিপদ্যেত।। ৮।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত সপ্তম সূত্রে উক্ত ধর্ম বিদ্বান্ লোক শ্রুতি বা বেদ থেকে এবং সাধারণ পুরুষ ধর্মজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট থেকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিসমূহের যে পরিষৎ বা সভা, তার সংসর্গে থেকে সেটি অবগত হবে।

[শ্রুতি অর্থাৎ বেদ; ধর্মজ্ঞ-সম্প্রদায় অর্থাৎ মনু-প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র-প্রযোজকবর্গ, এবং শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞ উপদেশক। এই সূত্রে - 'ধর্মজ্ঞসমবায়াৎ' এই পাঠ অপেক্ষা 'ধর্মজ্ঞ-সময়াৎ' এই পাঠ সমীচীন। 'ধর্মজ্ঞসময়াৎ' এই পাঠে "বেদোঽখিলো ধর্মমূলং

স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্" - এই মনুস্মৃতি (২/৬), "বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদবিপর্যয়ঃ"—এই শ্রীমদ্ভাগবতবচন (৬/১/৪৪) এবং "বেদো ধর্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে" - এই গৌতমস্মৃতির সাথে অর্থগত সাম্য থাকে। 'সময়' শব্দ সিদ্ধান্ত ও আচারের বোধক ; সিদ্ধান্তই স্মৃতি এবং আচারই শীল]।৮।

মূল। বিদ্যাভূমিহিরণ্যপশুধান্যভাণ্ডোপস্করমিত্রাদীনামর্জনমর্জিতস্য বিবর্দ্ধনমর্থঃ।। ৯।।

অনুবাদ। ধর্মের লক্ষণ বলার পর **অর্থের পরিভাষা** প্রস্তুত করা হচ্ছে—আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা; ভূমি; স্বর্ণ; ঘোড়া, হাতী, গাভী প্রভৃতি পশু; ধান্য; ভাণ্ডোপস্কর অর্থাৎ ধাতু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং মিত্রাদির অর্জন ও অর্জিতের বিবর্দ্ধন; এগুলি **অর্থ** নামে অভিহিত।

[মিত্রাদি - আদি শব্দের দ্বারা রূপো, কাপড় ও আভরণাদি বোঝানো হচ্ছে। "কৃদ্বিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে" এই একটি ন্যায় আছে, তাতে বিদ্যা প্রভৃতির অর্জন ও বর্দ্ধন অর্থাৎ অর্জিত ও বর্দ্ধিত বিদ্যা প্রভৃতিই 'অর্থ' - এইটিই এই সূত্রের তাৎপর্য। এই উক্তির দ্বারা অর্থ-লক্ষণের লক্ষ্য-নির্ণয় ক'রে দেওয়া হয়েছে, এবং লক্ষণের সূচনা স্পষ্টভাবেই করা হয়েছে। যাতে অর্জন ও অর্জনান্তে বর্দ্ধন-যোগ্যতা আছে, তাই অর্থ। অর্জয়িতার শক্তি এবং অর্জনীয়ের কার্য-কারিতা নিয়ে অর্জনযোগ্যতা এবং ঐরূপেই বর্দ্ধনযোগ্যতা বুঝতে হবে। যে বস্তু অর্জয়িতার কার্যকারী বা প্রয়োজনীয় নয়, তা অর্জনযোগ্যও নয়।

'অর্জন' শব্দের অর্থ লৌকিক প্রবৃত্তি অনুসারে উৎপাদন বা সংগ্রহ ; শস্যাদির উৎপাদন এবং ভূমি প্রভৃতির সংগ্রহ। **বর্দ্ধন** শব্দের অর্থ পরিমাণে বা সংখ্যায় বৃদ্ধি সম্পাদন এবং স্বেচ্ছায় অপর ব্যক্তিরও অধিকার-সাধন দ্বারা সম্প্রসারণ। এই দুই প্রকার বর্দ্ধনের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার বর্দ্ধন লক্ষণাংশে উপযোগী। ভূমি- হিরণ্যাদিকে যিনি অর্জন করেন, তিনি ইচ্ছা করলে, তার কিয়দংশ অন্যকে দান ক'রে সম্প্রসারণ করতে পারেন। বিদ্যাদান প্রসিদ্ধ। এর দ্বারা নিজ মিত্রের ও অন্যের সাথে মৈত্রী সম্পাদন করা যায়। অতএব যশঃ প্রভৃতিতে দ্বিতীয় প্রকার বর্দ্ধন নেই। স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় যশকে অন্যের অধিকৃত করা যায় না। ধর্মের অর্জন লৌকিক প্রবৃত্তির দ্বারা হয় না, শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারাই হয়। বিদ্যা যে অর্থমধ্যে গণ্য, তার আর একটি কারণ বিদ্যার দুই রূপ; এক বাহ্য এবং অপর আন্তর; বিদ্যার বাহ্যরূপ পুস্তক-সম্ভার, তাও অর্থ মধ্যে গণ্য। এখানে অর্থ-লক্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিচার-পদ্ধতি প্রদর্শিত হল। জয়মঙ্গলা-ব্যাখ্যাতেও ভূমি প্রভৃতিকেই অর্থ বলা হয়েছে, কিন্তু অর্থের সামান্য লক্ষণ পরিষ্কৃতভাবে নির্দিষ্ট হয় নি]।৯।

মূল। তমধ্যক্ষপ্রচারাদ্বার্তাসময়বিদ্ভ্যো বণিগ্‌ভ্যশ্চেতি।। ১০।।

অনুবাদ। অধ্যক্ষপ্রচার থেকে এবং বার্তাসিদ্ধান্তবেত্তৃগণ ও বণিক্‌সঙ্ঘের নিকট থেকে ঐ অর্থবিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে।

[অধ্যক্ষপ্রচার — অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের একটা খণ্ড ; প্রাচীনকালে, বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষ রাজার নিয়োগাধীন ছিল, যথা পণ্যাধ্যক্ষ, কুপ্যাধ্যক্ষ (কৌটিলীয় অর্থ ২ অধিকরণ - ১৬/১৭ অঃ), শুল্কাধ্যক্ষ (ঐ ২ অধি ২১ অঃ), সূত্রাধ্যক্ষ (ঐ ২ অধি - ২৩ অঃ ইত্যাদি); স্থলপথ ও জলপথে উপনীত স্থল-জলজাত সর্ববিধ পণ্যের মূল্যাদি জানতে হলে সেই সেই পণ্যের মধ্যে কোন্ কোন্‌গুলি লোকপ্রিয়, কোনগুলি বা অপ্রিয়, তা জানতে হবে। রাজকীয় পণ্যের প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ একমুখ ব্যবহার (একচেটিয়া ক্রয় বিক্রয়) ইত্যাদি বিবিধ ব্যবস্থা-প্রণয়নের অধিকার পণ্যাধ্যক্ষের আছে। কুপ্যাধ্যক্ষ কাঠ, বাঁশ, লতা, রজ্জু, ঘাস, লেখ্যপত্র, রঞ্জনপুষ্প, ঔষধ, বিষ, মৃগচর্ম, হাতীর দাঁত, চামর প্রভৃতি প্রাণিজাত দ্রব্য, লৌহ-তাম্রাদি ধাতু (স্বর্ণ-রৌপ্য নয়) ইত্যাদি সংগ্রহের যে বিভাগ ছিল, তাতে নিযুক্ত ব্যক্তির বেতন-দান, অপরাধীর কাছ থেকে অর্থদণ্ডগ্রহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা কুপ্যাধ্যক্ষের কাজ।

শুল্কাধ্যক্ষ—শুল্কগ্রহণ বিভাগের কর্তা, - পণ্যবিশেষে যে বিশেষ বিশেষ শুল্কব্যবস্থা নির্দিষ্ট, তদনুসারে তাঁর শুল্কগ্রহণাদি করতে হয়। সূত্রাধ্যক্ষ—সূত্রনির্মাণ-বিভাগের কর্তা - তাঁর প্রধান প্রধান কাজ হ'লো বিবিধ বস্তুজাত সূত্রনির্মাতার শিল্পকৌশলানুসারে পুরস্কার প্রদান ও দণ্ডদান এবং সূত্রপরীক্ষা প্রভৃতি। এই সব এবং অশ্বাধ্যক্ষ, গোঽধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ-কার্য-পদ্ধতি যে অধিকরণে কথিত হয়েছে, - সেই 'অর্থশাস্ত্রের' ২য় অধিকরণ বা খণ্ডের নাম অধ্যক্ষপ্রচার। "অধ্যক্ষপ্রচারো দ্বিতীয়মধিকরণম্" - কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্র' ২য় অধিকরণ ১ম অধ্যায়। অর্থশাস্ত্র মধ্যে এই অংশ কৃষি-বাণিজ্য-পশুরক্ষা প্রভৃতি কাজের সাথে বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। সেই গ্রন্থ পাঠ করে, বার্তাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কার্যদর্শন ও উপদেশ গ্রহণ ক'রে এবং বণিক্‌গণের (তারা শাস্ত্রজ্ঞ না হ'লেও - কর্মপদ্ধতিজ্ঞ) নিকট থেকে অর্থের অর্জন-বর্দ্ধনে শিক্ষা লাভ করবে। বার্তাশাস্ত্র - শব্দের অর্থ কৃষ্যাদিশাস্ত্র। 'কৌটিল্য 'বার্তা' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, যে বিদ্যা থেকে 'নয়' এবং 'অপনয়' (অর্থাৎ উচিত সময়ে ক্ষেত-চাষ ও শস্য-রোপণ হলে সুফল এবং তা না হলে কুফল হয়)—এই দুই বিষয়ের জ্ঞান হয় তার নাম বার্তা (২ অধ্যায়, ১ম প্রকরণ-বিদ্যাসমুদ্দেশঃ)] যে বণিক্‌শব্দপ্রয়োগ সূত্রে আছে তা উপলক্ষণ, কর্ষক-গোরক্ষকগণের নিকটেও অর্থবিদ্যা শিক্ষণীয়। যে ব্যক্তি যেভাবে অর্থ অর্জন করতে অধিকারী ও সমর্থ - সেই ব্যক্তি তদনুসারে বিষয় স্থির ক'রে শিক্ষা করবে। বাণিজ্যের দ্বারা অর্থার্জনাদি-অভিলাষী ব্যক্তি বণিকের নিকট

শিক্ষা করবে। কৃষিকর্মদ্বারা অর্থার্জনাদি অভিলাষী ব্যক্তি কৃষকের নিকট শিক্ষা করবে। শাস্ত্রোপদেশ নিজ অধিকার ও প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করবে, কেউ বাণিজ্য-শাস্ত্রে, কেউ বা কৃষিশাস্ত্রে, কেউ বা অন্য বিষয়ে অভিজ্ঞগণের উপদেশ নেবে]।১০।

মূল। শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানামাত্মসংযুক্তেন মনসাধিষ্ঠিতানাং স্বেষু স্বেষু বিষয়েষ্বানুকূল্যতঃ প্রবৃত্তিঃ কামঃ।। ১১।।

অনুবাদ। আত্মসংযুক্ত মনঃ-পরিচালিত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ে অনুকূলভাবে যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ আত্মার যে সুখানুভূতি (অর্থাৎ আত্মা যে আনন্দ অনুভব করে) তার নাম কাম।

[আত্মসংযুক্ত মন অর্থাৎ যে আত্মার (জীবের) যে মন অদৃষ্টায়ত্ত সংযোগে সৃষ্টিকাল থেকে সম্বন্ধযুক্ত, তাই সেই আত্মসংযুক্ত মন, সেই মনঃপরিচালিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের শব্দাদি যে অনুকূল অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ প্রবৃত্তি বা মিলন, তার নাম কাম। এখানে কার্যকারণ - ভাবের অভেদ স্বীকার ক'রে মিলনের নামকে কাম বলা হ'ল - আত্মসংযুক্ত মনঃ-পরিচালিত ইন্দ্রিয়ের সাথে শব্দাদি বিষয়ের মিলন বা সম্বন্ধ হ'লে যদি সুখ উৎপন্ন হয়, তা হ'লে সেই সুখজ্ঞানের পরে সুখবিষয়ে ইচ্ছা তারপরে সুখ-সাধন-বিষয়ে ইচ্ছাও হয় - ঐ ইচ্ছাই কাম। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মিলন থেকে ঐ কামের উৎপত্তি ব'লে মিলনকেই কাম বলা হয়েছে। যেমন "আয়ুর্ঘৃতং" ঘৃতই আয়ুঃ; ফলতঃ ঘৃত আয়ুঃ নয়, আয়ুর্বৃদ্ধিজনক। এখানেও সেইরকম। বস্তুতঃ কামঃ- পদটির দুবার পাঠ করতে হবে,। একটি লক্ষণাংশ ও দ্বিতীয়টি লক্ষ্য; সূত্রে যে 'শ্রোত্র-প্রবৃত্তিঃ' এই পর্যন্ত আছে, তার সমগ্র অংশ লক্ষণপ্রবিষ্ট নয়, কিন্তু 'শ্রোত্র (ইন্দ্রিয়াণাং)- বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ কামঃ। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাধীনঃ কাম ইত্যর্থঃ'। এটিই লক্ষণ, - (কামপদবাচ্যঃ) হ'লে লক্ষ্য। ত্রিবর্গবাচক শব্দসমূহমধ্যে যে কামশব্দ আছে, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীন কামই তার অর্থ। উক্ত লক্ষণ দ্বারা বিষয়েচ্ছা ও বৈষয়িক সুখেচ্ছা কামপদবাচ্যরূপে সামান্যতঃ সংগৃহীত হ'ল। ঐ দ্বিবিধ ইচ্ছা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছার উৎপত্তিস্থান বা সমবায়ী কারণ কে?- তা বোঝাবার জন্য সূত্রে অবশিষ্টাংশ যোজিত হয়েছে। 'আনুকূল্যতঃ - প্রীতিজনকতয়া কামঃ' এই অংশ থেকে ইচ্ছার উৎপত্তিকারণ কথিত হয়েছে, যে বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ দুঃখ-জনক, সেই বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না, দ্বেষ জন্মে ; এই কারণে প্রীতিজনক ভাবে যে সম্বন্ধ তার সন্নিবেশ। প্রীতিজনক আনুকূল্যতঃ সম্বন্ধ হ'লে সুখজ্ঞান হয়, তা সুখেচ্ছার কারণ এবং সেই সুখেচ্ছা সুখসাধন বিষয়ে ইচ্ছার কারণ; অতএব ঐ যে প্রীতিজনক বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ, তা - দ্বিবিধ ইচ্ছারই মূলে বর্তমান। কেবল বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হলেই যে সুখ হয় তা নয়,

- ঐ ইন্দ্রিয় মনঃপরিচালিত হ'লেই তবে তা থেকে সুখ হতে পারে। অন্যমনস্ক অবস্থায় নয়ন-সন্নিকৃষ্ট বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হয় না, তাতে সুখ হয় না। অন্যমনস্ক অবস্থায় নয়ন মনঃপরিচালিত নয়। এই জন্য "মনসাধিষ্ঠিতানাং" পদ আছে। ইচ্ছা মনের ধর্ম কি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম বা অন্য কিছুর ধর্ম তার উত্তর-নির্ণয়ার্থ সূত্রকার বলেছেন, "আত্মসংযুক্তেন মনসা"; ইচ্ছাদির প্রতি আত্মা সমবায়িকরণ, আত্মমনঃসংযোগ অসম- বায়িকারণ এবং সুখজ্ঞানাদি নিমিত্তকারণ। এই "আত্মসংযুক্তেন মনসা" এর দ্বারা আত্মমনঃসংযোগ যে অসমবায়িকারণ তা সূচিত হওয়ায় আত্মাকে সমবায়িকারণ ব'লে জ্ঞাপন করা হয়েছে, নতুবা আত্মার কথাই থাকত না। আত্মা 'সমবায়িকারণ' ব'লে ইচ্ছা আত্মারই ধর্ম, মনঃ বা দেহের নয়, তা কথিত হ'ল। সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণের কথা - ন্যায়বৈশেষিকের গ্রন্থাবলীতে আছে। কাজ যাতে উৎপন্ন হয়, তাই ঐ কাজের সমবায়িকারণ, সমবায়িকারণে সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে যা ঐ কাজের জনক, তা অসমবায়িকারণ; এ দুটি ছাড়া যে যে কারণ তা নিমিত্তকারণ (ভাষাপরিচ্ছেদ)। ইচ্ছারূপ কাজ আত্মাতে আছে, আত্মা সমবায়িকরণ, আত্মা ও মনে যে সংযোগ তা আত্মাতেও আছে ; কারণ, সংযোগ দ্বিষ্ঠ অর্থাৎ দুটি বস্তুতে থাকে। ঐ যে আত্মমনঃসংযোগ অর্থাৎ সংযোগবিশেষ তা ইচ্ছার জনক, অতএব তা অসমবায়িকারণ। এর অতিরিক্ত কারণ সুখজ্ঞান প্রভৃতি সে সবই নিমিত্তকারণ। এই সূত্রদ্বারা বোঝা যায়, এই বাৎস্যায়ন নৈয়ায়িক। এই সূত্রে - "শ্রোত্র, ত্বক্" ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাম নির্দেশ না করে 'ইন্দ্রিয়াণাং' বললে, - মনকেও পাওয়া যেতে পারে। তার পরে 'মনসাধিষ্ঠিতানাং' থাকাতে মনঃ-পরিচালিত মন এইরকম বোধ হ'লে মহান্ ভ্রম হতে পারে, এই কারণে ইন্দ্রিয় কয়টির স্পষ্ট নাম করা হয়েছে]।১১।

মূল। স্পর্শবিশেষবিষয়া ত্বস্যাভিমানিকসুখানুবিদ্ধা ফলবত্যর্থপ্রতীতিঃ প্রাধান্যাৎ কামঃ ।। ১২।।

অনুবাদ। [এতক্ষণ কামের সামাণ্য লক্ষণ কথিত হল। এই কামের বিষয় অনেক, অর্থশাস্ত্রেও সে সম্বন্ধে আংশিক উপদেশ আছে ; আর যে শিক্ষা কামশাস্ত্র থেকে করতে হয়, তা প্রধান কাম;- তার লক্ষণ অর্থাৎ ব্যবহারিক ব্যাখ্যা এই সূত্রে কথিত হচ্ছে] রমণীর প্রতি পুরুষের ও পুরুষের প্রতি রমণীর স্পর্শবিশেষ (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের অধোভাগস্থ স্ত্রীত্বব্যঞ্জক ও পুংস্ত্বব্যঞ্জক চিহ্নের সাথে বিশেষভাবে স্পর্শ) আশ্রয় ক'রে আভিমানিক অর্থাৎ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সুখযুক্ত সফল বাস্তব প্রত্যয়-হেতু যে ইচ্ছা, প্রধানতঃ তাই কাম। সূত্রটির মূল অর্থ এইরকম—চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক সুখের সাথে কপোল, স্তন, নিতম্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অঙ্গের স্পর্শ করলে আনন্দের যে ফলবতী প্রতীতি হয়, তার নামই **কাম**।

[পুরুষ বা রমণীর যে ইচ্ছার ফলে অঙ্গবিশেষের যে বিশেষভাবের স্পর্শ সেবিষয়ে সুখবিজড়িত অভ্রান্ত জ্ঞান ও তার যে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, তাহাই প্রধান কাম; কামবর্গ বা কামের ফল বলতে হ'লে, - প্রধানতঃ ঐটিই কামপদবাচ্য। অপর বিষয়েচ্ছা বা বৈষয়িক সুখেচ্ছা অপ্রধান ভাবে কামপদবাচ্য, পূর্বসূত্রে কাম-সামান্যের লক্ষণ কথিত হয়েছে; এই সূত্রে সূচিত হ'ল, - সেই কাম দ্বিবিধ, প্রধান ও অপ্রধান। স্পষ্টরূপে প্রধান কামের লক্ষণ এই সূত্রেই আছে - এছাড়া কাম অপ্রধান, এই ব্যাপার অর্থতঃ প্রতিপাদিত হ'ল। যা অপ্রধান তা কখনও অর্থবর্গে কখনও বা কামবর্গে প্রবেশ করলেও প্রধান যে অর্থ ও কাম তার প্রভেদ থাকবেই। অপ্রধান যারা, - তারা প্রধানের অনুগামী, যেমন সঙ্গীতাদি যখন অর্থোপার্জনের সাধন, তখন তা অর্থবর্গের অন্তর্গত ; আবার যখন কামকলারূপে ব্যবহৃত, তখন কামবর্গ; এইভাবে একই সঙ্গীত একের কামবর্গ ও অপরের অর্থবর্গ মধ্যে পরিগণিত হ'তে পারে। রমণী কখনো অর্থবর্গমধ্যে পরিগণিত হলেও কামাবলম্বনকারী রমণী অনেক স্থানেই অর্থবর্গ নয়, কারণ, সে যে কামী পুরুষেরও অনেক ক্ষেত্রেই দুর্লভ ; ভাব বা অবস্থা-বিশেষে যা অর্থবর্গের অন্তর্গত, ভাব বা অবস্থা-বিশেষে তাও কামবর্গের অন্তর্গত হতে পারে। ভূমিহিরণ্যাদি প্রধানকামের অন্তর্গত হয় না, রমণী-বিষয়ে যে লিপ্সা তাও প্রধান অর্থের অর্ন্তগত নয়, অতএব অর্থবর্গ ও কামবর্গ আর অভিন্ন থাকে না। প্রধান যে কাম, যাতে সুখবিজড়িত অভ্রান্ত প্রতীতি হয়, সূত্রকার বলেছেন, তাতেও সেই সুখ আভিমানিক। গৌতম তাঁর সূত্রে যে "দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ" (৪/১/৫৮) বলেছেন, বর্তমান সূত্র তারই অনুবর্তন ; বাৎস্যায়ন **কামসূত্র** লিখতে বসেও বৈরাগ্যের বীজ বপন করছেন; বলছেন, তোমরা সুখ ব'লে যা ভাবছ, তা দুঃখের রূপ, দুঃখকেই সুখ ভাবছ ; তাই তিনি বললেন - ঐ সুখ আভিমানিক। অভিমানিক কেন? ঐ কাম যদি পরকীয়াদি ঘটিত হয় তা নরকের হেতু ;সে যে ঐ সুখাপেক্ষা মাত্রায় কত বেশী, কত তীব্র, তা ত এখন বুঝছ না, তা না হলেও ভাব কতক্ষণ থাকে? সেইক্ষণ অতীত হলে - সে সুখ কোথায় থাকে ? তারপর কামের ছলনা, স্বার্থপরতা, কলহ, রক্তপাত - কত অনর্থ আছে; আরও ভাবো, কি ঘৃণিত ব্যাপার - তার বিচার করছনা, - মৃত্যু হস্তপ্রসারণ করে আছে। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করছ, - তোমরা কল্পিত সুখের জন্য প্রকৃত সুখ নষ্ট করছ-

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।।"

'অর্থপ্রতীতিঃ' এই কথাটির অর্থ 'অর্থপ্রতীতিহেতুঃ'। এই অর্থে - প্রতীয়তে অনেন এই করণবাচ্যে ক্তিন্ হলেও হয়, প্রতীতিশব্দের প্রতীতিহেতুতে লক্ষণা করলেও হয়। সেই অবস্থায় ঐ ইচ্ছা ও বিষয়ানুভবের প্রভেদ লক্ষিত হয় না, ইচ্ছা ও প্রতীতি

দুইটিই আভিমানিক সুখদ্বারা গ্রথিত হয়ে সূত্রগ্রথিত বিভিন্ন জাতীয় মণি-মালিকার মত একাকারে প্রতিভাত হয়, এটি সূচনার জন্য "প্রতীতিঃ কামঃ" এই সূত্র রচিত হয়েছে। যে কাম পূর্বরাগেই পর্যবসন্ন, তা প্রধান আখ্যা পাবে না; এই জন্যই সূত্রে ফলবতী বলা হয়েছে, একের প্রতি পূর্বরাগ, আর তাৎকালিক ভ্রান্তিক্রমে অন্যের সাথে মিলন, এইরকম ঘটলেও তা প্রধান আখ্যা পাবে না, এই জন্য 'অর্থ' পদ সূত্রে আছে এবং অভ্রান্ত-শব্দ অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হয়েছে]।১২।

মূল। তং কামসূত্রান্নাগরিকজনসমবায়াচ্চ প্রতিপদ্যেত।। ১৩।।

অনুবাদ। কামসূত্র-গ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে এবং কাম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নাগরিক জনগণের সমবায় বা বৈঠক থেকে এই কামতত্ত্ব বা কামের বিষয় শিক্ষা করবে।

[শাস্ত্রাধিকারী পুরুষ কামসূত্র নামক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ক'রে এবং শাস্ত্রে যার অধিকার নেই, সে ব্যক্তি নাগরিক-সমবায় অর্থাৎ কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদগ্ধজনদের কাজ থেকে কামতত্ত্ব বিদিত হবে] ১৩।

মূল। এষাং সমবায়ে পূর্বঃ পূর্বো গরীয়ান্।। ১৪।।

অনুবাদ। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিন বিষয়ের এককালে উপার্জন প্রয়োজন হ'লে পূর্ব-পূর্বটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে হবে, এবং তারই উপার্জন আগে করবে। [ধর্ম, অর্থ ও কামের সংহতি হ'লে, কামের থেকে শ্রেয়ঃ অর্থ, এবং অর্থের থেকে শ্রেয়ঃ ধর্ম। অর্থাৎ ধর্মাদি-পুরুষার্থকে এককালে সেবা করা যায় না, তাই এগুলির মধ্যে গুরুলাঘব বিবেচনা ক'রে সেবা করতে হবে। 'সমবায়' শব্দের অর্থ - একসময়ে উপস্থিতি বা মিলন]। ১৪।

মূল। অর্থশ্চ রাজ্ঞঃ। তন্মূলত্বাল্লোকযাত্রায়াঃ। বেশ্যায়াশ্চ। ইতি ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। রাজার পক্ষে ধর্ম ও কামের তুলনায় অর্থই গরীয়ান্। কেননা, অর্থই লোকযাত্রা-নির্বাহের অর্থাৎ সংসার-যাপনের জন্য মূল উপাদান। বেশ্যাগণের পক্ষেও কামের সাথে অর্থও গরীয়ান্ অর্থাৎ সব থেকে বেশী ধন এবং কাম আবশ্যক। কৃপাপরবশ হ'য়ে অর্থাগমের উপায় পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। **ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি** (ধর্ম, অর্থ ও কামের লক্ষণ ও প্রাপ্তি) এইরকম।

[রাজা প্রজাবর্গের বর্ণ, আশ্রম ও আচার - এই তিনটি যাতে বিরূপভাবে প্রবর্তিত না হয়, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে সংসারযাত্রা ঠিকমতো পরিচালনা করেন। এই কাজে প্রচুর ধনসম্পত্তির প্রয়োজন হয়। বর্ণ, আশ্রম ও আচারের পরিচালনই রাজার প্রকৃত ধর্ম। অতএব রাজাকে অর্থের আশ্রয় নিতে হয়। লোকযাত্রা পরিচালনার জন্য

প্রভুশক্তির প্রয়োজন এবং এই প্রভুশক্তি দাঁড়িয়ে থাকে কোষ, দণ্ড ও শক্তির প্রাচুর্যের উপর। এ সবই অর্থের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। অতএব লোকযাত্রা পরিচালনার জন্য রাজার ধর্ম ও কাম অপেক্ষা অর্থের বেশী প্রয়োজন হয়। বেশ্যার পক্ষেও অর্থ অত্যধিক আকাঙ্খিত। কারণ, বেশ্যার জীবিকা অর্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কামাতুর ব্যক্তি অর্থ দেয় তাকে বেশ্যাগণ ধর্ম ও কামকে পরিত্যাগ ক'রে আশ্রয় করে।]।।১৫।।

মূল। ধর্মস্যালৌকিকত্বাৎ তদভিধায়কং শাস্ত্রং যুক্তম্। উপায়পূর্বকত্বাৎ অর্থসিদ্ধেঃ। উপায়প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রাৎ।। ১৬।।

অনুবাদ। ধর্ম অলৌকিক পরমার্থ সম্পাদন করে, তাই ধর্ম-বোধের পক্ষে শাস্ত্রই উপযুক্ত প্রতিপাদক। (ধর্মের জ্ঞান তিন প্রকারে হয়; প্রথমতঃ ধর্মাত্মা বিদ্বানদের কাছ থেকে শিক্ষা; দ্বিতীয়তঃ আত্মার শুদ্ধি তথা সত্যকে জানার ইচ্ছা; তৃতীয়তঃ পরমাত্মা-প্রোক্ত বেদ-বিদ্যার জ্ঞান)। অর্থপ্রাপ্তি বিশেষ রকম উপায়-সাধ্য এবং সেই উপায় ধর্মশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র থেকেই জ্ঞাতব্য। (অতএব শাস্ত্রপাঠের দ্বারা অর্থার্জনের উপায়ও শিক্ষা করতে হয়)। ।। ১৬।।

মূল। তির্যগ্‌যোনিষু অপি তু স্বয়ং প্রবৃত্তত্বাৎ কামস্য নিত্যত্বাচ্চ ন শাস্ত্রেণ কৃত্যমস্তীত্যাচার্যাঃ।। ১৭।।

অনুবাদ। গবাদি তির্যক্‌যোনিতেও শাস্ত্রোপদেশ ছাড়াই কাম স্বয়ং উৎপন্ন হয়, এবং কাম নিত্য-সিদ্ধ পদার্থ অর্থাৎ অবিনাশী। কাজেই কামকে জানবার জন্য কোনও কামশাস্ত্র প্রণয়ণের প্রয়োজন হয় না এবং ঐ রকম বিশেষ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। একথা কোনও কোনও আচার্য বলেন। ।১৭।

মূল। সম্প্রয়োগপরাধীনত্বাৎ স্ত্রীপুংসয়োরুপায়মপেক্ষতে।। ১৮।।

অনুবাদ। পুরুষ ও রমণীর সম্ভোগাধীন ব'লে কাম শাস্ত্ররূপ উপায়-সাপেক্ষ। যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষ সম্ভোগের পরাধীন, সেই পরাধীনতা থেকে বাঁচার জন্য কাম-শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ যদিও কাম আপনিই জন্মে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রয়োগবিষয়ে প্রবৃত্তি উপায়ের অপেক্ষা করে, ক্ষমতারও আবশ্যকতা আছে। তাতে উপায় অপেক্ষণীয়।

[কাম হ'ল স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রয়োগপরাধীন। সম্প্রয়োগ দুরকমের- আয়তনসম্প্রয়োগ ও অঙ্গ-সম্প্রয়োগ। কামের **আয়তন** স্ত্রীদেহ, আর **অঙ্গ** হ'ল মালা প্রভৃতি। বলা হয় যে, - "কাম হ'ল সুখপদার্থ এবং প্রধান। তার বিভিন্ন অঙ্গ হ'ল - ভূষণ, আলেপন, মালা, গন্ধদ্রব্য, উপবন, শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা, বীণা, মদিরা প্রভৃতি।

কামের আয়তন হ'ল উদ্দামরূপযৌবনসম্পন্না এবং সাধারণ লোকের মনঃআকর্ষণে সমর্থা বিভ্রমযুক্তা সুন্দরী নারী।" আয়তনসম্প্রয়োগ আবার দুরকমের - বাহ্য ও আভ্যন্তর। নির্জন দেশে গোপনে যে রতিক্রিয়া, তাকে বলা হয় আভ্যন্তরসম্প্রয়োগ। এটি বিশেষ কামের নিমিত্ত। সমাগমলক্ষণ রতি হ'ল বাহ্যসম্প্রয়োগ। কামের প্রতি প্রধান কারণ হ'ল ইচ্ছা। ইচ্ছা হ'লেই কামাবির্ভাব হয়, নতুবা হয় না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনও একজনের অনিচ্ছা বা অনাসক্তি হ'লে অথবা লজ্জা বা ভয়বশতঃ পরাধীনা স্ত্রীতে কামাবির্ভাব ঘটে না। এইসব ক্ষেত্রে তন্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বন ক'রে বাধা দূর করতে হয়। এবং তার ফলেই আভ্যন্তরসম্প্রয়োগ সম্ভাবিত হয়। আবার বাহ্যসম্প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে চৌষট্টি কলায় অভিজ্ঞ হ'তে হয়। অতএব এক্ষেত্রে (কাম-শাস্ত্রই সাহায্য করতে পারে। এইসব কারণে পুরুষ ও নারীর মিলন কামশাস্ত্রাদিতে প্রদর্শিত উপায়সমূহের অপেক্ষা করে]।। ১৮।।

মূল। সা চোপায়প্রতিপত্তিঃ কামসূত্রাদিতি বাৎস্যায়নঃ।।১৯।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন, - সেই উপায়-শিক্ষা এই কামসূত্র-নামকশাস্ত্র থেকে করতে হবে। (এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে, সেই উপায়-শিক্ষা হয়)

[বাৎস্যায়ন এখানে 'কাম'-কে একটি অবশ্যশিক্ষণীয় শিল্পের মর্যাদা দিয়েছেন। কামশাস্ত্র পতি-পত্নীকে ধার্মিক এ সামাজিক নিয়ম শিক্ষা দেয়। যে দম্পতি কামশাস্ত্রকে অনুসরণ ক'রে দাম্পত্য জীবন যাপন করে, কামদৃষ্টি থেকে বিবেচনা করলে তাদের জীবন সুখপরিপূর্ণ হয়। তারা জীবনভর পরস্পর সুখী হয়। তাদের জীবনে একপত্নীব্রত বা পাতিব্রত্য ভঙ্গ করার আকাঙ্ক্ষা কখনো হয় না। সুখী দাম্পত্যজীবনের উপায় জ্ঞান কামশাস্ত্র থেকেই শিক্ষা করা যায়। 'রতিরহস্য' গ্রন্থের রচয়িতা **কোক্ককের** অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিন্দা করার উদ্দেশ্যে বলেছেন - যদি রতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি দেশবিদেশের প্রথানুসারে সেইসব দেশের নারীদের শ্রেণী, স্বভাব, অবস্থা, মনোগত অভিপ্রায়, গুণ প্রভৃতি না জেনে সেখানকার কোনও নারীকে সম্ভোগের জন্য লাভ করে, তাহ'লে সে সেই নারীকে সদ্ব্যবহার করতে পারে না। এইরকম ব্যক্তির অবস্থা হয়, নারিকেলফল লাভ করেছে এমন একটি বাঁদরের মত। -

জাতিস্বভাবগুণদেশজধর্মচেষ্টা—
ভাবেঙ্গিতেষু বিকলো রতিতন্ত্রমূঢ়ঃ।
লব্ধাপি হি ন ফলতি যৌবনমঙ্গনানাম্
কিং নারিকেলফলমবাপ্য কপিঃ করোতি।।

কোক্কক কামশাস্ত্র-পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন - কষ্টলভ্যা নারীকে সহজে লাভ করা, লব্ধা নারীর সন্তোষবিধান করা এবং সন্তুষ্টা নারীর সাথে মিলিত হওয়া - এইসব ব্যাপারসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কামশাস্ত্র-পাঠের দ্বারাই জানা যায়]।। ১৯।।

মূল। তির্যগ্‌যোনিষু পুনরনাবৃতত্বাৎ স্ত্রীজাতেশ্চ, ঋতৌ যাবদর্থং প্রবৃত্তেঃ অবুদ্ধিপূর্বকত্বাচ্চ প্রবৃত্তীনামনুপায়ঃ প্রত্যয়ঃ।। ২০।।

অনুবাদ। গরু প্রভৃতি তির্যগ্‌যোনির স্ত্রীজাতি অসংবৃত অর্থাৎ আবরণহীন, অথচ ঋতুকালে যতখানি আবশ্যক, ততখানি তাদের প্রবৃত্তি হয়, তাও আবার গর্ভধারণের জন্য। বুদ্ধিদ্বারাও তারা নিয়ন্ত্রিত নয় অর্থাৎ তাদের কামচরিতার্থতা অজ্ঞানপূর্বক তা হয়। এই কারণে - শাস্ত্রশিক্ষা তির্যগ্‌যোনিদের ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। টীকাকার বলেন, - প্রত্যয় অর্থাৎ তাদের স্ত্রীপুরুষের যে মিলন তাতে উপায়ের অপেক্ষা নেই। (অতএব সেস্থানে শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন)

[আচার্যগণ বলেন - যে প্রবৃত্তি পশু-পক্ষীতেও স্বাভাবিক, তার জন্য তাদের শাস্ত্র-শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। বাৎস্যায়ন পূর্বসূত্রে বলেছেন - শাস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পশুপক্ষী যে দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি ; এই সূত্রে বলা হয়েছে যে, পশুপক্ষীর দৃষ্টান্ত মানুষে খাটে না ; তার কারণ, - পশুপক্ষী স্ত্রী-সংগ্রহে স্বভাবেরই অনুবর্তী। তাদের স্ত্রীজাতি আবরণহীনা, সাধারণতঃ কেবল ঋতুকালেই তাদের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-নির্বাহ-পর্যন্তই তাদের প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি-প্রসূত স্থায়ী ভাব তাদের নেই, বিশেষতঃ এই প্রবৃত্তির সাথে কোন পশুপক্ষীরই কোন প্রকার উপায়-শিক্ষার সম্বন্ধ নেই; অতএব শাস্ত্র-শিক্ষা তাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হলেও - মানুষের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন নয়। মানবজাতির স্ত্রী লজ্জা রক্ষার জন্য দেহাবরণে সংবৃতা, শিক্ষা-অনুসারে তাদের প্রবৃত্তি, তারও কালাকাল নেই, পরস্পরের তৃপ্তি-প্রদানে পরস্পরের যত্ন থাকে, একটা স্থায়ী ভাব আছে, এই সব কাজের জন্য যে পূর্ণ সফলতা-লাভ তা উপায়সাধ্য, এবং উপায়-জ্ঞান শাস্ত্রশিক্ষা-সাধ্য। অতএব মানুষের এবিষয়ে শাস্ত্র-শিক্ষা আবশ্যক। (ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির সাথে শাস্ত্রের এটাই সম্বন্ধ - 'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ গৌরব-প্রাপ্তি ও জ্ঞান)] ২০।

মূল। ন ধর্মাংশ্চরেৎ। এষ্যৎফলত্বাৎ। সাংশয়িকত্বাচ্চ।। ২১।।

অনুবাদ। ধর্মবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি সম্পর্কে লৌকায়তিক মত বলা হচ্ছে, ধর্মাচরণ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তার ফল ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত অর্থাৎ ইহজন্মে লাভ করা যায় না, এবং তাও অনিশ্চিত অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হ'লেও ফললাভ হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।।

[ত্রিবর্গ-স্বরূপ-লক্ষণাদিনির্দেশ, তার উপায়-নির্দেশ এবং তার সেবনীয়তা-ইতিপূর্বেই ব্যবস্থিত হয়েছে, এটি ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির একটা দিক্;আর একটা দিক্ আছে, তা বিপ্রতিপত্তি-নিরাকরণ ; বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদ। ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্মবর্গই প্রধান,—প্রথম একথা ত্রিবর্গবাদীরা বলেন, দ্বিবর্গবাদী লৌকায়তিকগণ ধর্মবর্গের বিরোধী; এই সূত্র থেকে পরের কয়েকটি সূত্রে তাঁদের মত বর্ণিত; এবং পরে সেই মত নিরাকৃত হয়েছে। কথিত আছে, লৌকায়তিক মত বৃহস্পতি অসুরমোহনার্থ প্রচার করেন, চার্বাক বৃহস্পতির শিষ্য ; এই কারণে এই মত বার্হস্পত্য ও চার্বাক মত নামেও উক্ত হয়ে থাকে। 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' এই মতের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ আছে, কিন্তু তা নিতান্ত অপ্রচুর। বাৎস্যায়নকৃত ছয়টি সূত্র যোগ করলে, তার তাৎপর্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়। তা এই যে, সামান্যতঃ বস্তু দ্বিবিধ - নিশ্চিত ও সাংশয়িক (অনিশ্চিত); যা প্রত্যক্ষগম্য তাই নিশ্চিত;যা অপ্রত্যক্ষ তা সাংশয়িক;অতএব প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, সংশয়চ্ছেদনে প্রত্যক্ষের মতো শক্তি আর কোনরকম জ্ঞানেরই নেই। অনুমান আছে, শাব্দবোধ আছে, কিন্তু তা প্রমাণ নয় ; কেননা তার দ্বারা সংশয়চ্ছেদন হয় না। অবশ্য কোন স্থানে অনুমান বা শব্দ থেকে যে তথ্য-পরিজ্ঞান হয় তা যথার্থ ; এবং তা সংশয়চ্ছেদনের হেতু, যথা - রাম দেশে আছে কিনা, এই সংশয় উপস্থিত হ'লে বাইরে থেকে রামের কণ্ঠস্বর শুনেও নিশ্চয় করা হয়, ঐ যে রাম ; অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনেও রামের স্বদেশে স্থিতি বিষয়ে নিশ্চয় হয় ; তা হ'লেও ঐ নিয়ম সর্বত্র খাটে না ; সংশয় যেখানে একটু বেশী সেখানে কণ্ঠস্বর শুনবার পরও প্রত্যক্ষতঃ দেখবার প্রয়োজন থাকে ; বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনলেও মনের খট্‌কা যায় না, মনে হয় ঐ ব্যক্তির হয় ত ভ্রম হয়েছে ; আমি যে জানি সে বিদেশে গিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত ফেরে নি। স্বকৃত প্রত্যক্ষস্থানে ঐরকম সংশয় থাকে না। যদি ধরা যায়, রজ্জুতে সর্প-প্রত্যক্ষের মতো ভ্রমপ্রত্যক্ষ ত' হয়, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিভাবে? উত্তর এই যে, ওটা ভ্রম কিনা তার নির্ণয়ও ত সাবধান- প্রত্যক্ষ দ্বারাই হয়; অতএব প্রত্যক্ষই প্রকৃত সংশয়চ্ছেদক; এই জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আকাশ, দেহাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ - এ সকল ত কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না, আকাশ-কুসুমের মতো অলীক না হ'লেও সাংশয়িক ত নিশ্চয়ই; কাজেই সাংশয়িক বস্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে আনীত হতে পারে না। যা নিয়ে ব্যবহার তাই পদার্থরূপে লৌকায়তিক মতে উক্ত। আত্মা ও মন পৃথক্ পদার্থ নয়; ক্ষিতি জল, তেজ ও বায়ু থেকে দেহ উৎপন্ন, এই সব বস্তুর সংযোগ-বিশেষই শরীরের চৈতন্য ও চিন্তা-শক্তির উৎপাদক। পরলোক প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, তার ভাবনায় ঐহিক ক্লেশ স্বীকার অকর্তব্য। যাতে ঐহিক অভ্যুদয় হয়, তাই কর্তব্য। ইহকালে লভ্য যশঃপ্রতিষ্ঠা, ভোগ এবং বিবিধ বিষয়ে উৎকর্ষের জন্য উপায়-শিক্ষা

ও তার অবলম্বন কর্তব্য ; ঐহিক দুঃখ-পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির উপায় অর্থ ও কাম বর্গের অন্তর্গত, তাই সেব্য। ধর্মাচরণ ঐহিকের উপযোগী নয়, অতএব তা নিষ্প্রয়োজন; পরলোকে ফল হবে এমন-ব্যাপার সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের গর্ভ অন্ধকারময়]।২১।।

মূল। কো হি অবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্যাৎ।। ২২।।

অনুবাদ। নির্বোধ না হ'লে কোন্ ব্যক্তি স্বীয় হস্তগত বস্তুকে পরহস্তগত করে?

[হস্তগত ধন ভবিষ্যতে ভোগের জন্য অন্যের কাছে রাখলে অনেক সময় প্রয়োজন-মত তা লাভ করা যায় না এবং একেবারেই ভোগে আসে না এমনও হয়; নিজের কাছে উপস্থিত ধন পরকালে ভোগ করবার আশায় ব্যয় করাও সেইরকম। অতএব যার একটুও বিবেচনা-শক্তি আছে, সে কি এইরকম কাজ করে?]।২২।

মূল। বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ।। ২৩।।

অনুবাদ। আগামী দিনের ময়ূরলাভের তুলনায় বর্তমানে পারাবত-লাভও মন্দের মধ্যে ভাল।

[ধর্ম-জনিত সুখ অনিশ্চিত হ'লেও তা ঐহিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; যদি সেই দুর্লভ সুখ লাভ হয় এই আশায় ধর্মাচরণ ত হ'তে পারে - এই আশঙ্কায় তাঁরা '**অদ্য-কপোতীয়**' ন্যায় প্রদর্শন করেছেন। পারাবত ও ময়ূরযুক্ত স্থানে একটি পাখী ধরবার অনুমতি-প্রাপ্ত শাকুনিক বা পক্ষিমাংস-লাভার্থী প্রথম দিনে পারাবত লাভ করেছে ; তার সঙ্গী বলল - ঐ পারাবতটা ছেড়ে দেওয়া যাক্, চেষ্টা ক'রে আগামীকাল ময়ূর ধরা যাবে। তখন শাকুনিকের কথা "বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ" অর্থাৎ ময়ূর লাভ করা এই আশায় থাকা অপেক্ষা আজ এই পারাবতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। কারণ, কাল ময়ূর না পেতেও পারি, অধিকন্তু আগামীকাল পারাবতও লাভ করব না এমনও হতে পারে। অতএব ভবিষ্যতের আশায় না থেকে ঐহিক লাভই ভাল] ।২৩।

মূল। বরং সাংশয়িকান্নিষ্কাদসাংশয়িকঃ কার্ষাপণঃ। ইতি লৌকায়তিকাঃ।। ২৪।।

অনুবাদ। অনিশ্চিত রূপে পাওয়া যেতে পারে এমন নিষ্ক অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা নিশ্চিতরূপে পাওয়া গিয়েছে এমন কার্ষাপণ বা তাম্রমুদ্রাও ভাল, একথা লৌকায়তিক সম্প্রদায় অর্থাৎ নাস্তিকেরা ব'লে থাকেন।

[**নিষ্ক** = স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ, **কার্ষাপণ** = সাড়ে তের তোলা তাম্র, সেকালের এক প্রকার তাম্র-মুদ্রা। নিষ্ক লাভ করব কিনা সংশয়, কিন্তু কার্ষাপণ-প্রাপ্তি নিশ্চিত, এক্ষেত্রে

নিশ্চিতকে উপেক্ষা ক'রে অনিশ্চিতের জন্য ব'সে থাকা উচিত নয়; অতএব অনিশ্চিত কাল্পনিক উৎকৃষ্ট পারলৌকিক সুখের আশায় অর্থ-ব্যয় না ক'রে, সেই অর্থব্যয়ে ইহলোকে যতটুকু আনন্দ ভোগ হয় তাই করা কর্তব্য। কেউ পরদুঃখ-কাতর হও ত - সেই অর্থে পরকীয় ঐহিক দুঃখ মোচন কর, পরের সুখে নিজে সুখী হও, এমন কেউ থাক ত' পরের ঐহিক সুখের জন্য ব্যয় কর, তাতে চার্বাক-সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকবে না;- ফলতঃ অর্থার্জন ও অর্থবর্দ্ধন কর্তব্য ; ঐহিক সুখের জন্য অপ্রধান সামান্য কাম ও প্রধান কাম এই উভয়বিধ কাম-ভোগার্থ যে ব্যয়, তা করা অর্থের সার্থকতা ; কিন্তু অনিশ্চিত পরলোক-সুখার্থ ব্যয় করা উচিত নয় ; উপবাসাদি শারীরিক দুঃখজনক কর্মও কর্তব্য নয়। সৎকর্মেও মানুষের ব্যসন উপস্থিত হয়, সাত্ত্বিক ভাব থাকে না, বাহাদুরি নেবার প্রবৃত্তি হয়। এক প্রতিবেশী অর্থের আধিক্য ও স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তিবশে কোন যাগযজ্ঞে বা দুর্গোৎসবে প্রচুর ব্যয় করল এবং তজ্জন্য তার উচ্চভাবে প্রশংসা হল, - তা দেখে অপরের সেইরকম প্রশংসা লাভে উৎকৃষ্ট আকাঙ্খা হল - এবং সৎকার্য করতে প্রবৃত্ত হ'ল; সেই সৎকার্যে যতটা ব্যয়-সম্পাদন করবার তার উপযুক্ত শক্তি আছে, তা অপেক্ষাও হয় ত অধিক ব্যয় হ'য়ে গেল, এই প্রশংসালাভের আশায় যে সাধ্যাতীত ব্যয়ে সৎকর্মপরায়ণতা, তা সৎকর্মের ব্যসন বলেই বিবেচিত। এখন যেমন লোকসভায় মেম্বার হবার জন্য অনেক বাবুই 'ফতুর' হচ্ছেন, তখন তেমনই যাগযজ্ঞের জন্য অনেকে 'ফতুর' হতেন ; যাঁরা স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তিতে একরম 'ফতুর' হতেন, তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প; যাঁরা 'দেখাদেখি' ব্যয় ক'রে ফতুর হতেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী। এইজন্য এবং অন্যান্য কারণে কর্মবাদের প্রতিকূলে মতবাদ সৃষ্ট হয়, তাদের মধ্যে চার্বাকমত সেই সময়ে অধিক লোকপ্রিয় হয়। এটি নব্যমত ও অসুরমোহনার্থ এই মতের সৃষ্টি। এই প্রাচীনমতের সমন্বয় এই যে, যারা কেবল দেখাদেখি প্রংশসালাভোদ্দেশে কর্ম করত, তারা অসুর-ভাবাপন্ন, অতএব অসুর, এই মতে তারাই মুগ্ধ হয়েছিল ; যাঁরা দেব-ভাবাপন্ন সাত্ত্বিক, তাঁরা শাস্ত্রোক্ত কর্মত্যাগ করেন নি, এই জন্য এই মত অসুর-মোহনার্থ এযুক্তি অসঙ্গত নয়। এর আয়তি বা উত্তরকালও ইহলোকেই, অথবা ইহলোক নিয়েই এর বিস্তার - এরকম মতবাদ যারা পোষণ করে, তাদের সংজ্ঞা লৌকায়তিক। এই মতের প্রবর্তয়িতা বৃহস্পতি একথা আগেই কথিত হয়েছে। এটিই সংক্ষিপ্ত লৌকায়তিক মত। ধর্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করাতে - ধর্মের অপ্রামাণ্য স্থাপিত হল; ধর্ম নিয়ে যে ত্রিবর্গ তাতে এটি বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধবাদ, কারণ, দ্বিবর্গমাত্রই এই মতে প্রমাণ। অতঃপর অর্থবর্গ ও কামবর্গে এক এক করে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হবে, - এই বিপ্রতিপত্তি - নিরাকরণও সঙ্গে সঙ্গে আছে। এরপর সূত্রেই ধর্মবিপ্রতিপত্তি বা লৌকায়তিক মতবাদের মূলতঃ খণ্ডন আছে]।২৪।

মূল। শাস্ত্রস্যানভিশঙ্ক্যত্বাৎ অভিচারানুব্যাহারয়োশ্চ ক্বচিৎ ফলদর্শনাৎ নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য-তারা-গ্রহ-চক্রস্য লোকার্থং বুদ্ধিপূর্বকমিব প্রবৃত্তের্দর্শনাদ্বর্ণাশ্রমাচারস্থিতিলক্ষণত্বাচ্চ লোকযাত্রায়া হস্তগতস্য চ বীজস্য ভবিষ্যতঃ শস্যস্যার্থে ত্যাগদর্শনাৎ চরেদ্ধর্মানিতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। শাস্ত্রের উপর সংশয় প্রকাশ করতে পারা যায় না, অর্থাৎ শাস্ত্র বিশ্বাস্য; অভিচার ও শান্তি-পৌষ্টিকাদির ফল ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষ হয়। লোকের শুভাশুভ প্রদর্শনের জন্যই যেন বুদ্ধিপূর্বক নক্ষত্র - চন্দ্র - সূর্য - তারা - গ্রহচক্রের প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়; লোকযাত্রা বর্ণাশ্রমাচার-ঘটিত এবং দেখা যায় শস্য- বীজ হস্তগত হ'লেও ভবিষ্যৎ ফলের আশায় ভূমিতে বপন করা হয়। - এইসব কারণে ধর্মাচরণ করবে - একথা **বাৎস্যায়ন** বলেছেন।

[শাস্ত্র আপ্তবাক্য, তা সংশয়যোগ্য নয় - তাতে প্রামাণ্যসংশয় হওয়া উচিত নয়। আপ্তবাক্য বলেই শাস্ত্র বিশ্বাস্য ; শাস্ত্র যে প্রমাণ, অর্থাৎ বিশ্বাস্য, তার প্রমাণ, - প্রত্যক্ষ ফল; যেখানে শ্রদ্ধালু যজমান, যোগ্য পুরোহিত এবং কর্মের অঙ্গ-দ্রব্যাদির দ্বারা বিশুদ্ধ সেই স্থানে মারণ উচাটনাদিকার্য ও শান্তিস্বস্ত্যয়নের ফল ইহকালেই প্রত্যক্ষ হয়। কেবল তাই নয়, পরন্তু চন্দ্র, সূর্য, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র- সমন্বিত যে খগোল বা রাশিচক্র - তা অচেতন, কিন্তু তার গতি সচেতনের মতো, সেই গতি বিজ্ঞান-শাস্ত্র থেকে জানা যায়। গ্রহণ, গ্রহযুদ্ধ, ক্ষেত্রভেদ ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্র যেমন যেমন নির্দেশ করেছে -তেমনই দেখা যায়; আর এই চন্দ্র-সূর্যাদির সন্নিবেশে জাতকের যে ফল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, তাই ঘটে থাকে, এমনও দেখা যায়। আর এই যে চন্দ্রসূর্যাদির সন্নিবেশ-সূচিত বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ফল - যা পূর্বজন্মার্জিত কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম - তা শাস্ত্রের ও পূর্বজন্মার্জিত ধর্মাধর্মের বিশিষ্ট প্রমাণ। অতএব বিবিধ প্রত্যক্ষ ফলদর্শনে যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য অবধারিত, - সেই শাস্ত্র অবিশ্বাস্য হতে পারে না, সেই শাস্ত্র-প্রমাণে ধর্ম আচরণীয়। চার্বাক-দলভুক্ত ব্যক্তিরও বেদাদিশাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত উপায় নেই, কারণ, তা না হ'লে মানবসমাজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে ; শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম আছে, তাই মানবসমাজের একমাত্র উপায়। যদি অর্থ ও কামই পুরুষার্থ হয়, ধর্ম যদি বিলুপ্তই হয়, তা' হলে পরস্ত্রী-হরণ, পরদ্রব্য-হরণ, গুপ্তহত্যা এ সব ত অনিবার্য হ'য়ে উঠে। রাজদণ্ড মানুষের অন্তঃকরণ শাসিত করতে পারে না; পাপভয় এবং ধর্মে অনুরাগ, অন্তঃকরণকে শাসিত বা বিশুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি যে ধর্মই অবলম্বন করুক না - তার লৌকিক শৃঙ্খলা-স্থাপন বেদাদি শাস্ত্রপ্রদর্শিত পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে হয় না। এই জন্য বাচস্পতিমিশ্র বলেছেন, - হে বৌদ্ধ ! তোমরাও বেদাদিমূলক

আচারের অনেকাংশ অনুবর্তন করতে বাধ্য হও। আমরা দেখি, পৃথিবীর এমন কোন সভ্য মানবসমাজ নেই -যেখানে বেদাদিমূলক আচার অল্প-বিস্তর প্রচলিত নয়। বেদাদি শব্দের অর্থ - সাঙ্গ-চতুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন। বেদের অঙ্গ ছয়টি - বর্ণাদি শিক্ষাপ্রদ শিক্ষাগ্রন্থ, ধর্ম - কর্ম - শিক্ষাপ্রদ কল্পগ্রন্থ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান) জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। ইউরোপ প্রভৃতি দেশেও বেদ ও ধর্মশাস্ত্রমূলক বহু আচার বিদ্যমান; বেদ ও ধর্মশাস্ত্রমূলক বলবার কারণ এই যে বেদই পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ। এর থেকে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অস্তিত্ব বিরুদ্ধবাদীরাও প্রমাণ করতে পারে না; আর এই বেদ ও বৈদিকভাষার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত। অতএব বেদাদিশাস্ত্রের প্রভাবে মানবসমাজ রক্ষিত; সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার জন্যও বেদাদি-উপদিষ্ট ধর্ম আচরণীয়। আর যে বলা হয়েছে - "ভবিষ্যৎ ফলের আশায় হস্তগত অর্থ ত্যাগ নির্বোধ না হ'লে করে না" - এও একান্ত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ; তুমি অর্থ-কামবাদী - তুমি কি এ কথা বলতে পার? তোমার অনুমোদিত কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপন করতে হয়, হস্তগত শস্যবীজ হাতে ক'রে মাটিতে ছড়াতে হয় - কেন, ভবিষ্যতে বেশী শস্য পাবে এই আশাতেই ত ? কিন্তু সকল সময় কি তা হয়? অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, আরও কত উপদ্রব আছে, তবুও ভবিষ্যতের আশায় হস্তগত দ্রব্য ত্যাগ করা হয়; এইরকম কুসীদ বৃত্তিতেও পশুপালনে ভবিষ্যতের আশায় বর্তমান অর্থ ত্যাগ করা দৃষ্ট হয়ে থাকে। অতএব ভবিষ্যতের আশাতে বর্তমানে ব্যয় বা দৈহিক ক্লেশভোগ করা না হ'লে অর্থ বা কামও চলে না - সংসার চলে না, ভবিষ্যৎফলে সন্দেহ থাকলেও কর্মপ্রবৃত্তি বহুস্থানেই দেখা যায় ;- কেবল, যে কর্ম ভবিষ্যতেও নিষ্ফল ব'লে নিশ্চিত, তাতেই লোকে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম যে নিশ্চিত নিষ্ফল তাত তুমিও বলতে পার নি, - তুমি বলেছ না হয় সাংশয়িক, আমি দেখেছি সাংশয়িক ভবিষ্যৎফলে তোমাদেরও প্রবৃত্ত হতে হয়, সুতরাং ধর্মাচরণ-নিবারণে তোমার ঐ সকল যুক্তি একেবারেই অনুপযুক্ত। অতএব বাৎস্যায়ন এই সূত্রে ধর্মে বিপ্রতিপত্তি খণ্ডন করলেন] ।২৫।

মূল। নার্থাংশ্চরেৎ। প্রযত্নতোঽপি হি এতদনুষ্ঠীয়মানা নৈব কদাচিৎ স্যুঃ। অননুষ্ঠীয়মানা অপি যদৃচ্ছয়া ভবেয়ুঃ।। ২৬।।

অনুবাদ। অর্থবর্গের আচরণ অর্থাৎ অর্থোপার্জনের প্রযত্ন করার প্রয়োজন নেই।

[অর্থের অর্জন ও বর্দ্ধন অর্থবর্গেরিই অন্তর্গত। 'তার আচরণ' শব্দের অর্থ - তার জন্য যত্ন। গরু, ভূমি ও হিরণ্যাদির অর্জন ও বর্দ্ধনে যত্ন করা নিরর্থক।]

কারণ, প্রযত্নের সাথে আচরণ করলেও কখনো কখনো অর্থলাভ হয় না।

[অল্প যত্ন নয়, প্রাণপণ যত্ন করলেও অর্থের অর্জন ও বর্দ্ধন হয় না, এমন সময়ও দেখা যায়।]

পক্ষান্তরে, প্রযত্ন না করলেও কোন কোন সময় যদৃচ্ছাক্রমে অর্থপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে।

[অর্থাৎ এমন সময়ও দেখা যায়, যখন বিনা যত্নে আকস্মিকভাবে অর্থের অর্জন ও বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে।] । ২৬।

মূল। তৎ সর্বং কালকারিতমিতি।। ২৭।।

অনুবাদ। অতএব অর্থ-অর্জনাদি সমস্তই **কালকারিত** অর্থাৎ কাল-ই সে সব করিয়ে দেয়।-এটাই হ'ল সিদ্ধান্ত।

[প্রযত্ন করলেও অর্থ অর্জনাদি হয় না, প্রযত্ন না করলেও হয়, এইরকম ব্যাপার যখন দেখা যায়, তখন বিশেষ-যত্ন অর্থ-অর্জনাদির কারণ হ'তে পারে না ; কিন্তু অর্থ-অর্জনাদি যখন কার্য, তখন তার কারণ ত আছে? যত্ন কারণ না হলে কে কারণ হবে? এই জিজ্ঞাসা মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়। তার উত্তর 'কালই সে সমস্তের কারণ'। মূলত 'ইতি' শব্দ 'হেতু' অর্থে ব্যবহৃত ; যেহেতু যত্নসত্ত্বেও কোন সময়ে অর্থার্জনাদি হয় না এবং কোন সময়ে যত্ন না থাকলেও হয় - এই হেতু কালকে অর্থাৎ সময়কেই অর্থার্জনাদির কারণ ব'লে নিশ্চয় করাই যুক্তিযুক্ত] ২৭।

মূল। কাল এব হি পুরুষান্ তর্থানর্থয়োর্জয়পরাজয়য়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ স্থাপয়তি।। ২৮।।

অনুবাদ। কালই পুরুষকে অর্থ-অনর্থ, জয়-পরাজয় ও সুখ-দুঃখাদি অবস্থায় স্থাপিত করে।

[এখানে অর্থ ও অনর্থ, জয় ও পরাজয় এবং সুখ ও দুঃখ এই ছয়টি পদার্থের কয়েকটি উপাদেয় ও কয়েকটি হেয়। এগুলিতে কালই মূল কারণ। সুতরাং এগুলিকে ত্যাগের বা প্রাপ্তির জন্য যত্ন করবে না]। ২৮।

মূল। কালেন বলিরিন্দ্রঃ কৃতঃ। কালেন ব্যবরোপিতঃ। কাল এব পুনরপ্যেনং কর্তেতি কালকারণিকাঃ।। ২৯।।

অনুবাদ। কালই বলিরাজাকে ইন্দ্র করেছিলেন, কালই বিপরিবর্তিত হ'য়ে আবার তাঁকে ইন্দ্রপদ থেকে বিচ্যুত ক'রে তাঁকে পাতালে পাঠিয়েছিলেন, আবার কালই তাঁকে পুনরায় ইন্দ্র করবেন। এ-ই হ'ল **কালকারণিকগণের** অর্থাৎ কালকে যাঁরা কারণ ব'লে মানেন তাঁদের মত।

[বলিরাজের কথা উদাহরণস্বরূপ ; ফলতঃ কালই সকলের উন্নতি-অবনতির কারণ; যত্ন অনাবশ্যক। **কালকারণিক** অর্থাৎ কেবল কালকারণবাদী সম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন। মানুষ হতাশ হ'য়ে শেষে এই মত গ্রহণ করে। আমাদের অনেকেরই

এখন প্রায় এইরকম অবস্থা। অনেক সময়েই কলিকালের উপর সকল অনর্থের কর্তৃত্ব চাপিয়ে নিশ্বাস ফেলে থাকি। এটি কিন্তু বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত নয়, সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপনার্থ পরবর্তী সূত্রদ্বয় করা হয়েছে]।৩০।

মূল। পুরুষকারপূর্বকত্বাৎ সর্বপ্রবৃত্তীনামুপায়ঃ প্রত্যয়ঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। সকল প্রবৃত্তিই পুরুষকারমূলক ব'লে অর্থসিদ্ধিবিষয়েও উপায় বা উদ্যমই কারণ। ।৩০।

['**প্রবৃত্তি**' বলতে বোঝায় - অর্থপক্ষে অর্জনাদি, ধর্মপক্ষে যজ্ঞাদি, কামপক্ষে স্ত্রীসংগ্রহাদি ; সকল প্রবৃত্তির মূলেই পুরুষকার বর্তমান; **পুরুষকার** অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্ন; একে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। অতএব অর্থবিষয়েও উদ্যম বা প্রযত্ন কারণ। তবে এই কারণ প্রত্যয়সংজ্ঞক,- একমাত্র কারণ নয় ; অন্যান্য কারণ কার্যাভিমুখ হ'লে, এই কারণ তার সাথে মিলিত হয়ে কার্যসম্পাদন করে। প্রশ্ন হ'তে পারে - তা হ'লে একে কারণ না বললেই ত হয়, সেই সকল কারণেই কার্য হয়, এইরকম স্থির করাই ত উচিত। তার উত্তর - 'পুরুষকারপূর্বকত্বাৎ' ইত্যাদি প্রথমাংশে আছে। প্রযত্নকে বাদ দিলে চলবে না, কার্যমাত্রের মূলেই পুরুষকার আছে; তবে দৈব ও কালের আনুকূল্য না হ'লে পুরুষকার বিফল হয় ; কিন্তু বিনা পুরুষকারে কালও কিছুই করতে পারে না। এই যে বলিরাজ ইন্দ্র হয়েছিলেন - তাতে তাঁর পুরুষকার; কি অল্প ছিল? - ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করা সহজ পুরুষকার? তার পর সেই বলিরাজের যে ইন্দ্রপদ হতে বিচ্যুতি - তার মূল ইন্দ্রের পুরুষকার;অদিতির পুরুষকার বিষ্ণুর আরাধনায় অভিব্যক্ত। বিষ্ণুর পুরুষকারও তার মূলে আছে ;- বলির নিকট বামনরূপে ত্রিপাদভূমি-ভিক্ষা ও চরণদ্বারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল অবরোধ সেই পুরুষকার। পুর্নবার যে বলি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হবেন - তার মূলেও বলির অসামান্য পুরুষকার ও ভগবদারাধনা বিদ্যমান। অতএব পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র কাল থেকে কোন কার্যই হয় না। এইজন্য শাস্ত্রে আছে

"দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্।।
কৃষেবৃষ্টিসমাযোগাৎ দৃশ্যন্তে ফলশালয়ঃ।
তে তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন।।"

কর্ষণ, বর্ষণ ও হেমন্তকাল তিনটি মিলিত হ'য়ে যেমন শালিধান্য সম্পাদন করে, সকল কার্যেই সেইরকম পুরুষকার, দৈব ও কালকে মিলিতভাবে কারণ স্থির করবে। অতএব অর্থার্জনাদি বিষয়েও প্রযত্ন বা পুরুষকার আবশ্যক। সেই পুরুষকার তখনই নিষ্ফল হয় - যখন দৈব ও কালের সহায়তা প্রাপ্ত না হয়] ৩০।

মূল। অবশ্যম্ভাবিনোঽপ্যর্থস্যোপায়পূর্বকত্বাদেব। ন নিষ্কর্মণো ভদ্রমস্তীতি বাৎস্যায়নঃ।।৩১।।

অনুবাদ। অবশ্যম্ভাবী অর্থও উপায়সাধ্য বলেই অর্থাৎ কোনও বিষয় অবশ্যম্ভাবী হ'লেও উপায় অবলম্বন করেই তা লাভ করতে হয় ব'লে, **নিষ্কর্মা** পুরুষের কল্যাণ হয় না - একথা **বাৎস্যায়ন** বলেন।

[দুই ব্যক্তিই খুব উদ্যম করছে, উদ্যমশীল দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির অর্থ লাভ হ'ল - অপর ব্যক্তির উদ্যম ব্যর্থ হল; এমন ক্ষেত্রে বুঝতে হবে - যার উদ্যম সফল হ'ল - তার অর্থলাভ অবশ্যম্ভাবীই ছিল, - অর্থাৎ দৈব তার অর্থলাভে অনুকূল ছিল, তা হ'লেও তাকে উদ্যম করতে হয়েছে। অতএব **বাৎস্যায়ন** বলেন, নিষ্কর্মার কল্যাণ লাভ হয় না, "নহি সুপ্তস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"। এই নিষ্কর্মা- শব্দ সংসারীর পক্ষে ব্যবহার্য সহজ অর্থে প্রযুক্ত। আত্মার যে পারমার্থিক নিষ্কর্মভাব তা পৃথক্।] ৩১।

মূল। ন কামাংশ্চরেৎ। ধর্মার্থয়োঃ প্রধানয়োরেবম্ অন্যেষাঞ্চ সতাং প্রত্যনীকত্বাৎ। অনর্থজনসংসর্গম্ অসদ্ব্যবসায়ম্ অশৌচম্ অনায়তিঞ্চৈতে পুরুষস্য জনয়ন্তি।। ৩২।।

অনুবাদ। এবার অর্থনীতিজ্ঞগণের মত কথিত হচ্ছে। কামবর্গের সেবা বা আচরণ করবে না। কারণ, কামবর্গ প্রধানভূত ধর্মের, প্রধানভূত অর্থের এবং অন্য অনিন্দিত ধর্ম ও অর্থের বিরোধী। ধর্ম ও অর্থ থেকে কামের উৎপত্তি হয় ব'লে ধর্ম ও অর্থই প্রধান। কামের সেবা করলে কাম সেই প্রধানের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য মতেরও বিরোধী হয়। অসৎ-সংসর্গ, অসৎকার্যানুরাগ, অশুচিতা ও পরিণামে দুরবস্থা - এগুলি কামবর্গ থেকেই উৎপন্ন হয়।

[প্রধান ধর্ম যোগবলে আত্মদর্শন। যার কাম-সেবা থাকে তার পক্ষে সেই যোগ কখনই ঘটে না। অতএব কামবর্গ তার বিরোধী; প্রধান অর্থ বিদ্যা, এই কারণে অর্থ - পরিচালনার সূত্রে বিদ্যাই প্রথম নির্দিষ্ট। বিদ্যার্জন-সময়ে ব্রহ্মচর্য বিহিত; কামবর্গ ব্রহ্মচর্যবিধ্বংসী, অতএব তা বিদ্যার বিরোধী। শ্রাদ্ধ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রভৃতি যে ধর্ম, - কামবর্গ তারও বিরোধী। শ্রাদ্ধাদিকার্যে ব্রহ্মচর্য বিহিত ; বামদেব্যব্রতে কাম-সেবা আছে বটে, কিন্তু সে ব্রত অনিন্দিত নয়, - লোকবিদ্বিষ্ট। হিরণ্য ও ভূমি প্রভৃতি পৈতৃক অনিন্দিত অর্থও লম্পটদের দ্বারা অপব্যয়িত হয়, অতএব কামবর্গ তারও বিধ্বংসক ব'লে বিরোধী ; আঢ্যপত্নীর ঔপপত্যে অর্জিত অর্থ অনিন্দিত হয় - সুতরাং কামবর্গ তার বিরোধী না হলেও - এই সূত্রে তার বাধ থাকায় - কোন দোষ হচ্ছে না। লম্পটের

বেশ্যাদি-অসৎসংসর্গ, পারদার্য প্রভৃতি অসৎকার্যে অভিরতি, শুক্রশোণিতাদি-স্পর্শ হেতু অশুচিতা এবং পরিণামে গণিকাগৃহে অর্দ্ধচন্দ্রলাভ প্রভৃতি দুরবস্থা এই কাম-সেবাই এনে দেয়। পরিণামে দুরবস্থা শব্দটি মূলোক্ত 'অনায়তি' শব্দের অনুবাদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 'আয়তি' শব্দের অর্থ উত্তরকাল বা পরিণাম, তার অপকৃষ্টতাই - 'অনায়তি' শব্দের যৌগিক অর্থ। জয়মঙ্গলাটীকাকার (কেহ কেহ তাঁকে ভাষ্যকার আখ্যা দিয়েছেন) এই সূত্রটির ব্যাখ্যা অন্যরকম করেছেন ; ধর্ম ও অর্থবর্গ কামবর্গ অপেক্ষা প্রধান; কামবর্গ সেই ধর্ম ও অর্থের বিরোধী, - এবং অন্য যে সব জ্ঞান-বৃদ্ধ ও তপোবৃদ্ধ সজ্জন, তাঁদেরও বিরোধী, তাঁদের আচারও কামাচরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; এই হেতু এবং অসৎসংসর্গাদির কারণ হওয়ায় কাম-সেবা কর্তব্য নয়। কিন্তু সূত্রে 'অন্যেষাং' পদটি ঐ ব্যাখ্যায় সঙ্গত হয় না, 'সত্যা' এই স্থলের 'সৎ'পদ যদি 'সজ্জন' অর্থে প্রযুক্ত হত, তা হলে 'অন্যেষাং' কেন? মানুষ যে ধর্ম ও অর্থ থেকে অন্য, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আবার কাম যে সজ্জনগণের বিরোধী, তার কারণও ত ধর্ম ও অর্থের সাথে বিরোধ সুতরাং ধর্মার্থের বিরোধিত্ব কীর্তনের পর সজ্জনবিরোধিত্ব-কথন নিষ্প্রয়োজন। আর, কামবর্গ যে সর্ববিধ ধর্ম ও সর্ববিধ অর্থের বিরোধী , তা নয়, উপরি কথিত ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হয়েছে -"বামদেব্যব্রত ধর্ম হলেও তা কামসেবার বিরোধী নয়, ঔপপত্যও অর্থের হেতু হয়ে থাকে। অতএব প্রকারান্তরে সূত্রব্যাখ্যা সাধিত হল]।৩২।

মূল। তথা প্রমাদং লাঘবমপ্রত্যয়মগ্রাহ্যতাঞ্চ।। ৩৩।

অনুবাদ। তেমনই **প্রমাদ** অর্থাৎ হিতাহিত-বিচারশূন্যতা বা পরস্ত্রীর সাথে সংসর্গাদি দোষের জন্য অপরাধীর শরীরের উপঘাত, মানের লাঘব, অসৎসঙ্গমহেতু অবিশ্বাস্যতা ও অপূজ্যবৃত্তিহেতু অগ্রাহ্যতা বা হেয়তা কামবর্গই ঘটিয়ে দেয়।

[যেরকম পূর্বসূত্রকথিত দোষ কাম থেকে উদ্ভূত হয়, সেই রকম প্রমাদাদি দোষও জন্ম নেয়;কামপরতন্ত্র ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, তার 'ওজন' কমে যায়, লোকের নিকট সে অবিশ্বাসী ও হেয় হ'য়ে থাকে] ।৩৩।

মূল। বহবশ্চ কামবশগাঃ সগণা এব বিনষ্টাঃ শ্রূয়ন্তে।। যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ কামাদ্ব্রাহ্মণকন্যামভিমন্যমানঃ সবন্ধুরাষ্ট্রো বিননাশ।। ৩৪।।

অনুবাদ। এমনও শোনা যায়, বহু ব্যক্তি কামের বশবর্তী হয়ে সদলে অর্থাৎ পরিবারবর্গের সাথে বিনষ্ট হয়েছে। যেমন - ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য নামক রাজা কামবশতঃ ব্রাহ্মণকন্যাকে স্বভোগ্য ক'রে (তার প্রতি অত্যাচার করায়) স্বজন ও রাষ্ট্রসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল।

[এই সূত্রটি **কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও** আছে। জয়মঙ্গলা-টীকাতে আছে, - এই

দাণ্ডক্যের দ্বারা বিধ্বস্ত রাজ্যই 'দণ্ডকারণ্য'। কিন্তু পুরাণ ও রামায়ণে দেখতে পাওয়া যায়, - দণ্ডক ইক্ষ্বাকুর পুত্র, দাণ্ডক্য নন, তিনি শুক্রাচার্য-দুহিতার প্রতি অত্যাচার করায় শুক্রাচার্যের অভিসম্পাতে বংশ ও রাজ্যসহ বিনষ্ট হন। সেই রাজ্য উত্তরকালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হয়। রামায়ণাদির উক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে বলতে হয়, - ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য পৃথক্ ব্যক্তি, তার চরিত্রের সাথে ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ডকের চরিত্রের সাম্য থাকলেও দাণ্ডক্যের রাজ্য দণ্ডকারণ্য নয়, - সে রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এই উক্তিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কারণ ভোজবংশের উল্লেখ রামায়ণে নেই, ভোজ নামে প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভোজের উৎপত্তি ত্রেতায় নয়, দ্বাপরযুগে তাঁর উৎপত্তি। সেই ভোজবংশীয়ের বিধ্বস্ত রাজ্য দণ্ডকারণ্য হ'লে সেই ভোজের পূর্ববর্তী শ্রীরামের তথায় অবস্থিতি অসম্ভব হত] ।৩৪।

মূল। দেবরাজশ্চাহল্যাম্ অতিবলশ্চ কীচকো দ্রৌপদীং রাবণশ্চ সীতাম্ অপরে চান্যে চ বহবো দৃশ্যন্তে কামবশগা বিনষ্টা ইত্যর্থচিন্তকাঃ।।৩৫।।

অনুবাদ। 'দেবরাজ' ইন্দ্র অহল্যাকে স্বভোগ্যা করতে গিয়ে, অতিবলবান্ কীচক দ্রৌপদীকে ও রাবণ সীতাকে কামবশে আয়ত্ত করতে গিয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এইরকম আরও অনেকে কামবশবর্তী হ'য়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে। - অর্থচিন্তকেরা এইরকম বলে থাকেন।

[পূর্বসূত্রে যে 'অভিমন্যমানঃ' শব্দটি আছে, এই সূত্রে তার অনুবৃত্তি আছে, এই 'অভিমান' শব্দের অর্থ 'স্বভোগ্যা' করা। আর অভি-মন্ ধাতুর উত্তর যে শানচ্ প্রত্যয় আছে, তার অর্থ-মধ্যে ক্রিয়াসমাপ্তি এবং তার উদ্যোগ - উভয়ই নিহিত। অন্নপাকের আরম্ভ সময়েও 'পচতি' প্রয়োগ হয়, সমাপ্তি যে মণ্ডগালন সে সময়েও 'পচতি' প্রয়োগ হয়। তদনুসারে 'অহল্যাং' এই স্থলে - "স্বভোগ্যা করা" - এই কার্যটি সমাপ্ত;এই জন্য অনুবাদে 'অভিগমন' এই শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। আর "দ্রৌপদীং" "সীতাং" এই দুইস্থলে - তার উপক্রম বা উদ্যোগ বুঝতে হবে। **'অর্থচিন্তক'** অর্থাৎ অর্থনীতি-বিশারদ। **'কৌটিল্যও'** - এই অর্থনীতি-বিশারদ-শব্দের দ্বারা উল্লেখিত, একথা কেউ কেউ মনে করেন ; তার কারণ, "যথা - দাণ্ডক্যো নাম ইত্যাদি সূত্রটি" অবিকল কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কৌটিল্য - 'ন কামাংশ্চরেৎ' এই মতের স্রষ্টা বা পোষক নন, - প্রত্যুত তিনি বলেছেন - "ধর্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত ন নিঃসুখঃ স্যাৎ" অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থের বিরোধী না হয়ে কামের সেবা করবে (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ অধিকরণ সপ্তম অঃ)। মনে হয় 'যথা দাণ্ডক্যো নাম' ইত্যাদি উদাহরণগুলি পূর্বপ্রচলিত প্রবাদ। কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন উভয়েই সেই প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত করেছেন।

কামসেবা-বিষয়ে কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন একমত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রের রচনা-প্রণালীর ঐক্যদর্শনে অনেকে উভয়কে একব্যক্তি ব'লে মনে করেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধ প্রমাণ হ'ল অন্তঃপুররক্ষা বিষয়ে মতভেদ। কৌটিল্যের মত - "কামোপধাশুদ্ধান্ বাহ্যাভ্যন্তরবিহাররক্ষাসু।" (১ অধি ১০ম অঃ)। বাৎস্যায়ন এই মত খণ্ডন করে বলেছেন - "ধর্মভয়োপধাশুদ্ধান্" (পারদারিক অধিকরণ, অন্তঃপুর-রক্ষিতক-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)] ৩৫।

মূল। শরীরস্থিতিহেতুত্বাৎ আহারসধর্মাণো হি কামাঃ। ফলভূতাশ্চ ধর্মার্থয়োঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ। শরীররক্ষার হেতু হওয়ায় কামবর্গ আহারেরই তুল্য এবং ধর্ম ও অর্থের ফল-স্বরূপ। (অতএব তা সেবনীয়)।

[সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়, সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মানুষ ঊর্দ্ধরেতা হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু রাজস-প্রকৃতির বা তামস-প্রকৃতির মানুষ ঊর্দ্ধরেতা হ'লে রোগাক্রান্ত হয়; যেমন কফ-প্রধান ব্যক্তি উপবাস ক'রে ধর্মাচরণে রোগার্ত হয় না, কিন্তু বায়ুপ্রধান-ব্যক্তির উপবাসে পীড়া হয়, আহার তার পক্ষে শরীররক্ষা করে থাকে; রাজস-তামস-প্রকৃতির পক্ষে কামও সেইরকম শরীর রক্ষা করে। এ ক্ষেত্রে কামাচরণ যদি সকলের পক্ষে নিষিদ্ধই হয়, তা হ'লে রাজস-তামস-প্রকৃতির মানুষের শরীররক্ষাই হতে পারে না। অতএব সাধারণতঃ নিষেধ হতেই পারে না। যদি নিষিদ্ধই হয়, তা হ'লে প্রবৃত্তিধর্মাচরণ এবং অর্থার্জনও অনাবশ্যক। কাম ও ধর্ম অর্থসাধ্য; কামাচরণ নিষিদ্ধ হ'লে, অর্থের আবশ্যকতা ধর্মার্থ, এই ধর্ম প্রবৃত্তিধর্ম যজ্ঞাদি, তার ফল স্বর্গ, সেখানেও অপ্সরঃ-সঙ্গ, তাতেও কামসেবা। কামসেবার নিবারণ হ'লে ঐ ধর্মও অনাচরণীয় হয়ে ওঠে, অনেক স্থানে ধর্মের ফলও কামসেবা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কামবর্গ অসেব্য হতে পারে না - প্রত্যুত সেব্য]। ৩৬।।

মূল। বোদ্ধব্যাস্তু দোষেম্বিব। ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রিয়ন্তে। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্তে। ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩৭।।

অনুবাদ। কামবর্গ সেবায় যে ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য প্রভৃতির ঘোর অনিষ্টের ইতিহাস উদাহরণ-রূপে প্রদর্শিত, তার উত্তর প্রদান করা হচ্ছে; অজীর্ণ প্রভৃতি দোষে (অর্থাৎ রোগে) যেমন বিবেচনা ক'রে আহারাদি করতে হয়, সেইরকম বুঝতে হবে। সেইরকম দোষপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অথচ কাম অবশ্য সেবনীয় - এইরকম ক্ষেত্রে দোষের প্রতিবিধান ক'রে কামের সেবা করতে হবে। ভিক্ষুকগণ আছে ব'লে (অর্থাৎ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইতে পারে) - এই আশঙ্কায় চুল্লীতে হাঁড়ি চড়াবে না - এমন হ'তে

পারে না। হরিণ আছে ব'লে (অর্থাৎ হরিণ খেয়ে ফেলতে পারে) - এই আশঙ্কায় যব বপনও নিষিদ্ধ হ'তে পারে না। **বাৎস্যায়ন** এই কথা বলেন।। ৩৭।।

[ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইতে পারে, এই ভয়ে অন্নপাক করতে কেউ বিরত হয় না, হরিণ খেয়ে ফেলতে পারে, এই আশঙ্কায় যববপনেও কেউ পরাঙ্মুখ হয় না, অথচ দোষ ত আছেই ;- অন্নপাকে ভিক্ষুকের ভিক্ষাশঙ্কাই দোষ, যব বপনে হরিণকৃত শস্যনাশশঙ্কাই দোষ - এই দোষ আছে বলে যেমন ঐ দুটি কর্ম কেউ ত্যাগ করে না, সেইরকম কোনস্থানে কেউ অনুচিত আচরণে বিপন্ন হতে পারে, এই আশঙ্কায় কামবর্গসেবাও পরিত্যাজ্য নয়। এর মূল তত্ত্ব গীতাতে নিহিত আছে, - "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।"

টীকাকারের মতে, **বোদ্ধব্যং তু দোষেষ্বিব**, 'অজীর্ণাদিদোষেষ্বিব বোদ্ধব্যং, প্রতিবিধানমিতি শেষঃ'।

অজীর্ণাদি দোষের ক্ষেত্রে আহার করলে যেমন প্রতিকার করতে হয়, সেইরকম কামসেবা অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর হ'লে প্রতিকার আবশ্যক; তা হ'লেই যে কামসেবা ত্যাজ্য, তা নয়; ভিক্ষুকের ভয়ে অন্নপাক ত্যাগ বা হরিণের ভয়ে যব বপন ত্যাগ কেউ করে না। এ সূত্রে অজীর্ণ দোষের উদাহরণ; পরবর্তী অংশের - ভিক্ষুক ও হরিণ দৃষ্টান্তের সাথে সম্বন্ধহীন মনে হয়। এই যে কামসেবার কর্তব্যতা, এ বিষয়ে বাৎস্যায়নাচার্য মত প্রদান করেছেন] ।৩৭।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ-

এবমর্থঞ্চ ধর্মং চোপাচরন্নরঃ।
ইহামুত্র চ নিঃশল্যমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।। ৩৮।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করা হচ্ছে—এই প্রকারে অর্থ, কাম ও ধর্মের সেবায় প্রযত্নশীল মানুষ ইহকালে ও পরকালে নিষ্কন্টক ও প্রচুর সুখভোগ করবে। ৩৮।

এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে -

মূল। কিং স্যাৎ পরত্রেত্যাশঙ্কা কার্যে যস্মিন্ন জায়তে।
ন চার্থঘ্নং সুখঞ্চেতি শিষ্টাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ।। ৩৯।।
ত্রিবর্গসাধকং যৎ স্যাদ্দ্বয়োরেকস্য বা পুনঃ।
কার্যং তদপি কুর্বীত ন ত্বেকার্থং দ্বিবাধকম্।। ৪০।।

অনুবাদ। পরকালে কি হবে, একরম আশঙ্কা যাতে না জন্মে, যা অর্থক্ষতিকর

নয়, এবং যা সুখজনক, ত্রিবর্গবিৎ শিষ্টগণ তাতে রত থাকেন ; তবে যে কার্য ত্রিবর্গের, দ্বিবর্গের বা একবর্গের সাধক, তার সেবা করবে ; কিন্তু যে কার্য দ্বিবর্গের বাধক এবং একবর্গের সাধক, সেরকম কার্য করবে না।

[পরস্পর অবিরুদ্ধ ত্রিবর্গই সেবনীয়, এই হ'ল বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত; শিষ্টগণের যে তাই কর্তব্য, তা এ স্থানে প্রমাণিত হ'ল। আর সাধারণের পক্ষে বিহিত হ'ল এই যে, দ্বিবর্গের বিরোধী - একবর্গ সেবনীয় নয়, ধর্মার্থ-বিরোধী কাম অসেব্য, অর্থকাম-বিরোধী ধর্মও অসেব্য, ধর্মকামবিরোধী অর্থও অসেব্য ; কিন্তু যে অর্থ ও কাম পরস্পর অনুকূল, অথচ ধর্মবিরোধী, তারও সেবা করা যেতে পারে, এতে পরকালে নরক ও ঐহিক ইষ্ট সিদ্ধি হয়]। ৩৯-৪০।।

ইতি শ্রীমদ্ -বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

প্রথম অধিকরণের ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।

কামসূত্রম্

প্রথমমধিকরণম্ ঃ সাধারণম্

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

বিদ্যাসমুদ্দেশঃ

[ধর্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা এবং তার অঙ্গভূত বিদ্যাসমূহের সাথে কামশাস্ত্র এবং তার অঙ্গভূত বিদ্যাসমূহ পাঠের প্রয়োজনীয়তা]

মূল। ধর্মার্থাঙ্গবিদ্যাকালাননুপরোধয়ন্ কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চ পুরুষোঽধীয়ীত।। ১।।

অনুবাদ। পুরুষের ধর্মবিদ্যা ও অর্থবিদ্যা এবং তাদের অঙ্গভূত বিদ্যাসমূহের শিক্ষাগ্রহণের সাথে সাথে কালক্ষেপণ না ক'রে কামসূত্র ও তার অঙ্গভূত বিদ্যাসমূহের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

['ধর্মার্থাঙ্গবিদ্যা' - এই অংশের শব্দার্থ দুই প্রকার হ'তে পারে - প্রথম ধর্মবিদ্যা অর্থাৎ চতুর্দশ বিদ্যা, যথা, "পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ)। (১) পুরাণ, (২) ন্যায়শাস্ত্র, (৩) মীমাংসা (৪) স্মৃতি (৫-১০) শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ, (১১-১৪) চার বেদ - এই চতুর্দশ শাস্ত্র ধর্মপ্রমাণ এবং এগুলি নিয়েই বিদ্যা। অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, কৃষিশাস্ত্র প্রভৃতি। তার অঙ্গ - আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ প্রভৃতি ; এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা ক'রে তার অবিরোধে কামসূত্র ও তার অঙ্গভূত চতুঃষষ্টিকলা শিক্ষণীয়। দ্বিতীয় শব্দার্থ - ধর্মবিদ্যা হ'লো ত্রয়ী ও আন্বীক্ষিকী (সাংখ্য ও ন্যায়); স্মৃতি ও পুরাণ এরই অন্তর্গত। অর্থশাস্ত্র - বার্তা ও দণ্ডনীতি ; বার্তা কৃষ্যাদিশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি অর্থাৎ রাজনীতি ; এই ধর্মবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার যা অঙ্গ, তাও অধ্যয়নীয়। ধর্মবিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর অঙ্গ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দঃ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ। আর অর্থবিদ্যার মধ্যে বার্তার অঙ্গ হ'ল পশুচিকিৎসা-শাস্ত্রাদি; দণ্ডনীতির অঙ্গ ধনুর্বেদাদি, এবং লৌকায়তিক আন্বীক্ষিকী - বার্তা ও দণ্ডনীতির অন্তর্গত। অর্থাৎ সাঙ্গ চতুর্বেদ, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দন্ডনীতি শিক্ষা ক'রে তার অবিরোধে কামসূত্র ও তদীয় অঙ্গ চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষণীয়। এই যে দ্বিবিধ অর্থ, তার তাৎপর্য একই। কামসূত্র ও কলাশিক্ষার অনুরোধে ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের কাল ন্যূন করা চলবে না]।১।

মূল। প্রাগ্‌যৌবনাৎ স্ত্রী। প্রত্তা চ পত্যুরভিপ্রায়াৎ। যোষিতাং শাস্ত্রগ্রহণস্যাভাবাৎ অনর্থকমিহ শাস্ত্রে স্ত্রীশাসনমিত্যাচার্যাঃ।। ২-৪।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত বিদ্যাগুলি কেবলমাত্র পুরুষই নয়, স্ত্রীলোকদেরও করা কর্তব্য—এই মন্তব্য স্পষ্ট করার জন্য বাৎসায়ন বলেছেন—যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীলোকও পিতৃগৃহে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির সাথে কামসূত্র অধ্যয়ন করবে [অর্থাৎ যুবতী হওয়ার পর কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; অধ্যয়ন নিষিদ্ধ অর্থে গুরুর নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ।]

কিন্তু পরিণীতা নারী পতির আজ্ঞা পেলে অর্থাৎ স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে [অর্থাৎ পরিণীতা নারীর পক্ষে, পতির আজ্ঞা ব্যতীত যৌবনসঞ্চারের পূর্বেও কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। **'প্রত্তা'** শব্দের অর্থ প্রকর্ষরূপে দত্তা, অর্থাৎ বিবাহিতা।]

[স্ত্রী যৌবনের পূর্বে এই শাস্ত্র গ্রহণ করবে। বিবাহিতা হ'লে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ ক'রে তবে অধ্যয়নাদি করবে; স্ত্রীজাতির এই দুইটি অধ্যয়নবিধি বিষয়ে] কোনও কোনও **আচার্য** বলেন, স্ত্রীজাতির (ব্যাকরণাদি-) শাস্ত্রগ্রহণ না থাকায় তাদের কামবিদ্যা- অধ্যয়নবিধি নিরর্থক। [সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ব্যতীত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন চলতে পারে না, অথচ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ না থাকায় ভাষাজ্ঞানও স্ত্রীজাতির হয় না, তাই অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ। ভাষাজ্ঞানের অভাবে তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেই পারবে না।] ।২-৪।

মূল। প্রয়োগগ্রহণং তাসাম্। প্রয়োগস্য চ শাস্ত্রপূর্বকত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ।।৫।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন, (স্ত্রী জাতির পক্ষে এই কামসূত্র-অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ নয়), কারণ, কামসূত্রানুমোদিত সুরতক্রিয়ার প্রয়োগের শিক্ষা (হাতে কলমে কাজ) স্ত্রীলোকের পক্ষে বাধাহীনভাবে অধিগত হয়, আর সেই প্রয়োগ-শিক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানমূলক।

[সূত্রের পঙ্‌ক্তিগুলি যত লাগুক, আর না লাগুক, কামশাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞান ও তন্মূলক ক্রিয়াশিক্ষা স্ত্রীলোকের যখন হতে পারে, তখন এই কামসূত্রের শাস্ত্রশিক্ষাবিধি স্ত্রীজাতির পক্ষেও ব্যর্থ নয়। মৈথুনসম্ভোগের একমাত্র উদ্দেশ্য বাসনাতৃপ্তি হতে পারে না, মৈথুনের দ্বারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হয়। পুরুষের মতো স্ত্রীলোকেরও সংভোগবিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সংভোগ প্রবৃত্তি পশু থাকে এবং সকলেই সম্ভোগক্রিয়ায় লিপ্ত বিষয়ে প্রভেদ আছে, তা হ'ল বিবেক। মানুষ যদি বিবেকশূন্য হয়ে সম্ভোগরত হয় তাহলে তার ও পশুর মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। এই প্রভেদ দূর করতে হলে এবং কামের চরম

উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য কামশাস্ত্রের শিক্ষা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে সমানভাবে অনিবার্য। সম্ভোগের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ কারোর মনে যদি কোনও দ্বন্দ্ব বা সংশয় উপস্থি হয় তা'হলে কামশাস্ত্র এই বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তাই বলা হয়েছে 'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ।' স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি কামশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সম্ভোগ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় তা'হলে দাম্পত্যজীবনে সরলতা ও সুস্থতা আসে।]। ৫।

মূল। তন্ন কেবলমিহৈব। সর্বত্র হি লোকে কতিচিদেব শাস্ত্রজ্ঞাঃ। সর্বজনবিষয়শ্চ প্রয়োগঃ ।। ৬।।

অনুবাদ। (এবার শাস্ত্রের পরোক্ষ প্রভাব উদাহরণের দ্বারা প্রস্তুত করা হচ্ছে— এই প্রয়োগ-গ্রহণ ব্যাপারটি যে কেবল এই কামশাস্ত্রপক্ষে প্রযোজ্য তা নয়, সংসারের সর্বত্রই দেখা যায়, ইহলোকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কতিপয়মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রবর্ণিত প্রয়োগ সর্বজনপরিজ্ঞাত। অর্থাৎ সব লোক জানে।৬।

মূল। প্রয়োগস্য চ দূরস্থমপি শাস্ত্রমেব হেতুঃ।। ৭।।

অনুবাদ। যদি সর্বজনবিদিতই হ'ল, তবে শাস্ত্রশিক্ষা নিষ্প্রয়োজন; শাস্ত্র ত সকলের অধ্যয়ন না করলেও চলে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হচ্ছে - শাস্ত্র বহু দূরদেশস্থিত বা দূরের ব্যাপার হলেও তা অবশ্যই প্রয়োগজ্ঞানের হেতু।

[এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োগ (অর্থ) গ্রহণ করার পর তা থেকে অন্য এবং তা থেকে অন্য শাস্ত্রজ্ঞ বা অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই প্রয়োগ গ্রহণ করেন। এইভাবে যতই বিপ্রকৃষ্ট বা দূরের ব্যাপার হোক্ না, শাস্ত্রকেই সেই প্রয়োগজ্ঞানের কারণ বলতে হবে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যা উপদেশ করেন, সেই উপদেশ মুখে মুখে প্রচারিত হয়; এইরকম শাস্ত্রজ্ঞ, অশাস্ত্রজ্ঞ বহু ব্যক্তিই শাস্ত্রবিহিত প্রয়োগ অবগত হয়; অতএব শাস্ত্র-প্রয়োগের সাথে সর্বত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংসৃষ্ট না হ'লেও অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রজ্ঞ না হন, প্রয়োগ যদি তাঁর বিদিত হয়, তার মূলে কিন্তু শাস্ত্রই বর্তমান। শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি জেনেছেন, তার পর তাঁর দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, এবং পরম্পরাক্রমে শাস্ত্রজ্ঞান ক্রমানুসারে বিস্তার লাভ করেছে, সুতরাং শাস্ত্রই হ'ল মূল। এই মূল শাস্ত্রজ্ঞান ও তার অর্থ ব্যক্তিপরম্পরায় বিস্তৃত হয়। যা মূল, তার সাথে পরিচয় যে প্রয়োগ-প্রকর্ষের হেতু, একথা বলা বাহুল্য]।৭।

মূল। অস্তি ব্যাকরণমিত্যবৈয়াকরণা অপি যাজ্ঞিকা উহং ক্রতুষু প্রযুঞ্জতে।। ৮।।

অনুবাদ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখানো হচ্ছে—'ব্যাকরণশাস্ত্র আছে', এবং যাঁদের

ঐ ব্যাকরণ জ্ঞান আছে, তাঁদের সেই জ্ঞান ব্যাকরণজ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যজ্ঞকাজে উহ প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

[যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যবহার ক'রে থাকেন; এই ভাবে একটি কাজে উপদিষ্ট মন্ত্রের, মতো কর্তব্য ব'লে জ্ঞাপিত অন্য কাজে যে পদাদি পরিবর্তন, তার নাম **উহ**। **'শব্দেনাচোদিতার্থস্য যুক্ত্যো বিমৃশ্য চ স্থাপনমূহঃ'** - জয়মঙ্গলা। অর্থাৎ বিধির দ্বারা অকথিত বা অজ্ঞাত অর্থের যদি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা হ'লে যুক্তি বা তর্কের দ্বারা স্থাপন বা নির্ণয়ের চেষ্টাকে 'উহ' বলা হয়। যথা - "শুন্ধন্তাং পিতরঃ" এই শাস্ত্রীয় মন্ত্রের "শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ" - এইরকম উহ হবে ; 'পিতরঃ' শব্দের পরিবর্তে 'মাতামহাঃ' এই পরিবর্তন]। ৮।

মূল। অস্তি জ্যোতিষমিতি পুণ্যাহেষু কর্ম কুর্বতে।। ৯।।

অনুবাদ। জ্যোতিষশাস্ত্র আছে ব'লে জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণও শুভ দিনে কর্ম করে থাকে। অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র বর্তমান, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞের মতে অমুক্ দিন অত্যন্ত প্রশস্ত, এই বিষয়টা কারোর কাছ থেকে জেনে নিযে, জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও. প্রশস্ত দিনে কার্যসম্পাদন ক'রে থাকেন। এখানে শাস্ত্রই প্রমাণ।

[কিরকম তিথি বা নক্ষত্রে কাজ করলে কিরকম দোষ হয় এবং কিরকম তিথি-নক্ষত্রে কাজ করলে শুভ হয়, এই সব তথ্য জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে। তিথি-নক্ষত্রগণনাও জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে, শাস্ত্রজ্ঞগণ তিথ্যাদিগণনাও প্রতিদিন নির্দ্ধারিণ করতে সমর্থ; সাধারণে তা পারে না। কিন্তু আজ "নবান্নের দিন" - এই শুভদিনপ্রচার শাস্ত্রজ্ঞের মুখ হ'তে হয় বটে, তারপর লোকমুখে প্রচারিত হ'লে সর্বজনেই সেইরকম উপযুক্ত দিনে নবান্ন-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। এই দুইটি ধর্ম্য উদাহরণ এবং পরবর্তী দুইটি লৌকিক উদাহরণে সূত্রকার স্বীয় মত বিবৃত করেছেন। তাঁর মত এই যে, - স্ত্রীজাতির প্রয়োগজ্ঞান আছে সেটি ব্যাকরণজ্ঞানহীনের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে উহ করার মতো বা জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে শুভদিন ব্যবহারের মতো। কিন্তু তার মূল ঐ ব্যাকরণ এবং ঐ জ্যোতিষ। স্ত্রীজাতির পক্ষে কামবিদ্যার প্রয়োগজ্ঞানের মূলেও এই কামশাস্ত্রই বর্তমান। দুই চারজনও যদি শাস্ত্র শিক্ষা না করে, তা হ'লে এই প্রয়োগও কালে বিপর্যস্ত হ'য়ে যেতে পারে। ব্যাকরণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিলুপ্ত হ'লে, প্রচলিত উহও বিকৃত ভাব ধারণ করে। বেদশিক্ষার অভাবে বাঙ্গালায় মন্ত্রবিকৃতি হয়েছে। শ্রাদ্ধে একটি মন্ত্র আছে - "অমী মদন্ত পিতরঃ"; অর্থজ্ঞান না থাকায় এক মহামহোপাধ্যায়ের প্রকাশিত পুস্তকে "অমী মদন্তঃ" এই পাঠ হয়। অমী অদস্ শব্দের প্রথমা বহুবচনে সিদ্ধ হয় - তা, -'পিতরঃ' শব্দের বিশেষণ, কাজেই

'মদন্তঃ' 'আহ্লাদযুক্তাঃ' এই সবিসর্গ পাঠই শুদ্ধ ব'লে স্থিরীকৃত হ'ল। কিন্তু ঐ মন্ত্রের একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধস্থানে প্রচলিত উহে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি, তাতে প্রচলিত উহ বাক্য -"অমীমদত পিতা" পূর্বোক্ত অর্থে 'অমী মদন্তঃ' এইরকম পদদ্বয় যদি মূল শাস্ত্রে থাকত তা হলে - উহ স্থলে 'অসৌ মদন্ পিতা' হ'ত, 'পিতা' প্রথমা - একবচনান্ত বিশেষ্য। অদস্ - শব্দের প্রথমার এক বচনে অসৌ হয়, মদন্ - শব্দ প্রথমার একবচন-নিষ্পন্ন, - ঐ দুইটি পিতার বিশেষণ হ'লে - অমীমদত উহ হয় না। অতএব অমীমদন্ত - এটি আখ্যাতপদ, বহুবচনান্ত;অমীমদত একবচনান্ত আখ্যাত পদ। প্রচলিত ব্যবহারের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা শাস্ত্র হতেই বোঝা যায়। অতএব শাস্ত্রজ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় নয়। সেইরকম স্ত্রীজাতির পক্ষেও এই কামশাস্ত্রজ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় নয়। জ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় না হ'লে - অধ্যয়ন আবশ্যক] । ৯।

মূল। তথাশ্বারোহা গজারোহাশ্চাশ্বান্ গজাংশ্চানধিগতশাস্ত্রা অপি বিনয়ন্তে।। ১০।।

অনুবাদ। সেইরকম (অশ্ব ও গজশিক্ষাশাস্ত্রে বর্ণনা আছে বলেই) প্রয়োজনীয় অশ্বারোহী এবং গজারোহী (মাহুত) অশ্বশিক্ষা-শাস্ত্র ও গজশিক্ষা-শাস্ত্র পাঠ না করলেও পরম্পরাক্রমে তার মর্ম জেনে অশ্ব ও হস্তীকে আয়ত্ত ক'রে থাকে। এইরকম অনধিগতশাস্ত্র হস্তিচিকিৎসক ও অশ্বচিকিৎসক হস্তিশাস্ত্রে ও অশ্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকদের মুখ থেকে শুনে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুদের পোষণ ও দমন কার্যাদি ক'রে থাকেন।]।১০।

মূল। তথাস্তি রাজেতি দূরস্থা অপি জনপদা ন মর্যাদামতিবর্তন্তে তদ্বদেতৎ।। ১১।।

অনুবাদ। সেইরকম দণ্ডদাতা রাজা আছেন - এই বিষয় জেনেই জনপদ রাজপ্রাসাদ থেকে দূরস্থ হ'লেও, রাজার শাসনের ভয়ে জনপদবাসীরা রাজাজ্ঞা অতিক্রম করে না। 'এও সেইরকম', অর্থাৎ কামশাস্ত্রের বিদ্যমানতা জেনে, তা না পড়লেও লোক তার ব্যবহার ক'রে থাকে। কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে দুরে অবস্থিত বা কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ঐ শাস্ত্রের মর্যাদা বা প্রয়োগ রক্ষা করে। কামশাস্ত্র আছে জেনে সাধারণ মানুষ ঐ শাস্ত্রের শাসন অমান্য করতে সাহসী হয় না।

[রাজার অস্তিত্ববৎ শাস্ত্রের অস্তিত্ব আবশ্যক, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যতীত শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকে না; সেইরকম কামশাস্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হ'লেও সেই শাস্ত্র-অধ্যয়ন স্ত্রীজাতির মধ্যেও প্রচলিত থাকা আবশ্যক]। ১১।

মূল। সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্রদুহিতরশ্চ।। ১২।।

অনুবাদ। কামশাস্ত্র অধ্যয়নে মার্জিতবুদ্ধি হয়েছেন এমন বহু গণিকা, বহু রাজকন্যা এবং বহু মহামাত্রদুহিতা নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা কামবিদ্যার প্রয়োগে নিপুণ হয়েছেন।

['প্রহত' শব্দের অর্থ 'মার্জিত'। 'মহামাত্র' শব্দের অর্থ - মন্ত্রী, সেনাপতি এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি। 'মহামাত্র' শব্দের অর্থ 'প্রধান হস্তিপক'ও হয়। তাদের দুহিতৃগণ হস্তিনিয়ন্ত্রণ-বিদ্যাতে শিক্ষিত। এই অর্থের আভাস টীকায় আছে] ।১২।

মূল। তস্মাদ্বৈশ্বাসিকাজ্জনাদ্রহসি প্রয়োগং শাস্ত্রমেকদেশং বা স্ত্রী গৃহ্ণীয়াৎ ।। ১৩।।

অনুবাদ। অতএব স্ত্রীলোক বৈশ্বাসিক অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য পাত্রের নিকট থেকে (অর্থাৎ বিশ্বস্ত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের কাছ থেকে) নির্জনে কামশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র অথবা এগুলির আবশ্যক অংশের শিক্ষা ও প্রয়োগবিদ্যা গ্রহণ করবে।

[গণিকাগণ বিশ্বাসপাত্র পুরুষের নিকটেও শিক্ষা করতে পারে। তবে কুলাঙ্গনাগণ বিশ্বাসপাত্র অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের নিকটেই শিক্ষা করবে। এই স্ত্রী-গুরুর কথা ত্রয়োদশ সূত্রে বিবৃত হবে। যে রমণীর শাস্ত্রগ্রহণে সামর্থ্য নেই, তার পক্ষে প্রয়োগমাত্র শিক্ষণীয়, যে রমণী তাতে সমর্থা ও বুদ্ধিমতী তার পক্ষে সমগ্র শাস্ত্রশিক্ষাও কর্তব্য। বুদ্ধির প্রাখর্য তেমন না থাকলে, শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশ শিক্ষা করবে]। ১৩।

মূল। অভ্যাসপ্রযোজ্যাংশ্চ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ।। ১৪।।

অনুবাদ। অভ্যাস এবং প্রয়োগযোগ্য চৌষট্টি প্রকার যোগের অর্থাৎ কলার অভ্যাস কন্যারা নির্জন স্থানে একাকিনী অর্থাৎ আচার্য-নিরপেক্ষা হ'য়ে নিজে নিজেই অভ্যাস করতে পারে।

[যে চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা ১৬ সূত্রে কথিত হবে, সেগুলির মধ্যে যে সব বিদ্যা অভ্যাসসাধ্য এবং কর্মাশ্রিত, যথা - নৃত্যাদি, তা কন্যা একাকিনী লজ্জানিবৃত্তির কারণে নির্জনে অভ্যাস করবে] ।১৪।

মূল। আচার্যস্তু কন্যানাং প্রবৃত্তপুরুষসম্প্রয়োগা সহসম্প্রবৃদ্ধা ধাত্রেয়িকা, তথাভূতা বা নিরত্যয়সম্ভাষণা সখী, সবয়াশ্চ মাতৃস্বসা, বিশ্রব্ধা তৎস্থানীয়া বৃদ্ধদাসী, পূর্বসংসৃষ্টা বা ভিক্ষুকী, স্বসা চ বিশ্বাসসংপ্রয়োগাৎ।। ১৫।।

অনুবাদ। পুরুষশিক্ষার্থীদের পক্ষে আচার্য বা শিক্ষক নিয়োগ সর্বত্রই সুলভ, কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্য কামশাস্ত্রের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আচার্যা নিয়োগ সহজ নয়। এই কারণে বাৎসায়ন বলেন—সাধারণতঃ ছয় রকমের বিশ্বাসযোগ্য নারী কন্যাগণের আচার্যা হতে পারে অর্থাৎ এইসব নারীদের কাছ থেকে কন্যারা কামশাস্ত্র ও তার প্রয়োগবিদ্যা শিক্ষা করতে পারে।—কন্যাদের আচার্যা হবে - পুরুষের সাথে পূর্ব থেকেই সম্প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা যার হয়েছে এবং কন্যার সাথে একত্রে সংবর্ধিতা ধাত্রীকন্যা; পুরুষের সাথে সম্প্রয়োগের ও রমণের অভিজ্ঞতা যার আছে এবং যার সাথে নির্দোষ সম্ভাষণ করা যায় এমন সখী; আগে থেকেই পুরুষসম্প্রয়োগে প্রবৃত্তা সমবয়স্কা মাতৃস্বসা (মাসী); মাতৃস্বসাতুল্যা অর্থাৎ মাসীস্থানীয়া বিশ্বস্তা বৃদ্ধা দাসী (যে বহু বৃত্তান্ত জানে এবং কন্যার কাছে ব'লে তার কাম উদ্রিক্ত করে); যার সাথে আগে থেকেই প্রীতি জন্মেছে (এবং যে বিশ্বস্তা) এমন ভিক্ষুকী (যে দেশভ্রমণে অভিজ্ঞা হওয়ায় কন্যার কাছে নানাপ্রকার কামবিষয় বর্ণনা করে), এবং বিশ্বাসের আস্পদ্ হ'লে জ্যেষ্ঠা ভগিনী (অর্থাৎ এমন জ্যেষ্ঠা ভগিনী যার সামনে বিশ্বাসবশতঃ অন্য পুরুষের সাথে সম্প্রযুক্ত হওয়া যায়)।

[ধাত্রীকন্যা প্রভৃতির নিকটে কন্যাগণের যে শিক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হ'ল, ক্রমনির্দেশানুসারে তা গ্রহণীয়। প্রথম শিক্ষাস্থান ধাত্রীকন্যা, দ্বিতীয় সখী, তৃতীয় সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, চতুর্থ বৃদ্ধা দাসী, পঞ্চম ভিক্ষুকী, এবং ষষ্ঠ জ্যেষ্ঠা ভগিনী। গণিকাও পুরুষের জন্য শিক্ষকসুলভ ব'লে সেসম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ নেই। তবে বিশ্বাসপাত্র ব্যক্তির নিকটেই শিক্ষা করবে। এটি নারীমাত্রের পক্ষেই বিহিত।]। ১৫।

[যে অঙ্গবিদ্যা বা কামসূত্রের অঙ্গশাস্ত্রের কথা এই অধ্যায়ে প্রথম সূত্রেই কথিত হয়েছে, - ১৪শ সূত্রেও 'চাতুঃষষ্টিক' শব্দদ্বারা তার সূচনা হয়েছে, অবসরক্রমে সেই চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা বা **চতুঃষষ্টিকলা** কীর্তিত হচ্ছে—]

মূল। গীতম্, বাদ্যম্, নৃত্যম্, আলেখ্যম্, বিশেষকচ্ছেদ্যম্, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারাঃ, পুষ্পাস্তরণম্, দশনবসনাঙ্গরাগঃ (১-৮); মণিভূমিকাকর্ম, শয়নরচনম্, উদকবাদ্যম্, উদকাঘাতঃ, চিত্রাশ্চ যোগাঃ, মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ, শেখরকাপীড়যোজনম্, নেপথ্যপ্রয়োগাঃ (৯-১৬) ; কর্ণপত্রভঙ্গাঃ গন্ধযুক্তিঃ, ভূষণযোজনম্, ঐন্দ্রজালাঃ, কৌচুমারাশ্চ যোগাঃ, হস্তলাঘবম্, বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরসরাগা-সবযোজনম্ (১৭-২৪) ; সূচীবানকর্মাণি, সূত্রক্রীড়া, বীণাডমরুকবাদ্যানি, প্রহেলিকা,

প্রতিমালা, দুর্বাচকযোগাঃ, পুস্তকবাচনম্, নাটকাখ্যায়িকাদর্শনম্ (২৫-৩২) ; কাব্যসমস্যাপূরণম্, পট্টিকাবেত্রবানবিকল্পাঃ, তর্কুকর্মাণি, তক্ষণং, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদঃ, মণিরাগাকরজ্ঞানম্, (৩৩-৪০) ; বৃক্ষায়ুর্বেদযোগাঃ, মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ, শুকসারিকাপ্রলাপনম্, উৎপাদনে সংবাহনে কেশমর্দনে চ কৌশলম্, অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্, ম্লেচ্ছিতবিকল্পাঃ, দেশভাষাবিজ্ঞানম্, পুষ্পশকটিকা (৪১-৪৮) ; নিমিত্তজ্ঞানম্, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাঠ্যম্, মানসী কাব্যক্রিয়া, অভিধানকোষঃ, ছন্দোজ্ঞানম্, ক্রিয়াকল্পঃ (৪৯-৫৬) ; ছলিতকযোগাঃ, বস্ত্রগোপনানি, দ্যূতবিশেষাঃ, আকর্ষক্রীড়া (৫৭-৬০); বালকক্রীড়নকানি (৬১) ; বৈনয়িকীনাং বৈজয়িকীনাং বৈয়ামিকীনাঞ্চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্ (৬২-৬৪); ইতি চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যাঃ কামসূত্রস্যাবয়বিন্যঃ।।১৬।।

অনুবাদ। গীত, বাদ্য ও নৃত্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশন ও বসনে অঙ্গরাগ (১-৮), মণিভূমিকাকর্ম, শয্যারচনা, উদকবাদ্য, উদকাঘাত, চিত্রযোগ, মাল্যগ্রন্থনপ্রণালী, শেখরকাপীড়যোজন, নেপথ্যপ্রয়োগ (৯-১৬) ; কর্ণপত্রভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্রজাল, কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরসরাগাসবযোজন '(১৭-২৪); সূচীবানকর্ম, সূত্রক্রীড়া, বীণাডমরুকবাদ্য, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বাচকযোগ, পুস্তকবাচন, নাটকাখ্যায়িকাদর্শন (২৫-৩২); কাব্যসমস্যাপূরণ, পট্টিকাবেত্র বানবিকল্প, তর্কুকর্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান (৩৩-৪০), বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি, শুকসারিকাপ্রলাপন, উৎসাদনে সম্বাহনে এবং কেশমর্দনে কৌশল, অক্ষরমুষ্টিকাকথন, ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, দেশভাষাবিজ্ঞান, পুষ্পশকটিকা (৪১-৪৮); নিমিত্তজ্ঞান, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাঠ্য, মানসী-কাব্যক্রিয়া, অভিধানকোষ, ছন্দোজ্ঞান, ক্রিয়াকল্প (৪৯-৫৬); বালক্রীড়নক (৬১), বৈনয়িকী, বৈজয়িনী ও বৈয়ামিকীবিদ্যাবিজ্ঞান (৬২-৬৪)। এই চৌষট্টি প্রকার অঙ্গ বিদ্যা অবয়বী কামসূত্রের অবয়বস্বরূপ।

[(১) গীত - গীত, বাদ্য, নৃত্য ও আলেখ্য (অর্থাৎ চিত্রশিল্প) - এই চারটি বিষয় গন্ধর্বশাস্ত্রে ও চিত্রশাস্ত্রে বিশেষরূপে বিবৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে গীত হ'ল স্বরগ, পদগ, লয়গ ও চেতোঽবধানগ - ভেদে চাররকম।

" স্বরগং পদগং চৈব লয়গমেব চ।
চেতোঽবধানগং চৈব গেয়ং জ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্।।"

(২) **বাদ্য** - ঘন, বিতত, তত ও সুষির এই চাররকমের বাদ্য যথাক্রমে কাংস্য, পুষ্কর, তন্ত্রী ও বেণুর দ্বারা বাদিত হয়।

"ঘনং চ বিততং বাদ্যং ততং সুষিরমেব চ।
কাংস্যপুষ্করতন্ত্রীভি র্বেণুনা বা যথাক্রমম্।।"

(৩) **নৃত্য** - করণ, অঙ্গহার, বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস, সংক্ষেপে নৃত্য এই ছয়প্রকার।

(৪) **আলেখ্য** - চিত্রাঙ্কন।

(৫) **বিশেষকচ্ছেদ্য** - তিলক-কাটা। **বিশেষক** হ'ল ললাটের তিলক;- ভূর্জপত্র কেটে তিলক রচনার প্রথা ছিল। অবশ্য কেবল ভূর্জপত্র নয়, আরও উপকরণ ছিল। ললাটের তিলক প্রধান ব'লে তার নামই এখানে আছে। ফলতঃ এই যে কলা, এর ব্যাপকনাম **'পত্রচ্ছেদ্য'**। কেবল ললাটে নয়, - কপোলে ও স্তনপ্রভৃতিতে এই 'পত্রচ্ছেদ্য' রচিত হত। পত্রবৎ আকৃতিযুক্ত কুঙ্কুমাদির দ্বারা অঙ্কিত তিলকও পত্রচ্ছেদ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল; - এই শিল্প অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করেছিল। প্রসিদ্ধ কলাকুশল বৎসরাজ এই তিলক রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। (৬) **তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার** - অখণ্ড তণ্ডুল দ্বারা পদ্মাদিরচনা, বিনাসূত্রে কুসুমাবলীর দ্বারা ভূতলে লতাপ্রতাননির্মাণ, তণ্ডুলাদিচূর্ণদ্বারা মণ্ডলরচনা, কুসুমরসে তার রঞ্জন, - এই সব শিল্প এরই অন্তর্গত। (৭) **পুষ্পাস্তরণ** - পুষ্প দ্বারা শয্যা-রচনাশিল্প। ফুল ছড়িয়ে দিলেই শয্যারচনা হয় না। এমন কৌশলে এই পুষ্প বিন্যাস করা হ'ত, যা দেখলে, শুভ্রবসনচ্ছাদিত এবং উপধানযুক্ত পুরু বিছানা ব'লে বা নানাবর্ণের উৎকৃষ্ট গালিচা ব'লে ভ্রম হত। (৮) দশনরঞ্জন, বসনরঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জনশিল্প, এককথায় যা **রঞ্জনশিল্প** নামেই অভিহিত। (৯) **মণিভূমিকাকর্ম** - ঘরের মেঝে মণিময় করবার অর্থাৎ মুক্তা বা মরকতাদি মণিদ্বারা শীতল মেঝে তৈয়ার করবার শিল্প ; মর্মর প্রস্তরের মেঝে সকলেই দেখেছেন - সেই দৃষ্টান্তে মণির মেঝে বুঝে নিতে হবে। (১০) **শয়ন-রচন** - শয্যারচনা;অনুরক্ত, বিরক্ত ও উদাসীন সঙ্গমেচ্ছুক পাত্রভেদে ও গ্রীষ্মবর্ষাদিভেদে বিভিন্ন প্রকার শয্যা রচনার বিধান। (১১) **উদকবাদ্য** - জলে করতাড়নাদির দ্বারা তা থেকে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনির মতো বাদ্য উৎপাদন। (১২) **উদকাঘাত** - করতলদ্বয় পিচকারির মতো ক'রে তার দ্বারা অন্যের গায়ে জলক্ষেপ। এই নিক্ষিপ্ত জলধারার স্থিরলক্ষ্যতা, বেগাধিক্য বা দূরগামিত্বের তারতম্যে এই শিক্ষার উৎকর্ষ - অপকর্ষ স্থির হয়।

(১৩) **চিত্রযোগ** - বিবিধপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং ঔষধ, যার দ্বারা যুবাকে নারীসঙ্গমে অসমর্থ করা যায় এবং কৃষ্ণকেশকে শুক্লকেশে পরিণত করা যায় ইত্যাদি। এগুলি ঔপনিষদিক - অধিকরণে বিবৃত হবে, কিন্তু **কুচুমার** নিজগ্রন্থে এই সকল যোগের কথা না লেখায় কৌচুমারযোগমধ্যে এ সব অন্তর্ভূত হয় না। (১৪) **মাল্যগ্রথনবিকল্প**, - বিবিধ প্রকার 'মালা গাঁথা' শিল্প। (১৫) **শেখরকাপীড়যোজন**, - শিখাস্থানে দোদুল্যমান মাল্য হ'ল 'শেখরক', মণ্ডলাকারে শিরোবেষ্টন-মাল্য 'আপীড়'; এই দ্বিবিধ মাল্যদ্বারা নাগরককে সজ্জিত করাই একটা শিল্প। (১৬) **নেপথ্য-প্রয়োগ**, - দেশকাল ও পাত্রবিবেচনায় উপযুক্ত বস্ত্র, মাল্য, আভরণ প্রভৃতি শরীরশোভার জন্য যথাযথরূপে সন্নিবেশ। (১৭) **কর্ণপত্রভঙ্গ** - হাতীর দাঁত, শাঁখ প্রভৃতির দ্বারা পত্রাকৃতি কর্ণাভরণ-রচনা। (১৮) **গন্ধযুক্তি** - পাকা চুলের 'কলপ', সুগন্ধ দ্রব্যনির্মাণ ইত্যাদি গন্ধযুক্তির অন্তর্গত; বৃহৎসংহিতার ৭৭ অধ্যায়ে গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তার মর্মার্থ এই যে, এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাত শ কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতপ্রণালী এই গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। বৃহৎসংহিতাতে কোন্ গন্ধের কত ভাগ মিলিয়ে এই গন্ধ-সমূহের সৃষ্টি, তার পরিষ্কার হিসাব আছে। (১৯) **ভূষণযোজন** - মুক্তাবলী প্রভৃতি বন্ধনযুক্ত অলঙ্কারে মণিযোজনা ; বলয়-মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার-নির্মাণ ও তার বিন্যাস। (২০) **ঐন্দ্রজাল** - ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রভাবে বিবিধপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন। (২১) **কৌচুমার** - কুচুমার-নামক তন্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত। সুভগঙ্করণাদি যোগ, সৌন্দর্যাদি বৃদ্ধির উপায়প্রয়োগ। কুরূপাকে সুরূপারূপে ও সুরূপাকে কুরূপারূপে দেখানো, বিরক্তকে অনুরক্ত করা প্রভৃতি। (২২) **হস্তলাঘব** (হাত সাফাই)- তার ফলে ঘুঁটিবাজি, তাস-উড়ান প্রভৃতি ঘটানো। অলক্ষ্যে খুব তাড়াতাড়ি হাত সঞ্চালন ক'রে বস্তুর পরিবর্তন করা। (২৩) **বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া ও (২৪) পানক-রসরাগাসব-যোজন**। টীকাকার বলেন, - এদুটি নামতঃ ভিন্ন হলেও একই জাতীয় কলা ; সর্ববিধ পানাহার প্রস্তুতের উপদেশ এই কলাতে আছে। কিন্তু একই কলা দুই ভাগে বিভক্ত; **প্রথমভাগ** - ব্যঞ্জন, শাক, ঝোল (যূষ), মিষ্টান্ন, অন্ন-পিষ্টকাদি (ভক্ষ্যবিকার) প্রস্তুত-বিষয়ের এবং **দ্বিতীয়ভাগ**, সরবৎ (পানক), সির্কা (রস), চাটনি (রাগ) এবং বিবিধ সুস্বাদু আসব প্রভৃতি পানীয় প্রস্তুত বিষয়ের উপদেশে পূর্ণ। প্রথম প্রকার পানাহার পাক-সাপেক্ষ, দ্বিতীয় প্রকার পানাহার পাকনিরপেক্ষ, এই কারণে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ হয়েছে। টীকাকার ২৩ ও ২৪ সংখ্যা দুটিকে এক ধরে নিয়ে দুটিকে ২৩ সংখ্যার অন্তর্গত করেছেন পরে ৫২ সংখ্যার—'মানসীকাব্যক্রিয়া' নামক কলাটিকে ৫২—'মানসী' এবং ৫৩—'কাব্যক্রিয়া' এই দুটিকে পৃথক কলা ধরে নিয়েছেন এবং তাতে ৬৪ কলা সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। (২৪) **সূচীবানকর্ম** - সূচীর দ্বারা যে সন্ধানকরণ অর্থাৎ জোড়া দেওয়া,

তাকে 'সূচীবানকর্ম' বলা হয়। তা তিনপ্রকার - **সীবন** (জামা প্রভৃতি পোষাকের সেলাই), **উতন** - রিপুকরা; ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশ যোজনা; **বিরচন** - কাঁথা, লেপ, তোষক প্রভৃতির সূচীকম; কাপড়ে ফুল কাটা প্রভৃতিও 'বিরচন'-মধ্যে গৃহীত হয়েছে। (২৫) **সূত্র-ক্রীড়া** - সূত্র সম্পর্কে বাজি, মুখ দিয়ে বিবিধ সূত্র বাহির করা; সূত্র দগ্ধ ক'রে অদগ্ধসূত্র প্রদর্শন ইত্যাদি। অথবা সুতো দিয়ে কাপড়ের উপর পশু-পাখী, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণকৌশল। (২৬) **বীণাডমরুকবাদ্য**— বীণা ও ডমরুর মতো বাদ্যধ্বনি কণ্ঠ ও মুখের সাহায্যে করবার কৌশল। এখানে 'ডমরুক' এই যে ক-প্রত্যয়, তাও কৃত্রিমতার দ্যোতক। টীকাকার বলেন, - প্রকৃত বীণা-বাদ্য ও ডমরু-বাদ্য বাদ্য নামক দ্বিতীয়কলার অন্তর্গত হলেও প্রাধান্য হেতু পুনর্গ্রহণ। (২৭) **প্রহেলিকা** - হেঁয়ালি-রচনা ও পুরাতন হেঁয়ালি-অভ্যাস। (২৮) **প্রতিমালা**, - দুই জনে ছড়া-কাটাকাটি। টীকায় আছে - এক ব্যক্তির ছড়ার শেষ অক্ষর, অন্য ব্যক্তির ছড়ার প্রথম অক্ষর হবে - এইরকম যোজনা আবশ্যক। অন্ত্যাক্ষরী-প্রতিযোগিতার কৌশল। (২৯) **দুর্বাচক-যোগসমূহ**— দুরুচ্চারণীয় শব্দ ও দুর্বোধ্য অর্থযুক্ত শ্লোকাদি-ব্যবহার। যেমন, দণ্ডীর কাব্যদর্শে—

দংষ্ট্রাগ্রদ্ধ্যাং প্রাগ্ যোহত্রাঙ্ক্ষামস্বন্তঃস্থামুচ্চিক্ষেপ।

দেবধ্রুট্ ক্ষিদ্ধ্যাত্বিক্ স্তত্যো যুষ্মান্ সোহব্যাৎ সর্পান্ কেতুঃ।।

—এই শ্লোকটির উচ্চারণ ও বর্ণ দুটিই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যপার। (৩০) **পুস্তকবাচন** - কাব্য-নাটকাদির শৃঙ্গারাদি-রসের অপেক্ষানুসারে অর্থাৎ শ্রোতা - দর্শক প্রভৃতির মনে উপযুক্ত রসভাব প্রভৃতির উদ্রেকের জন্য উপযুক্ত স্বরবিন্যাসপূর্বক বাচন অর্থাৎ পাঠ। যেমন, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে—দ্রংষ্ট্রাগ্রদ্ধ্যাং প্রাগ্যো' দ্রাক্ষ্মামস্বন্তঃ—স্থামুচ্চিক্ষেপ। দেবধ্রীট্ক্ষিদ্ধ্যতিক্স্তত্যো যুষ্মান্সোহব্যাৎসর্পান্ কেতুঃ।।—এই শ্লোকটির উচ্চারণ ও অর্থ দুটিই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার (৩১) **নাটকাখ্যায়িকা-দর্শন** - নাটকের অভিনয় ও আখ্যায়িকার্থের নিপুণভাবে বর্ণনা। 'দর্শন' শব্দ (দৃশ + ণিচ্ + অনট্ -) 'জ্ঞাপন' অর্থে প্রযুক্ত। টীকাকার বলেন, - নাটক ও আখ্যায়িকার শ্রবণ-দর্শনের অভিজ্ঞতাই এই কলা। (৩২) **কাব্যসমস্যা-পূরণ** - কাব্যের এক অংশ একজন বললেন, সেই অংশটিকে নিয়ে একটি পূর্ণ শ্লোক রচনা একপ্রকার সমস্যাপূরণ। যেমন, কাব্যাদর্শে - 'আশ্বাসঞ্জনয়তি রাজমুখ্যমধ্যে' এই পাদটি সম্বন্ধে বক্তব্য হ'ল - এটি মহাভারতের উদ্যোগপর্বের বিষ্ণুযান-বিষয়ক শ্লোকাংশ; এটিকে অববম্বন ক'রে অন্য তিনটি পাদের দ্বারা পূরণ করতে হবে। এটি একটি সমস্যা। তিনটি পাদ যোগ ক'রে এইভাবে সম্পূর্ণ শ্লোক রচিত হ'ল -

"দৌত্যেন দ্বিরদপুরং গতস্য বিষ্ণো

বন্ধার্থং প্রতিবিহিতস্য ধার্তরাষ্ট্রৈঃ।

রূপাণি ত্রিজগতি ভূতিমন্তি রোষাৎ
'আশ্বাসঞ্জনয়তি রাজমুখ্যমধ্যে'।।"

- এখানে বিষ্ণুকে বন্ধনের জন্য দুর্যোধন প্রভৃতির মিলিত হ'য়ে মন্ত্রণা করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই মন্ত্রণা করার সময় বিষ্ণু রাজমুখ্যমধ্যে দৌত্যকর্ম সম্পন্ন করার জন্য হস্তিনাপুরে এসেছিলেন। তিন লোকে তাঁর যে সব ভূতিমান দেহ বিরাজিত ছিল, তা সেখানে 'আশু' (অর্থাৎ শীঘ্র) 'আসন্' অর্থাৎ হয়েছিল। অর্থাৎ বিষ্ণুর বিশ্বরূপ প্রকটিত হয়েছিল। এইসব 'প্রহেলিকা' বাক্যের কৌশল বিশেষভাবে প্রকাশ করে ব'লে 'কলা' পদবাচ্য। (৩৩) **পট্টিকা-বেত্রবানবিকল্পসমূহ,** - বান অর্থাৎ বন্ধন; পট্টিকা-বেত্র; অর্থাৎ পট্টিকারূপে পরিণত বেত্র; বেতের ছাল, তার বাঁধন; পট্টিকার বাঁধন ও বেতের বাঁধন; তা থেকে পাটি, খাটিয়া, মোড়া, ধামা ইত্যাদি রচিত হয় ('preparing mats and chairs with cane')। (৩৪) **তর্কুকর্ম** - 'টেকো' ও কুন্দ-যন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত ও কোঁদান বা পালিশ করা। (৩৫) **তক্ষণ** - ছুতোরের কাজ। (৩৬) **বাস্তুবিদ্যা** - স্থাপত্য বা গৃহনির্মাণের কাজ। (৩৭) **রূপ্যরত্নপরীক্ষা** - ধাতব মুদ্রাদির কৃত্রিমতা-অকৃত্রিমতাদি-পরীক্ষা, ও রত্ন পরীক্ষা অর্থাৎ মুক্তা-হীরকাদি-রত্নের উৎকর্ষাপকর্ষ ও মূল্যাদি-পরীক্ষা। (৩৮) **ধাতুবাদ** - স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুর ঢালাই, শোধন ও যোজনা, মৃত্তিকা-প্রস্তর প্রভৃতির পরিজ্ঞান ও সংযোজনশিক্ষা। (৩৯) **মণিরাগাকরজ্ঞান** - স্ফটিকাদিমণিরঞ্জন ও আকর-বিজ্ঞান; শুক্র, স্ফটিক প্রভৃতি মণিতে কৃত্রিম উপায়ে রক্তাদিবর্ণ-যোজন এবং খনিবিদ্যা। (৪০) **বৃক্ষায়ুর্বেদ-যোগ** -গৃহোদ্যানাদিতে বৃক্ষচিকিৎসা ও বৃক্ষ-রোপণাদি বিদ্যা। (৪১) **মেষ-কুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি** - মেষযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ ও লাবকযুদ্ধ। মেষযুদ্ধ - মেড়ার লড়াই ; মুরগীর - কুঁকুড়ার লড়াই। লাবক হ'ল লাওয়া পাখী। মেষ ও কুক্কুট-যুদ্ধ ভূমিতে হয়, লাবকযুদ্ধ আকাশে। দুইজন কলাবিৎ যুদ্ধ-শিক্ষিত নিজ নিজ মেষ, কুক্কুট বা লাবককে যুদ্ধে নিয়োজিত করে, - জেতৃপক্ষের অধিস্বামী পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। (৪২) **শুক-সারিকা-প্রলাপন** - শুক, সারিকা প্রভৃতি পাখীদের মানুষের ভাষায় পড়ান এবং তাদের দ্বারা দৌত্য-কার্য-সম্পাদন-কৌশল। (৪৩) **উৎসাদনে** (পাদদ্বারা মর্দনে), **সম্বাহনে** (অঙ্গমর্দনে) এবং **কেশ-মর্দনে** কৌশল, অথবা, **উৎসাদন** (অঙ্গ-সংবাহন অর্থাৎ গা-টেপা), **কেশমর্দন** বেণী-বন্ধন প্রভৃতি। টীকাকার বলেন, - চরণদ্বারা পৃষ্ঠাদি-মর্দন হ'ল উৎসাদন, আর করদ্বয় দ্বারা মাথায় যে তৈলাভ্যঙ্গ দান তা **কেশ-মর্দন**। (৪৪) **অক্ষরমুষ্টিকাকথন** - অক্ষরগোপন; অর্থাৎ অক্ষরের সাঙ্কেতিক বিন্যাস। এবং অক্ষরের ইঙ্গিত অর্থাৎ অঙ্গুলি - সঙ্কেতে বক্তব্য বোঝানো। (৪৫) **ম্লেচ্ছিত-বিকল্প** - সাধুশব্দ-রচিত বাক্যের বর্ণ-বৈপরীত্যে দুরূহতা-সম্পাদন, এটি গূঢ়বিষয় জানাবার সঙ্কেত বিশেষ। (৪৬) **দেশভাষা-বিজ্ঞান** - নানা দেশীয় ভাষা জ্ঞান। (৪৭) **পুষ্পশকটিকা** - পুষ্পময়

শকটনির্মাণ-কৌশল। টীকাকার বলেন, - পুষ্পার্থ ক্ষুদ্র শকট-রচনা। (৪৮) **নিমিত্ত-জ্ঞান** - শুভাশুভনিমিত্ত-পরিজ্ঞান, হাঁচি, টিক্‌টিকি প্রভৃতির লোক ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ; (৪৯) **যন্ত্রমাতৃকা** - যন্ত্রপরিচালন, যথা **বিশ্বকর্ম-শাস্ত্র**। (৫০) **ধারণমাতৃকা** - অধীতগ্রন্থের স্মৃতি ও ধারণা যে উপায়ে হয় তার নির্দেশ। (৫১) **সংপাঠ্য** - সহযোগে পঠন অর্থাৎ বিনা পুস্তকে কে কতদূর আবৃত্তি করতে পারে তার নির্ণয়ার্থ একযোগে গ্রন্থ-আবৃত্তি। (৫২) **মানসী** - একব্যক্তি মনে মনে একটি পদ বা পদার্থ চিন্তা ক'রে কোনো কলাবিদ্‌কে বলেছিল - আমার মানসিক পদ বা ভাব নিয়ে আপনি কবিতা রচনা করুন। কলাবিৎ তা করেন। মানসী দ্বিবিধ - দৃশ্যবিষয়া, অদৃশ্যবিষয়া। পদ্মোৎপলাদি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক দেখে যথাযথ তার পাঠোদ্ধার দৃশ্যবিষয়া ; শ্রুতমাত্রই কবিতার যে যথাযথ পাঠ তা অদৃশ্যবিষয়া, এটি আকাশমানসী নামেও খ্যাত। (৫৩) **কাব্যক্রিয়া** - কাব্যক্রিয়ার অর্থ কাব্য-রচনা। [**মানসীকাব্যক্রিয়া**-কে একটি সমাসবদ্ধ পদ গ্রহণ ক'রে অর্থ করা যায় 'বিক্ষিপ্ত নানা অক্ষর ও শব্দ দিয়ে শ্লোক রচনা'। একে একপদ ধরলে ২৩নংএ পঠিত 'বিচিত্রশাকযূষ—' ও 'পানকরস—' এই দুটিকে ভিন্ন কলা ব'লে ধরতে হবে। তা না হ'লে ৬৪ সংখ্যার সাথে সঙ্গতি থাকবে না।] (৫৪) **অভিধানকোষ** - বিবিধ অভিধান-গ্রন্থজ্ঞান, প্রচলিত অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থজ্ঞান, যেমন, 'উৎপলমালা' নামক গ্রন্থ। (৫৫) **ছন্দোজ্ঞান** - বিবিধ ছন্দে শব্দ-যোজনা-সামর্থ্য। টীকাকার বলেন, - পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞান। কিন্তু সেই ছন্দঃ বেদের অঙ্গবিদ্যা, তাকে কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যার মধ্যে নিবিষ্ট করা উচিত মনে হয় না। (৫৬) **ক্রিয়াকল্প** - কাব্যবচনায় সামর্থ্য। টীকাকার বলেন, - কাব্যালঙ্কার। কাব্যরচনাসামর্থ্য হতেই অলঙ্কারাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; নতুবা কাব্যালঙ্কার বললেও রসভাব ইত্যাদিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তা যদি ঐ পদ দ্বারাই প্রাপ্ত ব'লে মনে করতে হয়, তা হ'লে কাব্যরচনা-সামর্থ্য থেকেই অলঙ্কারাদি-জ্ঞানের গ্রহণে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। দৃশ্য ও শ্রব্য দ্বিবিধ কাব্য-রচনাই 'ক্রিয়া-কল্প' কলার অন্তর্গত। (৫৭) **ছলিতকযোগ** - অন্যকে বঞ্চনের জন্য রূপান্তর-গ্রহণাদি কৌশল, বহুরূপী সাজা ইত্যাদি। (৫৮) **বস্ত্র-গোপন** - (ক) এমন ভাবে বস্ত্র পরিধান করা হত - যাতে লজ্জাস্থান সংবৃতই থাকত, এবং ঐ বস্ত্র ধ'রে টানাটানি করলেও ঐ লজ্জাস্থান প্রকাশিত হত না, (খ) ছিন্ন বস্ত্রের অছিন্নবৎ ধারণ, (গ) দীর্ঘবস্ত্রকে ক্ষুদ্রবস্ত্রবৎ সঙ্কুচিতভাবে রক্ষা ইত্যাদি। (৫৯) **দ্যূত-বিশেষ** - বিবিধ 'পরমুঠ' 'প্রেমারা' প্রভৃতিপ্রসিদ্ধ। পূর্বে রাজকীয় দ্যূত-বিভাগ ছিল, তার পারিপাট্য বড় অল্প ছিল না। (৬০) **আকর্ষক্রীড়া** - দাবা-ব'ড়ে, পাশা খেলা ইত্যাদি। (৬১) **বালক্রীড়নক** - কন্দুক-ক্রীড়া, পুত্তলিকা-ক্রীড়া (ঘুঁটি-খেলা, পুতুল-খেলা) ইত্যাদি। (৬২) **বৈনয়িকী** - বিনয়াচার বিষয়ে শিক্ষা;আবার এটি

একরকমের বিদ্যা যার দ্বারা হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি দুর্দান্ত জন্তুকে বিনীত করা যায়। (৬৩) **বৈজয়িকী** - বিজয়ার্থ ক্রিয়মাণ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বিধানের প্রয়োগ এবং যুদ্ধচর্যা, ও (৬৪) **বৈয়ামিকী** (ব্যায়ামিকী) ব্যায়ামার্থ ক্রিয়া, মৃগয়াদি এবং ডন-ফেলা, মুগুর-ভাঁজা ইত্যাদি বিদ্যায় জ্ঞান আবশ্যক। অতএব সর্বসাকল্যে কামসূত্রে **চৌষট্টি প্রকার অঙ্গবিদ্যা** বা কলা]।১৬।

মূল। পাঞ্চালিকী চ চতুঃষষ্টিরপরা। তস্যাঃ প্রয়োগানন্ববেত্য সাম্প্রয়োগিকে বক্ষ্যামঃ। কামস্য তদাত্মকত্বাৎ।। ১৭-১৯।।

অনুবাদ। অন্যপ্রকার চৌষট্টি রকম কলা আছে, তার নাম **পাঞ্চালিকী** অর্থাৎ পাঞ্চাল দেশে প্রচলিত।

সেই পাঞ্চালিকী কলা বা অঙ্গবিদ্যার বিষয় যথাযথভাবে অনুসরণ ক'রে সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে তার প্রয়োগবিষয় বর্ণনা করা হবে।

পাঞ্চলিকী চৌষট্টি রকম বিদ্যা কামকলার অঙ্গবিদ্যা-স্বরূপ হওয়ায় সাংপ্রয়োগিক অধিকরণেই তার উপদেশ যুক্তিযুক্ত।

[কামসূত্রের যে চৌষট্টি অঙ্গবিদ্যা বা কলা কথিত হ'ল, তা ছাড়া কামসূত্রে আরও চৌষট্টি অঙ্গবিদ্যা আছে, তাদের সাধারণ সংজ্ঞা **পাঞ্চালিকী**। এই পাঞ্চালিকী সংজ্ঞার কারণ-নির্দেশ নিঃসংশয়রূপে করা যায় না। কামসূত্রাচার্য বাভ্রব্য পাঞ্চালদেশীয় ছিলেন তাই, ঐ চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা যদি তাঁর দ্বারা কথিত হয়, তা হ'লে তার পাঞ্চালিকী সংজ্ঞা হওয়া যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর পাঞ্চাল দেশে সেই সকল বিদ্যা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় ব'লেও পাঞ্চালিকী-সংজ্ঞা হতে পারে।

এ স্থানে যে গীত বাদ্য প্রভৃতি **চৌষট্টি অঙ্গবিদ্যার** উদ্দেশমাত্র কথিত হ'ল, তার কারণ, বহুগ্রন্থে এই সকল অঙ্গবিদ্যারই নির্দেশ আছে। এ অঙ্গবিদ্যা পাঞ্চালিকী অঙ্গ বিদ্যারও অঙ্গ-স্বরূপ, এই জন্য সাধারণ অধিকরণে তার উপদেশ প্রদত্ত হ'ল। সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে কামের উন্মুক্ত আকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে; তার অন্তরঙ্গ যে পাঞ্চালিকী বিদ্যা, তার সেই অধিকরণেই যোগ্য স্থান। এই জন্য সেই স্থানেই তা বলা হবে]।১৭-১৯।

মূল। আভিরভ্যুচ্ছ্রিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।
লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি।। ২০।।

অনুবাদ। এই সব কলা-র ফল সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—এই চৌষট্টি কলায়

সুশিক্ষিতা সুশীলা রূপবতী গুণবতী বেশ্যা 'গণিকা' নামে অভিহিতা হয়ে থাকে এবং জনসমাজে সকলের প্রশংসা অর্জন করতে পারে। ।২০।

মূল। পূজিতা সা সদা রাজ্ঞা গুণবদ্ভিশ্চ সংস্তুতা।

প্রার্থনীয়াঽভিগম্যা চ লক্ষ্যভূতা চ জায়তে।। ২১।।

অনুবাদ। গণিকা রাজার কাছে সর্বদা সম্মানিতা হয়। গুণবান্ নায়কগণ তার প্রশংসা করেন, ঐ গণিকা তাঁদের সর্বদা লক্ষ্যবিন্দু হ'য়ে থাকে; আর সেই গণিকাই গুণবান্ নায়কগণের প্রার্থনীয়া এবং অভিগম্যা হয়। ২১।

মূল। যোগজ্ঞা রাজপুত্রী চ মহামাত্রসুতা তথা।

সহস্রান্তঃপুরমপি স্ববশে কুরুতে পতিম্।। ২২।।

অনুবাদ। রাজকন্যা ও মহামাত্রদুহিতা গীত-বাদ্যাদি উপরি উক্ত কলা-প্রয়োগে অভিজ্ঞা হ'লে অন্তঃপুরস্থিত সহস্র নারীর মধ্যে অভিরমণকারী নিজ স্বামীকে তিনি বশীভূত করতে পারেন। ২২।

মূল। তথা পতিবিয়োগে চ ব্যসনং দারুণং গতা।

দেশান্তরেঽপি বিদ্যাভিঃ সা সুখেনৈব জীবতি।। ২৩।।

অনুবাদ। আর এই কলাকুশলী নারী পতিবিয়োগে অর্থাৎ বিধবাদশা প্রাপ্ত হ'লে অথবা, দারুণ বিপদে পতিত হ'লে অথবা, ঘটনাচক্রে নিজেই দেশান্তরস্থ হ'লে এই গীত-বিদ্যাদি কলাবিদ্যা-প্রভাবে সুখে জীবিকা - নির্বাহ করতে সমর্থ হয়। ২৩।

মূল। নরঃ কলাসু কুশলো বাচালশ্চাটুকারকঃ।

অসংস্তুতোঽপি নারীণাং চিত্তমাশ্বেব বিন্দতি।। ২৪।।

অনুবাদ। (পুরুষের সম্বন্ধেও বলা হচ্ছে যে—) কলাকুশল পুরুষ বাগ্মী ও প্রিয়ভাষী হ'লে (চাটুকলায় নিপুণ হ'লে) নারীগণের অসংস্তুত অর্থাৎ অপরিচিত হ'য়েও অবিলম্বে রমণীগণের মনোহরণ করতে পারেন।। ২৪।।

মূল। কলানাং গ্রহণাদেব সৌভাগ্যমুপজায়তে।

দেশকালৌ ত্বপেক্ষ্যাসাং প্রয়োগঃ সম্ভবেন্ন বা।। ২৫।।

অনুবাদ। কলাবিদ্যাশিক্ষামাত্রই (স্ত্রী ও পুরুষের) সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু দেশ-কাল বিবেচনায় এই সকল কলার প্রয়োগ হবে অথবা হবে না। কারণ, এই সব কলার

সুফল সকল সময়েই উপযুক্ত স্থান এবং উপযুক্ত সময়ের উপর নির্ভর করে।২৫।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে
বিদ্যাসমুদ্দেশস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।
প্রথম অধিকরণের 'বিদ্যাসমুদ্দেশ'-নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

প্রথমমধিকরণম্ ঃ সাধারণম্

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

নাগরকবৃত্তম্

[নাগরকের অর্থাৎ নগরবাসী বিদগ্ধজনের বিশিষ্ট বৃত্তির বা কর্মের নিরূপণ। নগরবাসী ব্যক্তিকে 'নাগর' বলা হয়, কিন্তু নগরে বাস ক'রে যিনি নগরের সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে সুপরিচিত হন এইরকম নগরবাসী ভদ্রজনকে 'নাগরক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।]

মূল। **গৃহীতবিদ্যঃ প্রতিগ্রহজয়ক্রয়নির্বেশাধিগতৈঃ অর্থৈরন্বয়াগতৈঃ উভয়ৈর্বা গার্হস্থ্যম্ অধিগম্য নাগরকবৃত্তং বর্তেত।। ১।।**

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় বিদ্যাগ্রহণান্তে গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হ'য়ে নাগরক অর্থাৎ নগরের অধিবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক প্রতিগ্রহ, বিজয়, ক্রয় এবং নির্বেশ (ভৃতি বা চাকরী) দ্বারা অর্জিত অর্থ বা পিতৃ-পিতামহাদি-ক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ, এই উভয়বিধ অর্থে নাগরকবৃত্তের অনুবর্তন করবে।

[প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ-অর্জন ব্রাহ্মণের, শস্ত্রাদিপ্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধে বিজয়ের দ্বারা অর্থ-অর্জন ক্ষত্রিয়ের, ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ-অর্জন ব্যবসায়ে কুশল বৈশ্যের এবং চাকুরীর দ্বারা অর্থ-অর্জন শূদ্রের নাগরকবৃত্ত অনুসরণের যোগ্যতা আসে। 'ক্রয়' শব্দের অর্থ - 'বাণিজ্য'। বাৎস্যায়নের বক্তব্য এই যে প্রথমেই বিদ্যাগ্রহণ প্রয়োজন, তাহলেই নাগরকজীবন পালনে যোগ্যতা জন্মায়। আবার কেবলমাত্র শিক্ষিত হলে, কিন্তু অর্থ-উপার্জন করলে বা অর্থ না থাকলে নাগরকরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। সে কারণে, অর্থলাভের জন্য চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন জরুরী। এইজন্য প্রতিটি বর্ণের মানুষের অর্থোপার্জনের উপায়গুলির কথা বলা হয়েছে। যারা পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করবে, তাদেরও নিজ নিজ বর্ণগত বিদ্যা আয়ত্ত করে অর্থোপার্জন করতে হবে।]।১।

মূল। **নগরে পত্তনে খর্বটে মহতি বা সজ্জনাশ্রয়ে স্থানম্।। যাত্রাবশাদ্ বা।। ২-৩।।**

অনুবাদ। নগর, পত্তন, খর্বট অথবা তার থেকে মহৎ সজ্জনাধিষ্ঠানে নাগরক

অবস্থান করবে। অথবা, যেখানে থাকলে শরীরযাত্রা নির্বাহ হয় সেখানেই বাস করবে।

[আট শ' গ্রামে হয় একটি **নগর** এবং নগরমধ্যে স্থিত রাজধানীর নাম '**পত্তন**'। দুই শ' গ্রামে এক '**খর্বট**' হয় ; পত্তন থেকে বড় সজ্জনাধিষ্ঠান চারশ' গ্রামে হয়ে থাকে, তার পারিভাষিক নাম '**দ্রোণমুখ**'। টীকাকার বলেন - '**সজ্জনাশ্রয়**' এই শব্দটি নগর, পত্তন, খর্বট ও মহৎ এই প্রত্যেকেরই বিশেষণ। মহৎ শব্দের অর্থই 'দ্রোণমুখ'। আট শ' গ্রামে এক নগর ইত্যাদির ভাবার্থ এই - যত লোকে এবং যতটা স্থানে এক গ্রাম হয়, তার আট শত গুণ স্থান ও লোক নিয়ে এক নগর হয়। এই নগরাদির সন্নিবেশ-প্রণালী কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আছে। নগরে, পত্তনে, খর্বটে অথবা প্রসিদ্ধ সজ্জনাশ্রয়ে যেখানে সুবিধা মনে করবে, অর্থাৎ যেখানে থাকলে নিজবৃত্তির অনুরূপ অর্থাগমের সুবিধা হয়, সেই স্থানে অবস্থান করবে]২।

মূল। তত্র ভবনম্ আসন্নোদকং বৃক্ষবাটিকাবদ্বিভক্তকর্মকক্ষং দ্বিবাসগৃহং কারয়েৎ।। ৪।।

অনুবাদ। নগরাদির অন্যতম স্থানে গৃহ নির্মাণ করবে (কারণ গৃহ ছাড়া বসবাস সম্ভব নয়; তাই বসবাসের জন্য ভূমি নির্বাচন ক'রে সেখানে বসৎবাড়ী নির্মাণ করতে হবে।) গৃহের নিকটে জল বা জলাশয় থাকবে। যেদিকে জল থাকবে সেখানে বৃক্ষবাটিকা বা বাগানবাড়ী থাকবে;নানারকম কর্মের উপযোগী এক-একটি কক্ষ-বিভাগ থাকবে এবং দুটি বাসগৃহযুক্ত গৃহ করাবে (দ্বিবাসগৃহ = বসার ও শোওয়ার জন্য দুভাগে বিভক্ত দুটি বাসগৃহ থাকবে);একটি বহিঃপ্রকোষ্ঠ, অন্যটি অন্তঃপ্রকোষ্ঠ।৪।

মূল। বাহ্যে চ বাসগৃহে সুশ্লক্ষ্ণম্ উভয়োপধানং মধ্যে বিনতং শুক্লোত্তরচ্ছদং শয়নীয়ং স্যাৎ প্রতিশয্যিকা চ।। ৫।। তস্য শিরোভাগে কূর্চস্থানম্।। ৬।। বেদিকা চ।। ৭।।

অনুবাদ। বহিঃপ্রকোষ্ঠের শয্যা-নির্দেশ—বাইরের বাসগৃহে অতি সুন্দর দুটি বালিশযুক্ত (একটি মাথার ও অপরটি পায়ের দিকে) ও উত্তম গদি-চাদর প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত শয্যা (খাট) থাকবে ; শয্যার মধ্যভাগ ঈষৎ নিম্ন ও উপরের চাদর বিশেষ পরিষ্কৃত ও শুভ্রবর্ণ হবে। (এই উত্তম শয্যাটি নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং এটি যাতে রতিক্রিয়ার ফলে অশুচি না হয়, সেজন্য) এই শয্যার কাছে আর একটি ছোট কিঞ্চিৎ ছোট শয্যা থাকবে (যেটি রতিক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে)। (এইরকম বিধান হ'ল আচারবান্ ব্যক্তিদের জন্য। আর যারা বেশ্যা ও কামুকবর্গ, তারা এক শয্যাতেই উভয় কাজ নির্বাহ করে, তাদের জন্য প্রতিশয্যিকার ব্যবস্থা নেই)। প্রধান শয্যার শিরোদেশে **কূর্চাসন** (অর্থাৎ ইষ্টদেবতার মূর্তিস্থাপনের জন্য একটি কাষ্ঠাসন বা ব্রাকেট

- যা দেওয়ালের গায়ে লম্বমান রাখা হয়) স্থাপন করবে। দেবতার চিত্রপটের নীচে শয্যার সমান উচু এবং এক হাত বিস্তৃত চত্বরযুক্ত চতুরিকা বা টেবিল থাকবে।।৫-৭।।

মূল। তত্র রাত্রিশেষমনুলেপনং মাল্যং সিক্থকরণ্ডকং সৌগন্ধিকপুটিকা মাতুলুঙ্গত্বচস্তাম্বূলানি চ স্যুঃ।।৮।। ভূমৌ পতদ্‌গ্রহঃ।।৯।।

অনুবাদ। উক্ত কাষ্ঠফলকে রাত্রি-ভোগোপযোগী অনুলেপন, মালা, সিক্থকরণ্ডক (মোমদ্বারা নির্মিত পাত্র), সৌগন্ধিক-পুটিকা (গন্ধদ্রব্য রাখবার পাত্র), মাতুলুঙ্গত্বক্ (লেবু বা ডালিমের ছাল) এবং তাম্বূল থাকবে। মাটিতে শয্যার (নিকটে) পতদ্‌গ্রহ অর্থাৎ পিকদান থাকবে। [রাত্রিশেষ অর্থাৎ প্রাতঃকালে উপভোগের জন্য চন্দনাদি অনুলেপন ও সুগন্ধিপুষ্পগ্রথিত মালা থাকবে। শয়নকালে স্বেদ বা ঘাম দূরীকরণের জন্য সুগন্ধিদ্রব্যসমূহ রাখতে হবে। মাতুলুঙ্গত্বক্ অর্থাৎ ডালিম বা লেবুর ছাল ব্যবহৃত হবে মুখের বিরসতা নিরসনের জন্য ও দূষিত বায়ু নিরাকরণের জন্য। নাগরক যাতে সহজে শয্যায় শায়িত অবস্থায় তাম্বূলাদির নিষ্ঠীবন (থুথু) ফেলতে পারে এমনস্থানে ভূমির উপর পিক্‌দান রাখতে হবে।]।।৮-৯।।

মূল। নাগদন্তাবসক্তা বীণা, চিত্রফলকম্, বর্তিকাসমুদ্‌গকঃ, যঃ কশ্চিৎ পুস্তকঃ কুরন্টকমালাশ্চ।। নাতিদূরে ভূমৌ বৃত্তাস্তরণং সমস্তকম্।। আকর্ষফলকং দ্যূতফলকঞ্চ।। তস্য বহিঃ ক্রীড়াশকুনিপঞ্জরাণি।। ১০-১৩।।

অনুবাদ। নাগদন্তে আশ্রিত বা হাতীর দাঁতের কাজ করা বীণা, চিত্রফলক, বর্তিকাসমুদ্‌গক (চিত্রফলক, তূলী ও রং প্রভৃতির পাত্র), যে কোন পুস্তক এবং কুরুন্টকপুষ্পের অর্থাৎ হলুদঝাঁটীফুলের মালা বিলম্বিত থাকবে।

উপরিভাগযুক্ত অর্থাৎ বিছানার কাছে মাথা-রাখার জন্য ব্যবস্থাযুক্ত বৃত্তাকার আসন (চেয়ার) শয্যার অনতিদূরে ভূমিতে থাকবে (এটি উপরে শ্বেতপ্রস্তর এবং নীচে কাঠের কাঠামোযুক্ত গোল টেবিলও হ'তে পারে)।

আকর্ষফলক বা চতুরঙ্গপট্ট অর্থাৎ দাবা খেলার কাঠের ছক, দ্যূতফলক (পাশা খেলার কাঠের ছক্) দেওয়ালকে আশ্রয়ে ক'রে ভূমিতে থাকবে।

গৃহের বহির্ভাগে ক্রীড়াশুক-সারিকা প্রভৃতি পাখীদের পঞ্জর (নাগদন্তে অর্থাৎ হাতীর দাঁতে তৈরী দণ্ডের সাথে লম্বিত) থাকবে।। ১০-১৩।।

মূল। একান্তে চ তক্ষতক্ষণস্থানমন্যাসাং চ ক্রীড়ানাম্।। ১৪।।

অনুবাদ। ঘরের বাইরে নির্জনস্থানে অর্থাৎ বারান্দায় বা বাগানে তর্কুর কাজ ও তক্ষণ কাজের স্থান রাখবে এবং অন্যান্য নারীদের সাথে নাগরকের ক্রীড়া-স্থানও রাখবে।

[তর্কুযন্ত্র হ'ল শাণ, কোঁদাইযন্ত্র ও টেকো প্রভৃতি। তক্ষণস্থান হ'ল কাঠ চেরাই করা ও তা থেকে আবশ্যক দ্রব্য নির্মাণ করার স্থান ; 'a separate place for spinning, carving and such like diversions] ।। ১৪।।

মূল। স্বাস্তীর্ণা প্রেঙ্খাদোলা বৃক্ষবাটিকায়াং সপ্রচ্ছায়া, স্থণ্ডিলপীঠিকা চ সকুসুমেতি ভবনবিন্যাসঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। বৃক্ষবাটিকাতে ফুল ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন অথবা বিচিত্র উত্তম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং প্রকৃষ্ট ছায়াযুক্ত **প্রেঙ্খা-দোলা** থাকবে। সেখানে পুষ্পমণ্ডিত **স্থণ্ডিল-পীঠিকা** অর্থাৎ বাঁধানো বেদী থাকবে। ভবনবিন্যাস উপরিউক্ত প্রকার হবে। [**প্রেঙ্খাদোলা** - হাত দিয়ে সঞ্চালিত করামাত্র যে দোলা দোদুল্যমান হয়, তার নাম প্রেঙ্খাদোলা। আর একপ্রকার প্রেঙ্খাদোলা আছে, তা চক্রদোলা।]।। ১৫।।

মূল। স প্রাতরুত্থায় কৃতনিয়মকৃত্যঃ, গৃহীতদন্তধাবনঃ, মাত্রয়ানুলেপনং ধূপং স্রজমিতি চ গৃহীত্বা দত্ত্বা সিক্থম্ অলক্তকং চ দৃষ্ট্বাদর্শে মুখম্, গৃহীতমুখবাসতাম্বূলঃ কার্যাণ্যনুতিষ্ঠেৎ।। ১৬।।

অনুবাদ। [নাগরকের দিনচর্যা ও রাত্রিচর্যার দিগ্‌দর্শন, যথা]—নাগরক প্রাতঃকালে উত্থান ক'রে মলমূত্রাদি-ত্যাগরূপ নিত্যকর্ম সম্পাদন ও পরে দন্তধাবন ক'রে দেহে চন্দনাদির অনুলেপন দিয়ে এবং চুল ধূপ দিয়ে সুবাসিত ক'রে এবং সুগন্ধিত মালা গ্রহণের পর কিছু পরিমাণে সিক্থ অর্থাৎ মোম এবং অলক্তকরাগ (আল্‌তা) অধরোষ্ঠে যোজনা ক'রে তার পর দর্পণে মুখ দেখে, মুখবাসগুটিকা (things that give fragrance to the mouth) ও তাম্বূল গ্রহণ করবে। তারপর ত্রিবর্গসাধনোপযোগী স্বকার্য (নিত্য কর্ম) সাধনে প্রবৃত্ত হবে।

[নিত্যকর্ম যা বিহিত আছে, তার মধ্যে দন্তধাবন থাকলেও দন্তধাবনের পৃথক্ উল্লেখ কেন হল, এই আশঙ্কা হতে পারে। তার উত্তরে বলা হচ্ছে - ধর্মশাস্ত্রে দন্তধাবনের পক্ষে তিথিবিশেষ নিষিদ্ধ আছে; প্রতিপৎ-চতুর্দশী-অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে অবশ্য দন্তধাবন বর্জনীয়। কিন্তু বিলাসী বাবু প্রতিদিনই দন্তধাবন করবে, কারণ দন্তধাবন না করলে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। এই অংশ কিঞ্চিৎ ধর্মবিরুদ্ধ হ'লেও তার

উপদেশ বিলাসিতার অনুকূলভাবে প্রদত্ত। বাৎস্যায়ন অনেক স্থানেই স্পষ্ট করে বলেছেন, - উপদেশ সর্ব-সাধারণের জন্য। যে ধার্মিক হবে, সে অবাঞ্ছিত উপদেশ গ্রাহ্য করবে না, কিন্তু পৃথিবীর সকলেই ত ধার্মিক নয়, কাজেই এই উপদেশ পালন করবার লোকও আছে।] ।। ১৬।।

মূল। নিত্যং স্নানম্, দ্বিতীয়কম্ উৎসাদনম্, তৃতীয়কঃ ফেনকঃ, চতুর্থকমায়ুষ্যম্, পঞ্চমকং দশমকং বা প্রত্যায়ুষ্যম্ ইত্যহীনম্।। ১৭।।

অনুবাদ। নাগরক সপ্তাহের প্রত্যেক দিন স্নান করবে, প্রতি দ্বিতীয়দিনে উৎসাদন অর্থাৎ তেল-চন্দনাদির দ্বারা অঙ্গমর্দন, প্রতি তৃতীয় দিনে ফেনক অর্থাৎ সাবান মেখে স্নান (প্রতি দুদিন পর দুই জঙ্ঘাতে সাবান লাগাতে হবে); প্রতি চতুর্থদিনে অর্থাৎ তিন দিন পর পর শ্মশ্রুগুম্ফের অর্থাৎ দাড়ি ও গোঁফের ক্ষৌরকরণ, প্রতি পঞ্চমদিনে নিম্নাঙ্গের গুহ্যস্থানে ক্ষৌরকরণ বা ওষুধ প্রভৃতির দ্বারা লোমোৎপাটন;অথবা নিম্নাঙ্গের গুহ্যস্থানের লোম প্রয়োজনানুসারে ঔষধাদির দ্বারা দশ দিন পরপর করা যেতে পারে। এইরকম আচরণ করলে স্নানাদি কাজ নির্দোষ থাকে।

[**ফেনক** - অরিষ্ট প্রভৃতি স্নেহাক্ত সাবানজাতীয় ফেনিল দ্রব্য। এটি জঙ্ঘাদেশে ঘর্ষণ করতে হয়। জঙ্ঘার উর্দ্ধভাগ যাতে কর্কশ না হয় এবং নিম্নভাগ শিরাল না হয়, তার জন্য ফেনক ব্যবহারের ব্যবস্থা। মূলোক্ত 'আয়ুষ্য' শব্দে উর্দ্ধাঙ্গের ক্ষৌরকর্ম এবং 'প্রত্যায়ুষ্য' শব্দের অর্থ নিম্নাঙ্গের ক্ষৌরকর্ম বা লোমোৎপাটন। 'অহীনম্' শব্দের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, এইভাবে 'স্নানাদিপঞ্চক' অবিকল ভাবে করা কর্তব্য।]। ১৭।

মূল। সাতত্যাচ্চ সংবৃতকক্ষাস্বেদাপনোদঃ।। পূর্বাহ্ণাপরাহ্ণয়োর্ভোজনম্।। সায়ং চারায়ণস্য।১৮-২০।।

অনুবাদ। সংবৃত কক্ষার অর্থাৎ আবৃত বস্ত্রাদির দ্বারা বগলের ঘাম দূর করার জন্য সর্বদা কর্পটিক অর্থাৎ রুমাল এবং সুগন্ধিত পাউডার প্রভৃতির দ্বারা দুই বগলের ঘাম শুষ্ক করবে, অন্যথা কক্ষা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বিদগ্ধজনের সামনে নাগরককে নিন্দার পাত্র করে তুলবে।

স্নানাদির পর পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে দুবার ভোজন করবে। (দিন-রাত্রিকে আট ভাগে ভাগ ক'রে প্রথম তিন ভাগকে পূর্বাহ্ণ বলা হয়)

আচার্য চারায়ণ বলেন, পূর্বাহ্ণে ও সায়াহ্নে ভোজন করবে। দিন-রাত্রিকে আট ভাগে ভাগ করে প্রথম তিন ভাগকে পূর্বাহ্ণ বলা হয়।১৮-২০।

মূল। ভোজনানন্তরং শুকসারিকাপ্রলাপনব্যাপারাঃ, লাবক-কুক্কুটমেষযুদ্ধানি, তাস্তাশ্চ কলাক্রীড়াঃ, পীঠমর্দবিটবিদূষকায়ত্তা ব্যাপারাঃ, দিবাশয্যা চ।। ২১।। গৃহীতপ্রসাধনস্যাপরাহ্নে গোষ্ঠীবিহারাঃ।। ২২।। প্রদোষে চ সংগীতকানি।। ২৩।।

অনুবাদ। পূর্বাহ্নে ভোজনানন্তর গৃহপালিত শুক-সারিকাকে পড়া শিক্ষা দেবে; লাবক, কুক্কুট ও মেষসমূহকে পরস্পর ক্রীড়া-যুদ্ধ-শিক্ষা দেবার বা তাদের ক্রীড়া-যুদ্ধ দেখবার সময়ও ঐ। চৌষট্টি কলা বিদ্যার অন্তর্গত তাদের ক্রীড়া ও তাছাড়া অন্যান্য প্রহেলিকা-প্রতিমালা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কলা এবং ক্রীড়ার দ্বারা বিনোদন পীঠমর্দ - বিট্ - বিদূষকাদির সাথে কর্তব্য ; (গ্রীষ্মকালে) দিবাশয়নও কর্তব্য।

দিবা-শয়নের পর প্রসাধন অর্থাৎ কেশ-সংস্কার ক'রে এবং বস্ত্রালংকারাদির দ্বারা বিমণ্ডিত হ'য়ে নাগরক অপরাহ্নে অর্থাৎ দিনের চতুর্থ ভাগে বিহারবেশে গোষ্ঠীতে অর্থাৎ সভাসমিতিতে যাবে। সন্ধ্যাকালে নৃত্য-গীতবাদ্যাদি করবে। ২১-২৩।

মূল। তদন্তে চ প্রসাধিতে বাসগৃহে সঞ্চারিতসুরভিধূপে সসহায়স্য শয্যায়ামভিসারিকাণাং প্রতীক্ষণম্, দূতীনাং প্রেষণং, স্বয়ং বা গমনম্।। ২৪।।

অনুবাদ। সংগীতগোষ্ঠী বা নৃত্যগীতাদি সমাপ্ত হ'লে বাসগৃহ সুসজ্জিত ও সুরভি-ধূপাদির দ্বারা সুগন্ধীকৃত হ'লে, নাগরক তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে শয্যায় উপবেশন ক'রে অভিসারিকার আগমনের প্রতীক্ষা করবে; নিজে থেকে অভিসারিকার আগমনে ব্যাঘাত ঘটলে তাকে আনয়নের জন্য নাগরক) দূতী প্রেরণ বা স্বয়ং গমন করবে। [অর্থাৎ সঙ্কেতিত কাল অতিক্রান্ত হ'য়ে যাওয়ার পরও যদি অভিসারিকা না আসে, তাহ'লে দূতীগণকে পাঠাবে, এবং দূতীদের পাঠাবার পরও যদি সেই নারী অভিমানাদিবশে না আসে, তাহ'লে অনুরাগ পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে নায়ক-নাগরক নিজেই সেই অভিসারিকার কাছে যাবে]।। ২৪।।

মূল। আগতানাং চ মনোহরৈঃ আলাপৈরুপচারৈশ্চ সসহায়স্যোপক্রমাঃ, বর্ষপ্রমৃষ্ট-নেপথ্যানাং দুর্দিনাভিসারিকাণাং স্বয়মেব পুনর্মণ্ডনম্, মিত্রজনেন বা পরিচরণমিত্যাহোরাত্রিকম্।। ২৫।।

অনুবাদ— অতঃপর অভিসারিকা নাগরকের কাছে উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবের সাথে মিলিত হ'য়ে ঐ নারীর সাথে মনোহর আলাপ এবং তাকে তাম্বূলাদি মনোহর উপচার-দ্বারা তার মনস্তুষ্টি করবেন। [মনোহর আলাপ হবে এইরকম -

'সুন্দরি! তুমি ভালভাবে আসতে পেরেছো তো? তোমার জন্য এই আসন পাতা আছে, তুমি সুখে উপবেশন কর। হে প্রিয়ে! তুমি যে অবশেষে এসেছো, তাতে ভালই হ'ল, কারণ আমার প্রাণ তোমাতেই নিবদ্ধ রয়েছে। তুমি এত দেরী করলে কেন?' ইত্যাদি। এইরকম কথা বলার পর নায়কের সহকারিগণ সেই কথার অনুকরণ করবে এবং নিজ নিজ রীতিতে সেই নারীকে বা তার সাথে আগত অন্যান্যদের অভ্যর্থনা করবে]। দুর্দিনে অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিনে বা বৃষ্টিপাতকালে পথে চলার সময় অভিসারিকার বেশভূষা বিপর্যস্ত হ'লে নিজেই আবার তাকে সেইরকম বেশভূষায় সজ্জিত ক'রে দেবে অথবা পরিচারকদের দ্বারা তা করাবে (যেহেতু এই নারী বাইরের স্ত্রী, পরিচারকদের দ্বারা তার বেশভূষা ঠিক করে দেওয়া দোষের নয়; কিন্তু অন্তর্দার অর্থাৎ অন্তঃপুরের নারীদের বিষয়ে এই প্রথা বিহিত নয়)। এ - ই হ'ল নাগরকের (বা নগরবাসী ভদ্রলোকের অর্থাৎ নায়কের) অহোরাত্রকৃত্য (দিনচর্যা ও রাত্রিচর্যা)। **মণ্ডন**- কস্তূরী, কুঙ্কুম, চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুলক, পটবাস, সহকার, সুগন্ধি তৈল, তাম্বূল, আল্‌তা, অঞ্জন, গোরোচনা—প্রভৃতি বাৎস্যায়নের সময় মণ্ডন দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। **মিত্রজন**—নাগরকগণ যখন একসাথে কোনও স্থানে মিলিত হতেন, তখন তাঁরা কয়েকটি পৃথক্ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতেন। এঁদের মধ্যে নায়ক-নাগরক যে গোষ্ঠীতে ভাগ নিতেন তা অধিকতর বৌদ্ধিক বা সাহিত্যিক গোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হ'তো। এই উচ্চকোটির নাগরক-গোষ্ঠীর সাতটি প্রধান অঙ্গ থাকতো—

বিদ্বাংসঃ কবয়ো ভট্টা গায়কাঃ পবিহাসপ্রিয়াঃ।

ইতিহাসপুরাণজ্ঞাঃ সভা সপ্তাঙ্গ সংযুতা।।

অর্থাৎ বিদ্বান্, কবি, ভাট, গায়ক, পরিহাস প্রিয়, ইতিহাসনিপুণ ও পুরাণ—এই সাত প্রকার নাগরক বৌদ্ধিক বিষয় অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্রচর্চাদিতে অংশ নিতেন।]।। ২৫।।

মূল। ঘটানিবন্ধনম্, গোষ্ঠীসমবায়ঃ, সমাপানকম্, উদ্যানগমনম্, সমস্যাঃ ক্রীড়াশ্চ প্রবর্তয়েৎ।। ২৬।।

অনুবাদ। দেবতার উদ্দেশ্যে যাত্রামহোৎসব, গোষ্ঠীতে নাগরকদের পরস্পর মিলন, সকলে মিলে পান-ব্যবস্থা, উদ্যানে বিহারের উদ্দেশ্যে গমন, সমস্যাক্রীড়ার প্রবর্তন প্রভৃতি নাগরকের কর্তব্য।

[দৈনিক কার্যবিবরণ কথিত হবার পরেই নাগরকের **নৈমিত্তিক কার্য** বিবৃত হচ্ছে। ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি পাঁচটি কাজ নৈমিত্তিক। ঘটানিবন্ধন প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই - (১) **ঘটানিবন্ধন** - দেবতার উৎসব-দিনে নাগরকদের সম্মেলন। প্রতিপৎ প্রভৃতি পঞ্চদশ তিথি এক এক নির্দিষ্ট দিন ; যথা "প্রতিপৎ ধনদস্যোক্তা" ইত্যাদি। প্রতিপৎ

কুবেরের তিথি, চতুর্থী গণেশের তিথি, পঞ্চমী সরস্বতীর তিথি, অমাবস্যা পিতৃগণের তিথি। শুক্র ও কৃষ্ণ—এই উভয়পক্ষের তিথিতে যদি উৎসব থাকে ত পক্ষমধ্যেই ঐ দেবতার 'ঘটানিবন্ধন' হবে, আর কেবল শুক্লপক্ষেই যদি তার ব্যবহার থাকে ত মাসে একবার ঘটানিবন্ধন হবে। প্রতি দেবতার জন্যই যে প্রতিদিন উৎসব হবে তা নয়, যে প্রদেশে যে দেবতার উৎসব প্রচলিত, সেই দেশে সেই উৎসবে **ঘটানিবন্ধন** হবে। তবে কলাবিৎ নাগরকগণের সাধারণতঃ সারস্বত-উৎসব আবশ্যক নৈমিত্তিক -কার্যমধ্যে পরিগণিত। সেই উৎসব-দিনে **সারস্বত-আয়তনে** অর্থাৎ দেবী সরস্বতীর মন্দিরে নাগরকগণ সমবেত হবেন, এই সমবায় বা সম্মেলন 'গণধর্মে'র নিয়মানুসারে হবে। গণধর্মের প্রধান নিয়ম হ'ল গণস্থ বা দলস্থ এক ব্যক্তির সুখে সকলের সুখানুভব, একের বিপদে সকলের বিপদনুভব। সেই সম্মেলনে বৈদেশিক নট-নর্তকাদি এসে নিজ নিজ গুণপনার পরিচয় দেবে। পরদিনে তাদের পারিতোষিক প্রদান, নৃত্যগীতের বার বার অনুষ্ঠানের অনুরোধ বা সাদরে বিদায় প্রদান, - এই সব ব্যাপার সম্মেলনের রুচি অনুসারে হবে। সারস্বত উৎসবের মতো অন্য দেবতার উৎসবও হবে। বলা বাহুল্য, এ উৎসব প্রাত্যহিক নয়, পক্ষে বা মাসে একদিন মাত্র। পরের একটি সূত্রে (২) গোষ্ঠীসমবায় বোঝাবার জন্য '**গোষ্ঠীলক্ষণ**' আছে। কোনও নাগরকের নিজের বাড়ীতে বা কোনও বিশিষ্ট গণিকার বাড়ীতে বহু নাগরকের কাব্যকলাদিবিষয়ে চর্চার জন্য একত্র উপস্থিতি ও আনন্দানুষ্ঠানই হ'ল **গোষ্ঠীসমবায়**। (৩) পরস্পরের বাড়ীতে যে একত্র মদ্যাদি-পান ও নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান, তাই '**সমাপানক**'। (৪) **উদ্যানগমন** - উদ্যানবিহার-পদ্ধতি; জলবিহারাদি এর অন্তর্গত। নাগরিকগণের সমবেত ভাবে যে ক্রীড়া, তার নাম **সমস্যা-ক্রীড়া**, যক্ষরাত্রি প্রভৃতি তার উদাহরণ - পরে ৪২ সংখ্যক সূত্রে আছে] ।২৬।

মূল। পক্ষস্য মাসস্য বা প্রজ্ঞাতেঽহনি সরস্বত্যা ভবনে নিযুক্তানাং নিত্যং সমাজঃ।। ২৭।। কুশীলবাশ্চাগন্তবঃ প্রেক্ষণকমেষাং দদ্যুঃ।। ২৮।। দ্বিতীয়েঽহনি তেভ্যঃ পূজা নিয়তং লভেরন্।। ২৯।। ততো যথাশ্রদ্ধমেষাং দর্শনমুৎসর্গো বা।। ৩০।। ব্যসনোৎসবেষু চৈষাং পরস্পরস্যৈককার্যতা।। ৩১।।

অনুবাদ। পক্ষমধ্যে অর্থাৎ পনেরো দিন অন্তর বা মাসমধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ তিথিতে, বা নির্ধারিত কোনও দিনে, যথা, পঞ্চমী তিথিতে কলাবিদ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর ভবনে অর্থাৎ মন্দিরে নৃত্যাদিব্যাপারে নিযুক্ত নটনর্তকাদি-কর্তৃক অনুষ্ঠিত ব্যাপারসমূহের সাথে নাগরকগণের সমাজ অর্থাৎ পরস্পর সম্মেলন অবশ্য

কর্তব্য। অন্যস্থান থেকে আগত নট-নর্তক-নর্তকীরা ঐ সমবেত নাগরকদের সামনে নিজেদের নৃত্যগীতের নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। (প্রথম দিনে নৈপুণ্য দেখানোয় ব্যস্ত থাকার জন্য) দ্বিতীয় দিনে নটনর্তকগণ নাগরিকদের কাছ থেকে নিয়ত পূজা (অর্থাৎ সম্মান ও পারিতোষিক) লাভ করবে। তারপর (অর্থাৎ তৃতীয় দিনে) তৃপ্তি (— যথাশ্রদ্ধম্) বা অতৃপ্তি অনুসারে নাগরকগণ আবার ঐ কুশীলবদের নৃত্যাদি দর্শন করবে, অথবা (অতৃপ্তি হ'লে মিষ্ট কথায়) তাদের বিদায় দেবে (দর্শনম্ উৎসর্গো)। আগন্তুক নট-নর্তকাদির মধ্যে কারোর যদি ব্যাধি হয়, বা শোকরূপ ব্যসন উপস্থিত হয়, অথবা বিবাহাদি উৎসবে যোগদানের জন্য অন্যত্র চলে যেতে হয়, তাদের **এককার্যকারিতা** থাকা আবশ্যক (অর্থাৎ এইসব ব্যাধিপ্রভৃতির দ্বারা বিচলিত নট-নর্তকগণ তাদের করণীয় নৃত্য-গীতাদি কাজ তাদের দ্বারা নিযুক্ত অন্য নট-নর্তকের দ্বারা নির্বাহ করাবে - যাতে নাগরকদের পক্ষে নৃত্যাদি দর্শনে ব্যাঘাত না হয়, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সাহায্য ক'রে এককার্যকারিতার পরিচয় দেবে)।।২৭-৩১।

মূল। আগন্তূণাং চ কৃতসমবায়ানাং পূজনমভ্যুপপত্তিশ্চ; ইতি গণধর্মঃ।। ৩২।। এতেন তং তং দেবতাবিষয়মুদ্দিশ্য সংভাবিতস্থিতয়ো ঘটা ব্যাখ্যাতাঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ। যে সব ব্যক্তি গোষ্ঠীসমবায় বা নৃত্যাদি সমাজ-উৎসব দেখতে বা দেখানোর উদ্দেশ্যে অন্যস্থান থেকে এসে সরস্বতীমন্দিরে মিলিত হয়েছে, নাগরকগণ তাদের পূজা অর্থাৎ মালা - চন্দনাদির দ্বারা অভ্যর্চনা করবে এবং যদি তাদের মধ্যে কেউ (ব্যাধি প্রভৃতি) ব্যসনের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহ'লে নাগরকগণ উপকারাদির দ্বারা সেই ব্যসনের প্রতীকার করবে। এ-ই হ'ল **গণধর্ম** অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তিদের সামুদায়িক কর্তব্য। এই ব্যাপারের দ্বারা সরস্বতী ছাড়া শিব, যক্ষ, কামদেব প্রভৃতি অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে যে **ঘটা** বা উৎসবাদি করা হবে, তার ব্যবস্থা করার কথাও ব্যাখ্যাত হ'ল।।৩২-৩৩।।

মূল। বেশ্যাভবনে সভায়ামন্যতমস্যোদ্বসিতে বা সমানবিদ্যাবুদ্ধিশীলবিত্তবয়সাং সহ বেশ্যাভিঃ অনুরূপৈঃ আলাপৈঃ আরাসন-বন্ধো গোষ্ঠী।। ৩৪।।

অনুবাদ। বেশ্যালয়ে, অক্ষশালাতে অথবা কোন অন্যতম নাগরকের উদ্বসিতে অর্থাৎ বাড়ীতে বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, ধন ও বয়সে তুল্য বন্ধুগণের সম্মেলনে বেশ্যাদের সাথে আলাপরত অবস্থায় যে একাসনে অর্থাৎ একত্র অবস্থান, তার নাম **গোষ্ঠী**।

(**আসনবন্ধঃ** যথাযথ-মাসনেঽবস্থানম্)। (আগে যে গোষ্ঠী শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, তার বিবৃতি এইসূত্রে প্রদত্ত হ'ল।) । ৩৪।

মূল। তত্র চৈষাং কাব্যসমস্যা কলাসমস্যা চ।। তস্যামুজ্জ্বলা লোককান্তাঃ পূজ্যাঃ প্রীতিসমানাশ্চাহারিতাঃ।। পরস্পরভবনেষু চাপানকানি।। ৩৫-৩৭।।

অনুবাদ। এইরকম গোষ্ঠীতে নাগরকদের পরস্পরের কাজ হবে কাব্যসমস্যা বা কলাসমস্যা (অর্থাৎ কাব্যচর্চা বা কোনও কলার চর্চা)।

সেই গোষ্ঠীতে সম্মিলিতা উজ্জ্বলা লোকমনোহরা ও কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞা গণিকাগণের সমাদর করবে এবং প্রীতি অনুসারে পরিচারিকাদের দ্বারা তাদের বস্ত্রাদি দান ক'রে সম্মানিত করবে (আহারিতাঃ —পরিচারকৈঃ আনায়িতাঃ)।

পরস্পরের বাড়ীতে (অর্থাৎ একদিন একজনের বাড়ীতে, অন্যদিন অন্যের বাড়ীতে) **আপানকের** অর্থাৎ পানগোষ্ঠীর (drinking parties) আয়োজন করবে (যেখানে মধু, মৈরেয়, সুরা প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য পান করা হবে)। ৩৫-৩৭।

মূল। তত্র মধুমৈরেয়সুরাসবান্ বিবিধলবণ-ফল-হরিতশাক-তিক্ত-কটুকাম্লোপদংশান্ বেশ্যাঃ পায়য়েয়ুরনুপিবেয়ুশ্চ।। ৩৮।। এতেনোদ্যানগমনং ব্যাখ্যাতম্।। ৩৯।।

অনুবাদ। নাগরগণ সেই আপানকে অর্থাৎ পানগোষ্ঠীতে নানারকম মদ, যথা মধু, মৈরেয়, সুরা এবং আসব প্রভৃতির সাথে নানারকম লবণ, ফল, হরিতশাক, তিক্ত, কটু, অম্ল ও উপদংশ (চাট) প্রভৃতি মশলা মিশিয়ে বেশ্যা বেশ্যাগণকে পান করাবে ও পরে নিজেরা পান করবে।

এই রকম বিধির দ্বারা উদ্যানগমন ব্যাখ্যাত হ'ল। অর্থাৎ নাগরকের বা বেশ্যার গৃহসংলগ্ন উদ্যানে প্রমোদানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ব্যাক্তিরাও এইরকম আপানক-বিধির অনুপালন করবে। ৩৮-৩৯।

মূল। পূর্বাহ্নে এব স্বলঙ্কৃতাস্তুরগাধিরূঢ়া বেশ্যাভিঃ সহ পরিচারকানুগতা গচ্ছেয়ুঃ; দৈবসিকীঞ্চ যাত্রাং তত্রানুভূয় কুক্কুটলাবকমেষযুদ্ধদ্যুতৈঃ প্রেক্ষাভিরনুকূলৈশ্চ চেষ্টিতৈঃ কালং গময়িত্বা অপরাহ্নে গৃহীততদুদ্যানোপভোগচিহ্নাস্তথৈব প্রত্যাব্রজেয়ুঃ।। ৪০।। এতেন রচিতোদ্গ্রাহোদকানাং গ্রীষ্মে জলক্রীড়াগমনং ব্যাখ্যাতম্।। ৪১।।

অনুবাদ। উদ্যানগমন বিষয়ে একটি বিশেষত্ব হ'ল -নাগরকগণ পূর্বাহ্নেই

সুন্দরভাবে বস্ত্রালংকার ধারণ ক'রে ও ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় হ'য়ে বেশ্যাদের এবং পরিচারকগণকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যানে যাবে। সেখানে উদ্যান-যাত্রার জন্য উপভোগের বস্তু যথা, কুক্কুট, লাবক ও মেষযুদ্ধ ও দ্যূত প্রভৃতি (দাবাখেলা প্রভৃতি) দিবসীয়-ক্রীড়াযাত্রা (অর্থাৎ প্রতিদিন করণীয় শরীরকে তাজা রাখার জন্য মুর্গীর লড়াই, লাবকের অর্থাৎ লাড়য়া নাম এক প্রকার পাখীর লড়াই এবং মেষযুদ্ধ) ও নটনর্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ক'রে যার যেমন অনুকূল চেষ্টা, সেইরকম চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত ক'রে অপরাহ্নে সেই উদ্যানের চিহ্ন (সায়ংকালের পূর্বের উদ্যানযাত্রার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্যাদি) গ্রহণ করে সেইভাবেই চলে আসবে।

এই রকম কুম্ভীরাদিরহিত কৃত্রিম জলাশয়ে গ্রীষ্মকালে (সর্বোত্তম মনোবিনোদরূপ) জলক্রীড়াগমন করতে হবে হল। [গ্রীষ্মকাল ছাড়া অন্য সময়ে পুকুর, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ে পুনঃপুনঃ ডুব দেওয়া, সাঁতার কাটা, জলক্রীড়া প্রভৃতি সম্ভব নয়।] ৪০-৪১।

মূল। যক্ষরাত্রিঃ, কৌমুদীজাগরঃ, সুবসন্তকঃ, সহকারভঞ্জিকাভ্যূষখাদিকা বিসখাদিকা নবপত্রিকোদকক্ষ্বেড়িকা পাঞ্চালানুযানমেকশাল্মলী যবচতুর্থ্যালোলচতুর্থী মদনোৎসবো দমনভঞ্জিকা (মদনভঞ্জিকা) হোলাকাশোকোত্তংসিকা পুষ্পাবচায়িকা-চূতলতিকেক্ষুভঞ্জিকা কদম্বযুদ্ধানি তাস্তাশ্চ মাহিমান্যো দেশ্যাশ্চ ক্রীড়া জনেভ্যো বিশিষ্টমাচরেয়ুরিতি সম্ভূয়ক্রীড়াঃ।। ৪২।।

অনুবাদ। যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর (কোজাগর) ও সুবন্তক, সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদয়ক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, লোলচতুর্থী, মদনোৎসব, দমনভঞ্জিকা (মদনভঞ্জিকা), হোলাকা, অশোকোত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চূতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা ও কদম্বযুদ্ধ এবং সর্বদেশব্যাপী ও প্রদেশমাত্রব্যাপী সেই সেই মহিমময় অর্থাৎ মাহাত্ম্যপূর্ণ ক্রীড়া সকল জনসাধারণের উদ্দেশে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত করবে। একেই **সম্ভূয়ক্রীড়া** বলা হয়।

[**যক্ষরাত্রি**—সুখরাত্রি, দীপান্বিতা, কার্তিক-পূর্ণিমার রাত্রি ; **কৌমুদীজাগর**—কোজাগর পূর্ণিমা, **সুবসন্তক**—মদনত্রয়োদশী;বা মদনোৎসব এই উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠান হয়। এইগুলি সর্বদেশপ্রসিদ্ধ ক্রীড়ার জন্য নির্দিষ্ট দিন; এই সব সময়ের নামেই ক্রীড়ার নামকরণ হয়েছে। **সহকারভঞ্জিকা**—যে ক্রীড়াতে আম্রফলভঙ্গ-ই প্রধান। আমের গুটি হ'লে সেগুলি ডাল থেকে পাড়া হবে এবং পরস্পর লোফালুফি করতে হবে। এই ক্রীড়ায় ছুরি ও লবণ নিয়ে আমবাগানে গিয়ে আমের গুটি জারিয়ে খাওয়া হয় ও আমোদপ্রমোদ করা হয়। **অভ্যূষখাদিকা**—ক্ষেতে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ছোলার গাছ, মটর সুঁটির গাছ, ভুট্টা প্রভৃতি পুড়িয়ে বন্ধুবান্ধবের

সাথে তা ভোজন। এই ক্রীড়া অঞ্চলবিশেষে 'হড়া পোড়া' নামে প্রসিদ্ধ। **বিসখাদিকা**— পদ্মের মৃণাল তুলতে কৌশল প্রয়োগ ও সানন্দে সদলে তা ভোজন, এটিও একটী ক্রীড়া। **নবপত্রিকা**—নবশস্যোদ্‌গমে প্রথম বর্ষায় বনভোজন। **উদকক্ষ্বেড়িকা**—পিচ্‌কারিযোগে জলদান-এই ক্রীড়ার প্রধান অংশ। **পাঞ্চালানুযান**—অন্য দেশে পাঞ্চালদেশীয় বা অন্যদেশীয় ভাষা প্রভৃতির অনুকরণ। **একশাল্মলী**—এক বিরাট পুষ্পমণ্ডিত শাল্মলী গাছ আশ্রয় ক'রে তার পুষ্পসম্ভারে বিভূষিত হ'য়ে নাগরকদলের আমোদ। **যবচতুর্থী**—বৈশাখে শুক্লচতুর্থীতে পরস্পরের গায়ে সুগন্ধ যবচূর্ণ প্রক্ষেপ। **আলোলচতুর্থী**—"হিন্দোলক্রীড়া" অর্থাৎ শ্রাবণ-শুক্লতৃতীয়ায় ঝুলন। সে খেলায় নিয়ম হ'ল - এক একবার ৪ জন করে খেলবে - তার মধ্যে এক ব্যক্তি ঝুলনে চড়বে, আর তিন জন দোল দেবে। **মদনোৎসব**—চৈত্র শুক্ল চতুর্দশী, মদন-প্রতিমা পূজা। **দমনভঞ্জিকা**—পূর্বোল্লিখিত 'যুবসন্তক' থেকে এটি ভিন্ন। ঐ দিনে দমনক (দোনা) পুষ্পদ্বারা কর্ণভূষণসম্পাদন। **পাঠান্তর, মদনভঞ্জিকা**—মদন গাছের পল্লব ভঙ্গ ক'রে তার দ্বারা মদনপূজা; পল্লবভঙ্গ একটা মজার খেলা৷ **হোলাকা**—হোলি উৎসব। **অশোকোত্তংসিকা**—অশোকপুষ্পের কিরীট ধারণ। **পুষ্পাবচায়িকা**—ফুলকুড়ান খেলা, কে কোন্ ফুলটা আগে কুড়াতে পারে-এই ভাবে এই খেলা হয়। **চূতলতিকা**—আমের মুকুল দিয়ে কর্ণভূষণরচনা। **ইক্ষুভঞ্জিকা**—আখি গাছ ক্ষেত্র থেকে তুলে সেগুলির দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করা। **কদম্বযুদ্ধ**—নাগরকগণ দুই দলে বিভক্ত হবে, দুই দলেরই অস্ত্র হবে কদম্বফুল; এই কদম্বপুষ্পক্ষেপে দুই দলের যে যুদ্ধ- তা-ই কদম্বযুদ্ধ নামে খ্যাত। এই সব ও অন্যান্য সর্বদেশ-প্রসিদ্ধ ও প্রাদেশিক মাহাত্ম্যপূর্ণ ক্রীড়ায় নাগরকদলের সাথে সাধারণ ব্যক্তিরাও যোগ দিতে পারবে। কিন্তু সাধারণের তুলনায় নাগরকগণের একটু বাহাদুরী দেখান আবশ্যক। এ-ই হ'ল **সমস্যাক্রীড়া** বা সম্ভূয়ক্রীড়া। এই ক্রীড়া ছাড়া ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি যে চারটি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের কথা আগে বলা হয়েছে, তাতে জনসাধারণ যোগ দিতে পারবে না।]। ৪২।

মূল। একচারিণশ্চ বিভবসামর্থ্যাৎ।। ৪৩।। গণিকায়া নায়িকায়াশ্চ সখীভির্নাগরকৈশ্চ সহ চরিতমেতেন ব্যাখ্যাতম্।। ৪৪।।

অনুবাদ। একচারী অর্থাৎ একলা বিচরণকারী নাগরক নিজের ধনবলানুসারে (দলে না মিশেও) ঐ সব কাজ করতে পারবে। [যেখানে দল মিলবে না - সেখানে নাগরক একাই নিজ বিভবানুসারে পরিচারক রেখে তাদের সাথেই এই সব যক্ষরাত্রি প্রভৃতি দৈনিক ও নৈমিত্তিক কাজ সম্পন্ন করবে।]।

(এই যে ভবনবিন্যাস, নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যপদ্ধতি নাগরকের পক্ষে বর্ণিত

হয়েছে) তার দ্বারা সখী ও নাগরকগণের সাথে গণিকা এবং নায়িকার আচরণ বা কার্য-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হ'ল। [যেখানে ঐ পদ্ধতিতে নাগরক কর্তা, সেখানে নাগরকস্থানে গণিকা ও নায়িকা কর্ত্রীরূপে গ্রহণীয়, সেখানে গণিকা ও নায়িকার স্থানে নাগরককে বসাবে, - নাগরকের পীঠমর্দাদি স্থানে সখীদের বসাবে, এই মাত্র প্রভেদ।]। ৪৩-৪৪।

মূল। অবিভবস্তু শরীরমাত্রো মল্লিকাফেনককষায়মাত্রপরিচ্ছদঃ পূজ্যাদ্দেশাদাগতঃ কলাসু বিচক্ষণস্তদুপদেশেন গোষ্ঠ্যাং বেশোচিতে চ বৃত্তে সাধয়েদাত্মানমিতি পীঠমর্দঃ।। ৪৫।।

অনুবাদ। যার কিছুমাত্র বিভব নেই ও পুত্রকলত্রাদি না থাকায় শরীরমাত্র নিজের যার সহায়, মল্লিকা, ফেনক ও কষায়মাত্র - যার পরিচ্ছদ অর্থাৎ এইগুলি সঙ্গে নিয়ে যে চলাফেরা করে;এইরকম ব্যক্তি যদি কলাবিচক্ষণ হয় এবং কোনও বা নাগরকসমাজে ও উৎসবাদিতে পূজ্য দেশ অর্থাৎ কোনও সাংস্কৃতিক স্থান থেকে আগত ও কলা-কুশলী, সে ব্যক্তি নাগরক-গোষ্ঠীতে বা নাগরকসমাজে ও উৎসবাদিতে কলার উপদেশ দান এবং বেশ্যাদির আলয়ে গিয়ে তাদের বৃত্তে অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি কাজে নিজের কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞতা প্রদর্শন ক'রে নিজেকে ঐ বেশ্যাদের আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহ'লে 'পীঠমর্দ' নামে অভিহিত হবে। এইভাবে এইরকম ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করবে।

[" A Pīṭhamarda is a man without wealth, alone in the world, whose only property consists of his **mallikā** (a seat in the form of the letter T), some lathering substance and a red cloth, who comes from a good country, and who is skilled in all the arts ; and by teaching these arts is received in the company of citizens, and in the abode of public women." - "According to this description, a Pīṭhamarda would be a sort of professor of all the arts, and as such received as the friend and confidant of the citizens."

দেশভ্রমণশীল বিদেশীয় দরিদ্র ব্যক্তি যদি কলাকুশল হয়, তাহ'লে সে নাগরকগণের গোষ্ঠীতে বা বেশ্যাগণের শিক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করবে; এইরকম ব্যক্তির নাম **পীঠমর্দ**; এ একধরণের উপনাগরক। সে দরিদ্র ও স্ত্রীপুত্র-হীন, (টীকাকারের মতে, তার সঙ্গে একটি পরিচারক থাকবে; কিন্তু মূল গ্রন্থে তার আভাস নেই, বরং পরিচারকও থাকবে না ব'লে মনে হয়)। তাঁর সামগ্রীর মধ্যে (১) **মল্লিকা** একধরণের আসন - অর্থাৎ 'মোড়া' জাতীয় বসার জায়গা; অথবা দুইগাছ লাঠির দ্বারা ঐ আসনেরপৃষ্ঠদেশে রক্ষিত হয়; এবং তাই শোওয়ার সময়ে খাটিয়ার কাজ করে; এর নাম **দণ্ডাসনিক** বা মল্লিকা হওয়া অসঙ্গত নয়। 'হাপুর' দলে এই প্রকার দুই গাছ

লাঠির ব্যবহার এখনও চলিত আছে। (২) **ফেনক** - শব্দের অর্থ সাবান, রিটা বা অরিষ্ট প্রভৃতি। (৩) **কষায়** - অধিক পথ গমন করলে পায়ের তলা পাতলা হয়; এই জন্য আমের ছাল প্রভৃতি ঘসে প্রলেপ দেওয়া হয়; ধূনার কড়ারও দেওয়া হয়, তা-ই কষায়। **কষায়** শব্দের দ্বারা কষায়বর্ণের কাপড়কেও বোঝানো যায়। এই তিনটি মাত্রই যার পরিচ্ছদ বা বিভব। **পূজ্যদেশ** - শাস্ত্র ও কলাবিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের দ্বারা অধ্যুষিত যে দেশ।]। ৪৫।

মূল। ভুক্তবিভবস্তু গুণবান্ সকলত্রো বেশে গোষ্ঠ্যাঞ্চ বহূমতস্তদুপজীবী চ বিটঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ। যে সম্পন্ন নাগরক যৌবনের প্রথম দিকে নাগরকবৃত্তি অবলম্বন ক'রে সমস্ত বিভব বা ধনৈশ্বর্য উপভোগ ক'রে অর্থাৎ নষ্ট ক'রে বসেছে, যে সব নাগরক গুণসম্পন্ন এবং স্ত্রী-পরিজনসমন্বিত, বেশ্যাজনোচিত সমাজে ও গোষ্ঠীতে (নাগরকগণের সাথে) লব্ধপ্রতিষ্ঠ থাকার ফলে বহু জ্ঞান অর্জন করায়নানারকম মত প্রকাশে সমর্থ বা তাদের দ্বারা সম্মানিত এবং বেশ্যাজন ও নাগরকজনকে অবলম্বন ক'রে জীবিকানির্বাহ করে, এইরকম ব্যক্তিকে **বিট** বলা যায়।

['**বিট**' নামক উপনাগরক অন্যদেশ থেকে আসে না; ভুক্তবিভব আগন্তুক হ'লো 'পীঠমর্দ'। 'বিট' প্রাক্তন নাগরক ছিল, তাই সে গুণবান্ বা নায়কগুণযুক্ত; তার স্ত্রী আছে, তাই পরিজনদের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় দেশ ত্যাগ ক'রে পুনরায় আগন্তুক হয়ে এখানে আসে নি। পীঠমর্দের মতো বিট স্বদেশ ত্যাগী নয়।

[" A **Viṭa** is a man who has enjoyed the pleasures of fortune, who is a compatriot of the citizens with whom he associates, who is possessed of the qualities of a householder, who has his wife with him, and who is honoured in the assembly of citizens and in the abode of public women, and lives on their means and on them".]।৪৬।

মূল। একদেশবিদ্যস্তু ক্রীড়নকো বিশ্বাস্যশ্চ বিদূষকঃ, বৈহাসিকো বা।। ৪৭।। এতে বেশ্যানাং নাগরকাণাঞ্চ মন্ত্রিণঃ সন্ধিবিগ্রহনিযুক্তাঃ।। ৪৮।।

অনুবাদ। যে ব্যক্তি গীত-নৃত্যাদির মধ্যে কোনও একটি প্রদেশে অভিজ্ঞ অর্থাৎ সকল কলাবিদ্যায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি, যে ক্রীড়নকারী এবং বিশ্বাসী (অর্থাৎ বেশ্যাভবনে বা নাগরক সমাজে বিশ্বাস্যতা উৎপাদন ক'রে বিবিধ হাস্যরসবিতরণরূপ বৃত্তির দ্বারা বিচরণ করে), সে **বিদূষক** বা **বৈহাসিক** নামে অভিহিত হয়। [এইরকম ব্যক্তি বিভবহীন বা সম্পৎশালী হ'তে পারে। আগন্তুক বা ঐ নগরবাসী হতে পারে;

বিবাহিত বা অবিবাহিত পারে। ক্রীড়নকারী ব'লে সে নানারকম বেশে ও নানা গোষ্ঠীতে বিভিন্নরকম হাস্যপরিহাসের দ্বারা বিচরণ করে ব'লে সে বৈহাসিক নামেও বিখ্যাত।] এই ব্যক্তিরা বেশ্যা ও নাগরিকদের পার্শ্ববর্তী থেকে তাদের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহকার্যে নিযুক্ত থাকে ব'লে তাদের মন্ত্রিস্থানীয়।

[" A **Vidūṣaka** (evidently a buffoon or jester), also called Vaihā -sika (for he provokes laughter), is a person only acquainted with some of the arts, who is a jester, and who is trusted by all.] ।৪৭-৪৮।

মূল। তৈর্ভিক্ষুক্যঃ কলাবিদগ্ধা মুণ্ডা বৃষল্যো বৃদ্ধগণিকাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ।। ৪৯।।

অনুবাদ। কলাবিদগ্ধা ভিক্ষুকী, মুণ্ডা, বৃষলী ও বৃদ্ধগণিকা উপরি উক্ত বর্ণনার দ্বারা ব্যাখ্যাত হ'ল।

[ভিক্ষুকী, মুণ্ডা (নাপিতানী অথবা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী), বৃষলী (অর্থাৎ বন্ধকী বা নীচ স্ত্রী, বা বন্ধ্যাদোষযুক্তা নারী অথবা মৃতসন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী) এবং বৃদ্ধগণিকা - এরা কলাকুশল হ'লে (নাগরকের পক্ষে বিদূষকের মতো) বেশ্যা ও নাগরকদের মধ্যে সন্ধি-বিগ্রহ কার্যে নিযুক্ত হবে।] । ২৭।

মূল। গ্রামবাসী চ সজাতান্ বিচক্ষণান্ কৌতূহলিকান্ প্রোৎসাহ্য নাগরকজনস্য বৃত্তং বর্ণয়ন্ শ্রদ্ধাঞ্চ জনয়ংস্তদেবানুকুর্বীত। গোষ্ঠীশ্চ প্রবর্ত্তয়েৎ, সঙ্গত্যা জনমনুরঞ্জয়েৎ, কর্ম্মসু চ সাহায্যেন চানুগৃহ্ণীয়াৎ, উপকারয়েচ্চ। ইতি নাগরকবৃত্তম্।। ৫০।।

অনুবাদ। যদি জীবিকা বা অন্য কোনও প্রয়োজনবশতঃ কোনও নাগরক গ্রামে বাস করতে থাকে, তাহ'লে সেই গ্রামবাসী-নাগরক তার সজাতীয় বিচক্ষণ কৌতূহলপরায়ণ ব্যক্তিসমূহকে প্রোৎসাহিত ক'রে নাগরকজনের রুচিসম্মত ঘটনা বর্ণনা করবে। শ্রদ্ধাসম্পাদনপূর্বক তার অনুকরণে প্রবর্তিত করবে অর্থাৎ নাগরক-জীবন গ্রহণ করার জন্য প্রোৎসাহিত করবে। গ্রামবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ নাগরক গোষ্ঠীর অর্থাৎ উৎসব ও যাত্রার আয়োজন করবে ও মিলে মিশে গ্রামবাসী-লোকের অনুরঞ্জন করবে। প্রত্যেক কাজে সাহায্য ক'রে অনুগৃহীত করবে। এবং পরস্পরের উপকার করবে। - এইভাবে **নাগরকবৃত্ত** কথিত হ'ল। ৫০।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ -

নাত্যন্তং সংস্কৃতেনৈব নাত্যন্তং দেশভাষয়া।

কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ঁল্লোকে বহুমতো ভবেৎ।। ৫১।।

অনুবাদ। সভা ও গোষ্ঠীমধ্যে কাব্যকলাবিষয়ক কথাবার্তা কেবল সংস্কৃত ভাষায় করবে না, এবং কেবল দেশভাষাদ্বারাও করবে না। এই নিয়মে কথাবার্তা করলে লোকে সর্বমান্য ও সর্বসম্মানিত হ'য়ে থাকে।

[সমস্ত কথা সংস্কৃতদ্বারা বলবে না এবং সমস্ত কথা প্রাকৃতাদি দেশভাষাদ্বারাও বলবে না, কারণ গোষ্ঠীতে অসংস্কৃতজ্ঞ লোকও থাকবে এবং দেশভাষায় অনভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ লোকও থাকতে পারে।]। ৫১।

মূল। যা গোষ্ঠী লোকবিদ্বিষ্টা যা চ স্বৈরবিসর্পিণী।

পরহিংসাত্মিকা যা চ ন তামবতরেদ্বুধঃ।। ৫২।।

অনুবাদ। যে গোষ্ঠীর উপর লোকের বিদ্বেষ আছে, যা স্বতন্ত্রপ্রবৃত্ত অর্থাৎ যেখানে লোক স্বচ্ছন্দকারী হয়, এবং যাতে কেবল পরের দোষ ও পরচর্চা আলোচিত হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি সেইরকম গোষ্ঠীতে প্রবেশ করবেন না। ৫২।

মূল। লোকচিত্তানুবর্তিন্যা ক্রীড়ামাত্রৈককার্যয়া।

গোষ্ঠ্যা সহ চরন্ বিদ্বাঁল্লোকে সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।। ৫৩।।

অনুবাদ। লোকের চিত্তানুবর্তিনী লোক-চিত্তরঞ্জনকারিণী, ক্রীড়ামাত্রই যার একটি মুখ্য কাজ অর্থাৎ যেখানে কেবল বিনোদ, মনোরঞ্জন প্রভৃতির বাতাবরণ সৃষ্ট হয়, সেইরকম গোষ্ঠীর সহচর হ'লে বিদ্বান্ লোকে সংসারক্ষেত্রে খ্যাতি ও সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়। ৫৩।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে নাগরকবৃত্তং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

প্রথম অধিকরণের 'নাগরকবৃত্ত'-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।।৪।।

কামসূত্রম্

প্রথমমধিকরণম্ ঃ সাধারণম্

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

নায়কসহায়দূতকর্মবিমর্শঃ

[নায়ক ও নায়িকার প্রণয়াদিকাজের সহায়ক দূত ও দূতীদের প্রেরণ ও তাদের কর্তব্যনিরূপণ সর্বপ্রথম সজাতীয় স্ত্রীকে শাস্ত্রানুকূল বিবাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।]

মূল। কামশ্চতুর্ষু বর্ণেষু সবর্ণতঃ শাস্ত্রতশ্চানন্যপূর্বায়াং প্রযুজ্যমানঃ পুত্রীয়ো যশস্যো লৌকিকশ্চ ভবতি।। ১।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বিধ বর্ণের (অর্থাৎ নিজ জাতির) মধ্যে সমান বর্ণের অর্থাৎ নিজ জাতির অনন্যপূর্বা কুমারীকন্যাতে শাস্ত্রানুসারে বিবাহপূর্বক প্রবর্তমান কাম-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে সংযোগ ঔরসপুত্রের সৃষ্টির জন্য ও যশের জন্য হয়। এটি লোকবর্হির্ভূত অসাধু ব্যবহার নয়, পরন্তু লৌকিক।

['সমানবর্ণের' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে, শূদ্রপুরুষকর্তৃক শূদ্রা স্ত্রীতে ইত্যাদিরূপে সংযোগ। 'অনন্যপূর্বা স্ত্রী' বলতে বোঝায়, যে ভার্যারূপে অন্যের অধিগত হয় নি এমন স্ত্রী। 'শাস্ত্রানুসারে' কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে, বিবাহের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিসমূহের অনুপালনপূর্বক।]। ১।

মূল। তদ্বিপরীত উত্তমবর্ণাসু পরপরিগৃহীতাসু চ প্রতিষিদ্ধঃ ।। ২।।

অনুবাদ। [বর্ণান্তরে বিবাহ-সম্বন্ধী বিধি এবং নিষেধ-বিষয়ে বলা হচ্ছে।] উত্তমবর্ণা স্ত্রীতে অধমবর্ণ পুরুষকর্তৃক প্রবর্তমান সংযোগ [অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কর্তৃক ব্রাহ্মণকন্যাতে এবং শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা কন্যাতে প্রযুজ্যমান সংযোগ বা দৈহিক মিলন] তার বিপরীত এবং নিষিদ্ধ। অথবা, অন্যের বিবাহিতা সবর্ণাতে প্রবর্তমান সংযোগরূপ ক্রিয়া পুত্র সৃষ্টির জন্য ও যশের জন্য হয় না এবং তা লৌকিক ব্যবহারের বহির্ভূত হয়। এই কাজগুলিও নিষিদ্ধ। এটি সুখের জন্যও হয় না। কারণ এই নিষেধ রাজবিধি-অনুমোদিত, এই নিষেধ অতিক্রম করলে রাজদণ্ড হয়। ২।

মূল। অবরবর্ণাস্বনিরবসিতাসু বেশ্যাসু পুনর্ভূষু চ ন শিষ্টো ন প্রতিষিদ্ধঃ, সুখার্থত্বাৎ ।। ৩।।

অনুবাদ। পুরুষ নিজের তুলনায় হীনবর্ণাতে, অনিরবসিতাতে এবং বেশ্যাতে ও পুনর্ভূ অবস্থায় এক পুরুষমাত্রের আশ্রিতা রমণীতে প্রযুক্ত সংযোগ বা যৌনসংসর্গ (রাজশাসনের দ্বারা) বিহিতও নয় প্রতিষিদ্ধও নয় অর্থাৎ রাজদণ্ড নেই, সেই সংযোগ সুখের নিমিত্তই হয়ে থাকে।

['**অবরবর্ণা**' অর্থাৎ হীনবর্ণা বা অসমানবর্ণা। যেমন, ব্রাহ্মণপুরুষের ক্ষেত্রে বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও শূদ্রা নারী ; ক্ষত্রিয়পুরুষের ক্ষেত্রে বৈশ্যা ও শূদ্রা নারী। **অনিরবসিতা** নারী হ'ল - নিজ বর্ণের মধ্যে যে নারী পতিতা হয়েছে - 'women excommunicated from their own caste'. কামের **প্রবৃত্তি দুরকমের** হয় - প্রথমতঃ পুত্রলাভের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সুখভোগের জন্য। এদুটির মধ্যে অন্যের অপরিণীতা সবর্ণা নারীতে এই দুই প্রকার প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হ'তে পারে। কিন্তু পুরুষের নিজের তুলনায় উত্তমবর্ণের বা অধমবর্ণের স্ত্রীতে (অর্থাৎ অসমানবর্ণাতে), পরের বিবাহিতা স্ত্রীতে, নিজবর্ণের মধ্যে পতিতা স্ত্রীতে, বেশ্যা ও পুনর্ভূ-বিধবাতে ঐ দুটি প্রবৃত্তির (অর্থাৎ পুত্র লাভ ও সুখভোগের) একসাথে চরিতার্থতা সম্ভব নয়। অবশ্য, এদের সাথে যৌন-সংযোগ শাস্ত্রানুসারে বিহিতও নয়, নিষিদ্ধও নয়। অর্থাৎ পরিগ্রহ করতে নিষেধ আছে বটে, কিন্তু সুখাভিলাষী পুরুষকর্তৃক উপরিউক্ত অসমান স্ত্রীতে প্রযুজ্যমান সংযোগ পুত্রের নিমিত্ত না হলেও, সুখের নিমিত্ত অবশ্যই হয়। **পুনর্ভূ** সম্বন্ধে বলা হয় - যে নারী অন্য পুরুষকর্তৃক আগে ভার্যারূপে গৃহীত হয়েছিল, সে ক্ষতযোনি হ'য়ে অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক উপভুক্ত হ'য়ে পরে যদি বিধবা হয় এবং আবার যদি কামুকতাবশতঃ অন্যপুরুষের বশবর্তী হয়, তাহ'লে এই নারীকে **পুনর্ভূ** বলে। এই দ্বিতীয় পুরুষের দ্বারা ঐ বিধবা নারীতে ক্রিয়মাণ যৌন-সংযোগ সম্বন্ধে কোনও বিধি দেখা যায় না। কোনও পুরুষ প্রথমে সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ ক'রে পরে যদি কামলালসা পরিতৃপ্তির জন্য এই বিধবা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাতে তা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ হয় না। সুখপরিতৃপ্তির জন্য উপরিউক্ত বিধবার সাথে যৌন-সংযোগের ব্যাপার নিষেধের বিষয় নয়। বেশ্যার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। এই দুই স্থানেই পুরুষের কামপ্রবৃত্তি পুত্রলাভের ঔরস-উদ্দেশ্যে হ'তে পারে না। যথানিয়মে সংস্কার অনুসরণ ক'রে সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সে-ই **ঔরস পুত্র**। সুতরাং বিধবার প্রথম বিবাহের দ্বারা সংস্কার নির্বাহ হওয়ায়, দ্বিতীয়বার বিবাহে তার আর সংস্কার থাকে না এবং ঐ বিধবা নারী সংস্কারের ভাগ লাভ না করায় তার গর্ভে পুত্র উৎপাদিত হ'লেও সে পুত্র ঔরসপুত্র নামে অভিহিত হ'তে পারে না। বেশ্যাতে উৎপাদিত পুত্রও ঔরসপুত্র নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যে নারী একবার কোনও পুরুষ কর্তৃক স্বীকৃতা হ'য়ে অক্ষতযোনি অবস্থায় (অর্থাৎ যৌনসংসর্গ না ক'রে) বিধবা হয়েছে এবং আবার

শাস্ত্রানুসারে তার বিবাহ হয়েছে, তাকেও পুর্নভূ বলে।]। ৩।

মূল। তত্র নায়িকাস্তিস্রঃ কন্যা পূনর্ভূর্বেশ্যা চ ইতি।। ৪।।

অনুবাদ। যৌন-সংযোগব্যাপারে নায়িকা তিন প্রকার ;- কুমারী-কন্যা, পুনর্ভূ এবং বেশ্যা। [পুত্রার্থে ও সুখার্থে কুমারীকন্যা, এবং ভোগসুখের জন্য পুনর্ভূ ও বেশ্যা। বাৎস্যায়ন এই তিন প্রকার নায়িকার সাথেই প্রেমসম্বন্ধ যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথম প্রকার নায়িকা কন্যা সর্বশ্রেষ্ঠ; কন্যা থেকে নিকৃষ্ট পুনর্ভূ; কন্যা এবং পুনর্ভূ থেকে নিকৃষ্ট হলো বেশ্যা। এই তিন জনের মধ্যে কন্যাকেই সকলে কামনা করে]।।।৪।।

মূল। অন্যকারণবশাৎ পরপরিগৃহীতাঽপি পাক্ষিকী চতুর্থীতি গোণিকাপুত্রঃ।। ৫।।

অনুবাদ। **গোণিকাপুত্র** নামক কামশাস্ত্রকার বলেন, পুত্র ও সুখ - এই উভয়বিধ কারণ ছাড়া অন্য কারণে (অর্থাৎ ধন, আত্মরক্ষা, শত্রুনিপাতন বা মিত্রসংগ্রহের জন্য) পরকীয়া নারীও স্থলবিশেষে (পাক্ষিকী-) নায়িকা হ'তে পারে ; এই নায়িকা **চতুর্থী** অর্থাৎ কন্যা, পুনর্ভূ এবং বেশ্যার পর এই নারী। ৫।

মূল। স যদা মন্যতে স্বৈরিণীয়ম্, অন্যতোঽপি বহুশো ব্যবসিতচারিত্রা, তস্যাং বেশ্যায়ামিব গমনমুত্তমবর্ণিন্যামপি ন ধর্মপীড়াং করিষ্যতি।। পুনর্ভূরিয়ম্ অন্যপূর্বাবরুদ্ধা নাত্র শঙ্কাস্তি।।৬-৭।।

অনুবাদ। **গোণিকাপুত্র** আরও বলেন, নায়ক যখন মনে করবে, তখনই সেই চতুর্থী নায়িকাতে রমণ করতে পারবে। কারণ, এই নারী **স্বৈরিণী** বা স্বাধীনস্বভাবা। সে অন্যান্য পুরুষের কাছে নিজের চরিত্রকে বহুবার খণ্ডিত করেছে ('ব্যবসিতচারিত্রা' কথাটির অর্থ জয়মঙ্গলা টীকায় এইরকম—খণ্ডিতশীলা ততশ্চ বেশ্যাতুল্যা); এই স্ত্রী যদি উত্তমবর্ণাও হয়, তাহ'লে বেশ্যাতে অভিগমন যেমন **ধর্মপীড়া** (violation of the ordinances of dharma) উৎপাদন করে না, সেইরকম তাতে (চতুর্থী নায়িকাতে) অভিগমন করাও ধর্মপীড়া উৎপাদন করবে না। কারণ, এই নারী বিধবা না হলেও একপ্রকার পুনর্ভূ। আগে অন্যপুরুষকর্তৃক এই নারী সংযোগবদ্ধ হয়েছিল। এই স্ত্রী যদি বর্তমান নায়কের অবরোধে আসে (অর্থাৎ নায়ককর্তৃক উপভুক্ত হয়) , তাহ'লে সেই সংযোগের ফলে অধর্মার্জনের (অর্থাৎ সতীত্বহরণের) আশঙ্কা থাকে না। ৬-৭।

মূল। পতিং বা মহান্তমীশ্বরম্ অস্মদমিত্রসংসৃষ্টম্ ইয়ম্ অবগৃহ্য প্রভুত্বেন চরতি; সা ময়া সংসৃষ্টা স্নেহাদেনং ব্যাবর্তয়িষ্যতি।। ৮।।

অনুবাদ। [এই অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্রে যে **চতুর্থী নায়িকার** কথা বলা হয়েছে, তার সাথে কোন্ কোন্ কারণে যৌন-সংযোগ নীতিশাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত হ'তে পারে, তা এই সূত্র থেকে পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে বিবৃত হয়েছে)]।

অথবা, এর (চতুর্থী নায়িকার) স্বামী আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছে, অথচ সেই স্বামীটি একজন প্রতাপশালী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ; এই স্ত্রীটি পতির উপরও প্রভুত্ব খাটিয়ে সেই পতিকে দাবিয়ে রাখতে চায় ; এই স্ত্রী আমার সংসর্গে এলে আমার সাথে যৌন-সংযোগে আনন্দিত হ'য়ে আমার প্রতি স্নেহবশতঃ সে তার স্বামীকে আমার অপকারকারী শত্রুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আমার অনুকূল করবে; অতএব এইরকম **পর-স্ত্রীর** সাথে আমি সংযোগ করতে পারি; নায়ক এইরকম ভাবে চিন্তা করবে। ৮।

মূল। বিরসং বা ময়ি শক্তমকর্তুকামঞ্চ প্রকৃতিমাপাদয়িষ্যতি।। ৯।।

অনুবাদ। অথবা, যে নারীর পতি পূর্বে আমার মিত্র ছিল, কিন্তু এখন আমার প্রতি বিরক্ত হ'য়ে আমার অপকার করতে প্রবৃত্ত এবং অপকার সাধনে সমর্থ, সেই পতিকে ঐ নারী প্রকৃতিস্থ করতে পারবে [অর্থাৎ নায়ক মনে করবে, আমি যদি এই ব্যক্তির স্ত্রীকে গোপনে আমার প্রতি অনুরক্তা করতে পারি, তা হ'লে আমার প্রতি অনুরাগবশে সে তার পতিকে আমার অনুকূল করতে পারবে।]। ৯।

মূল। তয়া বা মিত্রীকৃতেন মিত্রকার্যমমিত্রপ্রতীঘাতমন্যদ্বা দুষ্প্রতিপাদকং কার্যং সাধয়িষ্যামি।। ১০।।

অনুবাদ। নায়ক ভাববে, অথবা, নিজ স্বামীর উপর প্রভুত্বপ্রকাশকারিণী সেই নারী আমার সাথে সংসৃষ্ট হ'য়ে অর্থাৎ আমার সাথে যৌনমিলনে আবদ্ধ হ'য়ে আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তার স্বামীকে আমার মিত্র ক'রে দেবে। তখন আমার মিত্রীভূত সেই ব্যক্তির দ্বারা আমার মিত্রজনোচিত কাজ, (আমার শরীর রক্ষার জন্য) আমার অমিত্রের বা শত্রুর প্রতিঘাত, এবং আরও অন্যান্য দুষ্কর কাজ সিদ্ধ করতে পারব। ১০।

মূল। সংসৃষ্টো বাহনয়া হত্বাহস্যাঃ পতিমস্মদ্ভাব্যং তদৈশ্বর্যমেবমধি-গমিষ্যামি।। ১১।।

অনুবাদ। অথবা, আমি এই নারীর সাথে সঙ্গমপ্রাপ্ত হ'য়ে (অর্থাৎ তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর) এর পতির প্রাণ সংহারপূর্বক তার দ্বারা অপহৃত আমার প্রাপ্য ঐশ্বর্য আমি আবার অধিকার করতে পারব।

[যখন কোনও দুর্দান্ত ব্যক্তি একজন নিরপরাধ ব্যক্তির পৈতৃক বা অন্যরূপে ন্যস্ত সম্পত্তি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ ক'রে ভোগ করছে, তখন হৃতসম্পদ্ ঐ নিরপরাধ পুরুষ অনন্যোপায় হ'য়ে সেই দুর্দান্ত ব্যক্তির পত্নীকে নিজের বশে এনে

তার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন ক'রে তারই সাহায্যে তার পতিকে বধ ক'রে নিজের হৃতসম্পত্তি উদ্ধার করবে। এইরকম বধে কোনও অধর্ম হয় না, কারণ, ধনাপহারী ব্যক্তিকে বধ করলে কোনও পাপ হয় না। এইরকম চিন্তা ক'রে পুরুষ কোনও নারীকে নিজ সংসর্গে আনতে পারে।]। ১১।

মূল। নিরত্যয়ং বাহ্যস্যা গমনমর্থানুবদ্ধম্। অহঞ্চ নিঃসারত্বাৎ ক্ষীণবৃত্ত্যুপায়ঃ। সোঽহমনেনোপায়েন তদ্ধনমতিমহদকৃচ্ছ্রাদধি- গমিষ্যামি।।১২।।

অনুবাদ। অথবা, 'এই রমণীতে অভিগমন (অর্থাৎ এর সাথে যৌনসংযোগ) নিরাপদ এবং তা অর্থসংগ্রহের বিশেষ সহায়ক-উপায়। আমি ধনহীন হওয়ায় আমার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় নেই ; এইরকম সঙ্কটে এই রমণীর সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা অনায়াসে তার কাছ থেকে প্রচুর ধন লাভ করতে পারব'।

[কোথাও বা এইরকম অভিসন্ধিতে কুটুম্বভরণে অসমর্থ ধনহীন নায়ক ধনশালিনী নায়িকাকে সংগ্রহ করবার জন্য যত্ন ক'রে থাকে।]। ১২।

মূল। মর্মজ্ঞা বা ময়ি দৃঢ়ম্ অভিকামা সা মাম্ অনিচ্ছন্তং দোষবিখ্যাপনেন দূষয়িষ্যতি।।১৩।।

অনুবাদ। অথবা, কোনও ধনবান্ পুরুষের স্ত্রী আমার প্রতি মর্মজ্ঞা অর্থাৎ প্রগাঢ়ভাবে জাতকামা, কিন্তু আমি তার সঙ্গে যৌন- মিলনে অনভিলাষী; এ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে অবগত হ'য়ে আমার দোষ খ্যাপনপূর্বক আমাকে অপরাধী করতে পারে।

[যেখানে এরকম আশঙ্কা হয় যে, রাজা বা তত্তুল্য প্রধান পুরুষের প্রণয়িনী কোনও একজনের প্রতি মনে মনে প্রগাঢ় কামপরায়ণা হয়েছে, কিন্তু ভয়েই হোক্ বা অন্য কারণেই হোক্, সেই অনুরাগপাত্র ব্যক্তি ঐ নারীর প্রতি কামাভিলাষী হচ্ছে না; এইরকম অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলে, ঐ রমণী নিজ-পতি অর্থাৎ ঐ রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিকে অনুরাগপাত্রের গূঢ় দোষ অনুসন্ধানপূর্বক ব'লে দিতে পারে। সেই দোষের কথা শুনে রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন, তাকে অন্যপ্রকার বিপদেও ফেলতে পারেন; অতএব এই অবস্থা ঘটলে আত্মরক্ষার্থ সেই রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা উচিত। এইভাবে ঐরকম যৌন-সংযোগকর্মে প্রবৃত্তি কোথাও কোথাও হ'য়ে থাকে, এই কথাই এই সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে।]। ১৩।

মূল। অসদ্ভূতং বা দোষং শ্রদ্ধেয়ং দুষ্পরিহারং ময়ি ক্ষেপ্স্যতি যেন মে বিনাশঃ স্যাৎ।।১৪।।

অনুবাদ। অথবা, যে দোষ অসত্য, কিন্তু প্রকাশ করলে তা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে, সেই দোষ ঐ নারী আমার উপর আরোপ করতে পারে, তার ফলে আমার প্রাণসংহার পর্যন্ত হ'তে পারে।

[যেখানে কোনো অন্য পুরুষের প্রতি রাজার বা তত্তুল্য ব্যক্তির স্ত্রী বা রক্ষিতা রমণী স্বয়ং প্রগাঢ় অনুরাগিণী, কিন্তু অনুরাগপাত্র ঐ পুরুষের ঐ রমণীর সাথে রমণের ইচ্ছা নেই, সে ক্ষেত্রে ঐ সঙ্গমে ইচ্ছাহীন পুরুষটির ব্যবহারে নিরাশ হ'য়ে রমণী মিথ্যা ক'রে বলতে পারে, - 'অমুক ব্যক্তি আমাকে হস্তগত করবার জন্য চেষ্টা করছে'। একথা তার পতির (অথবা, যার সে পত্নী বা রক্ষিতা, তার) অবিশ্বাস্য হ'তে পারে না, কারণ, এত লোক থাকতে একজনেরই উপর ঐরকম দোষ আরোপ করবে কেন? এইভাবে সেই মিথ্যা দোষ বিশ্বাস করলে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হ'তে পারে, এই আশঙ্কায় কোথাও বা সেই রমণীর কামবাসনা পূরণ করতে অন্য নিরপরাধ পুরুষও প্রবৃত্ত হয়। এই ভাব বর্তমান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।]। ১৪।

মূল। আয়তিমন্তং বা বশ্যং পতিং মত্তো বিভিদ্য দ্বিষতঃ সংগ্রাহয়িষ্যতি, স্বয়ং বা তৈঃ সহ সংসৃজ্যেত।।১৫।।

অনুবাদ। অথবা, আয়তিমন্ত অর্থাৎ অবস্থাপন্ন বশ্য পতির আমার সাথে স্থির বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে আমার শত্রুদের সাথে মিলিত করে দেবে, অথবা স্বয়ং সেই শত্রুগণেরই সঙ্গিনী হবে।

[কোথাও বা স্ত্রী-বাধ্য কোনও ধনবান্ বা প্রভাবশালী ব্যক্তির রমণী পতির মিত্রের প্রতি গাঢ় অনুরাগিণী হ'য়ে প্রত্যাখ্যাতা হ'লে, পতির সাথে ঐ মিত্রের বিচ্ছেদসাধন ও সেই মিত্রের যে সব শত্রু, তাদের সাথে পতির সদ্ভাবসাধন ক'রে দিতে পারে, অথবা সেই শত্রুগণের মধ্যে কারও প্রণয়পাত্রী হ'য়ে সকল প্রকার অনিষ্টই করতে পারে। এই অবস্থায় পতির মিত্র সেই ব্যক্তি ঐ রমণীর অভিলাষ পূর্ণ ক'রে থাকে। এই ভাবের বর্ণনা এই সূত্রে আছে।]। ১৫।

মূল। মদবরোধানাং বা দূষয়িতা পতিঃ অস্যাঃ তদস্য অহমপি দারানেব দূষয়ন্ প্রতিকরিষ্যামি।। ১৬।।

অনুবাদ। অথবা, এই নারীর পতি আমার অন্তঃপুরিকাগণের সাথে গোপনে সংগমজনিত দোষ অর্থাৎ ব্যভিচার উৎপাদন করেছে ; অতএব এই ব্যক্তির ভার্যাকেও আমি সংগমজনিত দোষের মাধ্যমে প্রতীকার করব।

[নিজপত্নীর সতীত্ব যে ব্যক্তি বিনাশ করেছে, তার প্রতি আক্রোশবশতঃ তার

পত্নীর সতীত্বনাশে কখনো কখনো লোক প্রবৃত্ত হয়। এইভাবের বর্ণনা এই সূত্রে আছে।] ১৬।

মূল। রাজনিয়োগাচ্চান্তর্বর্তিনং শত্রুং বাহস্য নির্হনিষ্যামি।।১৭।।

অনুবাদ। অথবা, রাজার আদেশে অভ্যন্তরচারী অর্থাৎ লুকায়িত কোনও রাজ-শত্রুকে বাইরে আনার জন্য সেই শত্রুর স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

[রাজা শঙ্কা করছেন, - তাঁর কোন শত্রু তাঁর অন্তঃপুরে নারীদের সাথে মিলিত হচ্ছে; সেই শত্রুর সন্ধান ও সংহারার্থ তিনি কোনও ব্যক্তিকে অভয়প্রদানপূর্বক নিয়োগ করবেন এবং তাকে বলবেন— তুমি যে কোন উপায়ে হোক্, আমার অন্তঃপুরদূষক শত্রুর সন্ধান করে আমাকে বলে দেবে, অথবা, তাকে বধ করবে। এইরকম রাজাদেশ প্রাপ্ত হ'লে, সেই শত্রুর স্ত্রীর সাথে ঐ রাজনিযুক্ত ব্যক্তি যৌনসম্পর্ক স্থাপন ক'রে শত্রুকে প্রকাশ্যে আনতে বাধ্য করতে পারে।]।১৭।

মূল। যামন্যাং কাময়িষ্যে সাহস্যা বশগা। তামনেন সংক্রমেণাধিগমিষ্যামি।।১৮।।

অনুবাদ। যে রমণীকে আয়ত্ত করা আমার অভিপ্রেত, সেই রমণী অন্যা কামিনীর বশীভূত; এ জন্য সেই অন্যা কামিনীকে প্রথম আয়ত্ত ক'রে সেই সোপানে অভিপ্রেত রমণীকেও সম্ভোগার্থ প্রাপ্ত হব।

[কোনো নায়ক এক নায়িকার প্রতি প্রকৃত অনুরক্ত, সেই নায়িকা কন্যাও হ'তে পারে, স্বতন্ত্রাও হ'তে পারে ; কিন্তু সেই নায়িকাকে হস্তগত করতে হলে সেই নায়িকা অন্যা যে নায়িকার বশীভূতা, তাকে প্রথমে হস্তগত করা কোথাও বা আবশ্যক হয়; অথচ সেই যে অন্যা নায়িকাকে হস্তগত করা তা যেখানে প্রেমদান ব্যতীত সম্ভব হয় না, সেখানে তাও করতে হয়।]। ১৮।

মূল। কন্যামলভ্যাং বা আত্মাধীনাম্ অর্থরূপবতীং ময়ি সংক্রাময়িষ্যতি।।১৯।।

অনুবাদ। আমার দ্বারা অলভ্যা কন্যাকে অথবা রূপবতী ও ধনবতী স্বাধীনা রমণীকে অন্য কোনও নারী আমার হস্তগত ক'রে দেবে।

[পূর্বসূত্রে (১৮ সূঃ) যে অংশ অস্পষ্ট আছে, তাই স্পষ্ট করবার জন্য এই সূত্র। পূর্বে (৬-১৭ পর্যন্ত) সূত্রে যে সব রমণী-সংগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা পরপরিগৃহীতা অর্থাৎ পরকীয়া। ১৮শ সূত্রে যে রমণী-সংগ্রহের উপায় উপদিষ্ট হয়েছে, তা অন্যপ্রকার উপায়ে অপ্রাপ্য কন্যা এবং স্বাধীনা বা বিধবা কুলাঙ্গনা।]। ১৯।

মূল। মমামিত্রো বাহ্যাঃ পত্যা সহ একীভাবম্ উপগতঃ তমনয়া রসেন যোজয়িষ্যামি ইত্যেবমাদিভিঃ কারণৈঃ পরস্ত্রিয়মপি প্রকুর্বীত।। ২০।।

অনুবাদ। আমার শত্রু এই নারীর পতির সাথে একাত্ম ভাবাপন্ন, অতএব একে হস্তগত ক'রে অর্থাৎ এই নারীর সাথে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে এর দ্বারা এর পতিকে পরিণামে প্রাণহারী বিষ-পান করাবো। অথবা, (এই সূত্রের অন্যপ্রকার অনুবাদ এইরকম) - আমার শত্রু এই রমণীর পতির সাথে শয়ন-ভোজন প্রভৃতি কাজ একত্র সম্পন্ন করে এবং এরা দুজন একেবারেই একাত্মভাবাপন্ন। এই রমণীকে হস্তগত ক'রে তারই সাহায্যে আমার শত্রুর বা ঐ নারীর প্রতির প্রতি পরিণামে প্রাণহারী-বিষ প্রয়োগ করবো। ইত্যাদি কারণে পরস্ত্রীসংসর্গ প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

[আমার শত্রুর সাথে যে ব্যক্তির অত্যন্ত মিত্রতা, এমন কি আমার প্রাণনাশেও যে ব্যক্তি উদ্যত, তার ভার্যাকে যদি আয়ত্ত করা যায়, তাহ'লে তার সাহায্যে এমন বিষ প্রয়োগ করা যেতে পারে, যার ফলে সেই ব্যক্তি ক্রমে জীর্ণ হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এইরকম দুরন্ত শত্রুর বলনাশার্থ পরদার-গমন কেউ কেউ অনুমোদন ক'রে থাকে। এই কতকগুলি কারণের কথা বলা হ'ল ; এইরকম আরও কারণ আছে। কেবল দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য যে পরস্ত্রী গ্রহণ, তার তুলনায় এই পরস্ত্রীগ্রহণে সামাজিক নিন্দা কম, কিন্তু চারিত্রিক দোষ সর্বত্রই আছে।]। ২০।

মূল। ইতি সাহসিক্যং ন কেবলং রাগাদেব ইতি পরপরিগ্রহগমনকারণানি।। ২১।।

অনুবাদ। এই রকম পরস্ত্রী-সংগমরূপ সাহসিক কর্ম বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত না হ'লে কেবলমাত্র অনুরাগবশতঃ বা বিষয়ভোগের জন্য কর্তব্য নয়। মোটের উপর, এইগুলি পরস্ত্রীগমনের কারণ। (এই অধ্যায়ের ৪র্থ সূত্র পর্যন্ত যে সকল নায়িকার কথা বলা হয়েছে, তাই বাৎস্যায়ন-সম্মত। পরে অন্যান্য মত প্রদর্শিত হবে)। ২১।

মূল। এতৈরেব কারণৈর্মহামাত্রসম্বন্ধা রাজসম্বন্ধা বা তত্রৈকদেশচারিণী কাচিদন্যা বা কার্যসম্পাদিনী বিধবা পঞ্চমীতি চারায়ণঃ।। ২২।।

অনুবাদ। আচার্য **চারায়ণ** বলেন, - কন্যা, পুনর্ভূ, বেশ্যা এবং পরস্ত্রী ব্যতিরিক্ত উপরি উক্ত সব কারণে মহামাত্রের স্ত্রী, রাজসম্বন্ধা স্ত্রী বা রাজকুলের একদেশচারিণী স্ত্রী বা তদ্ব্যতিরিক্তা রাজার অন্তঃপুরচারিণী বিধবা, যিনি সফলতাপূর্বক স্বকার্যসাধনে উপযুক্তা, **পঞ্চমী নায়িকা** হ'তে পারে।

[যে যে কারণে পরকীয়া গ্রহণ (৭ থেকে ২০ সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে, সেই সেই কারণে অভীষ্ট কার্যসাধিকা বিধবাও নায়িকা হ'তে পারবে। পরপরিগৃহীতা না হওয়ায় বিধবাকে পরকীয়ার অন্তর্গত করা হ'ল না। অভীষ্ট কার্যসাধিকা বিধবাও তিন প্রকার, - (১) মহামাত্র-সম্বদ্ধা (২) রাজসম্বদ্ধা (৩) এবং (মহামাত্র-সম্বদ্ধা বা রাজসম্বদ্ধা না হলেও) রাজার পরিবারমধ্যে যার গতিবিধি আছে।]। ২২।

মূল। সৈব প্রব্রজিতা ষষ্ঠীতি সুবর্ণনাভঃ।। ২৩।।

অনুবাদ। আচার্য সুবর্ণনাভ বলেন, - উক্ত ত্রিবিধ বিধবা যদি প্রব্রজিতা (সন্ন্যাসিনী) হয়, তা হলে সে **ষষ্ঠী নায়িকার** মধ্যে গণ্য হবে।

[প্রব্রজিতা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুকী। কারণ, ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যা নেই। প্রব্রজিতা অর্থে সন্ন্যাসিনী। প্রব্রজ্যা =সন্ন্যাস।]। ২৩।

মূল। গণিকায়া দুহিতা পরিচারিকা বাঽনন্যপূর্বা সপ্তমীতি ঘোটকমুখঃ।।২৪।।

অনুবাদ। আচার্য ঘোটকমুখ বলেন, - অন্য পুরুষ যাকে উপভোগ করেনি, এমন গণিকাকন্যা বা গণিকার কোনও পরিচারিকা, যে অন্য পুরুষের অনুপভুক্তা —এরা **সপ্তমী নায়িকা** হ'তে পারে।

[অনন্যপূর্বা—পুরুষের দ্বারা উপভুক্তা হয় নি যে নারী। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে বসন্তসেনা ও মদনিকা সপ্তমী নায়িকার অন্তর্গত।]। ২৪।

মূল। উৎক্রান্তবালভাবা কুলযুবতিঃ উপচারান্যত্বাদষ্টমীতি গোনর্দীয়ঃ ।।২৫।।

অনুবাদ। বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এমন যে পরিণীতা ও প্রাপ্তযৌবনা রমণী, তার নাম কুলযুবতি। সেই কুলযুবতি উপচার-ভেদপ্রযুক্ত হ'লে অর্থাৎ যাকে পাওয়ার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করতে হয়, সে **অষ্টমী নায়িকা,** - এটি আচার্য **গোনর্দীয়ের** মত।

[যে উপায়ে কুমারীর মন হরণ করা যায়, ঠিক সেই উপায়ে নিজ যুবতি পত্নীর মন হরণ করা যায় না, এই জন্য তাকে পৃথক্ নায়িকা মধ্যে গণনা করা হয়।]। ২৫।

মূল। কার্যান্তরাভাবাৎ এতাসামপি পূর্বাস্বেবোপলক্ষণম্, তস্মাৎ চতস্র এব নায়িকা ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৬।।

অনুবাদ। যত নায়িকার কথা বলা হল, তাদের পৃথক্ কাজ নেই, অতএব পূর্বকথিত নায়িকার মধ্যেই পঞ্চমী প্রভৃতির অন্তর্ভাব হবে। এ কারণে নায়িকা চার

প্রকার, এটি আচার্য **বাৎস্যায়নের** মত।

[প্রথমে পুত্রার্থে ও সুখার্থে (১) এবং কেবল ভোগসুখার্থে (২) মোট তিন প্রকার নায়িকার বিধান সূত্রে করা হয়েছে ; আর পুত্রার্থ ও ভোগসুখার্থ ছাড়া অন্য প্রয়োজনোদ্দেশে যদি নায়িকা গ্রহণ করতে হয়, তাহ'লে সাকল্যে নায়িকা চাররকম - কন্যা, পুনর্ভূ, বেশ্যা এবং পরকীয়া। একথা বাৎস্যায়ন বলেন; কিন্তু পরকীয়াপক্ষ পূর্ব তিনটি অপেক্ষায় হেয় ব'লে সেগুলি পরিশেষে নির্দিষ্ট হয়েছে।]। ২৬।

মূল। ভিন্নত্বাৎ তৃতীয়া প্রকৃতিঃ পঞ্চমীত্যেকে।। ২৭।।

অনুবাদ। অন্যেরা বলেন, - তৃতীয়া প্রকৃতি অর্থাৎ নপুংসক বা ক্লীব, স্ত্রীজাতি থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও **পঞ্চমী নায়িকা** হতে পারে।

[কোন কোন পণ্ডিত **বাৎস্যায়নের** যে নায়িকা-চতুষ্টয় বিষয়ক অভিমত তা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁরা বলেন, - স্ত্রীজাতি বিষয়েই এই বিভাগ। কিন্তু স্ত্রীজাতি থেকে ভিন্ন ক্লীব নায়িকা হতে পারে, কাজেই সেই নায়িকাকে **পঞ্চমী** বলতে হয়। এতক্ষণ নায়িকার বিষয় বলা হল। এবার নায়ক-নিরূপণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।]। ২৭।

মূল। এক এব তু সার্বলৌকিকো নায়কঃ।। ২৮।। প্রচ্ছন্নস্তু দ্বিতীয়ঃ, বিশেষলাভাৎ।। ২৯।। উত্তমাধমমধ্যমতাং তু গুণাগুণতো বিদ্যাৎ।। ৩০।। তাংস্তূভয়োরপি গুণাগুণান্ বৈশিকে বক্ষ্যামঃ।। ৩১।।

অনুবাদ। সর্বলোক-বিদিত অর্থাৎ পাত্ররূপে সর্বত্র প্রসিদ্ধ নায়ক একপ্রকারই।

[পুরুষ-সংসর্গ হ'লে কন্যাভাব নষ্ট হয়, বহু পুরুষ-সংসর্গে পুনর্ভূ-ভাবও নষ্ট হয়; নায়কের পক্ষে এরকম নিয়ম না থাকায় একই নায়ক কুমারীর পাণিগ্রহণ কর্তা হতে পারেন, তিনিই পুনর্ভূর ভর্তা এবং বেশ্যার উপপতি হ'তে পারেন ; এইজন্য নায়কের ভেদ নায়িকার মতো হতে পারে না। তবে যে ভেদ আছে তাহা এই, - নায়ক দ্বিবিধ; প্রথম সার্বলৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় প্রচ্ছন্ন। সর্বলোক-বিদিত নায়ক একই।] বিশেষ লাভের নিমিত্ত গুপ্তভাবে পরস্ত্রী-সম্ভোগকারী প্রচ্ছন্ন নায়ক দ্বিতীয়। [বিশেষ লাভ বলতে বোঝায় ধন, শত্রুবধ, আত্মরক্ষা ও মিত্রসম্মিলন]। নায়ক, গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষভেদে, - উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনপ্রকার হ'তে পারে ব'লে জানতে হবে। নায়ক-নায়িকা উভয়েরই গুণাগুণ **বৈশিক অধিকরণে** বলা হবে। ৩১।

মূল। অগম্যাস্ত্বেবৈতাঃ-কুষ্ঠিন্যুন্মত্তা পতিতা ভিন্নরহস্যা প্রকাশপ্রার্থিনী গতপ্রায়যৌবনাঽতিশ্বেতাঽতিকৃষ্ণা দুর্গন্ধা সম্বন্ধিনী সখী প্রব্রজিতা সম্বন্ধি-সখি-শ্রোত্রিয়-রাজদারাশ্চ।। ৩২।।

অনুবাদ। নিম্নোক্ত নারীরা **অগম্যা** অর্থাৎ এদের সাথে যৌনসম্পর্কস্থাপন উচিত নয় এবং এরা নায়িকা হওয়ায় অনুপযুক্তা - (১) কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, (২) উন্মত্তা, (৩) পতিতা (মানুষহত্যাদিপাপযুক্তা), (৪) ভিন্নরহস্যা (গুপ্তকথা যে প্রকাশ ক'রে ফেলে এবং এই কাজের দ্বারা যে নায়ককে লজ্জা দেয়), (৫) প্রকাশপ্রার্থিনী (লোকসমক্ষেই যে নারী পুরুষের সাথে সম্ভোগ প্রার্থনা করে), (৬) গতপ্রায়-যৌবনা অর্থাৎ যে নারীর যৌবনকাল শেষ হতে চলেছে, (৭) অত্যধিক শ্বেতবর্ণা, (৮) অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণা, (৯) দুর্গন্ধা (মুখ বা যোনি প্রভৃতি অঙ্গ দুর্গন্ধযুক্ত), (১০) সম্বন্ধিনী (রক্ত-সম্বন্ধযুক্তা ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি এবং বিদ্যাসম্বন্ধযুক্তা আচার্যকন্যা প্রভৃতি);(১১) সখী (নিজ-ভার্যার বয়স্যা প্রভৃতি), (১২) প্রব্রজিতা (সন্ন্যাসিনী), (১৩) সম্বন্ধিপত্নী (ভ্রাতৃজায়া ও আচার্যপত্নী প্রভৃতি), (১৪) সখিপত্নী (বন্ধুপত্নী), (১৫) শ্রোত্রিয়পত্নী (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পত্নী) এবং (১৬) রাজপত্নী। [পারদারিক প্রভৃতি অধিকরণে এই প্রকার রমণীর সাথে যৌন সংসর্গ-বিষয়ে যে ব্যবস্থাদি আছে, তা দুষ্কর্মে-প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রবৃত্তিমূলক কাজের চিত্র মাত্র, তা সূত্রকারের অনুমোদিত নয়। এই ব্যাপার এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে।]। ৩২।

মূল। দৃষ্টপঞ্চপুরুষা নাগম্যা কাচিদস্তীতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ। আচার্য বাভ্রব্যের মতানুসারীরা বলেন,—পঞ্চপুরুষগামিনী কোন রমণীই অর্থাৎ যে নারী নিজ পতি ছাড়া আরও কোনও কোনও অর্থাৎ অন্তত পাঁচজন পুরুষের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, সে কারও অগম্যা নয়। অর্থাৎ এই রকম নারীকে সকলেরই সম্ভোগ করতে পারে। [আচার্য পরাশর বলেন, পঞ্চাতীতা বন্ধকী অর্থাৎ যে নারী পাঁচজন পুরুষের সাথে দেহ সংসর্গে আবদ্ধা হয়েছে, সে নারী সকলেরই গম্যা। তবে যে নারীর কাছে একজন বা দুজন পুরুষ সম্ভোগার্থ গমন করে, সেখানে কারণ থাকলেও গমন করা উচিত নয়। দ্রৌপদীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ স্বামী থাকলেও অন্যের অগম্যা ছিল।] ৩৩।

মূল। সম্বন্ধি-সখি-শ্রোত্রিয়-রাজ-দার-বর্জমিতি গোণিকাপুত্রঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ। আচার্য গোণিকাপুত্র বলেন, - সম্বন্ধীর অর্থাৎ নিকট আত্মীয়ের পত্নী, সখিপত্নী, শ্রোত্রিয়পত্নী অর্থাৎ বেদপাঠী ব্রাহ্মণের পত্নী ও রাজপত্নী —এরা পাঁচজন পুরুষের কাছে সম্ভোগার্থ গমন করলেও, তাদের বর্জন করতে হবে অর্থাৎ তারা অগম্যা হবে। [সম্বন্ধীভার্যা যদি স্বৈরিণী হয় এবং তার সাথে যদি এক গুরুর শিষ্য হওয়ার জন্য কোনও সম্বন্ধ থাকে, অথবা যোনিসম্বন্ধ অর্থাৎ মাতৃকুলগত কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহলে সেই নারী অগম্যা; কিন্তু ঐ নারী যদি কেবলমাত্র বাহ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয় তাহলে

সে গম্যা। বন্ধুর ভার্যা অন্যের গম্যা হলেও নায়কের নয়। নায়কের ভার্যাবয়স্যা মৈত্রীব্যবহারে নায়কের ঘনিষ্ঠা না হলে তার গম্যা। বেদপাঠী ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি নানারকম ধর্মীয় ক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন এবং রাজা চার বর্ণ ও চার আশ্রমের সকলেরই গুরু, তাই তাদের স্ত্রী খণ্ডিতশীলা অর্থাৎ অসচ্চরিত্রা হলেও নায়কের বা নাগরকের অগম্যা।] ৩৪।

মূল। সহপাংশুক্রীড়িতমুপকারসম্বন্ধং সমানশীলব্যসনং সহাধ্যায়িনং যশ্চাস্য মর্মাণি রহস্যানি চ বিদ্যাৎ, যস্য চায়ং বিদ্যাদ্বা ধাত্র্যপত্যং সহসংবৃদ্ধং মিত্রম্।। ৩৫।।

অনুবাদ। [ঐ সব অগম্যা ব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার নায়িকার মধ্যে যে নায়িকা প্রার্থনীয়া হবে, তাকে সংগ্রহ করবার জন্য দূত বা দূতী নিযুক্ত করতে হয়। সেই দৌত্যকার্য কিরকম ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করতে হবে, অর্থাৎ কি রকম ব্যক্তি সহায়ক হবে, তার উপদেশ প্রদানের জন্য মিত্রাদি-নির্ণয় করা হচ্ছে; তাদের মধ্যে **সহজমিত্র** —স্নেহগত মিত্র অর্থাৎ সহজ মিত্র (অর্থাৎ সহায়ক) যথা,-] (১) সহপাংশুক্রীড়িত (বাল্যকালে ধূলা খেলার সাথী), (২) উপকারসম্বদ্ধ, - অর্থ বা জীবন রক্ষার কারণে উপকৃত, (৩) সমান-শীল ও সমান-ব্যসন অর্থাৎ সমব্যথী, (৪) সহাধ্যায়ী, (৫) নায়কের মর্ম-রহস্য যে জানে, (৬) নায়ক যার মর্ম-রহস্য জানে, (৭) নিজ ধাত্রীর সন্তান এবং (৮) একত্র সম্বর্ধিত অর্থাৎ লালিত-পালিত ব্যক্তি - এরা **মিত্র**-পদবাচ্য।

[" The following are of the kinds of friends : (1) one who has played with you in the dust, i.e., in childhood, (2) one who is bound by an obligation, (3) one who is of the same disposition and fond of the same thing, (4) one who is a fellow-student, (5) one who is acquainted with your secrets and faults, (6) whose faults and secrets are also known to you, (7) one who is a child of your nurse, (8) who is brought up with you."] । ৩৫।

মূল। পিতৃপৈতামহম্ অবিসংবাদকম্ অদৃষ্টবৈকৃতং বশ্যং ধ্রুবম্ অলোভ-শীলম্ অপরিহার্যম্ অমন্ত্রবিস্রাবীতি মিত্রসম্পৎ।। ৩৬।।

অনুবাদ। গুণগত মিত্র, যথা 'পিতা - পিতামহ' থেকে অর্থাৎ বংশপরম্পরাগতভাবে যেখানে স্নেহসম্বন্ধ চলে আসছে, যার বাক্য ও কাজ যেমন শুনতে পাওয়া যায়, বাস্তবে তেমনি দেখতে পাওয়া যায়, কুত্রাপি বিসংবাদ পাওয়া যায় না; যার কোনও কাজ কোনও সময়ে বিরুদ্ধ দেখতে পাওয়া যায় না, যে সকল সময়ে বশীভূত, স্থিরানুরাগ অর্থাৎ যে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায় না, নির্লোভ, এবং

অনুরক্ত হওয়ার ফলে লোভের বশে অন্যের বাধ্য হয় না, এবং যে কখনও মন্ত্রণা প্রকাশ করে না সেই ব্যক্তিই গুণগতভাবে মিত্র। নাগরকের (বা নায়কের) এই রকম মিত্র থাকলেই তাকে বলা হয়— **মিত্রসম্পৎ**। এইসব গুণ থাকলে সকলে মিত্র হ'তে পারে এবং মিত্রতার উৎকর্ষ হয়। এগুলির ব্যভিচার হলে মিত্রও অমিত্ররূপে পরিণত হয় ।৩৬।

মূল।রজক-নাপিত-মালাকার-গন্ধিক-সৌরিক-ভিক্ষুক-গোপাল-তাম্বূলিক-সৌবর্ণিক-পীঠমর্দ-বিট-বিদূষকাদয়ো মিত্রাণি। তদ্‌যোষিন্মিত্রাশ্চ নাগরকাঃ স্যুরিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩৭-৩৮।।

অনুবাদ। [আগে স্নেহ-ধর্মের বা গুণের দ্বারা মিত্র নিরূপিত হয়েছে, এখন জাতি কে কে মিত্র হ'তে পারে তা নির্ণীত হচ্ছে -] রজক, নাপিত, মালাকার, গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা, সৌরিক (শুঁড়ী), ভিক্ষুক, গোপালক, তাম্বূলিক (পানবিক্রেতা বা বারুই) সৌবর্ণিক (সোনার বেনে), পীঠমর্দ (কুপিতা নারীকে প্রসন্ন করার ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি), বিট (কামকলায় জ্ঞানী ব্যক্তি), এবং বিদূষক প্রভৃতির সাথে মৈত্রী কর্তব্য (এরা নায়ক ও নায়িকার মধ্যে প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন করবে)। নাগরকগণ উপরি উক্ত রজক-নাপিত প্রভৃতির স্ত্রীদের সাথেও মিত্রতা স্থাপন করবে (এবং এইভাবে তারা নিজেদের ইষ্ট সিদ্ধি করতে সক্ষম হবে)। এই কথা **বাৎস্যায়ন** বলেন। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে নায়কসহায়দের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—নর্মবাক্যকথনে নিপুণতা, সর্বদা গাঢ় অনুরাগিতা, দেশ ও কালের অভিজ্ঞতা, কর্মনৈপুণ্য, রুষ্টা নায়িকার প্রসন্নতাকরণ, গোপনমন্ত্রণাদান প্রভৃতি নায়কসহায়কদের গুণ।

পীঠমর্দ—গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্ণা তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্ যথা হরেঃ।।

—যিনি নায়কের মত গুণবান্ হয়েও প্রেমভরে সেই নায়কেরই অনুবর্তন করেন, তাঁকে 'পীঠমর্দ' বলা হয়। যেমন, শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ সহায়।

বিট— বেষোপচারকুশলো ধূর্তঃ গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে।।

—পরিচ্ছদাদি রচনায় এবং উপচার প্রয়োগে কুশল, ধূর্ত, গোষ্ঠী বিশারদ অর্থাৎ সময়োচিত আলাপাদিতে নিপুণ, এবং কামশাস্ত্রান্তর্গত নীতিসমূহ যিনি জানেন, তাঁকে 'বিট' বলা হয়।

বিদূষক—বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।

বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।।

— ভোজনে লোলুপ, কপট কলহ করতে যিনি ভালবাসেন, এবং দেহ, বাক্য বেষের বিকার সম্পাদনের দ্বারা যিনি সকলের হাস্যোদ্রেক করেন, তিনিই বিদূষক। তাঁর নাম হবে বসন্ত, কোকিল প্রভৃতি। রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব-নাটকে সুমঙ্গল একজন প্রসিদ্ধ বিদূষক।] ৩৭-৩৮।

মূল। যদুভয়োঃ সাধারণম্ উভয়ত্রোদারং বিশেষতো নায়িকায়াঃ সুবিশ্রব্ধং তত্র দূতকর্ম।। ৩৯।।

অনুবাদ। [নায়ক-নায়িকার দূতকার্যে প্রযুক্ত হবে যে পুরুষ এবং তার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে—]যে মিত্র নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই কাছে মিত্রের কাজ ক'রে আসছে, এবং উভয়ত্রই উদারভাবে নিজের কাজ দেখিয়ে আসছে, বিশেষতঃ নায়িকার নিকটে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সেই মিত্রের উপরেই দূতকর্ম করবার ভার দিতে হবে। ৩৯।

মূল। পটুতা ধার্ষ্ট্যম্ ইঙ্গিতাকারজ্ঞতা প্রতারণকালজ্ঞতা বিষহ্যবুদ্ধিত্বং লঘ্বী প্রতিপত্তিঃ সোপায়া চেতি দূতগুণাঃ।। ৪০।।

অনুবাদ। বাক্-পটুতা, ধৃষ্টতা (প্রাগল্‌ভ্য; অপরাধী হ'লেও শঙ্কিত না হওয়া, তিরস্কৃত হ'লেও লজ্জা বোধ না করা এবং দোষ দেখিয়ে দিলেও সে দোষ স্বীকার না করা, - অর্থাৎ কোন বিষয়ে সঙ্কোচ না করা); ইঙ্গিত ও আকার (বদন ও নয়নগত বিকার) দেখে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করবার যোগ্যতা; প্রতারণকালজ্ঞতা-প্রতারণা করবার যোগ্যতা, প্রতারণা করবার উপযুক্ত অবসর জানা; বিষহ্যবুদ্ধি-সন্দেহ বা সংশয়ের স্থানে তাড়াতাড়ি কার্যনির্ণয় করবার উপযুক্ত বুদ্ধি থাকা এবং লঘ্বী প্রতিপত্তিঃ সোপায়া— অর্থাৎ কার্যনির্ণয় ক'রে উপায়াবলম্বন পূর্বক অতিসত্বর তার অনুষ্ঠান করবার যোগ্যতা - এইগুলি **দূতের গুণ** [এইসব গুণসম্পন্ন দূতেরাই নাগরকের কার্যসিদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত ফলদায়ক হয়। দূতনিয়োগের আগে এইসব গুণের পরীক্ষা করা উচিত এবং ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তাদের দৌত্যে প্রেরণ করা কর্তব্য। এইসব গুণ যাদের নেই সেইরকম দূতপ্রেরণে কার্যসিদ্ধি হয় না এবং তার জন্য নাগরককে পরিণামে অনুতপ্ত হ'তে হয়।]। ৪০।

মূল। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ -

আত্মবাগ্মিত্রবান্ যুক্তো ভাবজ্ঞো দেশকালবিৎ।

অলভ্যাম্ অপ্যযত্নেন স্ত্রিয়ং সংসাধয়েন্নরঃ।। ৪১।।

অনুবাদ। [এই অধ্যায়ের সাথে সম্পাদিত প্রাচীন একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হচ্ছে—নাগরক যদি নিজের উপযুক্ত গুণে গুণবান্ হন, যদি নিজেকে সাহায্য করার উপযুক্ত এবং গুণসম্পন্ন মিত্রকে সহায় পান, নাগরকবৃত্তের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের কর্তব্যকর্মে আস্থাবান্ থাকেন, নায়িকার স্বরূপ বা মনোগত ভাবসম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হন, দেশ ও কালসম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকে, তাহ'লে এইরকম মানুষ (নাগরক বা নায়ক) অলভ্যা নারীকেও বিনা আয়াসেই লাভ করতে সমর্থ হন।

[কামশাস্ত্রের এই অধ্যায়টি কিছুটা বিশৃঙ্খলভাবে উপন্যস্ত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার মিলনের ব্যাপারে দূতী যতটা সাহায্য করতে সমর্থ, দূত ততটা নয়; কিন্তু অধ্যায়টিতে দূতীকর্মের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত, দূতকর্মই মুখ্যভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে দূতকর্মের দ্বারা দূতীর কর্মগুলিও আমাদের অনুমান করে নিতে হবে।] ৪১।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেঽধিকরণে

নায়কসহায়দূতকর্মবিমর্শঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।

প্রথম অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত।। ১।।

কামসূত্রম্

দ্বিতীয়মধিকরণম্ ঃ কন্যাসম্প্রযুক্তম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বরণসম্বিধানং সম্বন্ধনিশ্চয়শ্চ

[পুরুষ নানাভাবে কন্যাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে থাকে, এবং এইভাবে আনন্দ পায়; কিন্তু সম্প্রযোগ বা যৌন-মিলন ছাড়া আনন্দ পরিতৃপ্ত হয় না। এই সম্প্রয়োগের ব্যাপারে কিছু উপায়প্রয়োগ আবশ্যক। সম্প্রয়োগের ব্যাপারে কন্যার প্রাধান্য থাকায় **কন্যাসম্প্রযুক্ত** নামক অধিকরণ আরম্ভ হচ্ছে। সেখানে প্রথমে— ব্যভিচারনিরোধের জন্য শাস্ত্রানুসারে কন্যাবরণের বিধান এবং বিবাহের পর বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সম্বন্ধের নিশ্চয়-ব্যাপার বলা হচ্ছে।]

মূল। সর্বণায়ামনন্যপূর্বায়াং শাস্ত্রতোঽধিগতায়াং ধর্মোঽর্থঃ পুত্রাঃ সম্বন্ধঃ পক্ষবৃদ্ধিরনুপস্কৃতা রতিশ্চ।। ১।।

অনুবাদ। ব্রাহ্মণাদির নিজ নিজ সমানবর্ণা, অনন্য-পূর্বা (মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা অন্যকে যে প্রদত্তা নয়), শাস্ত্রানুসারে স্বীকৃতা অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী বরণ করলে ধর্ম, (যৌতুকাদি-) অর্থ, পুত্র, দাম্পত্যসম্বন্ধ, বংশ-বৃদ্ধি ও অকৃত্রিম রতিলাভ (অর্থাৎ পরস্পর-বিশ্বাসহেতু কামবাসনার তৃপ্তিলাভ) করতে পারা যায়।

['অনন্য-পূর্বা' এই অংশের দ্বারা পুনর্ভূ-কে পরিত্যাগ করা হ'ল। সবর্ণা কুমারীই যদি শাস্ত্রানুসারে নিজের পরিণীতা হয়, তবেই তাকে নায়িকা ভাবে গ্রহণ করলে ধর্ম, অর্থ, দাম্পত্যসম্বন্ধ এবং পুত্রাদি লাভ হ'য়ে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় - অসবর্ণা অথবা কুমারী ভিন্ন নায়িকার সাথে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ না হ'লে দাম্পত্যসম্বন্ধ হয় না, অধর্ম হয়, অর্থ অপেক্ষা অনর্থ-প্রাপ্তিই বেশী হয়; তদ্গর্ভজাত সন্তানদ্বারা পুত্রের কাজ হয় না। আর অকৃত্রিম প্রণয়ের আশা ত দুরাশা মাত্র এবং সহায়বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি না হয়ে বরং শত্রুবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই সূত্র থেকেও বোঝা যায় - পুনর্ভূ, বেশ্যা ও পরকীয়াপ্রভৃতিকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ সূত্রকারের অসম্মত ; তবে কামনাপরতন্ত্র মানুষ যে স্বাভাবিক কামতাড়না হেতু ভোগে অভিলাষী হয়, সেই ভোগনির্বাহের জন্য তার দ্বারা অশোভন-কুকর্ম সাধিত হয়, এই কথা-ই আলোচ্য সূত্রদ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়েছে , এইমাত্র।]। ১।

মূল। **তস্মাৎ কন্যামভিজনোপেতাং মাতাপিতৃমতীং ত্রিবর্ষাৎ প্রভৃতি ন্যূনবয়সং শ্লাঘ্যাচারে ধনবতি পক্ষবতি কুলে সম্বন্ধিপ্রিয়ে সম্বন্ধিভিরাকুলে প্রসূতাং প্রভূতমাতাপিতৃপক্ষাং রূপশীললক্ষণ-সম্পন্নাম্ অন্যূনাধিকাবিনষ্টদন্তনখকর্ণকেশাক্ষিস্তনীম্ অরোগিপ্রকৃতি-শরীরাং তথাবিধ এব শ্রুতবান্ শীলয়েৎ।।২।।**

অনুবাদ। অতএব যাতে এরকম হয়, তার জন্য আভিজাত্যসম্পন্না, মাতাপিতৃমতী (অর্থাৎ যার মা ও বাবা জীবিত), পতির বয়ঃক্রমাপেক্ষা অন্ততঃ তিন বৎসর কমবয়স্কা, শ্লাঘ্য-আচারযুক্তা, ধন-জন-সম্পন্না,পক্ষবতি কুলে অর্থাৎ অনুরক্ত-বহুকুটুম্ব(আত্মীয়)-সমন্বিত কুলে জাতা, যার মাতৃবংশে ও পিতৃবংশে বহু লোকজন আছে, রূপ-শীল-যুক্তা ও উত্তমলক্ষণসম্পন্না, যার দাঁত, নখ, কান, চুল, চোখ ও স্তন ন্যূন বা অধিক বা নষ্ট হ'য়ে যায় নি, এবং যে রুগ্নপ্রকৃতি নয় এইরকম কুমারীকে তার মত গুণসম্পন্ন এবং গৃহীতবিদ্য পুরুষ বিবাহ করতে ইচ্ছা করবে।

[যতগুলি দাঁত থাকলে মুখের সৌষ্ঠব হয়, তার থেকে যদি অল্প দাঁত থাকে, সেই নারীকে **বিরলদ্বিজা** সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সহজ কথায়, ফাঁক-ফাঁক-দাঁত; দাঁতের উপর দাঁত থাকলে তাকে **অধিকদন্তা** বলে। যদি কোন কারণে দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে থাকে বা কীটাদিদ্বারা নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে কন্যা বিবাহে প্রশস্তা নয়। হাত ও পায়ের আঙুল যদি সংখ্যায় ন্যূন বা অধিক হয়, তাহ'লে নখও ন্যূন বা অধিক হবে, স্বভাবতই নখ অতিদীর্ঘ বা একান্ত ক্ষুদ্র হ'লে **ন্যূননখী** বা অধিক-নখী বলা যায়। কু-নখীরোগযুক্তাকে **বিনষ্ট-নখী** বলা যায়। এইরকম ন্যূনাধিক-নখী ও বিনষ্ট-নখীকে বিবাহ করা উচিত নয়। প্রমাণাধিক দীর্ঘকর্ণ বা একান্তক্ষুদ্রবর্ণ বা ছিন্নকর্ণ যার, এইরকম কন্যাও বিবাহে প্রশস্তা নয়। অতিকেশী, অল্পকেশী অথবা টাক্‌পড়া কন্যাও বিবাহযোগ্যা নয়। একটি চোখ ক্ষুদ্র, একটি বৃহৎ অথবা উভয় চোখই একান্ত ছোট, এবং এক চোখ, তিন চোখ এবং রোগাদিদ্বারা বিনষ্ট চোখ যে কন্যার সেও বিবাহযোগ্য নয়। **ত্রিচক্ষু** অর্থাৎ চোখের মতো অপর একটা চিহ্নযুক্ত। যার স্তনচিহ্ন একটিমাত্র বা স্তনচিহ্ন তিনটি অথবা অসমানস্থানে দুইটী স্তনচিহ্ন যার আছে, অথবা যার স্তনচিহ্ন একেবারেই নেই, এবং রোগবিশেষ-দ্বারা যার স্তনচিহ্ন বিনষ্ট হয়েছে, এইরকম বালিকাও বিবাহযোগ্যা নয়। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ এমন কন্যাকে বিবাহ করা ইচ্ছা করবেন, যে কন্যা আভিজাত্য গুণসম্পন্ন, মাতা-পিতা যার বর্তমান এবং যে কন্যার সাথেই থাকে, পুরুষের থেকে যার বয়স অন্ততঃ তিন বৎসর কম, যে কন্যা শ্লাঘ্য আচরণকারী বংশে উৎপন্ন, যে কন্যার বংশ ধনশালী, যার বংশের সমৃদ্ধ লোকজন বহুদূর দেশেও বসতি স্থাপন করেছে, এবং যে কন্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্রুটিহীন।] ২।

মূল। **যাং গৃহীত্বা কৃতিনমাত্মানং মন্যেত ন চ সমানৈর্নিন্দ্যেত তস্যাং প্রবৃত্তিরিতি ঘোটকমুখঃ।।৩।।**

অনুবাদ। আচার্য **ঘোটকমুখ** বলেন, - যে কন্যাকে গ্রহণ করলে অর্থাৎ বিবাহ করলে পুরুষ নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং সদাচারী মিত্রদের দ্বারা নিন্দিত না হ'য়ে প্রশংসিত হয়, সেইরকম কুমারীকে বিবাহ করতে প্রবৃত্ত হবে। এইরকম কন্যাতে প্রবৃত্তি হওয়া উচিত অর্থাৎ এইরকম কন্যাই বিবাহের পক্ষে উপযুক্ত।৩।

মূল। **তস্যা বরণে মাতা-পিতরৌ সম্বন্ধিনশ্চ প্রযতেরন্, মিত্রাণি চ গৃহীতবাক্যান্যুভয়সম্বন্ধানি।।৪।।**

বরণ দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়, পৌরুষের দ্বারা এবং দৈবের দ্বারা। প্রথমে পৌরুষ দ্বারা সিদ্ধবরণের কথা বলা হচ্ছে—

অনুবাদ। সেইরকম গুণযুক্ত কন্যার বরণের জন্য নায়কের পিতামাতা এবং আত্মীয়- স্বজনগণ যত্ন করবে। তাছাড়া যাদের কথা শ্রদ্ধেয় অর্থাৎ যাদের কথা সাধারণের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, এরকম নায়ক-নায়িকার মিলনের জন্য উভয়পক্ষের (অথবা, নায়কের মাতৃসম্বন্ধীয় ও পিতৃসম্বন্ধীয় - এই দুই পক্ষের) আত্মীয়গণও প্রযত্নবান্ হবে। ৪।

মূল। **তান্যন্যেষাং বরয়িতৃণাং দোষান্ প্রত্যক্ষানাগমিকাংশ্চ শ্রাবয়েয়ুঃ।।৫।।**

অনুবাদ। পাণিপ্রার্থী পুরুষের মিত্রগণ সেই কুমারীর পাণিপ্রার্থী অন্য পাত্রগণের সম্বন্ধে (ঐ মিত্রগণের দ্বারা) প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত দোষসমূহ সেই কুমারীর আত্মীয়-স্বজনকে শোনাবে এবং পাণিপ্রার্থী আগমিক অর্থাৎ বর্তমান নায়কের কুল-শীল-সৌন্দর্যাদি গুণের কথা বড়ো ক'রে কন্যার পিতা-মাতাকে শোনাবে (যার ফলে কন্যার মাতা-পিতা ঐ নায়ককে কন্যাদান করতে উৎসাহী হবে)। ৫।

মূল। **কৌলান্ পৌরুষেয়ানভিপ্রায়সংবর্দ্ধকাংশ্চ নায়কগুণান্ বিশেষতশ্চ কন্যামাতুরনুকূলাংস্তদাত্বায়তিযুক্তান্ দর্শয়েয়ুঃ।।৬।।**

অনুবাদ। আত্মীয়-বন্ধুর দ্বারা উপস্থাপিত পাণিপ্রার্থী-পাত্রের কুল-শীলাদি, পুরুষকারসম্পাদিত কলাবিদ্যা-নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ শোনাবে; যেন লক্ষ্য থাকে, এই সকল গুণ শোনালে কন্যাদানে কন্যাপক্ষের অভিপ্রায় সংবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ পাত্রের সেইসব গুণ কন্যা-মাতার আকাঙ্খিত বর্তমান ও অনাগতকালে পাত্রের উৎকৃষ্ট অবস্থা বুঝিয়ে দেবে।৬।

মূল। দৈবচিন্তকরূপশ্চ শকুননিমিত্তগ্রহলগ্নবললক্ষণদর্শনেন নায়কস্য ভবিষ্যন্তমর্থসংযোগং কল্যাণমনুবর্ণয়েৎ।। ৭।।

অনুবাদ। দৈবের দ্বারা সিদ্ধ কন্যা নির্বাচনে পাত্রপক্ষীয় মিত্রগণ দৈবজ্ঞরূপে এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে, যে ব্যক্তি পাত্রের ভবিষ্যৎ ধনযোগাদি শুভ ফল, গ্রহবল, লগ্নবল, এবং হস্তরেখা-কাকচরিত্রাদি প্রদর্শনদ্বারা নায়কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্যাণকর বিষয় বর্ণনা করবেন।৭।

মূল। অপরে পুনরস্যান্যতো বিশিষ্টেন কন্যালাভেন কন্যামাতরমুন্মাদয়েয়ুঃ।। ৮।।

অনুবাদ। অন্য জ্যোতিষী প্রভৃতি ব্যক্তিরা নায়ককর্তৃক প্রেরিত হ'য়ে কন্যার মাতার নিকটে উপস্থিত হবে এবং বলবে, - 'অমুক ধনী ব্যক্তি তার কন্যাকে এই বরের হাতে দেওয়ার জন্য উদ্যত, একথা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি ; সেই কন্যাটিও যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী'। এইরকম ব'লে কন্যার মাতাকে ঐ নায়কের হাতে তার কন্যাকে দেওয়ার জন্য পাগল করে তুলবে, অর্থাৎ কন্যাদান-ব্যাপারে কন্যার মাতাকে অত্যন্ত অনুরক্ত করবে।

[এই অন্য ব্যক্তিরা যদি দৈবজ্ঞও হয়, তবে তারা জানাবে যে, অন্য বিশিষ্ট ধনবান্ ব্যক্তির কন্যা এই পাত্রে যাতে প্রদত্তা হয়, তার জন্য আমরা যোটক-বিচার করেছি এবং মিলও উত্তম হয়েছে।]। ৮।

মূল। দৈবনিমিত্তশকুনোপশ্রুতীনামানুলোম্যেন কন্যাং বরয়েদ্দদ্যাচ্চ।।৯।।

অনুবাদ। দৈব, নিমিত্ত ও শকুন-উপশ্রুতির অনুকূল বিচার দ্বারা কন্যা বরণ করবে এবং কন্যাপক্ষও কন্যা দান করবেন। ৯।

[**দৈব** = জন্মলগ্ন, রাশি প্রভৃতি। তার অনুকূলতা যোটক-মেলন প্রভৃতি। পূর্বকৃত শুভ বা অশুভ কর্মকে দৈব বলা হয়। তারই অভিব্যঞ্জকরূপে চিহ্নিত গ্রহ-নক্ষত্রকেও দৈব বলা যায়। বিবাহের পরে এই কন্যা শুভদায়িনী হবে কিনা, করচরণাদির রেখা দ্বারা তার জ্ঞানই এখানে **নিমিত্ত**পদের দ্বারা গ্রাহ্য। অনুকূল রেখায় বিবাহ কর্তব্য। বিবাহের সম্বন্ধাদি সময়ে ক্ষেমঙ্করী দর্শন এবং কাকের শব্দবিশেষজ্ঞান **'শকুন'** শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে। ইষ্টানিষ্ট জিজ্ঞাসায় নিশীথকালে দৈববাণীর মতো যে আদেশ, তাই **উপশ্রুতি**।]। ৯।

মূল। ন যদৃচ্ছয়া কেবলমানুষয়েতি ঘোটকমুখঃ।। ১০।।

অনুবাদ। কেবল মানবোচিতভাবদর্শনে বা নিজের ইচ্ছামতো পাত্রের পিতামাতা বা কন্যার পিতা-মাতা কন্যাবরণ বা কন্যা-দান করবে না, একথা **আচার্য ঘোটকমুখ** বলেন।

[কন্যার পিতৃমাতৃপক্ষের সমৃদ্ধি ও সহায়-বাহুল্য এবং কন্যার রূপমাত্র দেখে সম্বন্ধ করা উচিত নয়, দৈবপরীক্ষাও কর্তব্য।]। ১০।

মূল। সুপ্তাং রুদতীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জয়েৎ।। ১১।।

অনুবাদ। কন্যা যদি অত্যধিক নিদ্রাপরায়ণা হয়, কথায় কথায় রোদনপরায়ণা হয়, বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ভ্রমণরতা হয়, তাহ'লে এইরকম কন্যাকে বিবাহস্থলে উপস্থিত বর বিবাহ করবে না। ১১।

মূল। অপ্রশস্তনামধেয়াঞ্চ গুপ্তাং ঘোনাং পৃষতামৃষভাং বিনতাং বিকটাং বিমুণ্ডাং শুচিদূষিতাং সাঙ্করিকীং রাকাং ফলিনীং মিত্রাং স্বনুজাং বর্ষকরীঞ্চ বর্জয়েৎ।। ১২।।

অনুবাদ। অপ্রশস্ত-নামধেয়া, গুপ্তা, দত্তা, ঘোনা, পৃষতা, ঋষভা, বিনতা, বিকটা, বিমুণ্ডা, শুচিদূষিতা, সাঙ্করিকী, রাকা, ফলিনী, মিত্রা, স্বনুজা এবং বর্ষকরী কন্যাকে বিবাহ করবে না। [**অপ্রশস্তনামধেয়া** - যার নাম দুঃশ্রাব্য বা অমঙ্গলা যথা, ভঙ্গিকা, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি। **গুপ্তা**- যে কন্যাকে প্রায়শই লুকিয়ে রাখা হয়। **দত্তা** - অন্যের হাতে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতা। **ঘোনা** - কপিলা। **পৃষতা** - শুক্রবিন্দুযুক্তা। **ঋষভা** - পুরুষাকৃতি। **বিনতা** - নিম্নস্কন্ধা। **বিকটা** - যার উরুদেশ সুগঠিত নয়। **বিমুণ্ডা** - যার কপাল বড়। **শুচিদূষিতা** - পিতার সৎকারার্থ যে মুখাগ্নি করেছে। **সাঙ্করিকী** - বিবাহের আগেই যার পুরুষ-সঙ্গ হয়েছে অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। **রাকা** - বিবাহের পূর্বেই যে রজস্বলা হয়েছে। **ফলিনী** - মূকা। **মিত্রা** - পূর্ব থেকে যাকে সখী বলে নির্ণয় করা আছে অথবা মাতুলকন্যা প্রভৃতি সহজবন্ধু। **স্বনুজা** - বরাপেক্ষা তিন বৎসর ন্যূনবয়স্কা যে নয়। **বর্ষকরী** - যার পদতল ও করতলে ঘাম হয়। এখানে রাকা কন্যা বিবাহে বর্জনীয়, সূত্রকার এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন ; অতএব সেইসময় যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল, এইরকম মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না, তবে পাত্রাদির অভাবে যৌবন-বিবাহ তখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত ছিল ব'লে মনে হয়।] । ১২।

মূল। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ -
নক্ষত্রাখ্যাং নদীনাম্নীং বৃক্ষনাম্নীঞ্চ গর্হিতাম্।
লকাররেফোপান্তাঞ্চ বরণে পরিবর্জয়েৎ।। ১৩।।

অনুবাদ। শ্রবণা, বিশাখা প্রভৃতি নক্ষত্রনাম্নী ; বিতস্তা, বিপাশা, গঙ্গা ইত্যাদি নদীনাম্নী; জম্বু, মালতী, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি বৃক্ষনাম্নী;এবং লকার ও রেফ যে নামের শেষ-স্বরবর্ণের পূর্ববর্ণ, - সেই প্রকার নামধেয়া কন্যা (যেমন, কমলু, বিমলু, চরু, তারু প্রভৃতি) নিন্দনীয়া, অতএব এদের বিবাহে বর্জন করবে। ১৩।

মূল। যস্যাং মনশ্চক্ষুযোর্নিবন্ধস্তস্যাং সিদ্ধিঃ (বিকল্পে-ঋদ্ধিঃ)। নেতরামাদ্রিয়েত ইত্যেকে।। ১৪।।

অনুবাদ। যে কন্যাকে দেখলে মন ও চোখের প্রীতি উৎপাদন হয়, তাকে বিবাহ করলে, ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ হয়ে থাকে। আর, সুলক্ষণসম্পন্না হ'য়েও যে নারী নয়ন ও মনের প্রীতিসম্পাদনকারিণী হয় না, তাকে আদর অর্থাৎ বরণ করবে না। এটি কারও কারও মত। ১৪।

মূল। তস্মাৎ প্রদানসময়ে কন্যামুদারবেশাং স্থাপয়েয়ুরাপরাহ্নিকঞ্চ।। ১৫।।

অনুবাদ। অতএব প্রদানসময়ে সম্প্রদানীয়া কন্যাকে কন্যাপক্ষীয়গণ উত্তমবেশে সজ্জিত ক'রে উপস্থাপিত করবে এবং প্রদানের আগে আপরাহ্নিক মঙ্গলবিধি রক্ষা করবে অর্থাৎ অপরাহ্নে পালনীয় নিম্নলিখিত বিধিসমূহ পালন করবে। ['প্রদানসময়ে' এটি উপলক্ষণ; এর দ্বারা 'বরণকালে' অর্থটিকেও গ্রহণ করতে হবে। নয়ন ও মনের প্রীতিকারিণী না হ'লে সে কন্যার বরণ নিষিদ্ধ। এই কারণে বরণ ও প্রদান এই উভয়সময়েই কন্যাকে সজ্জিত ক'রে উপযুক্ত স্থানে রাখবে।] ১৫।

মূল। নিত্যং প্রসাধিতায়াঃ সখীভিঃ সহ ক্রীড়া। যজ্ঞবিবাহাদিষু জনসন্দ্রাবেষু প্রাযত্নিকং দর্শনং তথোৎসবেষু চ পণ্যসধর্মত্বাৎ।।১৬।।

অনুবাদ। অপরাহ্নকালে নিত্য কেশপ্রসাধন, সখীসহ ক্রীড়া প্রভৃতি করাবে। যজ্ঞ ও বিবাহস্থানে যখন বহুজনের সমাগম হয়, তখন তাকে যত্নসহকারে সজ্জীভূত ক'রে সকলকে দেখানো কর্তব্য। যেহেতু কন্যা পণ্যসমানধর্মী অর্থাৎ বিক্রেতব্য দ্রব্যের তুল্য।

[এইরকম ভাবে প্রসাধিতা কন্যাকে পরিচারিকাদি-পরিবৃত ক'রে রাখবে যাতে তাকে দেখবার জন্য লোকের কৌতূহল হয়।]। ১৬।

মূল। বরণার্থমুপগতাংশ্চ ভদ্রদর্শনান্ প্রদক্ষিণবাচশ্চ তৎসম্বন্ধিসঙ্গতান্ পুরুষান্ মঙ্গলৈঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ুঃ।।১৭।।

অনুবাদ। বরণের জন্য বরের সঙ্গে কন্যার গৃহে সমাগত বরপক্ষীয়-

সম্বন্ধিগণযুক্ত ভদ্রদর্শন ও মধুরভাষী ব্যক্তিগণকে কন্যার মাতা-পিতা দধি অক্ষতাদি মাঙ্গল্য দ্রব্য উপহার দেবে এবং মিষ্ট কথায় তাদের অভ্যর্থনা করবে। ১৭।

মূল। কন্যাং চৈষামলঙ্কৃতামন্যাপদেশেন দর্শয়েয়ুঃ।। ১৮।।

অনুবাদ। বরণের আগে কোনও সময় কন্যা দর্শনের জন্য আগত ব্যক্তিগণকে অন্য কাজের ছল ক'রে বস্ত্র-অলঙ্কারাদির দ্বারা অলঙ্কৃতা কন্যাকে দর্শন করাবে। ১৮।

মূল। দৈবং পরীক্ষণং চাবধিং স্থাপয়েয়ুঃ প্রদাননিশ্চয়াৎ।। ১৯।।

অনুবাদ। যতদিন পর্যন্ত কন্যা-সম্প্রদান স্থিরীকৃত না হয়, ততদিন পাত্রপক্ষ দৈব এবং পরীক্ষণকার্যকে অবধিরূপে রক্ষা করবে। ['এ বিবাহ ভবিতব্যতার অধীন, অতএব এখন আমরা কোন স্থির নিশ্চয় করছি না; আগে আমরা দৈব লক্ষণাদি মিত্রস্বজনাদির সাথে পরীক্ষা করব' - এইরকম কথা দেবে, তার আগে বিবাহের নিশ্চয় হবে না।]।১৯।

মূল। স্নানাদিষু নিযুজ্যমানা বরয়িতারঃ সর্বং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা ন তদহরেবাভ্যুপগচ্ছেয়ুঃ।। ২০।।

অনুবাদ। সেই কন্যাপক্ষীয়গণ বরদর্শনে এলে বরপক্ষ তাদের স্নানাদি করতে অনুরোধ করলেও তারা সেই দিনই তা স্বীকার করবে না - বলবে, - '(বিধাতা অনুকূল হ'লে) যথাসময়ে সবই হবে'। ২০।

মূল। দেশপ্রবৃত্তিসাত্ম্যাদ্বা ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যার্ষদৈবানামন্যতমেন বিবাহেন শাস্ত্রতঃ পরিণয়েৎ। ইতি বরণবিধানম্।। ২১।।

অনুবাদ। দেশাচারানুসারে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ বা দৈব - এই বিবাহগুলির মধ্যে কোনও একটির দ্বারা বিবাহ-বিধান সম্পন্ন ক'রে বর যথাশাস্ত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। এই পর্যন্ত **বরণবিধান** নামক প্রকরণ। ২১।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ -

সমস্যাদ্যাঃ সহক্রীড়া বিবাহাঃ সঙ্গতানি চ।

সমানৈরেব কার্যাণি নোত্তমৈর্নাপি বাহধমৈঃ।। ২২।।

অনুবাদ। এইবিষয়ে শ্লোক আছে, যথা - সমস্যা-ক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল পারস্পরিক ক্রীড়া আছে সেগুলি, বিবাহ ও সঙ্গম -এই তিনটি কাজ সমানে সমানে কর্তব্য ; নিজের তুলনায় উত্তমের সাথে বা অধমের সাথে এগুলি কর্তব্য নয়। ২২।

মূল। কন্যাং গৃহীত্বা বর্তেত প্রেষ্যবদ্ যত্র নায়কঃ।

তং বিদ্যাদুচ্চসম্বন্ধং পরিত্যক্তং মনস্বিভিঃ।। ২৩।।

অনুবাদ। যেখানে নায়ক অর্থাৎ বর নিজের তুলনায় বেশী ধনবান্ ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ ক'রে ভৃত্যের মতো থাকতে বাধ্য হয়, তাকেই উচ্চ সম্বন্ধ বলে জানবে ; কিন্তু ঐ সম্বন্ধকে পণ্ডিত ও মনস্বিগণ পরিত্যাগ ও পরিহার ক'রে থাকেন। [প্রায়শই দেখা যায় - বড় ঘরে বিবাহ করলে বর শ্বশুরগৃহে ভৃত্যের মতো থাকে। বড় ঘরে সম্বন্ধ হ'লেও মানিগণ আত্মমর্যাদা-হানির ভয়ে তা একেবারেই পছন্দ করেন না।]। ২৩।

মূল। স্বামিবদ্বিচরেৎ যত্র বান্ধবৈঃ স্বৈঃ পুরস্কৃতঃ।

অশ্লাঘ্যো হীনসম্বন্ধঃ সোঽপি সদ্ভির্বিনিন্দ্যতে।। ২৪।।

অনুবাদ। পক্ষান্তরে, যেখানে বর গরীব ঘরের কন্যা বিবাহ ক'রে স্বীয় শ্বশুর শ্যালকাদির কাছে সম্মানিত হ'য়ে প্রভুর মতো অবস্থান করে, তা হীনসম্বন্ধ অর্থাৎ অশ্লাঘ্য ; সজ্জনেরা অর্থাৎ লোকব্যবহারজ্ঞজনেরা সে সম্বন্ধকেও নিন্দা ক'রে থাকেন। ২৪।

মূল। পরস্পরসুখাস্বাদা ক্রীড়া যত্র প্রযুজ্যতে।

বিশেষয়ন্তী চান্যোন্যং সম্বন্ধঃ স বিধীয়তে।। ২৫।।

অনুবাদ। যে বিবাহে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পরস্পর সুখপ্রদ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হ'তে পারে (অর্থাৎ সমান আনন্দের অনুভূতি) এবং সেই ক্রীড়ায় কখনও কন্যাপক্ষের উৎকর্ষ, কখনও বা বরপক্ষের উৎকর্ষ দেখা যায়, সেই সম্বন্ধই বিবাহের পক্ষে উপযুক্ত। ২৫।

মূল। কৃত্বাঽপি চোচ্চসম্বন্ধং পশ্চাজ্জ্ঞাতিষু সংনমেৎ।

ন ত্বেব হীনসম্বন্ধং কুর্যাৎ সদ্ভির্বিনিন্দিতম্।। ২৬।।

অনুবাদ। বৈবাহিকসূত্রে উচ্চ সম্বন্ধ ক'রেও পরে জ্ঞাতিগণের কাছে ন্যূনতা স্বীকার করবে অর্থাৎ নত হ'য়ে থাকবে এবং তাদের গৃহে যাবে, কিন্তু হীনসম্বন্ধ কদাচ করবে না। সজ্জনগণের কাছে হীনসম্বন্ধ বিশেষরূপে নিন্দিত। [**উচ্চসম্বন্ধ** - বড় ঘরে বিবাহ। এই বিবাহের ফলে শ্বশুরগৃহে হীনভাবে থাকতে হয় ব'লে জ্ঞাতিগণ বরের প্রতি প্রায়শই ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে ; এই কারণে জ্ঞাতিগণের সন্তোষ-সাধনার্থ স্বয়ং জ্ঞাতিগণের কাছে নম্রতা প্রকাশ করবে। বরের এইভাবে উভয়দিকে কিঞ্চিৎ লাঘব হ'লেও নীচ ঘরে বিবাহ করা অপেক্ষা এটাই করণীয়। নীতিশাস্ত্রানুসারে বলা হয়, কুল, শীল, সনাতন, বিদ্যা, বিত্ত প্রভৃতি বিচার করার পরই বিবাহ সম্বন্ধ নিশ্চয় করা দরকার।

কুলং চ শীলং চ সনাথতা চ বিদ্যা চ বিত্তং চ বপুর্বয়শ্চ
এতান্ গুণান্ সপ্তান্ বিচিন্ত্য দেয়া কন্যা বুধৈঃ শেষচিন্তনীয়াঃ।। ২৬।
এই পর্যন্ত **সম্বন্ধনিশ্চয়** নামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তে দ্বিতীয়েঽধিকরণে বরণসংবিধানং সম্বন্ধনিশ্চয়ঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।

দ্বিতীয় অধিকরণের 'বরণসম্বিধান-সম্বন্ধনিশ্চয়'-নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।। ১।।

কামসূত্রম্

দ্বিতীয়মধিকরণম্ ঃ কন্যাসম্প্রযুক্তম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

কন্যাবিস্রম্ভণম্

[বিবাহের পর কন্যাকে সঙ্গমের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নানাভাবে কন্যার মনে নায়কের যোগ্যতাবিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন। কন্যার মনে পতির যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করাকে কন্যাবিস্রম্ভন বলা হচ্ছে। তা না হলে সেই কন্যাকে সম্প্রযোগের যোগ্য ক'রে তোলা যায় না।]

মূল। সঙ্গতয়োস্ত্রিরাত্রমধঃশয্যা ব্রহ্মচর্যং ক্ষারলবণবর্জমাহারস্তথা সপ্তাহং সতূর্যমঙ্গলস্নানং প্রসাধনং সহভোজনং চ প্রেক্ষা সম্বন্ধিনাং চ পূজনম্। সার্ববর্ণিকম্।। ১।।

অনুবাদ। যথাবিধি পরিণীত হ'য়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তিন রাত্রি পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবে ও ক্ষার-লবণ-বর্জিত আহার গ্রহণ করবে, এবং অধঃশয্যায় অর্থাৎ ভূমিতে পাতা শয্যায় শয়ন করবে। তারপর সপ্তাহকাল অর্থাৎ সাতদিন গীতবাদ্যাদির সহযোগে মঙ্গল-স্নান, প্রসাধন, সহভোজন, নাটকাদির অভিনয়দর্শন এবং আত্মীয়স্বজনগণকে অভিবাদন ও গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা পূজন করবে। এটি সর্ববর্ণের বর-বধূর কর্তব্য কর্ম। ১।

মূল। তস্মিন্নেতাং নিশি বিজনে মৃদুভিরুপচারৈরুপক্রমেত।। ২।।

অনুবাদ। সেই দশরাত্রিতে (অর্থাৎ দশম রাত্রিতে) নিশাযোগে নির্জনস্থানে যাতে কন্যা উদ্বেগ প্রাপ্ত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে, মৃদু মৃদু উপচারের (অর্থাৎ আলাপাদির) দ্বারা ঐ কন্যাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে সঙ্গমের জন্য উপক্রম করবে অর্থাৎ কন্যার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করবে, কিন্তু প্রথমেই বলাৎকার করবে না। ২।

মূল। ত্রিরাত্রমবচনং হি স্তম্ভমিব নায়কং পশ্যন্তী কন্যা নির্বিদ্যেত, পরিভবেচ্চ তৃতীয়ামিব প্রকৃতিম্। ইতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৩।।

অনুবাদ। বাভ্রবীয়গণের অর্থাৎ আচার্য **বাভ্রব্যের** মতাবলম্বিগণ বলেন, বিবাহের প্রথম তিন রাত্রি যদি পতি প্রস্তরস্তম্ভের মতো (অর্থাৎ মূক, নিশ্চেষ্ট ও জড়বস্তুর মত) স্থির থাকে (অর্থাৎ কোনও প্রণয় কথা না বলে, নববধূকে স্পর্শ করে না, প্রেমপূর্ণ চোখে নববধূর দিকে দৃষ্টিপাত করে না), তাহ'লে নবপরিণীতা বধূ 'আমি

মূক গ্রাম্যজনকর্তৃক বিবাহিত হ'য়ে বঞ্চিত হয়েছি' ভেবে খেদ প্রাপ্ত হয় এবং পতিকে **তৃতীয়া-প্রকৃতি** অর্থাৎ নপুংসক মনে ক'রে তার প্রতি অবজ্ঞাপোষণ করে (এখানে ভাবার্থ হ'ল — বিবাহের পর তিন রাত্রিও পতি-পত্নী সঙ্গমরহিত জীবনযাপন করবে না।)।৩।

মূল। উপক্রমেত বিস্রম্ভয়েচ্চ, ন তু ব্রহ্মচর্যমতিবর্তেত। ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ৪।।

অনুবাদ। কিন্তু **বাৎস্যায়ন** বলেন, — প্রথম তিন রাত্রি পতি নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন ক'রে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং পত্নীর মনে নিজের উপর বিশ্বাস উৎপাদন করবে, কিন্তু পত্নী অনুকূল হলেও পতি ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ ক'রে তার সাথে বলাৎকারের মাধ্যমে সঙ্গম করবে না। ৪।

মূল। উপক্রমমাণশ্চ ন প্রসহ্য কিঞ্চিদাচরেৎ।। ৫।।

অনুবাদ। প্রেমপ্রদর্শনাদির দ্বারা পত্নীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার সময় পতি পত্নীকে আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি কোনও আচরণ বলপূর্বক করবে না। ৫।

মূল। কুসুমসধর্মাণো হি যোষিতঃ সুকুমারোপক্রমাঃ। তাস্ত্বনধিগতবিশ্বাসৈঃ প্রসভমুপক্রম্যমাণাঃ সম্প্রযোগদ্বেষিণ্যো ভবন্তি। তস্মাৎ সাম্নৈবোপচরেৎ ।। ৬।।

অনুবাদ। রমণীগণ কুসুম-সুকুমার-প্রকৃতি অর্থাৎ খুবই কোমল, তাই তাদের উপর প্রযুক্ত উপক্রম অর্থাৎ ব্যবহারও সুকুমার হওয়া উচিত ('Women, being of tender nature, want tender beginnings')। যদি তাদের বিশ্বাস উৎপাদন না ক'রে তাদের উপর বলপূর্বক সম্ভোগের উপক্রম করা হয়, তাহ'লে তারা সম্প্রয়োগবিদ্বেষিণী ('haters of sexual connection') হয়। অতএব সাম-নীতি অবলম্বন ক'রে (অর্থাৎ মধুরভাবে) তাদের সাথে উপচার প্রয়োগ কর্তব্য।

[যতদিন পর্যন্ত পত্নীর হৃদয়ে পতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস উৎপন্ন না হয়, ততদিন কোনও কামনাধীন কাজ বলাৎকারপূর্বক করা উচিত নয়। বলাৎকারপূর্বক সম্ভোগ করার চেষ্টা করা হ'লে, পত্নী সম্ভোগব্যাপারে বিতৃষ্ণ হতে পারে। অতএব এই সময় পতি সুকুমার ব্যবহার অবলম্বন ক'রে কাজ করবে।]।৬।

মূল। যুক্ত্যাপি তু যতঃ প্রসরমুপলভেত্তেনৈব্যনুপ্রবিশেৎ।। ৭।।

অনুবাদ। নায়ক যদি সম্ভোগের ঠিকমত অবসর না পায়, সেই সময়োপযোগী কোনও যুক্তি অনুসারে যে উপায়ের দ্বারা নিজের অবকাশ বুঝবে ('অর্থাৎ মধুর আলাপ, ক্রীড়া ইত্যাদির দ্বারা), সেই উপায়েই অনুপ্রবেশ করার (to approach)

চেষ্টা করবে (অর্থাৎ পত্নীর অঙ্গসমূহ শিথিল ক'রে দিয়ে অবকাশমতো সেখানে নিজের অঙ্গ প্রবেশ করাবে)। ৭।

মূল। তৎপ্রিয়েণালিঙ্গনেনাচরিতেন নাতিকালত্বাৎ।। ৮।।

অনুবাদ। (সুযোগ উপস্থিত হ'লে) পতি পত্নীর পক্ষে খুব প্রিয় ('in a way she likes most') যে আলিঙ্গন, তার দ্বারা পত্নীর প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করবে। কিন্তু ঐ আলিঙ্গন যেন বেশী সময়ের জন্য না হয় (অর্থাৎ অল্প আলিঙ্গনের পরেই যেন পত্নীকে ছেড়ে দেওয়া হয়) — নতুবা দীর্ঘ আলিঙ্গনের ফলে নববধূর মধ্যে অপ্রিয়ভাবের উদ্ভব হতে পারে। ৮।

মূল। পূর্বকায়েণ চোপক্রমেৎ বিষহ্যত্বাৎ।। ৯।।

অনুবাদ। নতুন বিবাহের পর পরিচয় গভীর না হওয়ায় পতি তার শরীরের ঊর্দ্ধভাগের দ্বারা (অর্থাৎ নাভি থেকে উপরের অংশের দ্বারা) স্ত্রীকে প্রথমে আলিঙ্গন করবে। কারণ, এইরকম আলিঙ্গনই প্রথমে স্ত্রীর পক্ষে সহনীয় ('He should embrace her with upper part of his body because that is easier and simpler')। ৯।

মূল। দীপালোকে বিগাঢ়যৌবনায়াঃ পূর্বসংস্তুতায়াঃ, বালায়া অপূর্বায়াশ্চান্ধকারে।।১০।।

অনুবাদ। পূর্ণযৌবনা ও বিবাহের পূর্বে আলিঙ্গনের আস্বাদ-প্রাপ্তা নারীর আলিঙ্গন দীপালোকে হ'তে পারে (কারণ, এই দুই শ্রেণী নারীর ভয় ও লজ্জার অভাব থাকে), কিন্তু আগে যে নারী কোনও পুরুষের আলিঙ্গন লাভ করেনি তার, ও অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকার পক্ষে আলিঙ্গন অন্ধকারেই প্রীতিকর (কারণ, এই দুই প্রকার নারীর মধ্যে লজ্জার আধিক্য আছে)।। ১০।।

মূল। অঙ্গীকৃতপরিষ্বঙ্গায়াশ্চ বদনেন তাম্বুলদানম্। তদপ্রতিপদ্যমানাঞ্চ সান্ত্বনৈর্বাক্যৈঃ শপথৈঃ প্রতিযাচিতৈঃ পাদপতনৈশ্চ গ্রাহয়েৎ। ব্রীড়াযুক্তাপি যোষিদত্যন্তক্রুদ্ধাপি ন পাদপতনমতিবর্তত ইতি সার্বত্রিকম্।। ১১।।

অনুবাদ। পত্নীর দ্বারা যদি আলিঙ্গন স্বীকৃত হয় (অর্থাৎ পত্নীকে আলিঙ্গন করার ফলে যদি তার লজ্জাসঙ্কোচ দূরীভূত হয়ে যায়), তাহ'লে পতি নিজের মুখের পান পত্নীর মুখে প্রবেশ করাবে। পত্নী যদি ঐ পান গ্রহণ করতে স্বীকার না করে, তাহ'লে পতি প্রথমে মিষ্টভাবে চাটুবাক্য প্রয়োগ করবে, তারপর 'আমার কাছ থেকে পান না নিলে আমি আমার শরীর বিনাশ করবো' ইত্যাদি শপথবাক্য প্রয়োগ করবে, তারপর

'তুমিই তোমার মুখে ক'রে আমার মুখে পান দাও' এইরকম প্রার্থনা করবে, এবং তাতেও স্বীকৃতা না হ'লে পত্নীর পায়ে ধরে তাকে নিজের অনুকূল করার প্রয়াস করবে। স্ত্রী লজ্জাযুক্ত অথবা অত্যন্ত কুপিত যা-ই হোক্ না কেন সে যদি পতির কথা না শোনে, তাহ'লে পাদপতনরূপ উপায়ই অবলম্বনীয় (কারণ, নিজের পায়ে স্বামীর পতন - কোনও স্ত্রী-ই বরদাস্ত করতে পারে না);এই ব্যাপারটি সার্বত্রিক, অর্থাৎ কেবল নবোঢ়ার পক্ষে নয়, সমস্ত নারীর পক্ষে সব জায়গাতেই প্রযোজ্য। ১১।

মূল। তদ্দানপ্রসঙ্গেন মৃদু বিশদমকাহলমস্যাশ্চুম্বনম্।। তত্র সিদ্ধামালাপয়েৎ।। তচ্ছ্রবণার্থং যৎকিঞ্চিদল্পাক্ষরাভিধেয়মজানন্নিব পৃচ্ছেৎ।।১২-১৪।।

অনুবাদ। ঐ তাম্বূলদান প্রসঙ্গে পতি পত্নীকে চুম্বন করবে, এবং সেই যে চুম্বন হবে মৃদু (অর্থাৎ যাতে পত্নীর উদ্বেগ না আসে তার জন্য পত্নীর মুখটি হাত দিয়ে না ধরে চুম্বন), বিশদ অর্থাৎ সুখস্পর্শকর এবং অকালহ অর্থাৎ নিঃশব্দ ('অকাহলমশব্দম্, সশব্দেন লজ্জিতা স্যাৎ')। তাতে কৃতকার্য হ'লে অর্থাৎ পত্নী যদি চুম্বনে সন্তুষ্টা হয় তাহ'লে তার সাথে নানাভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হবে। সে সময় ঐ পত্নী যা দেখেছে বা শুনেছে, পুরুষটি যেন নিজে তা জানে না এইরকম ভান ক'রে, তার উত্তর শোনার জন্য ছোট ছোট কথায় নানারকম প্রশ্ন করবে। ১২-১৪।

মূল। তত্র নিষ্প্রতিপত্তিমনুদ্বেজয়ন্ সান্ত্বনাযুক্তং বহুশ এব পৃচ্ছেৎ।। তত্রাপ্যবদন্তীং নির্বধ্নীয়াৎ।। ১৫-১৬।।

অনুবাদ। তাতে যদি দেখা যায় ঐ নারী নিষ্প্রতিপত্তি অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে আছে, তাহ'লে তাকে উদ্বিগ্ন না ক'রে চাটুযুক্ত বাক্যে নানারকম প্রশ্ন করবে। তাতেও কোনও উত্তর না পেলে নির্বন্ধ অর্থাৎ জেদ করবে। ১৫-১৬।

মূল। সর্বা এব হি কন্যাঃ পুরুষেণ প্রযুজ্যমানং বচনং বিষহন্তে। ন তু লঘুমিশ্রামপি বাচং বদন্তি ইতি ঘোটকমুখঃ।। ১৭।।

অনুবাদ। আচার্য ঘোটকমুখ বলেন — সমস্ত নববিবাহিত কন্যাই (নিজের মধ্যে কামভাব উৎপন্ন হ'লে) পুরুষের দ্বারা প্রযুজ্যমান বাক্য চুপচাপ উপভোগ করে। (কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও লজ্জাবশতঃ) অল্প কথাও সে বলে না। ১৭।

মূল। নির্বধ্যমানা তু শিরঃকম্পেন প্রতিবচনানি যোজয়েৎ। কলহে তু ন শিরঃ কম্পয়েৎ।। ১৮।।

অনুবাদ। কথার উত্তর পাওয়ার জন্য পতি যদি নির্বন্ধের (জেদের) আতিশয্য প্রকাশ করে অর্থাৎ বার বার প্রশ্ন করে, তাহ'লে পত্নী শিরঃকম্পের দ্বারা (মাথা নেড়ে)

প্রতিবচন (উত্তর) দেওয়ার কাজ করবে। যদি ঐ পত্নী উত্তর না দেয়, তাহ'লে নানারকম যুক্তি প্রয়োগ ক'রে পতি পত্নীকে উত্যক্ত করবে এবং কালক্রমে যখন উভয়ের মধ্যে বাক্কলহ উপস্থিত হবে, তখন পতি যদি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হয়েছ?' তখন ঐ নারী ক্রোধখ্যাপনের জন্য মাথাও নাড়বে না এবং উত্তরও দেবে না।। ১৮।।

মূল। ইচ্ছসি মাং নেচ্ছসি বা কিং তেঽহং রুচিতো ন রুচিতো বেতি পৃষ্টা চিরং স্থিত্বা নির্বধ্যমানা তদানুকুল্যেন শিরঃ কম্পয়েৎ। প্রপঞ্চ্যমানা তু বিবদেত।। ১৯।।

অনুবাদ। 'তুমি আমাকে চাও, কি চাও না? বিবাহব্যাপারে আমি তোমার পছন্দসই কিনা?' — এইভাবে পতি বার বার জিজ্ঞাসা করলে পত্নী বহুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর, যখন পুরুষের নিরতিশয় নির্বন্ধে আবদ্ধ হ'য়ে পড়বে, তখন সেই প্রশ্নের অনুকূলভাবে মাথা নাড়বে। পতি যদি পত্নীকে প্রতারণার জন্য কথা বাড়াবার চেষ্টা করে তাহ'লে সে বিবাদ বাধিয়ে দেবে অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথা বলবে [যেমন, পতি যদি প্রশ্ন করে 'তুমি কি আমাকে চাও?' তাহ'লে পত্নী বলবে 'না'। পুরুষটি যখন প্রশ্ন করবে 'আমাতে তোমার রুচি আছে?' যে বলবে 'না'] ১৯।।

মূল। সংস্তুতা চেৎ সখীমনুকূলামুভয়তোঽপি বিশ্রব্ধাং তামন্তরা কৃত্বা কথাং যোজয়েৎ।। ২০।। তস্মিন্নধোমুখী বিহসেৎ।। ২১।।

অনুবাদ। [পাত্রী পূর্ব থেকে বরের অপরিচিতা হ'লে যেভাবে আলাপ আরম্ভ করতে হয়, তা এতক্ষণ বলা হ'ল। আর পাত্রী যদি বরের পূর্বপরিচিতা হয়, তাহ'লে আলাপযোজনের বিধি এখন বলা হচ্ছে।]

পাত্রী যদি বরের পূর্বপরিচিতা হয়, তাহ'লে যে সখী অনুকূলা এবং বর ও পাত্রী উভয়েরই বিশ্বস্তা, তাকে মাঝখানে রেখে বর পাত্রীর সাথে প্রণয়কথা আরম্ভ করবে। বরের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নে সখী যদি অনুকূল উত্তর দেয়, তাহ'লে পাত্রী অধোমুখী হ'য়ে হাসবে। ২০-২১।

মূল। তাং চাতিবাদিনীমধিক্ষিপেদ্বিবদেত চ।। ২২।।

অনুবাদ। সখী যদি বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে পতির কাছে পত্নীর প্রণয়াতিশয্যের কথা ঘোষণা করে, তাহ'লে সেই পত্নী সখীকে 'তুই বড়ো বাড়াবাড়ি করছিস্' ইত্যাদি বলে ধমকাবে এবং তার সাথে কলহ করবে। ২২।

মূল। সা তু পরিহাসার্থমিদমনয়োক্তমিতি চানুক্তমপি ব্রূয়াৎ।। ২৩।।

অনুবাদ। তখন সেই সখী, পত্নী কোনও বিশেষ কথা না বলা সত্ত্বেও, মজা করার জন্য নিজেই কথা তৈরী ক'রে ঐ পতিকে এইরকম বলবে - 'জানেন্, আপনার পত্নী আপনার সম্পর্কে এইসব কথা বলছিল' এবং সে আরও বলবে, 'আপনার পত্নী পরিহাসের জন্য আপনার সম্পর্কে এই সব কথা বলছিল'। ২৩।

মূল। তত্র তামপনুদ্য প্রতিবচনার্থমভ্যর্থ্যমানা তূষ্ণীমাসীত।। ২৪।।

অনুবাদ। (পত্নী কি কথা বলেছে তা জানার উদ্দেশ্যে) পতি সখীর কাছ থেকে সরে গিয়ে পত্নীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে সে কি কথা বলেছে, তা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে পত্নী চুপ ক'রে থাকবে। ২৪।

মূল। নির্বধ্যমানা তু নাহমেবং ব্রবীমীত্যব্যক্তাক্ষরমনবসিতার্থং বচনং ব্রূয়াৎ।। ২৫।।

অনুবাদ। পতি অত্যন্ত নির্বন্ধ (জেদ) প্রকাশ করতে থাকলে, পাত্রী 'আমি তো এরকম বলি নি' এইরকম অস্পষ্ট অক্ষর এবং অসম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করবে। ২৫।

মূল। নায়কঞ্চ বিহসন্তী কদাচিৎ কটাক্ষৈঃ প্রেক্ষেত ইত্যালাপযোজনম্।। ২৬।।

অনুবাদ। এই সময় কখনো কখনো ঐ পত্নী মুচকি হাসি হেসে নায়ককে অর্থাৎ পতিকে কটাক্ষ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করবে। এই হ'ল আলাপযোজন। ২৬।

মূল। এবং জাতপরিচয়া চানির্বদন্তী তৎসমীপে যাচিতং তাম্বূলং বিলেপনং স্রজং নিদধ্যাৎ। উত্তরীয়ে বাস্য নিবধ্নীয়াৎ।। ২৭।।

অনুবাদ। এইভাবে আপোসে পরিচয় হওয়ার পর অর্থাৎ ধীরে ধীরে আলিঙ্গন, তাম্বূলদান, চুম্বন, আলাপ প্রভৃতির মাধ্যমে দুজনের মধ্যে পরিচয় স্থাপনের পর পতি যখন পত্নীর কাছে তাম্বূল, চন্দনাদি-বিলেপন ও মালা চাইবে, তখন পত্নী কথা না ব'লে চুপ্চাপ ঐ গুলি পতির পাশে রেখে দেবে, অথবা পতির উত্তরীয়ে (ওড়্নাতে) বেঁধে দেবে। ২৭।

মূল। তথাযুক্তামাচ্ছুরিতকেন স্তনমুকুলয়োরুপরি স্পৃশেৎ।। ২৮।।

অনুবাদ। তাম্বূলদানাদির কাজে ব্যাপৃতা সেই পত্নীর স্তনমুকুলদ্বয়ের উপরিভাগে **আচ্ছুরিতক**-নামে আখ্যাত আলিঙ্গন-যোগে বর তার বুক দিয়ে স্তনদ্বয় স্পর্শ করবে। ২৮।

মূল। বার্যমাণশ্চ ত্বমপি মাং পরিস্বজস্ব ততো নৈবমাচরিষ্যামীতি স্থিত্যা পরিস্বঞ্জয়েৎ। স্বঞ্চ হস্তম্ আ নাভিদেশাৎ প্রসার্য প্রসার্য নিবর্তয়েৎ। ক্রমেণ চৈনামুৎসঙ্গমারোপ্যাধিকমধিকমুপক্রমেত, অপ্রতিপদ্যমানাঞ্চ ভীষয়েৎ।। ২৯।।

অনুবাদ। আলিঙ্গনরত পতিকে স্ত্রী যদি বাধা দেয়, তাহ'লে পতি 'তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর, তুমি যেমন আমাকে বাধা দিচ্ছ, আমি কিন্তু সেইরকম তোমাকে বাধা দেবো না' এইরকম ব্যবস্থা ক'রে স্ত্রীকে দিয়ে আলিঙ্গন করাবে। স্ত্রী যখন আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে, পতি তখন তার নিজের হাতটি বারবার নাভিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করবে এবং ফিরিয়ে নেবে। ক্রমশঃ পতি স্ত্রীকে নিজের কোলের উপর বসিয়ে বেশী বেশী সঙ্গম করার প্রয়াস করবে। পত্নী যদি অস্বীকৃতা হ'য়ে নখাঘাত, দন্তাঘাত বা পদাঘাতের দ্বারা পতিকে বাধা দেয়, তাহ'লে পতি স্ত্রীকে নানাভাবে ভয় দেখাবে। ২৯।

মূল। অহং খলু তব দন্তপদান্যধরে করিষ্যামি স্তনপৃষ্ঠে চ নখপদম্ আত্মনশ্চ স্বয়ং কৃত্বা ত্বয়া কৃতমিতি তে সখীজনস্য পুরতঃ কথয়িষ্যামি। সা ত্বং কিমত্র বক্ষ্যসীতি বালবিভীষিকাভির্বালপ্রত্যায়নৈশ্চ শনৈরেনাং প্রতারয়েৎ।। ৩০।।

অনুবাদ। "দেখো, আমি কিন্তু তোমার অধরোষ্ঠে আমার দাঁত দিয়ে ক্ষতচিহ্ন ক'রে দেবো, আর আমার নিজের গায়ে নিজেই নখক্ষত, দন্তক্ষত ইত্যাদির চিহ্ন ক'রে নিয়ে তোমার সখীদের সামনে দেখিয়ে তাদের বলব — 'তুমিই আমার দেহে এইসব ক্ষতচিহ্ন ক'রে দিয়েছ'। তুমি তখন কি বলবে?" — এইরকম বালিকাসুলভ ভীতিযুক্ত এবং বালকবালিকার বিশ্বাসযোগ্য বাক্যে ধীরে ধীরে নববধূকে প্রতারিত করবে এবং এইভাবে তাকে রমণকার্যাভিমুখী করবে। ৩০।

মূল। দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাঞ্চ রাত্রৌ কিঞ্চিদধিকং বিস্রব্ধিতাং হস্তেন যোজয়েৎ।। ৩১।।

অনুবাদ। প্রথমরাত্রে এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয়রাত্রে আরও বেশী পরিমাণে বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে পতি তার কোমর, উরু ও জঘনপ্রদেশে কিছু বেশী পরিমাণে হস্ত সঞ্চালন করবে (He should feel all over her body with his hands)। ৩১।।

মূল। সর্বাঙ্গিকং চুম্বনমুপক্রমেত।। ৩২।।

অনুবাদ। তারপর পত্নীর ললাট-নয়ন-স্তনপ্রভৃতি সকল অঙ্গে চুম্বন ক'রে তাকে পর্যাকুল করার প্রযত্ন করবে। ৩২।

মূল। ঊর্বোশ্চোপরি বিন্যস্তহস্তঃ সংবাহনক্রিয়ায়াং সিদ্ধায়াং ক্রমেণোরুমূলমপি সংবাহয়েৎ।। ৩৩।। নিবারিতে সংবাহনে কো দোষ ইত্যাকুলয়েদেনাম্।।৩৪।। তচ্চ স্থিরীকুর্যাৎ। তত্র সিদ্ধায়া গুহ্যদেশাভিমর্শনং রশনাবিযোজনং নীবীবিস্রংসনং বসনপরিবর্তনমূরুমুলসংবাহনঞ্চ। এতে চাস্যান্যাপদেশাঃ।। ৩৫।। যুক্তযন্ত্রাং রঞ্জয়েৎ। ন ত্বকালে ব্রতখণ্ডনমনুশিষ্যাচ্চ।। ৩৬।। আত্মানুরাগং দর্শয়েৎ। মনোরথাংশ্চ পূর্বকালিকাননুবর্ণয়েৎ।। ৩৭।। আয়ত্যাঞ্চ তদানুকূল্যেন প্রবৃত্তিং প্রতিজানীয়াৎ। সপত্নীভ্যশ্চ সাধ্বসমবচ্ছিন্দ্যাৎ।। ৩৮।। কালেন চ ক্রমেণ বিমুক্তকন্যাভাবামনুদ্বেজয়ন্নোপক্রমেত। ইতি কন্যাবিস্রম্ভণম্।। ৩৯।।

অনুবাদ। (পতি নববধূর ঊর্দ্ধাঙ্গে হস্তসঞ্চালন ও চুম্বনের পর) তার দুই ঊরুর উপর হাত রেখে সম্বাহন করবে ('he should place his hands upon her thighs and shampoo them') এবং এই ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করতে পারলে ঊরুমূলে অর্থাৎ দুই ঊরু যেখানে সংযুক্ত হয়েছে সেখানে ক্রমশঃ সম্বাহন করতে প্রবৃত্ত হবে ('he should then shampoo the joints of her thighs') ।।৩৩।।পত্নী যদি এই হস্তচালনা নিবারিত করতে চায়, তখন পতি তাকে বলবে 'এতে দোষ কি?' এবং তাকে আকুল ক'রে তুলবে অর্থাৎ বার বার পত্নীর ঊরুমূলে সম্বাহনের চেষ্টা করবে।।৩৪।। তারপর পত্নীর ঊরুমূলেই সম্বাহনক্রিয়া স্থিরভাবে করবে। এই ব্যাপারটি পত্নী সহ্য ক'রে নিলে পতি নববধূর গুহ্যদেশ স্পর্শ করবে, মেখলা খুলে দেবে, নীবি খুলে দেবে, পরণের কাপড় উলটে দেবে এবং আবার ঊরুমূল সম্বাহন করবে ('turning up her lower garment, should shampoo the joints of her naked thighs')। এইসব কাজ বিবাহের পর তিন রাত্রি অন্যচ্ছলে করবে অর্থাৎ নিজের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে করবে (এবং উচ্ছৃঙ্খল-কামাতুর হয়ে যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সম্ভোগ করবে না) ।।৩৫।। চতুর্থ রাত্রিতে পত্নীর যোনিতে যন্ত্র অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ এমনভাবে সংযুক্ত করবে যাতে পত্নী রঞ্জিতা হয় অর্থাৎ তাকে উদ্বিগ্ন না ক'রে তার সুখোৎপাদন করবে। চতুর্থ রাত্রির পূর্বে এমন করলে অসময়ে ব্রহ্মচর্যব্রত ভঙ্গ হয়; এমনটি করবে না।।৩৬।। সোহাগরাত থেকে আরম্ভ ক'রে প্রথম তিন রাত্রিতে পতি নববধূকে চতুঃষষ্টিকলারও শিক্ষা দেবে। এবং ইঙ্গিত ও আকারের দ্বারা পত্নীর প্রতি নিজের অনুরাগ দেখাবে। বিবাহের পূর্ব থেকেই ভাবী পত্নীর প্রতি কিরকম অনুরাগজনক

মনোবাসনা পোষণ ক'রে ছিল, পতি তা বর্ণনা করবে।।৩৭।। ভবিষ্যতে করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পত্নী-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'লে, পতি 'তুমি যা বলছ, আমি তা-ই করবো' এইরকম অনুকূল প্রবৃত্তি দেখাবে। নববধূর মন থেকে সপত্নীদের ভয় দূর করে দেবে।।৩৮।। কালক্রমে নববধূর মন থেকে কন্যাভাব (bashfulness) দূর হ'য়ে গেলে তাকে উদ্বিগ্ন না করেই সম্ভোগাদির দ্বারা উপভোগের প্রয়াস করবে।।৩৯।।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

এবং চিত্তানুগো বালামুপায়েন প্রসাধয়েৎ।

তথাস্য সানুরক্তা চ সুবিশ্রব্ধা প্রজায়তে।। ৪০।।

অনুবাদ। এ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যগণরচিত শ্লোক দেখা যায় —

এইভাবে বালিকাবধূর চিত্তবৃত্তি জেনে পতি তার প্রসাধন অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপাদন করবে এবং কৌশলে তাকে আয়ত্ত করবে। তা হলেই সেই পত্নী প্রথম থেকে পতির অনুরাগিণী এবং বিশ্বাসভাগিনী হবে। ৪০।

মূল। নাত্যন্তমানুলোম্যেন ন চাতিপ্রাতিলোম্যতঃ।

সিদ্ধিং গচ্ছতি কন্যাসু তস্মান্মধ্যেন সাধয়েৎ।। ৪১।।

অনুবাদ। পতি যদি পত্নীর প্রতি অত্যন্ত অনুকূল না হ'য়ে অর্থাৎ ক্রীতদাসের মত আচরণ না ক'রে বা বিরক্তাদিলক্ষণযুক্ত প্রতিকূলতা প্রকাশ না ক'রে ব্যবহার করে, তাহ'লে পত্নীর মনোহরণ করতে পারা যায় এবং তাকে নিজের বশে রাখা যায়। সেই কারণে চতুর পতির উচিত মধ্যমমার্গ অবলম্বন ক'রে পত্নীর বিশ্বাস উৎপাদন করা। ৪১।

মূল। আত্মনঃ প্রীতিজননং যোষিতাং মানবর্দ্ধনম্।

কন্যাবিস্রম্ভণং বেত্তি যঃ স তাসাং প্রিয়ো ভবেৎ।। ৪২।।

অনুবাদ। যে পুরুষ নিজের মধ্যে পত্নীর প্রীতি উৎপন্ন করতে, রমণীগণের মানবর্দ্ধন করতে এবং নিজের প্রতি পত্নীর বিশ্বাস উৎপন্ন করতে (এখানে 'যোষিৎ' শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র 'পত্নী' নয়, সকলরকম নায়িকার কথাই বলা হচ্ছে) সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তি তাদের সকলের কাছে প্রিয়পাত্র হয়। ৪২।

মূল। অতিলজ্জান্বিতেত্যেবং যস্তু কন্যামুপেক্ষতে।

সোঽনভিপ্রায়বেদীতি পশুবৎ পরিভূয়তে।। ৪৩।।

অনুবাদ। যে পুরুষ নববিবাহিতা স্ত্রীকে লজ্জাশীলা মনে ক'রে তাকে উপেক্ষা করে (অর্থাৎ কোনও রকম পরিচয়, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি করা থেকে বিরত থাকে),

সে নারীমনোবিজ্ঞান (নারীর প্রকৃত অভিপ্রায়) বুঝতে অসমর্থ হওয়ায় সেই পত্নীর দ্বারা পশুর মত অবজ্ঞাত হয় ("is despised by her as a beast ignorant of the working of the female mind")। ৪৩।

মূল। সহসা বাহ্যুপক্রান্তা কন্যাচিত্তমবিন্দতা।
ভয়ং বিত্রাসমুদ্বেগং সদ্যো দ্বেষঞ্চ গচ্ছতি।। ৪৪।।

অনুবাদ। যে পুরুষ প্রথমে পত্নীর বিশ্বাস উৎপাদন না ক'রে, তার মনোভাব না বুঝে, সহসা সম্ভোগের চেষ্টা করে, সে স্ত্রীর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ ভয়, বিত্রাস (স্মরণেও হৃৎকম্প), উদ্বেগ এবং বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয় । ৪৪।

মূল। সা প্রীতিযোগমপ্রাপ্তা তেনোদ্বেগেন দূষিতা।
পুরুষদ্বেষিণী বা স্যাদ্ বিদ্বিষ্টা বা ততোঽন্যগা।। ৪৫।।

অনুবাদ। পূর্বোক্তরূপে উদ্বেগপ্রাপ্তা নববধূ পতির কাছ থেকে প্রীতিলাভ না ক'রে উদ্বেগদূষিতা হ'লে প্রকৃতপক্ষে পুরুষদ্বেষিণী-ই হ'য়ে থাকে। অথবা, পতির প্রতি বিদ্বেষযুক্তা হ'য়ে পরপুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। ("When her love is not understood or raturned, she sinks into despondeney and becomes either a hater of mankind altogether or leaving her own man, she has recourse to other men")। ৪৫।

ইতি শ্রীমদ্বাৎসায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তে দ্বিতীয়েঽধিকরণে কন্যাবিস্রম্ভণম্ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধিকরণের 'কন্যাবিস্রম্ভন'-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

দ্বিতীয়ম্ অধিকরণম্ ঃ কন্যাসম্প্রযুক্তম্

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

বালোপক্রমণম্ ইঙ্গিতাকারসূচনং চ

["On courtship, and the manifestation of the feelings by outward signs". পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শাস্ত্রানুসারে বিবাহ ক'রে যে কন্যাকে পতি ঘরে নিয়ে আসবে, তাকে নিজের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন এবং আশ্বস্ত করার জন্য পতি কোন্ কোন্ উপায় প্রয়োগ করবে। দ্বিতীয় অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ের ২১নং সূত্রে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব—এই চারকরমের শাস্ত্রবিহিত বিবাহেরও উল্লেখ আছে। যে কন্যাকে কোনও কারণবশত এই চারপ্রকারের বিবাহের দ্বারা পাওয়া সম্ভব হয় নি, অথচ যে কন্যাকে নায়ক লাভ করতে চায়; কিন্তু কন্যার পিতা-মাতা ঐ নায়ককে কন্যাটিকে দিতে ইচ্ছুক নন, তা'হলে ঐ কন্যাকে গান্ধর্ব, পৈশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি বিবাহের মাধ্যমে কিভাবে লাভ করা যায় তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে বর্তমান অধ্যায়ে।]

মূল। ধনহীনস্তু গুণযুক্তোঽপি, মধ্যস্থগুণো হীনাপদেশো বা, সধনো বা প্রাতিবেশ্যঃ, মাতৃপিতৃভ্রাতৃষু চ পরতন্ত্রঃ, বালবৃত্তিরুচিতপ্রবেশো বা কন্যাম্ অলভ্যত্বাৎ ন বরয়েৎ।। ১।। বাল্যাৎ প্রভৃতি চৈনাং স্বয়মেবানুরঞ্জয়েৎ।। ২।।

অনুবাদ। (আচার্য ঘোটকমুখ বলেন—) যে ব্যক্তি গুণবান হওয়া সত্ত্বেও ধনহীন, অথবা মধ্যস্থগুণযুক্ত ('possessed of mediocre qualities'; যার রূপ-শীলাদি গুণ আছে) অথচ হীনাপদেশ অর্থাৎ সদ্‌বংশে উৎপন্নাদি গুণ নেই এমন ব্যক্তি বিবাহের জন্য কন্যা লাভ করতে সমর্থ হয় না; অথবা, ধনবান হওয়া সত্ত্বেও নায়ক যদি কন্যার প্রতিবেশী হয় (তাহ'লে জমির সীমাদি নিয়ে বিবাদ বাধতে পারে এই আশঙ্কায় বা নায়কের ধনগর্বে) সেই কন্যাকে বিবাহ করা সম্ভব না হ'তে পারে ("সধনো বা প্রতিবেশ্যঃ ইতি স্বগৃহসমীপবাসী সীমাসম্বন্ধেন কলহাদিজনকত্বাৎ ধনগর্বাৎ ন লভতে।—জয়মঙ্গলা); অথবা মাতা, পিতা ও ভ্রাতার অধীনস্থ ব্যক্তি ধনবান হ'লেও পরের উপর নির্ভর হওয়ায় এই নায়ক কন্যালাভে অসমর্থ হ'তে পারে; আবার, যে লোকের আচার-ব্যবহার বালকের মতো, কন্যার গৃহাদিতে তার প্রবেশাধিকার থাকলেও বালকাচার ব'লে ঘৃণিত হওয়ায় কন্যার পিতামাতা তার

হাতে কন্যাদান করতে চাইবে না এবং এইরকম কন্যাকে ঐ নায়কও বিবাহ করতে সক্ষম হবে না; এইসব নায়ক যদি কোনও কন্যাকে বিবাহ করতে চায় তাহ'লে তার উচিত, বাল্যকাল থেকেই ঐরকম কন্যাকে নিজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করানোর প্রয়াস করা।১-২।

মূল। তথাযুক্তশ্চ মাতুলকুলানুবর্তী দক্ষিণাপথে বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চ বিযুক্তঃ পরিভূতকল্পো ধনোৎকর্ষাদলভ্যাং মাতুলদুহিতরমন্যস্মৈ বা পূর্বদত্তাং সাধয়েৎ।। ৩।।

অন্যামপি বাহ্যাং স্পৃহয়েৎ। বালায়ামেবং সতি ধর্মাধিগমে সংবননং শ্লাঘ্যমিতি ঘোটকমুখঃ। ৪।

অনুবাদ—দেখা যায় যে, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মাতৃপিতৃহীন দরিদ্র বালক নিজের (পিতা-মাতার মৃত্যু হওয়ায়) মাতুলালয়ে বাস করায় ঘৃণিতপ্রায় হ'য়েও ধনবান্ মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করতে চাইছে (**'দক্ষিণাপথ ইতি। তত্র হি মাতুলকন্যা পরিণীয়তে'**), কিন্তু ধনের প্রাচুর্যবশতঃ মাতুলের সেই কন্যা তার কাছে অলভ্যা, এইরকম কন্যাকে অথবা যে কন্যাকে অন্যের সাথে বাগ্‌দানে আবদ্ধ করা হয়েছে,—এইরকম কন্যাকেও ঐ নায়ক (অনুরাগ প্রকাশের মাধ্যমে) আয়ত্ত ক'রে থাকে।

যে কন্যা পাত্রের মাতুলদুহিতা নয় এবং পাত্রের পিতামাতার সম্বন্ধবহির্ভূতা, এরকম কন্যাকেও (দেশবিশেষে) ঐ পাত্র নিজের প্রতি স্পৃহাযুক্ত করতে পারে (এবং ঐ কন্যার সাথে গান্ধর্ববিবাহে আবদ্ধ হ'তে পারে)। এইরকম অবস্থায় ঐ বালিকাকে ধর্মতঃ লাভ পাত্রের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে এবং এই মিলন (**সংবননম্** = বশীকরণম্ অনুরঞ্জনম্) শ্লাঘ্য অর্থাৎ নিন্দনীয় নয় ('this way of gaining over a girl is unexceptional because Dharma can be accomplished by means of it as well as by any other way of marriage')। এ-ই হ'ল **ঘোটকমুখ** নামক আচার্যের অভিমত। ৩-৪।

মূল। তয়া সহ পুষ্পাবচয়ং গ্রথনং গৃহকং দুহিতৃকা-ক্রীড়াযোজনং ভক্তপানকরণমিতি কুর্বীত। পরিচয়স্য বয়সশ্চানুরূপ্যাৎ।। ৫।।

আকর্ষক্রীড়া পট্টিকাক্রীড়া মুষ্টিদ্যূতক্ষুল্লকাদিদ্যূতানি মধ্যমাঙ্গুলি-গ্রহণং ষট্‌পাষাণকাদীনি চ দেশ্যানি তৎসাত্ম্যাৎ তদাপ্তদাসচেটিকাভিস্তয়া চ সহানুক্রীড়েত।। ৬।।

অনুবাদ—(উপক্রমকারী ব্যক্তি দুরকমের —বালক ও যুবক। এদের মধ্যে বালককে লক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে—)পূর্বোক্ত সেই বালিকার সাথে উচ্চ বৃক্ষ থেকে পুষ্পচয়ন, ফুল দিয়ে মালা গাঁথা, কাঠ বা মাটি দিয়ে খেলাঘর প্রস্তুত করা, পুতুলখেলা, (দুহিতৃকাক্রীড়া—শব্দের অর্থ সুতো, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে ক্রীড়ানুষ্ঠান), ধূলি প্রভৃতি দিয়ে কৃত্রিম অন্ন ও পানীয়-প্রস্তুতকরণ (= ভক্তপানকরণম্),——এগুলি করবে। এবং ঐ বালিকার সাথে নিজের পরিচয় ও বয়সের অনুরূপ অন্য সব ক্রীড়া করবে।

ঐ বালক-বালিকা আরও যে সব খেলা করবে সেগুলি হ'ল—**আকর্ষক্রীড়া** (দাবা-পাশা খেলা); **পট্টিকাক্রীড়া** (চোখ বাঁধা অবস্থায় মাথায় অনেকে মিলে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে এক এক করে তাদের নাম ব'লে দেওয়া; অথবা বালক-বালিকা চোখ বাঁধা অবস্থায় একজনের হাতের আঙ্গুল অন্যের হাতের আঙ্গুলগুলির ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে চক্কর খাওয়া); **মুষ্টিদ্যূত** (মুষ্টিবদ্ধ ক'রে কোনও সর্ত রেখে জিজ্ঞাসা করা—হাতের মধ্যে কি আছে?);**ক্ষুল্লকদ্যূত** (কড়ি দিয়ে অন্যের কড়ির উপর আঘাত ক'রে সেই কড়ি জয় করা;এক্ষেত্রে রেখার দ্বারা ব্যবধান ক'রে একজনের কড়ি রাখতে হয়, আর একজন নির্দিষ্ট দূরস্থান থেকে নিজের কড়ির দ্বারা আঘাত ক'রে উপরি উক্ত কড়ি জয় ক'রে নেবে। আঘাত করতে না পারলে নিক্ষেপকারীর পরাজয় হবে)। আদি পদের দ্বারা অগুাল খেলা প্রভৃতিকে বুঝতে হবে); **মধ্যমাঙ্গুলিগ্রহণ** (ডান হাতের মধ্যমাগুলি গোপন ক'রে, হাতের মুষ্টিবন্ধন ক'রে বাম হাতের একটি আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল পুরণকরত মধ্যমাঙ্গুল ধরতে দেওয়া। তাতে ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুল চিনে নিতে অসুবিধা হয়। চিনে নিতে পারলে জয়, না পারলে পরাজয়); **ষট্পাষাণক** (ঘুঁটি খেলা, ছয়টি ঘুঁটি নিয়ে এক একটি উপরে ছুড়ে দেওয়া এবং নিচে নামার সময় লুফে নেওয়া)—এই সব দেশপ্রসিদ্ধ খেলা ছোট বয়স থেকে পরস্পরে একাত্ম হয়ে খেলবে এবং ঐ বালক বালিকার বিশ্বস্ত দাসদাসীও কন্যাটির সাথে খেলবে (এইসব খেলার ফলস্বরূপ ঐ বালকবালিকার মধ্যে ভবিষ্যতে প্রেমভাবের উদ্ভব হবে)। ৫-৬।

মূল। ক্ষ্বেড়িতকানি সুনিমীলিতকাম্ আরব্ধিকাম্ লবণবীথিকাম্ অনিলতাড়িতকাং গোধূমপুঞ্জিকাম্ অঙ্গুলিতাড়িতকাং সখিভিরন্যানি চ দেশ্যানি।। ৭।।

অনুবাদ। ঐ বালক-বালিকা নিজপ্রদেশে প্রচলিত নানারকম **ক্ষ্বেড়িতক** করবে অর্থাৎ আরও অনেকের একত্র সাথে মিলিত হ'য়ে মজার, মজার খেলা করবে ("carry on various amusing games played by several persons

together"), যেমন—**সুনিমীলিতকা** (কানামাছি বা চোর চোর খেলা; 'hide and seek'), **আরব্ধিকা** (কিৎ-কিৎ খেলা; শব্দের বিশেষ-উচ্চারণ নিয়ে এই খেলা আরম্ভ হয় ব'লে এর নাম-আরব্ধিকা। অন্যমতে 'playing with seeds'), **লবণবীথিকা** (লবণহট নামক পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধ খেলা; গাদী খেলা), **অনিলতাড়িতকা** (পাখীর মতো দুই বাহু প্রসারিত ক'রে চক্রের মতো ভ্রমণ), **গোধূমপুঞ্জিকা** (ছোট ছোট কয়েকটি গমের স্তূপ নির্মাণ ক'রে তার মধ্যে টাকা-পয়সা জাতীয় জিনিস লুকিয়ে রাখা এবং অন্যের দ্বারা সেগুলি খুঁজে বার করা; "hiding things in several small heaps of wheat and looking for them"), এবং **অঙ্গুলিতাড়িতকা** (একজনের চোখ বেঁধে রেখে তার কপালে বা মাথায় আঙ্গুল দিয়ে প্রহার ক'রে 'কে মারল?' ব'লে সকলের হাসি)।—এইসব আরও অন্যান্য খেলা ঐ বালক তার বালিকা ও বালিকার বান্ধবীদের সাথে মিলিতভাবে খেলবে।৪।

মূল। যাং চ বিশ্বাস্যামস্যাং মন্যেত, তয়া সহ নিরন্তরাং প্রীতিং কুর্যাৎ। পরিচয়াংশ্চ বুধ্যেত।। ৮।।

ধাত্রেয়িকাং চাস্যাঃ প্রিয়হিতাভ্যামধিকমুপগৃহ্নীয়াৎ। সা হি প্রিয়মাণা বিহিতাকারাঽপি অপ্রত্যাদিশন্তী তং তাং চ যোজয়িতুং শক্নুয়াৎ। অনভিহিতাঽপি প্রত্যাচার্যকম্।। ৯।।

অনুবাদ। যে কন্যার সাথে কোনও যুবক প্রেম করতে ইচ্ছুক, সেই কন্যার বিশ্বাসপাত্র সখী-জাতীয়া অন্য নারীর সাথে ঐ যুবক নিরন্তর প্রীতি স্থাপন করবে; এবং তার সাথে পরিচয়ের দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করবে যে, সে তার কাজ (অর্থাৎ কন্যার সাথে প্রেমসম্পর্কের কাজ) করতে প্রস্তুত আছে কিনা।

কন্যার ধাত্রী-দুহিতাকে ঐ যুবক তৎকালে সুখকর এবং পরিণামে হিতকর কথোপকথনের দ্বারা নিজের প্রতি বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট করবে (যাতে ঐ ধাত্রীকন্যার মাধ্যমে ঈপ্সিতা কন্যাকে কাছে আনা যায়)। ঐ ধাত্রী-দুহিতা (যুবকের বশে এসে গেলে) যুবকের হাবভাব জানতে পেরে, যুবকের ইচ্ছায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ("even though she comes to know his design, she does not cause any obstruction"), ঐ যুবক ও কন্যার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিতে পারে (অর্থাৎ কন্যার ভয়-লজ্জা প্রভৃতি দূর করে দিয়ে কৌশলে ঐ কন্যাকে যুবকের সাথে মিলিত ক'রে দিতে পারে)। 'আমাদের দুজনের মধ্যে মিলনব্যাপারে তুমি শিক্ষিকার ভূমিকা গ্রহণ করো'—যুবকের কাছ থেকে এইরকম অনুরোধ না আসলেও (= অনভিহিতা

অপি) ঐ ধাত্রী-দুহিতা যুবকের শিক্ষিকার ভূমিকা নিয়ে ঐ যুবকের সাথে কন্যার মিলন সম্ভাবিত করবে। ৮-৯।

মূল। অবিদিতাকারাঽপি হি গুণানেবানুরাগাৎ প্রকাশয়েৎ; যথা প্রযোজ্যানুরজ্যেত।। ১০।।

যত্র যত্র চ কৌতুকং প্রযোজ্যায়াঃ তদনু প্রবিশ্য সাধয়েৎ।। ১১।।

ক্রীড়নদ্রব্যাণি যান্যপূর্বাণি যান্যন্যাসাং বিরলশো বিদ্যেরন্ অন্যস্যা অযত্নেন সংপাদয়েৎ।। ১২।।

অনুবাদ। ঐ ধাত্রীকন্যা নায়িকার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে না পারলেও নায়িকার কাছে নায়কের গুণসমূহ প্রকাশ করবে, যাতে নায়িকা তার প্রতি অনুরক্তা হয়।

ঐ প্রযোজ্যা নায়িকার যে বস্তুর প্রতি কৌতূহল আছে (অর্থাৎ কৌতূহলবশতঃ যে জিনিসটি সে লাভ করতে চায়), ধাত্রীদুহিতা তা জেনে নিয়ে নায়িকার ঐ অভিলাষ পূরণ করাবে (অর্থাৎ ধাত্রীদুহিতা নায়কের কাছে নায়িকার সেই অভিলাষের কথা বলবে এবং নায়ক তা সংগ্রহ ক'রে নায়িকাকে এনে দেবে)।

যে সব ক্রীড়নকদ্রব্য (playthings) নায়িকা আগে কখনো দেখে নি এবং অন্যান্য নায়িকার ক্ষেত্রে যেগুলি বিরল, নায়ক সেগুলিকে অনায়াসে সংগ্রহ ক'রে নায়িকাকে উপহাররূপে দান করবে। ১০-১২।

মূল। তত্র কন্দুকম্ অনেকভক্তিচিত্রম্ অল্পকালান্তরিতম্ অন্যদন্যচ্চ সংদর্শয়েৎ। তথা সূত্রদারুগবলগজদন্তময়ী দুহিতৃকা মধূচ্ছিষ্টপিষ্ট-মৃন্ময়ীশ্চ। ভক্তপাকার্থমস্যা মহানসিকস্য চ দর্শনম্।। ১৩।।

অনুবাদ। নায়ক তার নায়িকাকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে সেই উপহারের মধ্যে নানাপ্রকার চিত্রে চিত্রিত কন্দুক (ঘুঁটি) অল্পকাল অন্তর অন্তর এনে দেখাবে এবং অন্যান্য আকারের কন্দুকও দেখাবে। সেইরকম সূত্র নির্মিত, দারু নির্মিত, শৃঙ্গ নির্মিত (**গবলম্**= শৃঙ্গম্) ও গজদন্ত-নির্মিত পুতুল (=দুহিতৃকা), মধূচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম দিয়ে তৈরী পুতুল, পিষ্টক বা ময়দা ও মাটি দিয়ে তৈরী পুতুল দেখাবে। অন্নপাকের জন্য মহানসিকদ্রব্যসমূহ (হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি; utensils) নায়িকাকে দেখাবে (কারণ, অন্নপাকাদি বিদ্যা স্ত্রীলোকদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়)।। ১৩।

মূল। কাষ্ঠমেঢ্রকয়োশ্চ সংযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ অজৈড়কানাং

দেবকুলগৃহকাণাং মৃদ্বিদলকাষ্ঠবিনির্মিতানাং শুকপরভৃতমদনসারিকা-লাবককুক্কুটতিত্তিরিপঞ্জরকানাঞ্চ বিচিত্রাকৃতিসংযুক্তানাং জলভাজ-নানাং চ যন্ত্রিকাণাং বীণিকানাং পিণ্ডোলিকানাং পটোলিকানাম্অলক্তকমনঃশিলাহরিতালহিঙ্গুলকশ্যামবর্ণকাদীনাং তথা চন্দনকুঙ্কু ময়োঃ পূগফলানাং পত্রাণাং কালযুক্তানাং চ শক্তিবিষয়ে প্রচ্ছন্নং দানং প্রকাশদ্রব্যাণাং চ প্রকাশম্। যথা চ সর্বাভিপ্রায়সংবর্দ্ধকমেনং মন্যেত তথা প্রযতিতব্যম্।। ১৪।। বীক্ষণে চ প্রচ্ছন্নমর্থয়েৎ তথা কথাযোজনম্।। ১৫।।

অনুবাদ। নায়ক নায়িকাকে কাঠ দিয়ে নির্মিত ভেড়া-ভেড়ী, ছাগ-ছাগী, স্ত্রী-পুরুষ-মিথুন; কাঠের তৈরী দেবমূর্তি ও দেবমন্দির এবং মাটি, বাঁশ বা কাঠের তৈরী শুক পাখী, পারাবত, মদনসারিকা,লাবক, কুক্কুট এবং তিত্তিরিপক্ষীযুক্ত পিঞ্জর; বিচিত্র আকৃতিসংযুক্ত (এবং মাটি, কাঠ ও পাথর প্রভৃতি দিয়ে নির্মিত) নানারকম জলপাত্র, **যন্ত্রিকা** অর্থাৎ জলনিক্ষেপের জন্য পিচকারিজাতীয় যন্ত্র ("machines for throwing water about"); **বীণিকা** অর্থাৎ **ক্ষুদ্রবীণা** (guitar), **পিণ্ডোলিকা** অর্থাৎ পুতুল দাঁড় করিয়ে রাখার আধার ('stands for putting images upon'), **পটোলিকা** (যেখানে বসে প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় সেইরকম ছোট টেবিল), আলতা, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুলক, শ্যামবর্ণক (কাজল), চন্দন, কুঙ্কুম, সুপারি ও পান ইত্যাদি যে সময়ে এগুলির যেটি উপযোগী তা দেখাবে; আর শক্তি থাকলে নায়ক এইসব জিনিস নায়িকাকে (সুযোগমত) গোপনে দান করবে; আর যেসব জিনিস প্রকাশ করার যোগ্য সেগুলি নায়িকাকে প্রকাশ্যেই দান করবে ("some of them should be given in private, and some in public, according to circumstances") ।

যা হ'লে প্রেয়সী নায়িকা নায়ককে তার সকলরকম অভিপ্রায়বর্দ্ধনকারী ব'লে মনে করতে পারে, নায়কের উচিত সে সবই যত্নসহকারে করা।

নায়ক প্রেয়সী নায়িকাকে কখনো গোপনে তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য (= বীক্ষণে) প্রার্থনা জানাবে; এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে কথা-যোজনাও করবে (যার ফলে নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে পারে)। ১৪-১৫।

মূল। প্রচ্ছন্নদানস্য চ কারণমাত্মনো গুরুজনাদ্ভয়ং খ্যাপয়েৎ। দেয়স্য চান্যেন স্পৃহণীয়ত্বমিতি।। ১৬।।

বর্দ্ধমানানুরাগং চাখ্যানকে মনঃ কুর্বতীম্ অন্বর্থাভিঃ কথাভিশ্চিত্তহারিণীভিশ্চ রঞ্জয়েৎ।। ১৭।।

অনুবাদ। কেউ যদি নায়ককে গোপনে দান করার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাহ'লে সে নিজের ও নায়িকার গুরুজনের (মাতা-পিতার) অসন্তোষের ভয়ে এমন করেছে— এই কথা বলবে। এবং আরও বলবে যে, তার দ্বারা প্রদত্ত বস্তুটি আরও অনেকে চেয়েছিল কিন্তু সে তাদের দেয় নি; এই নায়িকা তার প্রিয় বলেই তাকে দিয়েছে।

যদি নায়কের প্রতি নায়িকার অনরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহ'লে নায়ক যে সব কাহিনীতে (শকুন্তলা-দময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যানে) নায়িকার অনুরাগ আছে ব'লে জানতে পারবে, সেই সব অনুরাগযুক্ত মনোহর কাহিনী নায়িকার কাছে বর্ণনা করবে এবং তার ফলে নায়িকার অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাবে। ১৬-১৭।

মূল। বিস্ময়েষু প্রসহ্যমানাম্ ইন্দ্রজালৈঃ প্রয়োগৈর্বিস্মাপয়েৎ। কলাসু কৌতুকিনীং তৎকৌশলেন গীতপ্রিয়াং শ্রুতিহারিণীগীতৈঃ। আশ্বযুজ্যাম্ অষ্টমীচন্দ্রকে কৌমুদ্যাম্ উৎসবেষু যাত্রায়াং গ্রহণে গৃহাচারে বা বিচিত্রৈঃ আপীড়ৈঃ কর্ণপত্রভঙ্গৈঃ সিক্থপ্রধানৈর্বস্ত্রা-ঙ্গুলীয়কভূষণ-দানৈশ্চ। নো চেদ্ দোষকরাণি মন্যেত। ১৮।

অনুবাদ। কোনও বিস্ময়কর বিষয়ে নায়িকার প্রসক্তি আছে জানতে পারলে, নায়ক ইন্দ্রজালের আশ্চর্যজনক খেলা দেখিয়ে তাকে বিস্মিত করবে। কলাবিদ্যার কৌশল দেখতে ইচ্ছুক হ'লে, নায়ক তাকে কলাকৌশলপ্রদর্শনের দ্বারা এবং নায়িকার যদি সঙ্গীতশ্রবণে রুচি থাকে, তাহ'লে শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতদ্বারা তার মনোরঞ্জন করবে। কোজাগরদিনে (= আশ্বযুজ্যাম্), অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী-দিনে (বহুলা-অষ্টমী-দিনে), কৌমুদীমহোৎসবের দিনে, (কন্যারা যে দিন জ্যোৎস্না মণ্ডনের পূজা করে) , অন্যান্য উৎসবে, দেবতার যাত্রা-অনুষ্ঠানে, সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের দিনে, গৃহাচারে (অর্থাৎ নায়িকা কিছু দিন গৃহের বাইরে থাকার পর গৃহে প্রত্যাবর্তনের দিনে) নায়ক নায়িকাকে বিচিত্র আপীড় (মাথায় পরিধেয় পত্র-পুষ্পের মালা; 'chaplets for the head') , সিক্থ অর্থাৎ মোমদ্বারা নির্মিত কর্ণপত্র ('ear-rings'), কাপড়, আঙটি এবং ভূষণাদি দান ক'রে তার মনোরঞ্জন করবে। এই সব দানের সময় নায়ককে উপযুক্ত অবসরের দিকে নজর রাখতে হবে, এবং যদি এইরকম দানে কোনও রকম দোষ হবে না মনে করে, তবেই নায়ক এসব করতে পারে। ১৮।

মূল। অন্যপুরুষবিশেষাভিজ্ঞতয়া ধাত্রেয়িকাঽস্যাঃ পুরুষপ্রবৃত্তৌ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ গ্রাহয়েৎ।। ১৯।।

তদ্‌গ্রহণোপদেশেন চ প্রযোজ্যায়াং রতিকৌশলমাত্মনঃ প্রকাশয়েৎ।। ২০।।

অনুবাদ। অন্য পুরুষের সাথে মিলনাদির ফলে রতিকৌশলে বিশেষভাবে নিপুণা (নায়িকার—) ধাত্রীকন্যা সেই পুরুষের অর্থাৎ নায়কের প্রতি নায়িকার প্রবৃত্তিবিষয়ে চতুঃষষ্টিকলাসম্পর্কীয় যোগসমূহ নায়িকাকে গ্রহণ করাবে।

সেই সব যোগের উপদেশপ্রসঙ্গে ধাত্রীকন্যা নায়িকার কাছে নিজের রতিকৌশলের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করবে (এই ভাবে নায়িকাকে রতিব্যাপারে উৎসুক ক'রে তুলবে এবং নায়িকার ভয়-সংকোচ প্রভৃতি দূর ক'রে দেবে)। ১৯-২০।

মূল। উদারবেষশ্চ স্বয়মনুপহতদর্শনশ্চ স্যাৎ।। ২১।। ভাবঞ্চ কুর্বতীমিঙ্গিতাকারৈঃ সূচয়েৎ।। ২২।।

যুবতয়ো হি সংসৃষ্টম্ অভীক্ষ্ণদর্শনঞ্চ পুরুষং প্রথমং কাময়ন্তে। কাময়মানাঽপি তু নাভিযুঞ্জত ইতি প্রায়োবাদঃ। ইতি বালায়ামুপক্রমাঃ।। ২৩।।

অনুবাদ। নায়িকাকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করতে আগ্রহী নায়ক নায়িকার সামনে উপস্থিতির সময় উদারবেষ (fine dress) ধারণ ক'রে থাকবে এবং তাকে প্রত্যক্ষ দেখার ব্যাপারে নায়িকা যাতে বাধা না পায়, নিজেই তার ব্যবস্থা রাখবে। এবং এইরকম সুবেষী নায়ককে দেখে নায়িকা অনুরাগ প্রকাশ করলে, নায়িকার আকার ও ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে তার মনোভাব অর্থাৎ নায়কের প্রতি প্রেমভাব (নায়ক) বুঝে নেবে।

এই ব্যাপারটি নিশ্চিত যে অধিকাংশ যুবতী নিজেদের পরিচিত (সংসৃষ্টম্= জাতপরিচয়ম্) ও সর্বদা আশে-পাশে যার দর্শন পায় (= অভীক্ষ্ণদর্শনম্) এমন (সুন্দর) পুরুষকেই প্রথমে কামনা করে। কিন্তু কামনা করলেও তারা লজ্জাবশতঃ পুরুষের উদ্দেশ্যে অভিযোগ করতে অর্থাৎ সঙ্গমের জন্য অগ্রসর হ'তে পারে না,—এ ব্যাপারটি প্রায়ই দেখা যায়। এখানে **কন্যাবিষয়ক উপক্রম**—নামক প্রকরণ সমাপ্ত হ'ল। ২১-২৩।

মূল। তানিঙ্গিতাকারান্ বক্ষ্যামঃ।। ২৪।।

সম্মুখং তং তু ন বীক্ষতে।

বীক্ষিতা ব্রীড়াং দর্শয়তি।। ২৫।।

রুচ্যমাত্মনোঽঙ্গম্ অপদেশেন প্রকাশয়তি।। ২৬।।

প্রমত্তং প্রচ্ছন্নং নায়কম্ অতিক্রান্তং চ বীক্ষতে।। ২৭।।

পৃষ্টা চ কিঞ্চিৎ সস্মিতম্ অব্যক্তাক্ষরম্ অনবসিতার্থং চ মন্দং মন্দমধোমুখী কথয়তি।। ২৮।।

তৎসমীপে চিরং স্থানমভিনন্দতি।। ২৯।।

দূরে স্থিতা পশ্যতু মামিতি মন্যমানা পরিজনং সবদনবিকারমাভাষতে। তং দেশং ন মুঞ্চতি। ৩০।।

অনুবাদ। পূর্ব অনুচ্ছেদে যে ইঙ্গিত ও আকারের কথা বলা হয়েছে, যুবতীদের সেইসব **ইঙ্গিত** বা ইশারা ('ইঙ্গিতমন্যথাবৃত্তিঃ') ও **আকার** (মুখ-চোখের ভাব) কি রকম হয়, তা এখন বর্ণনা করব।

যুবতী নিজ প্রেমিকের সামনে উপস্থিত হ'লে লজ্জাবশতঃ মুখোমুখি ভাবে দেখে না।

কিন্তু চোখাচোখি হয়ে গেলে নায়িকা লজ্জা পেয়েছে, এইরকম ভাব প্রদর্শন করে (এবং আড়চোখে প্রেমিককে দেখতে থাকে)।

নায়িকা নিজের স্তন, বাহুমূল প্রভৃতি যে সব অঞ্চলকে অতিমনোহর ব'লে মনে করে, সেগুলিকে আচ্ছাদন করার ছলে সেই সব অঙ্গ প্রেমিকের সামনে প্রকাশ করে। নায়ক (প্রেমিক) যদি প্রমত্ত অর্থাৎ অনবহিত (অসাবধান) বা প্রচ্ছন্ন (একাকী) হয় বা দূরে অবস্থান করে, তখন নায়িকা তাকে (গোপনে) দেখতে থাকে।

নায়িকা কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে ঐ যুবতী নায়িকা একটু মুচকি হাসি হেসে অধোমুখী হ'য়ে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ভাষায় এমন ভাবে উত্তর দেবে যার তাৎপর্য বোধগম্য হবে না। ("hangs down her head when she is asked some questions by him, and answers in indistinct words and unfinished sentences.")।

প্রেমিকা তার প্রেমিক নায়কের কাছে অনেক সময় ধ'রে সময় কাটাতে ভালবাসে।

প্রেমিকা দূরে অবস্থিত থেকে 'প্রেমিক আমাকে একটু দেখুক'—এইরকম মনে করে নানারকম ভ্রূভঙ্গি ও কটাক্ষ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের পরিজনের সাথে কথা বলতে থাকে।

এইরকম অবস্থায় ঐ প্রেমিকা সেই স্থানটি পরিত্যাগ করে না। ২৪-৩০।

মূল। যৎকিঞ্চিদ্ দৃষ্ট্বা বিহসিতং করোতি। তত্র কথাম্ অবস্থানার্থ-মনুবধ্নাতি।।৩১।।

বালস্যাঙ্কগতস্যালিঙ্গনং চুম্বনং চ করোতি। পরিচারিকায়াস্তিলকং চ রচয়তি। পরিজনানবষ্টভ্য তাস্তাশ্চ লীলা দর্শয়তি।। ৩২।।

অনুবাদ। যে স্থান থেকে প্রেমিককে দেখা যাচ্ছে সেই স্থান পরিত্যাগ না ক'রে নায়িকা কোনও কিছু একটা দেখে বিশেষ রকম হাস্য করে। সেখানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থানের জন্য পাশের বন্ধুবান্ধবের সাথে নতুন নতুন কথার সংযোজন করে (অর্থাৎ কথা বাড়াতে থাকে)।

কোনও একটি বালককে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে।

নায়ককে দেখতে দেখতে পরিচারিকার তিলক রচনা ক'রে দেয় ('draws ornamental marks on the foreheads of her female servants')। নিজ-পরিজনকে আশ্রয় ক'রে অভিপ্রায়মতো হাবভাব প্রদর্শন করে ('performs sportive and graceful movement')। ৩১-৩২।

মূল। তন্মিত্রেষু বিশ্বসিতি। বচনং চৈষাং বহু মন্যতে করোতি চ।।৩৩।।

তৎপরিচারকৈঃ সহ প্রীতিং সংকথাং দ্যূতমিতি চ করোতি।। ৩৪।। স্বকর্মসু চ প্রভবিষ্ণুঃ ইবৈতান্নিযুঙ্ক্তে।।৩৫।।

তেষু চ নায়কসঙ্কথাম্ অন্যস্য কথয়ৎসু অবহিতা তাং শৃণোতি।। ৩৬।।

ধাত্রেয়িকয়া চোদিতা নায়কস্যোদবসিতং প্রবিশতি।। ৩৭।।

তাম্ অন্তরা কৃত্বা তেন সহ দ্যূতং ক্রীড়ামালাপং চায়োজয়িতুমিচ্ছতি।।৩৮।।

অনলঙ্কৃতা দর্শনপথং পরিহরতি।। ৩৯।।

কর্ণপত্রম্ অঙ্গুলীয়কং স্রজং বা তেন যাচিতা সুধীরমেব গাত্রাদবতার্য সখ্যা হস্তে দদাতি। তেন চ দত্তং নিত্যং ধারয়তি।। ৪০।।

অনুবাদ। প্রেমিকা তার প্রেমিক-নায়কের বন্ধুবর্গকে বিশ্বাস করে। তাদের কথা গৌরবের সাথে মান্য করে ও পালন করে।

সে প্রেমিকের পরিচারকদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, পরস্পর কথোপকথন এবং তাদের সাথে পাশাখেলার মতো আমোদজনক খেলা করে। নায়িকা নিজের কাজেও প্রভুর মতো প্রেমিকের পরিচারকদের নিযুক্ত করে।

পরিচারকগণ যখন নায়কের গল্প অন্যের কাছে বলতে থাকে, তখন ঐ প্রেমিকা একাগ্র হ'য়ে তা শোনে।

ঐ প্রেমিকা, ধাত্রীকন্যা (বা সখী) অনুরোধ করলে, নায়কের (বাড়ীতে এসে তার) ঘরে (উদবসিতম্=গৃহম্) প্রবেশ করে।

ধাত্রীকন্যা বা সখীকে উভয়ের মাঝখানে রেখে, ঐ প্রেমিকা নায়কের সাথে দ্যূতক্রীড়া ও আলাপ করতে ইচ্ছা করে।

প্রেমিকা যদি অলঙ্কৃতা না হয়, তাহ'লে হঠাৎ পথে নায়কের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে, নায়কের দৃষ্টিপথ পরিহার করে।

নায়ক যদি ঐ প্রেমিকার কাছে কর্ণপত্র, অঙ্গুলীয়ক (আঙটি) বা মালা প্রার্থনা করে, তাহ'লে সে খুব ধীরে ধীরে শরীর থেকে খুলে সেটি সখীর হাতে দেয়। আর নায়ক তাকে যে সব পরিধেয় বস্ত্র দেয়, সে সেগুলি প্রতিদিনই ধারণ করে। ৩৩-৪০।

মূল। অন্যবরসংকথাসু বিষণ্ণা ভবতি। তৎপক্ষকৈশ্চ সহ ন সংসৃজ্যতে ইতি।। ৪১।।

অনুবাদ। অন্য কোনও বরের অর্থাৎ অপরিচিত নায়কের কথা উপস্থিত হ'লে, প্রেমিকা বিষণ্ণ বা উদাসীন হয়ে যায়। এবং অন্য নায়কের পক্ষভুক্ত লোকজনের সাথে সে সংসৃষ্ট হ'তে চায় না অর্থাৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করে। ৪১।

মূল। ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

দৃষ্ট্বৈতান্ ভাবসংযুক্তানাকারানিঙ্গিতানি চ।
কন্যায়াঃ সংপ্রয়োগার্থং তাংস্তান্ যোগান্ বিচিন্তয়েৎ।। ৪২।।
বালক্রীড়নকৈর্বালা কলাভি র্যৌবনে স্থিতা।
বৎসলা চাপি সংগ্রাহ্যা বিশ্বাস্যজনসংগ্রহাৎ।। ৪৩।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দুটি শ্লোক আছে—

কন্যা বা প্রেমিকার সেই সেই অনুরাগসমন্বিত আকার ও ইঙ্গিত লক্ষ্য ক'রে, নায়ক তার সাথে সম্প্রয়োগের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ গান্ধর্ববিবাহের দ্বারা মিলনের উদ্দেশ্যে) উপযুক্ত নানারকম উপায়ের কথা চিন্তা করবে। ৪২।

নায়ক বালক্রীড়ায় রত বালিকাকে বালসুলভ ক্রীড়নকের দ্বারা বশীভূত করবে, কামকলার দ্বারা যুবতী নারীকে বশীভূত করবে, এবং বৎসলা বা প্রৌঢ়া রমণীকে তার বিশ্বস্ত লোকদের সাহায্যে নিজ বশে আনার চেষ্টা করবে ('বৎসলা' শব্দের দ্বারা 'যে রমণী নায়কের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা' অর্থও করা যায়)। ৪৩।

শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসংপ্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে 'বালোপক্রমা ইঙ্গিতাকারসূচনং' তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধিকরণের 'বালোপক্রমণম্—ইঙ্গিতাকারসূচনম্' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

দ্বিতীয়মধিকরণম্ ঃ কন্যাসম্প্রযুক্তম্

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

একপুরুষাভিযোগশ্চ অভিযোগতশ্চ কন্যায়াঃ প্রতিপত্তিঃ

[ধাত্রীকন্যা, পরিজন প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া কোনও যুবক একাকী আছে, কিন্তু সে তার প্রেমিকাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক; সহায়হীন পুরুষ কুল-শীল-সম্পন্ন কন্যাকে কোনও প্রকারে নিজের প্রেমিকা ক'রে নিয়ে তাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করতে চায়, আবার সহায়হীন যুবতী কোনও সদ্‌বংশীয় পুরুষকে আকৃষ্ট ক'রে তাকে নিজের পতিরূপে পেতে চায়। এইভাবে প্রাপ্তির উপায়সমূহের বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। একলা পুরুষের দ্বারা করণীয় উপায়সমূহ বর্ণিত হওয়ায়, এই অধ্যায়ের নাম হয়েছে 'একপুরুষাভিযোগঃ'। এই অভিযোগ বা উপায়ের আশ্রয় ক'রে কন্যাকে ঠিক্‌ভাবে প্রাপ্তির ব্যাপারও এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে]।

মূল। দর্শিতেঙ্গিতাকারাং কন্যাম্ উপায়তোঽভিযুঞ্জীত।। ১।।

দ্যূতে ক্রীড়নকেষু চ বিবদমানঃ সাকারমস্যাঃ পাণিমবলম্বেত।। ২।।

যথোক্তং চ পৃষ্টকাদিকমালিঙ্গনবিধিং বিদধ্যাৎ।। ৩।।

পত্রচ্ছেদ্যক্রিয়ায়াং চ স্বাভিপ্রায়সূচকং মিথুনমস্যা দর্শয়েৎ।। ৪।।

এবমন্যদ্বিরলশো দর্শয়েৎ।। ৫।।

অনুবাদ। যে কন্যা ইঙ্গিত অর্থাৎ ইশারা ও আকার (চোখ-মুখের ভঙ্গি) প্রদর্শন করবে, নায়ক উপায় অবলম্বন ক'রে তার প্রতি অভিযোগ করবে অর্থাৎ তাকে লাভ করতে প্রযত্ন করবে।

(অভিযোগ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তর। এই দুটির মধ্যে বাহ্য অভিযোগের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে—)

দ্যূতে ও ক্রীড়নকে (in a game or sport) কথায় কথায় বাক্‌কলহ বাধিয়ে নায়ক বিবাহভাব ব্যঞ্জক আকারের সাথে নায়িকার পাণিগ্রহণ করবে (অর্থাৎ নায়ক এমন ভাবে নায়িকার হস্তধারণ করবে,যাতে নায়িকা মনে করে, 'এ যেন বিবাহের সময় পাণিগ্রহণ; তাহ'লে তো একপ্রকার আমার বিবাহ হয়েই গেল')।

যথোক্ত বিধানে ('সাম্প্রয়োগিক' নামক ষষ্ঠ অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমনভাবে বলা হয়েছে তেমন ভাবে) স্পৃষ্টক্, বিদ্ধক, উদ্ধৃষ্টক এবং পীড়িতক—এই চারপ্রকার আলিঙ্গনের মধ্যে অবসরমতো যেমন উচিত তেমন আলিঙ্গনের দ্বারা যুবক যুবতীকে আবদ্ধ করবে।

নিজের অভিপ্রায়সূচক মিথুনচিত্র (পুরুষ-নারীর বা হংস-হংসীর মিলনচিত্র) বৃক্ষপত্রাদিতে অঙ্কিত ক'রে নায়ক তার কাছে উপস্থিত নায়িকাকে দেখাবে। এবং এইরকম অন্যান্য মিথুনদৃশ্য মাঝে-মধ্যে দেখাবে (কারণ, এইরকম দৃশ্য নায়ক যদি সর্বদাই নায়িকাকে দেখায়, তা'হলে নায়কের গ্রাম্যতাদোষ প্রকাশ পাবে, তাই সময় বুঝে দেখাবে) এবং সঙ্গমের অভিপ্রায় জানাবে। ১-৫।

মূল। জলক্রীড়ায়াং তদ্দূরতোঽপ্সু নিমগ্নঃ সমীপমস্যাঃ গত্বা স্পৃষ্ট্বা চৈনাং তত্রৈবোন্মজ্জেৎ।। ৬।।

নবপত্রিকাদিষু চ সবিশেষভাবনিবেদনম্।। ৭।।

আত্মদুঃখস্যানির্বেদেন কথনম্।। ৮।।

স্বপ্নস্য চ ভাবযুক্তস্যান্যাপদেশেন।। ৯।।

অনুবাদ। প্রেমিক-প্রেমিকা সুযোগ বুঝে জলক্রীড়া করতে গিয়ে জলে নেমে ক্রীড়া করার সময় প্রেমিক প্রেমিকার কাছে থেকে কিছু দূরে ডুব দেবে এবং ডুব সাঁতার দিয়ে প্রেমিকার কাছে এসে তাকে স্পর্শ ক'রে সেখানে ভেসে উঠবে।

নবপত্র প্রভৃতি দেশীয় ক্রীড়ার সময় প্রেমিক নিজের মনের বিশেষ ভাব নিবেদন করবে। (অর্থান্তর যথা—নবীন কোমল পাতার উপর নিজের মনের বিশেষ ভাব লিখে প্রেমিকাকে দেখাবে; রিচার্ড বার্টন-কৃত অনুবাদ—'He should show an increased liking for the new foliage of trees and such like things')
।

প্রেমিক নির্বেদশূন্য হ'য়ে 'কিসের জন্য আমার মনে এমন পীড়া' এমন বলতে বলতে প্রেমিকার কাছে নিজদুঃখ কীর্তন করবে।

অন্য কোনও কথার ছলে প্রেমিক ভাবপূর্ণ স্বপ্নের কথা অর্থাৎ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমার মত রূপবতী কন্যার সাথে আমার সঙ্গম হচ্ছে' এই জাতীয় কথা বর্ণনা করবে। ৬-৯।

মূল। প্রেক্ষণকে স্বজনসমাজে বা সমীপোবেশনম্; তত্র অন্যাপদিষ্টং স্পর্শনম্।। ১০।।

অপাশ্রয়ার্থং চ চরণেন চরণস্য পীড়নম্।। ১১।।

ততঃ শনকৈঃ একৈকামঙ্গুলিমভিস্পৃশেৎ।। ১২।।

অনুবাদ। প্রেক্ষণকের (নাচ-গান-যাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠান বা নাটকাদির অভিনয়দর্শনের) জায়গায় বা আত্মীয়স্বজনের গোষ্ঠীতে (আমন্ত্রিতা) নায়িকার কাছে নায়ক উপবেশন করবে। সেখানে অন্য কোনও কিছু করার ছল ক'রে এবং অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে নায়ক নায়িকার অঙ্গ-স্পর্শ করবে। ("At parties and assemblies of his caste he should sit near her, and touch under some pretence or other")।

প্রেমিকার অঙ্গ নিজের অঙ্গের সাথে মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেমিকার চরণ প্রেমিক নিজ চরণের দ্বারা স্পৃষ্ট করবে (অর্থাৎ চেপে ধ'রে থাকবে)। ('অপাশ্রয় স্তদঙ্গে স্বাঙ্গ-স্থাপনম্')।

সেই কাজে সিদ্ধ হ'তে পারলে, প্রেমিক ধীরে ধীরে প্রেমিকার পায়ের এক একটি আঙ্গুল স্পর্শ করবে। ১০-১২।

মূল। পাদাঙ্গুষ্ঠেন চ নখাগ্রাণি ঘট্টয়েৎ।। ১৩।। তত্র সিদ্ধঃ পদাৎপদমধিকমাকাঙ্ক্ষেৎ।। ১৪।। ক্ষান্ত্যর্থং চ তদেবাভ্যসেৎ।। ১৫।।

পাদশৌচে পাদাঙ্গুলিসংদংশেন তদঙ্গুলিপীড়নম্।। ১৬।।

দ্রব্যস্য সমর্পণে প্রতিগ্রহে বা তদ্গতো বিকারঃ।। ১৭।। আচমনান্তে চ উদকেন আসেকঃ।। ১৮।।

অনুবাদ। প্রেমিক তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে প্রেমিকার পায়ের নখগুলি স্পর্শ ক'রে সেগুলির উপর চাপ দেবে।

এইভাবে ব'সে থেকে প্রেমিকা যদি প্রেমিকের পাদস্পর্শ সহ্য করে, তাহ'লে প্রেমিক নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে মনে করে, ধীরে ধীরে প্রেমিকার পায়ের নীচের দিক্ থেকে উপরের দিকে (অর্থাৎ প্রেমিকার জঙ্ঘা, উরু, নিতম্ব ইত্যাদি স্থানে সোপানক্রমে) নিজের হাত প্রসারিত করার অর্থাৎ স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা করবে (পদাৎ পদম্ = স্থানাৎ স্থানান্তরং জঘনোরুনিতম্বাদিকম্)। প্রেমিকাকে অঙ্গস্পর্শ- ঘর্ষণ সহ্য করাবার জন্য (**ক্ষান্ত্যর্থম্** = সহনার্থম্) প্রেমিক বার বার ঐব্যাপারটি অভ্যাস করবে অর্থাৎ প্রেমিকার এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে হস্তসঞ্চালন ও মর্দন করবে। ১৩-১৫।

(প্রেমিকা যদি প্রেমিকের পা ধুইয়ে দেয়, তাহ'লে সেই সময় প্রেমিক নিজের পদাঙ্গুলি সংদংশন ক'রে (অর্থাৎ সাঁড়াশির মতো ক'রে) প্রেমিকার হাতের আঙ্গুল পীড়ন করবে ("He should also press a finger of her hand between his toes when she happens to be washing his feet")।

প্রেমিকাকে কোনও দ্রব্য দেওয়ার সময় বা প্রেমিকার কাছ থেকে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করার সময় প্রেমিক তদ্‌গতবিকারভাব দেখাবে (অর্থাৎ প্রেমিকাকে দেওয়ার বা তার কাছ নেওয়ার সময় প্রেমিক তার হাতে নিজের নখ দিয়ে স্পর্শ করবে। তদ্‌গতবিকারঃ = 'সনখস্পর্শমর্পয়েৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ বা')।

প্রেমিকা যদি প্রেমিককে আচমনের জন্য ('for rinsing his mouth') জল এনে দেয়, তবে প্রেমিক জলচুলকের দ্বারা (অর্থাৎ কুল্‌কুচি ক'রে) প্রেমিকার গায়ে আসেক করবে (অর্থাৎ জল ছিটিয়ে দেবে)। ১৬-১৮।

মূল। বিজনে তমসি চ দ্বন্দ্বমাসীনঃ ক্ষান্তিং কুর্বীত, সমানদেশশয্যায়াং চ।। ১৯।।

তত্র যথার্থমনুদ্বেজয়তো ভাবনিবেদনম্।। ২০।। বিবিক্তে চ কিঞ্চিদস্তি কথয়িতব্যমিত্যুক্ত্বা নির্বচনং ভাবং চ তত্রোপলক্ষয়েৎ; যথা পারদারিকে বক্ষ্যামঃ।। ২১।।

অনুবাদ। নির্জনে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে একত্র আসীন অবস্থায় প্রেমিক প্রেমিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এমনভাবে নখস্পর্শাদি (= ক্ষান্তিম্) করবে, যাতে প্রেমিকার কাছে তা সহনযোগ্য হয়। যদি একই শয্যায় দুজনে শয়ন বা উপবেশন ক'রে থাকে, তখনও ঐ একই ভাবে নখস্পর্শাদি করতে থাকবে।

সেই আসনে বা শয্যায় থাকাকালে প্রেমিকাকে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না ক'রে আকার- ইঙ্গিতের দ্বারা নিজের মনোগত অভিপ্রায় নিবেদন করবে (প্রথমেই বাক্য প্রয়োগের দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করবে না, কারণ, তাহ'লে প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা থাকে)।

তবে আসনে বা শয্যায় প্রেমিকার সাথে অবস্থানরত অবস্থায় প্রেমিক প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসা করবে 'তোমার সাথে কিছু গোপন কথা আছে'; প্রেমিকা যখন প্রশ্ন করবে 'কি কথা?' তখন এইরকম বচন-বিন্যাসকালে প্রেমিক তাকে নির্বচন সম্প্রয়োগাভিলাষ প্রকাশ করবে ("express his love to her more by manner and signs than words")। এই ব্যাপারটি পরে **পারদারিক** অধিকরণে ব্যাখ্যা করা হবে। ১৯-২১।

মূল। বিদিতভাবস্তু ব্যাধিম্ অপদিশ্যৈনাং বার্তাগ্রহণার্থং স্বম্ উদবসিতম্ আনয়েৎ।। ২২।।

আগতায়াশ্চ শিরঃপীড়নে নিয়োগঃ। পাণিমবলম্ব্য চাস্যাঃ সাকারং নয়নয়োর্ললাটে চ নিদধ্যাৎ।। ২৩।।

ঔষধাপদেশার্থং চাস্যাঃ কর্ম বিনির্দিশেৎ।। ২৪।। তবৈবেদং কর্তব্যং ন হ্যেতদৃতে কন্যায়া অন্যেন কার্যম্ ইতি গচ্ছন্তীং পুনরাগমনানুবন্ধমেনাং বিসৃজেৎ।। ২৫।।

অস্য চ যোগস্য ত্রিরাত্রং ত্রিসন্ধ্যং চ প্রযুক্তিঃ।। ২৬।।

অনুবাদ। প্রেমিকার মনোভাব নিজের অনুকূল বুঝতে পারলে ব্যাধির ছল ক'রে (অর্থাৎ মাথাব্যথা ইত্যাদি কপটভাবে প্রকাশ ক'রে বিশ্বাসী কোনও সখী বা দাসী পাঠিয়ে), প্রেমিক নিজের সংবাদসংগ্রহণের জন্য নিজের বাড়ীতে তাকে (প্রেমিকাকে) আনাবে। ২২।

প্রেমিকা যখন প্রেমিকের ঘরে আসবে, 'আমার বড়ো মাথা ধরেছে, আমার মাথাটা একটু টিপে দাও' ইত্যাদি ব'লে তাকে শিরঃপীড়নে (মাথা-টেপার কাজে) নিয়োগ করবে। এই সময় প্রেমিক প্রেমিকার হাতটি ধ'রে নিজের দুই চোখের উপর, এবং কপালে এমনভাবে স্পর্শ করাবে যাতে প্রেমিকের মনোগত ভাব (= সাকারম্) প্রকাশ পায়। ২৩।

ঔষধের অপদেশে প্রেমিকার হস্তস্পর্শাদি-কাজই যে প্রকৃত ঔষধ তা প্রেমিকাকে নিবেদন করবে (অর্থাৎ 'অন্য কোনও ঔষধে প্রয়োজন নেই, তোমার হাতের স্পর্শেই আমার রোগ দূর হবে' এই'ভাবে প্রেমিকাকে বলবে)। 'এই কাজ তোমাকেই করতে হবে, কারণ, এ কাজ তোমার মতো কুমারী কন্যা ছাড়া অন্য কারোর দ্বারা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়'—এইভাবে প্রেমিকাকে বলবে; তারপর প্রেমিকা যখন নিজগৃহে চলে যেতে চাইবে, তখন প্রেমিক তাকে পুনরায় আসার জন্য অনুরোধ ক'রে বিদায় দেবে।

কন্যাসাধ্য এই পীড়াদূরীকরণরূপ যোগ (উপায়) তিন দিন ও তিন সন্ধ্যায় প্রয়োগ (= প্রযুক্তিঃ) করতে হবে ("This device of illness should be continued for three days and three nights")। ২৪-২৬।

মূল। অভীক্ষ্ণদর্শনার্থমাগতায়াশ্চ গোষ্ঠীং বর্ধয়েৎ।। ২৭।।

অন্যাভিরপি সহ বিশ্বসনার্থম্ অধিকমধিকং চাভিযুঞ্জীত ন তু বাচা নির্বদেৎ।। ২৮।।

দূরগতভাবোঽপি হি কন্যাসু ন নির্বেদেন সিধ্যতীতি ঘোটকমুখঃ।। ২৯।।

অনুবাদ। প্রেমিকের ঘরে প্রেমিকা উপস্থিত হ'লে, তাকে অনেকখানি সময় নিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে (= অভীক্ষ্ণদর্শনার্থম্) কোনও একজন প্রেমিক গোষ্ঠী অর্থাৎ কলা বা আখ্যায়িকাবিষয়ক আলোচনা বর্দ্ধিত করবে (যাতে সেই আলোচনায় আকৃষ্ট হ'য়ে প্রেমিকা বহুক্ষণ প্রেমিকের কাছে থাকে)।

(নায়কের সত্যসত্যই পীড়া হয়েছে মনে ক'রে অন্যান্য নারীরাও তাকে দেখতে আসবে, এবং) নায়কও (অর্থাৎ ঐ প্রেমিক) প্রেমিকার মনে তার পীড়া সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ঐসব নারীদের সাথে অসুস্থতা-পরিচয়জ্ঞাপক হাব-ভাবের দ্বারা বেশী ক'রে মিলিত হবে, কিন্তু প্রেমিক নিজে তাদের সাথে বেশী বাক্য-বিনিময় করবে না (কারণ, তার ফলে প্রেমিকার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হ'তে পারে; এবং নায়ক বেশী কথা বললে তার প্রকৃত মনোভিলাষ ব্যক্ত হয়ে যেতে পারে)।

অপরপক্ষে কন্যাসম্প্রযোগবিষয়ে বিশেষজ্ঞ আচার্য **ঘোটকমুখ** বলেন, 'প্রেমিকার প্রতি অনুরাগ বহুদূর প্রসারিত হ'লেও প্রেমিক যদি নির্বেদ অবলম্বন করে অর্থাৎ বহু কথাপ্রয়োগে উদাসীন থাকে, তাহ'লে সে সিদ্ধিলাভ করে না' (অর্থাৎ কন্যার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে বহুদূর অগ্রসর হ'য়েও নায়ক যদি বৈরাগ্যবশতঃ খেদপ্রাপ্ত হ'য়ে এবং কথোপকথনে উদাসীন হ'য়ে আর অগ্রসর না হয়, তাহ'লে কন্যালাভব্যাপারে কিছুই সিদ্ধিলাভ হয় না। বাৎস্যায়ন ঘোটকমুখের মতটি স্বীকার করেন না। কেবল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তাঁর অভিমতটি উল্লেখ করেছেন।)।।২৭-২৯।

মূল। যদা তু বহুসিদ্ধাং মন্যেত তদৈবাপক্রমেত।। ৩০।।

প্রদোষে নিশি তমসি চ যোষিতো মন্দসাধ্বসাঃ সুরতব্যবসায়িন্যো রাগবত্যশ্চ ভবন্তি; ন চ পুরুষং প্রত্যাচক্ষতে, তস্মাৎ তৎকালং প্রযোজয়িতব্যম্ ইতি প্রায়োবাদঃ।। ৩১।।

অনুবাদ। প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত সকলরকম উপায় সফল হ'লে সে যদি প্রেমিকের কাছে আত্মসমর্পণে উন্মুখ হয়েছে ব'লে মনে হয়, তাহ'লে প্রেমিক তার সাথে সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত হবে।

প্রদোষে অর্থাৎ রাত্রির প্রারম্ভে, রাত্রে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় যুবতীরা সুরতব্যাপারে খুব ভয় পায় না (= মন্দসাধ্বসাঃ) অর্থাৎ ধীরে ধীরে পুরুষের সাথে সম্ভোগের ইচ্ছা প্রকাশ করে (এই সময় অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা দৃষ্ট হওয়ার ভয়

না থাকায় নারীরও ভীতি হ্রাস পায়);এই সময় তারা সুরতব্যবসায়িনী (সম্ভোগের ইচ্ছা প্রকাশকারিণী) ও অনুরাগবতী হয়। তখন সম্ভোগার্থ আগত প্রেমিককে তারা প্রত্যাখ্যান করে না। এই কারণে, সেই সময়েই প্রেমিকার সাথে প্রেমিক সুরতব্যাপাররূপ অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য যত্ন করবে। এই ব্যাপারটি অবশ্য প্রায়িক, সার্বত্রিক নয়। ৩০-৩১।

মূল। একপুরুষাভিযোগানাং ত্বসম্ভবে গৃহীতার্থয়া ধাত্রেয়িকয়া সখ্যা বা তস্যামন্তর্ভূতয়া তমর্থমনির্বদন্ত্যা সহৈনামঙ্কমানায়য়েৎ। ততো যথোক্তমভিযুঞ্জীত।। ৩২।।

অনুবাদ। প্রেমিকের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য যদি একাকী প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়াসঙ্গম সম্ভব না হয়, তাহ'লে প্রেমিক ঐ প্রেমিকার অন্তরঙ্গ ধাত্রীকন্যা বা সখীকে (যে নায়িকাকে প্রভাবিত করতে পারে) মাধ্যম রূপে নির্বাচিত করবে — যে প্রেমিকের ইঙ্গিত বা অভিপ্রেত ভাব বুঝবে, এবং তারপর সে (ধাত্রীকন্যা বা সখী) প্রেমিকাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য না ব'লে (= তমর্থমনির্বদন্ত্যা) অর্থাৎ ছলক্রমে প্রেমিকাকে প্রেমিকের ঘরে নিয়ে আসবে; তারপর উপরিউক্ত বিধিসমূহ অনুসারে প্রেমিক প্রেমিকার সাথে রতি-সম্পর্ক স্থাপন করবে। ৩২।

মূল। স্বাং বা পরিচারিকামাদাবেব সখীত্বেনাস্যাঃ প্রণিদধ্যাৎ।। ৩৩।।

যজ্ঞে বিবাহে যাত্রায়ামুৎসবে ব্যসনে প্রেক্ষণকব্যাপৃতে জনে তত্র তত্র চ দৃষ্টেঙ্গিতাকারাং পরীক্ষিতভাবাম্ একাকিনীম্ উপক্রমেত।। ৩৪।।

অনুবাদ। অথবা, প্রথমেই (অর্থাৎ প্রেমিকা যখন প্রেমিকের প্রকৃত মনোভাব জানে না, তখন) প্রেমিক নিজের পরিচারিকাকে (গোপনে) প্রেমিকার সখীরূপে নিযুক্ত করবে।

যজ্ঞস্থানে, বিবাহানুষ্ঠানে, যাত্রায় অর্থাৎ একত্র লোকসমাগমস্থানে, দেবতার উৎসবে, ব্যসনে অর্থাৎ বিপৎকালে সাহায্যার্থ বহু লোকের একত্র উপস্থিতিতে এবং অভিনয়াদিদর্শনে ব্যাপৃত জনসঙ্ঘস্থানে (অর্থাৎ যে সব সময় লোক নানারকম কাজে ব্যগ্র থাকে সেই সময়ে), যে প্রেমিকার পূর্ববর্ণিত ইঙ্গিতাকার দেখা গিয়াছে এবং যার মনোগত ভাব পরীক্ষা করা হয়েছে, সেই প্রেমিকাকে একাকিনী অবস্থায় পাওয়া গেলে প্রেমিক গান্ধর্ববিবাহের রীতি অনুসরণ ক'রে তাকে সম্ভোগ করতে পারে। ৩৩-৩৪।

মূল। ন হি দৃষ্টভাবা যোষিতো দেশে কালে চ প্রযুজ্যমানা ব্যবর্তন্তে ইতি বাৎস্যায়নঃ। ইত্যেকপুরুষাভিযোগঃ।। ৩৫।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়নের সিদ্ধান্ত এইরকম - যে সব যুবতী নারীর ভাবসমূহ পরীক্ষা করা হয়েছে, তারা দেশ (নির্জনস্থান) ও কাল (যজ্ঞ-বিবাহ প্রভৃতির সময় বা প্রদোষকালাদিসময়ে) অনুসারে প্রেমিকের ইশারা পেলে আর ব্যবর্তিত হয় না ("women, when resorted to at proper times and in proper places, do not turn away from their lovers")।

এই পর্যন্ত **একপুরুষাভিযোগ-প্রকরণ** অর্থাৎ একজন পুরুষের (নায়ক বা প্রেমিকের) দ্বারা কৃত উপায়সমূহের সন্নিবেশরূপ প্রকরণ। ৩৫।

মূল। মন্দাপদেশা গুণবত্যপি কন্যা ধনহীনা কুলীনাপি সমানৈরযাচ্যমানা মাতাপিতৃবিযুক্তা বা জ্ঞাতিকুলবর্তিনী বা প্রাপ্তযৌবনা পাণিগ্রহণং স্বয়মভীপ্সেত।। ৩৬।।

অনুবাদ। মন্দাপদেশা অর্থাৎ হীনকুলোত্পন্না হওয়া সত্ত্বেও কন্যা যদি গুণবতী হয়, অথচ কেউ যদি তাকে উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করতে না চায়; অথবা কুলীন হওয়া সত্ত্বেও নির্ধনতার কারণে সমানজাতীয় ধনবান্ ব্যক্তি তাকে বরণ করতে না চায়; অথবা মাতা ও পিতা না থাকায় যে কন্যা জ্ঞাতিকুলে পালিতা, কিন্তু তাকে উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করা হচ্ছে না;—এইসব অবস্থায় কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজেই পাণিগ্রহণে অর্থাৎ মনোমত পাত্রের সাথে বিবাহে অভিলাষিণী হয়। ৩৬।

মূল। সা তু গুণবন্তং শক্তং সুদর্শনং বালপ্রীত্যা অভিযোজয়েৎ।। ৩৭।।

অনুবাদ—[৩৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে কুলের দোষ, দারিদ্র্য, পিতা-মাতার অভাব প্রভৃতি কারণে যৌবনবিবাহ সঙ্ঘটিত হত। অন্যত্র বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, কিন্তু সেই বাল্যাবস্থারও বিভাগ ছিল।]

গুণবান্ অর্থাৎ নায়কগুণসমন্বিত, যুদ্ধাদিতে সক্ষম, প্রিয়দর্শন যুবক, যার সাথে যুবতীর বাল্যকাল থেকে প্রীতিভাব আছে এমন যুবককে ঐ যুবতী (৩৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদে কুলদোষাদিযুক্তা রমণী) নিজেই বরণ করবে।

[এ ক্ষেত্রে, ঐ গুণবান্, যুদ্ধাদিতে সমর্থ, রূপবান্ যুবককে বাল্যকাল থেকে প্রণয় থাকার জন্য ঐ যুবতী যখন বিবাহ করতে চাইবে, তখন ঐ যুবকের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হবে এবং বিশেষ বিবেচনা ক'রে সে ঐ যুবতীকেই বিবাহ করবে।]। ৩৭।

মূল। যং বা মন্যেত মাতাপিত্রোরসমীক্ষয়া স্বয়মপ্যয়মি-ন্দ্রিয়দৌর্বল্যাৎ ময়ি প্রবর্তিষ্যতে ইতি প্রিয়হিতোপচারৈঃ অভীক্ষ্নসন্দর্শনেন চ তমাবর্জয়েৎ।। ৩৮।।

মাতা চৈনাং সখীভি র্ধাত্রেয়িকাভিশ্চ সহ তদভিমুখীং কুর্যাৎ।। ৩৯।।

অনুবাদ। অথবা, (উপরি উক্ত দারিদ্র্যাদি দোষযুক্তা) কোনও যুবতী যদি মনে করে, 'এই যুবকটি মাতা-পিতার মত না নিয়েও ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যবশতঃ নিজেই আমার প্রতি আসক্ত হবে', তখন সে ঐ যুবককে বার বার প্রিয় ও হিতকর হাব-ভাব দেখিয়ে এবং বারংবার সন্দর্শন দিয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে।

ঐ যুবতীর মাতা (মাতার অভাবে কৃতকমাতা অর্থাৎ সাজানো মাতা) যুবতীকে তার সখীবৃন্দ ও ধাত্রীকন্যার সহযোগে তার (অর্থাৎ যুবকের) অভিমুখে নিয়ে যাবে (এবং এইভাবে দুজনের বিবাহসম্পাদনের প্রয়াস করবে)। [আগে যে কুলদোষ, দারিদ্র্য ও পিতামাতার অভাব—এই তিন কারণে অবিবাহিতা তথা যুবতী কন্যার যৌবনে স্বয়ংবরের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে মাতৃহীনা কন্যার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সকল যুবতীই মাতা-পিতা রহিত না-ও হতে পারে। যে কন্যার মাতা জীবিতা আছে, অথচ কন্যার বাল্যবিবাহ হয় নি, সে (অর্থাৎ মাতা) স্বয়ংবরাভিলাষিণী কন্যার অভিপ্রায় অনুসারে পাত্র সংগ্রহের চেষ্টা করবে। মাতা জীবিত না থাকলে মাতৃস্থানীয়া কোনও রমণী ঐ রকম কাজ করবে।]। ৩৮-৩৯।

মূল। পুষ্পগন্ধতাম্বূলহস্তায়া বিজনে বিকালে চ তদুপস্থানম্।। ৪০।। কলাকৌশলপ্রকাশনে বা সংবাহনে শিরসঃ পীড়নে চ ঔচিত্যদর্শনম্।। ৪১।। প্রযোজ্যস্য সাত্ম্যযুক্তাঃ কথাযোগাঃ। বালায়ামুপক্রমেষু যথোক্তমাচরেৎ।। ৪২।।

অনুবাদ। ঐ যুবতী ফুল, গন্ধদ্রব্য ও তাম্বূল (পান) হাতে নিয়ে নিভৃত স্থানে ও অসময়ে ('in some quite pieces and at odd times') তার অভীষ্ট নায়কের কাছে যাবে (= তদুপস্থানম্)। যুবকসমীপে যুবতী বিশেষ বিশেষ কলার কৌশল প্রদর্শনে, যুবকের অংগ-সংবাহনে (অঙ্গমর্দনে) বা শির-পীড়নে তার যথোচিত ঔচিত্য বা দক্ষতা প্রদর্শন করবে। প্রযোজ্য অর্থাৎ মিলনের ইচ্ছায় আগত নায়কের অভিপ্রায়ানুযায়ী অর্থাৎ রুচির অনুকূল (= সাত্ম্যযুক্তাঃ) কাহিনী বর্ণনা করবে। পূর্বের অধ্যায়ে বালিকাতে নায়কের উপক্রম-বিষয়ে যেমন বলা হয়েছে, বর্তমান ক্ষেত্রে নায়িকা সেইরকম আচরণ করবে। ৪০-৪২।

মূল। ন চৈবাতুরাঽপি পুরুষং স্বয়মভিযুঞ্জীত। স্বয়মভিযোগিনী হি যুবতিঃ সৌভাগ্যং জহাতীত্যাচার্যাঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ। নায়িকা বিবাহের জন্য বা কামাতুরা হ'য়ে (অন্তরে পীড়া অনুভব করলেও) নিজে থেকে পুরুষকে সম্ভোগের জন্য প্রবর্তিত করবে না। আচার্যগণের অভিমত এই যে,—স্পষ্ট ভাষায় পুরুষকে আহ্বান ক'রে নিজের উদ্যোগেই সেই পুরুষের সাথে সম্ভোগরতা যুবতী নিজের সৌভাগ্য নষ্ট করে। ৪৩।

মূল। তৎপ্রযুক্তানাং তু অভিযোগানাম্ আনুলোম্যেন গ্রহণম্।। ৪৪।। অঙ্ক-পরিষ্বক্তা চ ন বিকৃতিং ভজেত্।। ৪৫।। শ্লক্ষ্ণম্ আকারম্ অজানতীব প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।। ৪৬।। বদনগ্রহণে বলাৎকারঃ।। ৪৭।। রতিভাবনাম্ অভ্যর্থ্যমানায়াঃ কৃচ্ছ্রাদ্গুহ্যসংস্পর্শনম্।। ৪৮।।

অনুবাদ। কিন্তু প্রেমিক নায়ক যদি সম্ভোগের উপযোগী ক্রিয়া (= অভিযোগানাম্) প্রয়োগ করতে থাকে, তাহ'লে যুবতী প্রেমিকারও উচিত ঐ ক্রিয়াকে অনুকূলভাবে স্বীকার করা। প্রেমিকের ক্রোড়স্থিতা অবস্থায় প্রেমিকের দ্বারা আলিঙ্গিতা হ'লে, ঐ যুবতী কিছুমাত্র বিকারভাগিনী হবে না অর্থাৎ রাগ বা বিদ্বেষ প্রকট করবে না। প্রেমিক কোনরকম মধুর হাব-ভাব প্রদর্শন করলে (বা ইঙ্গিত করলে) যুবতী অজানতীর মতো (অর্থাৎ না বোঝার ভান ক'রে) মুগ্ধা হ'য়ে তা স্বীকার করবে। প্রেমিক-কর্তৃক মুখচুম্বনকালে প্রেমিকা এমন অনিচ্ছা প্রকাশ করবে যাতে প্রেমিক তাকে বলাৎকার করে। যদি প্রেমিক তার প্রেমিকার সাথে রতিক্রিয়ার চিন্তায় প্রেমিকাকে অভ্যর্থনা করে এবং প্রেমিকার গুহ্যাদি গোপন অঙ্গে হস্তন্যাসদ্বারা স্পর্শ করে, প্রেমিকাও তখন অতিকষ্টে (অর্থাৎ লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে) প্রেমিকের গুহ্যদেশ স্পর্শ করবে। ৪৪-৪৮।

মূল। অভ্যর্থিতাঽপি নাতিবিবৃতা স্বয়ং স্যাৎ অনিশ্চয়কালাৎ।। ৪৯।। যদা তু মন্যেতানুরক্তো ময়ি ন ব্যাবর্তিষ্যতে ইতি তদৈবেনম্ অভিযুঞ্জানং বালভাবমোক্ষায় ত্বরয়েৎ।। ৫০।।

অনুবাদ। যুবতীর উচিত কাজ হবে এই যে,—ঐ যুবকের দ্বারা সামান্যমাত্র অভ্যর্থিত হ'লেই সে যেন নিজের গোপন অঙ্গসমূহকে উজাড় ক'রে যুবককে না দেখায়, কারণ, এ ব্যাপারে কোনও নিশ্চয় নেই যে, কবে ঐ যুবক তাকে বিবাহ করবে। যখন ঐ যুবতীর পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাবে, 'এই যুবক আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়েছে

এবং যে কোনও অবস্থাতেই আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাবে না'(= ন ব্যাবর্তিষ্যতে) , তখন নির্জন স্থানে যুবক খুব প্রযত্ন করলে ঐ যুবতী যুবকটির দ্বারা নিজের কৌমার্য ভঙ্গ করাবার জন্য ত্বরান্বিতা হবে। ৪৯-৫০।

মূল। বিমুক্তকন্যাভাবা চ বিশ্বাস্যেষু প্রকাশয়েৎ।
ইতি প্রযোজ্যস্য উপাবর্তনম্।। ৫১।।

অনুবাদ। এইভাবে যুবতীর কন্যাভাব যুবকের দ্বারা ভঙ্গ করা হ'য়ে গেলে ঐ যুবতী নিজের বিশ্বস্ত সখীদের কাছে এই কথা প্রকাশ ক'রে দেবে (এবং বলবে 'আমি গান্ধর্ব বিধি অনুসারে বিবাহিত হয়েছি')। ("After losing her virginity she should tell her confidential friends about it")।

এই পর্যন্ত **প্রযোজ্যের উপাবর্তন** ("efforts of a girl to gain over a man") নামক প্রকরণ, অর্থাৎ 'যুবতীর হাব-ভাব-বিলাসের দ্বারা প্রেমিক-যুবকের আকর্ষণ' নামক প্রকরণ। যুবকের দ্বারা প্রস্তাবিত হ'য়ে যুবতী-প্রেমিকার অনুষ্ঠানপ্রকার আলোচিত হয়েছে ব'লে, এই প্রকরণের নামান্তর '**অভিযোগতঃ কন্যায়াঃ প্রতিপত্তিঃ**' (টীকাকার বলেন—'অভিযোগং দৃষ্ট্বা কন্যায়াঃ অনুষ্ঠানমিত্যর্থঃ')। ৫১।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।

কন্যাভিযুজ্যমানা তু যং মন্যেতাশ্রয়ং সুখম্।
অনুকূলঞ্চ বশ্যঞ্চ তস্য কুর্যাৎ পরিগ্রহম্।। ৫২।।

অনপেক্ষ্য গুণান্ যত্র রূপমৌচিত্যমেব চ।
কুর্বীত ধনলোভেন পত্নীং সাপত্নকেস্বপি।। ৫৩।।

তত্র যুক্তগুণং বশ্যং শক্যং বলবদর্থিনম্।
উপায়ৈরভিযুঞ্জানং কন্যা ন প্রতিলোভয়েৎ।। ৫৪।।

অনুবাদ। উপরি-উক্ত বিষয়গুলিসম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক প্রচলিত আছে।—

কন্যা অভিযুজ্যমানা হ'য়ে অর্থাৎ নিজস্ব উপায় অবলম্বন ক'রে, যাকে আশ্রয়যোগ্য, উপভোগের পক্ষে সুখকর, চিত্তে তৃপ্তির পক্ষে অনুকূল এবং বশ্য অর্থাৎ যথোক্তকারী ব'লে মনে করবে, সেইরকম যুবককেই পরিগ্রহ করবে (কারণ, বিবাহের পক্ষে সেই ব্যক্তি-ই উত্তম)। ৫২।

যেখানে যুবকের রূপ, গুণ ও আভিজাত্যের অপেক্ষা না ক'রে তার বহু পত্নী থাকা সত্ত্বেও ধনলোভে তাকে পতিত্বে বরণ করার প্রথা আছে, সেখানে কোনও যুবতী গুণবান্, নিজের বশবর্তী, সামর্থ্যযুক্ত, ঐ যুবতীকে অত্যন্ত প্রার্থনাকারী এবং নানা উপায়ের দ্বারা ঐ যুবতীকে নিজের প্রতি আসক্ত করতে প্রবৃত্ত, এমন যুবককে নিজের পতিত্বে বরণ করার লোভ পরিত্যাগ করবে না।। ৫৩-৫৪।

মূল। বরং বশ্যো দরিদ্রোঽপি নির্গুণোঽপ্যাত্মধারণঃ।
গুণৈর্যুক্তোঽপি ন ত্বেবং বহুসাধারণঃ পতিঃ।। ৫৫।

অনুবাদ— নির্গুণ ও দরিদ্র পাত্রও যদি বশ্য ও আত্মধারণক্ষম (কুটুম্বমাত্রপোষক) হয়, তবে সে পতিও বরং ভাল; কিন্তু বহুগুণযুক্ত হ'লেও ঐ পাত্র যদি **বহু-সাধারণ** (বহু-পরিবারান্তর্গত একজন বা বহু রমণীর নায়ক) হয়, তাহ'লে এইরকম পাত্রকে বরণ করা তত প্রিয়কর হবে না। ৫৫।

মূল। প্রায়েণ ধনিনাং দারা বহবো নিরবগ্রহাঃ।
বাহ্যে সত্যুপভোগেঽপি নির্বিস্রম্ভা বহিঃসুখাঃ।। ৫৬।।

অনুবাদ— ধনীদের প্রায়শই বহু পত্নী হয় এবং এই পত্নীগণ প্রায়শই নিরঙ্কুশ অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে থাকে। এই পত্নীদের বাহ্য বসন-আসনাদি উপভোগ-দ্রব্য প্রচুর থাকায়, তারা বাইরে সুখী ব'লে প্রতিভাত হ'লেও অন্তরে রতিসুখ উপভোগ করতে পারে না (নির্বিস্রম্ভা = আন্তরেণ রত্যাখ্যসুখেন বর্জিতা ইত্যর্থঃ')। ৫৬।

মূল। নীচো যস্ত্বাভিযুঞ্জীত পুরুষঃ পলিতোঽপি বা।
বিদেশগতিশীলশ্চ ন স সংযোগমর্হতি।। ৫৭।।

অনুবাদ। যে ব্যক্তি নীচজাতীয় বা পলিত অর্থাৎ বৃদ্ধ, অথবা, দীর্ঘকাল পরদেশনিবাসী, সে ব্যক্তি কন্যার সাথে সঙ্গম করলেও, কন্যার পক্ষে তা রতিসুখলাভের উপযুক্ত হয় না। অতএব এইরকম ব্যক্তির সাথে বিবাহসম্বন্ধস্থাপন কর্তব্য নয়। ৫৭।

মূল। যদৃচ্ছয়াঽভিযুক্তো যো দম্ভদ্যূতাধিকোঽপি বা।
সপত্নীকশ্চ সাপত্যো ন স সংযোগমর্হতি।। ৫৮।।

অনুবাদ। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো তার উপর বলাৎকার করে, অথবা, যে ব্যাজবহুল দম্ভ ও জুয়াতে আসক্ত (অর্থাৎ কপটাচারী দাম্ভিক ও জুয়াড়ী), যার ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, সে কখনই রতিসংযোগলাভের

অধিকারী হয় না (অর্থাৎ এমন ব্যক্তিতে কোনও যুবতীর প্রণয়স্থাপন করা উচিত নয়) । ৫৮।

মূল। গুণসাম্যেঽভিযোক্তৃণামেকো বরয়িতা বরঃ।
তত্রাভিযোক্তরি শ্রৈষ্ঠ্যমনুরাগাত্মকো হি সঃ।। ৫৯।।

অনুবাদ। যদি কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী অনেক ব্যক্তি সমান গুণ-শীল-বিশিষ্ট হয়, তবে তাদের মধ্যে যার প্রতি ঐ কন্যার পতি-বুদ্ধি হবে বা অধিক প্রেম সঞ্চারিত হবে, সেই ব্যক্তিই বরণের উপযুক্ত। সেই যে অভিযোক্তা বর, সে-ই শ্রেষ্ঠ, কারণ, কন্যার অনুরাগ তাতেই সমর্পিত হয়েছে। ৫৯।

শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে একপুরুষাভিযোগশ্চ অভিযোগতশ্চ কন্যায়াঃ প্রতিপত্তিশ্চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধিকরণের একপুরুষাভিযোগ-ইত্যাদি নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

দ্বিতীয়মধিকরণম্ ঃ কন্যাসম্প্রযুক্তম্

পঞ্চ মোঽধ্যায়ঃ

বিবাহযোগঃ

[ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য—এই চারপ্রকার দিব্য বিবাহের কথা পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে অলোচিত হয়েছে। ঐসব বিবাহে যুবক-যুবতীর নিজে থেকে বিবাহের প্রয়াস করার আবশ্যকতা হয় না, কারণ, দুই পক্ষের গুরুজনেরা এব্যাপারে সম্বন্ধস্থাপনাদির মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঐ দিব্য বিবাহগুলির দ্বারা মনোমত পাত্র বা মনোমত পাত্রী পাওয়া যায় না, সেখানে **বাৎস্যায়ন** পাত্র বা পাত্রী কি ভাবে একজন অন্যজনকে অনুরঞ্জিত ক'রে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে তার অনেকগুলি উপায় নির্দেশ করেছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে যুবক-যুবতী পরস্পরে **গান্ধর্ব** মতে বিবাহ করবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে যুবক তার পছন্দমতো যুবতীকে অনুরক্ত করতে সমর্থ হবে না, সেখানে সে যুবতীর পিতা-মাতাকে ধন দান ক'রে **আসুর**-বিবাহের দ্বারা তাকে লাভ করতে প্রয়াসী হবে। কিন্তু ধন দান করেও যদি যুবতীকে লাভ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে যদি ঐ যুবক যুবতীকে অপহরণ ক'রে তার কুমারীত্ব নষ্ট ক'রে তার সাথে বিবাহ করে, সেই বিবাহের নাম **রাক্ষস** বিবাহ। আর যদি শায়িত অবস্থায় বিদ্যমান যুবতীকে, বা বলপূর্বক নেশাগ্রস্ত ক'রে বেঁহুশ-অবস্থাপ্রাপ্ত যুবতীকে কোনও যুবক সহবাস ক'রে তার কৌমার্য নষ্ট ক'রে দেয়, তাহ'লে পতিত অবস্থা-প্রাপ্ত ঐ যুবতী ঐ খল যুবককে বাধ্য হ'য়ে বিবাহ করবে, অথবা ঐ যুবক যুবতীর কুমারীত্ব নষ্ট ক'রে বলপূর্বক তাকে বিবাহ করবে। এই বিবাহের নাম **পৈশাচ** বিবাহ। এই সব বিবাহ প্রসঙ্গ বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।]

মূল। প্রাচুর্যেণ কন্যায়া বিবিক্তদর্শনস্যালাভে ধাত্রেয়িকাং প্রিয়হিতাভ্যাম্ উপগৃহ্যোপসর্পেৎ।। ১।।

সা চৈনামবিদিতা নাম নায়কস্য ভূত্বা তদ্‌গুণৈরনুরঞ্জয়েৎ।। ২।।
তস্যাশ্চ রুচ্যান্নায়কগুণান্ ভূয়িষ্ঠমুপবর্ণয়েৎ।। ৩।।

অনুবাদ। [পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে অনুরঞ্জিতা ও স্বয়ংবরপ্রবৃত্তা কন্যাকে গান্ধর্ববিবাহের দ্বারা যুক্ত করবে। আর তার বিপরীত প্রকৃতির নারীকে আসুর প্রভৃতি বিবাহের দ্বারা উপভোগ করবে। এই সব বিষয় নিয়ে এখানে **বিবাহযোগ** কথিত

হচ্ছে। তবে অন্যান্য বিবাহের তুলনায় গান্ধর্ববিবাহের প্রাধান্য থাকায়, তার সহায়সাধ্য বিধির বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।]

যদি নির্জনস্থানে একান্তে কন্যার অর্থাৎ প্রেমিকার দেখা-সাক্ষাৎ খুব বেশী সম্ভব না হয়, তাহ'লে প্রেমিক প্রিয়কর ও হিতপ্রায় উপকার জনক দ্রব্যাদি দানের মাধ্যমে প্রেমিকা যাকে বিশ্বাস করে এমন ধাত্রীকন্যাকে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসবে এবং তাকে আবার প্রেমিকার কাছে প্রেরণ করবে।

সেই ধাত্রীকন্যা 'নায়কের অর্থাৎ ঐ প্রেমিক যুবকের একান্তই অপরিচিতা' এমন ভাব দেখিয়ে প্রেমিকার কাছে উপস্থিত হ'য়ে, নায়কের গুণবর্ণনার দ্বারা নায়িকাকে নায়কের প্রতি অনুরক্ত করবে। এই অবস্থায় ঐ ধাত্রীকন্যা এমনভাবে নায়কের গুণসমূহ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বর্ণনা করবে, যা নায়িকার কাছে খুব রুচিকর ব'লে মনে হবে। ১-৩।

মূল। অন্যেষাং বরয়িতৃণাং দোষানভিপ্রায়বিরুদ্ধান্ প্রতিপাদয়েৎ; মাতাপিত্রোশ্চ গুণাভিজ্ঞতাং লুব্ধতাং চ চপলতাং চ বান্ধবানাম্।২।

অনুবাদ — যদি প্রেমিক-নায়ককে প্রত্যাখ্যান ক'রে নায়িকার পিতা-মাতা অন্য কোনও ধনী অথচ নির্গুণ বরের হাতে নায়িকাকে সম্প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তা'হলে ঐ ধাত্রীকন্যা, যে সব দোষ নায়িকার পক্ষে খুব অপ্রীতিকর সেই দোষগুলি ঐ নির্গুণ-বরের মধ্যে বিদ্যমান ব'লে নায়িকার ও তার পিতামাতার কাছে প্রতিপন্ন করবে। ধাত্রীকন্যা ঐ নায়িকাকে এমন বোঝাবে, 'তোমার মাতা-পিতা পাত্রের প্রকৃত গুণ বিচারে অনভিজ্ঞ, ও অর্থলোভী, এবং তোমার পরিবারের লোকজন চপল অর্থাৎ অস্থিরমতি'। [ধাত্রীকন্যা প্রেমিক-নায়কের পক্ষ অবলম্বন ক'রে নায়িকাকে বোঝাবে যে, তোমার মাতা-পিতা যদি গুণজ্ঞ হতেন, তাহ'লে এই বরকে পছন্দ না ক'রে এবং প্রত্যাখ্যান ক'রে একজন ধনী অথচ নির্গুণ পাত্রের হাতে তোমাকে তুলে দেওয়ার প্রয়াস করতেন না। তোমার মাতা-পিতা অর্থলোভে অন্য বরে তোমার মতো কন্যাকে অর্পণ করার পরিকল্পনা করেছেন; আর তোমার স্বজনেরাও চপলমতি অর্থাৎ স্থিরমতি নন, কারণ, বিবেচনা না করেই তোমার মাতা-পিতার পক্ষে সম্মতি দিচ্ছেন। এইভাবে ধাত্রীকন্যা নায়িকার মনকে প্রেমিক নায়কের প্রতি আকৃষ্ট করবে]। ৪।

মূল। যাশ্চান্যা অপি সমানজাতীয়াঃ কন্যাঃ শকুন্তলাদ্যাঃ স্ববুদ্ধ্যা ভর্তারং প্রাপ্য সংপ্রযুক্তা মোদন্তে স্ম তাশ্চাস্যা নিদর্শয়েৎ।। ৫।।

অনুবাদ— প্রেমিকা-নায়িকার অভিরুচি তীব্র করার উদ্দেশ্যে ধাত্রীকন্যা অন্য যে সব সমানজাতীয় শকুন্তলা-দময়ন্তী প্রভৃতি কন্যাগণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে নিজের

নিজের যোগ্য পতিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন ও তাদের সাথে আনন্দভোগ করেছিলেন, সেই সব কন্যার (যারা রামায়ণাদি প্রাচীন কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে তাদের) কাহিনী প্রেমিকা-নায়িকাকে নিদর্শনরূপে শোনাবে।৫।

মূল। মহাকুলেষু সাপত্নকৈ র্বাধ্যমানা বিদ্বিষ্টা দুঃখিতাঃ পরিত্যক্তাশ্চ দৃশ্যন্তে। আয়তিং চাস্য বর্ণয়েৎ।। ৬।।

সুখমনুপহতমেকচারিতায়াং নায়িকানুরাগং চ বর্ণয়েৎ।। ৭।।

অনুবাদ। (ধাত্রীকন্যা আরও বলবে—) মাতা-পিতা হয়তো অর্থলোভে কন্যাকে মহাকুলে অর্থাৎ ধনাঢ্য ঘরে দান করতে পারেন, কিন্তু সেখানে সপত্নীগণ নববধূকে নিরন্তর পীড়া দেয়, কৌশলে স্বামীর বিদ্বিষ্ট ক'রে নিজেরা সুখ পায় এবং পরিশেষে তাকে দুঃখগ্রস্ত ক'রে স্বামীর দ্বারা পরিত্যাগও করিয়ে থাকে।—এইরকম দুঃখময় দাম্পত্য জীবন দেখতে পাওয়া যায়। আর এই কন্যা যদি প্রেমিক-নায়করূপ স্বামীর একমাত্র পত্নী হয়, তাহ'লে তার **আয়তির** অর্থাৎ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বর্ণনা করবে।

একচারিতায় (অর্থাৎ অনুরক্ত পতির একমাত্র পত্নী হওয়ায়) নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং (সপত্নী থেকে প্রাপ্ত বিঘ্ন না থাকায়) নায়িকার প্রতি পতির অনুরাগ (ঐ ধাত্রীকন্যা) বর্ণনা করবে।৬-৭।

মূল। সমনোরথায়াশ্চাস্যাঃ অপায়ং সাধ্বসং ব্রীড়াং চ হেতুভি-রবচ্ছিন্দ্যাৎ।। ৮।। দূতীকল্পং চ সকলমাচরেৎ।। ৯।।

অনুবাদ— ধাত্রীকন্যা যখন বুঝবে যে, তার দ্বারা নায়কবিষয়ক গুণাবলী বর্ণিত হওয়ার ফলে নায়িকার মনে অনুরাগ জন্মেছে (এবং সে নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে,) তখন তার (এই নায়কে আত্মসমর্পণে) অনিষ্টাশঙ্কা, গুরুজনভয় ও পরিজনের কাছ থেকে লজ্জা নানা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করবে। এবং (পারদারিক অধিকরণে যেমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে তেমন ভাবে) ঐ ধাত্রীকন্যা দূতীর সমস্ত কর্তব্য পালন করবে।৮-৯।

মূল। ত্বামজানতীমিব নায়কো বলাদ্‌গ্রহীষ্যতীতি তথা সুপরিগৃহীতং স্যাদিতি যোজয়েৎ।। ১০।।

অনুবাদ। 'তুমি যেন কিছু জান না, এইরকম ভাবে থাকবে; নায়ক তোমাকে বলাৎকারপূর্বক যদি হরণ ক'রে নিয়ে যায় (এবং বিবাহ করে), তাহ'লে সেইরকম বিবাহে তোমার কোনও দোষ হবে না (এবং তোমার মনোরথও পূর্ণ হবে)'—

ধাত্রীকন্যা এইভাবে ব'লে নায়কের প্রতি কন্যার প্রেমভাব উৎপন্ন করবে।১০।

মূল। প্রতিপন্নাম্ আভিপ্রেতাবকাশবর্তিনীং নায়কঃ শ্রোত্রিয়াগারাৎ অগ্নিমানায্য কুশানাস্তীর্য যথাস্মৃতি হুত্বা চ ত্রিঃ পরিক্রমেৎ।। ১১।। ততো মাতরি পিতরি চ প্রকাশয়েৎ।। ১২।। অগ্নিসাক্ষিকা হি বিবাহা ন নিবর্তন্তে ইত্যাচার্যসময়ঃ।। ১৩।।

অনুবাদ। ধাত্রীকন্যার কথা নায়িকা স্বীকার করলে সে যখন পিতৃগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবে (এবং কোনও প্রকার ভয় বা আশঙ্কা থাকবে না), তখন নায়ক তাকে কোনও একটি নিভৃত ও অভিপ্রেত স্থানে নিয়ে গিয়ে রাখবে, তারপর কোনও একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে যজ্ঞাগ্নি আনয়ন ক'রে, কুশ আস্তীর্ণ ক'রে ধর্মশাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে ঐ নায়িকাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। তারপর (কন্যার) মাতা ও পিতার কাছে (বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে) এই ব্যাপারটি প্রকাশ করবে। আচার্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নিকে সাক্ষী ক'রে সম্পাদিত বিবাহ কখনো অবৈধ হয় না।১১-১৩।

মূল। দূষয়িত্রা চৈনাং শনৈঃ স্বজনে প্রকাশয়েৎ।। ১৪।। তদ্বান্ধবাশ্চ যথা কুলস্যাঘং পরিহরন্তো দণ্ডভয়াচ্চ তস্মা এবৈনাং দদ্যুঃ তথা যোজয়েৎ।। ১৫।।

অনুবাদ। বিবাহের পর কন্যার সাথে দাম্পত্য ব্যবহারের দ্বারা তার কৌমার্য ভগ্ন ক'রে ক্রমশঃ নায়ক তার জ্ঞাতিবর্গের কাছে তাদের গান্ধর্ববিবাহের কথা প্রকাশ করবে। আর যা হ'লে কন্যার মাতা-পিতা ও বান্ধবগণ কুলকলঙ্কের ভয়ে ভীত হ'য়ে এবং রাজদণ্ডের ভয়ে ঐ কন্যাকেই নায়কের হাতে অর্পণ করে, সেইভাবে নায়ক (লোকজনের সাথে) যোগাযোগ করবে।১৪-১৫।

মূল। অনন্তরং চ প্রীত্যুপগ্রহেণ রাগেণ তদ্বান্ধবান্ প্রীণয়েদিতি।। ১৬।। গান্ধর্বেণ বিবাহেন বা চেষ্টেত।। ১৭।।

অপ্রতিপদ্যমানায়াম্ অন্তশ্চারিণীমন্যাং কুলপ্রমদাং পূর্বসংসৃষ্টাং প্রীয়মাণাং চোপগৃহ্য তয়া সহ বিষহ্যমবকাশম্ এনাম্ অন্যকার্যব্যপদে-শেনানায়য়েৎ।। ১৮।।

ততঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিমিতি সমানং পূর্বেণ।। ১৯।।

অনুবাদ — এইভাবে কূটনীতি প্রয়োগের ফলে নায়ক-নায়িকার মিলন হ'য়ে

গেলে, নায়ক প্রীতিপূর্বক উপহারপ্রদান ও অনুরাগপ্রদর্শন ক'রে নায়িকার বান্ধবগণকে প্রীত করবে। অথবা, **গান্ধর্ববিধান** অনুসারেই বিবাহের চেষ্টা করবে।

[মনুসংহিতায় (৩.৩২) গান্ধর্ববিবাহের লক্ষণ নিম্নরূপ—

ইচ্ছয়াঽন্যোসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।।

—কন্যা ও পাত্র উভয়ের ইচ্ছাবশতঃ (অর্থাৎ প্রেম বা অনুরাগবশতঃ) যে পরস্পর সংযোগ (অর্থাৎ কোনও একটি নির্জনস্থানে সংগমন বা মিলন), তা **গান্ধর্ব-বিবাহ**;এই বিবাহ মৈথুনার্থক অর্থাৎ পরস্পরের মিলন-বাসনা থেকে সম্ভূত এবং কাম-ই তার প্রযোজক বা কারণস্বরূপ।]

স্বয়ং পাণিগ্রহণ করতে নায়িকা যদি অস্বীকৃতা হয়,তবে নায়ক তার ও নায়িকার উভয়েরই অন্তরঙ্গ কোনও কুলস্ত্রীকে, অথবা নায়কের পূর্বপরিচিত কোনও প্রীতিমতী কুলাঙ্গনাকে মধ্যস্থরূপে রেখে এবং তাকে অর্থাদি দানের দ্বারা বশীভূত ক'রে, তার সাহায্যে নায়িকাকে অন্য কাজের ছলে গমনীয় সময়ে উপযুক্ত নির্জন স্থানে (নিজের কাছে) নিয়ে আসবে।

তারপর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে যজ্ঞাগ্নি নিয়ে এসে নায়ক-নায়িকা অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আগের মতো (১১-১৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানানুসারে) বিবাহ করবে।১৬-১৯।

মূল। আসন্নে চ বিবাহে মাতরমস্যাস্তদভিমতান্যবরদোষৈরনুশয়ং গ্রাহয়েৎ।। ২০।।

ততস্তদনুমতেন প্রাতিবেশ্যাভবনে নিশি নায়কমানায্য শ্রোত্রিয়া-গারাদগ্নিমিতি সমানং পূর্বেণ।। ২১।।

অনুবাদ— যদি নায়িকার মাতা-পিতা অন্য কোনও পাত্রের সাথে নায়িকার বিবাহ নিশ্চিত ক'রে থাকেন এবং সেই বিবাহ-সময় আসন্ন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে ধাত্রী-কন্যা বা দূতী নায়কের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে নায়িকার মায়ের কাছে নির্ধারিত পাত্রের অনেক দোষ বর্ণনা ক'রে মায়ের মন ও মস্তিষ্ক ঐ পাত্রের প্রতি বিরূপ ক'রে তুলবে এবং তার ফলে মায়ের মনে (ঐরকম পাত্রের হাতে কন্যাকে দান করতে উদ্যত হওয়ার জন্য) অনুতাপ উপস্থিত হবে। [এর পর নায়িকার মাতা যদি মনস্থ করেন যে, এরকম পাত্রের সাথে তিনি কন্যার বিবাহ দেবেন না, তাহ'লে ঐ ধাত্রী-কন্যা বা দূতী প্রেমিক-নায়কের গুণের বর্ণনা এমনভাবে দেবে, যাতে নায়িকার মাতা ঐ প্রেমিক-নায়কের সাথে নিজকন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন।]

যখন নায়িকার মাতা কন্যার পূর্বনির্ধারিত পাত্র থেকে নিজচিত্ত অপসারিত ক'রে ধাত্রীকন্যা বা দূতীর দ্বারা প্রশংসিত নায়কের সাথে নিজকন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হবেন, তখন মাতার অনুমতিক্রমে রাত্রে কোনও এক প্রতিবেশিনীর গৃহে নায়ককে আনিয়ে এবং অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে যজ্ঞাদি আনয়ন ক'রে পূর্বে (১১-১৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদে) বর্ণিত রীতি অনুসরণ ক'রে নায়ক-নায়িকার বিবাহ সম্পাদন করবেন।২০-২১।

মূল। ভ্রাতরমস্যা বা সমানবয়সং বেশ্যাসু পরস্ত্রীষু বা প্রসক্তমসুকরেণ সাহায্যদানেন প্রিয়োপগ্রহৈশ্চ সুদীর্ঘকালমনুরঞ্জয়েৎ; অন্তে চ স্বাভিপ্রায়ং গ্রাহয়েৎ।। ২২।।

অনুবাদ—অথবা যদি কোনও নায়ক কোনও বেশ্যা বা পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে নিজের অধিকারে রাখতে চায়, তাহলে নায়কের সমানবয়স্ক কোনও নায়িকা-ভ্রাতাকে দুঃসাধ্য স্ত্রীলোকরূপ সাহায্যদান ও প্রিয়জনক দ্রব্যসমূহ উপহার দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তাকে (নায়িকা-ভ্রাতাকে) অনুরঞ্জিত করবে। শেষে-নায়িকার ভ্রাতার কাছে নিজের অভিপ্রায় (অর্থাৎ 'তোমার ভগ্নীকে আমি বিবাহ করতে ইচ্ছা করি'— এইরকম অভিপ্রায় জ্ঞাপন করবে।২২।

মূল। প্রায়েণ হি যুবানঃ সমানশীলব্যসনবয়সাং বয়স্যানামর্থে জীবিতমপি ত্যজন্তি। ততস্তেনৈবান্যকার্যাৎ তামানায়য়েৎ। বিষহ্যং সাবকাশমিতি সমানং পূর্বেণ।। ২৩।।

অনুবাদ — একথা নিশ্চিত যে, সমান শীল, সমান ব্যসন এবং সমবয়সী বন্ধুগণের জন্য যুবকেরা প্রয়োজন হ'লে প্রাণপাত পর্যন্ত ক'রে থাকে। অতএব নায়ক তার দ্বারা (অর্থাৎ নায়িকার ভ্রাতার দ্বারা) অন্যকার্যব্যপদেশে কন্যাকে কোনও একান্ত স্থানে আনাবে। তারপর গমনীয় সময়ে সেই নির্জন স্থানে যজ্ঞাগ্নি প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে পূর্ববৎ বিধানে (১১-১৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদের মত) তাকে বিবাহ করবে।২৩।

মূল। অষ্টমীচন্দ্রিকাদিষু চ ধাত্রেয়িকা মদনীয়মেনাং পায়য়িত্বা কিঞ্চি দাত্মনঃ কার্যমুদ্দিশ্য নায়কস্য বিষহ্যং দেশমানয়েৎ।। ২৪।। তত্রৈনাং মদাৎ সংজ্ঞামপ্রতিপদ্যমানাং দূষয়িত্বেতি সমানং পূর্বেণ।। ২৫।।

অনুবাদ — ধাত্রীকন্যা **অষ্টমীচন্দ্রিকা**-প্রভৃতি দিনে (অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর দিনকে অষ্টমীচন্দ্রিকা বলা হয়। সেইদিন উপবাস ক'রে পূজাপূর্বক

রাত্রিজাগরণ করতে হয়, যতক্ষণ না চন্দ্রোদয় হয়) নায়িকাকে মত্ততার উৎপাদক সুরা পান করিয়ে, নিজের কোনও কাজের ছল ক'রে, নায়কের গমনীয় দেশে অর্থাৎ নির্জন স্থানে (**বিষহ্যম্** = গম্যম্) তাকে (নায়িকাকে) নিয়ে আসবে। সেখানে মদ্যপানাদির দ্বারা সংজ্ঞাহীন নায়িকাকে আনা হ'লে নায়ক তাকে সম্ভোগের দ্বারা দূষিত ক'রে পরে পূর্বোক্ত বিধান অনুসারে (১১-১৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদের মত) বিবাহ করবে এবং তারপর বন্ধুবান্ধবদের জানাবে। [এখানে যে বিবাহের কথা বলা হ'ল, স্মৃতিশাস্ত্রে একে **'পৈশাচ বিবাহ'** নামে অভিহিত করা হয়েছে। মনু বলেন,—

'সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।।

(মনুসংহিতা ৩.৩৪)

—নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানের ফলে বিহ্বলা, বা উন্মত্তা কন্যাকে যদি গোপনে সম্ভোগ করা হয় এবং পরে তাকে বিবাহ করা হয়, তাহ'লে তা **পৈশাচ**বিবাহ নামে অভিহিত হয়। আটরকমের বিবাহের মধ্যে এই অষ্টমবিবাহটি সকলপ্রকার বিবাহের মধ্যে নিকৃষ্ট।]।২৪-২৫।

মূল। সুপ্তাং চৈকচারিণীং ধাত্রেয়িকাং বারয়িত্বা সংজ্ঞামপ্রতিপদ্যমানাং দূষয়িত্বেতি সমানং পূর্বেণ।। ২৬।।

অনুবাদ। (দ্বিতীয়প্রকার পৈশাচবিবাহের কথা বলা হচ্ছে—)

ধাত্রীকন্যার কাছে শায়িতা, এবং যার কাছে আর কেউ নেই, এবং (মাদকদ্রব্যাদি পান করানোর ফলে) বেহুঁশ অবস্থায় আছে এমন নায়িকাকে নায়ক, ধাত্রীকন্যাকে প্রকাশ করতে নিষেধ ক'রে, সম্ভোগ করবে, এবং এইভাবে দূষিত করার পর পূর্ববর্ণিত (১১-১৩সংখ্যক অনুচ্ছেদের মতো) উপায়ে বিবাহ করবে (টীকাকারের মতে এই বিবাহে অগ্নি আহরণাদি থাকবে না। অগ্নি-আহরণাদি হলে অধর্ম হবে)।২৬।

মূল। গ্রামান্তরমুদ্যানং বা গচ্ছন্তীং বিদিত্বা অসত্ত্বতসহায়ো নায়কস্তদা রক্ষিণো বিত্রাস্য হত্বা বা কন্যামপহরেৎ। ইতি বিবাহযোগঃ।। ২৭।।

অনুবাদ। নায়িকা অন্যগ্রামে বা উদ্যানে গমন করেছে, একথা জানতে পেরে নায়ক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব বা সহায়কগণসমন্বিত হ'য়ে সেই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, সেখানে নায়িকার রক্ষকগণকে ভয়প্রদর্শন ক'রে (যাতে রক্ষকেরা সেখান থেকে পলায়ন করে), অথবা তাদের হত্যা বা প্রহার ক'রে কন্যাকে অপহরণ করবে (**'হত্বা বা প্রহারৈঃ কন্যামপহরেৎ''**) এবং পরে বিবাহ করবে (যেমন, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে

করেছিলেন) (এই বিবাহে অগ্নি-আহরণাদি থাকবে না; থাকলে অধর্ম হবে)।

[এখানে যে বিবাহের কথা বলা হ'ল, স্মৃতিশাস্ত্রে তা রাক্ষসবিবাহ নামে পরিচিত। মনু বলেন—

"হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ।। —মনু.৩.৩৩।

—বাধাপ্রদানকারী কন্যাপক্ষীয়গণকে নিহত ক'রে, খড়্গাদির দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছেদন ক'রে এবং গৃহ-প্রাচীর প্রভৃতি ভেদ ক'রে, যদি কেউ চীৎকার-পরায়ণা ও ক্রন্দনরতা কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে (এবং পরে বিবাহ করে), তাহ'লে এই বিবাহকে রাক্ষসবিবাহ বলা হয়।]

এই পর্যন্ত বিবাহের যোগসমূহ বর্ণিত হ'ল।২৭।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।

পূর্বঃ পূর্বঃ প্রধানং স্যাদ্ বিবাহো ধর্মতঃ স্থিতেঃ।
পূর্বাভাবে ততঃ কার্যো যো য উত্তরঃ উত্তরঃ।। ২৮।।

অনুবাদ। বিবাহবিষয়ক কয়েকটি প্রচলিত শ্লোক আছে।—

চারপ্রকার ধর্মবিবাহের মধ্যে ধর্মমর্যাদা বা ধর্মব্যবস্থা অনুসারে পূর্ব পূর্ব বিবাহ প্রধান। পূর্ব-পূর্ব বিবাহ করতে অক্ষম হ'লে পর পর উল্লিখিত বিবাহ করণীয়। [ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য—এই চারটিকে **ধর্ম্য বিবাহ** বলা হয়। এগুলির মধ্যে পরেরটি থেকে পূর্বটি প্রধান; যেমন, দৈববিবাহের তুলনায় ব্রাহ্মবিবাহ, আর্ষবিবাহের তুলনায় দৈববিবাহ, দৈববিবাহের তুলনায় প্রাজাপত্য বিবাহ শ্রেয়ঃ। পরবর্তী আসুর, গান্ধর্ব, পৈশাচ ও রাক্ষস-নামক যে সব বিবাহ, সেগুলি ধর্মমর্যাদা অনুসারে হয় না, তাই সেগুলির পূর্ব-পূর্বের শ্রেয়স্ত্ব বিচার্য নয়।]।২৮।

মূল। ব্যূঢ়ানাং হি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ।
মধ্যমোঽপি হি সদ্‌যোগো গান্ধর্বস্তেন পূজিতঃ।। ২৯।।

অনুবাদ। (বাৎস্যায়নের ব্যক্তিগত অভিমত হ'ল এই যে—) সমস্ত বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ববিবাহ মধ্যমরূপে পরিগণিত হ'লেও, এই বিবাহ অনুরাগাত্মক (অর্থাৎ অনুরাগ সঞ্চারিত করাই এই বিবাহের উদ্দেশ্য) ব'লে কামবশীভূত ব্যক্তিদের দ্বারা এই বিবাহ একান্তই আদৃত; কারণ, যদিও সকল বিবাহেরই উদ্দেশ্য অনুরাগ বা প্রেম, গান্ধর্ববিবাহেই অনুরাগ বা প্রেমের সুন্দর যোগ আছে।

[ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্যবিবাহের দ্বারা মনোমত কন্যা লাভ করা না গেলে, প্রার্থিত কন্যার ইচ্ছানুসারে তার সাথে যুবক গান্ধর্ববিবাহের দ্বারা মিলিত হ'তে পারে ব'লে বাৎস্যায়ন মনে করেন। কিন্তু তিনি আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহকে সর্বথা বর্জনীয় ব'লে মনে করেন। আগে আমরা পৈশাচ, রাক্ষস ও গান্ধর্ববিবাহের লক্ষণ উল্লেখ করেছি। আসুরবিবাহের লক্ষণ সম্বন্ধে মনু বলেছেন—

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে।। (৩.৩১)

অর্থাৎ কন্যার পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে নিজের ইচ্ছার অনুযায়ী এবং যথাশক্তি অর্থ দিয়ে এবং কন্যাকেও স্ত্রীধন দিয়ে যে কন্যাগ্রহণ তা আসুরবিবাহ নামে অভিহিত হয়।

এখন ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, পৈশাচ ও রাক্ষস—মনুর মতে আটটি বিবাহের এইটিই ক্রম। এখানে গান্ধর্ব-বিবাহ ষষ্ঠস্থানে থাকা সত্ত্বেও বাৎস্যায়ন একে মধ্যমস্থানীয় বলেছেন। 'মধ্যমোঽপি ষড়্'। কামসূত্রকার এই গান্ধর্ববিবাহকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই গান্ধর্ববিবাহে সর্বপ্রথম প্রার্থিতা কন্যাকে বশে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়; কন্যা যদি রাজী না হয় তাহ'লে গান্ধর্ব বিবাহ সম্ভব হয় না। বর্তমান 'বিবাহযোগ' প্রকরণে সহায়কদের দ্বারা কন্যাকে নায়কের নিজের অনুকূল করার বিধানসমূহ বলা হয়েছে। ধাত্রীকন্যা বা দূতীর মাধ্যমে নানারকম কৌশলের দ্বারা কন্যা যখন নায়কের কাছে আনীতা হয়, তখন বাৎস্যায়ন তাদের শাস্ত্রীয় বিবাহের ব্যবস্থা নির্দেশ করেছেন। বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মপ্রভৃতি ধর্ম্যবিবাহকে উল্লঙ্ঘন ক'রে গান্ধর্ববিবাহকেই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেমিকের ঘরে এসে কন্যার সাথে প্রেমিকের যে বিবাহ গুরুজনের অননুমতিক্রমে সম্পন্ন হবে, তা শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহের অনুষ্ঠানের দ্বারা পূর্ণ হবে। অবশ্য গান্ধর্ববিবাহেরও প্রকারভেদের কথা বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছেন। যেমন, ধাত্রীকন্যা বা দূতীর দ্বারা যুবতীর মনকে যুবকের প্রতি আকৃষ্ট করা, এবং যুবতীর ভ্রাতাকে করায়ত্ত ক'রে তার সাহায্যে যুবতীকে ভুলিয়ে নিজের কাছে আনয়ন করা। যাহোক্, গান্ধর্ববিবাহে যুবক-যুবতীর মধ্যে অনুরাগের প্রাবল্য থাকায় বাৎস্যায়নের মতে এই বিবাহ প্রধান।]।২৯।

মূল। সুখত্বাদবহুক্লেশাদপি চাবরণাদিহ।
অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধর্বঃ প্রবরো মতঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। অতএব, গান্ধর্ববিবাহ সুখের কারণ, প্রায়ই অল্পপ্রয়াসসাধ্য বা

অল্পক্লেশসাধ্য এবং সম্বন্ধবিচার-বরণ প্রভৃতির বিধিবিধানরহিত। এই বিবাহ অনুরাগাত্মক অর্থাৎ প্রেমপ্রধান, সেই কারণে এই বিবাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।৩০।

শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে কন্যাসম্প্রযুক্তকে দ্বিতীয়েঽধিকরণে বিবাহযোগঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধিকরণের 'বিবাহযোগ' নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

কন্যাসম্প্রযুক্তক-নামক দ্বিতীয় অধিকরণ সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

তৃতীয়মধিকরণম্ ঃ ভার্যাধিকারিকম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

একচারিণীবৃত্তং প্রবাসচর্যা চ

[বাৎস্যায়নের অনুমোদিত বিবাহপদ্ধতির দ্বারা যে যুবতীর বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে সে যদি পতির একমাত্র পত্নী হয়, তাহ'লে পতির প্রতি ঐ পত্নীর কেমন ব্যবহার বা আচরণ করা উচিত তা হ'ল বর্তমান অধ্যায়ের মুখ্য ও প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়; পরে আলোচিত হয়েছে, পতি যদি পরদেশে কোনও কাজের উদ্দেশ্যে চ'লে যায়, তাহ'লে গৃহস্থিত একচারিণী পত্নীর আচার-ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত।]

মূল। ভার্যৈকচারিণী গূঢ়বিশ্রম্ভা দেববৎ পতিমানুকূল্যেন বর্তেত।। ১।। তন্মতেন কুটুম্বচিন্তামাত্মনি সন্নিবেশয়েৎ।। ২।।

অনুবাদ—[বাৎস্যায়নের মতে ভার্যা প্রধানতঃ দুই প্রকার—(১) একচারিণী (একমাত্র পত্নী) এবং (২) সপত্নীকা (সপত্নীযুক্তা ভার্যা)। এই দুইজনের মধ্যে প্রধান ভার্যা হ'ল **একচারিণী**। তার আচরণ এখানে বর্ণিত হচ্ছে।]

একচারিণী (পতিব্রতা) ভার্যা সে-ই হবে, যে পতির একান্ত বিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে পতিকে নিজের হৃদয়দেবতা মনে ক'রে তার বিত্তানুগামিনী হবে অর্থাৎ পতির অনুকূল বিষয়ের অনুবর্তন করবে। এই ভার্যা স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্বামীর গৃহপ্রবন্ধের ভার অর্থাৎ সংসারচিন্তা ('the whole care of his farmily') নিজের অধীন করবে।১-২।

মূল। বেশ্ম চ শুচি সুসংমৃষ্টস্থানং বিরচিতবিবিধকুসুমং শ্লক্ষ্ণভূমিতলং হৃদ্যদর্শনং ত্রিষবণাচরিতবলিকর্ম পূজিতদেবায়তনং কুর্যাৎ।। ৩।।

অনুবাদ—(একচারিণী ভার্যা) বাসগৃহ সর্বদা পবিত্র রাখবে, গৃহের সকল স্থান সুমার্জিত ও সুশোভিত রাখবে, উপযুক্তস্থানসমূহে নানারকম (সুগন্ধি-) কুসুম বিকীর্ণ ক'রে বা সজ্জিত ক'রে রাখবে, ভূমিতল (অর্থাৎ অঙ্গন) মসৃণ ক'রে রাখবে যেন তা হৃদ্যদর্শন অর্থাৎ দেখতে মনোরম হয়, ত্রিসন্ধ্যায় বলিকর্মের অনুষ্ঠান করবে, এবং গৃহাভ্যন্তরে দেবমন্দিরস্থিত দেবতাসমূহের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করবে।৩।

মূল। ন হ্যতোঽন্যদ্গৃহস্থানাং চিত্তগ্রাহকত্বমস্তীতি গোনর্দীয়ঃ।। ৪।।

অনুবাদ। আচার্য গোনর্দীয়ের অভিমত এই যে, এইরকম গৃহ ব্যতীত গৃহস্থের পক্ষে চিত্তমনোহারি আর কিছুই নেই।৪।

মূল। গুরুষু ভৃত্যবর্গেষু নায়কভগিনীষু তৎপতিষু চ যথার্হং প্রতিপত্তিঃ।। ৫।।

পরিপূতেষু চ হরিতশাকবপ্রানিক্ষুস্তম্বাজীরকসর্ষপাজমোদশত-পুষ্পাতমালগুল্মাংশ্চ কারয়েৎ।। ৬।।

অনুবাদ। শ্বশুরাদিগুরুজনবর্গ, ভৃত্যবর্গ, স্বামীর ভগিনীগণ এবং তাদের পতিসমূহ—এদের সকলের যার যেমন প্রতিপত্তি আছে সেই অনুসারে এদের সাথে যথাযোগ্য (as they deserve) ব্যবহার করবে।

গৃহের শোধন অর্থাৎ বাড়ী পরিষ্কার হ'লে, গৃহান্তর্গত কঙ্করাদিরহিত অতএব শোধিত উদ্যানে হরিতশস্যের (ধান, আদা প্রভৃতির), শাকের (যেমন, পালঙ্ শাক প্রভৃতির) বপ্র অর্থাৎ ক্ষেত্র নির্মাণ করাবে (বপ্রান্=কেদারান্) এবং ইক্ষুস্তম্ব (আখ-গাছ), জীরা, সর্ষে, অজমোদ, শতপুষ্পা রোপণ এবং তমালগুল্ম অর্থাৎ তমাললতার ক্ষেত্র নির্মাণ করাবে।৫-৬।

মূল। কুব্জকামলমল্লিকাজাতীকুরণ্টকনবমালিকাতগরনন্দ্যাবর্ত-জপাগুল্মান্যাংশ্চ বহুপুষ্পান্ বালকোশীরকপাতালিকাংশ্চ বৃক্ষবাটি-কায়াঞ্চ স্থণ্ডিলানি মনোজ্ঞানি কারয়েৎ।। ৭।। মধ্যে কূপং বাপীং দীর্ঘিকাং বা খানয়েৎ।। ৮।।

অনুবাদ। বৃক্ষবাটিকায় বা গৃহোদ্যানে কুব্জক, আমলক, মল্লিকা, জাতী, কুরণ্টক, নবমালিকা, টগর, নন্দ্যাবর্ত ও জবাফুলের গাছ, এবং আরও যে সব গাছে অনেক ফুল হয়, তা-ও রোপণ করাবে;বালক ও উশীরকের (অর্থাৎ বেনা-গাছের) পাতালিকা অর্থাৎ কেদার নির্মাণ করাবে; আর, উদ্যানের মধ্যে বহু মনোজ্ঞ স্থণ্ডিল (বেদীসমূহ; 'seats and arbours') নির্মাণ করাবে।

বাগানের মধ্যে কূপ, বাপী (অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী) বা দীর্ঘিকা খনন করাবে।৭-৮।

মূল। ভিক্ষুকীশ্রমণাক্ষপণাকুলটাকুহকেক্ষণিকামূলকারিকাভি র্ন সংসৃজ্যেত।। ৯।।

অনুবাদ। একচারিণী পত্নী ভিক্ষুকী (female beggars), শ্রমণা (বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী), ক্ষপণা (জৈনসন্ন্যাসিনী), কুলটা (খণ্ডিতচরিত্রা; 'unchaste woman'), কুহকা (কৌতুককারিণী·বা মায়াবিনী), ঈক্ষণিকা (দৈবজ্ঞ স্ত্রীলোক), এবং মূলকারিকা (যে নারী বশীকরণের জন্য মন্ত্রপ্রয়োগ করে)—প্রভৃতি নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে না।৯।

মূল। ভোজনে চ রুচিতমিদমস্মৈ দ্বেষ্যমিদং পথ্যমিদমপথ্যমিদ-মিতি চ বিন্দ্যাৎ ত্যাগোপাদানার্থম্।। ১০।।

স্বরং বহিরুপশ্রুত্য ভবনমাগচ্ছতঃ কিং কৃত্যমিতি ব্রুবতী সজ্জা-ভবনমধ্যে তিষ্ঠেৎ।। ১১।।

পরিচারিকামপনুদ্য স্বয়ং পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ।। ১২।।

অনুবাদ। পতির ভোজবিষয়ে এটি রুচিকর, এটি দ্বেষ্য অর্থাৎ অরুচিকর, এটি সুপথ্য, এটি অপথ্য—এগুলি বিলক্ষণরূপে জেনে রাখবে; কারণ, এগুলির মধ্য থেকে প্রয়োজনমত ত্যাগ ও গ্রহণ করতে হয়। (এইগুলি জানা থাকলে একচারিণী পত্নী পতির অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করতে পারবে)।

বাইরে থেকে ঘরে আগমনরত পতির কণ্ঠস্বর শুনে 'কি করতে হবে বা কি চাই' এইরকম বলতে বলতে সাবধানতার সাথে আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াবে ("**সজ্জা** = সাবধানা, **ভবনমধ্যে** = অঙ্গণকে")।

পতির পা ধুইয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত পরিচারিকাকে সরিয়ে দিয়ে পত্নী স্বয়ং পতির পাদপ্রক্ষালন করে দেবে।১০-১২।

মূল। নায়কস্য চ বিমুক্তভূষণং বিজনে সন্দর্শনে তিষ্ঠেৎ।। ১৩।।

অতিব্যয়ম্ অসদ্ব্যয়ং বা কুর্বাণং রহসি বোধয়েৎ।। ১৪।।

অনুবাদ। জনহীনস্থানে একাকী নায়কের অর্থাৎ পতির দৃষ্টিপথে অলঙ্কারবিহীন অবস্থায় থাকবে না।

পতি যদি অতিব্যয়ী হয় (অর্থাৎ উচিত ব্যয় না করে বেশী ব্যয় ক'রে) বা অসদ্ব্যয়ী হয় (অর্থাৎ অযোগ্য পাত্রে অকারণে দানাদি করে), তাহ'লে পত্নী তাকে গোপনে বোঝাবে (কারণ, এ ব্যাপার লোকমধ্যে বোঝাতে গেলে পতি লজ্জিত হ'তে পারে)।১৩-১৪।

মূল। আবাহে বিবাহে যজ্ঞে গমনং সখীভিঃ সহ গোষ্ঠীং দেবতাভিগমনমিত্যনুজ্ঞাতা কুর্যাৎ।। ১৫।। সর্বক্রীড়াসু চ তদানুলোম্যেন প্রবৃত্তিঃ।। ১৬।। পশ্চাৎসংবেশনং পূর্বমুত্থানমনববোধনং চ সুপ্তস্য।। ১৭।।

অনুবাদ। আবাহে (অর্থাৎ যার বিবাহ হচ্ছে এমন বরের গৃহে), বিবাহে অর্থাৎ কন্যার বিবাহানুষ্ঠানকালে তার বাড়ীতেও যজ্ঞে যাওয়ার সময়, সখীদের সাথে কোনও গোষ্ঠীতে অবস্থানকালে ('sit in the company of female friends') বা দেবতায়তনে গমন করতে হ'লে পতির অনুমতি নিয়ে যাবে। **যক্ষরাত্রি** প্রভৃতি প্রচলিত সমস্ত ক্রীড়াতেই পতির ইচ্ছার অনুকূল হ'য়ে অর্থাৎ তার মতানুবর্তী হ'য়ে প্রবৃত্ত হবে। পতি শয়ন করলে পত্নী শয়ন করবে, আর সকালে পতির নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার আগেই নিজে শয্যাত্যাগ করবে, এবং পতি যতক্ষণ নিদ্রিত থাকবে, তার নিদ্রাভঙ্গ করবে না।১৫-১৬।

মূল। মহানসং চ সুগুপ্তং স্যাদ্ দর্শনীয়ং চ।। ১৮।। নায়কাপচারেষু কিঞ্চিৎ কলুষিতা নাত্যর্থং নির্বদেৎ।। ১৯।। সাধিক্ষেপবচনং ত্বেনং মিত্রজনমধ্যস্থমেকাকিনং বাহপ্যুপলভেত, ন চ মূলকারিকা স্যাৎ।। ২০।। ন হ্যতোহন্যদপ্রত্যয়কারণমস্তীতি গোনর্দীয়ঃ।। ২১।।

অনুবাদ। মহানস বা পাকগৃহ সুরক্ষিত হবে (যেন সেখানে কোনও আগন্তুক ইচ্ছামত প্রবেশ করতে না পারে) এবং সুখদর্শন হবে (অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে না, পরিষ্কার ও সাজানো থাকবে, এবং দ্রব্যাদি ছড়ানো থাকবে না)। নায়ক বা পতি যদি কোনও অপরাধ বা বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহ'লে পত্নী ঈষৎ কুপিতা হ'তে পারে, কিন্তু সে পতিকে বেশী অপ্রিয় কথা বলবে না। যদি পতিকে তিরস্কার করার প্রয়োজন হয়, তাহ'লে পত্নী তাকে একাকী পেলে অথবা বন্ধুজনের মধ্যগত অবস্থায় পেলে পতিকে ভর্ৎসনাসূচক বাক্যে মৃদুভাবে তিরস্কার করবে। কিন্তু মূলকারিকা অর্থাৎ বশীকরণ মন্ত্রের দ্বারা পতিকে বশীভূত করার চেষ্টা করবে না। আচার্য গোনর্দীয় বলেন, এই বশীকরণ কর্মের তুলনায় পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাস উৎপন্ন করার অনুকূল আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।১৮-২১।

মূল। দুর্ব্যাহৃতং দুর্নিরীক্ষিতমন্যতো মন্ত্রণং দ্বারদেশাবস্থানং নিরীক্ষণং বা নিষ্কুটেষু মন্ত্রণং বিবিক্তেষু চিরমবস্থানমিতি বর্জয়েৎ।। ২২।। স্বেদদন্তপঙ্কদুর্গন্ধাংশ্চ বুধ্যেতেতি বিরাগকারণম্।। ২৩।।

অনুবাদ। দুর্বাক্য প্রয়োগ, কুদৃষ্টিতে দেখা, মুখ ঘুরিয়ে অন্যের সাথে গোপনে কথা বলা, দ্বারদেশে অবস্থান, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে নিরীক্ষণ, চুপি চুপি নিষ্কুটে অর্থাৎ গৃহোদ্যানে গিয়ে অন্য ব্যক্তির সাথে মন্ত্রণা, পতির অগোচরে নির্জন স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি,—সাধ্বী পত্নী এই সব কাজ বর্জন করবে।

শরীরের ঘাম থেকে এবং দাঁতের ময়লা জমে দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে বুঝতে পারলে তা দূর করার প্রয়াস করবে, কারণ, পত্নীর এই দোষগুলি থাকলে, পত্নীর প্রতি পতির বিরাগের কারণ হয়।২২-২৩।

মূল। বহুভূষণং বিবিধকুসুমানুলেপনং বিবিধাঙ্গরাগসমুজ্জ্বলং বাস ইত্যাভিগামিকো বেষঃ।। ২৪।।

প্রতনুশ্লক্ষ্ণাল্পদুকূলতা পরিমিতমাভরণং সুগন্ধিতা নাত্যুল্বণমনুলেপনম্; তথা শুক্লান্যন্যানি পুষ্পাণীতি বৈহারিকো বেষঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। নানাপ্রকার ভূষণধারণ, নানাজাতীয় ফুল ও অনুলেপনগ্রহণ, বহুপ্রকার অঙ্গরাগে দেহকে সুসজ্জিতকরণ এবং সমুজ্জ্বল বসনপরিধান—পত্নীর এইরকম বেষ **আভিগামিক** (স্বামীর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে গমনের উপযোগী) নামে খ্যাত।

আবার, প্রতনু (অতিসূক্ষ্ম) ও শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ) বসন, অল্পদুকূলতা (বসনের আধিক্য না থাকা; অর্থাৎ পরিধানের জন্য একখানি ও ওড়নাজাতীয় একখানি—এই দুইখানি মাত্র বসনধারণ), পরিমিত আভরণ (কানে ও গ্রীবায়), সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ (অর্থাৎ গোলাপনির্যাস, আতর ইত্যাদি মাখা), অতিরিক্ত অনুলেপন অগ্রহণ, তথা, মাথার চুলে সাদা ফুল দিয়ে গ্রথিত মালাধারণ—এগুলি **বৈহারিক** (অর্থাৎ গোষ্ঠী-বিহারের বা ভ্রমণকালের উপযুক্ত) বেষ।২৪-২৫।

মূল। নায়কস্য ব্রতমুপবাসঞ্চ স্বয়মপি করণেনানুবর্তেত। বারিতায়াশ্চ নাহমত্র নির্বন্ধনীয়েতি তদ্বচসো নিবর্তনম্।। ২৬।।

মৃদ্বিদলকাষ্ঠচর্মলোহভাণ্ডানাঞ্চ কালে সমর্ঘগ্রহণম্।। ২৭।।

অনুবাদ। পতিভক্তি প্রকট করার উদ্দেশ্যে পত্নী পতির দ্বারা আচরিত ব্রত ও উপবাসের অনুবর্তন করবে। পতি যদি এইসব ব্যাপারে নিষেধ করে, তাহ'লে পত্নী পতিভক্তি প্রদর্শন ক'রে বলবে—'আমি তোমার অনুরাগিণী, তুমি আমায় এ বিষয়ে নিষেধ ক'রো না'।

পত্নী সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের জন্য উপযুক্ত সময়ে মৃদ্‌ভাণ্ড (মাটির পাত্র), বিদলভাণ্ড (বাঁশ দিয়ে তৈরী পেটরা-জাতীয় পাত্র), কাষ্ঠভাণ্ড (পীড়ি, টুল জাতীয় দ্রব্য), চর্মভাণ্ড, লৌহভাণ্ড (লোহা-তামা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত দ্রব্য) প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় ক'রে রাখবে। ২৬-২৭।

মূল। তথা লবণস্নেহয়োশ্চ গন্ধদ্রব্যকটুকভাণ্ডৌষধানাঞ্চ দুর্লভানাং ভবনেষু প্রচ্ছন্নং নিধানম্।। ২৮।।

মূলকালুকপালঙ্কীদমনকাম্রাতকৈর্বারুকত্রপুসবার্তাকুকুষ্মাণ্ডালাবুসূরণ-শুকনাসাস্বয়ংগুপ্তাতিলপর্ণিকাগ্নিমন্থলশুনপলাণ্ডুপ্রভৃতীনাং সর্বৌষধী-নাং চ বীজগ্রহণং কালে বাপশ্চ।। ২৯।।

অনুবাদ। পত্নী সময়মতো নিজগৃহে সৈন্ধবাদিলবণ, সর্ষে প্রভৃতির তেল ও ঘি-জাতীয় রসপদার্থ, দারুচিনিজাতীয় গন্ধদ্রব্য, কটুকভাণ্ড (লঙ্কাজাতীয় জিনিসের হাঁড়ি), ও দ্বিপঞ্চমূল প্রভৃতি যা কিছু দুর্লভ ব'লে মনে করবে (অর্থাৎ লাভ করা কঠিন হয় ব'লে যেগুলি সময়মতো না-ও পাওয়া যেতে পারে), সেগুলি প্রচ্ছন্নভাবে সংগ্রহ ক'রে রাখবে (অর্থাৎ সঞ্চিত ক'রে পাত্রে ভরে লুকিয়ে রাখবে যাতে দরকারমত পাওয়া যায়)।

ঐ পত্নী সুযোগমতো মূলক (মুলা), আলুক (আলু), পালঙ্কী (পালংশাক), দমনক (শাকবিশেষ), আম্রাতক (আমড়া), এর্বারুক (কাঁকুড়), ত্রপুস (একপ্রকার শস্য), বার্তাকু (বেগুন), কুষ্মাণ্ড (কুমড়া), অলাবু (লাউ), সূরণ (ওল্), শুকনাসা (সীম), স্বয়ংগুপ্তা (কপি বা কচু), তিলপর্ণিকা (তিল বা কাশ্মীর), অগ্নিমন্থ (গণিকারিকা), লশুন, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) প্রভৃতি ওষধির বীজ যথাকালে সংগ্রহ ক'রে রাখবে এবং উপযুক্ত সময়ে বপন করবে (অন্যথা অসময়ে বেশী অর্থব্যয় করলেও এগুলি পাওয়া না যেতে পারে)।২৮-২৯।

মূল। স্বস্য চ সারস্য পরেভ্যো নাখ্যানং ভর্তৃমন্ত্রিতস্য চ।। ৩০।। সমানাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কৌশলেনোজ্জ্বলতয়া পাকেন মানেন তথোপচারৈঃ অতিশয়ীত।। ৩১।।

সাংবৎসরিকমায়ং সংখ্যায় তদনুরূপং ব্যয়ং কুর্যাৎ।। ৩২।।

অনুবাদ। নিজের সারদ্রব্যের (ধনসম্পদের) কথা এবং পতি যে মন্ত্রণার কথা বলেন (অর্থাৎ যে কথা ব'লে তা গোপন রাখতে বলেন), তা পত্নী কখনো আগন্তুকের কাছে প্রকাশ করবে না। ৩০।

পত্নীর উচিত, সমবয়স্ক ও সমমর্যাদাসম্পন্ন রমণীগণের মধ্যে নিজের দৃষ্টান্তের

কুশলতা, উজ্জ্বলতা, রন্ধনদক্ষতা, স্বাভিমান এবং স্বামীর প্রতি প্রদর্শিত ব্যবহারসমূহের অভিজ্ঞতার দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করা ("she should surpass all the women of her own rank in life in her cleverness, her appearance, her knowledge of cookery, her pride and her manner of serving her husband".)। ৩১।

পত্নী সারা বছরের আয় নির্ধারণ ক'রে সেই অনুসারে ব্যয় করবে ("The expenditure of the year should be regulated by the profits")।৩২।

মূল। ভোজনাবশিষ্টাদ্ গোরসাদ্ ঘৃতকরণং তথা তৈলগুড়য়োঃ। কার্পাসস্য চ সূত্রকর্তনং সূত্রস্য বানম্। শিক্যরজ্জুপাশবল্কলসংগ্রহণম্। কুট্টনকণ্ডনাবেক্ষণম্। আচামমণ্ডতুষকণকুট্যঙ্গারাণামুপযোজনম্। ভৃত্যবেতনভরণজ্ঞানম্। কৃষিপশুপালনচিন্তাবাহনবিধানযোগাঃ। মেষ-কুক্কুটলাবকশুকসারিকাপরভৃতময়ূরবানরমৃগাণামবেক্ষণম্। দৈবসি-কায়ব্যয়পিণ্ডীকরণমিতি চ বিদ্যাৎ।। ৩৩।।

অনুবাদ। বাড়ীতে সকলের পানের জন্য যে গোদুগ্ধ ব্যবহৃত হবে, তাছাড়া যে দুধ অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে (পত্নী) ঘি প্রস্তুত করবে, এবং সরষে ও আখ থেকে প্রয়োজনীয় তেল ও গুড় নিষ্কাশিত করবে। চরকার সাহায্যে কার্পাস থেকে সুতা কাটবে। শিক্য (অর্থাৎ কলসীজাতীয় পাত্র স্থাপনের জন্য দড়ির বেড়ী), রজ্জু (কুয়ো থেকে জল উদ্ধরণের জন্য মোটা দড়ি), পাশ (গবাদি পশু বাঁধার জন্য মোটা দড়ি), বল্কল (রজ্জু নির্মাণের জন্য গাছের ছাল) প্রভৃতি সংগ্রহ করবে। কুট্টন (উদূখলে রেখে মুষল দিয়ে ধান ভাঙা) ও কণ্ডন (ধান থেকে চাল বার করা) পরীক্ষা করবে। আচাম (ভাতের মাড়), মণ্ড (গুড়াদি দ্রব্যের দ্বারা মিশ্রিত পদার্থ), তুষ, কণ (ক্ষুদ), কুটি (কুঁড়ো) এবং অঙ্গারের উপযোগ বা ব্যবহার শিক্ষা দেবে (অর্থাৎ আচাম ও মণ্ড গবাদি পশুকে দিতে হয়, তুষ রন্ধনাগার লেপনের জন্য ব্যবহৃত হয়, কণ কুক্কুটাদিকে খাওয়াতে হয়, কুটি গোমহিষাদির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং মহানসে উৎপন্ন অঙ্গার লৌহপাত্রাদি পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়। —এইসব ব্যাপার পত্নী বাড়ীর পরিচারিকাদের শিক্ষা দেবে)। দেশ ও কালানুসারে দাস-দাসীদের বেতন ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা পত্নীকে জানতে হবে। কর্ষণ, রোপণাদি, পশুপালনচিন্তা ও যানবাহনের ব্যবস্থা দক্ষতার সাথে প্রত্যবেক্ষণ করবে। মেষ, কুক্কুট, লাবক, শুক, সারিকা, পরভৃত (কোকিল), ময়ূর, বানর, মৃগ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগণকে

দেখাশোনা করবে। এছাড়া দৈনিক আয় ও দৈনিক ব্যয় পিণ্ডীকরণ (একত্র) ক'রে দেখবে অর্থাৎ প্রাত্যহিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখবে।৩৩।

মূল। তজ্জঘন্যানাঞ্চ জীর্ণবাসসাং সঞ্চয়স্তৈর্বিবিধরাগৈঃ শুদ্ধৈ র্বা কৃতকর্মণাং পরিচারকাণামনুগ্রহো মানার্থেষু চ দানমন্যত্র বোপযোগঃ।। ৩৪।।

সুরাকুম্ভীনামাসবকুম্ভীনাঞ্চ স্থাপনং, তদুপযোগঃ ক্রয়বিক্রয়ায়-ব্যয়াবেক্ষণম্।। ৩৫।।

অনুবাদ। পতির দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যবহৃত জীর্ণ কাপড় (worn-out clothes) পত্নী একত্র সঞ্চয় করবে এবং সেই সব সঞ্চিত কাপড় বিবিধ রঙে রঞ্জিত বা ধৌত ক'রে নেবে। তারপর উত্তমকর্মকারী সকল পরিচারকের কাজের স্বীকৃতি বিধানের জন্য সেই কাপড়গুলি দান করবে অথবা সেই পুরানো কাপড় দিয়ে (দীপবর্তি অর্থাৎ প্রদীপের ঢাক্না, কাঁথা, ঔপরিক বা ওয়াড় প্রভৃতি) প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত করাবে।

গৃহমধ্যে সুরাকুম্ভী এবং আসবকুম্ভীগুলিকে (অর্থাৎ মদ ও আসবের হাঁড়িগুলিকে) প্রচ্ছন্নভাবে স্থাপন এবং প্রয়োজনানুসারে সেই সুরা বা আসবের উপভোগ, প্রয়োজনে সেগুলির ক্রয় বা বিক্রয়, এবং এই কেনা-বেচায় লাভ ও হানি (পত্নী) নিরীক্ষণ করবে।৩৪-৩৫।

মূল। নায়কমিত্রাণাঞ্চ স্রগনুলেপনতাম্বূলদানৈঃ পূজনং ন্যায়তঃ।। ৩৬।। শ্বশ্রূশ্বশুরপরিচর্যা তৎপারতন্ত্র্যমনুত্তরবদিতা পরিমিতাপ্রচণ্ডা-লাপকরণমনুচ্চৈর্হাসঃ।। ৩৭।। তৎপ্রিয়াপ্রিয়েষু স্বপ্রিয়াপ্রিয়েষ্বিব বৃত্তিঃ।। ৩৮।। ভোগেস্বনুৎসেকঃ।। ৩৯।। পরিজনে দাক্ষিণ্যম্।। ৪০।। নায়কস্যানিবেদ্য ন কস্মৈচিদ্ দানম্।। ৪১।। স্বকর্মসু ভৃত্যজননিয়মনমুৎসবেষু চাস্য পূজনমিত্যেকচারিণীবৃত্তম্।। ৪২।।

অনুবাদ। পত্নী তার পতির বন্ধুবান্ধবসমূহকে ন্যায্যপথে (অর্থাৎ গুণ, জাতি ও বয়সের প্রতি লক্ষ্য রেখে) পুষ্পহার, চন্দনাদি অনুলেপন ও তাম্বূল দান ক'রে তাদের প্রতি সম্মান জানাবে। শাশুড়ী ও শ্বশুরের পরিচর্যা করবে, তাদের অধীন হ'য়ে থাকবে অর্থাৎ তাঁদের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের কথার প্রত্যুত্তর দেবে না ('never contradicting them'), তাঁদের সামনে পরিমিত ও মৃদুভাবে আলাপ করবে এবং অনুচ্চ হাসি হাসবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর যারা প্রিয় তাদের প্রতি নিজ প্রিয়জনের মতো

এবং তাঁদের অপ্রিয়জনের প্রতি নিজের অপ্রিয়জনের মতো ব্যবহার করবে। ভোগস্মখে গর্বপ্রকাশ করবে না। পরিবারের লোকদের প্রতি দাক্ষিণ্য বা অনুকম্পা প্রকাশ করবে। পতিকে না জানিয়ে কাউকে কোনও বস্তু দান করবে না। ভৃত্যজনকে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে নিযুক্ত রাখবে এবং উৎসবাদিতে তাদের সমাদর করবে।

এই পর্যন্ত **একচারিণী পত্নীর ব্যবহার** বর্ণিত হ'ল।৩৬-৪২।

মূল। প্রবাসে মঙ্গলমাত্রাভরণা দেবতোপবাসপরা বার্তায়াং স্থিতা গৃহানবেক্ষেত।। ৪৩।।

শয্যা চ গুরুজনমূলে।। ৪৪।। তদভিমতা কার্যনিষ্পত্তিঃ।। ৪৫।। নায়কাঽভিমতানাং চার্থানামর্জনে প্রতিসংস্কারে চ যত্নঃ।। ৪৬।।

নিত্যনৈমিত্তিকেষু কর্মসূচিতো ব্যয়ঃ।। ৪৭।। তদারব্ধানাং চ কর্মণাং সমাপনে মতিঃ।। ৪৮।।

অনুবাদ। [পতি কাছে থাকলে একচারিণী পত্নীর ব্যবহার কেমন হবে, তা এতক্ষণ বলা হ'ল। এবার স্বামী প্রবাসে থাকলে ঐ পত্নীর আচরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হবে। এই অংশ থেকে **প্রবাসচর্যাপ্রকরণের** বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।]

স্বামী প্রবাসে বা পরদেশে গমন করলে একচারিণী ভার্যা কেবলমাত্র মাঙ্গল্য আভরণ (অর্থাৎ সৌভাগ্যচিহ্নসূচক শাঁখা-সিঁদুর প্রভৃতি) ধারণ করবে (অর্থাৎ অন্যান্য আড়ম্বরসূচক আভরণ পরিধান করবে না), দেবতার পূজাদি উপলক্ষ্যে উপবাস করবে, প্রবাসস্থিত স্বামীর সংবাদ জানার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকবে, গৃহের কাজকর্ম নিয়মিত দেখাশোনা করবে।

স্বামী বিদেশে থাকার সময় পত্নী শাশুড়ীপ্রভৃতি গুরুজনের কাছে শয়ন করবে। গুরুজনের অনুমতি নিয়ে কাজ করবে। স্বামীর পছন্দমতো বস্তুসমূহ (যে গুলি গৃহে নেই) সংগ্রহ ক'রে রাখবে এবং (যেগুলি গৃহে আছে সেগুলির) রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যত্নশীল হবে।

নিত্যকর্ম (অর্থাৎ ভোজন-পানাদি) এবং অনিত্যকর্ম সমূহে (অর্থাৎ উপনয়নাদি উৎসবানুষ্ঠান) নিয়মানুসারে উপযুক্ত ব্যয় অথবা ব্যয়ের জন্য স্বামী যে অর্থ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে গিয়েছে, সেইরকম অর্থ ব্যয় করবে। এবং স্বামীকর্তৃক আরব্ধ কাজগুলি (যেমন, উদ্যানপ্রতিষ্ঠা, দেবমন্দিরসংস্কার প্রভৃতি যে সব কাজ স্বামী আরম্ভ ক'রে গিয়েছিলেন কিন্তু সমাপ্ত ক'রে যেতে পারেন নি সেগুলির) যেভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে সে ব্যাপারে বুদ্ধিপূর্বক চেষ্টা করবে।৪৩-৪৮।

মূল। **জ্ঞাতিকুলস্যানভিগমনমন্যত্র ব্যসনোৎসবাভ্যাম্।। ৪৯।। অত্রাপি নায়কপরিজনাধিষ্ঠিতায়া নাতিকালমবস্থানমপরিবর্তিতপ্রবাস-বেষতা চ।। ৫০।।**

অনুবাদ। ব্যসন অর্থাৎ কোনও বিপদের সংবাদ ও উৎসবানুষ্ঠানের ব্যাপার না থাকলে, (অকারণে) পিতৃগৃহে গমন করবে না। আবার ব্যসনকালে ও উৎসবাদিতে যদি পিতৃগৃহে যেতেই হয়, তাহ'লে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এবং দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করবে না; আর, উৎসবাদি কোনও সময়েই প্রবাস-বেষ ত্যাগ করবে না।৪৯-৫০।

মূল। **গুরুজনানুজ্ঞাতানাং করণমুপবাসানাম্।। ৫১।। পরিচারকৈঃ শুচিভিরাজ্ঞাধিষ্ঠিতৈরনুমতেন ক্রয়বিক্রয়কর্মণা সারস্যাপূরণং তনূকরণং চ শক্ত্যা ব্যয়ানাম্।। ৫২।।**

অনুবাদ। পত্নী যদি উপবাস-ব্রতাদি করতে চায়, তাহ'লে সে শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের অনুমতি লাভ করলে তবেই করবে। পবিত্রচরিত্র ও আদেশানুবর্তী পরিচারকগণের অভিমত ক্রয় ও বিক্রয় ক'রে ধনের অভিবর্ধন ও শক্তি-অনুসারে ব্যয়ের সঙ্কোচ করার চেষ্টা করবে।৫১-৫২।

মূল। **আগতে চ প্রকৃতিস্থায়া এব প্রথমতো দর্শনং দৈবতপূজনমুপহারাণাং চাহরণমিতি প্রবাসচর্যা।। ৫৩।।**

অনুবাদ। স্বামী প্রবাস থেকে প্রত্যাগমন করলে সে যেন প্রথমে পত্নীকে প্রবাসবেষধারিণী-রূপেই দেখে (অর্থাৎ স্বামী যেন এখনো বিদেশ থেকে ফেরে নি এইরকম ভাব দেখাবে)। স্বামী ফিরে আসার পর পরিজনের সাথে মিলিত হ'য়ে স্বামীর মঙ্গলবিধানের জন্য দেবতা-পূজা করবে এবং নানা আহৃত উপহার স্বামীকে প্রদান করবে। এই হ'ল প্রবাসচর্যা।৫৩।

মূল। **ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ।**

সদ্‌বৃত্তমনুবর্তেত নায়কস্য হিতৈষিণী।
কুলযোষা পুনর্ভূর্বা বেশ্যা বাহপ্যেকচারিণী।। ৫৪।।
ধর্মমর্থং তথা কামং লভন্তে স্থানমেব চ।
নিঃসপত্নঞ্চ ভর্তারং নার্যঃ সদ্‌বৃত্তমাশ্রিতাঃ।। ৫৫।।

অনুবাদ। এই বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে।

একচারিণী পত্নীর অর্থাৎ কুলস্ত্রীর কর্তব্য হ'ল—তিনি পতির কল্যাণকামনায় রত হ'য়ে সদাচার পালন করবেন। পুনর্ভূ ('remarried virgin widow') এবং একচারিণী বেশ্যাও কুলস্ত্রীর মতই আচরণ করবে। স্ত্রীলোকেরা সদ্‌বৃত্ত অর্থাৎ স্ত্রীধর্ম অনুসরণ করলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও স্থান (প্রতিষ্ঠা) এবং সপত্নীহীন পতি লাভ করেন।৫৪-৫৫।

শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ভার্যাধিকারিকে তৃতীয়েঽধিকরণে একচারিণীবৃত্তং প্রবাসচর্যা চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধিকরণের 'একচারিণীবৃত্ত ও প্রবাসচর্যা'-নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

তৃতীয়মধিকরণম্ ঃ ভার্যাধিকারিকম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সপত্নীষু জ্যেষ্ঠাবৃত্তম্, কনিষ্ঠাবৃত্তম্, পুনর্ভূবৃত্তম্, দুর্ভগাবৃত্তম্, আন্তঃপুরিকম্, পুরুষস্য বহ্বীপ্রতিপত্তিঃ।

[বর্তমান অধ্যায়টি পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একচারিণী পত্নীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হ'ল, কোনও কুলস্ত্রী যদি দৈবক্রমে সপত্নীদের সাথে যুক্ত হয়, তাহ'লে সপত্নীদের সাথে তার কেমন ব্যবহার করা উচিত। সপত্নীদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা, যিনি কনিষ্ঠা, যিনি পুনর্ভূ, যিনি দুর্ভগা অর্থাৎ স্বামী যাঁকে পছন্দ করেন না, ও রাজার অন্তঃপুরস্থিতা স্ত্রী—এঁদের আচরণ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর, বহু-স্ত্রীযুক্ত স্বামীর সকল স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার আলোচিত হয়েছে।]

মূল। জাড্যদৌঃশীল্যদৌর্ভাগ্যেভ্যঃ প্রজানুৎপত্তেরাভীক্ষ্ণ্যেণ দারিকোৎপত্তে র্নায়কচাপলাদ্বা সপত্ন্যধিবেদনম্।। ১।।

তদাদিত এব ভক্তিশীলবৈদগ্ধ্যখ্যাপনেন পরিজিহীর্ষেৎ।। ২।। প্রজানুৎপত্তৌ চ স্বয়মেব সাপত্নে চোদয়েৎ।। ৩।।

অনুবাদ। [পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত পত্নী যদি পতির সংসারে সপত্নীদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়, তখন তার আচরণীয় কর্ত্তব্য কেমন হবে সে কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথমে **সপত্নীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠাবৃত্ত** কীর্তন করা হচ্ছে।]

জাড্য (মূর্খতা, জড়তা অর্থাৎ গৃহকর্মে অপটুতা, শঠতা), দৌঃশীল্য (দুঃশীলতা, চরিত্রহীনতা), দৌর্ভাগ্য (যারদ্বারা স্বামীর মনস্তুষ্টি হয় না, ফলে স্বামী যাকে বিষনজরে দেখে), বন্ধ্যাত্ব (নিঃসন্তান থাকা), বার বার কন্যাসন্তানপ্রসবকরণ প্রভৃতি পত্নীদোষে এবং স্বামী চপলতাদোষযুক্ত হওয়ার কারণে সপত্নীর **অধিবেদন** অর্থাৎ স্বামীর একাধিকবার বিবাহকরণ সম্ভব।

এই কারণে একচারিণী স্ত্রীর কর্তব্য হ'ল প্রথম থেকেই ভক্তি, সচ্চরিত্রতা এবং কাজকর্মে চাতুর্যের দ্বারা পতিকে দ্বিতীয়বার বিবাহের অবসর দেবে না। কিন্তু যদি বন্ধ্যাত্বদোষের কারণে সন্তান উৎপত্তি না হয়, তাহ'লে স্ত্রী স্বামীকে বিবাহ করতে নিজেই প্রবৃত্তি দেবে।১-৩।

মূল। অধিবিদ্যমানা চ যাবচ্ছক্তিযোগাদাত্মনোঽধিকত্বেন স্থিতিং কারয়েৎ।। ৪।।

আগতাং চৈনাং ভগিনিকাবদীক্ষেত।। ৫।। নায়কবিদিতঞ্চ প্রাদোষিকং বিধিমতীব যত্নাদস্যাঃ কারয়েৎ।। ৬।। সৌভাগ্যজং বৈকৃতমুৎসেকং বাঽস্যা নাদ্রিয়েত।। ৭।।

অনুবাদ। প্রথম বিবাহিতা পত্নী নববিবাহিতা সপত্নীর সাথে যুক্ত হ'লে নিজের যে পরিমাণ শক্তি, সেই অনুসারে (অর্থাৎ চরিত্রের মাহাত্ম্যাদি প্রদর্শনের দ্বারা) সপত্নীগণের মধ্যে নিজের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য বেশী যত্ন করবে।

প্রথম বিবাহিতা পত্নী নববিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নী গৃহে এলে তাকে (সপত্নী মনে না ক'রে) কনিষ্ঠা ভগিনীর মতো মনে করবে। স্বামী জানতে পারে এমন ভাবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সপত্নীর নৈশবেশ (রাতে স্বামীর সাথে রতিক্রীড়া করার যোগ্য বেশ) রচনা করে দেবে। সপত্নীর সৌভাগ্যজনিত বিকারের (সাহংকার বচনের) এবং উৎসেকের (গর্বজনিত চিত্তবিকারের) প্রশ্রয় দেবে না।৪-৭।

মূল। ভর্তরি প্রমাদ্যন্তীমুপেক্ষেত।। ৮।। যত্র মন্যেতার্থমিয়ং স্বয়মপি প্রতিপৎস্যতে ইতি তত্রৈনামাদরত এবানুশিষ্যাৎ।। ৯।। নায়কসংশ্রবে চ রহসি বিশেষানধিকান্ দর্শয়েৎ।। ১০।।

অনুবাদ। নব বিবাহিতা পত্নী যদি স্বামীবিষয়ক কোনও কাজে অসাবধান হয়, তবে প্রথমাবিবাহিতা পত্নী তা উপেক্ষা করবে। কিন্তু যদি প্রথমা পত্নী মনে করে যে, এই অসাবধানতার ব্যাপার সপত্নী নিজেই পরে বুঝতে পারবে (এবং নিজেকে সংশোধন করতে পারবে), তাহ'লে আদর ক'রে তাকে শিক্ষা দেবে—'দেখ, এমন কাজ আর করো না'।

স্বামীর যাতে শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে অথচ অন্যে শুনতে না পায় এমন নির্জনস্থানে স্বামীর অদর্শিত কলাবিশেষ সপত্নীকে শিক্ষা দেবে ("বিশেষানিতি কলাবিশেষান্ অধিকান্ ইতি যে নায়কস্য ন দর্শিতাঃ")।৮-১০।

মূল। তদপত্যেষ্বিবিশেষঃ।। ১১।। পরিজনবর্গেঽধিকানুকম্পা।। ১২।। মিত্রবর্গে প্রীতিঃ।। ১৩।। আত্মজ্ঞাতিষু নাত্যাদরঃ।। ১৪।। তজ্জ্ঞাতিষু চাতিসম্ভ্রমঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। সপত্নীর সন্তানকে নিজের গর্ভজাত সন্তানের মতো ব্যবহার করবে। তার পরিজনবর্গের প্রতি বেশী অনুকম্পা প্রদর্শন করবে। তার মিত্রবর্গের প্রতি প্রীতি

দেখাবে। নিজের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি অতিরিক্ত আদর দেখাবে না। সপত্নীর জ্ঞাতিবর্গকে অত্যধিক সম্ভ্রমপ্রদর্শন করবে।১১-১৫।

মূল। বহ্বীভিস্ত্বধিবিন্না অব্যবহিতয়া সংসৃজ্যেত।। ১৬।।

যাং তু নায়কোঽধিকাং চিকীর্ষেৎ তাং ভূতপূর্বসুভগয়া প্রোত্সাহ্য কলহয়েৎ।। ১৭।। ততশ্চানুকম্পেত।। ১৮।।

তাভিরেকত্বেনাধিকাং চিকীর্ষিতাং স্বয়মবিবদমানা দুর্জনীকুর্য্যাৎ।। ১৯।।

অনুবাদ। বহু সপত্নী থাকলে, একচারিণী জ্যেষ্ঠা পত্নী তার ঠিক অব্যবহিত পরে যে বিবাহিতা হয়েছে তার সাথে বেশী সংসর্গ করবে।

সপত্নীদের মধ্যে স্বামী বর্তমানে যাকে বেশী ভালবাসে, তার সাথে, স্বামী আগে যাকে বেশী ভালবাসত সেই সপত্নীকে প্রোৎসাহিত ক'রে (অর্থাৎ তুমি পূর্বে স্বামীর প্রিয়পাত্র এবং সেই কারণে সৌভাগ্যবতী ছিলে;এখন তুমি স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়েছ, ইত্যাদি ব'লে তাকে উত্তেজিত ক'রে) কলহ বাধিয়ে দেবে। তারপর পূর্বে স্বামীর আদরপ্রাপ্তা সপত্নী যার সাথে কলহ করেছে, তার প্রতি গোপনে অনুকম্পা প্রদর্শন করবে (যাতে কলহ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়)।

সপত্নীদের মধ্যে স্বামী যাকে সকলের উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা করেছেন, অন্য পত্নীদের সাথে তার কলহ বাধিয়ে দিয়ে, নিজে বিবাদ না ক'রে, তাকে স্বামীর কাছে দুর্জন ব'লে প্রতিপন্ন করবে।১৬-১৯।

মূল। নায়কেন তু কলহিতামেনাং পক্ষপাতাবলম্বনোপবৃংহিতা-মাশ্বাসয়েৎ।। ২০।। কলহং চ বর্দ্ধয়েৎ।। ২১।।

মন্দং বা কলহমুপলভ্য স্বয়মের সংধুক্ষয়েৎ।। ২২।।

যদি নায়কোঽস্যামদ্যাপি সানুনয় ইতি মন্যেত তদা স্বয়মেব সন্ধৌ প্রযতেতেতি জ্যেষ্ঠাবৃত্তম্।। ২৩।।

অনুবাদ। তারপর স্বামী সেই পত্নীর দুর্জনতা-প্রসঙ্গ নিয়ে বলতে থাকায় স্বামীর সাথে তার কলহ হ'লে জ্যেষ্ঠা সপত্নী ঐ পত্নীর পক্ষ অবলম্বন করবে। তখন ঐ কলহিতা পত্নী সাহস পেয়ে স্বামীর ভর্ৎসনাদির প্রত্যুত্তর করলে জ্যেষ্ঠা তাকে (গোপনে) আশ্বাস দেবে। এইভাবে স্বামীর সাথে ঐ সপত্নীর কলহ বৃদ্ধি করাবে।

স্বামীর সাথে ঐ কলহিতা পত্নীর কলহ শিথিল হ'তে দেখলে জ্যেষ্ঠা সপত্নী নিজেই ঐ কলহকে উস্কিয়ে দেবে।

এর পরও যদি জ্যেষ্ঠা সপত্নী দেখে, স্বামী এখনও কলহিতা সপত্নীর প্রতি অনুকূল, তাহ'লে সে নিজেই স্বামী ও কলহিতা সপত্নীর মধ্যে সন্ধি স্থাপনে প্রযত্ন করবে। ("But if after all this she finds the husband still continues to love his favourite wife she should then change her tactics, and endeavour to bring about a conciliation between them, so as to avoid her husband's displeasure")।

এই পর্যন্ত জ্যেষ্ঠাবৃত্ত (জ্যেষ্ঠা সপত্নীর ব্যবহার)-নামক প্রকরণ।২০-২৩।

মূল। কনিষ্ঠা তু মাতৃবৎ সপত্নীং পশ্যেৎ।। ২৪।।
জ্ঞাতিদায়মপি তস্যা অবিদিতং নোপযুঞ্জীত।। ২৫।।
আত্মবৃত্তান্তাংস্তদধিষ্ঠিতান্ কুর্যাৎ।। ২৬।।
অনুজ্ঞাতা পতিমধিশয়ীত।। ২৭।।
ন বা তস্যা বচনমন্যস্যাং কথয়েৎ।। ২৮।।
তদপত্যানি স্বেভ্যোঽধিকানি পশ্যেৎ।। ২৯।।

অনুবাদ। [কনিষ্ঠাবৃত্ত-(অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা সপত্নীর প্রতি কনিষ্ঠা সপত্নীর ব্যবহার) -নামক প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে।]

কনিষ্ঠা সপত্নী জ্যেষ্ঠাকে মাতার মতো মনে করবে।

নিজের বাপের বাড়ীর ধন (অর্থাৎ অলঙ্কারাদি) যাতে জ্যেষ্ঠার অবিদিত না থাকে, সেইভাবে ব্যবহার করবে।

নিজের যা কিছু কার্য-ব্যবহার, তা জ্যেষ্ঠার অনুমতি নিয়েই করবে।

জ্যেষ্ঠার অনুমতি নিয়ে স্বামীর কাছে শয়ন করতে যাবে।

জ্যেষ্ঠার ভাল-মন্দ কোনও কথা (যা কনিষ্ঠাকে সে বলবে), অন্য কারোর কাছে ঐ কনিষ্ঠা তা প্রকাশ করবে না।

জ্যেষ্ঠার সন্তানদের নিজের সন্তানের থেকে বেশী ভালবাসবে।২৪-২৯।

মূল। রহসি পতিমধিকমুপচরেৎ।। ৩০।।
আত্মনশ্চ সপত্নীবিকারজং দুঃখং নাচক্ষীত।। ৩১।।
পত্যুশ্চ সবিশেষকং গূঢ়ং মানং লিপ্সেত।। ৩২।।
অনেন খলু পথ্যদানেন জীবামীতি ব্রূয়াৎ।। ৩৩।।
তত্তু শ্লাঘয়া রাগেণ বা বহির্নাচক্ষীত।। ৩৪।।

ভিন্নরহস্যা হি ভর্ত্তু রবজ্ঞাং লভতে।। ৩৫।।

জ্যেষ্ঠাভয়াচ্চ নিগূঢ়সম্মানার্থিনী স্যাদিতি গোনর্দীয়ঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ। কনিষ্ঠা পত্নী যখন নির্জনে পতির সাথে থাকবে, তখন অন্য সপত্নীদের থেকে বেশী উপচারে পতির তার পরিচর্যা করবে (যাতে পতি অন্য পত্নীদের তুলনায় তার প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়)।

সপত্নীদের পীড়নজনিত নিজের মনঃকষ্ট স্বামীর কাছে প্রকাশ করবে না (কারণ, স্বামী তা বিশ্বাস না-ও করতে পারে, তাই অন্যদের অর্থাৎ দাসী বা সখীদের দ্বারা বলাবে)।

স্বামীর কাছে গুপ্তভাবে অন্যের (অর্থাৎ সপত্নীর) তুলনায় বিশেষ আদর লাভ করার অভিলাষ করবে।

সেইরকম আদর লাভ করলে বলবে—আমি এইরকম পথ্যের অর্থাৎ আদরের গুণেই আমি বেঁচে আছি। পতির কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই আদর, শ্লাঘা (বড়াই) করার জন্য বা সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা বা ক্রোধ প্রকাশের জন্য বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করবে না।

পতির আদর-প্রাপ্তিরূপ গুপ্ত কথা বাইরে প্রকাশ ক'রে দিলে পত্নী পতির অবজ্ঞার পাত্রী হয়। আচার্য **গোনর্দীয়** বলেন—জ্যেষ্ঠা সপত্নীর ভয়ে কনিষ্ঠা একান্তে পতির কাছ থেকে সম্মান লাভের ইচ্ছা করবে। ৩০-৩৬।

মূল। দুর্ভগামনপত্যাং চ জ্যেষ্ঠামনুকম্পেত নায়কেন চানু-কম্পয়েৎ।। ৩৭।।

প্রসহ্য ত্বেনামেকচারিণীবৃত্তমনুতিষ্ঠেদিতি কনিষ্ঠাবৃত্তম্।। ৩৮।।

অনুবাদ। জ্যেষ্ঠা সপত্নী যদি দুর্ভগা অর্থাৎ অভাগিনী ('is disliked by her husband') বা অপত্যহীনা হয়, তাহ'লে কনিষ্ঠা সপত্নী তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবে ('Should sympathize with her') এবং স্বামীর দ্বারা অনুকম্পা প্রদর্শন করাবে। এইভাবে জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে অতিক্রম ক'রে স্বামীকে আত্মবশে এনে একচারিণী-ব্রত অনুষ্ঠান করবে।

এই পর্যন্ত **কনিষ্ঠাবৃত্ত** নামক প্রকরণ।৩৭-৩৮।

মূল। বিধবা ত্বিন্দ্রিয়দৌর্বল্যাদাতুরা ভোগিনং গুণসম্পন্নং চ বা পুনর্বিন্দেত সা পুনর্ভূঃ।। ৩৯।।

যতস্তু স্বেচ্ছয়া পুনরপি নিষ্ক্রমণং নির্গুণোঽয়মিতি তদান্যং কাঙ্ক্ষেদিতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৪০।।

সৌখ্যার্থিনী সা কিলান্যং পুনর্বিন্দেত।। ৪১।।

গুণেষু সোপভোগেষু সুখসাকল্যং তস্মাৎ ততো বিশেষ ইতি গোনর্দীয়ঃ।। ৪২।।

অনুবাদ। [এবার **পুনর্ভূবৃত্ত**-নামক প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে।]

যে বিধবা ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যবশতঃ (অর্থাৎ কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে অসমর্থ হ'য়ে) কামাতুরা হ'য়ে ভোগী অথচ গুণসম্পন্ন কোনও নায়ককে পুনরায় আশ্রয় করে (অর্থাৎ পতিত্বে বরণ করে), সেইরকম নারীকে **পুনর্ভূ** ('widow re-married') বলা হয়।

বাভ্রব্যমতাবলম্বিগণ বলেন—বিধবা স্বেচ্ছায় স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যে পুরুষের কাছে গিয়েছিল, তাকে যদি নির্গুণ বোঝে, তাহ'লে আবার স্বেচ্ছায় তার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে অন্য পুরুষকে পতিরূপে পেতে আকাঙ্ক্ষা করবে।

তাতেও যদি ঐ বিধবার ভোগসুখের নিবৃত্তি না হয়, তাহ'লে ভোগসুখের জন্য আবার অন্য পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারে।

আচার্য **গোনর্দীয়** বলেন—যদি ঐ বিধবা উপরি উক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের তুলনায় বেশী ভোগী অর্থাৎ কামকলা-কুশল ও গুণসম্পন্ন চতুর্থ পুরুষ লাভ করে, তাহ'লে তৃতীয় পুরুষকে গুণহীন মনে করলে চতুর্থ পুরুষকে আশ্রয় করতে পারে, অবশ্য এতে যদি ঐ পুনর্ভূ-স্ত্রীর সমস্ত সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে। অতএব নির্গুণ ভোগী পুরুষের তুলনায় গুণবান্ ভোগীকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতে হবে।৩৯-৪০।

মূল। আত্মনশ্চিত্তানুকূল্যাদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৪৩।।

সা বান্ধবৈ র্নায়কাদাপানকোদ্যানশ্রদ্ধাদানমিত্রপূজনাদি ব্যয়সহিষ্ণু কর্ম লিপ্সেত।। ৪৪।।

আত্মনঃ সারেণ বাহ্বলঙ্কারং তদীয়মাত্মীয়ং বা বিভৃয়াৎ।। ৪৫।।

প্রীতিদায়েষ্বনিয়মঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ। আচার্য **বাৎস্যায়ন** মনে করেন—যে পুরুষের সাথে মিলনে নিজের মনের অনুকূলতা প্রাপ্ত হওয়া যায় (সে পুরুষের গুণ থাকুক বা না-ই থাকুক), সেই অনুসারেই পুরুষের বিশেষত্ব হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাৎস্যায়ন বলেন, যদি ভোগী গুণী পুরুষেও পুনর্ভূ-স্ত্রীর মনঃ-প্রীতি না হয়, তাহ'লে যেখানে মনঃ-প্রীতি হ'তে পারে সেই পুরুষেরই আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। (পুনর্ভূ-স্ত্রীর বার বার পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে গমনের বিধান থেকে বোঝা যায়, পুনর্ভূ-স্ত্রী বেশ্যার মতো অবিশ্বাস্য)।

সেই পুনর্ভূ-স্ত্রী পরিণয়েচ্ছু হ'য়ে নিজের বন্ধুবান্ধবগণের সাহায্য নিয়ে

আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাছ থেকে আপানক (মদ্যগোষ্ঠী), উদ্যানক্রীড়া (উদ্যানে মনোরঞ্জন), শ্রদ্ধাদান (শ্রদ্ধার সাথে দান--দক্ষিণা) ও মিত্রপূজা (নিজমিত্রসমূহের সৎকার) প্রভৃতি ব্যয়সহনশীল কাজ লাভ করার বাসনা করবে [অর্থাৎ এইরকম পুনর্ভূ-স্ত্রী তার ভাবী নতুন স্বামীর কাছে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের আকাঙ্ক্ষা না ক'রে ব্যয়সাধ্য আপানক প্রভৃতি ব্যাপারগুলি লাভ করার ইচ্ছা করবে। বাৎস্যায়নের মতে, এই ধরণের বিধবা হলেন, উত্তমপ্রকৃতি পুনর্ভূ।]

সেই সব আপানকাদি পান করার সময় বা উদ্যানক্রীড়া প্রভৃতির সময় পুনর্ভূ-স্ত্রী যে সব অলঙ্কার ধারণ করবে, তা হয় নিজের ধনদ্বারা প্রস্তুত, অথবা নতুন ভাবী পতিকর্তৃক প্রদত্ত অথবা এগুলি পূর্বসঞ্চিত অলঙ্কার, যা পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত।

পিতার দ্বারা প্রদত্ত বা প্রেমানুরাগজন্য প্রাপ্ত অলঙ্কার-বিষয়ে ধারণের বিশেষ কোনও নিয়ম নেই [পুনর্ভূ-স্ত্রী পূর্বপতির ধনের অধিকারিণী হয় না। অতএব সে উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ পতির অলঙ্কার নিয়ে নিজে ব্যবহার করতে পারবে না। তাছাড়া, আপানকাদিস্থানে অন্য অলঙ্কার ধারণীয়ও নয়। তাতে ভাবী পতির অসম্মান হ'তে পারে। তাই আপানকাদিস্থানে ধারণীয় অলঙ্কারের একটা নিয়ম ক'রে দেওয়া হ'ল। কিন্তু আপানকাদিস্থানে অন্য কোনো অলঙ্কার যে একেবারেই ধারণ করা যাবে না, এমন নিয়ম করা হয় নি। প্রীতিদায় অর্থাৎ স্ত্রীধনরূপে প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত যে অলঙ্কারাদি দ্রব্য অন্যের দ্বারা প্রদত্ত হবে সে বিষয়ে কোনও নিয়ম নেই। তা ধারণ করতেও পারে বা সঞ্চয় করেও রাখতে পারে।]।৪৩-৪৬।

মূল। স্বেচ্ছয়া চ গৃহান্নির্গচ্ছন্তী প্রীতিদায়াদন্যন্নায়কদত্তং জীয়েত; নিষ্কাস্যমানা তু ন কিঞ্চিদ্ দদ্যাৎ।। ৪৭।।

সা প্রভবিষ্ণুরিব তস্য ভবনমাপ্নুয়াৎ।। ৪৮।। কুলজাসু তু প্রীত্যা বর্তেত।। ৪৯।।

দাক্ষিণ্যেন পরিজনে সর্বত্র সপরিহাসা মিত্রেষু প্রতিপত্তিঃ।। ৫০।। কলাসু কৌশলমধিকস্য চ জ্ঞানম্।। ৫১।।

কলহস্থানেষু চ নায়কং স্বয়মুপালভেত।। ৫২।।

অনুবাদ। নিজের ইচ্ছায় পুনর্ভূ যদি একজন পতির গৃহ পরিত্যাগ ক'রে অপর পতির কাছে চলে যায়, তাহ'লে প্রীতিদায় (অর্থাৎ প্রেমানুরাগজন্য প্রাপ্ত যৌতুকাদি) ব্যতীত প্রথম পতির দ্বারা প্রদত্ত যা কিছু উপহার, তা ঐ পতিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাকে (পুনর্ভূকে) যদি নিষ্কাসন করা হয়, অর্থাৎ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া

হয়, তাহ'লে তাকে কিছুই ফিরিয়ে দিতে হবে না, ["If she leaves her husband after marriage of her own accord, she should restore to him whatever he may have given her, with the exception of the mutual presents. If however she is driven out of the house by her husband she should not return anything to him."]

পুনর্ভূ-স্ত্রী যে নায়কের অর্থাৎ পতির গৃহে থাকবে, সেই গৃহে প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ স্বামিনীর মতো ("like one of the chief members of the family") অবলম্বন করবে।

পুনর্ভূ-স্ত্রী পতির ধর্মপত্নীগণের সাথে প্রীতি-সংস্থাপন ক'রে কাল কাটাবে।

পুনর্ভূ-স্ত্রী পতির সকল পরিজনের প্রতি দাক্ষিণ্যপ্রকাশ,সকল মিত্রগণের প্রতি সপরিহাস ব্যবহার, এবং কলাবিষয়ে কৌশল ও পতির অবিজ্ঞাতবিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা দেখাবে।

[পতির দ্বারা সঞ্চিত বস্তুর অপব্যয়, কুলটা নারীর সংসর্গ, দুই বা ততোধিক রাত্র অন্যত্র যাপনের পর গৃহে আগমন, এবং গৃহ থেকে বার বার বাইরে নির্গমন ইত্যাদি-] ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বাধে এবং এইসব কলহস্থানে ঐ পুনর্ভূ-স্ত্রী নিজেই পতিকে তিরস্কার করবে।৪৭-৫২।

মূল। রহসি চ কলয়া চতুঃষষ্ঠ্যানুবর্তেত।। ৫৩।। সপত্নীনাং তু স্বয়মুপকুর্যাৎ।। ৫৪।। তাসামপত্যেস্বাভরণদানম্।। ৫৫।। তেষু স্বামিবদুপচারঃ।। ৫৬।। মণ্ডনকানি বেষানাদরেণ কুর্বীত।। ৫৭।। পরিজনে মিত্রবর্গে চাধিকং বিশ্রাণনম্।। ৫৮।। সমাজাপানকোদ্যানযাত্রাবিহারশীলতা চেতি পুনর্ভূ-বৃত্তম্।। ৫৯।।

অনুবাদ। পুনর্ভূ-স্ত্রী পতির ইচ্ছানুসারে একান্তস্থানে চৌষট্টি কলার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কলা প্রদর্শন করবে। নিজেই অর্থাৎ কোনও প্ররোচনা ছাড়াই সপত্নীদের উপকারজনক কাজ করবে। সপত্নীদের সন্তানগণকে অলঙ্কার দান করবে। তাদের উপর অভিভাবকের মতো আচরণ করবে। পুষ্প-অনুলেপন প্রভৃতি মণ্ডনক (ভূষণক) ও বস্ত্রাদিবেষভূষা আদরপূর্বক ধারণ করবে। স্বামীর পরিজন ও মিত্রগণকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাণন বা দান করবে। সমাজশীলতা (গোষ্ঠীবদ্ধ জনগণের উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ), আপানশীলতা (মদ্যগোষ্ঠীতে উপস্থিতি), উদ্যানবিহারশীলতা (উদ্যানে ভ্রমণের আনন্দ উপলব্ধি) ও যাত্রাবিহারশীলতা('for carrying out all kinds of games and amusement')—প্রভৃতি কাজ যত্নপূর্বক সম্পাদন করবে।

এই পর্যন্ত **পুনর্ভূ-স্ত্রীর বৃত্তান্ত**।

[উপরি উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, যেমন কন্যা ভার্যা হবে, তেমনই পুনর্ভূও ভার্যা হ'তে পারে। এই কারণেই পুনর্ভূ-বৃত্তান্তের অবতারণা করা হয়েছে। পুনর্ভূ দুরকমের হ'তে পারে—ক্ষতযোনি ও অক্ষতযোনি। বসিষ্ঠসংহিতায় (সপ্তদশ অধ্যায়ে) বলা হয়েছে, যে নারী বাগ্‌দানের পর স্বামীকে ত্যাগ ক'রে অন্য পুরুষের সাথে মেলামেশা করার পর সেই পুরুষের পরিবারমধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়, সে হ'ল পুনর্ভূ। এই পুনর্ভূ **'অক্ষতযোনি'**। প্রকৃতপক্ষে মন, বাক্য, মঙ্গলাচার ও সঙ্কল্পের দ্বারা যে নারীর পাণিগ্রহণসংস্কার কোনও পুরুষের সাথে হয়েছে, কিন্তু কোনও কারণবশতঃ প্রকৃতবিবাহের পূর্বে বা স্বামীকর্তৃক সম্ভুক্ত হওয়ার আগেই এই নারীর যদি অন্য কোথাও বিবাহ হয়, তাহ'লে তাকে অক্ষতযোনি পুনর্ভূ-ভার্যা বলা হয়। এই পুনর্ভূ-স্ত্রী কেবলমাত্র বাগ্‌দান বা সঙ্কল্পের দ্বারা বিবাহিতা হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় 'অক্ষতযোনি' থাকে। এই অক্ষতযোনি নারী সংস্কারার্হ হওয়ায় কন্যার মধ্যেই অন্তর্ভুক্তা হয় এবং সে আবার যথাবিধি বিবাহ করতে পারে। আবার যে নারী ক্লীব, পতিত, বা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য স্বামী বরণ করে অথবা স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে, সে-ও পুনর্ভূ। শেষবার বিবাহের আগে যদি অন্যান্য বিবাহে এই নারীর স্বামীর সাথে সম্ভোগ ও তজ্জন্য সন্তানাদি হয়, তাহ'লে সে **'ক্ষতযোনি'**। ক্ষতযোনি পুনর্ভূ-র পরবর্তী বিবাহের ব্যাপারে কোনও সংস্কারের প্রয়োজন হয় না, একে কেবল (স্ত্রীরূপে) স্বীকার করলেই হয়। লোকে এই পুনর্ভূকে **'অপরুদ্ধিকা'** বলে। এই অপরুদ্ধিকাও শাস্ত্রে অনুজ্ঞাতা হয়েছে। অক্ষতযোনি বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত, কিন্তু ক্ষতযোনি বিধবার পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে কোনও সংস্কার থাকে না, তাকে যে কোনও পুরুষ রক্ষিতার মতো রাখতে পারে। অধিকপুরুষগামিনী পুনর্ভূ বেশ্যাশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। তবে ধর্মশাস্ত্রানুসারে তারা বেশ্যামধ্যে পরিগণিত হ'লেও **'কামসূত্রে'** তাদের পৃথক্ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দেখা যায়, বাৎস্যায়ন 'তালাক্-প্রথার' ব্যবস্থা দিয়েছেন; যে স্ত্রীর পতি মৃত, সে যদি নিজের বাসনার তৃপ্তির জন্য অন্য পুরুষকে বিবাহ ক'রে তার ঘরে থাকে, কিন্তু পরে আবার এই দ্বিতীয় পতিকে পরিত্যাগ করতে চায় তাহ'লে স্বেচ্ছায় তাকে সে ছাড়তে পারে, কিন্তু 'এই পুরুষ বীর্যশক্তিহীন বা নপুংসক' ইত্যাদি কিছু বাহানা দিয়ে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। যে নারী কেবলমাত্র বিষয়-বাসনার তৃপ্তির জন্য বিবাহিত পতির গৃহ ত্যাগ করে, সে সেইরকম বহু পতি ত্যাগ করতে পারে এবং এই কারণে সে বেশ্যাজাতীয় ব'লে গণ্য হয়।

বাৎস্যায়ন অবশ্য উত্তম পুনর্ভূ-স্ত্রী সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। পুনর্ভূ-স্ত্রী নানা পতির ঘরে আশ্রয় নিতে পারে বটে, কিন্তু কোনও পতির ঘরে মন টিকে গেলে সেই পতির পরিবারের সেবায় সে নিজেকে নিযুক্ত করে এবং অতিথিসৎকার, দান-দক্ষিণা, উদ্যানগোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে]।৫৩-৫৯।

মূল। দুর্ভগা তু সাপত্নীকপীড়িতা যা তাসামধিকমিব পত্যাবুপচরেৎ তামাশ্রয়েৎ।। ৬০।। প্রকাশ্যানি চ কলাবিজ্ঞানানি দর্শয়েৎ।। ৬১।। দৌর্ভাগ্যাদ্ রহস্যানামভাবঃ।। ৬২।।

নায়কাপত্যানাং ধাত্রেয়িকানি কুর্যাৎ।। ৬৩।।

তন্মিত্রাণি চোপগৃহ্য তৈর্ভক্তিমাত্মনঃ প্রকাশয়েৎ।। ৬৪।।

অনুবাদ। [এবার **দুর্ভগা-বৃত্ত** নামক প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে। সপত্নীদের মধ্যে যে নারী স্বামীর আদরণীয় নয় এবং অন্যান্য সপত্নীদের দ্বারা যে অত্যাচারিত, সেই **দুর্ভগা**।]

সপত্নীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই দুর্ভগা হতে পারে। এমন পত্নীর কিরকম আচরণ করা কর্তব্য, তা-ই বলা হচ্ছে।—

যে পত্নী সপত্নীদের দ্বারা পীড়িতা হবে ("annoyed and distressed by his other wives"), সে সপত্নীদের মধ্যে যে পত্নী অধিক মাত্রায় স্বামীকে পরিচর্যা করে (এবং যে সকল পত্নীর মধ্যে স্বামীর সর্বাপেক্ষা ভালবাসার পাত্রী), তাকেই আশ্রয় করবে। ঐ সপত্নীকে সে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শনযোগ্য পত্রচ্ছেদ্যাদি কলাবিজ্ঞান প্রদর্শন করবে। কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ গোপনভাবে কলাপ্রদর্শন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। (এবং এর ফলে ঐ সপত্নীর দ্বারা পীড়ন বন্ধ হবে)।

দুর্ভাগা পত্নী স্বামীর (অন্য পত্নীর গর্ভজাত) সন্তানদের ধাত্রীর কাজসমূহ করবে (যেমন, অভ্যঞ্জন অর্থাৎ তৈলাদির দ্বারা অঙ্গমর্দন, উদ্বর্তন অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যাদির দ্বারা শরীর-বিলেপন, স্নপনাদি অর্থাৎ স্নানাদি কাজ করাবে)।

স্বামীর মিত্রগণকে প্রিয় ও হিতকর কাজের দ্বারা বশীভূত ক'রে তাদের মাধ্যমে স্বামীর কাছে নিজের ভক্তি প্রকাশ করবে।৬০-৬৪।

মূল। ধর্মকৃত্যেষু চ পুরশ্চারিণী স্যাদ্ ব্রতোপবাসয়োশ্চ।। ৬৫।।

পরিজনে দাক্ষিণ্যম্। ন চাধিকমাত্মানং পশ্যেৎ।। ৬৬।।

শয়নে তৎসাত্ম্যেনাত্মনোঽনুরাগপ্রত্যানয়নম্।। ৬৭।।

ন চোপালভেত বামতাং চ ন দর্শয়েৎ।। ৬৮।। যথা চ কলহিতঃ স্যাৎ কামং তামাবর্তয়েৎ।। ৬৯।।

অনুবাদ। দুর্ভাগা পত্নী শ্রাদ্ধ, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতি ধর্মীয় কাজে পুরশ্চারিণী (প্রারম্ভিকা বা অগ্রবর্তিনী) হবে এবং স্বামীর দ্বারা ক্রিয়মাণ ব্রত ও উপবাসাদিতে নিজেও বিশেষ তৎপর হবে।

স্বামীর পরিবারবর্গের প্রতি দাক্ষিণ্য বা অনুকূলতা প্রকাশ করবে। সপত্নী ও পরিজনদের কাছে নিজের বিষয়ে বিশেষ আধিক্য দেখাবে না অর্থাৎ নিজেকে বাড়ো ক'রে দেখাবে না ("should not hold too good an opinion of herself")।

[এগুলি তো হ'ল বাহ্য উপায়। এবার আভ্যন্তর উপায়সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—] স্বামীর সাথে শয়ন করার সময় তার রুচির আনুকুল্য ক'রে নিজের প্রতি স্বামীর অনুরাগ আকর্ষণ করবে অর্থাৎ রতিক্রিয়াদির ব্যাপারে স্বামী যেমন অভিযোগ করবে, তা এই দুর্ভগা পত্নীর অনীপ্সিত হ'লেও যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর সম্ভোগতৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করবে।] 'আমি তোমার প্রিয়া নই'— অভিমানভরে এ কথা ব'লে স্বামীকে কখনো তিরস্কার করবে না এবং নিজের গোপন অঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে স্বামীর প্রতি প্রতিকূলতা প্রদর্শন করবে না।

স্বামী যে সপত্নীর সাথে কলহ করবে, দুর্ভগা পত্নী সেই সপত্নীকে প্রবোধবাক্যের দ্বারা বুঝিয়ে স্বামীর অভিমুখী করবে ("If her husband happens to quarrel with any of his other wives, she should reconcile them to each other.")।৬৫-৬৯।

মূল। যাং চ প্রচ্ছন্নাং কাময়েৎ তামনেন সহ সঙ্গময়েদ্ গোপয়েচ্চ।।৭০।।

যথা চ পতিব্রতাত্বমশাঠ্যং নায়কো মন্যেত তথা প্রতিবিদধ্যাদিতি দুর্ভগাবৃত্তম্।। ৭১।।

অনুবাদ। স্বামী যদি অন্য কোনও নারীকে (অর্থাৎ পরস্ত্রী বা কোনও অবিবাহিতা নারীকে) গুপ্তভাবে কামনা করে, ঐ দুর্ভগা স্ত্রী তার সাথে স্বামীর মিলন ঘটিয়ে দেবে এবং এই ব্যাপারটি গোপন রাখবে (এ ক্ষেত্রে দুর্ভগা স্ত্রী দুতীকার্যের দ্বারা অন্য রমণীকে স্বামীর সাথে সঙ্গত ক'রে দেবে)।

স্বামী যাতে ঐ দুর্ভগাস্ত্রীর পাতিব্রত্য ও সরলতা বুঝতে পারে, সে সেইভাবে প্রতিবিধান করবে (অর্থাৎ পতিব্রতাত্ব ও সারল্য প্রকাশের সহায়ক কাজ করবে)।

এই পর্যন্ত দুর্ভগাবৃত্ত-নামক প্রকরণ।৭০-৭১।

মূল। অন্তঃপুরাণাং চ বৃত্তমেতেষ্বেব প্রকরণেষু লক্ষয়েৎ।। ৭২।।

মাল্যানুলেপনবাসাংসি চাসাং কঞ্চুকীয়া মহত্তরিকা বা রাজ্ঞো নিবেদয়েয়ু দেবীভিঃ প্রহিতমিতি।। ৭৩।। তদাদায় রাজা নির্মাল্যমাসাং প্রতিপ্রাভৃতকং দদ্যাৎ।। ৭৪।। অলঙ্কৃতশ্চ স্বলঙ্কৃতানি চাপরাহ্নে সর্বাণ্যন্তঃপুরাণ্যেকধ্যেন পশ্যেৎ।। ৭৫।।

অনুবাদ। (এখন আন্তঃপুরিক-বৃত্ত প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে—)

অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদের কর্তব্য উপরি উক্ত প্রকরণগুলির মধ্যেই লক্ষ্য করবে অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রকরণগুলিতে জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা সপত্নীদের যে আচরণ বর্ণিত হয়েছে সেই বর্ণনা অনুসারেই অন্তঃপুরের রাণীদের আচরণ বুঝে নিতে হবে। [একচারিণী প্রকরণ থেকে দুর্ভগাবৃত্ত প্রকরণ পর্যন্ত যে কয়টি প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের অন্তঃপুরিকাদের আচরণ তার দ্বারাই বোঝানো হয়েছে। কারণ, আন্তঃপুরেও একচারিণী ও জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা আছে। তাই পৃথক্ ভাবে আর তা বলার প্রয়োজন নেই। যথাস্থানে অবশ্য অন্তঃপুর বিষয়ের অন্যান্য বক্তব্য বিবৃত হবে। রাজার অন্তঃপুরিকাদের বিষয়ে যে সব বিশেষ বক্তব্য আছে, তা-ই এখন বলা হচ্ছে। এই জন্যই এক প্রকরণের নাম আন্তঃপুরিকম্।]

অন্তঃপুরিকাগণের কঞ্চুকিগণ (অন্তঃপুরাধ্যক্ষ বৃদ্ধ গুণী ব্রাহ্মণ) বা **মহত্তরিকাগণ** (অন্তঃপুররক্ষিকা সচ্চরিত্রা বৃদ্ধা রমণী) অন্তঃপুরের রমণীদের কাছ থেকে মালা, অনুলেপন ও বস্ত্রাদি নিয়ে এসে রাজার কাছে অর্পণ করবে এবং বলবে—দেবীগণ এইসব প্রেরণ করেছেন। রাজা (অনুরাগ দেখানোর উদ্দেশ্যে) সেই সব বস্তু গ্রহণ ক'রে অন্তঃপুরিকাগণকে প্রত্যুপহারস্বরূপে নির্মাল্য প্রদান করবেন (অথবা, রাজা নিজের দ্বারা ধৃত মালা-অনুলেপনাদি বস্তু সেই সব অন্তঃপুরিকাদের কাছে পাঠাবেন, যারা রাজার কাছে মালা প্রভৃতি পাঠিয়েছে)। রাজা নিজে অলঙ্কৃত হ'য়ে অপরাহ্নে অলঙ্কৃত সকল অন্তঃপুরিকাগণকে একসঙ্গে দর্শন করবেন।৭২-৭৫।

মূল। তাসাং যথাকালং যথার্হং চ স্থানমানানুবৃত্তিঃ সপরিহাসাশ্চ কথাঃ কুর্যাৎ।। ৭৬।। তদনন্তরং পুনর্ভুবস্তথৈব পশ্যেৎ।। ৭৭।। ততো বেশ্যা আভ্যন্তরিকা নাটকীয়াশ্চ।। ৭৮।। তাসাং যথোক্তকক্ষাণি স্থানানি।। ৭৯।।

অনুবাদ। যথাকালে ও যথাযোগ্যভাবে অন্তঃপুরিকাগণের সাথে তাদের কুল, বয়স ইত্যাদি অনুসারে রাজা নিয়োগ ও আদরের যথোচিত অনুবর্তন করবেন; এবং পরিহাসের সাথে কথা বলবেন ("then having given to each of them such a place and such respect as may suit the occasion and as they may deserve, he should carry on with them a cheerful conversation") । (পরিণীতা অন্তঃপুরিকাদের সাথে এইরকম ব্যবহার করণীয়)। পরিণীতা অন্তঃপুরিকাদের সাথে এইরকম ব্যবহারের পর রাজা সেইভাবে ও সেইরূপেই পুনর্ভূস্ত্রীগণকে দর্শন করবেন (অর্থাৎ তাদের একসঙ্গে দর্শন করবেন, এবং নিয়োগ ও আদরের অনুবর্তন করবেন)। তারপর আভ্যন্তরিকা ও নাটকীয়া বেশ্যাগণকে দর্শন করবেন [**আভ্যন্তরিকা** বেশ্যাদের জন্য পৃথক্ অন্তঃপুর থাকে, তারা অন্য পুরুষের নয়নের অন্তরালে অবস্থান করে। **নাটকীয়া** বেশ্যাগণ অভিনয়াদিনিপুণা ও সকলের দর্শনযোগ্যা হয়। এদেরও অন্তঃপুর থাকে, কিন্তু তা আভ্যন্তর বেশ্যাদের অন্তঃপুরের বহিঃপ্রদেশে স্থাপিত হয়।] তাদের কক্ষও সেই ভাবে বিভক্ত হবে। [অর্থাৎ মধ্যে দেবীদের বাসস্থান, তার বাইরের কক্ষে পুর্নভূদের, তার বাইরের কক্ষে আভ্যন্তর-বেশ্যাদের ও তারও বাইরে নাটকীয়া বেশ্যাদের বাসস্থান হবে। এইসব কক্ষ পরপর পৃথক্ হবে। দেবীদের অর্থাৎ বিবাহিতা অন্তঃপুরিকাদের কক্ষে যে সব কঞ্চুকী এবং মহত্তরিকা থাকবে, তারা প্রধান ও তাদের মূল কাজ দেবীকক্ষের রক্ষণ। পুনর্ভূ-প্রভৃতির কক্ষের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা, প্রতিকক্ষেই এক একজন প্রধানা রক্ষিকা থাকবে। দেবীকক্ষের মহত্তরিকা এবং পুনর্ভূ-প্রভৃতির কক্ষের প্রত্যেক প্রধানা রক্ষিকার সাধারণ নাম **বাসকপালী**।]।৭৬-৭৯।

মূল। বাসকপাল্যস্তু যস্যা বাসকো যস্যাশ্চাতীতো যস্যাশ্চ ঋতুস্তৎপরিচারিকানুগতা দিবা শয্যোত্থিতস্য রাজ্ঞস্তাভিঃ প্রহিতমঙ্গুলীয়কাঙ্কমনুলেপনমৃতুং বাসকং চ নিবেদয়েয়ুঃ।। ৮০।।

অনুবাদ। যেদিন যে রানীর **বাসক** (রাজার সাথে সহবাসের জন্য নির্দিষ্ট রাত্রি) উপস্থিত, যে রাণীর বাসক অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং যে রাণীর ঋতুকাল উপস্থিত, তাদের পরিচারিকাদের সাথে মিলিত হ'য়ে তাদের দ্বারা প্রহিত (প্রেরিত) অঙ্গুরীয়ক ও অনুলেপন **বাসকপালীগণ** (অন্তঃপুরে রাজার ভোগবিলাসের ব্যবস্থায় নিযুক্ত রক্ষিকাগণ) অপরাহ্নে নিদ্রোত্থিত রাজাকে অর্পণ ক'রে ঋতুকাল ও বাসককথা বিজ্ঞাপিত করবে। [**বাসক** হ'ল বিশেষ বিশেষ রাণীর সাথে রাজার সহবাস করার

জন্য নির্দিষ্ট রাত্রি। কোন্ রাত্রিতে কোন্ রাণীর ঘরে রাজা বাস করবেন, তার একটা নিয়ম রাজা নিজেই ক'রে দিতেন। অবশ্য কারণবিশেষে তার ব্যতিক্রমও ঘটত। বাসকের প্রচলিত নাম **পালা**। নিয়ম অনুসারে যে দিন (রাত্রি) এক অন্তঃপুরিকার 'পালা', তিনি সেই দিন তাঁর পালার কথা নিজের পরিচারিকার মাধ্যমে বাসকপালীকে জানাবে; পরে যার পালা বাদ গিয়েছে অর্থাৎ সেদিন যে ঘরে রাজার বাস করা হয় নি সেই রাণীও নিজের পরিচারিকার দ্বারা বাসকপালীকে জানাবে, আর যে রাণী ঋতুস্নাতা তার পালার দিন না হলেও সেকথা জানাবে। তখন বিভিন্ন কক্ষের বাসকপালীরা মিলিত হ'য়ে রাজা যখন দিবানিদ্রা থেকে উঠবেন, সেই সময় পরিচারিকাদের সাথে রাজার কাছে উপস্থিত হবে এবং রাজাকে (সেবার জন্য) অনুলেপন ও (রাণীদের অভিজ্ঞানার্থ) অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দেবে।]।৮০।

মূল। তত্র রাজা যদ্‌গৃহ্ণীয়াৎ তস্যা বাসকমাজ্ঞাপয়েৎ।। ৮১।। উৎসবেষু চ সর্বাসামনুরূপেণ পূজাপানকং চ সঙ্গীতদর্শনেষু চ।। ৮২।।

অন্তঃপুরচারিণীনাং বহিরনিষ্ক্রমো বাহ্যানাং চাপ্রবেশঃ। অন্যত্র বিদিতশৌচাভ্যঃ।। ৮৩।।

অপরিক্লিষ্টশ্চ কর্মযোগ ইত্যান্তঃপুরিকম্।। ৮৪।।

অনুবাদ। ভেট্‌রূপে আনীত বস্তুগুলির মধ্য থেকে রাজা যে দিনে যে রাণীর অঙ্গুরীয়কাদি গ্রহণ করবেন, সেই রাত্রি সেই রাণীর গৃহে 'বাসক' আজ্ঞাপিত হবে [অর্থাৎ সেই রাণীর পরিচারিকা রাণীকে গিয়ে জানাবে যে, রাজা আজ রাত্রে তার শয়নগৃহে তার সাথে শয়ন করবেন। এই অঙ্গুরীয়কাদি গ্রহণই রাজার সেই রাত্রিতে সেই গৃহে গমনের ও শয়নের সঙ্কেত বা আজ্ঞা। রাজা নিজের অনুচর, ভৃত্য ও ঐ রাণীর পরিচারিকাকেও সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়ে রাখবেন।]

অন্তঃপুরের নানা উৎসবে এবং সংগীতগোষ্ঠীতে রাজা সকল অন্তঃপুরিকাকেই উপযুক্ত বসনভূষণাদি দান ক'রে পূজা অর্থাৎ সমাদর করবেন এবং **আপানকের** (অর্থাৎ মধু, মৈরেয়, সুরা, আসব ইত্যাদি মদ্যপানের) ব্যবস্থা সকল রাণীর জন্যই করবেন।

অন্তঃপুরচারিকাগণকে অন্তঃপুরের বাইরে নির্গমনের অনুমতি দেওয়া হয় না। আবার বাহ্যা নারী অর্থাৎ অন্তঃপুরের বাইরে সন্দিগ্ধচরিত্রের কোনও নারীকে অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু অন্তঃপুরের বাইরের যে নারী **বিদিতশৌচা** অর্থাৎ যার পবিত্র আচরণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সেই নারীর অন্তঃপুরে প্রবেশের

কোনও বাধা নেই।

রাজা অন্তঃপুরের রাণীদের সাথে এমন **কর্মযোগ** অর্থাৎ সহবাসকালে রতিক্রীড়া করবেন, তা যেন রাণীদের পক্ষে ক্লেশদায়ক না হয় [অর্থাৎ রাজা রাণীদের সাথে উচ্চকোটির কলাত্মক-বিধিসম্পন্ন সঙ্গম করবেন। এই সময় রাণী যদি কষ্ট পান তাহ'লে তিনি রাজার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন এবং তার ফলে দুজনেই সহবাসের আনন্দ ভোগ না করতে পারেন। এই নিয়ম অবশ্য সকল নারী পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য।] এইখানেই **আন্তঃপুরিকবৃত্ত** সমাপ্ত।৮১-৮৪।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।

পুরুষস্তু বহূন্ দারান্ সমাহৃত্য সমো ভবেৎ।
ন চাবজ্ঞাং চরেদাসু ব্যলীকান্ন সহেত চ।। ৮৫।।

একস্যাং যা রতিক্রীড়া বৈকৃতং বা শরীরজম্।
বিশ্রম্ভাদ্বাহপ্যুপালম্ভস্তমন্যাসু ন কীর্তয়েৎ।। ৮৬।।

অনুবাদ। [রাজার যেমন বহু স্ত্রী থাকে, জনপদবাসী অন্যান্য অনেক পুরুষেরই অনেক স্ত্রী থাকা অসম্ভব নয়। এখন বহুপত্নীক অন্যান্য পুরুষের কর্তব্যবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—]। এ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে। —

যে পুরুষ বহু স্ত্রীর পতি, তার সকল স্ত্রীর প্রতি সমদর্শী হওয়া কর্তব্য (অর্থাৎ কোনও একজন স্ত্রীর প্রতি স্নেহপরায়ণ বা কোনও স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনকারী হওয়া উচিত নয়)। এদের মধ্যে কাউকেই অবজ্ঞা করবে না। আবার কারোর **ব্যলীক** অর্থাৎ অপরাধ ক্ষমা করবে না। [কুরূপাকে অবজ্ঞা এবং সুন্দরী প্রেয়সীর অপরাধও ক্ষমা করলে বৈষম্য দোষ হয়। যে অপরাধের জন্য একজনকে ক্ষমা করবে, সেই অপরাধে অন্যকেও ক্ষমা করা উচিত।]

কোনও এক স্ত্রীর রতিক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য বা রতিক্রীড়ার সময় তার শরীরে উৎপন্ন বিকৃত ভাব বা তার সাথে প্রণয়কলহাদিজনিত তিরস্কার প্রভৃতি অন্য স্ত্রীর কাছে স্বামী বর্ণনা করবে না।৮৫-৮৬।

মূল। ন দদ্যাৎ প্রসরং স্ত্রীণাং সপত্ন্যাঃ কারণে ক্বচিৎ।
তথোপালভমানাং চ দোষৈস্তামেব যোজয়েৎ।। ৮৭।।

অন্যাং রহসি বিশ্রম্ভৈরন্যাং প্রত্যক্ষপূজনৈঃ।
বহুমানৈস্তথা চান্যামিত্যেবং রঞ্জয়েৎ স্ত্রিয়ঃ।। ৮৮।।

অনুবাদ। কলহের কারণ উপস্থিত হ'লেও পতি সপত্নীর প্রতি কোনও স্ত্রীর স্পর্ধা করার সুযোগ দেবে না। কোনও স্ত্রী যদি তিরস্কারের কারণ উল্লেখ ক'রে সপত্নীকে তিরস্কার করে, তাহ'লে পতি তিরস্কার-কারিণীকেই দোষীরূপে প্রতিপন্ন করবে।

এক পত্নীকে নির্জনস্থানে বিশ্বাস-উৎপাদক প্রণয়বাক্য দ্বারা, অন্যকে প্রকাশ্যে সম্মান দেখিয়ে এবং অন্যকে অতিশয় আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা—ইত্যাদিভাবে পতি নিজের উপর সকল স্ত্রীকে অনুরক্ত রাখার প্রযত্ন করবে।৮৭-৮৮।

মূল। উদ্যানগমনৈর্ভোগৈ র্দানৈস্তজ্জ্ঞাতিপূজনৈঃ।
রহস্যৈঃ প্রীতিযোগৈশ্চেত্যেকৈকামনুরঞ্জয়েৎ।। ৮৯।।

যুবতিশ্চ জিতক্রোধা যথাশাস্ত্রপ্রবর্তিনী।
করোতি বশ্যং ভর্তারং সপত্নীশ্চাধিতিষ্ঠতি।। ৯০।।

অনুবাদ। উদ্যানগমন, ভোগবিলাস, ভূষণাদি-উপহারপ্রদান, পত্নীর পিতৃকুলের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি, এবং অন্যের অজ্ঞাতে প্রীতিযোগের দ্বারা রতির আনন্দবিধান ক'রে পতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক পত্নীর অনুরাগ বৃদ্ধি করবে।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রিত ক'রে কামশাস্ত্রের বিধান অনুসারে ব্যবহাররতা যুবতি স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত করতে পারে এবং সকল সপত্নীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে।৮৯-৯০।

শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ভার্যাধিকারিকে তৃতীয়েঽধিকরণে সপত্নীষু জ্যেষ্ঠাবৃত্তং কনিষ্ঠাবৃত্তং পুনর্ভূবৃত্তং দুর্ভগাবৃত্তম্ আন্তঃপুরিকং পুরুষস্য বহ্বীষু প্রতিপত্তিঃ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

'ভার্যাধিকারিক' নামক তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

চতুর্থমধিকরণম্ ঃ বৈশিকম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

সহায়গম্যাগম্যচিন্তা গমনকারণং গম্যোপাবর্তনম্।

[পূর্ব পূর্ব অধিকরণে ভার্যা, পরস্ত্রী এবং পুনর্ভূ-এই তিন প্রকার নায়িকার সাথে সমাগমের উপায় বর্ণিত হয়েছে। **বৈশিক**-নামক এই অধিকরণে বেশ্যাদের সাথে সমাগমোপায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হচ্ছে। বেশ্যাদের সাথে সমাগমের উপায় এবং সেবিষয়ে পূর্বাপর বিচার করার আগে বেশ্যাদের দ্বারা পুরুষকে বশীভূত করার উপযোগী সহয়ক-নিরূপণ করা হচ্ছে এবং এই সহায়-নিরূপণ ব্যাপার সম্পন্ন হ'লে বেশ্যাদের সাথে সমাগমব্যাপার সংসাধিত হ'তে পারবে। সহায়ক নিরূপিত হওয়ার পর, বেশ্যাগণ কিভাবে গমনীয় পুরুষকে নিজেদের আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে তা **গাম্যোপাবর্তন** প্রকরণে আলোচিত হয়েছে।]

মূল। বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতি র্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ।। ১।। রতিতঃ প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্।। ২।। তদপি স্বাভাবিকবৎ রূপয়েৎ।। ৩।। কামপরাসু হি পুংসাং বিশ্বাসযোগাৎ।। ৪।। অলুব্ধতাঞ্চ খ্যাপয়েৎ তস্য নিদর্শনার্থম্।। ৫।। ন চানুপায়েনার্থান্ সাধয়েদায়তিসংরক্ষণার্থম্।। ৬।। নিত্যমলঙ্কারযোগিনী রাজমার্গাব-লোকিনী দৃশ্যমানা ন চাতিবিবৃতা তিষ্ঠেৎ, পণ্যসধর্মত্বাৎ।। ৭।।

অনুবাদ। [পুরুষ ও বেশ্যা - দুজনেই রতিক্রীড়ায় সমান পারদর্শী এবং উভয়েরই রতিজনিত লাভ সমান, তবুও বেশ্যা হ'ল প্রয়োগকর্ত্রী। (অর্থাৎ কামকলার প্রয়োগব্যাপারে বেশী নিপুণা), সুতরাং রতিফলে বেশ্যারই বেশী অধিকার, পুরুষের নয়। তাছাড়া বেশ্যার জীবিকাই রতিফলের অধীন। বেশ্যা তার স্বভাববশেই রতি এবং জীবিকার জন্য পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। অতএব এব্যাপারে পুরুষকে নিজের উদ্যোগে বেশ্যার দিকে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।]

সৃষ্টির প্রথমাবস্থা থেকেই পুরুষের সাথে সম্ভোগে রুচি এবং জীবিকার জন্য বেশ্যাগণের ধনসংগ্রহে প্রবৃত্তি চলে আসছে।

রতির কারণে বেশ্যাকর্তৃক যে পুরুষকে কাছে টানার প্রবৃত্তি, তা স্বাভাবিক; আর ধনার্জনের জন্য যে পুরুষগ্রহণপ্রবৃত্তি, তা কৃত্রিম (কারণ, এ ক্ষেত্রে বেশ্যাদের মধ্যে অনুরাগের অভাব থাকে)। বেশ্যার কর্তব্য হ'ল, ঐ কৃত্রিম প্রবৃত্তিকেও স্বাভাবিকের

মত ক'রে দেখানো। কারণ, কামাসক্ত রমণীতেই পুরুষেরা বিশ্বাস স্থাপন করে। বেশ্যারা (স্বাভাবিকভাবে দেখানোর জন্য) অনুরাগপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পুরুষের কাছ থেকে ধনার্জনের সময় লোভহীন-ভাব প্রদর্শন করবে। আয়তির অর্থাৎ পরিণাম-মঙ্গলের জন্য (মতান্তরে, নিজের প্রভাব রক্ষার জন্য) বেশ্যা উপায়হীন ভাবে অর্থার্জন করবে না। (উপায় কি, তা পরে বলা হচ্ছে)।

বেশ্যা সকল সময়েই অলঙ্কৃতা হ'য়ে থাকবে, রাজপথের দিকে (লোকের যাতায়াতের প্রতি) দৃষ্টি রাখবে, এবং এমন জায়গায় বসবে যেন যাতায়াতকারী লোক তাকে সহজেই দেখতে পায়, অথচ অত্যন্ত প্রকাশ্য স্থানে বসবে না; কারণ, বেশ্যা হ'ল পণ্যতুল্য। [বিক্রেয় দ্রব্য যেমন লোককে দেখাতেও হয়, অথচ কিছু পরিমাণে ঢেকে রাখতে হয়, বেশ্যাও সেইভাবে থাকবে; অবাধে যা সকল সময় দেখা যায়, তা দেখার জন্য ঔৎসুক্য থাকে না।]।১-৭।

মূল। যৈ র্নায়কমাবর্জয়েৎ অন্যাভ্যশ্চাবচ্ছিন্দ্যাৎ আত্মনশ্চানর্থং প্রতিকুর্যাৎ অর্থঞ্চ সাধয়েৎ ন চ গম্যৈঃ পরিভূয়েত, তান্ সহায়ান্ কুর্যাৎ।। ৮।।

তে ত্বারক্ষকপুরুষা ধর্মাধিকরণস্থা দৈবজ্ঞা বিক্রান্তাঃ শূরাঃ সমানবিদ্যাঃ কলাগ্রাহিণঃ পীঠমর্দবিটবিদূষক-মালাকার-গান্ধিক-শৌণ্ডিক-রজক-নাপিত-ভিক্ষুকা স্তে চ তে চ কার্যযোগাৎ।। ৯।।

অনুবাদ। বেশ্যারমণী এমন ব্যক্তিদের নিজের সহায়করূপে (অর্থাৎ কার্যসাধকরূপে) সংগ্রহ করবে, যাদের সাহায্যে নায়ককে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে; বা যারা অন্যান্য নারীদের থেকে নায়ককে বিযুক্ত ক'রে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে; বা যারা ঐ বেশ্যারমণীর নিজের অর্থক্ষতির প্রতিকার করতে সমর্থ হয়; এবং যারা (যে ব্যক্তিরা) ঐ বেশ্যার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আগত পুরুষগণকে পরাভব বা অনাদর না করে।

নগরপাল প্রভৃতি রক্ষী পুরুষ, ধর্মাধিকরণস্থ (অর্থাৎ শাসনাধিকারী), জ্যোতিষী, সাহসী, বলবান, সহপাঠী, কলা-শিষ্য, পীঠমর্দ, বিট, বিদূষক, মালাকার, গান্ধিক (গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা), শৌণ্ডিক (মদ্যবিক্রেতা), রজক, নাপিত এবং ভিক্ষুক—এরাই বিশেষ বিশেষ কার্যসাধনহেতু বেশ্যারমণীর সহায়ক হওয়ার যোগ্য।

[যারা বেশ্যারমণীর সহায়ক হবে, ঐ রমণী প্রিয় ও হিতবাক্যের আচরণের দ্বারা তাদের সন্তুষ্ট রাখবে, কিন্তু কখনোই সহায়কের সাথে অভিগমন করবে না, কারণ, তাহ'লে ঐ সহায়কগণ স্বার্থই দেখবে এবং বেশ্যাদের জন্য কোনও প্রয়োজনীয় কাজ করবে না।]।৮-৯।

মূল। কেবলার্থাস্ত্বমী গম্যাঃ - স্বতন্ত্রঃ পূর্বে বয়সি বর্তমানো বিত্তবানপরোক্ষবৃত্তিরধিকরণবানকৃচ্ছ্রাধিগতবিত্তঃ সঙ্ঘর্ষবান্ সন্ততায়ঃ সুভগমানী শ্লাঘনকঃ পণ্ডকশ্চা পুংশব্দার্থী সমানস্পর্ধী স্বভাবতস্ত্যাগী রাজনি মহামাত্রে বা সিদ্ধো দৈবপ্রমাণো বিত্তাবমানী গুরূণাং শাসনাতিগঃ সজাতানাং লক্ষ্যভূতঃ সবিত্তৈকপুত্রো লিঙ্গী প্রচ্ছন্নকামঃ শূরো বৈদ্যশ্চেতি।। ১০।।

অনুবাদ—[গম্য নায়ক দুই প্রকার—**কেবলার্থ** এবং **প্রীতিযশোঽর্থ**। যে সব নায়কের কাছ থেকে বেশ্যারা কেবলমাত্র অর্থদোহনই করে, বেশ্যাদের অন্তরের প্রীতির সাথে যেসব নায়কের বিন্দু মাত্র সম্বন্ধ নেই, তারাই **কেবলার্থ**। আর যে সব নায়কের সংসর্গে থাকলে প্রীতি ও যশঃ লাভ হয়, তারা **প্রীতিযশোঽর্থ**। ক্রমে এই দুইপ্রকার নায়কের স্বরূপ বর্ণিত হচ্ছে।]

'কেবল' অর্থাৎ প্রীতিরহিতভাবে অর্থলাভই যাদের কাছ থেকে লাভ করা বেশ্যাদের উদ্দেশ্য যেখানে সেই 'কেবলার্থ' গম্য নায়কেরা হ'ল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিরা—(১) **স্বতন্ত্র** অর্থাৎ স্বাধীন (গুরুজনের পরাধীন নয় যে ব্যক্তি), (২) প্রথম বয়সে বর্তমান অর্থাৎ যুবক, (৩) ধনবান, (৪) যার বৃত্তি সকলেরই প্রত্যক্ষগোচরে অবস্থিত, (৫) অর্থাধিকারে অর্থাৎ রাজার অর্থভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, (৬) অকৃচ্ছ্রের সাথে অর্থাৎ কষ্ট না ক'রে যাকে ধনোপার্জন করতে হয় নি, (৭) স্পর্ধাবান্, (৮) সতত আয়যুক্ত, (৯) নিজে দুর্ভাগ্য হওয়া সত্ত্বেও যে নিজেকে সৌভাগ্যযুক্ত ব'লে মনে করে, (১০) যে নিজের শ্লাঘা করা ভালবাসে (এবং এই অবস্থায় অন্যকে বহু জিনিস দান করে) , (১১) নপুংসক হওয়া সত্ত্বেও যে নিজের পুরুষত্ব খ্যাপনের জন্য বহু দ্রব্য দান করে, (১২) **সমানস্পর্ধী** অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুল, বিদ্যা, বিত্ত ও বয়সের কোনও একটি বিষয়ে স্পর্ধা করে, (১৩) স্বভাববশতঃ যে দানশীল, (১৪) রাজা ও মহামাত্রের কাছে যে গ্রাহ্যবচন, অর্থাৎ রাজা ও মহামাত্রগণ যার কথামত কাজ করে, (১৫) **দৈবপ্রমাণ** অর্থাৎ ভাগ্যবাদী; যে বিশ্বাস করে যে, ভাগ্যক্ষয়েই ধনক্ষয় হয়, উপভোগে নয়; অর্থাৎ যতই ধনভোগ কর না কেন, ভাগ্য যত দিন, ততদিন ধনের ক্ষয় হয় না, ভাগ্য ফুরোলেই সঞ্চিত ধন নষ্ট হয়ে যায়—এইরকম বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে **দৈবপ্রমাণ** বলা হয়, (১৬) **বিত্তাবমানী**— যে ব্যক্তি ধনের মমতা করে না অর্থাৎ ধনকে অগ্রাহ্য করে; সে মনে করে, যতদিন ধন আছে ততদিন মজা করি, যখন ধন ফুরিয়ে যাবে তখন অন্যের কাছে ভিক্ষা করব, (১৭) যে ব্যক্তি গুরুজনের শাসনাতিক্রান্ত অর্থাৎ অবাধ্য, (১৮) জ্ঞাতিগণের লক্ষ্য পাত্র অর্থাৎ যার ধনে উত্তরাধিকারী হ'তে জ্ঞাতিগণ ইচ্ছুক, অর্থাৎ

নির্বংশ ধনাঢ্য, (১৯) ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, (২০) সন্ন্যাসী; স্ত্রীপুত্র পালন করতে হয় না, অথচ ঔষধাদিপ্রদান দ্বারা যে অর্থসংগ্রহ করে এমন সন্ন্যাসী, যার কাছে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, (২১) **গুপ্তকামুক**—লোকনিন্দার ভয়ে যে ধনবান্ ব্যক্তি প্রকাশ্যে গণিকালয়ে যায় না, কিন্তু গোপনে যায়, (২২) শূর অর্থাৎ দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি শৌর্য প্রদর্শনের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি কোনও ধনীকে রক্ষা ক'রে অর্থসংগ্রহ করতে পারে এবং যে (২৩) **বৈদ্য**—যার চিকিৎসায় আরোগ্যের আশা করা যায়, সে যদি ধনবান্ নাও হয় তবুও গম্য, কারণ সে চিকিৎসা দান করে।।১০।।

মূল। প্রীতিযশোঽর্থাস্তু গুণতোঽধিগম্যাঃ।। ১১।।

মহাকুলীনো বিদ্বান্ সর্বসময়জ্ঞঃ সর্বরসজ্ঞঃ কবিরাখ্যানকুশলো বাগ্মী প্রগল্ভো বিবিধশিল্পজ্ঞো বৃদ্ধদর্শী স্থূললক্ষো মহোৎসাহো দৃঢ়ভক্তিরনসূয়কস্ত্যাগী মিত্রবৎসলো ঘটাগোষ্ঠী-প্রেক্ষণকসমাজসমস্যাক্রীড়নশীলো নীরুজোঽব্যঙ্গশরীরঃ প্রাণবান-মদ্যপো বৃষো মৈত্রঃ স্ত্রীণাং প্রণেতা লালয়িতা চ। ন চাসাং বশগঃ স্বতন্ত্রবৃত্তিরনিষ্ঠুরোঽনীর্ষ্যালুরনবশঙ্কী চেতি নায়কগুণাঃ।। ১২।।

অনুবাদ—বিশুদ্ধ প্রীতি ও যশের আকাঙ্ক্ষা করে যে সব বেশ্যা, তারা গুণবান্ (কলাকার প্রভৃতি) ব্যক্তিদের সাথে সংসর্গ করবে।

নায়কের গুণ হ'ল নিম্নরূপ—

অত্যন্ত অভিজাত বংশে উৎপন্ন; অ্যান্বীক্ষিকী প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্বান্; সকল প্রকার সংকেত বিষয়ে অভিজ্ঞ; সকলপ্রকার-রসজ্ঞ; কাব্যরচয়িতা; আখ্যান অর্থাৎ গল্পরচনায় কুশল; বাগ্মী; প্রগল্ভ অর্থাৎ প্রতিভাবান্; লেখ্যাদি-বিবিধশিল্পজ্ঞ; বিদ্যাবৃদ্ধ-বয়োবৃদ্ধ প্রভৃতির উপাসক; স্থূললক্ষ অর্থাৎ মহান্ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন; মহোৎসাহ অর্থাৎ শৌর্য, অমর্ষতা, শীঘ্রতা, দক্ষতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন; দৃঢ়ভক্তি; অসূয়াবর্জিত; ত্যাগশীল; মিত্রবৎসল; ঘটা, গোষ্ঠী, প্রেক্ষণক (নটাদিব্যাপার), সমাজ, সমস্যা ও অন্যান্য ক্রীড়ায় দক্ষ (ঘটা-গোষ্ঠী প্রভৃতি ১.৪.৫১-৫৩ তে ব্যাখ্যাত হয়েছে); নীরোগ; অবিকলাঙ্গ; প্রাণবান্ অর্থাৎ বলিষ্ঠ, অ-মদ্যপ; ব্যবায়ক্ষম (রমণীরঞ্জন); মৈত্র অর্থাৎ করুণাবান্ স্ত্রী-শিক্ষণে ও স্ত্রীশরীরপালনে পটু অথচ স্ত্রীলোকের বশীভূত নয়; স্বাধীনবৃত্তি; অনিষ্ঠুর অর্থাৎ দয়ালু; ঈর্ষাশূন্য; অনবশঙ্কী অর্থাৎ অহেতুক শঙ্কাযুক্ত বা সন্দেহযুক্ত নয়।—এইসব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই নায়কপদবাচ্য [আগে বলা হয়েছিল নায়কগুণ বৈশিকে বলা হবে। এখন তা কথিত হ'ল।]।১২।

মূল। নায়িকায়াঃ পুনঃ রূপযৌবনলক্ষণমাধুর্যযোগিনী গুণেষ্বনুরক্তা ন তথার্থেষু প্রীতিসংযোগশীলা স্থিরমতিরেকজাতীয়া বিশেষার্থিনী নিত্যমকদর্যবৃত্তি র্গোষ্ঠীকলাপ্রিয়া চেতি [নায়িকাগুণাঃ]।। ১৩।।

অনুবাদ—এখন (বেশ্যা-) নায়িকার গুণসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে—সুরূপা, যুবতী, সৌভাগ্যসূচকলক্ষণযুক্তা, মধুরভাষিণী, নায়কের গুণের প্রতি আসক্ত, অর্থে তাদৃশ অনুরাগ যার নেই, রতিযুক্ত সংভোগে যার স্বাভাবিক অভিরুচি ("she should take delight in sexual unions,resulting from love"), স্থিরবুদ্ধি ("of a firm mind"), একজাতীয়া (একপ্রকারা অর্থাৎ মায়াবিনী না হওয়া), বিশেষার্থিনী (যে কোনও বস্তুতে রুচিপ্রকাশ না ক'রে, যে বস্তুতে কিছু অসাধারণত্ব আছে, তা পেতে অভিলাষিণী), সর্বদা অকদর্যবৃত্তি ("free from avarice") এবং সর্বদা গোষ্ঠী ও কলার প্রতি অনুরাগিণী ("always have a liking for social gatherings, and for the arts")। যে নারীর এই সব গুণ আছে, সে নায়িকাপদবাচ্য।১৩।

মূল। বুদ্ধিশীলাচার আর্জবং কৃতজ্ঞতা দীর্ঘদূরদর্শিত্বম্ অবিসংবাদিতা দেশকালজ্ঞতা নাগরকতা দৈন্যাতিহাসপৈশূন্যপরিবাদ-ক্রোধলোভস্তম্ভচাপলবর্জনং পূর্বাভিভাষিতা কামসূত্রকৌশলং তদঙ্গ-বিদ্যাসু চেতি সাধারণগুণাঃ।। ১৪।। গুণবিপর্যয়ে দোষাঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। নায়ক ও নায়িকা উভয়ের সাধারণ গুণগুলি হ'ল—বুদ্ধি, শীল অর্থাৎ সুস্বভাবতা, দেশকালোচিত সমুদাচার, আর্জব অর্থাৎ অবক্রতা ("straightforward in behaviour"), কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ পূর্বোপকার-স্মরণ, দীর্ঘদর্শিতা ও দূরদর্শিতা (বিচক্ষণতা), অবিসংবাদিতা (অকলহপ্রিয়তা), দেশ ও কালের জ্ঞান (উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত কাল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা), নাগরকবৃত্তের অনুষ্ঠান, অযাচকতা, অতিহাস্যবর্জন, পৈশূন্য (malignity)-বর্জন, পরিবাদ (পরনিন্দা)-বর্জন, ক্রোধহীনতা, নির্লোভতা, স্তম্ভ (dullness)-বর্জন, চপলতা-বর্জন, পূর্বাভিভাষণ (যতক্ষণ অন্যে কথা না বলে, ততক্ষণ কথা বলা), কামশাস্ত্রে কৌশল এবং তার অঙ্গবিদ্যাতেও কৌশল। এগুলি নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই গুণ। এগুলির বিপরীত হলেই 'দোষ' ব'লে জানতে হবে।১৪-১৫।

মূল। ক্ষয়ী রোগী কৃমিশকৃদ্বায়সাস্যঃ প্রিয়কলত্রঃ পরুষবাক্ কদর্যো নির্ঘৃণো গুরুজনপরিত্যক্ত স্তেনো দম্ভশীলো মূলকর্মণি প্রসক্তো

মানাপমানয়োরনপেক্ষী দ্বেষ্যৈরপ্যর্থহার্যোঽতি লজ্জ (বিকল্পে-বিলজ্জ ইত্যগম্যাঃ।। ১৬।।

অনুবাদ। এখানে **অগম্য পুরুষদের** কথা বলা হচ্ছে—ক্ষয়ী (যক্ষ্মারোগী), রোগী ('রোগ' শব্দের দ্বারা সামান্য রোগ বোঝালেও এখানে 'কুষ্ঠ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অতএব 'রোগী' শব্দের অর্থ 'কুষ্ঠরোগগ্রস্ত'), ক্রিমিশকৃৎ (যে ব্যক্তির মলে সর্বদাই ছোট ছোট কৃমি থাকে;ফলে তার সাথে সংসর্গকারিণী স্ত্রীলোক জরাগ্রস্ত হয়), বায়সাস্য (যার খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই, অথবা, যার মুখ দুর্গন্ধ যুক্ত, অথবা, যে পুরুষ শুচি-অশুচি অভেদে যে কোনও স্ত্রীতে গমনকারী), প্রিয়কলত্র (যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে), পরুষবাক্ (যার বাক্য অত্যন্ত কঠোর), কদর্য (কৃপণ), নির্ঘৃণ (নির্দয়), মাতা-পিতা গুরুজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত, চোর, দম্ভশীল অর্থাৎ বঞ্চক, মূলকর্মে অর্থাৎ মারণ-বশীকরণাদিতে নিপুণ, যে ব্যক্তি মান ও অপমানের অপেক্ষা রাখে না, দ্বেষ্য ব্যক্তিরা অর্থের লোভ দেখিয়েও যাকে বশীভূত করতে পারে, ও অতিশয় লজ্জাযুক্ত ('বিলজ্জ' পাঠের অর্থ লজ্জাহীন)—এইসব পুরুষ কখনও গম্য হতে পারে না (অর্থাৎ এই সব পুরুষের সাথে স্ত্রীলোক সম্ভোগ করবে না)।১৬।

মূল। রাগো ভয়মর্থঃ সঙ্ঘর্ষো বৈরনির্যাতনং জিজ্ঞাসা পক্ষঃ খেদো ধর্মঃ যশোঽনুকম্পা, সুহৃদ্বাক্যং হ্রীঃ প্রিয়সাদৃশ্যং ধন্যতা রাগাপনয়ঃ সাজাত্যং সাহবেশ্যং সাতত্যমায়তিশ্চ গমনকারণানি ভবন্তীত্যাচার্যাঃ।।১৭।।

অনুবাদ। এখানে যে সব কারণে অভিগমন হ'তে পারে, তার কথা বলা হচ্ছে—

স্বাভাবিক অনুরাগ, অভিগমন না করলে পুরুষের দ্বারা তাড়িত হওয়ার ভয়, অর্থ (অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতি লাভের আশা), সঙ্ঘর্ষ অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা [যথা, দেবদত্তা ও অনঙ্গসেনা এই দুই নারীর মধ্যে কলাজ্ঞানের বিষয়ে পরস্পরের স্পর্ধা ছিল। পরে সুযোগ বুঝে দেবদত্তা অনঙ্গসেনার কাছ থেকে কলাবিদ্যার জ্ঞান আহরণ ক'রে স্পর্ধাপূর্বক মূলদেবকে নিজের প্রতি কামাসক্ত ক'রে সম্ভোগ করেছিলেন], বৈরনির্যাতন [যেমন, দুই নারীর মধ্যে বৈরিতা আছে। এদের মধ্যে একজন অন্যজনের প্রতি বদলা নেওয়ার জন্য তার প্রেমিককে সম্ভোগের জন্য আকর্ষণ করবে], জিজ্ঞাসা [অর্থাৎ 'এই ব্যক্তি বিদগ্ধ বা রসজ্ঞ ব'লে শোনা যায়; সেটি ঠিক কিনা' এইরকম মনে ক'রে তা জানার উদ্দেশ্যে কোনও নারীকর্তৃক ঐ পুরুষকে সম্ভোগের জন্য আহ্বান করা], পক্ষ (অর্থাৎ আশ্রয়; যাকে আশ্রয় ক'রে সম্ভোগ সাধিত হয়), খেদ অর্থাৎ পরিশ্রম (সম্প্রযোগ পরিশ্রমসাধ্য, পরিশ্রম সহ্য না করলে রতিজনিত ধর্ষণ সহ্য করা

যায় না), ধর্ম (দরিদ্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কোনও নারীর সাথে অভিগমনপ্রার্থী হ'লে তার অভিলায পূর্ণ করলে ঐ নারীর ধর্মলাভ হয়), যশ (কোনও বিশেষ তিথিতে কামসূত্র জ্ঞান প্রদান করলে, বিশেষ যশ হ'য়ে থাকে), অনুকম্পা ('তুমি যদি আমাকে সম্ভোগ না কর, তাহ'লে আমি আত্মহত্যা করব' এই কথা ব'লে নিজের প্রতি দয়া উদ্রেক করা), সুহৃদ্‌বাক্য ('আমার একজন প্রণয়ী এসেছেন, তার সাথে আজ শয়ন করতে হবে' এইরকম প্রিয়বাক্য বলা), লজ্জা (যিনি গুরুস্থানীয়, তিনি লজ্জায় অভিগমন ক'রে থাকেন), প্রিয়সাদৃশ্য ('ইনি আমার প্রেমিকের অনুরূপ, অতএব এঁর সাথে অভিগমন করা যায়'), ধন্যতা (পুরুষ যদি ধনী হয়, তার সাথে অভিগমনের ইচ্ছা), রাগাপনয় (স্ত্রীলোকের হঠাৎ কামোদ্রেক হ'লে, যে কোনও পুরুষের অভিগমনের দ্বারা তার উচ্ছলিত শুক্রধাতুর অপনয়ন করা), সাজাত্য (বিপন্না কুলনারী যদি কোনও পুরুষের সমানজাতীয়া হয় তাহ'লে তার সাথে অভিগমন করা যায়), সাহবেশ্য (অর্থাৎ 'এ আমার প্রতিবেশী' এই জ্ঞানে কোনও নারীর সাথে পুরুষের অভিগমন), সাতত্য (নারী ও পুরুষের সর্বদা একস্থানে থাকা), আয়তি অর্থাৎ প্রভাব (কোনও প্রভাবশালী পুরুষের অভিগমন করলে নিজেরও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এই জ্ঞান)—এই কারণগুলি থাকলে নায়িকা নায়কের সাথে মিলিত হয়, একথা আচার্যগণ ব'লে থাকেন।।১৭।।

মূল। অর্থোঽনর্থপ্রতীঘাতঃ প্রীতিশ্চেতি বাৎস্যায়নঃ।। ১৮।। অর্থে তু প্রীত্যা ন বাধেত অস্য প্রাধান্যাৎ।। ১৯।। ভয়াদিষু তু গুরুলাঘবং পরীক্ষ্যমিতি সহায়গম্যাগম্যকারণচিন্তা।। ২০।।

অনুবাদ। **বাৎস্যায়ন** বলেন-অর্থ, অনর্থের প্রতীঘাত এবং প্রীতি হ'ল সমাগমের কারণ। প্রীতি বা প্রেমের জন্য অর্থবিষয়ে বাধা উপস্থিত করবে না (অর্থাৎ যেখানে ধন ও প্রেম দুটিই যুগপৎ উপস্থিত হবে, সেখানে প্রেমবিষয় ত্যাগ ক'রে অর্থবিষয়কে স্বীকার করবে), কারণ, বেশ্যাদের পক্ষে অর্থই প্রধান। কিন্তু ভয়প্রভৃতিকে যে অভিগমনের কারণরূপে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে গুরু-লাঘবের পরীক্ষা করতে হবে (অর্থাৎ অর্থের ক্ষতির তুলনায় যেখানে ভয়ই প্রবল, সেখানে অর্থের বাধাদানও কর্তব্য, অন্যথা অর্থের ক্ষতি করবে না)।

এখানে **সহায়বিচার, গম্য ও অগম্য বিচার এবং গমনের কারণবিচার** সমাপ্ত হ'ল।।১৮-২০।।

মূল। উপমন্ত্রিতাপি গম্যেন সহসা ন প্রতিজানীয়াৎ। পুরুষাণাং সুলভাবমানিত্বাৎ।।২১।। ভাবজিজ্ঞাসার্থং পরিচারকমুখান্ সংবাহকগায়নবৈহাসিকান্ গম্যে তদ্‌ভক্তান্ বা প্রণিদধ্যাৎ, তদভাবে

পীঠমর্দাদীন্।। ২২।। তেভ্যো নায়কস্য শৌচাশৌচং রাগাপরাগৌ সক্তাসক্ততাং দানাদানে চ বিদ্যাৎ।। ২৩।। সম্ভাবিতেন চ সহ বিটপুরোগাং প্রীতিং যোজয়েৎ।। ২৪।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে সহায়াদি নিরূপণ ক'রে বেশ্যা-নায়িকা গমনীয় ব্যক্তিকে নিজের আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে। এজন্য **গম্যোপাবর্তন**-নামক প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে।

সমাগমের যোগ্য পুরুষের দ্বারা সমাগমের জন্য প্রার্থিতা হ'লেও বেশ্যা-নায়িকা সহসা ঐ পুরুষের সাথে সমাগম করতে সম্মত হবে না (কিন্তু ঐ পুরুষের দ্বারা যদি বার বার সমাগমের জন্য প্রার্থিতা হয়, তাহ'লে বেশ্যা তার কাছে যেতে পারে)। কারণ, পুরুষেরা সাধারণতঃ সুলভা নারীকে অবজ্ঞা করে। নায়কের মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বেশ্যা-নায়িকা তার শ্রেষ্ঠ পরিচারকদের, সংবাহক (শরীর মর্দনকারী)—গায়ন (তার কাছে কর্মরত সঙ্গীতশিল্পী)—বিদূষকদের, বা গম্য-নায়কের সেবকদের নায়কের সাথে সম্পর্ক গড়ার কাজে নিযুক্ত করবে। সংবাহক প্রভৃতির অভাব হ'লে অর্থাৎ তাদের সাহায্য না পেলে, পীঠমর্দ প্রভৃতিকে (অর্থাৎ পীঠমর্দ, বিট, মালাকার, গান্ধিক, শৌণ্ডিক প্রভৃতিকে) গম্য-নায়কের কাজে নিযুক্ত করবে। সেই নিযুক্ত লোকদের কাছ থেকে নায়কের শৌচ-অশৌচ, অনুরাগ-বিরাগ, আসক্তি-অনাসক্তি, দাতৃত্ব-কার্পণ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই জেনে নেবে। যে নায়কের প্রীতির সম্ভাবনা আছে বোঝা যাবে, তার সাথে বিটের মাধ্যমে প্রীতিযোগ ঘটাবে। [সাধারণ অধিকরণের ৪.৪৬-এ বিট-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। পীঠমর্দের জন্য দ্রষ্টব্য - সাধা.অধি.৪.৪৫; বিদূষকের জন্য দ্রষ্টব্য—ঐ. ৪.৪৭]।।২১-২৪।।

মূল। লাবককুক্কুটমেষযুদ্ধশুকসারিকাপ্রলাপনপ্রেক্ষণককলাব্যপদেশেন পীঠমর্দো নায়কং তস্যা উদবসিতমানয়েৎ। তাং বা তস্য।। ২৫।। আগতস্য প্রীতিকৌতুকজননং কিঞ্চিদ্দ্রব্যজাতং স্বয়মিদমসাধারণোপভোগ্যমিতি প্রীতিদায়ং দদ্যাৎ।। ২৬।। যত্র চ রমতে তয়া গোষ্ঠ্যৈনমুপচারৈশ্চ রঞ্জয়েৎ।। ২৭।।

অনুবাদ। এখন **প্রীতিযোগের বিধি** বলা হচ্ছে। বিটের দ্বারা প্রীতিযোজনা হ'লে, লাবকপাখীর যুদ্ধ, মুরগীর যুদ্ধ ও মেষযুদ্ধ প্রদর্শনের ছলে, শুক-সারিকাকে পাঠ শেখাবার ছলে, নাটকাদির অভিনয়-প্রদর্শনের ছলে এবং গীতাদি-কলাবিদ্যা শোনাবার ছলে পীটমর্দ ঐ বেশ্যা-নায়িকার বাড়ীতে নায়ককে আনবে; অথবা নায়িকাকে নায়কের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। নায়ক নায়িকার বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে তার প্রীতি ও

কৌতুকবর্দ্ধক কিছু দ্রব্যসম্ভার প্রেমোপহাররূপে নায়িকা নিজেই প্রদান করবে এবং নায়ককে বলবে—'এই দ্রব্যটি সাধারণের উপভোগ্য নয়' অর্থাৎ 'তুমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি, এই জিনিস্‌টি তোমার পক্ষেই উপযুক্ত'। এই ব্যাপারটির নাম **প্রীতিদায়**। কাব্যগোষ্ঠী বা কলাগোষ্ঠী, অর্থাৎ যেমন গোষ্ঠীতে নায়ক অত্যন্ত আসক্ত, সেইরকম গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান ক'রে এবং তার উপযুক্ত উপচার মালা-তাম্বূলাদির দ্বারা বেশ্যা-নায়িকা নায়ককে অনুরঞ্জিত করবে।২৫-২৭।

মূল। **গতে চ সপরিহাসপ্রলাপাং সোপায়নাং পরিচারিকামভীক্ষ্ণং প্রেষয়েৎ।। ২৮।। সপীঠমর্দায়াশ্চ কারণাপদেশেন স্বয়ং গমনমিতি গম্যোপাবর্তনম্।। ২৯।।**

অনুবাদ। তারপর নায়ক নিজের বাড়ীতে প্রস্থান করলে ঐ বেশ্যা-নায়িকা পরিহাসের সাথে আলাপচারিণী পরিচারিকার হাতে কিছু প্রেমোপহার দিয়ে নায়কের বাড়ীতে মাঝে মাঝে প্রেরণ করবে (এই রকম ভাবে উপহারপ্রেরণ ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে যতদিন না ঐ নায়ক আবার ঐ বেশ্যার বাড়ীতে উপস্থিত হবে)। কোনও আবশ্যকতার ছল ক'রে ঐ বেশ্যা পীঠমর্দকে সঙ্গে নিয়ে নায়কের কাছে উপস্থিত হ'তে পারে।

এই পর্যন্ত গম্যোপাবর্তন অর্থাৎ গম্য-নায়কের আকর্ষণ বর্ণিত হ'ল।২৮-২৯।

মূল। **ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—**

তাম্বূলানি স্রজশ্চৈব সংস্কৃতং চানুলেপনম্।
আগতস্যাহরেৎ প্রীত্যা কলাগোষ্ঠীশ্চ যোজয়েৎ।। ৩০।।

দ্রব্যাণি প্রণয়ে দদ্যাৎ কুর্যাচ্চ পরিবর্তনম্।
সম্প্রযোগস্য চাকূতং নিজেনৈব প্রযোজয়েৎ।। ৩১।।

প্রীতিদায়ৈরুপন্যাসৈরুপচারৈশ্চ কেবলৈঃ।।
গম্যেন সহ সংসৃষ্টা রঞ্জয়েৎ তং ততঃ পরম্।। ৩২।।

অনুবাদ। এই বিষয়ে কয়েকটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

নায়ক বেশ্যা-নায়িকার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লে বেশ্যা তাম্বূল (পান), মালা ও সুপরিষ্কৃত চন্দনাদি-অনুলেপন নায়ককে প্রীতিপূর্বক দান করবে, এবং কলাগোষ্ঠীসমূহের আয়োজন করবে (অর্থাৎ বয়স্যা প্রভৃতির সাথে মিলিত হ'য়ে নৃত্যাদি প্রদর্শন করাবে)।

প্রণয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে, প্রেম বৃদ্ধি করার জন্য ঐ বেশ্যা নায়ককে প্রীতি ও

কৌতুককর দ্রব্যসমূহ দান করবে, উত্তরীয়বস্ত্র বা অঙ্গুলীয়কের বিনিময় করবে (নায়কের প্রেম যদি প্রকটিত না হয়, তবে বেশ্যা-নায়িকা প্রণয়-সঞ্চারের জন্য প্রীতিকর ও কৌতুককর দ্রব্যের দান ও প্রণয়সূচক উত্তরীয়বস্ত্র ও অঙ্গুলীয়ক বিনিময় করার প্রয়াস করবে)। বেশ্যা-নায়িকা নিজের পরিজনদের দ্বারা নায়ককে সঙ্গমে প্রবৃত্তি-প্রদান করাবে।

প্রীতিদায়, পীঠমর্দাদির দ্বারা কৃত উপন্যাস (অর্থাৎ আজ রাতে আর বাড়ী যাবেন না, এখানেই শয়ন করুন—ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা), যে সব উপচার (উপহার) কেবলমাত্র মিলনের সূচক, সেই সব উপচারের দ্বারা বেশ্যা-নায়িকা গম্য-নায়কের সাথে মিলিত হ'য়ে, পরে অধিকমাত্রায় তার অনুরাগ বৃদ্ধি করবে।৩০-৩২।

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে সহায়গম্যাগম্যচিন্তা গম্যকারণং গম্যোপাবর্তনং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধিকরণের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

চতুর্থমধিকরণম্ ঃ বৈশিকম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

কান্তানুবৃত্তম্

[বেশ্যা নিজের প্রেমিকের সাথে কিভাবে প্রেম করবে, ঐ প্রেমকে কিভাবে সুদৃঢ় করবে ইত্যাদি ব্যাপার পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আরও স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে বেশ্যা-প্রেমিকা তার প্রেমিকের সাথে কেমন ব্যবহার করবে। বাৎস্যায়ন বেশ্যার মধ্যে স্ত্রীত্ব-গৌরব দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম তাকে একচারিণী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন—]

মূল। সংযুক্তা নায়কেন তদ্‌রঞ্জনার্থমেকচারিণীবৃত্তমনুতিষ্ঠেৎ।। ১।। রঞ্জয়েন্ন তু সজ্জেত সক্তবচ্চ বিচেষ্টেতেতি সংক্ষেপোক্তিঃ।। ২।। মাতরি চ ক্রূরশীলায়ামর্থপরায়াং চায়ত্তা স্যাৎ। তদভাবে মাতৃকায়াম্।। ৩।। সা তু গম্যেন নাতিপ্রীয়েত। প্রসহ্য চ দুহিতরমানয়েৎ।। ৪।। তত্র তু নায়িকায়াঃ সন্ততমরতি র্নির্বেদো ব্রীড়া ভয়ঞ্চ। ন ত্বেব শাসনাতিবৃত্তিঃ।। ৫।। ব্যাধিঞ্চ কৃতকমেকমনিমিত্তমজুগুপ্সিতমচক্ষুগ্রাহ্যমনিত্যং খ্যাপয়েৎ।। ৬।। সতি কারণে তদপদেশং চ নায়কানভিগমনম্।। ৭।। নির্মাল্যস্য তু নায়িকা চেটিকাং প্রেষয়েৎ তাম্বূলস্য চ।। ৮।।

অনুবাদ। বেশ্যা যে নায়কের সাথে সংযুক্ত হবে, একমাত্র তারই অনুগত হ'য়ে তার মনোরঞ্জনের জন্য একচারিণীবৃত্ত আচরণ করবে।

যদি একচারিণী না হয়, তাহ'লে বেশ্যার কর্তব্য হ'ল—সে নায়ককে আসক্ত করবে, কিন্তু নিজে আসক্তা হবে না, অথচ এমন ভাব দেখাবে যেন সে নায়কের প্রতি আসক্ত হয়েছে (অর্থাৎ আসক্তার মত সমস্ত চেষ্টাই প্রকাশ করবে)। এই হ'ল সংক্ষেপে বেশ্যাচরিত্র।

ক্রূরস্বভাব এবং অর্থগৃধ্নু মাতার অধীনে বেশ্যার বসবাস কর্তব্য (তাহ'লে সে মায়ের বচন অতিক্রম করতে পারবে না)।

মাতা না থাকলে, কোনও এক নারীকে কৃত্রিম মাতা সাজিয়ে বেশ্যা তার অধীনে থাকবে।

মাতা বা কৃত্রিম মাতা নায়কের প্রতি অতি প্রীত থাকবে না (বেশ্যা-পুত্রী কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তির সাথে অত্যন্ত প্রেম করে, এটি বেশ্যা-মাতা হ'তে দেবে না, কারণ, তাতে বেশ্যার ঘরে অর্থাগমের হানি হয়)।

কখনো কখনো ঐ মাতা বা কৃত্রিম মাতা, এক ব্যক্তির ঘরে দীর্ঘক্ষণ আছে যে বেশ্যা, তাকে জোর ক'রে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসবে (এবং একজন গম্য-নায়কের কাছ থেকে অন্য গম্য-নায়কের অভিমুখে পরিচালিত করবে)।

এই ব্যাপারের ফলে, বেশ্যা-নায়িকার সর্বদা অরতি (রম্য বস্তুতেও সুখহীনতা), নির্বেদ (বৈরাগ্য), ব্রীড়া (আমি কিভাবে আর মুখ দেখাবো-মনে ক'রে লজ্জা), ও ভয় (যে পুরুষকে আমি ত্যাগ করে এসেছি, সে আমাকে পরে কি বলবে—এই মনে ক'রে ভয়) হ'তে পারে।

কিন্তু অরতি প্রভৃতি হ'লেও মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করবে না।

মায়ের শাসনে যদি কোনও এক প্রেমিকের কাছ থেকে চলে আসতেই হয়, তাহ'লে ঐ বেশ্যা-নায়িকা নায়কের কাছে এমন একটি অনিন্দিত কৃত্রিম রোগের (যেমন, মাথাধরা) কথা বলবে, যে রোগ শরীরে হঠাৎ উপস্থিত হয়, যা চক্ষুর্গ্রাহ্য নয় এবং বহু কাল স্থায়ীও নয়।

মাতার দ্বারা বাধাদান বা অন্য কোনও কারণে যদি বিশেষ কোনও নায়কের কাছে বেশ্যার অনুপস্থিতি ঘটে, তাহ'লে ঐ উপরি উক্ত ব্যাধিকেই তার না-যাওয়ার কারণরূপে উল্লেখ করবে।

কিন্তু ঐ নায়কের দ্বারা উপভুক্ত মালাপ্রভৃতির নির্মাল্য (অর্থাৎ অবশেষ) কিংবা নায়কের কাছ থেকে কিছু তাম্বূল (পান) পাবার জন্য বেশ্যা তার দাসীকে নায়কের কাছে পাঠাবে ('আমি পীড়ায় কাতর, তোমার কাছে যেতে পারছি না, দাসী পাঠালাম, কিছু নির্মাল্য দিলে তার দ্বারাই আমার শোক নিবারণ করব'—এইরকম প্রার্থনা জানিয়ে নিজের দাসীকে পাঠাবে, এবং অন্য নায়কের কাছে রমণের জন্য যাবে)।।১-৮।।

মূল। ব্যবায়ে তদুপচারেষু বিস্ময়ঃ। চতুঃষষ্ঠ্যাং শিষ্যত্বম্। তদুপদিষ্টানাং চ যোগানামাভীক্ষ্ণ্যেনানুযোগঃ। তৎসাত্ম্যাৎ রহসি বৃত্তিঃ মনোরথানামাখ্যানম্। গুহ্যানাং বৈকৃতপ্রচ্ছাদনম্। শয়নে পরাবৃত্তস্যানুপক্ষেণম্। আনুলোম্যং গুহ্যস্পর্শনে। সুপ্তস্য চুম্বনমালিঙ্গনং চ।। ৯।।

অনুবাদ। নায়ক যখন বেশ্যার সাথে ব্যবায়ে অর্থাৎ মৈথুনে নিযুক্ত হবে তখন নায়ক যদি বেশ্যাকে সম্ভোগের আনুষঙ্গিক মদ বা পান জাতীয় দ্রব্য দান করে, তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বেশ্যা বিস্ময় প্রকাশ করবে (অর্থাৎ 'এর আগে এমন সুস্বাদু দ্রব্য আমি আস্বাদ করি নি' ইত্যাদি প্রকার কথা বলবে)। সম্ভোগের সময় কাম-কলায় অনভিজ্ঞতার ভাণ ক'রে ঐ বেশ্যা আগ্রহের সাথে নায়ককে বলবে, 'আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি। চতুঃষষ্টিকলার আমি কিছুই জানি না। আপনি যেমন বলবেন, আমি তেমনই করব'। নায়ক চৌষট্টি কলার মধ্যে যে সব কলার উপদেশ দেবে, বেশ্যাও বারবার তার অনুশীলনের জন্য নায়কের উপরই সেগুলি প্রয়োগ করবে। বেশ্যা যা করলে নায়কের সুখ হয় (যেমন কাপড়, বক্ষাবরণ প্রভৃতি খুলে ফেলা) , নির্জনে তারই অনুবৃত্তি করবে। তারপর বেশ্যা নিজের মনের অভিপ্রায় (যেমন, 'আমার মনের ইচ্ছা ছিল তোমার সাথে রাতে দীর্ঘসময় সুখে রমণ করতে পারবো; আজ আমার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হ'ল, ইত্যাদি প্রকার) নায়কের কাছে বর্ণনা করবে।

বেশ্যার গুপ্ত অঙ্গসমূহে (অর্থাৎ যোনি, উরু, স্তন, জঘন প্রভৃতিতে) যদি কিছু বিকৃতি বা বিকটতা দেখা যায়, তাহ'লে তা প্রচ্ছাদন করতে যত্ন করবে। নায়ক পাশ ফিরে শয়ন করলে, বেশ্যা স্নেহপ্রকাশের উদ্দেশ্যে নায়কের মুখোমুখি শয়ন করবে এবং তার দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করবে। নায়ক যদি বেশ্যার গুপ্তাঙ্গ (অর্থাৎ যোনি, স্তন, জঘন প্রভৃতি) স্পর্শ করে, তাহ'লে সে তাতে অনুকূলতা করবে (অর্থাৎ কোনরকম বাধা দেবে না)। নায়ক নিদ্রিত হ'লে বেশ্যা তাকে চুম্বনের ও আলিঙ্গনের প্রয়াস করবে।।৯।।

মূল। প্রেক্ষণমন্যমনস্কস্য। রাজমার্গে চ প্রাসাদস্থায়াস্তত্র বিদিতায়া ব্রীড়া শাঠ্যনাশঃ। তদ্দ্বেষ্যে দ্বেষ্যতা। তৎপ্রিয়ে প্রিয়তা। তদ্রম্যে রতিঃ। তমনু হর্ষশোকৌ। স্ত্রীষু জিজ্ঞাসা। কোপশ্চাদীর্ঘঃ। স্বকৃতেষ্বপি নখদর্শনচিহ্নেষু অন্যাশঙ্কা।। ১০।।

অনুবাদ। নায়ক যখন অন্যমনস্ক হ'য়ে কিছু দেখবে, সেই সময় বেশ্যা ঐ অন্যমনস্কতার কারণ বোঝার জন্য নায়ককে একদৃষ্টিতে দেখতে থাকবে। উৎকণ্ঠায় বা উদ্বেগে অন্যমনস্ক নায়ক যখন রাজপথে অবস্থান করবে, তখন বেশ্যা প্রাসাদ থেকে তাকে দেখবে এবং প্রাসাদস্থিতা বেশ্যা-নায়িকা নায়ককে দেখছে - যদি নায়ক পথ থেকে তা দেখতে পায়, তবে বেশ্যা অত্যন্ত লজ্জিত হবে। একেই বলে **শাঠ্যনাশ** অর্থাৎ শঠতাশঙ্কা-বিনাশের উপায় (অর্থাৎ প্রাসাদস্থিত বেশ্যা যদি মার্গস্থিত নায়কের

দ্বারা দৃষ্ট হ'য়ে লজ্জা প্রকাশ না করে, তাহ'লে বেশ্যার কপট প্রেম প্রকাশ হয়ে যাবে। কারণ, বেশ্যার প্রেম কখনো সহজ ও স্বাভাবিক হয় না)। নায়ক যাকে দ্বেষ করে, বেশ্যাও তার প্রতি দ্বেষ দেখাবে। যে ব্যক্তি নায়কের প্রিয়, তার প্রতি প্রিয়ভাব দেখাবে। নায়কের কাছে যে দ্রব্য রমণীয়, তার প্রতি অনুরাগ দেখাবে। নায়কের আনন্দে আনন্দ দেখাবে, এবং তার শোকে শোকাতুর হবে। নায়ক অন্য রমণীতে আসক্ত কিনা তা বোঝার জন্য গুপ্তচরপ্রভৃতি প্রয়োগের দ্বারা তা জানার ইচ্ছা করবে। নায়কের উপর কোপ করবে, কিন্তু তা অল্পসময়ের জন্য। নায়কের অঙ্গে নিজকৃত নখচিহ্ন বা দন্তচিহ্ন অন্যরমণীর দ্বারা সম্পাদিত ব'লে নায়কের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করবে।।১০।।

মূল। অনুরাগস্যাবচনমাকারতস্তু দর্শয়েৎ।

মদস্বপ্নব্যাধিষু তু নির্বচনম্। শ্লাঘ্যানাং নায়ককর্মণাং চ।। ১১।।

তস্মিন্ ব্রুবাণে বাক্যার্থগ্রহণম্।

তদবধার্য প্রশংসাবিষয়ে ভাষণম্।

তদ্বাক্যস্য চোত্তরেণ যোজনম্। ভক্তিমাংশ্চেৎ।। ১২।।

কথাসু অনুবৃত্তিরন্যত্র সপত্ন্যাঃ।। ১৩।।

নিঃশ্বাসে জৃম্ভিতে স্খলিতে পতিতে বা তস্য চার্তিমাশংসেত।। ১৪।।

অনুবাদ—বেশ্যা-নায়িকা যে নায়কের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখিয়ে থাকে, সে তা কথায় প্রকাশ করবে না, ভাব-ভঙ্গীতে তা দেখাবে (অর্থাৎ 'আমি তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, আমাকে সম্ভোগ কর'—এরকম কথা বলবে না; কিন্তু নিজে যে কামাতুরা তা ভাবভঙ্গীতে দেখাবে)।

যদি নায়িকার ভাবভঙ্গী নায়ক বুঝতে না পারে, তাহ'লে নায়িকা মত্ততাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় বা রোগের ভান ক'রে 'তোমাকে সম্ভোগ করতে না পেরেই আমি পীড়িত হ'য়ে পড়েছি' এই কথা প্রকাশ করবে। নায়ক যে সব দেবমন্দির-পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সব সৎকর্মের বিশেষ ভাবে বর্ণনা করবে।

নায়ক কোনও কথা বললে, নায়িকা তার তাৎপর্যগ্রহণে প্রয়াস করবে।

নায়কের কথার অর্থ অবধারণ ক'রে নায়িকা তার প্রশংসা করবে (অর্থাৎ 'যা বলেছ, তা অত্যন্ত সত্য; তোমার মতো লোকই এমন কথা বলতে পারে' এইরকম বলবে)।

নায়ক স্নেহশীল একথা বুঝতে পারলে নায়িকা নায়কের মুখের কথার ভাব বুঝে নায়কের কথার উত্তরে নিজেও কিছু কথা যোজনা করবে।

নায়কের প্রায় সকল কথারই অনুমোদন করবে, কেবল সপত্নী-সম্পর্কে কথার অনুমোদন করবে না।

নায়কের দীর্ঘনিঃশ্বাসে, জৃম্ভণে (হাই তুললে), স্খলনে (হোঁচট খাওয়া, পিছলে যাওয়া ইত্যাদি পাদস্খলনে), বা পতনে (মাটিতে পড়ে গেলে) সমবেদনা প্রকাশ করবে।।১১-১৪।।

মূল। ক্ষুতব্যাহৃতবিস্মিতেষু জীবেত্যুদাহরণম্।। ১৫।।
দৌর্মনস্যে ব্যাধিদৌহৃদাপদেশঃ।। ১৬।।
গুণতঃ পরস্যাকীর্তনম্।
ন নিন্দা সমানদোষস্য, দত্তস্য ধারণম্।। ১৭।।
বৃথাঽপরাধে তদ্ব্যসনে বাঽলঙ্কারস্যাগ্রহণমভোজনং চ।
তদ্‌যুক্তাশ্চ বিলাপাঃ।
তেন সহ দেশমোক্ষং রোচয়েদ্ রাজনি নিষ্ক্রিয়ং চ।। ১৮।।

অনুবাদ। নায়ক ক্ষুত করলে (অর্থাৎ হাঁচলে), ব্যাহৃত করলে (স্খলিতবাক্ বললে অর্থাৎ 'আমি মরে যাবো' এইরকম কথা বললে) বা 'আমার আয়ু তো অনেক হ'ল' এইরকম বিস্ময় প্রকাশ করলে বেশ্যা-নায়িকা নায়ককে স্নেহসূচক 'জীব' (বেঁচে থাকো) বলবে।

নায়ক যদি নিজের কোনও অনিষ্টসংবাদ শুনে মনে মনে বিষণ্ণ হয়, তাহ'লে বেশ্যা তার কারণ জিজ্ঞাসা করবে এবং নায়ক যদি বিষণ্ণতার কারণ বলে, তাহ'লে বেশ্যা নিজের ব্যাধিকামনা করবে।

নায়কের সামনে বেশ্যা অন্য পুরুষের গুণকীর্তন করবে না (তাহ'লে সে যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত, নায়ক তা জেনে যাবে)।

নায়কের সমদোষে দোষী ব্যক্তির (সেই দোষ উল্লেখ ক'রে) নিন্দা করবে না, (তা'হলে নায়ক মনে করবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তারই নিন্দা করা হচ্ছে)। নায়ক-প্রদত্ত তুচ্ছ বস্তুও বেশ্যা সাদরে গ্রহণ করবে।

নায়ক যদি বেশ্যার উপর মিথ্যা অপরাধ আরোপ করে, বা নায়কের রোগ বা পুত্রনাশাদি বিপদ উপস্থিত হয়, তা'হলে বেশ্যা বেশ-ভূষা ত্যাগ করবে এবং ভোজন

পরিত্যাগ করবে। এবং 'হায় হায়, এঁর কেন এমন বিপদ হ'ল' ইত্যাদি প্রকারে বহু বিলাপ করবে।

বেশ্যা সেই নায়কের সাথে স্বদেশত্যাগেও সঙ্কল্প জানাবে (অর্থাৎ নায়ককে সে এই রকম বলবে, 'আমার মায়ের স্বভাব অত্যন্ত খারাপ, তাই তুমি যদি আমাকে চুরি ক'রে অন্য দেশে নিয়ে যাও, তাহ'লে আমার শান্তি হয়'), আর, ঐ বেশ্যা যদি রাজার রক্ষিতা হয়, তাহ'লে রাজাকে অর্থপরিশোধ ক'রে তাকে দেশান্তরে নিয়ে যেতে নায়ককে বলবে।।১৫-১৮।।

মূল। সামর্থ্যমায়ুষস্তদবাপ্তৌ।। ১৯।।

তস্যার্থাধিগমেঽভিপ্রেতসিদ্ধৌ শরীরোপচয়ে বা পূর্বসম্ভাষিত ইষ্টদেবতোপহারঃ।। ২০।।

নিত্যমলঙ্কারযোগঃ, পরিমিতোঽভ্যবহারো গীতে চ নামগোত্রয়োগ্রহণম্।। ২১।।

অনুবাদ। বেশ্যা বলবে যে, নায়ককে পেয়ে তার জীবন সফল হয়েছে।

নায়কের অর্থলাভ, অভীষ্ট সিদ্ধি বা শরীরের পুষ্টি সম্পাদিত হ'লে, বেশ্যা বলবে যে, পূর্ব থেকে যে ইষ্টদেবতার আমি আরাধনা করেছি তাঁর প্রভাবে তোমার এই মঙ্গল-প্রাপ্তি। অতএব সেই ইষ্টদেবতাকে এখন আমি পূজা দেবো। বেশ্যা প্রতিদিন অলঙ্কার ধারণ করবে ও পরিমিত আহার গ্রহণ করবে, এবং গান করার সময় ভণিতার ছলে নায়কের নাম ও গোত্র গানের কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে।।১৯-২১।।

মূল। গ্লান্যামুরসি ললাটে চ করং কুর্বীত।। ২২।।

তৎসুখমুপলভ্য নিদ্রালাভঃ।

উৎসঙ্গে চাস্যোপবেশনং স্বপনং চ। গমনং বিয়োগে।। ২৩।।

তস্মাৎ পুত্রার্থিনী স্যাৎ। আয়ুষো নাধিক্যমিচ্ছেৎ।। ২৪।।

অনুবাদ। বেশ্যার শরীরের গ্লানি উপস্থিত হ'লে (অর্থাৎ শিরঃপীড়া বা জ্বর হ'লে) শয্যায় শায়িত হ'য়ে নিজের বুকে ও কপালে নায়কের হাত নিয়ে স্থাপন করবে।

নায়কের হাতের স্পর্শে সুখ অনুভব ক'রে ঘুমিয়ে পড়বে (অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ার ভান করবে)।

অথবা শয্যায় শয়ন না ক'রে নায়কের কোলে বসবে এবং ঘুমিয়ে পড়বে (অর্থাৎ ঘুমানোর ভান করবে)। নায়ক অন্য জায়গায় যেতে উদ্যত হ'লে বিচ্ছেদ আশঙ্কার ভান ক'রে পিছনে পিছনে যাবে।

বেশ্যা' তার প্রেমিক-নায়কের ঔরসে নিজগর্ভে পুত্রোৎপাদন কামনা করবে। নায়কের তুলনায় বেশী দিন বাঁচতে চাইবে না (অর্থাৎ ভণিতা ক'রে বলবে, 'তোমার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়')।২২-২৪।

মূল। এতস্যাবিজ্ঞাতমর্থং রহসি ন ব্রূয়াৎ।। ২৫।।
ব্রতমুপবাসং চাস্য নিবর্তয়েৎ ময়ি দোষ ইতি। অশক্যে স্বয়মপি তদ্রূপা স্যাৎ।। ২৬।।
বিবাদে তেনাপ্যশক্যমিত্যর্থনির্দেশঃ।। ২৭।।
তদীয়মাত্মীয়ং বা স্বয়মবিশেষেণ পশ্যেৎ।। ২৮।।
তেন বিনা গোষ্ঠ্যাদীনামগমনমিতি।। ২৯।।
নির্মাল্যধারণে শ্লাঘা উচ্ছিষ্টভোজনে চ।। ৩০।।
কুলশীলশিল্পজাতিবিদ্যাবর্ণবিত্তদেশমিত্রগুণবয়োমাধুর্যপূজা।। ৩১।।
গীতাদিষু চোদনমভিজ্ঞস্য।। ৩২।।
ভয়শীতোষ্ণবর্ষাণ্যনপেক্ষ্য তদভিগমনম্।। ৩৩।।

অনুবাদ। নায়কের অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ অজানা) কোনও বিষয় নির্জনে অন্য কারোর কাছে প্রকাশ করবে না।

নায়ক ব্রত - উপবাস করতে প্রবৃত্ত হ'লে, বেশ্যা তাকে বাধা দিয়ে বলবে— 'তুমি ওসব ক'রো না, ওসব না করলে যদি কোনও দোষ হয়, তা আমারই হবে'। এইরকম ব'লে নায়ককে ব্রত ও উপবাস থেকে নিবৃত্ত করবে; আর নিবৃত্ত করতে যদি বেশ্যা অসমর্থ হয়, তাহ'লে নিজেও সেইরকম ব্রতাদি করবে।

কোনও লোকের সাথে বেশ্যার কোনও বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হ'লে, সে নায়কের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে ঐ লোককে বলবে, 'তিনি একাজ পারেন না, তুমি তো ছার'।

নায়কের স্বজন ও নিজের স্বজনকে সমানভাবে দেখবে।

নায়কের সঙ্গ ছাড়া একা গোষ্ঠী প্রভৃতিতে যোগ দেবে না। নায়কের নির্মাল্য ধারণ ও তার উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে নিজের গৌরব ঘোষণা করবে।

নায়কের কুল উত্তম, চরিত্র শোভন, শিল্পকর্ম প্রকৃষ্ট, জাতি বিশুদ্ধ, বিদ্যা নির্মল, গায়ের রঙ্ উজ্জ্বল, ধন ন্যায়ানুসারে অর্জিত, দেশ পূজ্য, মিত্রগণ গুণশালী,

দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ শোভন, বয়স নবীন, ও বাক্য মধুর—এইরকম ভাবে নায়কের সব কিছুরই প্রশংসা করবে।

প্রেমিক-নায়ক যদি গান বাজনা করতে চায়, তা'হলে সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তার কাছে প্রেরণ করবে।

কখনো যদি প্রেমিক-নায়কের কাছে অভিসারে যেতে হয়, তাহ'লে ভয়, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতিকে উপেক্ষা ক'রে অভিগমন করবে।।২৫-৩৩।।

মূল। স এব চ মে স্যাদিত্যৌর্ধ্বদেহিকেষু বচনম্।। ৩৪।।
তদিষ্টরসভাবশীলানুবর্তনম্।। ৩৫।।
মূলকর্মাভিশঙ্কা।। ৩৬।।
তদভিগমনে চ জনন্যা সহ নিত্যো বিবাদঃ।। ৩৭।।
বলাৎকারেণ চ যদ্যন্যত্র তয়া নীয়তে তদা বিষমনশনং শস্ত্রং রজ্জুং বা কাময়েত।। ৩৮।।
প্রত্যায়নং চ প্রণিধিভি র্নায়কস্য।। ৩৯।।
স্বয়ং বাহত্মনো বৃত্তিগর্হণম্।। ৪০।।
ন ত্বেবার্থেষু বিবাদঃ।। ৪১।।
মাত্রা বিনা কিঞ্চিন্ন চেষ্টেত।। ৪২।।

অনুবাদ—প্রেমিক-নায়ককে ঐ বেশ্যা-রমণী বলবে, 'মৃত্যুর পরে জন্মান্তরেও যেন তোমাকেই পতিরূপে লাভ করি'।

নায়কের অভীপ্সিত রস, ভাব ও শীলের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ নিজেও ঐসব ভালবাসবে)।

'কে যেন বশীকরণবিদ্যার দ্বারা আমাকে তোমার নিতান্ত অপ্রিয়া করতে চাইছে'—নায়কের কাছে এইরকম মিথ্যা আশঙ্কা প্রকাশ করবে।

'আমি আমার নায়কের অনুগমন করব—তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?'—এই ব'লে ঐ বেশ্যা পার্শ্বস্থিত নায়ককে শুনিয়ে তার মায়ের সাথে কপট-কলহ করবে (এর ফলে নায়কের প্রতি তার অনুরাগ প্রকটিত হবে)।

যদি বেশ্যাজননী তাকে বলাৎকারে অন্য কোনও নায়কের কাছে নিয়ে যেতে চায়, তখন সেই বেশ্যা 'আমি বিষপান করব, অনশনে দেহত্যাগ করব, গলায় ছুরি দেব, গলায় ফাঁসি দেব'—এই রকম বার বার কামনা করবে (অর্থাৎ আপাতমৃত্যুর জন্য কথার মাধ্যমে কামনা করবে, কিন্তু ক্রিয়ার দ্বারা করবে না)।

(নায়ক যদি কাছে না থাকে তাহ'লে) চরের মাধ্যমে এই কামনাবিষয়ে নায়কের বিশ্বাস উৎপাদন করবে।

অথবা, নায়ককে শুনিয়ে নিজের বৃত্তির নিন্দা করবে (অর্থাৎ 'বেশ্যার কি কুৎসিৎ জীবিকা; একজন নায়কের সঙ্গে যখন প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হই, তখন মা অর্থলালসায় অন্য নায়কের সাথে আমাকে মিলিত করার উদ্দেশ্যে আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়;এই বেশ্যাজীবনকে ধিক্'—এই সব কথা ব'লে বেশ্যাবৃত্তির নিন্দা করবে)।

কিন্তু বেশ্যার আসল কাজ অর্থসংগ্রহ, সেই ব্যাপারে মায়ের সাথে বিবাদ করবে না (অর্থাৎ যেখানে অর্থলাভ হবে ব'লে মনে হবে এবং মা পরামর্শ দেবে, সেখানে যাবে)।

ফলতঃ মায়ের সম্মতি ছাড়া কোনও কাজ করবে না (মায়ের সাথে বিবাদ কেবল অভিনয়ের ছলে করবে)।৩৪-৪২।

মূল। প্রবাসে শীঘ্রাগমনায় শাপদানম্।। ৪৩।।

> **প্রোষিতে মৃজাহ্নিয়মশ্চালঙ্কারস্য প্রতিষেধঃ। মঙ্গলং ত্বপেক্ষ্যম্। একং শঙ্খবলয়ং বা ধারয়েৎ।। ৪৪।।**
>
> **স্মরণমতীতানাম্। গমনমীক্ষণিকোপশ্রুতীনাম্। নক্ষত্রচন্দ্র-সূর্যতারাভ্যঃ স্পৃহণম্।। ৪৫।।**
>
> **ইষ্টস্বপ্নদর্শনে তৎসঙ্গমো মমাস্ত্বিতি বচনম্।। ৪৬।।**

অনুবাদ। নায়ক পরদেশ গমন করলে একচারিণী বেশ্যা তাকে শীঘ্র ফিরে আসার জন্য 'দিব্য' দেবে ("she should make him swear that he will return quickly")।

নায়ক যতদিন বিদেশে থাকবে ততদিন ঐ বেশ্যা সাবান-তেল ইত্যাদির দ্বারা শরীর-সংস্কারে মনোযোগ দেবে না ("**মৃজাহ্নিয়মঃ** = শরীরাসংস্কৃতিঃ), এবং অলঙ্কার ধারণ করবে না, কেবল শাঁখা, মঙ্গলসূত্রজাতীয় সধবার মাঙ্গলিক চিহ্ন ত্যাগ করবে না। অথবা একটি মাত্র শঙ্খবলয় ধারণ করবে। [নায়কের প্রবাসকালে বেশ্যার পক্ষে এগুলি আচরণ করার কারণ, নায়কের মনস্তুষ্টি করা এবং তার ফলে নায়কের কাছ থেকে অর্থাগমের সুবিধা]।

নায়ক প্রবাসে থাকার সময় ঐ বেশ্যা নায়কের সাথে উপভোগসম্পর্কিত অতীত কথা স্মরণ করবে (অর্থাৎ অন্যের কাছে বলবে)। নায়কের শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের সাহায্যের জন্য ঈক্ষণিকাদের অর্থাৎ দৈবজ্ঞরমণীদের কাছে যাবে এবং তাদের কাছ

থেকে নায়কের **উপশ্রুতি** অর্থাৎ শুভ বা অশুভ বার্তা শোনার জন্য রাত্রিকালে তাদের রাড়ীতে যাবে ("উপশ্রুতিঃ= নিশীথে শুভাশুভপরিজ্ঞানার্থম্), এবং নক্ষত্র, চাঁদ ও সূর্যের অবস্থান দেখতে দেখতে স্পৃহা প্রকাশ করবে (অর্থাৎ লোক্‌কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে—নক্ষত্রাদি কত পুণ্য অর্জন করেছে, তাই তারা আমার নায়ককে দেখছে, নায়কও তাদের দেখছেন, হায়, কত পুণ্য, করলে চাঁদ, সূর্য বা নক্ষত্র হওয়া যায়, এইভারে স্পৃহা প্রকাশ করবে)। শুভ স্বপ্ন দেখে জনসমাজে প্রকাশ করবে এই স্বপ্ন সূচিত করছে যে প্রবাস থেকে নায়কের প্রত্যাগমনরূপ মঙ্গল অতিসত্বর অনুভূত হবে [প্রকৃত স্বপ্ন না দেখলেও ঐ বেশ্যা কৌশলে মিথ্যা স্বপ্নের কথা প্রতিবেশীদের কাছে বর্ণনা করবে]।৪৩-৪৬।

মূল। উদ্বেগোঽনিষ্টে শান্তিকর্ম চ।। ৪৭।। প্রত্যাগতে কামপূজা।। ৪৮।। দেবতোপহারাণাং করণম্।। ৪৯।। সখীভিঃ পূর্ণপাত্রস্যাহরণম্।। ৫০।। বায়সপূজা চ।। ৫১।। প্রথমসমাগমানন্তরং চৈতদেব বায়সপূজাবর্জম্।। ৫২।। সক্তস্য চানুমরণং ব্রূয়াৎ।। ৫৩।।

অনুবাদ। নায়কের কোনও অশুভসূচক সংবাদ শুনলে বেশ্যা-রমণী উদ্বেগ প্রকাশ করবে ও (ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে ইষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য) শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান করবে। নায়ক প্রবাস থেকে প্রত্যাগমন করলে ('কামদেবের অনুগ্রহেই নায়ক ফিরে এসেছেন' এইরকম ঘোষণা ক'রে) কামদেবের পূজা করবে। (নানা দেবতার কাছে নায়কের প্রত্যাগমনের জন্য ঐ বেশ্যারমণী মানত করেছিল; তাঁরা নায়ককে ফিরিয়ে এনে তার মান রেখেছেন—এই কথা জনসমক্ষে প্রকাশ ক'রে) ঐ সব দেবতার কাছে গিয়ে উপহার দেবে (এবং বলবে—'এই উপহারপ্রদান আমার মানত ছিল')। সখীদের মাধ্যমে তণ্ডুলাদিপূর্ণ পাত্র আহরণ ক'রে নায়ককে তা দান করবে। 'আমার প্রিয় ফিরে এলে তোকে যে পিণ্ড দান করব বলেছিলাম, তা এই নে'— এইরকম ব'লে **বায়সপূজা** করবে অর্থাৎ কাককে অন্নপিণ্ড দান করবে। নায়কের প্রত্যাগমনের পর তার সাথে প্রথম সমাগম হ'লে সে নায়ককেও ঐ সব কামপূজাদি করতে বলবে, কিন্তু কেবলমাত্র বায়সপূজা করতে বলবে না। নায়ক যখন আসক্ত হবে, তখন ঐ বেশ্যা-রমণী নায়কের মৃত্যু হ'লে সেও **সহমরণে** যাবে, এমন কথা বলবে।৪৭-৫৩।

মূল। নিসৃষ্টভাবঃ সমানবৃত্তিঃ প্রয়োজনকারী নিরাশঙ্কো নিরপেক্ষোঽর্থেষ্বিতি সক্তলক্ষণানি।। ৫৪।।

তদেতন্নিদর্শনার্থং দত্তকশাসনাদুক্তমনুক্তঞ্চ লোকতঃ শীলয়েৎ পুরুষপ্রকৃতিতশ্চ।। ৫৫।।

অনুবাদ। বেশ্যাতে আসক্ত ব্যক্তির ('a man sufficiently attached to a woman') লক্ষণসমূহ বলা হচ্ছে—

নিসৃষ্টভাব—যে নিজের বিবেকশক্তি বিসর্জন দিয়েছে এবং বেশ্যার সকল কথাতেই বিশ্বাস করে।

সমানবৃত্তি—আনন্দ ও মিলনে বেশ্যারমণীর সাথে যে নায়কের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমান।

প্রয়োজনকারী—যে পুরুষ বেশ্যারমণীর প্রয়োজন জানা মাত্রই তা সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করে।

নিরাশঙ্ক—ঐ রমণীর ব্যাপারে লোকতঃ ও ধর্মতঃ কোনও আশঙ্কাই যে রাখে না ('when he is quite free from any suspicion on her account')।

এবং **অর্থনিরপেক্ষ**—বেশ্যারমণীর কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে অর্থব্যয়ের কোনও কার্পণ্য করে না ('when he is indifferent to money with regard to her')।

আচার্য **দত্তক**-প্রণীত শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ক'রে নিদর্শনরূপে সংক্ষেপে বেশ্যা-কর্তৃক স্ত্রীর মতো আচরণ প্রদর্শিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে যা কিছু বলা হ'ল না তা ব্যবহারকুশল লোকের কাছে অবগত হবে এবং প্রতিটি পুরুষের আচরণ পর্যালোচনা ক'রে ("according to the custom of the people, and the nature of each individual man") জেনে নেবে।। ৫৪-৫৫।।

মূল। ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

সূক্ষ্মত্বাদতিলোভাচ্চ প্রকৃত্যাঽজ্ঞানতস্তথা।
কামলক্ষ্ম তু দুর্জ্ঞানং স্ত্রীণাং তদ্‌ভাবিতৈরপি।। ৫৬।।
কাময়ন্তে বিরজ্যন্তে রঞ্জয়ন্তি ত্যজন্তি চ।
কর্ষয়ন্ত্যোঽপি সর্বার্থান্ জ্ঞায়ন্তে নৈব যোষিতঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত বিষয়সম্পর্কে দুটি শ্লোক আছে।—

বারাঙ্গনাদের ইচ্ছালক্ষণ যে কোনও কাম অর্থাৎ প্রেম, তা লক্ষণাভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও দুর্জ্ঞেয়, কারণ, ঐ প্রেম স্বাভাবিক না কৃত্রিম তা জানতে পারা যায় না।

কারণ, স্বাভাবিক ও কৃত্রিমের যে পার্থক্য, তা অতি সূক্ষ্ম। বেশ্যাদের প্রেম পরকীয় হওয়ার জন্য তা সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষগম্য নয় এবং অনুমানেও তা জানা যায় না। আবার অর্থলোভের আধিক্যহেতু বেশ্যারা কৃত্রিম আসক্তিকে স্বাভাবিকের মতো দেখাতে পারে। আর যারা নায়ক, তারা নিজের কামুক স্বভাবের জন্য অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকে। তারা যতই চতুর হোক্ না কেন, নিজেরা প্রেমান্ধ হওয়ায় বেশ্যা নারীর ছলনা বুঝতে পারে না।

দেখা যায়, বারাঙ্গনারা কোনও একজন পুরুষকে কামনা করে, আবার পরক্ষণেই কৃত্রিম কেলিবশে তার প্রতিই বিরাগ পোষণ করে। এক সময়ে যে নায়কের মনোরঞ্জনে ব্যগ্র হয়, পরক্ষণেই সর্বস্ব আত্মসাৎ করেও তাকে পরিত্যাগ করে। অতএব বেশ্যানারীর চরিত্র বোঝা দুষ্কর।। ৫৬-৫৭।।

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিরণে কান্তানুবৃত্তং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধিকরণের 'কান্তানুবৃত্ত-নামক' দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।২।।

কামসূত্রম্

চতুর্থমধিকরণম্ ঃ বৈশিকম্

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্থাগমোপায়া বিরক্তলিঙ্গানি বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ নিষ্কাশনক্রমঃ

[অনুরক্ত নায়কের কাছ থেকে বেশ্যাদের অর্থ আহরণের কৌশল; বিরক্ত নায়কের চিহ্ন ('the signs of the change of a lover's feelings'); ত্যাজ্য নায়কের প্রতি বেশ্যার আচরণ; বিরক্ত নায়কের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার কৌশল।]

মূল। সক্তাদ্ বিত্তাদানং স্বাভাবিকমুপায়তশ্চ।। ১।। তত্র স্বাভাবিকং সঙ্কল্পাৎ সমধিকং বা লভমানা নোপায়ান্ প্রযুঞ্জীত ইত্যাচার্যাঃ।। ২।। বিদিতমপ্যুপায়ৈঃ পরিষ্কৃতং দ্বিগুণং দাস্যতীতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩।।

অনুবাদ। অর্থাগমোপায়-নামক প্রকরণ ঃ—

বারাঙ্গনাদের প্রতি যারা আসক্ত তাদের কাছ থেকে অর্থের আহরণ দুই প্রকার।—স্বাভাবিক (অযত্নসাধ্য) ও উপায়সাধ্য (প্রযত্নসাধ্য)। আগে যে সক্ত বা আসক্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হয়েছে, সেইরকম পুরুষের কাছ থেকে অর্থাহরণ স্বাভাবিক। আর যে সক্ত নয়, তার কাছ থেকে ধনাহরণ উপায়সাধ্য। **আচার্যগণ** বলেন,—স্বাভাবিকক্ষেত্রে যদি আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত অর্থলাভ হয়, তাহ'লে সেখানে উপায় প্রয়োগ করবে না। **বাৎস্যায়ন** বলেন,—যে ক্ষেত্রে অর্থাহরণ নিশ্চিত অর্থাৎ স্বাভাবিক ব'লে জানা যায় সেখানেও উপায়ের দ্বারা পরিষ্কৃত হ'লে (অর্থাৎ যদি উপায়ের সাথে স্বভাব ও প্রযত্ন মিলিত হ'য়ে অর্থাগমের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহ'লে) দাতা দ্বিগুণ ধন দান করবে। ("Vā-ātsyāyana lays down that though she may get some money from him by natural means yet when she makes use of artifice he gives her doubly more, and therefore artifice should be resorted to for the purpose of extorting money from him at all events.")।।১-৩।।

মূল। অলঙ্কার-ভক্ষ্য-ভোজ্য-পেয়-মাল্য-বস্ত্র-গন্ধদ্রব্যাদীনাং ব্যবহারিষু কালিকমুদ্ধারার্থমর্থপ্রতিনয়নেন তৎসমক্ষম্।। ৪।। তদ্বিত্ত-প্রশংসা।।

৫।। ব্রতবৃক্ষারামদেবকুলতড়াগোদ্যানোৎসবপ্রীতিদায়-ব্যপদেশঃ।। ৬।। তদভিগমননিমিত্তো রক্ষিভি শ্চৌরৈর্বাহ্লঙ্কার-পরিমোষঃ।। ৭।। দাহাৎ কুড্যচ্ছেদাৎ প্রমাদাদ্ ভবনে চার্থনাশ স্তথা যাচিতালঙ্কারাণাং নায়কালঙ্কারাণাং চ।। ৮।। তদভিগমনার্থস্য ব্যয়স্য প্রণিধিভি র্নিবেদনম্।। ৯।।

অনুবাদ। যে সব উপায় অবলম্বন ক'রে ধনগ্রহণ করলে অর্থলোভ প্রকাশ পাবে না, সেই সব উপায় দেখানো হচ্ছে—

অলঙ্কার, লড্ডু কাদি ভক্ষ্য, অন্নপ্রভৃতি ভোজ্য, সুরা-আসব প্রভৃতি পানীয়, পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত মাল্য, রেশমী-সুতী প্রভৃতি বস্ত্র, কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য এবং পান-সুপারী প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ বিক্রেতারা বিক্রয় করতে এলে বেশ্যা-রমণী নায়কের সামনেই বিক্রেতাদের কাছে পরিশোধের জন্য কোনও একটি সময় ঠিক ক'রে দিয়ে ঐ বিক্রেতাদের কাছ থেকে ঐ সব দ্রব্য গ্রহণ করবে (অর্থাৎ বেশ্যাকর্তৃক ঐ সব দ্রব্য কেনার আগ্রহাতিশয্য দেখে আসক্ত-নায়ক তখনই সেই সব দ্রব্যের মূল্য নিজেই প্রদান করবে; আর যে নায়ক আসক্ত নয়, সেও লজ্জার খাতিরে ঐ মূল্য দিয়ে দেবে)। নায়কের সামনেই নায়কের মূল্যবান বস্তুর প্রশংসা করবে (আসক্ত নায়ক বস্তুটির প্রতি বেশ্যার আগ্রহাতিশয্য দেখে নিজেই সেই বস্তুটি তাকে দান করবে)। ব্রতের ছল ক'রে—দান-পূজা-প্রভৃতির ছলে দ্রব্যক্রয়ের জন্য, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার ছলে, আরাম অর্থাৎ প্রমোদোদ্যান-প্রতিষ্ঠার ছলে, দেবালয় বা জলাশয় প্রতিষ্ঠার ছলে, উৎসব-পালন বা নিজের কোনও প্রিয় অতিথিকে প্রেমোপহার দেওয়ার ছলে নায়কের কাছ থেকে বেশ্যা অর্থ সংগ্রহ করবে। নায়কের বাড়ীতে অভিসার করতে যাওয়ার সময় নগররক্ষী ও চোরেরা তার সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ ক'রে নিয়েছে—এই রকম ছল ক'রে বেশ্যা এই কথা নায়ককে জানাবে (এবং নায়ক এই কথাকে সত্য ব'লে মনে ক'রে নতুন অলঙ্কার কিনে বেশ্যাকে দেবে)। গৃহদাহ, কুড্যচ্ছেদ (সিঁদ কাটা) বা বাড়ীর লোকের অনবধানতাবশতঃ বাড়ী থেকে অর্থনাশ হয়েছে ব'লে জানাবে (এই সব ঘটনা শুনে আসক্ত নায়ক বেশ্যাকে ক্ষতিপূরণবাবদ অনেক অর্থ দেবে)। উৎসবাদিতে বিশেষভাবে সাজসজ্জার জন্য অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া যে অলঙ্কার এবং নায়ক-প্রদত্ত অলঙ্কার ঐভাবে গৃহদাহাদির কারণে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে ব'লে জানাবে। আবার, ঐ নায়কের কাছে অভিসারে যাওয়ার সময় বন্ধুবান্ধবের সাথে আমোদপ্রমোদের জন্য ঐ সব অলঙ্কার ব্যয় করা হয়েছে—একথা বেশ্যা ছল ক'রে দূতের মাধ্যমে নায়ককে

জানাবে।৪-৯।

মূল। তদর্থমৃণগ্রহণম্। জনন্যা সহ তদুদ্ভবস্য ব্যয়স্য বিবাদঃ।। ১০।। সুহৃৎকার্যেষু অনভিগমনম্ অনভিহারহেতোঃ।। ১১।। তৈশ্চ পূর্বমাহৃতা গুরবোঽভিহারাঃ পূর্বমুপনীতাঃ পূর্বং শ্রাবিতাঃ স্যুঃ।। ১২।। উচিতানাং ক্রিয়াণাং বিচ্ছিত্তিঃ।। ১৩।। নায়কার্থং চ শিল্পিষু কার্যম্।। ১৪।।

অনুবাদ। নায়ক-সম্পর্কিত নিজের ব্যয়-নির্বাহের জন্য বেশ্যা অন্যের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করবে (এবং একথা কৌশলে নায়ককে জানাবে)।। (নায়ক যখন সামনে থাকবে, তখন) বেশ্যা নিজের মায়ের সাথে নায়ক-সম্পর্কিত ব্যয়ের কারণে বিবাদ ঘটাবে (অর্থাৎ) বেশ্যাজননী যখন বেশ্যাকে জিজ্ঞাসা করবে—"এত টাকা তুমি ধার করলে কেন? শোধ দেবে কেমন করে)" তখন বেশ্যা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মায়ের সাথে বিবাদ করবে। নায়ক এই সব শুনে বেশ্যাকে টাকা দেবে)। বেশ্যা তার বা নায়কের বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে উৎসবাদি উপলক্ষে যাওয়ার প্রসঙ্গ হ'লে, তার যৌতুক-অলঙ্কারাদি উপহার দেওয়ার ক্ষমতা নেই ব'লে (অভিহারঃ উপায়নং তন্মম নাস্তীতি) ছল ক'রে নায়ককে জানাবে; অথচ সেই বেশ্যা আগে থেকেই নায়ককে শুনিয়ে রাখবে, সেই বন্ধুবান্ধবেরা বহুদিন আগে যখন তার (বেশ্যার) বাড়ীতে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে এসেছিল তখন তাকে অনেক মূল্যবান (গুরবঃ = মহান্তঃ) উপহার দান করেছিল (সুতরাং আমি কি এখন খালি হাতে তাদের বাড়ী যেতে পারি?—এই রকম বলবে)। (এই কথা শুনে নায়ক নিশ্চয়ই বেশ্যাকে উপহার কেনার জন্য অর্থদান করবে)। শরীরের পুষ্টির জন্য দৈনিক ক্রিয়াকলাপ ও বিলাসাদির জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় ব্যয় নায়ককে দেখিয়ে দেখিয়ে বন্ধ করবে (যাতে নায়ক বুঝতে পারে, অর্থাভাবের জন্যই বেশ্যা এইরকম কষ্টভোগ করছে এবং সে বেশ্যাকে অর্থদান করবে)। নায়ককে উপহাররূপে দেওয়ার জন্য বেশ্যা কোনও শিল্পীর কাছে কোনও বিশেষ জিনিস তৈরী করার আদেশ দেবে ("engaging artists to do something for her lover;") (বেশ্যা নায়ককে কৌশলে বলবে—"এই শিল্পীর কাজ অতি সুন্দর, কিন্তু এর পারিশ্রমিক বড় বেশী, কিন্তু এটা ধারণ করলে তোমাকে খুব ভাল দেখাবে। কিন্তু এই জিনিসটি কেনার মতো আমার টাকাপয়সা নেই। তুমি যদি টাকা দাও, তোমাকে জিনিসটি তৈরী করিয়ে দেই"। এই রকম শোনার পর নায়ক নিশ্চয়ই বেশ্যাকে বেশী পরিমাণে টাকা দেবে এবং বেশ্যা তার কিছু অংশ গোপনে শিল্পীকে

দিয়ে একটা বড় অংশ আত্মসাৎ করবে)।১০-১৪।

মূল। বৈদ্যমহামাত্রয়োরুপকারক্রিয়া কার্যহেতোঃ।। ১৫।। মিত্রাণাং চোপকারিণাং ব্যসনেষ্বভ্যুপপত্তিঃ।। ১৬।। গৃহকর্ম সখ্যাঃ পুত্রস্যোৎসঞ্জনং দোহদো ব্যাধি র্মিত্রস্য দুঃখাপনয়নমিতি।। ১৭।। অলঙ্কারৈকদেশবিক্রয়ো নায়কস্যার্থে।। ১৮।। তয়া শীলিতস্য চালঙ্কারস্য ভাণ্ডোপস্করস্য বা বণিজে বিক্রয়ার্থং দর্শনম্।। ১৯।। প্রতিগণিকানাং চ সদৃশস্য ভাণ্ডস্য ব্যতিকরে প্রতিবিশিষ্টস্য গ্রহণম্।। ২০।।

অনুবাদ। বেশ্যারমণী নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কৌশলে বৈদ্য ও মহামাত্রের উপকার সাধন করবে (অর্থাৎ বেশ্যার দ্বারা উপকৃত বৈদ্য বেশ্যাকে 'ঔষধ দিতে হবে' এইরকম নায়কের কাছে নিবেদন ক'রে তার কাছ থেকে বেশী অর্থগ্রহণ ক'রে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ বেশ্যাকে দেবে; আর উপকৃত মহামাত্র বেশ্যাকে অর্থ দিতে অনিচ্ছুক নায়ককে নিজক্ষমতার প্রভাবে বেশ্যাকে প্রয়োজনীয় অর্থদানে বাধ্য করবে) । নায়কের মিত্র ও নায়কের উপকারী ব্যক্তিদের বিপদে বেশ্যা সাহায্যদান (অভ্যুপপত্তিঃ = সাহায্যম্) করবে (এবং বিপদের সময় বেশ্যার দ্বারা উপকৃত ঐ মিত্রেরা বাধ্য হ'য়ে পরে বেশ্যাকে অর্থদান করতে নায়ককে বাধ্য করবে)। বেশ্যা তার গৃহনির্মাণাদি কাজ, সখীপুত্রের দোলারোহণাদি উৎসব বা অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণাদি অনুষ্ঠান, আকস্মিক প্রতিকর্তব্য ব্যাধি, নায়কমিত্রের পুত্রমরণাদি দুঃখে সান্ত্বনাদানের জন্য সেখানে যাওয়া—ইত্যাদি ব্যপদেশে কৌশলে নায়কের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করবে। নায়কের কোনও কাজ সম্পন্ন কারার কপট উদ্দেশ্যে বেশ্যা নিজের অলঙ্কারের কিছু অংশ বিক্রয় করবে (নায়ক যখন বুঝবে তার জন্যই ঐ বেশ্যা তার অলংকার বিক্রয় করেছে, তখন সে বাধ্য হ'য়ে নতুন অলংকার কেনার জন্য বেশী অর্থ বেশ্যাকে দান করবে)। বেশ্যা তার নিজের নিত্যব্যবহার্য সুন্দর অলংকার (**শীলিতস্য**= রুচিতালংকারস্য) এবং গৃহের উপকরণদ্রব্য (যথা, তৈজসপত্র) কোনও বণিক্‌কে গোপনে বিক্রয়ের জন্য দেখাবে (এবং বেশ্যার পরামর্শমতো ঐ বণিক্ নায়ককে বেশ্যার অসাক্ষাতে সেই কথা বলে দেবে এবং তাতে বেশ্যার অর্থাভাব বুঝতে পেরে, নায়ক অর্থ দিয়ে তা পূরণ ক'রে দেবে)। প্রতিবেশিনী গণিকাদের তৈজসপত্রের তুল্য হওয়ায় নিজের তৈজসপত্র ঐগুলির সাথে বদলাবদ্‌লি হওয়ায় এবং বেশ্যা নায়কের কাছে সে কথা প্রকাশ করবে এবং ঐ তৈজসপত্রাদি নায়ককে দেখানোর ফলে নায়ক বেশ্যার প্রতিবেশিনীদের তৈজসপত্রের তুলনায় উৎকৃষ্ট

তৈজসপত্র কিনবে এবং বেশ্যা সেগুলি গ্রহণ করবে ("Having to buy cooking utensils of greater value than those of other people, so that they might be more easily distinguished, and not changed for others of an inferior description, she would demand money from her lover.") ।।১৫-২০।।

মূল। পূর্বোপকারাণামবিস্মরণমনুকীর্তনং চ।। ২১।। প্রণিধিভিঃ প্রতিগণিকানাং লাভাতিশয়ং শ্রাবয়েৎ।। ২২।। তাসু নায়কসমক্ষমাত্মনোঽভ্যধিকং লাভং ভূতমভূতং বা ব্রীড়িতা নাম বর্ণয়েৎ।। ২৩।। পূর্বযোগিনাং চ লাভাতিশয়েন পুনঃ সন্ধানে যতমানানামাবিষ্কৃতঃ প্রতিষেধঃ।। ২৪।। তৎস্পর্ধিনাং ত্যাগযোগিনাং নিদর্শনম্।। ২৫।। ন পুনরেষ্যতীতি বালযাচিতকমিত্যর্থাগমোপায়াঃ।। ২৬।।

অনুবাদ—নায়কদ্বারা কৃত পূর্ব উপকার বিস্মৃত না হ'য়ে বেশ্যা সেই প্রসঙ্গে তার অনুকীর্তন করবে ("remember the former favours of her lover, and cause them always to be spoken of by her friends") (এবং এর ফলে নায়ক প্রীত হ'য়ে বেশ্যাকে বেশী অর্থ দান করবে)। বেশ্যা নিজের বিশ্বস্ত সেবকদের দ্বারা তার তুলনায় প্রতিবেশিনী গণিকাদের বেশী লাভের কথা নায়ককে শুনিয়ে দেবে (এবং ঐ নায়ক যথোচিত অর্থ দিয়ে সেবকদের দ্বারা বর্ণিত বেশ্যার ক্ষতি পূরণ ক'রে দেবে)। যদি প্রতিবেশিনী গণিকারা বেশ্যা-নায়িকার ঘরে আসে, তাহ'লে ঐ বেশ্যা নায়কের সামনেই লজ্জার ভাণ ক'রে নিজের অতিরিক্ত লাভের কথা সত্যের বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বর্ণনা করবে (তার ফলে নায়ক খুব আনন্দিত হ'য়ে বেশী অর্থ দান করবে) ("describes before them, and in the presence of her lover, her own great gains, and makes them out to be greater even than theirs, though such may not have been really the case")। 'বেশ্যার পুরাণো যে সব প্রেমিক তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে চ'লে গিয়েছিল, তারা বেশী অর্থ দিয়ে পুনরায় ঐ বেশ্যার সাথে সহবাস করতে চাইছে, কিন্তু বেশ্যা প্রকাশ্যভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করছে,'—এইরকম সংবাদ নায়কের কাছে রটনা ক'রে দেবে (আর নায়ক তা জেনে 'বেশ্যা আমার প্রতি অনুরক্তা' মনে ক'রে আনন্দে তাকে বেশী অর্থ দান করবে)। বেশ্যার সাথে মিলনের জন্য যে সব ব্যক্তি নায়ককে স্পর্ধা ক'রে বেশী অর্থ দিয়ে বেশ্যার সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করে, বেশ্যা গুপ্তচরদের দ্বারা নায়ককে

সেই ব্যক্তিদের দেখিয়ে দেবে এবং তাদের ত্যাগ-বাহুল্যের কথা নায়ককে জানাবে (সেই স্পর্ধা দেখে নায়ক মনে মনে ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়ে বেশ্যাকে বেশী অর্থ দান ক'রে নিজের কাছে রাখতে চাইবে)। 'বেশ্যা আর নায়কের কাছে অভিসারে আসবে না' এই কথা বেশ্যা-প্রেরিত কোনও এক বালক নায়ককে তার বাড়ীতে গিয়ে জানিয়ে আসবে (অর্থাৎ বেশী পরিণাণে টাকা না পেলে বেশ্যা আর আসবে না। ফলে নায়ক বেশী অর্থ দান করবে)।

এই সব **অর্থাগমের উপায়** (অর্থাৎ বেশ্যা দেশ, কাল ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এইসব প্রয়োগের ব্যবহার করবে)।।২১-২৬।।

মূল। বিরক্তং চ নিত্যমেব প্রকৃতিবিক্রিয়াতো বিদ্যাৎ মুখবর্ণাচ্চ।। ২৭।। ঊনমতিরিক্তং চ দদাতি।। ২৮।। প্রতিলোমৈঃ সম্বধ্যতে।। ২৯।। ব্যপদিশ্যান্যৎ করোতি।। ৩০।। উচিতমাচ্ছিনত্তি।। ৩১।। প্রতিজ্ঞাতং বিস্মরতি। অন্যথা বা যোজয়তি।। ৩২।। স্বপক্ষৈঃ সংজ্ঞয়া ভাষতে।। ৩৩।। মিত্রকার্যমপদিশ্যান্যত্র শেতে।। ৩৪।। পূর্বসংসৃষ্টায়াশ্চ পরিজনেন মিথঃ কথায়তি।। ৩৫।।

অনুবাদ। [যে নায়ক অর্থদানে সমর্থ তার কাছ থেকে উপায়ানুসারে বেশ্যা ধনগ্রহণ করবে। এই বিষয়ের কথা এতক্ষণ বলা হল। কিন্তু যে ব্যক্তি বিরক্ত, তার কাছ থেকে কিভাবে ধনাহরণ করা হবে, তা বোঝাবার জন্য এখন **বিরক্তপ্রতিপত্তি**-নামক প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে]।—

(**বিরক্তের লক্ষণ** কি?)—বেশ্যা সর্বদাই নায়কের স্বভাবের বিকার অর্থাৎ ভাবান্তর উপলব্ধি ক'রে এবং মুখবর্ণের বিকৃতি লক্ষ্য ক'রে নায়ক বিরক্ত কিনা তা ভালভাবে জানতে প্রয়াস করবে।

(ভাবান্তর অর্থাৎ স্বভাবের বিকার যথা—) নায়কের যা দেওয়া উচিত তার তুলনায় সে অল্প বা অতিরিক্ত দেয়। বেশ্যার বিপক্ষগণের সাথে সে মেলা-মেশা করে। যে কাজ করার কথা বলে, তা না ক'রে অন্য কাজ করে। প্রত্যেক দিন দীয়মান অর্থ বন্ধ ক'রে দেয়। বিরক্ত-নায়ক 'এত পরিমাণ অর্থ দান করব' ব'লে প্রতিজ্ঞাত বিষয় বিস্মৃত হয়। অথবা অস্বীকার ক'রে বলে—'আমি এত পরিমাণ অর্থ দেবো ব'লে স্বীকার করি নি'। বিরক্ত-নায়ক নিজপক্ষের মিত্রাদির সাথে সঙ্কেতে কথোপকথন করে (যেন বেশ্যা বুঝতে না পারে)। কোনও বন্ধুর সাথে বিশেষ কাজ আছে এই

ভাগ ক'রে বেশ্যার কাছে না থেকে অন্য নায়িকার কাছে গিয়ে শয়ন করে। পূর্ব-প্রণয়িণীর পরিজনের সাথে নির্জনে কথোপকথন করে।।২৭-৩৫।।

মূল। তস্য সারদ্রব্যাণি প্রাগববোধাদন্যাপদেশেন হস্তে কুর্বীত।। ৩৬।। তানি চাস্যা হস্তাদুত্তমর্ণঃ প্রসহ্য গৃহ্ণীয়াৎ।। ৩৭।। বিবদমানেন সহ ধর্মস্থেষু ব্যবহরেদিতি বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ।। ৩৮।।

অনুবাদ। (**বিরক্ত নায়কের** প্রতি বেশ্যার কর্তব্য—)। নায়ক যে বেশ্যার প্রতি বিরক্ত সে কথা যে বেশ্যা জানতে পেরেছে, নায়ক তা বুঝতে পারার আগেই বেশ্যা কোনও ছল ক'রে নায়কের মূল্যবান্ দ্রব্য হস্তগত করবে। পরে (পূর্বসংকেতপ্রাপ্ত-) কোনও এক মহাজন নায়িকার হাত থেকে বলপূর্বক সেই সব দ্রব্য (নায়ক তার ঋণ শোধ করে নি এই দাবীতে) বলপূর্বক গ্রহণ করবে ("allow a supposed creditor to take them away forcibly form her in satisfaction of some pretended debt')। যখন মহাজন সেই দ্রব্যগুলি নিয়ে যাবে, নায়ক তা দেখতে পেয়ে যদি বিবাদ করতে উপস্থিত হয়, তা'হলে সেই মহাজন আদালতে তার মোকদ্দমা করবে (আর, যদি নায়ক বিবাদ না করে, তা'হলে বেশ্যার কাজ সিদ্ধ হবে)।।

বিরক্তপ্রতিপত্তি-প্রকরণ এখানেই সমাপ্ত।।৩৬-৩৮।।

মূল। সক্তং তু পূর্বোপকারিণমপ্যল্পফলং ব্যলীকেনানুপালয়েৎ।। ৩৯।। অসারং তু নিষ্প্রতিপত্তিকমুপায়তোঽপবাহয়েদন্যমবষ্টভ্য।। ৪০।।

অনুবাদ। [এখন **নিষ্কাসনক্রম-প্রকরণ** বিষয়ে বলা হচ্ছে। বিরক্ত ব্যক্তি নিজে থেকেই নিষ্কাসিত হয়, সুতরাং তাকে নিষ্কাসন করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেশ্যার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি নিজে থেকে নিষ্কাসিত হয় না, তাকে প্রয়োজনে কিভাবে নিষ্কাসন করতে হবে, তার উপায় বলা হচ্ছে—।] আসক্ত নায়ক আগে বেশ্যার বহু উপকার করলেও, পরে অল্পসম্পদ্‌যুক্ত হওয়ায় বেশ্যার যদি অল্পধনপ্রাপ্তি হয়, তাহ'লে বেশ্যা তাকে মিথ্যাপরাধে অপরাধী করবে (তাতে নায়ক যদি নিজে থেকে চলে যায় তো ভাল, তা না হ'লে তার যা অল্পপরিমাণ ধন আছে তা বেশ্যাকে দিতে বাধ্য হবে)। আর নায়ক যদি একেবারেই নির্ধন ও নিরুপায় হয়, অর্থাৎ তার কাছে আর কিছুই পাওয়ার আশা না থাকে তাহ'লে বেশ্যা অবস্থাপন্ন অন্য এক নায়ককে আশ্রয় ক'রে

বিশেষ বিশেষ উপায়প্রয়োগের দ্বারা (যে উপায়গুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হবে) নির্ধন নায়ককে নিষ্কাসিত করবে।।৩৯-৪০।।

মূল। তদনিষ্টসেবা। নিন্দিতাভ্যাসঃ। ওষ্ঠনির্ভোগঃ। পাদেন ভূমেরভিঘাতঃ। অবিজ্ঞাতবিষয়স্য সঙ্কথা, তদ্বিজ্ঞাতেম্ববিস্ময়ঃ কুৎসা চ। দর্পবিঘাতঃ। অধিকৈঃ সহ সংবাসঃ। অনপেক্ষণম্। সমানদোষাণাং নিন্দা রহসি চাঽবস্থানম্।। ৪১।।

অনুবাদ। [বেশ্যা বিশেষ বিশেষ উপায়ে অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে বা গুপ্তভাবে নির্ধন নায়ককে নিষ্কাসিত করবে। **প্রকাশ্যভাবের উপায়গুলি** বলা হচ্ছে—] সেই নায়কের যা অনভিমত তারই আচরণ করবে; তাতে নায়ক বুঝবে আমার প্রতি পূর্বে অনুরাগিণী বেশ্যা যখন এমন আচরণ করছে, তখন এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। আবার, নায়ক যে কাজের নিন্দা করে, বার বার নায়কের সামনেই সেই সব কাজই করবে। নায়ককে দেখে বার বার ঠোঁট উল্‌টিয়ে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করবে। নায়কের সামনে ভূমিতে পদাঘাত করবে (এর দ্বারা নায়কের অকর্মণ্যতা-খ্যাপন ও ক্রোধ প্রদর্শিত হবে)। নায়ক যে বিষয় বিন্দুবিসর্গ জানে না, সেই রকম কোনও লজ্জাকর বিষয় নিয়ে বেশ্যা অন্যের সাথে গল্প করবে। নায়কের বিজ্ঞাত বিষয় খুব দুরূহ হ'লেও তাতে বিস্ময় প্রকাশ করবে না এবং নায়কের শিক্ষাজনিত অহংকার চূর্ণ করাবে। নায়ককে উপেক্ষা ক'রে অন্যান্য বহু লোকের সাথে অবস্থান করবে। নায়কের যে সব দোষ আছে, তার সমান-দোষে দোষী ব্যক্তির সেই দোষ উল্লেখ করে নায়কের সামনেই সেই অপর দোষী ব্যক্তির নিন্দা করবে। নায়কের কাছ থেকে দূরে নির্জনে অবস্থান করবে।।৪১।।

মূল। রতোপচারেষূদ্বেগঃ। মুখস্যাদানম্। জঘনস্য রক্ষণম্। নখদশনক্ষতেভ্যো জুগুপ্সা। পরিষ্বঙ্গে ভুজময্যা সূচ্যা ব্যবধানম্। স্তব্ধতা গাত্রাণাম্। সক্থ্যোর্ব্যত্যাসঃ। নিদ্রাপরত্বং চ। শ্রান্তমুপলভ্য চোদনা। অশক্তৌ হাসঃ। শক্তৌ অনভিনন্দনম্। দিবাঽপি। ভাবমুপলভ্য মহাজনাভিগমনম্।। ৪২।।

অনুবাদ। [আসক্ত ব্যক্তি যদি কখনো রতি-ক্রীড়া ব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাকে নিষ্কাসনোদ্যতা বেশ্যা কিরকম আচরণ করবে। তার উপায় বলা হচ্ছে—] যে প্রেমিককে বেশ্যা নিজের কাছ থেকে সরাতে চাইছে সে যদি রতির জন্য প্রস্তুত হ'য়ে

পান-সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি বেশ্যাকে উপচাররূপে দিতে চায়, তাহ'লে বেশ্যা উদ্বেগ প্রকাশ করবে (অর্থাৎ নিতে স্বীকার করবে না)। প্রেমিক চুম্বন করতে উদ্যত হ'লে মুখ দান করবে না (অর্থাৎ ফিরিয়ে নেবে)। বেশ্যা তার জঘন রক্ষা করবে (অর্থাৎ জঘন স্পর্শ করতে দেবে না)। পূর্বে সংভোগকালে ঐ নায়কদ্বারা কৃত নখক্ষত বা দন্তক্ষত দেখিয়ে বেশ্যা এইরকম ব্যবহারের নিন্দা করবে। ঐ প্রেমিক আলিঙ্গন করতে এলে বেশ্যা ভুজময়ী সূচীর দ্বারা (অর্থাৎ ডান ও বাম হাত কাঁচির মতো স্তনের উপর স্থাপন ক'রে) ব্যবধান সৃষ্টি করবে। গাত্রের অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্তব্ধতা করবে অর্থাৎ এমন কঠিন ক'রে রাখবে যাতে ঐ প্রেমিক বেশ্যাকে আকর্ষণ করতে না পারে। ঐ প্রেমিক যাতে তার পুরুষাঙ্গ বেশ্যার যোনিতে প্রবেশ না করাতে পারে তার জন্য উরুদ্বয় দৃঢ়ভাবে পরস্পর সংলগ্ন করে রাখবে। প্রেমিক-নায়ক সম্ভোগ করতে এলে অতিরিক্ত নিদ্রিত হওয়ার ভাণ করবে। প্রেমিক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় যদি সম্ভোগে অনীহা প্রকাশ করে তখন তাকে বেশ্যা রতিক্রিয়ায় প্রেরণা দেবে। যদি প্রেমিক তাতে অসমর্থ হয়, তখন বেশ্যা তাকে উপহাস করবে (অর্থাৎ বলবে, 'তোমার এইরকম ক্ষমতা?')। যদি প্রেমিকের প্রেমবেগ বেশী হয়, তাহ'লে তার চেষ্টাকে বেশ্যা অভিনন্দন করবে না (অর্থাৎ উদাসীন হ'য়ে থাকবে)। দিনের বেলায় ঐ প্রেমিক যদি রমণে প্রবৃত্ত হ'তে চায় তাহ'লে তাকে 'কামগর্দভ' ব'লে তিরস্কার করবে (কারণ, সে নিষিদ্ধ দিবামৈথুন ইচ্ছা করছে)। ঐ প্রেমিকের ভাব অর্থাৎ রমণের জন্য উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করলে, বেশ্যা তাকে উপেক্ষা ক'রে কোনও মহাজনের (বড় লোকের) কাছে চলে যাবে (তার ফলে ঐ কামোৎকণ্ঠিত প্রেমিকের ইচ্ছা ব্যাহত হবে)।। [উপরি উক্ত উপায়গুলি কেবলমাত্র সম্ভোগকালেই প্রযোজ্য]।।৪২।।

মূল। বাক্যেষু ছলগ্রহণম্। অনর্মণি হাসঃ। নর্মণি চ অন্যমপদিশ্য হসতি। বদতি তস্মিন্ কটাক্ষেণ পরিজনস্য প্রেক্ষণং তাড়নং চ। আহত্য চাস্য কথামন্যাঃ কথাঃ। তদ্ব্যলীকানাং ব্যসনানাং চাহ্পরিহার্যাণামনুকীর্তনম্। মর্মণাং চ চেটিকয়োপক্ষেপণম্।। ৪৩।। আগতে চাদর্শনম্। অযাচ্যযাচনম্। অন্তে স্বয়ং মোক্ষশ্চেতি পরিগ্রহকস্যেতি দত্তকস্য।। ৪৪।।

অনুবাদ। [নায়ককে নিষ্কাসনের জন্য আরও উপায় আছে—] নায়ক কথা বললেই তাতে বেশ্যা ছল ধরবে (mis-construct)। নায়ক হাসির কথা না বললেও বেশ্যা উপহাস-দ্যোতক-ভাবে হাসবে। নায়ক যদি হাসির কথা বলে, তাহ'লে বেশ্যা

ছল ক'রে অন্যের উদ্দেশ্যে হাসবে। নায়ক কথা বলতে থাকলে সেদিকে কর্ণপাত না ক'রে পরিজনের প্রতি বক্রদৃষ্টি বা পরিজনকে ছলপূর্বক প্রহার করবে। অথবা, নায়কের কথায় বাধা দিয়ে অন্যের সাথে অন্য কোনও কথা বলবে। নায়কের অপরাধরূপ দ্যূতাদি ব্যসনের অনুষ্ঠান যে একান্তই অপরিহার্য, তা বার বার ঘোষণা করবে। বেশ্যা নিজের দাসীদের দ্বারা নায়কের গুপ্ত রহস্য (যা নায়কের পক্ষে মর্মপীড়াকর) উদ্‌ঘাটন করবে।

[উপরিউক্ত উপায়গুলি বলার পর আরও দুটি উপায়ের কথা বলা হচ্ছে যার দ্বারা প্রেমিক-নায়ক মানসিক ব্যথা পেয়ে বেশ্যার কাছে আর আসবে না।] নায়ক বেশ্যার কাছে যখনই আসবে, বেশ্যা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে না। বেশ্যা নায়কের কাছে এমন জিনিস প্রার্থনা করবে, যা পূরণ করা নায়কের পক্ষে অসাধ্য। পরিশেষে স্বয়ং পরিত্যাগ অর্থাৎ নায়ক কোনও উপায়ের দ্বারাই যদি নিবারিত না হয় এবং কিছুতেই যদি বেশ্যাকে না পরিত্যাগ ক'রে যায়, তাহ'লে বেশ্যা ঐ নায়ককে ভৃত্যাদির দ্বারা ধাক্কা দিয়ে নিষ্কাসিত করবে।

বেশ্যা কর্তৃক গম্য-ব্যক্তির যে পরিগ্রহ-ব্যবস্থা যে বিষয়ে আচার্য দত্তকের অভিমত এতক্ষণ অভিহিত হ'ল।।৪৩-৪৪।।

মূল। ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

পরীক্ষ্য গম্যৈঃ সংযোগঃ সংযুক্তস্যানুরঞ্জনম্।
রক্তাদর্থস্য চাদানমন্তে মোক্ষশ্চ বৈশিকম্।। ৪৫।।

এবমেতেন কল্পেন স্থিতা বেশ্যা পরিগ্রহে।
নাতিসন্ধীয়তে গম্যৈঃ করোত্যর্থাংশ্চ পুষ্কলান্।। ৪৬।।

অনুবাদ। বেশ্যার আচরণ সম্পর্কে দুটি শ্লোক আছে—

বেশ্যার উচিত কাজ হ'বে বিশেষভাবে পরীক্ষা অর্থাৎ বিচারবিবেচনা ক'রে গম্য নায়কের সাথে মিলন এবং মিলনের পর ঐ নায়কের মনোরঞ্জন ("The duty of a courtesan consists in forming connections with suitable men after due and full consideration, and attaching the person with whom she is united to herself"), অনুরক্ত হ'লে ঐ নায়কের কাছ থেকে অর্থশোষণ এবং পরিশেষে তাকে নিষ্কাসন ("in obtaing wealth from the person who is attached to her, and then dismissing him after she has taken way

all his possessions")। এই হল বেশ্যা নায়িকার চরিত্র।

এইরকম ব্যবস্থানুসারে অবস্থিত থাকলে বেশ্যা বহু গম্য পুরুষের দ্বারা বঞ্চিত হয় না, বরং সেই বেশ্যাই প্রচুর অর্থ অর্জন করতে সক্ষম হয়।। ৪৫-৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে 'অর্থাগমোপায়-বিরক্তপ্রতিপত্তি-নিষ্কাসনক্রমা'স্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

চতুর্থমধিকরণম্ ঃ বৈশিকম্

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্

[বেশ্যারা নানা উপায়ে নতুন নতুন প্রেমিক সংগ্রহ করে। একজন প্রেমিকের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তার অর্থসম্পদ্ শোষণ ক'রে নেওয়ার পর শিষ্টভাবে হোক্ বা অশিষ্টভাবে হোক্ বেশ্যা ঐ প্রেমিককে নিজের কাছ থেকে বিতাড়িত করে।—এই ব্যাপার পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বেশ্যার কিছু প্রেমিক থাকে যাদের সম্পদ্ বেশ্যার দ্বারা কৌশলে অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং যারা বেশ্যাকর্তৃক বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও যারা ঐ বেশ্যার প্রতি আসক্তি পোষণ করে এবং ঐ বেশ্যার সাথে পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসুক থাকে। এইসব প্রেমিকের চিত্তবৃত্তি এবং কোন্ অবস্থায় ও কোন্ কোন্ সর্তে এইসব বিবেকশূন্য প্রেমিককে বেশ্যারা পুনরায় অঙ্গীকার করে, তার বিস্তৃত বর্ণনা বর্তমান অধ্যায়ে দেওয়া হচ্ছে।]

মূল। বর্তমানং নিষ্পীড়াতার্থমুৎসৃজন্তী বিশীর্ণেন (বিকল্পে-পূর্বসংসৃষ্টেন) সহ সন্দধ্যাৎ।। ১।। স চেদবসিতার্থো বিত্তবান্ সানুরাগশ্চ ততঃ সন্ধেয়ঃ।। ২।।

অনুবাদ। বর্তমান প্রেমিকের (অর্থাৎ উপপতির) অর্থ নিঃশেষে শোষণ ক'রে তাকে পরিত্যাগের পর বেশ্যা পূর্বে সঙ্গমপ্রাপ্ত, কিন্তু পরে ভগ্ন-প্রেম উপপতির সাথে সন্ধি করবে। (পূর্ব-প্রেমিকের সাথে বেশ্যার পুনর্মিলনের কারণ হ'ল—) যেখানে পূর্ব-প্রেমিক অন্য কোনও রক্ষিতাকে রাখে নি, এবং অনেক অর্থের অপব্যয়ের পরও যদি সে ধনবান্ থাকে ও ঐ বেশ্যার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহ'লে তার সাথে সন্ধি করা উচিত।১-২।

মূল। অন্যত্র গতস্তর্কয়িতব্যঃ। স কার্যযুক্ত্যা ষড়্বিধঃ।। ৩।। (ক) ইতঃ স্বয়মপসৃতস্ততোঽপি স্বয়মেবাপসৃতঃ।। ৪।। (খ) ইতস্ততশ্চ নিষ্কাসিতাপসৃতঃ।। ৫।। (গ) ইতঃ স্বয়মপসৃত স্ততো নিষ্কাসিতাপসৃতঃ।। ৬।। (ঘ) ইতঃ স্বয়মপসৃতঃ তত্র স্থিতঃ।। ৭।। (ঙ) ইতো নিষ্কাসিতাপসৃতস্ততঃ স্বয়মপসৃতঃ।। ৮।। (চ) ইতো নিষ্কাসিতাপসৃতঃ তত্র স্থিতঃ।। ৯।।

অনুবাদ। অন্য বেশ্যার সাথে মিলিত হয়েছে যে পূর্ব-প্রেমিক, তার সম্বন্ধে বর্তমান বেশ্যার বিবেচনা করা উচিত (অর্থাৎ এইরকম প্রেমিকের সাথে বেশ্যার হঠাৎ সন্ধি করা উচিত নয়)। কার্য-যোগবশতঃ সেই ভগ্নপ্রেম-উপপতি ছয়প্রকার— (ক) বর্তমান বেশ্যার কাছ থেকে যে নিজে চলে গিয়েছে এবং অন্য বেশ্যার বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পরে যে নিজেই বর্তমান বেশ্যার কাছে চলে এসেছে (অর্থাৎ উভয় স্থান থেকে নিজে চলে গিয়েছে)। (খ) বর্তমান বেশ্যা ও অন্য বেশ্যা উভয়ের কাছ থেকেই বিতাড়িত হ'য়ে যে উপপতি চলে গিয়েছে। (গ) বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে নিজে চলে গিয়েছে এবং অন্য বেশ্যার দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে যে উপপতি অন্যত্র চলে গিয়েছে। (ঘ) বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে নিজে চলে গিয়েছে এবং অন্য বেশ্যার বাড়ীতে যে উপপতি অবস্থান করছে। (ঙ) বর্তমান বেশ্যার দ্বারা বিতাড়িত এবং অন্য বেশ্যার বাড়ী থেকে নিজেই অপসৃত। (চ) বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'য়ে নিজে চলে গিয়েছে এবং অন্য বেশ্যার কাছে যে অবস্থান করছে।। ৩-৯।।

মূল। ইতস্ততশ্চ স্বয়মেবোপসৃত্যোপজপতি চেদুভয়ো গুর্ণানপেক্ষী চলবুদ্ধিরসন্ধেয়ঃ।। ১০।। ইতস্ততশ্চ নিষ্কাসিতাপসৃতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ। স চেদন্যতো বহুলভমানয়া নিষ্কাসিতঃ স্যাৎ সসারোঽপি তয়া রোষিতো মমামর্ষাদ্ বহু দাস্যতীতি সন্ধেয়ঃ।। ১১।। নিঃসারতয়া কদর্যতয়া বা ত্যক্তো ন শ্রেয়ান্।। ১২।।

অনুবাদ। উক্ত ছয় প্রকার উপপতির মধ্যে বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে বিতাড়িত এবং অন্য বেশ্যার বাড়ী থেকে নিজে থেকে অপসৃত যে **প্রথমোক্ত উপপতি**, সে আবার বর্তমান বেশ্যার বাড়ীতে আসার জন্য যদি দূতপ্রভৃতির মাধ্যমে কথা চালাচালি করে, তাহ'লে তার সাথে সন্ধি করা উচিত নয়; কারণ, ঐরকম চঞ্চলবুদ্ধি প্রেমিক কারোর গুণ বা দোষের অপেক্ষা করে না। বর্তমান বেশ্যা ও অন্য বেশ্যা উভয়ের গৃহ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে, উভয়ের সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ক'রে চলে গিয়েছে যে **পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের উপপতি** (বা প্রেমিক), সে স্থির-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি। যদি বর্তমান্ বেশ্যা মনে করে, "ঐ স্থিরবুদ্ধি প্রেমিক ধনী হওয়া সত্ত্বেও অন্য একজন এমন বেশ্যার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে, যে অন্য এক প্রেমিকের কাছ থেকে বহু পরিমাণ অর্থলাভের আশা করেছিল এবং এই কারণে ঐ বেশ্যার প্রতি কোপান্বিত হয়েছে, এবং সেই ক্রোধবশে আমাকে (অর্থাৎ বর্তমান্ বেশ্যাকে) বহু অর্থ দান করবে"—এইরকম বিচার ক'রে বর্তমান বেশ্যা ঐ ভগ্ন-প্রেমিকের সাথে সন্ধি করবে। কিন্তু একেবারে নিঃস্ব হয়েছে ব'লে বা নিতান্ত কৃপণস্বভাব ব'লে ঐ উপপতি যদি

অন্য বেশ্যা কর্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বর্তমান্-বেশ্যা-কর্তৃক তার সাথে পুর্নমিলন অনুচিত।। ১০-১২।।

মূল। ইতঃ স্বয়মপসৃত স্ততো নিষ্কাসিতাপসৃতো যদি অতিরিক্তমাদৌ চ দদ্যাৎ ততঃ প্রতিগ্রাহ্যঃ।। ১৩।। ইতঃ স্বয়মপসৃত্য তত্র স্থিতঃ উপজপন্ তর্কয়িতব্যঃ।। ১৪।।

অনুবাদ। বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে আগে নিজে থেকেই অপসৃত এবং অন্য বেশ্যার বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'য়ে অপসৃত যে তৃতীয় প্রকার উপপতি, সে যদি বর্তমান বেশ্যার বাড়ীতে আসতে চেয়ে প্রথমেই অতিরিক্ত ধন দান করে, তবে তার সাথে সন্ধি করা উচিত, অন্যথায় নয়। যে উপপতিকে বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে পূর্বে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এখন অন্য বেশ্যার বাড়ীতে আছে এমন যে চতুর্থ উপপতি, সে বর্তমান বেশ্যার বাড়ীতে আসার জন্য কথা চালাচালি করলে, তার সাথে সন্ধি করা বা না-করা সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করতে হবে। ১৩-১৪।

মূল। বিশেষার্থী চ গতস্ততো বিশেষম্ অপশ্যন্নাগন্তুকামো ময়ি মাং জিজ্ঞাসিতুকামঃ স আগত্য সানুরাগত্বাৎ দাস্যতি।। ১৫।। তস্যাং বা দোষান্ দৃষ্ট্বা ময়ি ভূয়িষ্ঠান্ গুণান্ অধুনা পশ্যতি স গুণদর্শী ভূয়িষ্ঠং দাস্যতি।। ১৬।।

অনুবাদ। (কখন সন্ধি করা উচিত সে প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে—)। এখান থেকে (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে) বেরিয়ে গিয়ে বিশেষ আনন্দ লাভের জন্য পূর্ব উপপতি অন্য বেশ্যার বাড়ীতে গিয়েছিল; কিন্তু, সেখানে বিশেষ আনন্দ না পেয়ে আবার সে ফিরে আসার ইচ্ছা করছে। আমি (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যা) এখন তাকে নিতে স্বীকৃত কিনা, তা সে জানতে চায়। এ অবস্থায় আমার সম্মতি থাকলে সে এসে আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ নিশ্চয় অর্থ দান করবে।

অথবা, এখন যদি সেই অন্য-বেশ্যার অনেক দোষ দেখে আমার (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যার) অনেক গুণ আছে এমন বুঝতে পারে, তাহ'লে সেই গুণদর্শী উপপতি আমাকে অনেক অর্থ দেবে।

(এই দুইটি পক্ষের কোনও একপ্রকার হ'লে সন্ধি করা উচিত)। ১৫-১৬।

মূল। বালো বা নৈকত্রদৃষ্টিঃ অতিসন্ধানপ্রধানো বা হরিদ্রারাগো বা যৎকিঞ্চনকারী বা ইতি অবেত্য সন্দধ্যাৎ ন বা।। ১৭।।

ইতো নিষ্কাসিতাপসৃতঃ ততঃ স্বয়মপসৃতঃ উপজপন্ তর্কয়িতব্যঃ।। ১৮।।

অনুরাগাৎ আগন্তুকামঃ স বহু দাস্যতি। মম গুণৈ র্ভাবিতো যোঽন্যস্যাং ন রমতে।। ১৯।।

অনুবাদ—(**কখন সন্ধি কার উচিত নয়**, তা বলা হচ্ছে—)। উপপতি যখন বালক-ধর্মাবলম্বী (অর্থাৎ সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে), অথবা, একত্র দৃষ্টিপ্রদানকারী নয় (অর্থাৎ একবার এটির আর একবার ওটির দিকে যে দৃষ্টিপাত করে) , যে অতিসন্ধানপ্রধান অর্থাৎ খুব বঞ্চনাপরায়ণ, বা হরিদ্রার রাগের মতো যার অনুরাগ চিরস্থায়ী নয়, যে অকিঞ্চনকারী অর্থাৎ যা যখন মনে হয় তখন তাই করে (এবং তার ফলে অনর্থসাধনও করে)—এই ব্যাপারগুলি ভালো করে জেনে তবেই সন্ধি করা উচিত কিনা তা (বর্তমান বেশ্যা) স্থির করবে। (প্রেমিক যদি এইসব স্বভাব যুক্ত হয়, তাহ'লে তাদের সাথে সন্ধি করা উচিত নয়, কারণ, এইরকম স্বভাবসম্পন্ন প্রেমিক বেশ্যাকে প্রার্থিত অর্থ দান করতে পারে না)।

বর্তমান বেশ্যার দ্বারা নিষ্কাসিত হ'য়ে যে পুরুষ চ'লে গিয়েছে এবং অন্য বেশ্যার কাছে আশ্রয় নেওয়ার পর নিজেই সেখান থেকে চ'লে গিয়েছে, এইরকম যে **পঞ্চমপ্রকারের উপপতি**, সে দূতাদির মাধ্যমে বর্তমান বেশ্যার (অর্থাৎ যার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল তার) সাথে সন্ধি করার চেষ্টা করছে অর্থাৎ তার পূর্ব-রক্ষিতার কাছে ফিরে আসার জন্য কথা-চালাচালি করছে, এইরকম প্রেমিকের সাথে সন্ধি করা বা না করার বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করতে হবে।

আর এরকম অবস্থায় ঐ উপপতি যদি অনুরাগবশতঃ বর্তমান বেশ্যার কাছে ফিরে আসতে চায়, তাহ'লে সে নিশ্চয়ই বহু অর্থ দান করবে,—আর এই উপপতি আমার (বর্তমান বেশ্যার) গুণে বশীভূত হ'য়ে অন্য নায়িকার রতিলাভ করতে যাবে না (এবং এইরকম উপপতির সাথে সন্ধিস্থাপন করা বিধেয়)। ১৭-১৯।

মূল। পূর্বমযোগেন বা ময়া নিষ্কাসিতঃ স মাং শীলয়িত্বা বৈরং নির্যাতয়িতুকামঃ, ধনমভিযোগাদ্বা ময়াঽস্যাঽপহৃতং তদ্বিশ্বাস্য প্রতীপমাদাতুকামো, নির্বেষ্টুকামো বা, মাং বর্তমানাদ্ ভেদয়িত্বা ত্যক্তুকাম ইত্যকল্যাণবুদ্ধিঃ অসন্ধেয়ঃ।। ২০।।

অনুবাদ—"পূর্বমিলন অবস্থায় আমি যে উপপতিকে অন্যায়পূর্বক বিতাড়িত করেছি, সেই কারণে এখন সে আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন ক'রে আবার আমার সাথে মিলিত হ'য়ে বৈরনির্যাতন করতে অর্থাৎ শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক; অথবা আমি ঐ উপপতির ধন সেই সময় অপহরণ করেছি সে এইরকম অভিযোগ এনে এবং এই ব্যাপারে বিচারকদের বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে, পরিবর্তে আমার কাছ থেকে

ধন আদায় করতে ইচ্ছুক; অথবা, আমার ভৃত্যভাবে থাকতে ইচ্ছুক হ'য়ে (=নির্বেষ্টুকামঃ) সেই ধন আমার কাছ থেকে অপহরণ করতে ইচ্ছুক; অথবা, এখন আমি যে পুরুষের সাথে আছি, তার সাথে আমার ভেদ ঘটিয়ে (আমার সাথে কিছুদিন বাস করার পর) আমাকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করছে"—এইরকম কোনও অনিষ্ট সংকল্প যদি থাকে, তাহ'লে সেই উপপতিকে অমঙ্গলবুদ্ধি ব'লে বুঝতে হবে এবং বর্তমান বেশ্যার পক্ষে কখনই তার সাথে পুনর্মিলন উচিত নয়। ২০।

মূল। অন্যথাবুদ্ধিঃ কালেন লম্ভয়িতব্যঃ।। ২১।।

ইতো নিষ্কাসিতস্তত্র স্থিতা উপজপন্নেতেন ব্যাখ্যাতঃ।। ২২।।

তেষূপজপৎসু অন্যত্র স্থিতঃ স্বয়মুপজপেৎ।। ২৩।।

অনুবাদ—যে পূর্ব-উপপতি **অন্যথাবুদ্ধি** (অর্থাৎ নিষ্কাসিত হওয়ার পরও মঙ্গল-বুদ্ধি), অর্থাৎ এখনও যার অনুরাগ আছে এবং ধন দান করতে সম্মত, তার সাথে উপযুক্ত সময়ে দূতাদি-সহায়ের মাধ্যমে (বর্তমান বেশ্যা) সন্ধি করতে পারে।

এখান থেকে (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে) বিতাড়িত এবং অন্য বেশ্যার গৃহে অবস্থিত **পূর্বোক্ত ষষ্ঠপ্রকার** উপপতি যদি উপজাপ করে (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যার দ্বারা আশ্রিত অন্য কোনও উপপতির বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে ঐ বেশ্যাকে নিজের কাছে আসার জন্য কথা-চালাচালি করে) তাহ'লে সেই ষষ্ঠ প্রকার উপপতির প্রতি করণীয় ব্যাপার পঞ্চমপ্রকার উপপতিবিষয়ক ব্যবস্থার মতই হবে, এইরকম বুঝতে হবে (অর্থাৎ সেই ষষ্ঠপ্রকার উপপতির সাথে, উপযুক্ত সময়ে দূতাদি-সহায়কের মাধ্যমে, সন্ধি করা কর্তব্য)।

সকল পূর্ব-উপপতি অন্য বেশ্যার কাছে যাক্ বা না যাক্, যদি তারা বর্তমান বেশ্যার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উপজাপ বা কথা-চালাচালি করে, তাহ'লেই বর্তমান বেশ্যা যে উপপতির সাথে এখন বাস করছে তাকে পরিত্যাগ না ক'রে পূর্ব-উপপতির সাথে পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে নিজেই কথা-চালাচালি করবে। ২১-২৩।

মূল। (ক) ব্যলীকার্থং নিষ্কাসিতো ময়াঽসৌ অনত্র গতো যত্নাদানেতব্যঃ।। ২৪।।

(খ) ইতঃ প্রবৃত্তসম্ভাষো বা ততো ভেদমবাপ্স্যতি।। ২৫।।

(গ) বর্তমানস্য বা দর্পবিঘাতং করিষ্যামি (বিকল্পে-বর্তমানস্য চেদর্থবিঘাতং করিষ্যতি)।। ২৬।।

(ঘ) অর্থাগমকালো বাঽস্য, (ঙ) স্থানবৃদ্ধিরস্য জাতা, (চ) লব্ধমনেনাধিকরণং, (ছ) দারৈ র্বিযুক্তঃ, (জ) পারতন্ত্র্যাদ্ ব্যাবৃত্তঃ, (ঝ) পিত্রা ভ্রাত্রা বা বিভক্তঃ।। ২৭।। (ঞ) অনেন বা প্রতিবদ্ধমনেন সন্ধিং কৃত্বা নায়কং ধনিনম্ অবাপ্স্যামি।। ২৮।।

(ট) বিমানিতো বা ভার্যয়া তমেব তস্যাং বিক্রময়িষ্যামি।। ২৯।।

(ঠ) অস্য বা মিত্রং মদ্দ্বেষিণীং সপত্নীং কাময়তে তদমুনা ভেদয়িষ্যামি।। ৩০।।

(ড) চলচিত্ততয়া বা লাঘবমেনমাপাদয়িষ্যামি ইতি।। ৩১।।

অনুবাদ—[পূর্ব-উপপতির সাথে পুনর্মিলনের কয়েকটি কারণ বলা হচ্ছে—] (ক) 'ব্যলীক'-এর অর্থাৎ অন্য বেশ্যাতে আসক্তির অপরাধে তাকে (অর্থাৎ পূর্ব-উপপতিকে, দুঃখ দেওয়ার জন্য) আমি আমার বাড়ী থেকে বিতাড়িত করেছি, তাই সে অন্যত্র গমন করেছে (এখন সে যখন আমার কাছে আসতে চাইছে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাকে অর্থ প্রদান করবে)। অতএব তাকে যত্নপূর্বক আমার কাছে (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যার কাছে) আনা উচিত।

(খ) এখান থেকে (অর্থাৎ বর্তমান বেশ্যার বাড়ী থেকে) নিশ্চিত কথা (অর্থাৎ তাকেআশ্রয়দেওয়ারূপ পাকাকথা) তার (পূর্ব-উপপতির) কাছে গেলেই অন্য বেশ্যার সাথে তার ছাড়াছাড়ি হবে (তখন তাকে কাছে আমার কাছে আনা যাবে)।

(গ) অথবা, বর্তমান উপপতি (অর্থাৎ যে এখন আমার সাথে থাকে) আমাকে বহু অর্থ দেয় ব'লে দর্প করে, তাই তার সেই অহংকার চূর্ণ করব (অতএব পূর্ব-উপপতিকে আমার কাছে আবার আনা উচিত)। [বিকল্পে অন্য বেশ্যার কাছে আমার পূর্ব-উপপতি অবস্থান করায় সেই নারী যদি আমার পূর্ব-উপপতির সমস্ত অনর্থ বিনষ্ট করে দেয়, এরকম বুঝলে, ঐ বেশ্যার কাছ থেকে পূর্ব-উপপতিকে যত্নপূর্বক ফিরিয়ে আনা উচিত।]

(ঘ) অথবা, পূর্ব-উপপতির এখন যা অবস্থা, তাতে তার প্রচুর অর্থ অর্জন করার সম্ভাবনা; সুতরাং তাকে যত্নপূর্বক আনয়ন করা উচিত; (ঙ) কিংবা, ঐ উপপতির ভূ-সম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, অতএব এখন তাকে আনা উচিত; (চ) কিংবা, এখন ঐ উপপতি অধিকরণ (অর্থাৎ শুল্কাদি বিভাগে অধ্যক্ষপদ) লাভ করেছে, অতএব তাকে নিজের কাছে আনা উচিত; (ছ) অথবা, তার এখন স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, এখন আমার জন্য তার বহু অর্থ-ব্যয়ে বাধা নেই, অতএব তাকে কাছে আনয়ন করা উচিত; (জ)

অথবা, সে আগে পরাধীন ছিল, এখন তা নয়, অতএব তার অর্থ দিয়ে সে এখন যা খুশী করতে পারে, অতএব তাকে নিজের কাছে আনয়ন করা উচিত; (ঝ) অথবা, ঐ উপপতি তার পিতা বা ভ্রাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, অতএব সে তার অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে, তাই তাকে কাছে আনা উচিত; (ঞ) কিংবা, ঐ উপপতির সাথে বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ কোনও একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে; ঐ উপপতির সাথে যদি প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তাহ'লে তার সাহায্যে সেই ধনবান্ ব্যক্তিকেও উপপতিরূপে লাভ করতে পারি (অতএব ঐ পূর্ব-উপপতিকে কাছে আনানো উচিত)।

(ট) অথবা, ঐ পূর্ব-উপপতিকে তার স্ত্রী অপমান করেছে, যদি এখন তাকে (অর্থাৎ পূর্ব-উপপতিকে) হস্তগত করতে পারি, তবে তাকে তার স্ত্রীর উপর বিক্রম প্রকাশ করাতে পারবো (এই কারণে ঐ উপপতিকে কাছে আনা উচিত)।

(ঠ) অথবা, আমার পূর্ব-উপপতির মিত্র, আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা আমারই পূর্ব-উপপতির বর্তমান সঙ্গিনীকে কামনা করছে; এখন যদি আমি ঐ মিত্রকে কৌশলে হস্তগত করতে পারি, তাহ'লে তার দ্বারা আমার উপপতি ও তার সঙ্গিনীকে ভিন্ন করতে পারবো (এবং তারপর আমার পূর্ব-উপপতিকে আমার কাছে আনতে পারবো)।

(ড) অথবা, আমার পূর্ব-উপপতি অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত, অতএব আমি তাকে সহজেই নিজের কাছে আনতে পারবো এবং তার চাপল্য আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারবো।

(এইরকম নানা কারণ আছে, যার ফলে পূর্ব-উপপতিকে বেশ্যা নিজের কাছে আবার নিয়ে আসতে পারে)।। ২৪-৩১।।

মূল। তস্য পীঠমর্দাদয়ো মাতুর্দৌঃশীলেন নায়িকায়াঃ সত্যপ্যনুরাগে বিবশায়াঃ পূর্বং নিষ্কাসনং বর্ণয়েয়ুঃ।। ৩২।। বর্তমানেন চাকামায়াঃ সংসর্গং বিদ্বেষং চ।। ৩৩।। তস্যাশ্চ সাভিজ্ঞানৈঃ পূর্বানুরাগৈরেনং প্রত্যায়য়েয়ুঃ।। ৩৪।। অভিজ্ঞানঞ্চ তৎকৃতোপকারসম্বন্ধং স্যাদিতি বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্।। ৩৫।।

অনুবাদ। পূর্ব-উপপতির পীঠমর্দ প্রভৃতি সহায়কেরা (বর্তমান বেশ্যা-নায়িকার কাছ থেকে অর্থ লাভ ক'রে এবং তার বাধ্য হ'য়ে) ঐ নায়ককে বল্‌বে,—"যদিও এই নায়িকার (অর্থাৎ বেশ্যার) তোমার প্রতি গাঢ় অনুরাগ আছে, কিন্তু সে কি করবে? এই বেশ্যার মা অত্যন্ত দুঃশীলা এবং সে এই রকম মায়ের অধীন,সেই কারণেই

তোমাকে বিতাড়িত করেছিল। বর্তমান নায়কের বা উপপতির সাথে ঐ বেশ্যার কোনও রকম অনুরাগ নেই, বরং বিদ্বেষ আছে (অর্থাৎ বর্তমান উপপতিকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না)।" এইভাবে ঐ পীঠমর্দপ্রভৃতি সহায়কেরা ঐ বেশ্যার অভিজ্ঞানযুক্ত পূর্বানুরাগ বর্ণনার দ্বারা সেই বিতাড়িত নায়কের বিশ্বাস উৎপাদন করবে। সেই পূর্ব-উপপতি,—যে বেশ্যার উপকার করেছিল বা অনিষ্টপ্রতীকার করেছিল,— সেই সব ঘটনাযুক্ত অভিজ্ঞান পীঠমর্দেরা ঐ উপপতিকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

এই পর্যন্ত **বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধান** অর্থাৎ ভগ্ন-প্রেমের পুনর্যোজন বা বিযুক্ত উপপতির সাথে বেশ্যার মিলন বর্ণিত হ'ল।। ৩২-৩৫।।

মূল। অপূর্ব-পূর্বসংসৃষ্টয়োঃ পূর্বসংসৃষ্টঃ শ্রেয়ান্। স হি বিদিতশীলো দৃষ্টরাগশ্চ সুপচারো ভবতীত্যাচার্যাঃ।। ৩৬।। পূর্বসংসৃষ্টঃ সর্বতঃ নিষ্পীড়িতার্থত্বান্নাত্যর্থম্ অর্থদো দুঃখঞ্চ পুনর্বিশ্বাসয়িতুম্। অপূর্বস্তু সুখেনানুরজ্যতে ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩৭।। তথাপি পুরুষপ্রকৃতিতো বিশেষঃ।। ৩৮।।

অনুবাদ। **আচার্যগণ** বলেন, "বেশ্যার পক্ষে নতুন উপপতি অর্থাৎ পূর্বে যার সাথে তার মিলন হয় নি, এবং পূর্বে যার সাথে মিলন হয়েছে অর্থাৎ পুরাতন উপপতি—এই দুজনের মধ্যে পূর্বে মিলিত উপপতিই উত্তম। কারণ, সেই উপপতির স্বভাব ঐ বেশ্যার জানা আছে, তার অনুরাগের পরিচয়ও তার জানা আছে, ফলে ঐ উপপতির দ্বারা, বেশ্যা নিজের খোশামোদ অনায়াসেই করাতে পারবে।" আচার্য **বাৎস্যায়ন** বলেন, "যদি পূর্বসংসৃষ্ট উপপতি সর্বতোভাবে অর্থাৎ একবার এই বেশ্যার দ্বারা আবার অন্য বেশ্যার দ্বারা অর্থ নিষ্পীড়নের পর বিতাড়নের ফলে ধনহীন হ'য়ে পড়ে, তবে সে আবার এই বেশ্যার সাথে পুনর্মিলিত হ'লে তাকে বেশী অর্থ দিতে পারবে না, তাছাড়া বিতাড়িত উপপতির বিশ্বাস উৎপাদন করাও কষ্টকর; কিন্তু যে উপপতি অপূর্ব (অর্থাৎ যার সাথে আগে কোনও সম্বন্ধ হয় নি), সে সানন্দে অনুরাগ-পূর্বক আসতে চাইবে (অতএব, নতুন উপপতিকে গ্রহণ করা উচিত বা পূর্ব-সংসৃষ্টকে গ্রহণ করা উচিত নয়)—এই হ'ল তাৎপর্যার্থ।" তবুও (অর্থাৎ আচার্যদের মত এবং বাৎস্যায়নের মত ভিন্ন হ'লেও) পুরুষের স্বভাব অনুসারে প্রভেদ হ'য়ে থাকে (অর্থাৎ নতুন উপপতিও কষ্টলভ্য ও কৃপণ হ'তে পারে এবং পুরাতন উপপতি নিষ্পীড়িতার্থ ও নিষ্কাসিত হওয়া সত্ত্বেও বেশ্যাকে অর্থদান-ব্যাপারে উদার এবং বিশ্বাসী হ'তে পারে) , অতএব কার্যক্ষেত্র দেখে এবং অবস্থা বুঝে কোন্ উপপতিকে গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ৩৬-৩৮।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।—

অন্যাং ভেদয়িতুং গম্যাদন্যতো গম্যমেব বা।
স্থিতস্য চোপঘাতার্থং পুনঃ সন্ধানমিষ্যতে।। ৩৯।।

বিভেত্যন্যস্য সংযোগাদ্ ব্যলীকানি চ নেক্ষতে।
অতিসক্তঃ পুমান্ যত্র ভয়াদ্ বহু দদাতি চ।। ৪০।।

অসক্তমভিনন্দেচ্চ সক্তং পরিভবেত্তথা।
অন্যদূতানুপাতে চ য স্যাদতিবিশারদঃ।। ৪১।।

অনুবাদ। এতক্ষণ আলোচিত বিষয় সম্পর্কেকয়েকটি (অর্থাৎ ছয়টি) শ্লোক আছে।—

গম্য উপপতির (অর্থাৎ যে উপপতি কোনও বেশ্যার সাথে সংযোগে উদ্যত, তার) কাছ থেকে অন্য বেশ্যাকে ভেদ বা ছাড়াছাড়ি করাবার জন্য এবং অন্য বেশ্যার কাছ থেকে উপপতিকে ছাড়াছাড়ি করাবার জন্য, অথবা, বর্তমান বেশ্যার কাছে অবস্থিত উপপতির উপঘাত (অর্থাৎ দর্প চূর্ণ) করাবার জন্য বিচ্ছিন্ন উপপতির পুনঃসন্ধান বেশ্যাদের অবশ্য কর্তব্য।

উপপতি যে বেশ্যাগৃহে অবস্থান ক'রে বেশ্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছে, সে সেখানে যদি সে অন্য নতুন উপপতির সংযোগ-শঙ্কায় ভীত হয় ও ঐ বেশ্যার অপরাধ দেখেও দেখে না, এবং পাছে ঐ বেশ্যা তাকে পরিত্যাগ করে, এই ভয়ে ঐ উপপতি বর্তমান্ বেশ্যাকে (অর্থাৎ যার প্রতি আসক্ত হ'য়ে ঐ উপপতি তার বাড়ীতে আছে) বহু অর্থ দান ক'রে থাকে (এইরকম উপপতি কখনই উপক্ষেণীয় নয়)।

উপপতি যদি অতি বিশারদ হয় (অর্থাৎ যে উপপতি অনুরাগ সত্ত্বেও বেশ্যা-কর্তৃক নিষ্কাসিত, তার পরেও সেই নিষ্কাসনকর্ত্রীর প্রণয়াভিলাষী, সে যদি অতি বিচক্ষণ হয়), তাহ'লে সেই বেশ্যার কাছে অন্য নতুন উপপতির দূত যাচ্ছে বুঝতে পারলে সেই দূতের কাছে আসক্তিশূন্য নতুন উপপতির প্রশংসা করবে। আর যদি নতুন উপপতি আসক্ত হয়, তাহ'লে তাকে অবজ্ঞা করবে।৩৯-৪১।

মূল।

তত্রোপযাপিনং পূর্বং নারী কালেন যোজয়েৎ।
ভবেচ্চাচ্ছিন্নসন্ধানা ন চ সক্তং পরিত্যজেৎ।। ৪২।।

সক্তং তু বশিনং নারী সম্ভাষ্যাপ্যন্যতো ব্রজেৎ।
ততশ্চার্থমুপাদায় সক্তমেবানুরঞ্জয়েৎ।। ৪৩।।

আয়তিং প্রসমীক্ষ্যাদৌ লাভং প্রীতিঞ্চ পুষ্কলাম্।
সৌহৃদং প্রতিসন্দধ্যাদ্ বিশীর্ণং স্ত্রী বিচক্ষণা।। ৪৪।।

অনুবাদ। পুনর্মিলন ব্যাপারে বক্তব্য এই যে, পুনর্মিলনের জন্য উপজাপকারী (অর্থাৎ দূতাদির মাধ্যমে কথা-চালাচালি করছে যে উপপতি) পূর্ব-বিতাড়িত উপপতিকে বেশ্যা কালবিলম্বে অর্থাৎ অবসরমতো সংযোজিত করবে, এবং এইভাবে পূর্ব-বিতাড়িত উপপতির সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্যোগ করবে- (এই সম্বন্ধ স্থাপন সহজেই হবে, কারণ, নিষ্কাসিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ উপপতি ঐ বেশ্যার প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত থাকায় পুনর্মিলনের প্রত্যাশায় উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকবে)। কিন্তু যে উপপতি বেশ্যার প্রতি একান্তই আসক্ত, তাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না।

একান্ত বশবর্তী যে আসক্ত উপপতি, তাকে কৌশলে মনভুলানো কথা ব'লে ঐ বেশ্যা অন্য কোনও উপপতির কাছে যাবে এবং সেখানে থেকে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ ক'রে ফিরে এসে ঐ আসক্ত উপপতিরই অনুরাগ বৃদ্ধি করবে।

প্রথমে উত্তরকালের অর্থাৎ পরিণামের শুভাশুভ চিন্তা করবে, তারপর লাভ এবং প্রচুর প্রীতির সম্ভাবনা বিবেচনা করবে, এবং সবশেষে সৌহৃদ্য দেখে বিচক্ষণা বেশ্যা-রমণী বিশীর্ণ বা নিষ্কাসিত ব্যক্তিকে প্রতিসন্নিহিত করবে অর্থাৎ ভগ্নপ্রেম পুনঃসংযোজিত করবে।।৪২-৪৪।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধিকরণের 'বিশীর্ণপ্রতিসন্ধান'-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

চতুর্থমধিকরণম্ ঃ বৈশিকম্

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

লাভবিশেষাঃ

[বেশ্যা তিন প্রকার,—একপরিগ্রহা, অনেকপরিগ্রহা ও অপরিগ্রহা। যে বেশ্যা একচারিণী হ'য়ে একজন উপপতিকে আশ্রয় ক'রে থাকে, সে হ'ল একপরিগ্রহা; এইরকম বেশ্যাদের উপপতির কাছ থেকে লাভের কথা আগে বলা হয়েছে। যে বেশ্যা অনেক উপপতির সাথে সহবাস ক'রে অর্থলাভ করে, সে হ'ল অনেকপরিগ্রহা; এদের কথা পরে বলা হবে। যে বেশ্যা কোনও উপপতির সাথে নিয়ত সম্বন্ধ না রেখে যে কোন লোক তার কাছে আসুক না কেন, তার সাথে সহবাস ক'রে অর্থলাভ করে তাকে বলা হয় অপরিগ্রহা বেশ্যা (ছুট্‌কো বেশ্যা); অনেকের কাছ থেকে অর্থলাভ করার জন্য এইরকম বেশ্যাদেরই লাভের পরিমাণ অন্য বেশ্যাদের তুলনায় বেশী হয়। তাই 'লাভবিশেষ' বলতে তাদেরই লাভের কথা বলা হচ্ছে।]

মূল। গম্যবাহুল্যে বহু প্রতিদিনঞ্চ লভমানা নৈকং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।। ১।।

দেশং কালং স্থিতিমাত্মনো গুণান্ সৌভাগ্যং চান্যাভ্যো ন্যূনাতিরিক্ততাং চাবেক্ষ্য রজন্যামর্থং স্থাপয়েৎ।। ২।।

গম্যে দূতাংশ্চ প্রযোজয়েৎ তৎপ্রতিবদ্ধাংশ্চ স্বয়ং প্রহিণুয়াৎ।। ৩।।

অনুবাদ। [অপরিগ্রহা অর্থাৎ ছুট্‌কো বেশ্যার কর্তব্যবিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—]

যদি গম্য পুরুষ (অর্থাৎ বেশ্যার সাথে সংযোগকামী পুরুষ) অনেক বেশী থাকে, তাহ'লে (পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বহু অর্থ লাভের আশায়) কোনও এক ব্যক্তিকে বেশ্যা নিয়তভাবে গ্রহণ ক'রে রাখবে না [অর্থাৎ এই প্রকার বেশ্যা কোনও পুরুষের 'বাঁধা রক্ষিতা' হ'য়ে থাকবে না। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের কাছ থেকে অনেক টাকা যে বেশ্যার লাভ হয়, সে এক বিশেষ ব্যক্তিকে সর্বক্ষণের জন্য নিজের কাছে রাখবে না]।

অপরিগ্রহা বেশ্যার কর্তব্য হ'ল—দেশ সম্পৎশালী কিনা, কাল কামপ্রবৃত্তি উৎপাদনের সহায়ক কিনা ইত্যাদি এবং স্থিতি অর্থাৎ দেশের আচার ব্যবহার, নিজের

বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি গুণ ও সৌভাগ্য এবং অন্য বেশ্যাদের তুলনায় নিজের রূপগুণ প্রভৃতির আধিক্য ও ন্যূনতা বিবেচনা ক'রে সেই অনুসারে সমাগত পুরুষদের সাথে রাত্রিকালীন শুল্কের বন্দোবস্ত করবে।

গম্য পুরুষের কাছে অপরিগ্রহা বেশ্যা দূতগণকে নিযুক্ত করবে। আর গম্যদের সাথে যে সব দূতের সম্বন্ধ আছে, বেশ্যা নিজেই তাদের যত্ন ক'রে পাঠাবে।

[এখানে 'নিজেই পাঠাবে',—এ কথার বক্তব্য হ'ল,—গম্যদের সাথে যে সব দূতের সম্বন্ধ আছে, অপরিগ্রহা বেশ্যা তাদের সাথে মন্ত্রণা ক'রে অর্থের একটা ভাগ দিতে স্বীকার করবে, আর তার যে এব্যাপারে কোনও আকাঙ্ক্ষা আছে, তা গম্যের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করবে। আর ঐ গম্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত দূতগণ পরামর্শচ্ছলে ঐ বেশ্যার উৎকর্ষ ও শুল্কের কথা জানিয়ে ঐ গম্যের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করবে]। ১-৩।

মূল। দ্বিস্ত্রিচতুরিতি লাভাতিশয়গ্রহার্থমেকস্যাপি গচ্ছেৎ। পরিকল্পং সকলগ্রহঞ্চ চরেৎ।।৪।।

গম্যযৌগপদ্যে তু লাভসাম্যে যদ্দ্রব্যার্থিনী স্যাৎ তদ্দায়িনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্যাঃ।। ৫।।

অপ্রত্যাদেয়ত্বাৎ সর্বকার্যাণাং তন্মূলত্বাৎ হিরণ্যদ ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ৬।।

অনুবাদ। বেশ্যা বেশী অর্থ লাভের জন্য একজন উপপতির সাথে দুই, তিন বা চাররাত্রি অতিবাহিত করতে পারে। এবং সেই কয়েকটি দিন এক-পরিগ্রহার (অর্থাৎ একচারিণী বেশ্যারমণীর) জন্য যে সব আচরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেই সব আচরণই ঐ বেশ্যাকে করতে হবে।

আচার্যগণ বলেন, যদি বহু উপপতি এককালে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকের কাছ থেকেই সমান অর্থ বা অন্যান্য দ্রব্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে ঐ বেশ্যার যে দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ যে দ্রব্য লাভ করলে সে সন্তুষ্ট হবে, সেই দ্রব্য যে উপপতি তাকে দান করবে ব'লে বুঝতে পারবে, তাকেই ঐ বেশ্যা গ্রহণ করবে।

আচার্য **বাৎস্যায়ন** বলেন, যে দ্রব্য ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা নেই, এবং সমস্তপ্রকার লাভের ও কার্যের যেটি হ'ল মূল, সেই হিরণ্য (অর্থাৎ টাকা পয়সা) যে উপপতি দেবে, তাকেই ঐ বেশ্যা গ্রহণ করবে।

[উপপতি যদি দুষ্ট ও লম্পট হয় তাহ'লে সেই উপপতি নিজের দ্বারা প্রদত্ত

কাপড় প্রভৃতি জিনিসের চিহ্ন ঠিক রেখে পরে সেগুলি কৌশল ক'রে ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু টাকা-পয়সার চিহ্ন দেখে সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া টাকা-পয়সাই হ'ল সকল বিষয়ের মূল। তাই টাকা-পয়সা যে উপপতি দেবে, বেশ্যা তাকেই গ্রহণ করবে]। ৪-৬।

মূল। সুবর্ণরজততাম্রকাংস্যলোহভাণ্ডোপস্করাস্তরণপ্রাবরণবাসো-বিশেষ-গন্ধদ্রব্য-কটুকভাণ্ড-ঘৃত-তৈল-ধান্য-পশুজাতীনাং পূর্ব-পূর্বতো বিশেষঃ।। ৭।।

পত্তনসাম্যাদ্ বা দ্রব্যসাম্যে মিত্রবাক্যাৎ অতিপাতিত্বাৎ আয়তিতো গম্যগুণতঃ প্রীতিতশ্চ বিশেষঃ।। ৮।।

অনুবাদ। (তৎকালীন নিয়ম অনুসারে) সুবর্ণ (অর্থাৎ নগদ্ টাকা-পয়সা), রজত (রূপা),তামার পাত্র, কাঁসার পাত্র, লোহা ও তার দ্বারা নির্মিত ভাণ্ড অর্থাৎ দ্রব্য, উপস্কর (তৈজসপত্র), আস্তরণ (তোষক, গাল্‌চে প্রভৃতি), প্রাবরণ (শাল, কম্বল প্রভৃতি), বিভিন্ন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য (চন্দন, অগুরু, আতর প্রভৃতি), কটুক (মরীচ প্রভৃতি), ভাণ্ড (ঘটি-কলসী প্রভৃতি), ঘি, তেল, ধান, পশুজাতি— এইসব জিনিসের মধ্যে আগের আগের জিনিসটি পরের পরেরটির তুলনায় শুল্ক হিসাবে বেশ্যার দ্বারা বিশেষভাবে গ্রহণীয় (অর্থাৎ সুবর্ণ ও রজতের মধ্যে সুবর্ণই শ্রেয়ঃ, রজত ও তামার পাত্রের মধ্যে রজতই শ্রেয়ঃ)।

এই বিশেষ শুল্কগ্রহণের ব্যাপারে অন্য রকম নির্ধারক আছে, যথা, যে দ্রব্য বেশ্যার পত্তনের অর্থাৎ বাসভবনের পক্ষে শোভাজনক এবং মূল্যবানও বটে, সেই জিনিসটি অন্য বস্তুর তুলনায় বিশেষ গ্রাহ্য এবং দুজন উপপতির দ্বারা অনীত দুটি বস্তু যদি সমান মূল্যবান হয়, তাহ'লে বেশ্যা তার কোনও শুভানুধ্যায়ীর দ্বারা প্রদর্শিত দ্রব্যটি উপপতির কাছ থেকে গ্রহণ করবে। অতিপাতিত্ব অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব, আয়তিত্ব অর্থাৎ পরিণামে উৎকর্ষ, গম্য উপপতির গুণ এবং প্রীতি— এগুলিও বিশেষ গ্রাহ্যতার কারণ (অর্থাৎ এগুলি বিবেচনা ক'রে বেশ্যা বহু উপপতির মধ্যে মনোমত উপপতি পছন্দ ক'রে নেবে)। ৭-৮।

মূল। রাগিত্যাগিনোস্ত্যাগিনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্যাঃ।। ৯।।

শক্যো হি রাগিণি ত্যাগ আধাতুম্, লুব্ধোঽপি হি রক্তস্ত্যজতি, ন তু ত্যাগী নির্বন্ধাদ্ রজ্যত ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ১০।।

তত্রাপি ধনবদধনবতো র্ধনবতি বিশেষঃ।। ১১।।

অনুবাদ। পূর্বাচার্যেরা বলেন, অত্যন্ত অনুরাগ-পোষণকারী উপপতি এবং

দানশীল ত্যাগী উপপতি—এই দুজনের মধ্যে দানশীলই বিশিষ্ট পাত্র অর্থাৎ এইরকম উপপতিই গ্রহণীয়, কারণ, এইরকম ব্যক্তির কাছ থেকে অধিক লাভপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাৎস্যায়ন বলেন, উপপতি যদি অনুরাগী হয়, তাহ'লে এইরকম ব্যক্তিতে কোনও উপায়ের দ্বারা দানশক্তি স্থাপন করা সহজ; অনুরাগী উপপতি লুব্ধ হ'লেও অর্থাদি দ্রব্যত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না (অর্থাৎ অনুরাগবশে দান করে); পক্ষান্তরে, দানশীল উপপতিকে অন্যের প্রয়াসে অনুরাগযুক্ত করা যায় না (অনুরাগ না থাকলে, দানশীল উপপতির কাছ থেকে ইচ্ছানুরূপ অর্থাদি দ্রব্য লাভ করা যায় না); অতএব দানশীলের তুলনায় অনুরক্ত উপপতিই শ্রেষ্ঠ।

অবশ্য, এ দুজনের মধ্যে অর্থাৎ অনুরাগী ও দানশীল উপপতির মধ্যে ধনবান্ এবং নির্ধন বুঝে যে উপপতি ধনবান্ তাকেই বেশ্যার গ্রহণ করা উচিত। ৯-১১।

মূল। ত্যাগিপ্রয়োজনকর্ত্রোঃ প্রয়োজনকর্তরি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্যাঃ।। ১২।।

প্রয়োজনকর্তা সকৃৎ কৃত্বা কৃতিনমাত্মানং মন্যতে, ত্যাগী পুনরতীতং নাপেক্ষতে ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ১৩।।

তত্রাপি আয়তিতো বিশেষঃ।। ১৪।।

অনুবাদ। পূর্বাচার্যগণের মতে, দানশীল ও প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদক এই উভয় উপপতির মধ্যে বেশ্যার প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদক (অর্থাৎ বেশ্যার স্বার্থ- সিদ্ধিতে সক্ষম) উপপতি গ্রহণ-ব্যাপারে বেশ্যার পক্ষে বিশিষ্ট পাত্র; কারণ, তার ফল প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ এইরকম উপপতিকে তাৎক্ষণিক কার্যসম্পাদন করতে দেখা যায়)।

বাৎস্যায়ন বলেন, প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদক উপপতি একবার বেশ্যার প্রয়োজন সম্পন্ন করেই মনে করে, আমার কাজ শেষ হ'ল; কিন্তু যে উপপতি দানশীল সে অতীতে যা দান করেছে তার কথা মনে ক'রে কোন কিছুর অপেক্ষা করে না (সে স্বভাবতই যখন-তখন দান করে, কারণ, দান করাই তার ধর্ম)।

এক্ষেত্রে আবার দানশীল ও প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদক উপপতির মধ্যে **আয়তি** (অর্থাৎ পরিণাম) বিচার ক'রে উপপতির গ্রাহ্যতা নির্ণয় করতে হবে [অর্থাৎ বেশ্যা যদি বোঝে, আজই প্রয়োজনীয় কাজের সম্পাদক যদি অবজ্ঞাত হয়, তাহ'লে কাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, তখন সেই দিনের পরিণাম চিন্তা ক'রে প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদক-উপপতিকেই গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু সেরকম যদি না হয়, তাহ'লে

দানশীল উপপতিই গ্রহণীয়]। ১২-১৪।

মূল। কৃতজ্ঞ-ত্যাগিনো ত্যাগিনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্যাঃ।। ১৫।।

চিরমারাধিতোঽপি ত্যাগী ব্যলীকমেকমুপলভ্য প্রতিগণিকয়া বা মিথ্যাদূষিতঃ শ্রমমতীতং নাপেক্ষতে। প্রায়েণ হি তেজস্বিনঃ ঋজবোঽত্যাদৃতাশ্চ ত্যাগিনো ভবন্তি। কৃতজ্ঞস্তু পূর্বশ্রমাপেক্ষী ন সহসা বিরজ্যতে। পরীক্ষিতশীলত্বাচ্চ ন মিথ্যা দূষ্যতে ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ১৬।।

তত্রাপি আয়তিতো বিশেষঃ।। ১৭।।

অনুবাদ। পূর্বাচার্যদের মত এই যে, কৃতজ্ঞ ও দানশীল (অর্থাৎ ত্যাগী) এই দুই উপপতির মধ্যে দানশীলই গ্রহণ-বিষয়ে বিশিষ্ট পাত্র (অর্থাৎ দানশীলের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, কৃতজ্ঞের মধ্যে সেরকম দেখতে পাওয়া যায় না); এ ব্যাপারে ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ (অর্থাৎ দানশীলের দ্বারা প্রদত্ত জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, আর কৃতজ্ঞ উপপতি কোনও জিনিস যে দান করবেন এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না)।। ১৫।

বাৎস্যায়নের মত হ'ল,—দানশীল উপপতি দীর্ঘকাল ধ'রে আরাধিত হ'লেও বেশ্যার কোনও একটি অপরাধ দেখে অথবা প্রতিপক্ষ-বেশ্যার মুখে নিজ-বেশ্যার উপর আরোপিত দোষে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে নিজ-বেশ্যার পূর্বকৃত দেহ-দানাদি পরিশ্রমের কথা মনেও করে না; কারণ, দানশীলব্যক্তিগণ প্রায়ই তেজস্বী, সরল ও বেশ্যাকর্তৃক অত্যন্ত আদৃত হ'য়ে থাকে [অতএব উপপতি তার তেজস্বিতার জন্য বেশ্যার সামান্য অপরাধও সহ্য করে না; সরলস্বভাব হওয়ার জন্য বেশ্যার উপর আরোপিত মিথ্যাদোষ গ্রহণ ক'রে বসে থাকে; এবং নিজে অত্যন্ত আদৃত হওয়ার জন্য বেশ্যার পরিশ্রমের আদর করে না]। কিন্তু কৃতজ্ঞ উপপতি বেশ্যার দ্বারা পূর্বকৃত দেহাদি-দানরূপ পরিশ্রমের কথা স্মরণ করে এবং হঠাৎ বিরক্ত হয় না। তাছাড়া কৃতজ্ঞ উপপতি দোষগুণের প্রকৃত পরীক্ষা বা বিচার করে ব'লে নিজ-বেশ্যার উপর প্রতিপক্ষ-বেশ্যার দ্বারা মিথ্যাদোষ আরোপিত হ'লেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, অর্থাৎ অপরীক্ষিত দোষ গ্রহণ করে না (অতএব দানশীল ও কৃতজ্ঞের মধ্যে কৃতজ্ঞ উপপতিই শ্রেষ্ঠ ব'লে বুঝতে হবে)।

দানশীল ও কৃতজ্ঞের মধ্যে আবার পরিণামে লাভের সম্ভাবনা যার কাছ থেকে, সেই উপপতি-ই বিশিষ্ট ব'লে বুঝতে হবে [কৃতজ্ঞ উপপতি শ্রেষ্ঠ হ'লেও বেশ্যা যদি বোঝে, দানশীল উপপতি কুপিত হ'য়ে পরিণামে কৃতজ্ঞেরও অনিষ্ট-সাধন করতে

পারে এবং তার ফলে বেশ্যার কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে সেইরকম দানশীল উপপতিকেই গ্রহণ করতে হবে]। ১৬-১৭।

মূল। **মিত্রবচনার্থাগময়োরর্থাগমে বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্যাঃ।। ১৮।।**

সোঽপি হ্যর্থাগমো ভবিতা। মিত্রং তু সকৃদ্বাক্যে প্রতিহতে কলুষিতং স্যাদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ১৯।।

তত্রাপ্যতিপাততো বিশেষঃ।। ২০।।

তত্র কার্যসন্দর্শনেন মিত্রমনুনীয় শ্বোভূতে বচনমস্ত্বিতি ততোঽতিপাতিনমর্থং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।। ২১।।

অনুবাদ। **পূর্বাচার্যদের** অভিমত হ'ল—বন্ধুজনের আশ্বাসবাক্য ও কোনও সূত্র থেকে অর্থাগম—এই দুইটির মধ্যে অর্থাগমই বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয়, কারণ, অর্থাগম প্রত্যক্ষসিদ্ধ (কিন্তু মিত্রবাক্য অর্থলাভের সহায়ক হয় না)।

বাৎস্যায়ন বলেন, অর্থলাভ পরে কোনও এক সময় হ'তে পারে, কিন্তু বন্ধুর আশ্বাস বাক্য একবার অমান্য করলে সেই বন্ধু অসন্তুষ্ট হ'য়ে বেশ্যার প্রতি বিরক্ত হ'তে পারে (এবং তার ফলে বেশ্যার কার্যহানি ঘটতে পারে। অতএব মিত্রবাক্যের ও অর্থাগমের এক সময়ে উপস্থিতিতে মিত্রবাক্য উপেক্ষা করা উচিত নয়)।

কিন্তু মিত্রবাক্য ও অর্থাগম একসময়ে উপস্থিত হ'লে যদি এমন দেখা যায়, অর্থাগমকে স্বীকার না করলে পরিণামে বিশেষ ক্ষতি হ'তে পারে, তাহ'লে অর্থাগমের জন্যই বেশ্যা বিশেষভাবে অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ অর্থাগমের সম্ভবনা ত্যাগ করলে পরিণামে সেইরকম অর্থগামের আর কোনও আশা থাকবে না, এইরকম পরিস্থিতিতে বন্ধুর আশ্বাসবাক্যকে উপেক্ষা করবে)।

এইরকম ক্ষেত্রে বেশ্যা তার বন্ধুকে কোনও একটি কাজের প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক 'আমার ও তোমার কাজ একই। আমার এই কাজটি শেষ হ'য়ে যাক্; তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আগামী কাল আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখবো।' এইরকম ব'লে বেশ্যার যে অর্থক্ষতি হয়েছে, তা বন্ধুকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সম্প্রতি যে অর্থাগম হচ্ছে তা গ্রহণ করবে। (প্রকৃত বন্ধু হ'লে এইরকম কথা শোনার পর সে আর অসন্তুষ্ট হবে না)। ১৮-২১।

মূল। **অর্থাগমানর্থপ্রতীঘাতয়োরর্থাগমে বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্যাঃ।। ২২।।**

অর্থঃ পরিমিতাবচ্ছেদোঽনর্থঃ পুনঃ সকৃৎপ্রসৃতো ন জ্ঞায়তে ক্বাবতিষ্ঠতে ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৩।।

তত্রাপি গুরুলাঘবকৃতো বিশেষঃ।। ২৪।।

এতেনার্থসংশয়াদনর্থপ্রতীকারে বিশেষঃ ব্যাখ্যাতঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। **পূর্বাচার্যগণ** বলেন, ধনলাভ ও অনর্থনিবারণ- এই উভয়ের মধ্যে ধনাগমকে বিশেষ লাভ ব'লে মনে করা যেতে পারে, কারণ, অর্থাগমের বিশেষত্ব প্রতীত বিষয়, অতএব এর ফল প্রত্যক্ষ।

আচার্য **বাৎস্যায়ন** বলেন, অর্থের পরিমাণনির্ণয় বা ইয়ত্তা করা যায়, কিন্তু অনর্থ একবার উপস্থিত হ'লে তার ইয়ত্তা বা পরিসমাপ্তি কোথায়, তা বোঝা যায় না (অতএব অর্থাগমের তুলনায় অনর্থনিবারণই বিশেষভাবে অপেক্ষণীয়)।

কিন্তু এদুটির মধ্যেও আবার গুরু-লঘুবিচার আছে, যা থেকে ন্যূন ও আধিক্য বিবেচনা ক'রে যেটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাকে গ্রহণ করতে হবে (অর্থাৎ যদি বেশ্যা মনে করে, অনর্থটি গুরু নয়, কিন্তু অর্থটিই গুরু, তাহ'লে অর্থাগমে বাধা দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু যদি বুঝতে পারে, অর্থ লঘু, অনর্থই গুরু, তাহ'লে সেরকম ক্ষেত্রে অর্থাগমের চেষ্টা না ক'রে অনর্থ-প্রতীকারের ব্যবস্থা করা উচিত)।

অর্থাগমের সংশয় উপস্থিত হ'লে অর্থাৎ একটি উপায়-প্রয়োগে অর্থাগম হ'তেও পারে আবার না-ও হ'তে পারে, এবং আর একটি উপায়ের দ্বারা অনর্থের প্রতীকার করা যায়—এইরকম দুটি উপায়-প্রয়োগ-বিষয়ে কোন্‌টি আশ্রয়নীয়?—এইরকম সংশয় উপস্থিত হ'লে তার উত্তর পূর্বোক্ত আচার্যমতের ও বাৎস্যায়নমতের দ্বারা ব্যাখ্যাত হ'ল (বাৎস্যায়ন বলেছেন, অনর্থের প্রতীকার অত্যাবশ্যক, অতএব এটিই বিশেষভাবে অপেক্ষণীয়। সেকারণে অর্থাগম ও অনর্থপ্রতীকারের মধ্যে গুরুলঘু বিচার ক'রে একটির অপেক্ষা করবে)। ২২-২৫।

মূল। দেবকুলতড়াগারামাণাং করণং স্থলীনামগ্নিচৈত্যানাং নিবন্ধনং গোসহস্রাণাং পাত্রান্তরিতং ব্রাহ্মণেভ্যো দানং দেবতানাং পূজোপহারপ্রবর্তনং তদ্ব্যয়সহিষ্ণোর্বা ধনস্য পরিগ্রহণম্ ইত্যুত্তমগণিকানাং লাভাতিশয়ঃ।। ২৬।।

অনুবাদ। [বেশ্যা তিন প্রকার হ'তে পারে,—গণিকা, রূপাজীবা ও কুম্ভদাসী। এরা প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিনপ্রকার। যথা, উত্তমা গণিকা, মধ্যমা গণিকা ও অধমা গণিকা; উত্তমা রূপাজীবা, মধ্যমা রূপাজীবা ও অধমা

রূপাজীবা;উত্তমা কুম্ভদাসী, মধ্যমা কুম্ভদাসী ও অধমা কুম্ভদাসী। এদের মধ্যে যে উত্তমা গণিকা, তার লাভাতিশয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে। বারাঙ্গনার যে সব গুণ আগে বলা হয়েছে, যে বারাঙ্গনাতে সেই সব গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে, সেই হ'ল **'উত্তমা গণিকা'**। ঐ সব গুণের এক-চতুর্থাংশ যে বারাঙ্গনাতে কম থাকে তাকে বলা হয় **'মধ্যমা গণিকা,'** এবং অর্ধেক কম থাকলে **'অধমা গণিকা'** বলা হয়]।

দেবমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, তড়াগ (জলাশয়)-খনন, আরাম (উদ্যান)-নির্মাণ, স্থলীনিবন্ধন অর্থাৎ নিম্নস্থানে লোকজনের গমনাগমনের সুবিধার জন্য সেতু-প্রভৃতি নির্মাণ, নিজ বাসস্থানের বাইরে মাটির ঘর নির্মাণ ক'রে সেখানে অগ্নিহোত্রসম্পাদনের জন্য সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংরক্ষণ ও প্রতিদিন অগ্নিহোত্র-সম্পাদন, কোনও সুপাত্রকে মাধ্যম ক'রে তার হাত দিয়ে ব্রাহ্মণগণকে বহু সহস্র গবাদিপশু দান, দেবতাগণের নিয়মিত পূজা ও ভোগ-প্রসাদাদি উপহারের প্রবর্তন, যে পরিমাণ ধন সঞ্চয় ক'রে রাখলে নিয়মিত দেবতা-ব্রাহ্মণাদির পূজার ব্যয়নির্বাহ হয়, সেই পরিমাণ ধন-সঞ্চয়,—এই গুলিই হ'ল উত্তমা গণিকার লাভের আতিশয্য (অর্থাৎ উত্তমা গণিকা তার লাভের অংশ এই সব সৎকাজে ব্যয় করবে)। ২৬।

মূল। সার্বাঙ্গিকোঽলঙ্কারযোগো গৃহস্যোদারস্য করণং মহার্হৈর্ভাণ্ডৈঃ পরিচারকৈশ্চ গৃহপরিচ্ছদস্যোজ্জ্বলতেতি রূপাজীবানাং লাভাতিশয়ঃ।। ২৭।।

নিত্যং শুক্লমাচ্ছাদনমপক্ষুধমন্নপানং নিত্যং সৌগন্ধিকেন তাম্বূলেন চ যোগঃ স-হিরণ্যভাগমলঙ্করণমিতি কুম্ভদাসীনাং লাভাতিশয়ঃ।। ২৮।।

এতেন প্রদেশেন মধ্যমাধমানামপি লাভাতিশয়ান্ সর্বাসামেব যোজয়েদিত্যাচার্যাঃ।। ২৯।।

দেশকালবিভবসামর্থ্যানুরাগলোকপ্রবৃত্তিবশাদনিয়তলাভাদিয়মবৃত্তিরিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। সর্বাঙ্গে অলঙ্কারধারণ, বিরাটাকার গৃহনির্মাণকরণ, সোনা-রূপা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত বহু তৈজসপত্র সংগ্রহ ও বহু পরিচারকের দ্বারা ঘরের এবং আসবাবপত্রের উজ্জ্বলতা—এগুলি হ'ল **রূপাজীবাদের** লাভাতিশয় (অর্থাৎ লাভের অংশ এই সব কাজে ব্যয় করবে)। [এখানে 'রূপাজীবা' শব্দের দ্বারা উত্তমা রূপাজীবাকে বুঝতে হবে। যে সব বেশ্যার কলাবিষয়ে বিচক্ষণতা নেই, কিন্তু উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যের প্রতি প্রীতি আছে, তারাই রূপাজীবা। রূপ বা সৌন্দর্যের উত্তম,মধ্যম ও

অধমভাব নিয়েই রূপাজীবার প্রকারভেদ। নিজের বিলাস-সৌষ্ঠবের জন্য যে ব্যয়, রূপাজীবার পক্ষে তা-ই হ'ল প্রধান কার্যব্যয়]।

নিত্য শুক্ল অর্থাৎ নির্মল বস্ত্র পরিধান, ক্ষুৎ পিপাসার নিবৃত্তিকারক অন্ন ও পান; প্রতিদিন সুগন্ধি দ্রব্যসেবন ও তাম্বূলগ্রহণ, অল্পপরিমাণ সোনাযুক্ত রূপাদিনির্মিত অলঙ্কার-গ্রহণ—এগুলি কুম্ভদাসীদের লাভের আতিশয্য (অর্থাৎ এইসব কাজের জন্য যে ব্যয়, উত্তমা কুম্ভদাসীর পক্ষে তা-ই হ'ল কার্যব্যয়। 'কুম্ভদাসী' বলতে চাকরাণী-বেশ্যাকে বোঝায়)।

পূর্বাচার্যগণ বলেন, সকল প্রকার বেশ্যার মধ্যে মধ্যম ও অধম শ্রেণীর বেশ্যার লাভাতিশয় এই অংশের দ্বারাই বুঝে নিতে হবে।

আচার্য **বাৎস্যায়ন** বলেন, দেশ, কাল, বিভব (সম্পত্তি), সামর্থ্য, উপপতির অনুরাগ এবং লোকপ্রবৃত্তির বৈচিত্র্যহেতু বেশ্যাগণের লাভের যখন কোনও নিয়ম নেই, তখন এইরকম বাঁধাবাধি ব্যবস্থা চলতে পারে না (অর্থাৎ ধনপ্রধান বেশ্যাদের যে সব লাভের কথা বলা হয়েছে, তা দেশকালাদির বৈশিষ্ট্য অনুসারে কখনো ন্যূন হ'তে পারে, কখনো বেশীও হ'তে পারে)। ২৭-৩০।

মূল। **গম্যমন্যতো নিবারয়িতুকামা, সক্তমন্যস্যামপহর্তুকামা বা, অন্যাং বা লাভতো বিযুযুক্ষমাণা, গম্যসংসর্গাদাত্মনঃ স্থানং বৃদ্ধিমায়তিমভিগম্যতাং চ মন্যমানা, অনর্থপ্রতীকারে বা সাহায্যমেনং কারয়িতুকামা, সক্তস্য বাহ্যাত্র ব্যলীকার্থিনী পূর্বোপকারমকৃতমিব পশ্যন্তী, কেবলপ্রীত্যর্থিনী বা কল্যাণবুদ্ধেরল্পমপি লাভং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।। ৩১।।**

অনুবাদ। কোন্ কোন্ অবস্থায় একজন বেশ্যা, তার নিজের উপপতির বা অন্য বেশ্যার উপপতির কাছ থেকে অল্প পরিমাণ লাভ গ্রহণ করতে পারে।—

(১) অন্য বেশ্যার কাছে উপপতির গমন-নিবারণ করা যখন বেশ্যার অভিপ্রেত; (২) অন্য কোনও বেশ্যাতে আসক্ত কোনও লোককে হস্তগত করতে যার অভিপ্রায় (অর্থাৎ একজন বেশ্যা যদি দেখে কোনও লোক অন্য একজন বেশ্যার প্রতি আসক্ত হ'য়ে তার ঘরে যাচ্ছে, তখন ঐ প্রথম বেশ্যা দ্বিতীয় বেশ্যার প্রার্থিত টাকার তুলনায় কম টাকার চুক্তিতে ঐ লোকটিকে নিজের ঘরে ডাকতে পারে); (৩) ঈর্ষাবশতঃ অন্য বেশ্যাকে লাভ থেকে বঞ্চিত করার যদি অভিপ্রায় থাকে (তাহ'লে দ্বিতীয় বেশ্যা অল্প টাকার চুক্তিতে প্রথম বেশ্যার উপপতিকে নিজের ঘরে ডাকতে পারে); (৪) বেশ্যা যদি বোঝে কোনও উপপতির সাথে মিলনের ফলে নিজের স্থান (অর্থাৎ জনসমাজে

বিশিষ্ট স্থান লাভ), বৃদ্ধি (অর্থাৎ সম্পদ্-বৃদ্ধি), নিজ বৃত্তির পরিণামে উন্নতি এবং অন্যান্য উপপতির কাছে নিজের কদর পাওয়ার আশা থাকে (তখন অল্প টাকার চুক্তিতেও ঐ উপপতিকে নিজের কাছে আনবে); (৫) কোনও লোকের দ্বারা যদি বেশ্যার অনর্থ- প্রতীকারে সাহায্যের আশা থাকে (তখন অল্প টাকার চুক্তিতেও লোকটিকে নিজের উপপতিরূপে ঘরে ডেকে আনবে); (৬) 'পূর্বে আসক্ত কিন্তু বর্তমানে অন্য বেশ্যার সাথে মিলিত এমন উপপতির দ্বারা কৃত উপকার প্রকৃতপক্ষে উপকার নয়', এইরকম মনে মনে মিথ্যা পরিকল্পনা ক'রে তাকে যদি অপরাধী করতে ইচ্ছা করে (তাকে অল্পলাভের চুক্তিতে ঘরে এনে বেশ্যা সেই উপপতিকে তার কৃত অপরাধের জন্য তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারে); (৭) অথবা, কেবল প্রীতি লাভের জন্য কোনও বেশ্যা কল্যাণবুদ্ধি উপপতির কাছ থেকে অল্প লাভও গ্রহণ করতে পারে। ৩১।

মূল। আয়ত্যর্থিনী তু তমাশ্রিত্য চানর্থং প্রতিচিকীর্ষন্তী নৈব প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।। ৩২।।

ত্যক্ষ্যাম্যেনমন্যতঃ প্রতিসন্ধাস্যামি, গমিষ্যতি দারৈ র্যোক্ষ্যতে নাশয়িষ্যত্যনর্থান্, অঙ্কুশভূত উত্তরাধ্যক্ষোঽস্যাগমিষ্যতি স্বামী পিতা বা, স্থানভ্রংশো বাঽস্য ভবিষ্যতি চলচিত্তশ্চেতি মন্যমানা তদাত্বে তস্মাৎ লাভমিচ্ছেৎ।। ৩৩।।

অনুবাদ। কিন্তু বেশ্যা যদি ভবিষ্যতে কোনও উপপতির কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সুবিধা হবে বুঝতে পারে, অথবা, তাকে আশ্রয় ক'রে অনর্থ-প্রতীকারের ইচ্ছা করে, তবে সেই উপপতির কাছ থেকে (প্রথমেই) অর্থাদি কোনও লাভ গ্রহণ করবে না। ৩২।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপপতির কাছ থেকে অবিলম্বে ধন গ্রহণ করা উচিত—

(১) বর্তমান উপপতিকে ত্যাগ ক'রে আগের উপপতির সাথে পুনর্মিলনের ইচ্ছা থাকলে (বর্তমান উপপতির কাছ থেকে বিলম্ব না ক'রে ধন গ্রহণ করবে); (২) এই উপপতি আমার কাছ থেকে চলে যাবে এবং বিবাহ করবে এবং তারপর অনর্থনাশ করবে অর্থাৎ বেশ্যার জন্য অর্থব্যয় প্রভৃতি নিষিদ্ধ হ'য়ে যাবে বুঝলে; (৪) এই উপপতির অঙ্কুশভূত (অর্থাৎ দমনকারী) **উত্তরাধ্যক্ষ** অর্থাৎ উপরিতন ব্যক্তি—তিনি প্রভু বা পিতা যে কেউ হ'তে পারেন (যিনি এতদিন দেশে ছিলেন না)—এখন শীঘ্রই এসে পৌঁছবে (এবং গণিকালয়ে উপপতির আগমন এবং অর্থব্যয় নিষিদ্ধ ক'রে দেবে) বুঝতে পারলে; (৫) অথবা, এই উপপতির স্থানভ্রংশ অর্থাৎ সম্পত্তিনাশ বা পদচ্যুতি

হবে, এইরকম বুঝলে; (৬) অথবা, লোকটি অস্থিরচিত্ত—এইরকম মনে করলে,—ঐ বেশ্যা ঐ সব উপপতির কাছ থেকে অবিলম্বে ধনলাভের ব্যবস্থা করবে। ৩৩।

মূল। প্রতিজ্ঞাতমীশ্বরেণ, প্রতিগ্রহং লপ্স্যতে, অধিকরণং স্থানং বা প্রাপ্স্যতি, বৃত্তিকালোঽস্য বাহ্সন্নো, বাহনমস্যাগমিষ্যতি, স্থলপত্রং বা, শস্যমস্য পক্ষ্যতে, কৃতমস্মিন্ন নশ্যতি, নিত্যমবিসংবাদকো বা ইত্যায়ত্যামিচ্ছেৎ। পরিগ্রহকল্পং চাস্যাচরেৎ।। ৩৪।।

অনুবাদ। বেশ্যা যখন বুঝবে— (১) এই উপপতি রাজার কাছ থেকে ধনাদিলাভ করবে ব'লে প্রতিজ্ঞাত হয়েছে; (২) অবিলম্বে অন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে এই উপপতি প্রতিগ্রহ বা ধনাদি লাভ করবে; (৩) কোনও ন্যায়াধিকরণে বা যোগ্য অন্য কোনও স্থানে আধিপত্য লাভ করবে; (৪) অথবা, এই ব্যক্তির বেতন প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হয়েছে, (৫) এই উপপতির (যিনি বণিকের কাজ করেন এমন উপপতির) জাহাজ বা অন্য ব্যাপারিক বাহন (বাণিজ্যিক বস্তুসমূহের বিক্রয় করার পর) স্থলদেশে উপস্থিত হবে; (৬) এই উপপতির **স্থলপত্র** অর্থাৎ জাগীর বা জমিদারী হস্তগত হবে; (৭) অথবা, এই উপপতির ক্ষেতের শস্য এখন পাকবে; (৮) অথবা, এই ব্যক্তির কৃতকর্ম নষ্ট হওয়ার নয়, এমন নিশ্চয় থাকলে; (৯) অথবা, এই ব্যক্তি কখনো বিবাদ-বিসংবাদ করে না এরকম বিশ্বাস থাকলে,—বেশ্যা পরিণামে এইরকম উপপতিদের কাছ থেকে লাভের আকাঙ্ক্ষা করবে, অথবা এই উপপতির স্ত্রীর মতো আচরণ করবে।। ৩৪।।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।

কৃচ্ছ্রাধিগতবিত্তাংশ্চ রাজবল্লভনিষ্ঠুরান্।
আয়ত্যাং চ তদাত্বে চ দূরাদেব বিবর্জয়েৎ।।৩৫।।

অনর্থো বর্জনে যেষাং গমনেঽভ্যুদয়স্তথা।
প্রযত্নেনাপি তান্ গত্বা সাপদশেমুপক্রমেৎ।। ৩৬।।

প্রসন্না যে প্রযচ্ছন্তি স্বল্পেঽপ্যগণিতং বসু।
স্থূললক্ষ্যান্ মহোৎসাহাংস্তান্ গচ্ছেৎ স্বৈরপি ব্যয়ৈঃ।। ৩৭।।

অনুবাদ। উপরিউক্ত বিষয়গুলিসম্পর্কে কয়েকটি শ্লোক আছে।—

যে সব উপপতি অনেক কষ্টে অর্থ উপার্জন করে এবং রাজাকে প্রসন্ন করতে গিয়ে নিষ্ঠুর কাজ করতে থাকে—এমন লোকসমূহকে তৎকালে ও ভবিষ্যতে (পূর্ণ

অর্থাদি লাভের আশা থাকলেও) বেশ্যাগণ দূর থেকেই বর্জন করবে।

যে সব উপপতিকে ত্যাগ করলে বেশ্যাদের অনিষ্টের (অর্থাৎ অর্থনাশের) সম্ভাবনা এবং গ্রহণ করলে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে বেশ্যারা তাদের সাথে প্রযত্নপূর্বক সহবাস করবে।

যে সব উপপতি প্রসন্ন হ'লে যেখানে কম দান করলে চলে সেখানেও অনেক অর্থাদি দান করে, সেই সব 'স্থূললক্ষ্য' (উচ্চদৃষ্টিসম্পন্ন) এবং মহান্ উৎসাহী উপপতিদের সাথে বেশ্যাগণ নিজে অর্থব্যয় করেও মিলিত হবে। ৩৫-৩৭।

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে লাভবিশেষাঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধিকরণের 'বিশেষ লাভসমূহ'-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

চতুর্থমধিকরণম্ ঃ বৈশিকম্

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারাঃ বেশ্যাবিশেষাশ্চ

[অপরিগ্রহা বেশ্যা অর্থোপার্জন করতে থাকলে অর্থ(gains), অনর্থ, অনুবন্ধ (attendant gains and losses) ও সংশয়ও (doubts) উপস্থিত হয়। এগুলির বিচারপ্রণালী এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ বেশ্যার প্রকারভেদও বলা হবে।]

মূল। অর্থানাচর্যমাণান্ অনর্থাঽপি অনুদ্ভবন্তি অনুবন্ধাঃ সংশয়াশ্চ।। ১।।

তে বুদ্ধিদৌর্বল্যাদতিরাগাদত্যভিমানাদতিদম্ভাদত্যার্জবাদতি-বিশ্বাসাদতিক্রোধাৎ প্রমাদাৎ সাহসাদ্ দৈবযোগাচ্চ স্যুঃ।। ২।।

অনুবাদ। (শাস্ত্রকার প্রথমে বর্তমান প্রকরণসম্বন্ধে বলছেন—) অপরিগ্রহা বেশ্যাগণকে ধনোপার্জনের জন্য প্রযত্ন করার সময় সেই ধনোপার্জনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনর্থের সম্মুখীন হ'তে হয়; অর্থের অনুবন্ধের ও অনর্থের অনুবন্ধেরও সম্মুখীন হ'তে হয়, এবং অর্থ ও অনর্থ বিষয়ে সংশয়ও উপস্থিত হয় [অর্থ থেকে আসে অর্থ, ধর্ম ও কাম। অনর্থের তাৎপর্য হ'ল অনিষ্ট; অনুবন্ধের দ্বারা সংকীর্ণানুবন্ধও গ্রহণ করতে হবে। 'সংশয়' শব্দের দ্বারা শুদ্ধসংশয় ও সংকীর্ণ সংশয়—দুটিকেই গ্রহণ করতে হবে]।

সেই অনর্থ, অনুবন্ধ ও সংশয় যে যে কারণে উপস্থিত হয় সেগুলি হ'ল—বুদ্ধির দুর্বলতা অর্থাৎ মূর্খতা; অতি অনুরাগ; অতি অভিমান; অধিক দম্ভ; অতি সরলতা; অতি বিশ্বাস; অতি ক্রোধ; প্রমাদ বা অনবধানতা; দুঃসাহস ও দৈবযোগ (দুর্ভাগ্য)।১-২।

মূল। তেষাং ফলং কৃতস্য ব্যয়স্য নিষ্ফলত্বমনায়তিরাগমিষ্য-তোঽর্থস্য নিবর্তনমাপ্তস্য নিষ্ক্রমণং পারুষ্যস্য প্রাপ্তি র্গম্যতা শরীরস্য প্রঘাতঃ কেশানাং ছেদনং পাতনমঙ্গবৈকল্যাপত্তিঃ।। ৩।। তস্মাত্তানাদিতঃ এব পরিজিহীর্ষেদর্থভূয়িষ্ঠাংশ্চোপেক্ষেত।। ৪।।

অনুবাদ। বুদ্ধিদৌর্বল্যাদির ফল হ'ল—যে ধন সঞ্চয় করা হয়েছে তার ব্যয় ও কৃতব্যয়ের নিষ্ফলতা; অনায়তি অর্থাৎ নায়কের উপর বেশ্যার প্রভাবহানি; আগামী

অর্থের উপস্থিতিতে বাধা; লব্ধ অর্থের নিষ্ক্রমণ; কঠোর বাক্যের দ্বারা পীড়া-প্রাপ্তি; গম্যতা অর্থাৎ পরিচিতের নিকটেও অপরিচিতবৎ ব্যবহারপ্রাপ্তি; শরীরের বিনাশ; কেশচ্ছেদন; পাতন অর্থাৎ বন্ধন ও তাড়ন; এবং নাসাচ্ছেদ, কর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি অঙ্গ-বৈকল্যপ্রাপ্তি। অতএব বেশ্যার উচিত প্রথম থেকেই বুদ্ধিদৌর্বল্য প্রভৃতি কারণ পরিহারের ইচ্ছা করা এবং যাতে বহু পরিমাণ অর্থাগম হ'তে পারে অথচ অনর্থ হওয়ারও আশঙ্কা আছে সে রকম উপায়-প্রয়োগ উপেক্ষা করবে। ৩-৪।

মূল। অর্থো ধর্মঃ কাম ইত্যর্থত্রিবর্গোঽনর্থোঽধর্মো দ্বেষ ইত্যনর্থত্রিবর্গঃ।। ৫।।

তেম্বাচার্যমাণেম্বন্যস্যাপি নিষ্পত্তিরনুবন্ধঃ।। ৬।।

সন্দিগ্ধায়াং তু ফলপ্রাপ্তৌ স্যাদ্বা ন বেতি শুদ্ধসংশয়ঃ।। ৭।।

ইদং বা স্যাদিদং বেতি সঙ্কীর্ণঃ।। ৮।।

অনুবাদ। অর্থ, ধর্ম ও কাম এই তিনটি অর্থত্রিবর্গ (অর্থাৎ উপাদেয় ত্রিবর্গ), এবং অনর্থ, অধর্ম ও দ্বেষ এই তিনটি অনর্থত্রিবর্গ (অর্থাৎ হেয় ত্রিবর্গ)।

অর্থ প্রভৃতি ছয়টি ব্যাপারের মধ্যে একটির সিদ্ধির সঙ্গে অন্য একটির (সজাতীয় বা বিজাতীয় ব্যাপারের) নিষ্পত্তি (সিদ্ধি) হয়, সেই নিষ্পদ্যমান অন্যতমকে **অনুবন্ধ** ('attendent gains') বলে।

ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হ'লে, অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি হবে কি হবে না এইরকম যে সন্দেহ তার নাম **শুদ্ধ সংশয়** ('simple doubt')।

এই উপায়ে প্রয়োগ করলে অর্থ-রূপ ফলপ্রাপ্তি হবে অথবা অনর্থস্বরূপ ফলপ্রাপ্তি হবে, এইরকম যে সন্দেহ , তার নাম **সংকীর্ণসংশয়** ('mixed doubt')। ৫-৮।

মূল। একস্মিন্ ক্রিয়মাণে কার্যে কার্যদ্বয়স্যোৎপত্তিরুভয়তো-যোগঃ।। ৯।।

সমন্তাদুৎপত্তিঃ সমন্ততোযোগ ইতি তানুদহরিষ্যামঃ।। ১০।।

অনুবাদ। একটি উপায় প্রয়োগ করলে যদি দুটি কাজের উৎপত্তি হয়, তখন তাকে **উভয়তোযোগ** ('combination of two results') বলা যায়। একটি উপায় প্রয়োগ করলে যদি অর্থ প্রভৃতি বহু ফলের উৎপত্তি হয়, তখন তাকে **সমন্ততোযোগ** ('combination of results on every side') বলা যায়। এগুলির উদাহরণ দিয়ে পরে বোঝানো হবে। ৯-১০।

মূল। বিচারিতরূপোঽর্থত্রিবর্গস্তদ্বিপরীত এবানর্থত্রিবর্গঃ।। ১১।।

যস্যোত্তমস্যাভিগমনে প্রত্যক্ষতোঽর্থলাভো গ্রহণীয়ত্বমায়তিরা-গমঃ প্রার্থনীয়ত্বং চান্যেষাং স্যাৎ, সোঽর্থোঽনুবন্ধঃ।। ১২।।

লাভমাত্রে কস্যচিদন্যস্য গমনং সোঽর্থো নিরনুবন্ধঃ।। ১৩।।

অনুবাদ। ত্রিবর্গ দুপ্রকার। অর্থত্রিবর্গ পূর্বে বিচার ক'রে নির্ণয় করা হয়েছে, এবং তারই বিপরীত হ'ল অনর্থত্রিবর্গ।

যে উত্তম নায়কের বা উপপতির অভিগমনে বেশ্যার প্রত্যক্ষ অর্থলাভ হয়, অন্যান্য লোকের কাছে উপাদেয়ত্ব-জ্ঞানে বেশ্যার আদর লাভ হয়, আয়তি অর্থাৎ বেশ্যার প্রভাব বৃদ্ধি হয়, বেশ্যার কাছে গুণিজনের সমাগম হয় এবং বেশ্যা অন্যান্য উপপতির কাছে প্রার্থনীয় হয়, সেই উপপতির দ্বারা প্রদত্ত বা তার সম্পর্কিত প্রাপ্ত অর্থকে **অর্থানুবন্ধ** ('a gain of wealth attended by other gain') বলা হয়।

গুণী বা দোষী ব'লে যার কোনও খ্যাতি বা নিন্দা নেই, এমন কোনও উপপতির যে অভিগমন, তা কেবল অর্থলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হ'লে তাকে **নিরনুবন্ধ অর্থ** ('a gain of wealth not attended by any other gain') বলা হয়। ১১-১৩।

মূল। অন্যার্থপরিগ্রহে সক্তাদায়তিচ্ছেদনমর্থস্য নিষ্ক্রমণং লোকবিদ্বিষ্টস্য বা নীচস্য গমনমায়তিঘ্নমর্থোঽনর্থানুবন্ধঃ।। ১৪।।

স্বেন ব্যয়েন শূরস্য মহামাত্রস্য প্রভবতো বা লুব্ধস্য গমনং নিষ্ফলমপি ব্যসনপ্রতীকারার্থং মহতশ্চার্থঘ্নস্য নিমিত্তস্য প্রশমনমায়তিজননঞ্চ সোঽনর্থোঽর্থানুবন্ধঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। যখন বেশ্যা তার প্রতি আসক্ত উপপতি ব্যতিরিক্ত অন্য লোকের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে, তখন তার **আয়তিচ্ছেদন** হয় অর্থাৎ বর্তমান উপপতির কাছ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য মঙ্গলসাধন বিনষ্ট হয়, কালক্রমে ঐ নতুন লোকটির জন্য নিজের সঞ্চিত অর্থ বিনষ্ট হয়, সকলের দ্বারা নিন্দিত নতুন লোকটির সাথে ঐ বেশ্যার মিলন ঘটে এবং তার ফলে পরিণাম একেবারেই ধ্বংস হয়; এই কারণে আসক্ত উপপতিকে ত্যাগ ক'রে অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সাথে সমাগম ও তার কাছ থেকে গৃহীত অর্থ **অনর্থানুবন্ধ** ('gain of wealth attended by losses') বলা হয়।

নিজস্ব অর্থব্যয়ে বীরপুরুষ, মহামাত্র (মন্ত্রী) ও লুব্ধ প্রভুর সাথে বেশ্যার যে মিলন, সেই সময় নিষ্ফল হ'লেও বীরপুরুষের সাথে মিলনে দুষ্ট লোকের দ্বারা

সম্পাদিত উপদ্রবের প্রতীকার লাভ করা যায়; মহামাত্রের সাথে মিলনের ফলে অর্থহানিকর গুরুতর ব্যাপার অর্থাৎ মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি বিপদের উপশম হ'য়ে থাকে; এবং লুব্ধ হ'লেও সেরকম প্রভুর সাথে মিলনের ফলে ভবিষ্যতে বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে মুক্তির আশা থাকে; অতএব এই রকম যে অর্থব্যয় (বা বেশ্যার অর্থক্ষতি), তা **অনর্থ হ'লেও অর্থানুবন্ধ** ('loss of wealth attended by gain of the future good')। ১৪-১৫।

মূল। কদর্যস্য সুভগমানিনঃ কৃতঘ্নস্য বাঽতিসন্ধানশীলস্য স্বৈরপি ব্যয়ৈস্তথারাধনমন্তে নিষ্ফলং সোঽনর্থো নিরনুবন্ধঃ।। ১৬।।

তস্যৈব রাজবল্লভস্য ক্রৌর্যপ্রভাবাধিকস্য তথৈবারাধনমন্তে নিষ্ফলনিষ্কাসনং চ দোষকরং সোঽনর্থোঽনর্থানুবন্ধঃ ।। ১৭।।

অনুবাদ। যে কদর্য (অর্থাৎ দুরাচারী) ব্যক্তি, কৃতঘ্ন ব্যক্তি, বা ছলের মাধ্যমে সন্ধানপরায়ণ ব্যক্তি (অর্থাৎ বঞ্চক) নিজেকে সৌভাগ্যমান মনে করে—এই তিন প্রকার নায়ককে নিজ অর্থব্যয়ে বেশ্যার যে আরাধনা, তাও (অর্থাৎ অর্থ ও অনুরাগ উভয়ই) পরিণামে নিষ্ফল হয়; তাই এইরকম অর্থব্যয় প্রকৃতপক্ষে **নিরনুবন্ধ অনর্থ** ('loss of wealth not attended by any gain')।

পূর্বোক্ত তিনপ্রকার ব্যক্তি যদি রাজবল্লভ (অর্থাৎ রাজার প্রিয়) হয়, এবং তাদের ক্রূরতা ও প্রভাব যদি বেশী হয়, তাহ'লে ঐ সব রাজবল্লভ পুরুষকে বেশ্যার দ্বারা নিজ অর্থব্যয়ে আরাধনা পরিণামে নিষ্ফল তো হয়ই, তাদের নিষ্কাসনও আরও বড় দোষের কারণ হয় অর্থাৎ বেশ্যার নিজ গৃহ থেকে তাদের বিতাড়িত করলে তাদের দ্বারা বেশ্যার প্রাণনাশও হ'তে পারে। অতএব সেই **অনর্থ অনর্থানুবন্ধ**। ('loss of wealth attended by other losses')। ১৬-১৭।

মূল। এবং ধর্মকাময়োরপ্যনুবন্ধান্ যোজয়েৎ।। ১৮।। পরস্পরেণ চ যুক্ত্যা সঙ্কিরেৎ ইত্যনুবন্ধাঃ।। ১৯।।

অনুবাদ। এইরকম অর্থ ও অনর্থের সাথে যেমন অনুবন্ধ যুক্ত হয়, তেমনি ধর্ম ও কামের অনুবন্ধও যোজনা করতে হবে। বিরুদ্ধ ত্যাগ ক'রে অর্থত্রিবর্গ ও অনর্থত্রিবর্গের পরস্পর সঙ্কর হবে।

[**অর্থ**—ধর্ম, অধর্ম, কাম এবং দ্বেষের সাথে অনুবন্ধযুক্ত হতে পারে, যেমন—কোনও ধনী উপপতির দ্বারা প্রদত্ত অর্থ কোনও ধর্মকাজে ব্যয় হ'তে পারে, বা অধর্ম বা পাপকাজে ব্যয় হ'তে পারে, বা কামবাসনার উদ্দেশ্যে ব্যয় হ'তে পারে, বা দ্বেষবশতঃ শত্রুদমনের উদ্দেশ্যে ব্যয় হ'তে পারে।]

এইভাবে অর্থ ধর্মপ্রভৃতির অনুবন্ধযুক্ত হ'য়ে থাকে। এইরকম অন্যত্র।

এতক্ষণ অনুবন্ধসমূহের স্বরূপ নিরূপিত হল।। ১৮-১৯।।

মূল। পরিতোষিতোঽপি দাস্যতি ন বা ইত্যর্থসংশয়ঃ।। ২০।। নিষ্পীড়িতার্থমফলমুৎসৃজন্ত্যা অর্থমলভমানায়া ধর্মঃ স্যান্ন বেতি ধর্মসংশয়ঃ।। ২১।। অভিপ্রেতমনুপলভ্য পরিচারকমন্যং বা ক্ষুদ্রং গত্বা কামঃ স্যান্ন বেতি কামসংশয়ঃ।। ২২।। প্রভাববান্ ক্ষুদ্রোঽনভিমতোঽনর্থং করিষ্যতি ন বেত্যনর্থসংশয়ঃ।। ২৩।। অত্যন্তনিষ্ফলঃ সক্তঃ পরিত্যক্তঃ পিতৃলোকং যায়াত্তত্রাধর্মঃ স্যান্ন বেত্যধর্মসংশয়ঃ।। ২৪।। রাগস্যাপি বিবক্ষায়ামভিপ্রেতমনুপলভ্য বিরাগঃ স্যান্ন বেতি দ্বেষসংশয়ঃ। ইতি শুদ্ধসংশয়াঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। এখন **শুদ্ধ-সংশয়ের** (simple doubt) উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।—

বেশ্যা উপপতিকে সুরতোপচারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করলেও ঐ উপপতি অর্থ দান করবে কিনা, এইরকম যে (ঐ বেশ্যার-) সংশয়, তাকে বলা হয় **অর্থসংশয়** ('doubt about wealth')। বেশ্যা যে উপপতির সমস্ত ধন শোষণ ক'রে নিয়েছে এবং তার কাছ থেকে আর অর্থলাভ ন হওয়ায় তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে, তার ফলে 'ধর্মলাভ হবে কি হবে না' এইরকম যে সংশয় ঐ বেশ্যার মনে উদিত হয়, তাকে বলা হয় **ধর্মসংশয়** ('doubt about religious merit')

অভিপ্রেত উপপতিকে না পেয়ে পরিচারক বা অন্য কোনও নীচ ব্যক্তির (অর্থাৎ যারা কামবাসনা পূরণে অনভিজ্ঞ এমন ব্যক্তির) সাথে দেহ-মিলনে কামবাসনা পূর্ণ হবে কিনা, বেশ্যার মনে এইরকম সংশয়কে বলা হয় **কামসংশয়** ('doubt about pleasure')।

প্রভাবশালী নীচ ব্যক্তি বেশ্যা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে, বেশ্যার কোনও অনর্থ (অনিষ্ট) করবে কিনা এইরকম যে সংশয় তাকে বলা হয় **অনর্থসংশয়** ('doubt about the loss of wealth')।

সমাগম করতে অভিলাষী এমন ধনহীন আসক্ত উপপতি, বেশ্যাকর্তৃক সারহীন মনে ক'রে পরিত্যক্ত হ'লে যদি তার (অর্থাৎ বেশ্যার) এমন মনে হয়, ঐ উপপতি যমালয়ে যেতে পারে (অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করতে পারে), তাহ'লে ঐ উপপতিকে পরিত্যাগ করলে অধর্ম হবে কিনা এইরকম যে সংশয়, তাকে বলা হয় **অধর্মসংশয়** ('doubt about the loss of a religious merit')।

রতিসম্ভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব বেশ্যা অভীষ্ট উপপতিকে না পেয়ে, 'আমার হয়তো কামব্যথার শান্তি হবে না' এইরকম ভেবে 'আমার মনে কোনও বিদ্বেষ ভাব আসবে কি আসবে না' এইরকম যে সংশয়, তাকে বলা হয় **দ্বেষসংশয়** ('doubt about the loss of pleasure')। ২০-২৫।

মূল। অথ সংকীর্ণাঃ।। ২৬।।

আগন্তোরবিদিতশীলস্য বল্লভসংশ্রয়স্য প্রভবিষ্ণোর্বা সমুপস্থিতস্যারাধনমর্থোঽনর্থ ইতি সংশয়ঃ।। ২৭।। শ্রোত্রিয়স্য ব্রহ্মচারিণো দীক্ষিতস্য ব্রতিনো লিঙ্গিনো বা মাং দৃষ্ট্বা জাতরাগস্য মুমূর্ষোর্মিত্রবাক্যাৎ আনৃশংস্যাচ্চ গমনং ধর্মোঽধর্ম ইতি সংশয়ঃ।। ২৮।। লোকাদেবাকৃতপ্রত্যয়াৎ অগুণো গুণবান্ বেত্যনবেক্ষ্য গমনে কামো দ্বেষ ইতি সংশয়ঃ।। ২৯।। সঙ্কিরেচ্চ পরস্পরেণেতি সঙ্কীর্ণসংশয়াঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। এবার **সঙ্কীর্ণ সংশয়ের** ('mixed doubts') বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।—

বেশ্যার সাথে সঙ্গমের জন্য উপস্থিত পুরুষ যদি আগন্তুক, অপরিচিতস্বভাব বা রাজার কোনও প্রিয়জনের আশ্রিত বা প্রভুত্বসম্পন্ন (অর্থাৎ ধনশালী) হয়, তাহ'লে তার আরাধনা (অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গম) অর্থকর হবে, না কি অনর্থক হবে এইরকম সংশয়কে **অর্থানর্থসঙ্কীর্ণতা** ('mixed doubt about the gain and loss of wealth') বলা হয়।

শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ), ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ প্রথমাশ্রমী), যজ্ঞে দীক্ষিত, ব্রতাচরণকারী, বা সন্ন্যাসী—এদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি আমাকে দেখে কামাসক্ত হ'য়ে আমার সাথে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে মরণদশায় উপনীত হয়, তাহ'লে কোনও বন্ধুর কথায় এবং করুণার বশবর্তী হ'য়ে তার সাথে সঙ্গম করলে আমার ধর্ম হবে, না কি অধর্ম হবে,— বেশ্যার মনে এই যে সংশয়, তাকে **ধর্মাধর্মসঙ্কীর্ণতা** ('mixed doubt about the gain and loss of religious merit') বলা হয়।

বেশ্যার সাথে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে উপস্থিত পুরুষ গুণী বা নির্গুণ তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয় নি, লোকেও ঐ পুরুষের ব্যাপারে কিছু জানে না, এই অবস্থায় অন্য লোকের কথায় (সঙ্গমার্থী পুরুষটি গুণবান্ এইরকম শুনে) ঐ পুরুষের সাথে সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত বেশ্যার মনে যখন সংশয় উপস্থিত হবে—'এই সঙ্গমের ফলে

আমার কামেচ্ছার তৃপ্তি হবে, না কি বিদ্বেষ আসবে', তখন এইরকম সংশয়কে বলা হয় **কামদ্বেষসংকীর্ণসংশয়** ('mixed doubt about the gain and loss of pleasure')।

এইসব পরস্পরবিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ সংশয় পরস্পরের সাথেও সংকীর্ণ হ'য়ে থাকে।

এখানেই সঙ্কীর্ণসংশয়-প্রসঙ্গ সমাপ্ত।। ২৬-৩০।।

মূল। যত্র যস্যাভিগমনেঽর্থঃ সক্তাচ্চ সঙ্ঘর্ষতঃ স উভয়তোঽর্থঃ।। ৩১।। যত্র স্বেন ব্যয়েন নিষ্ফলমভিগমনং সক্তাচ্চামর্ষিতাদ্ বিত্তপ্রত্যাদানং স উভয়তোঽনর্থঃ।। ৩২।। যত্রাভিগমনেঽর্থো ভবিষ্যতি ন বা ইত্যাশঙ্কা সক্তোঽপি সঙ্ঘর্ষাদ্ দাস্যতি ন বেতি স উভয়তোঽর্থসংশয়ঃ।। ৩৩।। যত্রাভিগমনে ব্যয়বতি পূর্বো বিরুদ্ধঃ ক্রোধাদপকারং করিষ্যতি ন বেতি সক্তো বাঽমর্ষিতো দত্তং প্রত্যাদাস্যতি ন বেতি স উভয়তোঽনর্থসংশয়ঃ। ইতি ঔদ্দালকেরুভয়তোযোগাঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ। আচার্য **শ্বেতকেতু-ঔদ্দালকি**-কথিত **উভয়তোযোগের** ('gains and losses on both sides') উদাহরণ নিচে বর্ণিত হ'ল—

যেখানে নবাগত উপপতির কাছ থেকে অর্থগ্রহণ ক'রে সঙ্গম করা হ'লে, বেশ্যার প্রতি আসক্ত পূর্ববর্তী উপপতি 'নবাগত উপপতির সাথে বেশ্যার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে' বেশ্যাকে বহু অর্থ দান ক'রে থাকে, সেই অবস্থায় উভয় দিক্ থেকে বেশ্যার অর্থ লাভ হওয়ায় তাকে **উভয়তোযোগ-অর্থ** ('gain on both sides') বলা হয়।

যেখানে নিজে অর্থ ব্যয় ক'রে নতুন কোনও উপপতির সাথে বেশ্যার সঙ্গম নিষ্ফল হয় অর্থাৎ ঐ উপপতির কাছ থেকে অর্থাদি লাভ হয় না, অন্য দিকে আসক্ত উপপতিও কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হ'য়ে নিজপ্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করে, তাকে **উভয়তোঽনর্থযোগ** ('loss on both sides') বলা হয়।

যে উপপতির সাথে সঙ্গমে অর্থলাভ হবে কিনা এইরকম শঙ্কা থাকে, আবার ধনহীন পূর্ববর্তী আসক্ত উপপতি সঙ্ঘর্ষবশতঃ অর্থাৎ স্পর্ধাবশতঃ অর্থ দেবে কিনা যদি বেশ্যার এইরকম সংশয় থাকে, তাকে বলা হয় **উভয়তোযোগ-অর্থসংশয়** ('doubt on both sides about gains')।

যখন বেশ্যা তার নিজ অর্থ ব্যয় ক'রে কোনও নতুন উপপতির সাথে সঙ্গম করতে গেলে কোনও পুরাতন আসক্ত উপপতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তার (অর্থাৎ বেশ্যার)

অপকার করবে - কি করবে না—এইরকম সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা, অন্য আসক্ত উপপতি অন্য কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হওয়ায় নিজ প্রদত্ত ধন ফিরিয়ে নেবে কিনা, বেশ্যার এইরকম সংশয় হয়, সেখানে তাকে বলা হয়, **উভয়তোযোগ-অনর্থসংশয়** ('doubt on both sides about loss')। ৩১-৩৪।

মূল। বাভ্রবীয়াস্তু—

যত্রাভিগমনেঽর্থোঽনভিগমনে চ সক্তাদর্থঃ স উভয়তোঽর্থঃ।। ৩৫।। যত্রাভিগমনে নিষ্ফলো ব্যয়োঽনভিগমনে চ নিষ্প্রতীকারোঽনর্থঃ স উভয়তোঽনর্থঃ।। ৩৬।। যত্রাভিগমনে নির্ব্যয়ে দাস্যতি ন বেতি সংশয়োঽনভিগমনে সক্তো দাস্যতি ন বেতি স উভয়তোঽর্থসংশয়ঃ।। ৩৭।। যত্রাভিগমনে ব্যয়বতি পূর্বো বিরুদ্ধঃ প্রভাববান্ প্রাপ্স্যতে ন বেতি সংশয়োনঽভিগমনে চ ক্রোধাদনর্থং করিষ্যতি ন বেতি স উভয়তোঽনর্থসংশয়ঃ।। ৩৮।।

অনুবাদ—বাভ্রবীয়মতাবলম্বী আচার্যগণ উভয়তোযোগ সম্বন্ধে অন্যভাবে যা বলেছেন, তা বর্ণিত হচ্ছে—।

যে ক্ষেত্রে নতুন উপপতির সাথে সঙ্গম ক'রে, সেই উপপতির কাছ থেকে বেশ্যার অর্থলাভ হয়, এবং সঙ্গম না ক'রেও যদি পুরাতন কোনও আসক্ত (এবং বেশ্যার একান্ত বশীভূত) উপপতির কাছ থেকেও অর্থপ্রাপ্তি হয়, সেটাই হ'ল **উভয়তোযোগ-অর্থ।**

যে ক্ষেত্রে নতুন উপপতির সাথে সঙ্গমে বেশ্যার নিরর্থক ব্যয় হয়, এবং পুরাতন আসক্ত উপপতির সাথে সঙ্গমের অভাবে অপ্রতিবিধেয় অনর্থ অর্থাৎ সেই উপপতি যদি নিজের প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাহরণ করে, তাকে **উভয়তোযোগ-অনর্থ** বলা হয়।

যে ক্ষেত্রে নতুন উপপতির সাথে সঙ্গমের জন্য বেশ্যার নিজের কোনও খরচ নেই বটে, কিন্তু ঐ উপপতি অর্থাদি কিছু দেবে কিনা এরকম কোনও সংশয় থাকে, এবং পুরাতন আসক্ত উপপতি সঙ্গম না করেও স্নেহবশতঃ বেশ্যাকে কিছু দেবে কিনা এইরকম সংশয় হ'লে তাকে **উভয়তোযোগে-অর্থসংশয়** বলা হয়।

যে ক্ষেত্রে নিজ ব্যয়ে নতুন উপপতির সাথে সঙ্গমের ফলে পুরাতন বিরুদ্ধ (ক্রুদ্ধ) উপপতিকে পুনর্বার পাওয়া যাবে কিনা এইরকম সংশয় হয়, এবং সঙ্গমের অভাবে আসক্ত উপপতি ক্রুদ্ধ হয়ে অনর্থ (অনিষ্ট) করবে কিনা এইরকম যে সংশয়, তা **উভয়তোযোগ-অনর্থসংশয়** ।৩৫-৩৮।

মূল। এতেষামেব ব্যতিকরেঽন্যতোঽর্থোঽন্যতোঽনর্থঃ।। ৩৯।। অন্য-তোঽর্থোঽন্যতোঽর্থসংশয়ঃ।। ৪০।। অন্যতোঽর্থোঽন্যতোঽনর্থ-সংশয়ঃ।। ৪১।। অন্যতোঽনর্থোঽন্যতোঽর্থসংশেয়ঃ।। ৪৩।। অন্য-তোঽনর্থোঽন্যতোঽনর্থসংশয়ঃ।। ৪৩।। অন্যতোঽর্থসংশয়োঽন্য-তোঽনর্থসংশয় ইতি ষট্ সঙ্কীর্ণযোগাঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ। [ছয়টি সঙ্কীর্ণযোগের বিষয় বলা হচ্ছে—অর্থ, অনর্থ, অর্থসংশয়, অনর্থসংশয় ইত্যাদির সংমিশ্রণে এই সংকীর্ণযোগ হয়। অতএব এগুলিকে উভয়তোযোগ বলা চলে। এই সঙ্কীর্ণ উভয়তোযোগ কেবলমাত্র সংশয়-ঘটিত হয় না, 'কেবল-নিশ্চয়-ঘটিত', 'নিশ্চয়সংশয়-ঘটিত', এবং 'কেবল-সংশয়-ঘটিত' হ'য়ে থাকে।] এই ছয়টি উভয়তোযোগ যথাক্রমে এইরকম—

(১) একদিকে অর্থপ্রাপ্তি অন্যদিকে অনর্থ এইরকম ভাবে **উভয়তোযোগ-অর্থানর্থ** ('gain on one side, and loss on the other') হবে। [এর যে উদাহরণ তা কেবল-নিশ্চয়-ঘটিত। যথা—নতুন উপপতির সাথে সঙ্গমের ফলে তার কাছ থেকে অর্থলাভ নিশ্চিত; আর পূর্ববর্তী আসক্ত উপপতির স্বদত্ত ধন প্রত্যাহরণ, এটাও নিশ্চিত; বিভিন্ন দুই দিকে ইষ্ট এবং অনিষ্ট নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়ায়, এটা **উভয়তোযোগ-অর্থানর্থ**]। (২) একদিকে অর্থপ্রাপ্তি, অন্যদিকে অর্থসংশয় থাকলে, তাকে বলা হয়—**উভয়তোযোগ-অর্থার্থসংশয়** ('gain on one side, and doubt of gain on the other')। [যথা, নতুন উপপতির কাছে অর্থলাভ নিশ্চিত, কিন্তু আসক্ত উপপতি স্পর্ধাবশতঃ অধিক অর্থদান করবে কিনা এইরকম সংশয় থাকলে তা হবে, নিশ্চয়-সংশয় ঘটিত **উভয়তোযোগ-অর্থার্থসংশয়**।]। (৩) একদিকে এবং অন্যদিকে অনর্থসংশয় হ'লে তাকে বলা হয়—**উভয়তোযোগ-অর্থানর্থসংশয়** ('gain on one side and doubt of loss on the other')। [যথা, নতুন নায়কের কাছে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত, আসক্ত উপপতি তাকে প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করবে কিনা, এইরকম সংশয় হ'লে তা নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত **উভয়তোযোগ-অর্থানর্থসংশয়**]। (৪) একদিকে অনর্থ এবং অন্যদিকে অর্থসংশয় হ'লে তাকে বলা হয়—**উভয়তোযোগ-অনর্থার্থসংশয়** ('loss on one side, and doubt of gain on the other')। [যথা, নতুন উপপতির সাথে বেশ্যার সঙ্গম নিজের অর্থব্যয়ে হ'লে এবং আসক্ত উপপতি স্পর্ধা-পূর্বক ধনদান করবে কিনা, এইরকম সংশয় উপস্থিত হ'লে তা নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত **উভয়তোযোগ-অনর্থানর্থসংশয়**]। (৫) একদিকে অনর্থ এবং অপরদিকেও অনর্থসংশয় হ'লে তাকে বলা হয়,—**উভয়তোযোগ-**

অনর্থানর্থসংশয় ('gain on one side, and doubt of loss on other side') । [যথা, নতুন উপপতির জন্য বেশ্যার ব্যয় নিশ্চিত, আর আসক্ত উপপতি তার প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করবে কিনা এরকম সংশয় আছে; এরকম ক্ষেত্রে নিশ্চয় ও সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ-**উভয়তোযোগ-অনর্থানর্থসংশয়**]। (৬) একদিকে অর্থসংশয়, অন্যদিকে অনর্থসংশয় হ'লে তাকে বলা হয়—**উভয়তোযোগ-অর্থসংশয়ানর্থসংশয়** ('doubt of gain on one side, and doubt of loss on the other')। [যথা, নতুন উপপতি অর্থ দেবে কিনা সন্দেহ, আসক্ত উপপতি তার প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাহরণ করবে কিনা সন্দেহ, এইরকম হ'লে কেবল -সংশয়-ঘটিত-**উভয়তোযোগ-অর্থসংশয়ানর্থসংশয়** হয়]।। ৩৯-৪৪।।

মূল। তেষু সহায়ৈঃ সহ বিমৃশ্য যতোঽর্থভূয়িষ্ঠোঽর্থসংশয়ো গুরুরনর্থপ্রশমো বা ততঃ প্রবর্তেত।। ৪৫।।

এবং ধর্মকামাবপ্যনয়ৈব যুক্ত্যোদাহরেৎ। সঙ্কিরেচ্চ পরস্পরেণ ব্যতিসঞ্জয়েৎ চ ইত্যুভয়তোযোগাঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ। পূর্বোক্ত সংশয়গুলি উপস্থিত হ'লে সহায়গণের সাথে পরামর্শ ক'রে বেশ্যা স্থির করবে—যেখানে একদিকে অর্থসংশয় দেখা দিলেও, অন্যদিকে নিশ্চিত অর্থলাভ বেশী হবে, অথবা, মহান্ অনর্থের উপশম হবে, সেখানেই প্রবৃত্ত হবে অর্থাৎ এইরকম উপপতিকেই গ্রহণ করবে।

অর্থের মতো ধর্ম ও কামেরও উদাহরণ এইরকম যুক্তির দ্বারা প্রদান করবে। আর সজাতীয় পরস্পরের সংমিশ্রণ ও বিজাতীয় পরস্পরের ব্যতিষক্ত বা মিলন ক'রে প্রকার নির্ণয় করবে। এইভাবে ধর্ম ও কামবিষয়ক উভয়তোযোগ সম্পন্ন হবে।। ৪৫-৪৬।।

মূল। সম্ভূয় চ বিটাঃ পরিগৃহ্ণন্ত্যেকামসৌ গোষ্ঠীপরিগ্রহঃ।। ৪৭।।

সা তেষামিতস্ততঃ সংসৃজ্যমানা প্রত্যেকং সংঘর্ষাদর্থং নির্বর্তয়েৎ।। ৪৮।। সুবসন্তকাদিষু চ যোগে যো মে ইমমমুঞ্চ মনোরথং সম্পাদয়িষ্যতি তস্যাদ্য গমিষ্যতি মে দুহিতেতি মাত্রা বাচয়েৎ।। ৪৯।।

তেষাঞ্চ সঙ্ঘর্ষজেঽভিগমনে কার্যাণি লক্ষয়েৎ।। ৫০।।

অনুবাদ—[বৈশিক-অধিকরণের প্রথম অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত 'একপরিগ্রহা বেশ্যা'র কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে 'অপরিগ্রহা বেশ্যা'র কথা বলা হয়েছে। এখন '**অনেকপরিগ্রহা**—বেশ্যা'র কথা বলা হচ্ছে—। '**সমস্ততোযোগ**' প্রসঙ্গ এখানেই আলোচনা করা হচ্ছে]।

বহু বিট একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে যদি একজন বেশ্যার সাথে রতিক্রীড়া করে, তাহ'লে তাকে **গোষ্ঠীপরিগ্রহ** (গোষ্ঠীপরিগ্রহঃ উচ্যতে যো বহ্বভিরেকস্যাঃ পরিগ্রহঃ) বলা হয়। [এইরকম বেশ্যাকেই অনেকপরিগ্রহা বলা হয়। **বিট** = ভুক্তবিভবস্তু গুণবান্ সকলত্রো বেশে গোষ্ঠ্যাঞ্চ বহুমত স্তদুপজীবী চ বিটঃ।—দ্রষ্টব্য— প্রথম অধিকরণ, চতুর্থ অধ্যায়]।

গোষ্ঠীপরিগ্রহ—করেছে যে বেশ্যা, সে নিজের সাথে রতিক্রীড়া করতে ইচ্ছুক বিটদের মধ্যে এক, দুই বা বহুর সাথে সংসর্গ ক'রে (অর্থাৎ সম্ভোগ ক'রে) প্রত্যেককে স্পর্ধিত করবে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

বেশ্যা তার মাতাকে দিয়ে সম্ভোগেচ্ছুক প্রেমিকদের কাছে বার্তা পাঠাবে—**"সুবসন্তক'** (spring festival) প্রভৃতি ('আদি' শব্দের দ্বারা কৌমুদীমহোৎসব, মদনমহোৎসব প্রভৃতিকে গ্রহণ করতে হবে) আগামী উৎসবে যে ব্যক্তি আমাকে অমুক অমুক দ্রব্য দান ক'রে আমার অভিলাষ পূরণ করতে পারবে, সেই ব্যক্তির কাছে আমার কন্যা আজ সহবাসের জন্য যাবে।"

যখন বেশ্যারা বিটদের সাথে অভিগমনের জন্য নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ করতে শুরু করবে, তখন তাদের মধ্যে কার কাছ থেকে লাভ বা কার কাছ থেকে ক্ষতি হতে পারে তা তাদের ক্রিয়াকর্ম দেখে বিবেচনা করবে। ৪৭-৫০।

মূল। (১) একতোঽর্থঃ সর্বতোঽর্থঃ; (২) একতোঽনর্থঃ সর্বতোঽনর্থঃ; (৩) অর্ধতোঽর্থঃ সর্বতোঽর্থঃ, (৪) অর্ধতোঽনর্থঃ সর্বতোঽনর্থঃ। ইতি সমন্ততোযোগাঃ।। ৫১।।

অনুবাদ। (১) একজন বিটের কাছ থেকে বেশ্যার অর্থলাভ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী সকলের কাছ থেকেও অর্থলাভ; (২) একজন বিটের দ্বারা বেশ্যাকে প্রদত্ত অর্থের ঐ বিটকর্তৃক প্রত্যাহরণ (এবং তার ফলে বেশ্যার অর্থক্ষতি) দেখে অন্যান্য সকল বিটের দ্বারা প্রদত্ত অর্থের প্রত্যাহরণ; (৩) দুই দলে বিভক্ত বিটদের মধ্যে এক দলের দ্বারা বেশ্যাকে প্রদত্ত অর্থ এবং তারপর অন্য দলের দ্বারাও প্রদত্ত অর্থ; (৪) দুই দল বিটের মধ্যে একদল বেশ্যাকে লাভ করেছে দেখে অন্য দল বলপূর্বক বেশ্যার অনিষ্ট করল এবং তারপর প্রথম দলটির দ্বারাও স্পর্ধাবশতঃ বেশ্যার ক্ষতিসাধন অর্থাৎ সকলের দ্বারাই যুগপৎ বেশ্যার অনর্থ ঘটানো। এইগুলিই হল **সমন্ততোযোগ**। ৫১।

মূল। অর্থসংশয়মনর্থসংশয়ঞ্চ পূর্ববদ্ যোজয়েৎ সঙ্কিরেচ্চ।। ৫২।। তথা ধর্মকামাবপি। ইত্যনুবন্ধার্থানর্থসংশয়বিচারাঃ।। ৫৩।।

অনুবাদ। পূর্বের মতো অর্থসংশয় ও অনর্থসংশয়েরও যোজনা করবে (এটি হবে শুদ্ধসংশয়) এবং সঙ্কীর্ণতাও পূর্বের মতো হবে (এটি সঙ্কীর্ণ-সংশয়)। ধর্ম ও কামও এই রকমই হবে (যেমন, "একতো ধর্মঃ সর্বতো ধর্মঃ', 'একতঃ কামঃ সর্বতঃ কামঃ' ইত্যাদি প্রকার)।

'অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচার' এখানেই সমাপ্ত হল।। ৫২-৫৩।।

মূল। কুম্ভদাসী পরিচারিকা কুলটা স্বৈরিণী নটী শিল্পকারিকা প্রকাশ-বিনষ্টা রূপাজীবা গণিকা চেতি বেশ্যাবিশেষাঃ।। ৫৪।।

সর্বাসাং চানুরূপ্যেণ গম্যাঃ সহায়াস্তদুপরঞ্জনমর্থাগমোপায়া নিষ্কাসনং পুনঃসন্ধানং লাভবিশেষানুবন্ধা অর্থানর্থানুবন্ধ- সংশয়বিচারাশ্চেতি বৈশিকম্।। ৫৫।।

অনুবাদ। যে নারী অর্থের জন্য পরপুরুষের কাছে নিজের দেহ দান করে, তাকে 'বেশ্যা' বলা হয়। বেশ্যাদের মধ্যে কয়েকটি অবান্তর ভেদ আছে।—

কুম্ভদাসী—কুম্ভশব্দ নিকৃষ্টকর্মের উপলক্ষণ। তাই 'কুম্ভদাসী' শব্দের অর্থ নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা, যারা সামান্য অর্থের জন্য নিত্য-নতুন লোককে দেহদান করে।

পরিচারিকা (বেশ্যা)—প্রভুকে পরিচর্যা করে যে নারী এবং প্রভুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

কুলটা—যে বিবাহিতা নারী পতির ভয়ে নিজের বাড়ীতেনা থেকে অন্য পুরুষের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হয় (unchaste woman-1)। পতিভীতা গুপ্তবেশ্যা।

স্বৈরিণী—যে বিবাহিতা নারী স্বামীকে তিরস্কার ক'রে নিজের গৃহে অবস্থান ক'রে নির্ভয়ে পরপুরুষকে দেহদান করে (unchaste woman-2)

নটী (বেশ্যা)—অভিনেত্রী। এই বেশ্যা যে কোনও পুরুষের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

শিল্পকারিকা—রজকভার্যা, তন্তুবায়ভার্যা প্রভৃতি। এরা ব্যভিচারিণী হ'য়ে সুযোগমতো পরপুরুষের সাথে সঙ্গমকার্যে লিপ্ত হয়।

প্রকাশবিনষ্টা—বিবাহিতা নারী স্বামী মৃত বা জীবিত থাকতেই ইচ্ছামতো প্রকাশ্যে অন্য পুরুষের সাথে বাস করে।

রূপাজীবা—যে বেশ্যার রূপই একমাত্র মূলধন।

গণিকা—যে বেশ্যা উচ্চশিক্ষিতা এবং নৃত্যগীতবাদ্য ও নানারকম শিল্পকর্মে নিপুণা।

যতপ্রকার বেশ্যার কথা বলা হ'ল, তত প্রকারই তাদের গম্য উপপতি হ'তে পারে। এই বৈশিক অধিকরণে বেশ্যার অনুরূপ গম্য উপপতি, বেশ্যা ও উপপতির মিলনের সহায়ক দূতাদি, উপপতিকে অনুরক্ত করার উপায়, অর্থসংগ্রহের উপায়, উপপতিকে বিতাড়নের পদ্ধতি, বিতাড়নের পর পুনর্মিলনের উপায়, লাভবিশেষ (particular gains), অর্থ (gains), অনর্থ (losses), অনুবন্ধ (attendent gains and losses) এবং সংশয় ('doubts in accordance with their several conditions')—এগুলির বিচার প্রদর্শিত হ'ল। ৫৪-৫৫।

মূল। ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

রত্যর্থাঃ পুরুষা যেন রত্যর্থাশ্চৈব যোষিতঃ।
শাস্ত্রস্যার্থপ্রধানত্বাৎ তেন যোগোঽত্র যোষিতাম্।। ৫৬।।

সন্তি রাগপরা নার্যঃ সন্তি চার্থপরা অপি।
প্রাক্ তত্র বর্ণিতো রাগো বেশ্যাযোগাশ্চ বৈশিকে।। ৫৭।।

অনুবাদ। যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে দুটি শ্লোক আছে।—

যেহেতু রতিসুখ পুরুষেরও প্রয়োজন, যেহেতু রতিসুখ স্ত্রীলোকেরও প্রয়োজন, সেই কারণে রতিসুখ ব্যাখ্যাত হয়েছে যে শাস্ত্রে সেই কামশাস্ত্রে নারীদেরও অধিকার আছে (অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের রতিসুখ লাভের উপায় এই কামশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং নারীরাও এই শাস্ত্র পাঠের সম্পূর্ণ অধিকারী)।

অনেক নারী আছে যারা কেবল বিশুদ্ধ অনুরাগ কামনা করে, এবং আরও অনেক স্ত্রী আছে যারা কেবল অর্থই ভালবাসে। বিশুদ্ধ অনুরাগিণী যেসব নারী, তাদের কথা গ্রন্থের প্রারম্ভে (অর্থাৎ কন্যাসম্প্রযুক্ত ও ভার্যাধিকরণ—নামক দুটি অধিকরণে) বর্ণিত হয়েছে আর যারা রতিরাগের সাথে অর্থের লালসা করে, তাদের কথা অর্থাৎ **বেশ্যাযোগ-প্রসঙ্গ** এই বৈশিক-অধিকরণে প্রদর্শিত হ'ল। ৫৬-৫৭।

শ্রীমদ্ব্যাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেঽধিকরণে অর্থানুর্থানুবন্ধসংশয়বিচারা বেশ্যাবিশেষাশ্চ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বৈশিক-নামক চতুর্থ অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধিকরণ সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

পঞ্চমমধিকরণম্ ঃ পারদারিকম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপনম্, ব্যবর্তনকারণানি, স্ত্রীষু সিদ্ধাঃ পুরুষাঃ, অযত্নসাধ্যযোষিতশ্চ।

[**পারদারিক**—শব্দের অর্থ পরকীয়া-প্রেম অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর সাথে পুরুষের প্রেম। পরকীয়া নারীকে নিজ বশে আনয়ন এবং তার সাথে সম্ভোগ পুরুষের এক ধরণের অতৃপ্তি থেকে জন্ম নেয়। পরকীয়া-গ্রহণ অনুচিত কাজ হ'লেও অবস্থা বিশেষে কামতাড়িত মানুষ কখনো কখনো তা ক'রে থাকে। এই কাজ যারা করবে, তাদেরও কিছুটা সভ্যতা থাকা আবশ্যক এবং একটা পদ্ধতি থাকা উচিত; বাৎস্যায়ন সেই পদ্ধতির কথাই বলছেন, কু-কর্ম করার পরামর্শ দিচ্ছেন না। মনু পরকীয়া-গ্রহণকে উপপাতকের মধ্যে গণ্য করেছেন (মনুসংহিতা ১১.৬০)। বাৎস্যায়নও পরকীয়া-প্রেমের নিন্দা করেছেন (১ম অধি. ২য় অধ্যায়)। যারা অশিষ্ট, তারাই প্রবৃত্তিবশতঃ এইরকম কাজ করে। এইরকম ব্যক্তিদের জনই এই অধিকরণের অবতারণা।

পারদারিক-অধিকরণের **প্রথম অধ্যায়ে** প্রথমেই দেখানো হয়েছে—স্ত্রী-পুরুষের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য; তারপর যে পরনারীকে কোনও পুরুষ কামনা করছে, সেই নারী ঐ পুরুষটি থেকে কখনো কখনো যে দুরে থাকতে চায়,—তার কিছু কারণ দেখানো হয়েছে; তারপর সেই সব পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যারা পরস্ত্রীকে সম্ভোগ করার প্রয়াসে সফল হয়; এবং তারপর সেই সব স্ত্রীলোকের কথা বলা হয়েছে, যারা বিনা প্রয়াসেই পরপুরুষের সাথে সহবাস করতে সম্মত হয়।]

মূল। ব্যাখ্যাতকারণাঃ পরপরিগ্রহোপগমাঃ।। ১।।

তেষু সাধ্যত্বমনত্যয়ং গম্যত্বমায়তিং বৃত্তিং চাদিত এব পরীক্ষেত।। ২।।

যদা তু স্থানাৎ স্থানান্তরং কামং প্রতিপদ্যমানং পশ্যেৎ তদাত্মশরীরোপঘাতত্রাণার্থং পরপরিগ্রহানভ্যুপগচ্ছেৎ।। ৩।।

অনুবাদ। রতিসুখ ও পুত্রোৎপাদন ছাড়া অন্য যে সব কারণবশতঃ পরস্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারা যায়, তা বিশুদ্ধভাবে **'নায়িকাবিমর্শ'** প্রকরণে (সাধারণাধিকরণ, পঞ্চম অধ্যায়ে) বর্ণিত হয়েছে।

পরকীয়া নারীর সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা হ'লে প্রথমে পরীক্ষা করতে হবে—

(১) **সাধ্যত্ব** ('fitness for cohabitation')—পরনারীকে হস্তগত করা যাবে কিনা? যদি বোঝা যায়, একে হস্তগত করা অসম্ভব, তা'হলে তাকে লাভ করতে উদ্যোগী হবে না।

(২) **অনত্যয় বা নিরত্যয়**— ('danger to oneself in uniting with her') —কোনও পরনারীকে হস্তগত করা নিরাপদ কিনা? যে পরনারীর সংগ্রহে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা, যে ক্ষেত্রে সে ত্যাজ্য।

(৩) **গম্যত্ব**—কোনও পরনারী সঙ্গমের উপযুক্ত কিনা? সাধারণ অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়ে 'অগম্যাস্ত্বেবৈতাঃ কুষ্ঠিনী উন্মত্তা পতিতা' ইত্যাদির দ্বারা যে সব নারীকে অগম্যা বলা হয়েছে, পরনারী যদি সেই সব দোষযুক্ত হয়, তাহ'লে তাদের বর্জন করতে হবে।

(৪) **আয়তি**— ('future effect of this union')—এই পরস্ত্রীকে গ্রহণ করলে পরিণামে কতটা লাভ বা কতটা ক্ষতি তা বিচার ক'রে যদি দেখা যায় ক্ষতির পরিমাণ বেশী, তাহ'লে সেই পরস্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে।

(৫) **বৃত্তি**—(অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তি)—পুরুষ যদি বোঝে ঐ পরনারী এতই উৎকৃষ্ট যে তাকে পাওয়া না গেলে (ঐ পুরুষের) মৃত্যুর সম্ভাবনা, তাহ'লে সেই পরস্ত্রীকে লাভ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

যখন কোনও পরস্ত্রী-দর্শনে কোনও পুরুষ কামাতুর হবে এবং বুঝবে কামভাব ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ঐ পরস্ত্রীর সাথে সহবাস না হ'লে সে জীবিত থাকবে না, তখন সে (ঐ পুরুষ) নিজের শরীর রক্ষার জন্য পরস্ত্রী-সংগ্রহের জন্য এগিয়ে যাবে। ১-৩।

মূল। দশ তু কামস্য স্থানানি।। ৪।।

চক্ষুঃপ্রীতি র্মনঃসঙ্গঃ সঙ্কল্পোৎপত্তি র্নিদ্রাচ্ছেদ স্তনুতা বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তি র্লজ্জাপ্রণাশঃ উন্মাদো মূর্চ্ছা মরণমিতি তেষাং লিঙ্গানি।। ৫।।

তত্রাকৃতিতো লক্ষণতশ্চ যুবত্যাঃ শীলং সত্যং শৌচং সাধ্যতাং চণ্ডবেগতাঞ্চ লক্ষয়েদিত্যাচার্যাঃ।। ৬।।

অনুবাদ। ব্যবহারবিষয়ে কামের স্থান বা স্তর দশটি।

নিচে বর্ণিত দশটি লক্ষণ কামের স্থান বা পরপর ধাপ।

(ক) **চক্ষুঃপ্রীতি**—কোনও পরস্ত্রীকে দেখে কোনও পুরুষের চোখে প্রীতির বা স্নিগ্ধতার আবির্ভাব; (খ) **মনঃসঙ্গ**—মনের আসক্তি ('attachment of the mind') ; (গ) **সঙ্কল্প**—('constant reflection')—কেমনভাবে ঐ পরনারীকে লাভ করব ইত্যাদি বিষয়ে বার বার চিন্তা; (ঘ) **অনিদ্রা**—বার বার চিন্তা করতে করতে নিদ্রাহীনতা; (ঙ) **তনুতা**—নিদ্রা না হওয়ায় ধীরে ধীরে শরীরের কৃশতা; (চ) **বিষয়ান্তরভোগে অতৃপ্তি**—শরীরের কৃশতার জন্য অন্যান্য বিষয়ভোগের প্রতি বৈরাগ্য এবং পরস্ত্রীতেই চিত্তমগ্নতা; (ছ) **নির্লজ্জভাব**—পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তির জন্য লোকজনের দ্বারা ভর্ৎসিত হওয়া সত্ত্বেও লজ্জিত না হওয়া; (জ) **উন্মত্ততা**—লজ্জাহীন ও নির্ভয় হওয়ায় উন্মত্তের মতো আচরণ; (ঝ) **মূর্চ্ছা**—অস্বাস্থ্যজনিত মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; এবং (ঞ) **মৃত্যু**—উপরের স্তরগুলি অতিক্রম ক'রে আসার পর যদি ঐ পরস্ত্রীকে লাভ না করা যায়, তাহ'লে মৃত্যুপ্রাপ্তি। [পরস্ত্রীর আকর্ষণে পুরুষবিশেষের চোখের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা হয় এবং তার ফলে আসক্তি বা যৌনবোধ এবং সহবাসের সঙ্কল্প জাগে। দুর্নিবার কামরিপু যখন ঐ পুরুষকে অভিভূত করে, তখন তার অনিদ্রা, বিষয়ান্তর ভোগে অপ্রবৃত্তি এবং অর্দ্ধোন্মাদভাব দেখা যায় ও শরীর কৃশ হ'য়ে যায়। সে তার অবিষম প্রেমের কথা লোকের কাছে বলতেও লজ্জা বোধ করে না। পরনারীর প্রেমে মানুষ আত্মহত্যা করতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না]।

কামশাস্ত্র-প্রণেতা **আচার্যগণ** বলেন—সম্ভোগ করার উদ্দেশ্যে পরনারীকে হস্তগত করার সময় (চতুর পুরুষ) ঐ নারীর **আকৃতি** বা শরীরের গঠন ও **লক্ষণ** বা শরীরের নানা স্থানের চিহ্ন থেকে ঐ যুবতীর স্বভাব, সত্যনিষ্ঠতা, চরিত্রশুদ্ধি, সাধ্যতা বা তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব কিনা এবং কামনার তীব্রতা লক্ষ্য করাবে। ৪-৬।

মূল। ব্যভিচারাদাকৃতি-লক্ষণ-যোগানামিঙ্গিতাকারাভ্যামেব প্রবৃত্তি র্বোদ্ধব্যা যোষিত ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ৭।।

যং কঞ্চিদুজ্জ্বলং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্ত্রী কাময়তে। তথা পুরুষোঽপি যোষিতম্। অপেক্ষয়া তু ন প্রবর্তত ইতি গোণিকাপুত্রঃ।। ৮।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন—নারীর শরীরের আকৃতি এবং শরীরের লক্ষণ দেখে নিয়তভাবে তার প্রবৃত্তি (অর্থাৎ সে সতী বা ব্যভিচারিণী কিনা তা) জানা যায় না; অতএব (কন্যাসম্প্রযুক্ত অধিকরণের বর্ণিত—) আকার-ইঙ্গিত (characteristic marks or signs) দ্বারাই মেয়েদের প্রবৃত্তি বোঝা যায়।

স্বভাব-বিষয়ে **গোণিকাপুত্রের** অভিমত হ'ল, সুন্দর ও সুবেশ যে কোনও

পুরুষকে দেখে রমণী কামান্ধ হয়। এইরকম ভাবে পুরুষও সুন্দরী ও সুবেশা রমণীকে দেখে কামান্ধ হয়। কিন্তু বিশেষ কারণ থাকার জন্য তারা কার্যতঃ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় না ('but frequently they do not take any further steps, owing to various considerations') (অর্থাৎ সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও মিলনের জন্য স্বাভাবিক সঙ্কোচ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই স্বভাব)। ৭-৮।

মূল। তত্র স্ত্রিয়ং প্রতি বিশেষঃ।। ৯।।

ন স্ত্রী ধর্মমধর্মং চাপেক্ষতে কাময়তে এব। কার্যাপেক্ষয়া তু নাভিযুঙ্ক্তে।। ১০।।

স্বভাবাচ্চ পুরুষেণাভিযুজ্যমানা চিকির্ষন্ত্যপি ব্যাবর্ততে।। ১১।। পুনঃপুনরভিযুক্তা সিদ্ধ্যতি।। ১২।। পুরুষস্তু ধর্মস্থিতিমার্যসময়ং চাপেক্ষ্য কাময়মানোঽপি ব্যাবর্ততে।। ১৩।। তথাবুদ্ধিশ্চাভিযুজ্যমানোঽপি ন সিদ্ধ্যতি।। ১৪।। নিষ্কারণমভিযুঙ্ক্তে। অভিযুজ্যাপি পুনর্নাভিযুঙ্ক্তে। সিদ্ধায়াঞ্চ মাধ্যস্থং গচ্ছতি।। ১৫।। সুলভামবমন্যতে। দুর্লভামাকাঙ্ক্ষতে ইতি প্রয়োবাদঃ।। ১৬।।

অনুবাদ। সৌন্দর্যানুরাগ ও সঙ্কোচ যদিও স্ত্রীপুরুষের উভয়েরই স্বভাব, পরপুরুষদের সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের ব্যবহারবিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

কাম-প্রবৃত্তি-ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা ধর্ম ও অধর্মের কোনও অপেক্ষা রাখে না, তারা কামবাসনা একটু বেশীভাবেই পোষণ করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যে তারা কামনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না, তার কারণ দৃষ্টদোষের আশঙ্কা [**দৃষ্টদোষ** - লোকে স্ত্রীলোকের এই ব্যভিচারের কথা জানতে পারবে, তার এই ব্যভিচারের জন্য তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করবে, এবং যে পুরুষের সাথে সে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হ'তে যাচ্ছে, সে এই কাজে ইচ্ছুক কিনা, অথবা, যদি ইচ্ছুক না হয় তাহ'লে আমি অবজ্ঞাতা হবো— ইত্যাদি চিন্তাবশতঃ পরস্ত্রী পুরুষের সাথে সম্ভোগকাজে সহসা প্রবৃত্ত হয় না]।

যখন কোনও পুরুষ পরনারীর সাথে মিলনের অভিলাষে ঐ নারীর হস্তধারণাদি করে, তখন ঐ নারী পুরুষকে দেহদানে ইচ্ছুক হ'লেও স্বভাববশতঃ সেই ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত হয়। বার বার পুরুষের প্রযত্নের কারণেই পরনারী তার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে। আবার পুরুষও ধর্মস্থিতি অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত আচরণীয় ধর্মের এবং **আর্যসময়ের** অর্থাৎ শিষ্টাচারের ভয়ে পরনারীকে কামনা করা থেকে নিবৃত্ত হয়। ধর্মবুদ্ধিযুক্ত এবং শিষ্টাচাররত পুরুষ স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে জানতে

পারলেও পরস্ত্রীসম্ভোগে লিপ্ত হয় না। পুরুষ (অনেক সময়েই) অকারণে অর্থাৎ কেবল মজা করবার জন্য পরস্ত্রীর প্রতি নিজের কামনা-ব্যঞ্জক ব্যবহার ক'রে থাকে। কখনও বা পুরুষ কোনও পরস্ত্রীর প্রতি কামনাসূচক ব্যবহারের পর আবার পরে ঐ রকম ব্যবহার করে না। (আবার অনেক সময়) পরস্ত্রী আয়ত্ত হ'লেও পুরুষ উদাসীনভাব দেখায়। যে পরস্ত্রীকে সহজভাবে পাওয়া যায়, পুরুষ তাকে অবজ্ঞা করে। পুরুষ চায় সেইরকম পরস্ত্রীকে, যাকে লাভ করা কঠিন;—এইরকম প্রায়ই শোনা যায়। ৯-১৬।

এখানে **স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপননামক প্রকরণ** সমাপ্ত।

মূল। তত্র ব্যবর্তনকারণানি।। ১৭।। (১) পত্যাবনুরাগঃ।। ১৮।। (২) অপত্যাপেক্ষা।। ১৯।। (৩) অতিক্রান্তবয়স্ত্বম্।। ২০।।(৪) দুঃখাভিভবঃ।। ২১।। (৫) বিরহানুপলম্ভঃ।। ২২।। (৬) অবজ্ঞয়োপমন্ত্রয়তে ইতি ক্রোধঃ।। ২৩।। (৭) অপ্রতর্ক্য ইতি সঙ্কল্পবর্জনম্।। ২৪।। (৮-৯) গমিষ্যতীত্যনায়তিরন্যত্র প্রসক্তমতিরিতি চ।। ২৫।। (১০) অসংবৃতাকার ইত্যুদ্বেগঃ।। ২৬।। (১১) মিত্রেষু নিসৃষ্টভাব ইতি তেম্বপেক্ষা।। ২৭।। (১২) শুষ্কাভিযোগী ইত্যাশঙ্কা।। ২৮।। (১৩) তেজস্বী ইতি সাধ্বসম্।। ২৯।। (১৪) চণ্ডবেগঃ সমর্থো বেতি ভয়ং মৃগ্যাঃ।। ৩০।। (১৫) নাগরকঃ কলাসু বিচক্ষণ ইতি ব্রীড়া।। ৩১।। (১৬) সখিত্বেনোপচরিত ইতি চ।। ৩২।। (১৭) অদেশকালজ্ঞ ইতি অসূয়া।। ৩৩।। (১৮) পরিভবস্থানম্ ইত্যবহুমানঃ।। ৩৪।। (১৯) আকারিতোঽপি নাববুধ্যতে ইত্যবজ্ঞা।। ৩৫।। (২০) শশো মন্দবেগ ইতি চ হস্তিন্যাঃ।। ৩৬।। (২১) মত্তোঽস্য মা ভূদনিষ্টম্ ইত্যনুকম্পা।। ৩৭।। (২২) আত্মনি দোষদর্শনাৎ নির্বেদঃ।। ৩৮।। (২৩) বিদিতা সতী স্বজনবহিষ্কৃতা ভবিষ্যামি ইতি ভয়ম্।। ৩৯।। (২৪) পলিত ইত্যনাদরঃ।। ৪০।। (২৫) পত্যা প্রযুক্তঃ পরীক্ষতে ইতি বিমর্শঃ।। ৪১।। (২৬) ধর্মাপেক্ষা চেতি।। ৪২।।

অনুবাদ। ['অপেক্ষয়া তু প্রবর্ততে ইতি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'বিশেষ কারণ থাকলেও সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় না' এইরকম যে ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সেই সম্ভোগে নারীর প্রবৃত্ত না হওয়ার কারণগুলি বলা হচ্ছে—]

কামান্ধ হওয়া সত্ত্বেও পরনারী কেন কামনা দমন করে, তার কারণ—

(১) পতির প্রতি অনুরাগ বা প্রেমশতঃ নারী অন্য পুরুষের সাথে সঙ্গমেচ্ছুক হ'লেও নিজেকে নিবৃত্ত করে;

(২) নিজের সন্তানের প্রতি বাৎসল্য (অর্থাৎ এই পুরুষের সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হ'লে, শেষে হয়তো গৃহত্যাগ করতে হবে, তখন আমার সন্তানদের ছাড়তে হবে, এইরকম আশঙ্কা, অথবা, অতি শিশুপুত্র থাকলে তাকে ছেড়ে নির্জন স্থানে সঙ্গমরত অবস্থায় বহুক্ষণ বিলম্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব এইরকম চিন্তা);

(৩) নিজের যৌবন অতিক্রান্ত হ'য়ে যাওয়া;

(৪) কোনও কারণে শোকাতুর হাওয়ায় অন্য পুরুষের কাছে যাওয়া থেকে নিবৃত্তি;

(৫) নির্জন স্থান না পাওয়ায় অন্য পুরুষের সাথে সম্ভোগের ইচ্ছা দমন, অথবা, পতি সর্বক্ষণ কাছে থাকায় এবং পতির সাথে বিয়োগ না হওয়ায় অন্য পুরুষের সাথে সম্ভোগেচ্ছা দমন;

(৬) অবজ্ঞা বা অনাদরপূর্বক আমার সাথে সঙ্গম করার জন্য আমাকে আহ্বান করছে—এইরকম মনে ক'রে ক্রোধবশতঃ পরপুরুষের প্রতি কামনা-দমন;

(৭) এই পুরুষটির মনোগত অভিপ্রায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—এইরকম মনে ক'রে তার সাথে সঙ্গমের ইচ্ছা ত্যাগ;

(৮) এই পুরুষটি আজ আমার কাছে এসেছে, কিন্তু চ'লে যাবে, অতএব ভবিষ্যতে আর একে পাওয়া যাবে না—মনে ক'রে পরস্ত্রীর হতাশ্বাস;

(৯) অথবা, অন্য কোনও স্ত্রীলোক এই পুরুষটিতে আসক্ত -একথা জেনে মনে মনে চিন্তা;

(১০) এই পুরুষ মনের ভাব গোপন করতে পারবে না (অতএব এর সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হ'লে এই কথা আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রকাশ করতে পারে)—এইরকম উদ্বেগ;

(১১) এই পুরুষটি বন্ধুদের একান্ত আয়ত্ত (অর্থাৎ তারা যা পরামর্শ দেয়, তাই করে); অতএব, তাদের মতের অপেক্ষা করে (এবং এই ব্যাপারটি আমার পক্ষে অপমানকর)—এইরকম মনে ক'রে তার সাথে সঙ্গমে অনিচ্ছা;

(১২) এই লোকটি আকরণে লোকের সাথে মামলা-মোকদ্দমা করে, এই কারণে তার সাথে সঙ্গমে অনিচ্ছা;

(১৩) এই লোকটি অত্যন্ত তেজস্বী (তাই আমি কোনও প্রমাদ করলে আমার প্রতি রূঢ় হবে—) এইরকম ভয়;

(১৪) পরস্ত্রী যদি মৃগী-জাতীয় হয় অর্থাৎ মন্দ কামবেগ যুক্ত হয়, আর পুরুষ যদি প্রচণ্ডবেগ বা প্রচণ্ড-সমর্থ অশ্বজাতীয় হয়, তাহ'লে ঐ পুরুষের সাথে সহবাসের ভয়;

(১৫) এই পুরুষটি নাগরক এবং কলাবিদ্যায় বিচক্ষণ মনে ক'রে (এবং নিজে সেরকম না হওয়ায়) অবিচক্ষণা পরস্ত্রীর তার কাছে যেতে লজ্জা;

(১৬) এই ব্যক্তিকে আমি অল্পবয়স থেকেই মিত্ররূপে জেনেছি, এখন তার সাথে সঙ্গমে লজ্জা;

(১৭) এই পুরুষ দেশ ও কাল বোঝে না (এবং যখন-তখন সম্ভোগ করতে চায়) —এই কারণে তার প্রতি ঘৃণা;

(১৮) নীচজাতীয় পরপুরুষের সাথে সহবাসে নিজের সখীদের কাছে গৌরবহানিজনিত সঙ্কোচ;

(১৯) এই পুরুষটিকে সঙ্কেত করলেও বুঝতে পারে না, এ কারণে তার প্রতি অবজ্ঞা;

(২০) এই পুরুষটি মন্দবেগসম্পন্ন শশজাতীয়, তাই হস্তিনী (অর্থাৎ প্রচণ্ডবেগসম্পন্না-) নারীর তার প্রতি অবজ্ঞা;

(২১) আমার সাথে সঙ্গমোৎসুক এই পুরুষটির আমার জন্য কোনও রকম অনিষ্ট হ'তে পারে (অর্থাৎ শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি হ'তে পারে)—এই ভেবে অনুকম্পা ও সহবাস থেকে বিরত থাকা;

(২২) নিজের শরীরের দৌর্গন্ধ্যাদি দোষের কথা ভেবে নির্বেদ এবং সহবাস থেকে দূরে থাকা;

(২৩) পরপুরুষের সাথে সহবাসের কথা জানতে পারলে আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে, এই ভয়;

(২৪) সম্ভোগেচ্ছুক এই পুরুষটি শুক্লকেশ বৃদ্ধ হওয়ায় তার সাথে সঙ্গমে অনাদর;

(২৫) এই পুরুষ আমার স্বামীর দ্বারা নিযুক্ত হ'য়ে আমাকে পরীক্ষা করছে, এইরকম সন্দেহবশতঃ তার কাছ থেকে সহবাসে বিরত হওয়া।

(২৬) এই পঁচিশ প্রকার কারণ ছাড়া ধার্মিক ভাবনার দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকে। ১৭-৪২।

মূল। তেষু যদাত্মনি লক্ষয়েৎ তদাদিত এব পরিচ্ছিন্দ্যাৎ।। ৪৩।। আর্যত্বযুক্তানি রাগবর্ধনাৎ।। ৪৪।। অশক্তিজান্যুপায়প্রদর্শনাৎ।।

৪৫।। বহুমানকৃতান্যতিপরিচয়াৎ।। ৪৬।। পরিভবকৃতান্যতিশৌণ্ডবীর্যাৎ বৈচক্ষণ্যাচ্চ।। ৪৭।। তৎপরিভবজানি প্রণত্যা।। ৪৮।। ভয়যুক্তান্যাশ্বাসনাদিতি।। ৪৯।।

অনুবাদ। সঙ্গমে বিবাহিতা নারীর অপ্রবৃত্তির উপরি বর্ণিত কারণগুলির মধ্যে যেগুলি নিজের মধ্যে আছে ব'লে পুরুষ বুঝবে, সেগুলি প্রথম থেকেই দূরীভূত করার চেষ্টা করবে (এবং তার ফলে বিবাহিতা স্ত্রী ঐ পুরুষের সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবে)।

পতির প্রতি অনুরাগ, সন্তানবাৎসল্য, বয়সের আধিক্য, পুত্রশোকাদি দুঃখের আতিশয্য, ধর্মাপেক্ষা—প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রীগত আর্যভাবযুক্ত কারণের পরিহারের জন্য পুরুষ অনুরাগবৃদ্ধির চেষ্টা করবে অর্থাৎ যাতে ঐ বিবাহিতা স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তার উপায় আবিষ্কার করবে।

পুরুষের শক্তির অভাব যেখানে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গমে অপ্রবৃত্তির কারণ, সেখানে ঐ পুরুষের উচিত যথোচিত ব্যবস্থার দ্বারা সেই অপ্রবৃত্তি দূর করা।

পরপুরুষের সাথে সঙ্গমে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় যদি অপ্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহ'লে ঐ পুরুষ অতিপরিচয়ের অর্থাৎ খুব ঘনিষ্ঠতার দ্বারা তা দূর করবে।

আর যদি পুরুষকর্তৃক অবজ্ঞার ভয় সঙ্গমে বিবাহিতা স্ত্রীর অপ্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহ'লে ঐ পুরুষ অতি উদারতা প্রকাশ করে ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ঐ নারীর মন থেকে ভীতি দূর করবে।

পুরুষের কাছ থেকে বিবাহিতা নারীর প্রতি অনাদর-সম্ভাবনা যদি ঐ নারীর সঙ্গমে অপ্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহ'লে ঐ পুরুষ নম্রভাব প্রদর্শনের দ্বারা তার মনে বিশ্বাস জন্মাবে।

পুরুষ তেজস্বী, চণ্ডবেগ, সমর্থ, এবং নারী মন্দবেগ, পতিকর্তৃক বিদিত হ'লে বহিষ্কৃত হবো—ইত্যাদি আত্মগত ভয়হেতু যদি বিবাহিতা নারীর সঙ্গমে অপ্রবৃত্তি হয়, তাহ'লে পুরুষ নারীকে আশ্বাস দিয়ে ভয় দূর করবে অর্থাৎ যা হ'লে ঐ নারীর মনে ভয় না থাকে, তার প্রতিবিধান করার জন্য সচেষ্ট হবে। ৪৩-৪৯।

। এখানে ব্যাবর্তনকারণনামক প্রকরণ সমাপ্ত।

মূল। পুরুষাস্ত্বমী প্রায়েণ সিদ্ধাঃ—কামসূত্রজ্ঞঃ, কথাখ্যানকুশলো, বাল্যাৎ প্রভৃতি সংসৃষ্টঃ, প্রবৃদ্ধযৌবনঃ, ক্রীড়নকর্মাদিনা গতবিশ্বাসঃ, প্রেষণস্য কর্তোচিতসম্ভাষণঃ, প্রিয়স্য কর্তান্যস্য ভূতপূর্বো দূতো, মর্মজ্ঞঃ,

উত্তময়া প্রার্থিতঃ, সখ্যা প্রচ্ছন্নং সংসৃষ্টঃ, সুভগাভিখ্যাতঃ, সহ সংবৃদ্ধঃ, প্রাতিবেশ্যঃ, কামশীল স্তথাভূতশ্চ পরিচারকো, ধাত্রেয়িকাপরিগ্রহো, নব-বরকঃ, প্রেক্ষ্যোদ্যানত্যাগশীলঃ, বৃষ ইতি সিদ্ধপ্রতাপঃ, সাহসিকঃ, শূরো, বিদ্যারূপপুণ্যোপভোগৈঃ পত্যুরতিশায়িতা, মহার্হবেষোপচারশ্চেতি।। ৫০।।

অনুবাদ—নিম্নলিখিত পরপুরুষগণ প্রায়ই রমণীসিদ্ধ অর্থাৎ রমণীরঞ্জন পুরুষ ('men who generally obtain success with women')।—

(১) কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষ;

(২) কথা-আখ্যানাদিতে কুশল ('skilled in telling stories');

(৩) নারীর বাল্যসঙ্গী;

(৪) পূর্ণ যুবক (অতএব সঙ্গমব্যাপারে সামর্থ্যযুক্ত);

(৫) যে পুরুষ নারীর সাথে একত্র খেলাধূলা করার জন্য বিশ্বাসের পাত্র;

(৬) যে পুরুষ নারীর কথা ভৃত্যের মতো পালন করে;

(৭) যার সাথে অবাধিত সম্ভাষণ হয় (অর্থাৎ যার সাথে অনায়াসে হাস্যপরিহাসাদি করা যায়);

(৮) কোনও প্রেমিকের ভূতপূর্ব দূত;

(৯) নারীর মর্ম যে বোঝে;

(১০) উত্তমা-স্ত্রী-কর্তৃক প্রার্থিত পুরুষ;

(১১) উদ্যান-ক্রীড়াদিতে সখীর সাথে সংসৃষ্ট পুরুষ;

(১২) সৌভাগ্যবান্ ব'লে রমণীসমাজে খ্যাত;

(১৩) পরনারীর সাথে আবাল্য লালিত-পালিত ব্যক্তি;

(১৪) কামশীল প্রতিবেশী;

(১৫) সেইরকম কামশীল পরিচারক;

(১৬) ধাত্রীকন্যার স্বামী;

(১৭) কোনও নারীর গৃহে যে পুরুষ নতুন বররূপে এসেছে;

(১৮) যে ব্যক্তি নাটকাদি দেখার ব্যাপারে রুচিশীল;

(১৯) উদ্যানক্রীড়াশীল;

(২০) ত্যাগশীল (অর্থাৎ স্ত্রীলোককে উপহারাদি দান করে);

(২১) যে ব্যক্তি বৃষ (হৃষ্ট-পুষ্ট) সংজ্ঞার জন্য রমণীমণ্ডলে যশস্বী এবং ব্যবায়ী (লম্পট) ব'লেও লব্ধপ্রতাপ;

(২২) যে ব্যক্তি সাহসী;

(২৩) যে ব্যক্তি শূর (বীর) হওয়ায় অকুতোভয়;

(২৪) যে ব্যক্তি বিদ্যা, রূপ, গুণ এবং যৌবনোচিত ভোগসামর্থ্যে কোনও নারীর পতির তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত; এবং

(২৫) উৎকৃষ্ট বেষভূষায় সজ্জিত পরপুরুষ।

উপরিউক্ত পুরুষেরা যদি কামশীল হয়, তাহ'লে তারা যে কোনও স্ত্রীর কাছে সিদ্ধ ব'লে আখ্যাত হয় ও অতি অল্পসময়েই পরস্ত্রীকে করায়ত্ত করতে পারে।

স্ত্রীর কাছে সিদ্ধপুরুষনির্দেশপ্রকরণ—এখানেই সমাপ্ত। ৫০।

মূল। যথাত্মনঃ সিদ্ধতাং পশ্যেদেবং যোষিতোঽপ্যযত্নসাধ্যতামিত্যযত্নসাধ্যা যোষিত উচ্যন্তে।। ৫১।।

যোষিতস্ত্বিমা অভিযোগমাত্রসাধ্যাঃ,—(১) দ্বারদেশাবস্থায়িনী, (২) প্রাসাদাদ্ রাজমার্গাবলোকিনী, (৩) তরুণপ্রাতিবেশ্যগৃহে গোষ্ঠীযোজিনী, (৪) সততপ্রেক্ষিণী, (৫) প্রেক্ষিতা পার্শ্ববিলোকিনী, (৬) নিষ্কারণং সপত্ন্যাধিবিন্না, (৭-৮) ভর্তৃদ্বেষিণী বিদ্বিষ্টা চ, (৯) পরিহারহীনা, (১০) নিরপত্যা, (১১) জ্ঞাতিকুলনিত্যা, (১২)বিপন্নাপত্যা, (১৩) গোষ্ঠীযোজিনী, (১৪) প্রীতিযোজিনী, (১৫) কুশীলবভার্যা, (১৬) মৃতপতিকা বালা, (১৭) দরিদ্রা বহুভোগা, (১৮) জ্যেষ্ঠভার্যা বহুদেবরকা, (১৯) বহুমানিনী ন্যূনভর্তৃকা, (২০) কৌশলাভিমানিনী ভর্তুর্মৌর্খ্যেণোদ্বিগ্না, (২১) অবিশেষতয়া লোভেন, (২২) কন্যাকালে যত্নেন বরিতা কথঞ্চিদলব্ধাভিযুক্তা চ সা তদানীং, (২৩) সমানবুদ্ধিশীলমেধাপ্রতিপত্তিসাত্ম্যা, (২৪) প্রকৃত্যা পক্ষপাতিনী, (২৫) অনপরাধে বিমানিতা, (২৬) তুল্যরূপাভিশ্চাধঃকৃতা, (২৭) প্রোষিতপতিকেতি, (২৮-৪১) ঈর্ষালুপূতিচোক্ষক্লীবদীর্ঘসূত্রকাপুরুষকুব্জবামনবিরূপমণিকারগ্রাম্যদুর্গন্ধিরোগিবৃদ্ধভার্যাশ্চেতি।।৫২।।

অনুবাদ। পুরুষ যেমন নিজের রমণীসিদ্ধতা (অর্থাৎ নারীকে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়) বুঝবে, সেইরকম রমণীগণের অযত্নসিদ্ধতাও (অর্থাৎ কোন্ নারীকে আয়ত্ত

করতে যত্ন করতে হয় না তাও) বুঝতে হবে। এই কারণে **অযত্নসাধ্যা** (যাকে হস্তগত করার জন্য যত্ন করতে হয় না) **রমণী** কারা তা বলা হচ্ছে। এরা হ'ল **অভিযোগমাত্রসাধ্যা** অর্থাৎ পুরুষ নিজের অভিযোগ বা অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেই তারা আয়ত্ত হয়। এইরকম অযত্নসাধ্যা রমণীরা হ'ল—

(১) পরপুরুষ দেখার জন্য যে নারী সব সময় বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে;

(২) অট্টালিকার ছাদে উঠে রাজপথের দিকে হাঁ ক'রে যে তাকিয়ে থাকে;

(৩) (স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে) যুবকবহুল প্রতিবেশীর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত গোষ্ঠীতে (মজলিসে) যোগদান করতে যে নারী ভালবাসে;

(৪) যে নারী কোনও পরপুরুষ উপস্থিত হ'লে কোনো না কোনো ছল ক'রে অনবরত তার দিকে কটাক্ষপাত করে;

(৫) কোনও পুরুষ কটাক্ষপাত করলে যে নারী পাশে অবলোকন করে অর্থাৎ সেই পুরুষকেও কটাক্ষপাত করে;

(৬) অকারণে যে নারীর স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছে;

(৭) ভর্তৃদ্বেষিণী অর্থাৎ যে নারী তার পতির প্রতি বিদ্বেষভাবসম্পন্না;

(৮) যে নারীর পতি বিদ্বেষপরায়ণ;

(৯) পরিহার্য বিষয় পরিত্যাগ করতে যে নারী ভালবাসে না, অর্থাৎ যে কাজ করা উচিত নয় সেই কাজ যে নারী করবেই;

(১০) নিরপত্যা অর্থাৎ বন্ধ্যা নারী;

(১১) যে নারী সকল সময় জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান করে;

(১২) যে নারীর সন্তান মৃত;

(১৩) যে নারী পতির অনুমতি ছাড়াই নিজের উদ্যোগে নিজগৃহে বা সখীগৃহে গোষ্ঠী (মজলিস) বসিয়ে তাতে যোগ দেয়;

(১৪) যে বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষের সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে অভিলাষিণী;

(১৫) অভিনেতার স্ত্রী;

(১৬) বালবিধবা;

(১৭) বহু উপভোগ-অভিলাষিণী দরিদ্রকন্যা;

(১৮) বহুদেবরযুক্তা জ্যেষ্ঠভার্যা (অর্থাৎ বৌ-দি);

(১৯) যে নারী নিজে অত্যন্ত গর্বিতা এবং স্বামীকে একজন নগণ্য ব্যক্তি ব'লে মনে করে;

(২০) যে নারী নিজেকে কলা-কুশলা মনে ক'রে নিজের অভিমান রাখে এবং স্বামীর কলাজ্ঞানবিষয়ে মূর্খতার জন্য সকল সময় উদ্বিগ্ন থাকে (এবং কোনও কলাকুশল পুরুষেরই অন্বেষণ করতে থাকে);

(২১) যে নারী নিজে লোভহীনা, কিন্তু তার স্বামী অতিরিক্ত লোভশীল হওয়ায় সে কোনও লোভহীন পরপুরুষের সঙ্গ পেতে ইচ্ছুক;

(২২) কন্যাবস্থায় যে নারী কোনও পুরুষ কর্তৃক বরণ-বিধানানুসারে বৃত হয়েছিল (অর্থাৎ বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল) কিন্তু কোনও অলক্ষিত কারণে সে বিবাহ হয় নি, কিন্তু অন্যের সাথে তার বিবাহ হয়েছে, এখন যদি সেই পুরুষের দ্বারা অভিযুক্তা হয় অর্থাৎ সেই পুরুষটি যদি নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করে, তাহ'লে সহজেই ঐ নারীকে লাভ করতে পারবে;

(২৩) বুদ্ধি, শীল, মেধা, প্রতিপত্তি ও আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে যে বিবাহিতা নারী স্বামী-ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের সমরূপা (এবং তার ফলে সহজেই সেই পুরুষের বশীভূতা হবে);

(২৪) যে নারী স্বভাবতই নিজের স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষের পক্ষপাতিনী, সে ঐ পুরুষের অযত্নসাধ্যা;

(২৫) যে স্ত্রী বিনা কারণে পতির দ্বারা অপমানিতা হয়;

(২৬) সম-অবস্থাপন্না সপত্নীদের দ্বারা যে স্ত্রী অপমানিতা;

(২৭) যে নারীর স্বামী দীর্ঘকাল বিদেশে থাকে (প্রোষিতপতিকা);

(২৮) যার স্বামী ঈর্ষালু অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যভিচারের আশঙ্কা করে;

(২৯) যার স্বামী শরীরসংস্কারবর্জিত (পূতি);

(৩০) যে নারীর স্বামী তীক্ষ্ণপ্রকৃতি;

(৩১) যার স্বামী ক্লীব;

(৩২) যার স্বামী দীর্ঘসূত্রী;

(৩৩) যার স্বামী কাপুরুষ;

(৩৪) যার স্বামী কুব্জ;

(৩৫) যার স্বামী বামন;

(৩৬) যার স্বামী বিরূপাকার;

(৩৭) মণিকার-জায়া,—মণিকারজাতীয় পুরুষের স্ত্রী, যে তার স্বামীর দ্বারা প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা আকর্ষণের উদ্দেশ্যে দোকানে উপস্থিত থেকে হাবভাব প্রকাশ করে; এইরকম নারী পুরুষের অযত্নসাধ্যা;

(৩৮) গ্রাম্যভর্তৃকা,—সভ্যতাবর্জিতা গ্রাম্য-নারী, সে যদি নগরে আসে তাহ'লে সভ্য-ভব্য নাগরকের পক্ষে সে অযত্নসাধ্যা;

(৩৯) যে নারীর পতির মুখাদিতে দুর্গন্ধ;

(৪০) চিররোগীর স্ত্রী; এবং

(৪১) বৃদ্ধের ভার্যা। [উপরি উক্ত বিবাহিতা নারীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য পুরুষেরা সহজেই নিজের অঙ্কশায়িনী করতে পারে]। ৫২।

মূল। শ্লোকাবত্র ভবতঃ—

ইচ্ছা স্বভাবতো জাতা ক্রিয়য়া পরিবৃংহিতা।
বুদ্ধ্যা সংশোধিতোদ্বেগা স্থিরা স্যাদনপায়িনী।। ৫৩।।
সিদ্ধতামাত্মনো জ্ঞাত্বা লিঙ্গান্যুন্নীয় যোষিতাম্।
ব্যাবৃত্তিকারণোচ্ছেদী নরো যোষিৎসু সিধ্যতি।। ৫৪।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত বিষয়-সম্পর্কে দুটি শ্লোক আছে—

স্বভাবতঃ যে কোনও পুরুষকে দেখলেই রমণীর মনে আপনা থেকেই কামনা জন্ম নেয়। সেই কামনাকে ক্রিয়া অর্থাৎ উপায়-দ্বারা পরিবর্ধিত করতে হবে। সেই বর্দ্ধিত কামনাকে আবার প্রজ্ঞাদ্বারা সংশোধিত ক'রে সম্প্রয়োগের জন্য নারীর মনে যে উদ্বেগ তা দূর করতে হবে; এইরকম হ'লে পরকীয়া রমণী অন্য পুরুষের আয়ত্তে এসে স্থিরভাব প্রাপ্ত হবে এবং তার কামনা কখনোই বিনাশমুখে ধাবিত হবে না।

পুরুষকে নিজে থেকেই পরনারী-চিত্তজয়ের ক্ষমতা কেমন, তা বুঝে এবং রমণীদের ইচ্ছাজ্ঞাপক সমস্ত ইঙ্গিতাকার চিহ্ন জেনে, (এবং রমণী-জয়ের পক্ষে বাধাগুলি জেনে) অনুরাগবর্দ্ধনাদির দ্বারা ব্যাবৃত্তিকারণের অর্থাৎ বাধা-বিঘ্নের উচ্ছেদসাধন করতে পারে যে পুরুষ, সে-ই পরকীয়াসংগ্রহে সিদ্ধিলাভ করে। ৫৩-৫৪।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপনং ব্যাবর্তনকারণানি স্ত্রীষু সিদ্ধাঃ পুরুষা অযত্নসাধ্যা যোষিতঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।

পারদারিক-নামক পঞ্চম অধিকরণের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

পঞ্চমমধিকরণম্ ঃ পারদারিকম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

পরিচয়কারণান্যভিযোগাঃ

('About making acquaintance with woman and of the efforts to gain her over')

[আগে বলা হয়েছে, পুরুষ নানারকম ক্রিয়ার দ্বারা তার সাথে সম্ভোগের জন্য পরস্ত্রীর দেহের ও মনের ইচ্ছা বৃদ্ধি করবে। এখন দূতীর সাহায্য নিয়ে পরস্ত্রীকে আয়ত্ত করার চেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। সম্ভোগের জন্য যখন পুরুষ কোনও কন্যাকে নির্বাচন করে, তখন দূতীর সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ, কন্যার অন্তঃকরণ সরল এবং পুরষের সাথে তার সম্ভোগের অভিজ্ঞতা থাকে না; তাই কন্যাকে সম্ভোগের ব্যাপারে দূতীর সাহায্য না নিয়ে পুরুষ নিজের সাহস ও চাতুর্যের উপর নির্ভর করলেই সফল হবে। যেহেতু, সম্ভোগের ব্যাপারে কন্যার পূর্ব-অনুভব থাকে না, সেই কারণে পুরুষ তার উপর সহজেই চাতুর্য-জাল বিস্তার করতে পারে। কিন্তু সঙ্গমের অভিজ্ঞতা-সম্পন্না এবং অনুভবশীলা পরনারীকে আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষ দূতীর মাধ্যমে কাজ করতে পারে— কারণ, দূতীরা ঈশারা, সঙ্কেত প্রভৃতি ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়। বর্তমান অধ্যায়ে পরনারীর সাথে পরিচয়স্থাপনের জন্য এবং তাকে নিজ আয়ত্তে আনার জন্য পুরুষের বিশেষ চেষ্টার কথা প্রধানতঃ আলোচিত হয়েছে]

মূল।

যথা কন্যা স্বয়মভিযোগসাধ্যা ন তথা দূত্যা, পরস্ত্রিয়স্তু সূক্ষ্মভাবা দূতীসাধ্যা ন তথা আত্মনা ইত্যাচার্যাঃ।। ১।।

সর্বত্র শক্তিবিষয়ে স্বয়ং সাধনমুপপন্নতরকং দুরুপপাদত্বাৎ তস্য দূতীপ্রয়োগ ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ২।।

অনুবাদ— কামশাস্ত্রের প্রাচীন **আচার্যগণের** অভিমত এই যে, —কুমারী কন্যা যেভাবে পুরুষের নিজের দ্বারা সম্পাদিত প্রযত্নে আয়ত্তীকৃতা হয়, দূতীর দ্বারা ঐরকম কন্যাকে সেরকম আয়ত্ত করা সম্ভব নয়; কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর (অর্থাৎ পরস্ত্রীর) ভাব অতি নিগূঢ় (অর্থাৎ সে মনের ভাব গোপন করে); এই কারণে, দূতীর সাহায্যে যেমন পরস্ত্রীগণকে আয়ত্ত করা যায়, পুরুষের নিজের দ্বারা সেরকম সম্ভব হয় না।

আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন, নিজের (বুদ্ধিতে ও) শক্তিতে যদি কুলায়, তবে সর্বত্র (অর্থাৎ কন্যা ও পরস্ত্রী উভয়ক্ষেত্রেই) পুরুষের বুদ্ধি-শক্তির প্রয়োগ (দূতী-প্রয়োগের তুলনায়) বেশী উপযুক্ত। কখনো যদি পুরুষ নিজ শক্তি (অর্থাৎ উপায়) প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়, তা'হলে দূতীকে প্রয়োগ করা উচিত। ১-২।

মূল। প্রথমসাহসা অনিয়ন্ত্রণসম্ভাষাশ্চ স্বয়ং প্রতার্যাঃ। তদ্‌বিপরীতাশ্চ দূত্যেতি প্রায়োবাদঃ।। ৩।।

স্বয়মভিযোক্ষ্যমাণ স্ত্বাদাবেব পরিচয়ং কুর্যাৎ।। ৪।।

তস্যাঃ স্বাভাবিকং দর্শনং প্রাযত্নিকঞ্চ।। ৫।। স্বাভাবিকমাত্মনো ভবনসন্নিকর্ষে, প্রাযত্নিকং মিত্রজ্ঞাতিমহামাত্রবৈদ্যভবনসন্নিকর্ষে বিবাহযজ্ঞোৎসবব্যসনোদ্যানগমনাদিষু।। ৬।।

অনুবাদ— প্রথমসাহসা (অর্থাৎ যে সব নারী প্রথম থেকেই কু-পথে পদার্পণ করেছে অর্থাৎ খণ্ডিতচরিত্রা নারী) এবং অনিয়ন্ত্রণসম্ভাষা (যে-কোনও পুরুষের সাথে যে সব নারীর কথাবার্তা বলায় বাধা নেই) — এই দুই প্রকারের পরকীয়া নারীকে পুরুষের নিজের চেষ্টাতেই কুপথে নামাতে হয়। এছাড়া অন্য পরকীয়া রমণীরা দূতীসাধ্য। এটা প্রয়োবাদ অর্থাৎ সাধারণ মত।

যে ক্ষেত্রে পুরুষ নিজেই পরকীয়া নারী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হবে, সেখানে প্রথমেই তার সাথে পরিচয় করবে।

সেই পরকীয়া নারীর দর্শন স্বাভাবিকও হ'তে পারে এবং প্রযত্ন-সাধ্যও হ'তে পারে। নিজের বাড়ীতে বা বাড়ীর কাছে যখন পরস্ত্রীদর্শন হয়, তা স্বাভাবিক; আর বন্ধু, জ্ঞাতি, মহামাত্র (অর্থাৎ রাজকর্মচারী) এবং চিকিৎসকদের বাড়ীতে বা বিবাহ, যজ্ঞ, উৎসব, কোনও বিপদ এবং উদ্যানবিলাসের (garden party) সময় যে পরস্ত্রীদর্শন, তা প্রযত্ন-সাধ্য। [পুরুষ যখন তার আকাঙ্ক্ষিতা পরস্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে বা বাড়ীর কাছে উপস্থিত হ'তে দেখে, তখন তার সাথে পরিচয় করার জন্য কোনও বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না, নিজের বাড়ীতে থেকেই সে পরিচয় হ'তে পারে, এইকারণে তা স্বাভাবিক। আর বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে বা বিবাহাদি অনুষ্ঠানে আকাঙ্ক্ষিতা নারীকে দেখতে বা পরিচয় করতে হ'লে পুরুষকে সেখানে যেতে হয়, তাই তা প্রযত্নসাধ্য]।৩-৬।

মূল। দর্শনে চাস্যাঃ সততং সাকারং প্রেক্ষণং, কেশসংযমনং,

নখাচ্ছুরণমাভরণপ্রহ্লাদনমধরোষ্ঠবিমর্দনং, তাস্তাশ্চ লীলাঃ, বয়স্যৈঃ সহ প্রেক্ষমাণায়া স্তৎসম্বন্ধাঃ পরাপদেশিন্যশ্চ কথাস্ত্যাগোপভোগ-প্রকাশনং, সখ্যুরুৎসঙ্গনিষণ্ণস্য সাঙ্গভঙ্গং জৃম্ভণমেকভ্রূক্ষেপণং, মন্দবাক্যতা, তদ্বাক্যশ্রবণং, তামুদ্দিশ্য বালেনান্যজনেন বা সহান্যোপদিষ্টা দ্ব্যর্থা কথা, তস্যাং স্বয়ং মনোরথাবেদনমন্যাপদেশেন, তামেবোদ্দিশ্য বালচুম্বনমালিঙ্গ নং চ জিহ্বয়া চাহস্য তাম্বূলদানং প্রদেশিন্যা হনুদেশঘট্টনং তত্তদ্ যথাযোগং যথাবকাশঞ্চ প্রযোক্তব্যম্।।৭।।

বঙ্গানুবাদ। উপরি উক্ত দুইপ্রকার দর্শনবিষয়ে (স্বাভাবিক ও প্রযত্নসাধ্য) পরিচয়ের কারণও দুই প্রকার; **বাহ্য ও আভ্যন্তর**; এ দুটির মধ্যে বাহ্যপরিচয়-কারণকে লক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে—

আকাঙ্ক্ষিতা পরনারীকে দেখার সময় সর্বদা ভঙ্গীযুক্ত দৃষ্টিপাত করবে (যাতে নিজের মনের অভিপ্রায় ঐ নারীকে বোঝানো যায়); তাকে দেখতে দেখতে নিজের চুল এলোমেলো করে আবার তার সংযমন (ঠিক্ ঠাক্) করবে; ঐ নারীকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের অঙ্গে নখ-সঞ্চালন করবে; শরীরের হার-বলয়-কেয়ূরাদি আভরণগুলির প্রহ্লাদ (শব্দ) করবে; অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ওষ্ঠাধর মার্জন করবে; আরও নানাপ্রকার লীলা বা ভাবভঙ্গি প্রকাশ করবে; আকাঙ্ক্ষিতা পরস্ত্রী যদি পুরুষটির দিকে দেখতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ'লে সে বয়স্যদের সাথে অন্য কথার ছলে কৌশলে ঐ নারীসম্পর্কীয় কথা বলবে এবং (ঐ নারী যাতে শুনতে পায় এমনভাবে) নিজের দানশক্তি ও ভোগক্ষমতার কথা বলবে; ঐ পুরুষটি কোনও বন্ধুর কোলে নিষণ্ণ অর্থাৎ শায়িত বা উপবিষ্ট অবস্থায় অঙ্গ-ভঙ্গিসহ জৃম্ভণ (হাই) তুলবে; সেই নিষণ্ণ অবস্থাতেই একটি ভ্রূর নর্তন ('contract his eyebrows') করাবে; সগদ্গদ বাক্যপ্রয়োগ করবে; সেই নারীর বাক্য শুনবে, বালক বা উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম লোকের সাথে কথোপকথনের ভান ক'রে ঐ নারীকে লক্ষ্য করবে মিত্র প্রভৃতির সাথে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলবে; অন্য জিনিসকে আশ্রয় ক'রে নিজের মনোভাব এমনভাবে বলবে যেন ঐ নারীর কর্ণগোচর হয় এবং (এইভাবে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করবে); (কাছাকাছি যদি কোনও ছোট ছেলে থাকে, তাহ'লে সেই নারীকে উদ্দেশ ক'রে) ছেলেটির মুখচুম্বন এবং আলিঙ্গন করবে, নিজের মুখস্থিত পান জিহ্বার দ্বারা ছেলেটির মুখে ঢুকিয়ে দেবে এবং আঙুলের দ্বারা ছেলেটির হনুদেশ (চোয়াল) ঘর্ষণ করবে; এই সব কাজের যোগ্যতা যেমন দেখবে এবং অবকাশ যেমন পাবে, তেমনই করবে। ৭।

মূল। তস্যাশ্চাঙ্কগতস্য বালস্য লালনং, বালক্রীড়নকানাং চাঽস্য দানং, গ্রহণং, তেন সন্নিকৃষ্টত্বাৎ কথাযোজনং, তৎসম্ভাষণক্ষমেণ জনেন চ প্রীতিমাসাদ্য কার্যং, তদনুবন্ধং চ গমনাগমনস্য যোজনং সংশ্রবে চাস্যাস্তামপশ্যতো নাম কামসূত্রসঙ্কথা।। ৮।।

অনুবাদ। (বাহ্যপরিচয়-কারণ সম্বন্ধে আরও বলা হচ্ছে—)

ঐ পরস্ত্রীর কোলে যদি ছেলে থাকে তাহ'লে তাকে ঐ পুরুষটি আদর করবে; ছেলেটিকে অনেক পুতুলজাতীয় খেলনা দেবে এবং ছেলেটিকে ঐ স্ত্রীর কোল থেকে নিজে কোলে গ্রহণ করবে — এইভাবে স্ত্রীলোকটির কাছে যাওয়ার সুযোগ হ'লে তার সাথে কথা বলার অবসর হবে; সেই নারীর সাথে কথাবার্তা বলায় পটু এমন পুরুষের সাথে প্রীতিসম্পর্ক স্থাপন ক'রে প্রেমিকাকে বুঝিয়ে নিজের কাজের সুযোগ ক'রে নিতে হবে; এবং সেই কাজের প্রসঙ্গে প্রেমিক স্ত্রীলোকটির কাছে যাতায়াত করতে থাকবে; যেখানে থেকে ঐ পরস্ত্রী শুনতে পায় এমন জায়গায় থেকে ঐ স্ত্রীলোকটিকে যেন দেখতে পায় নি এমন ভান ক'রে অন্যের সাথে (বিজ্ঞের মতো) কামসূত্রের আলাপ ও চর্চা করবে। ৮।

মূল। প্রসৃতে তু পরিচয়ে তস্যা হস্তে ন্যাসং নিক্ষেপং চ নিদধ্যাৎ।। ৯।। তৎ প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং চৈকদেশতো গৃহ্ণীয়াৎ। সৌগন্ধিকং পূগফলানি চ।। ১০।। তামাত্মনো দারৈঃ সহ বিশ্রব্ধগোষ্ঠ্যাং বিবিক্তাসনে চ যোজয়েৎ বিশ্বাসনার্থম্।। ১১।। নিত্যদর্শনার্থঞ্চ সুবর্ণকারমণিকারবৈকটিক-নীলীকুসুম্ভরঞ্জকাদিষু চ কর্মার্থিন্যাং সহাত্মনো বশ্যৈশ্চৈষাং তৎসম্পাদনে স্বয়ং প্রযতেত।। ১২।। তদনুষ্ঠাননিরতস্য লোকবিদিতো দীর্ঘকালং সন্দর্শনযোগঃ।। ১৩।।

তস্মিংশ্চান্যেষামপি কর্মণামনুসন্ধানং যেন কর্মণা দ্রব্যেণ কৌশলেন চার্থিনী স্যাত্তস্য প্রয়োগমুৎপত্তিমাগমমুপায়ং বিজ্ঞানং চাত্মায়ত্তং দর্শয়েৎ।। ১৪।। পূর্বপ্রবৃত্তেষু লোকচরিতেষু দ্রব্যগুণপরীক্ষাসু চ তয়া তৎপরিজনেন চ সহ বিবাদঃ।। ১৫।। তত্র নির্দিষ্টানি পণিতানি তেষ্বেনাং প্রাশ্নিকত্বেন যোজয়েৎ।। ১৬।। তয়া তু বিবদমানোঽত্যন্তাদ্ভুতমিতি ব্রূয়াদিতি পরিচয়কারণানি।। ১৭।।

অনুবাদ। এবার আভ্যন্তরপরিচয়-কারণ নির্ণয় করা হচ্ছে—

উপরি উক্ত উপায়সমূহের দ্বারা পরস্ত্রীর সাথে পরিচয় বেশ কিছুদুর অগ্রসর হ'লে ঐ পরস্ত্রীর হাতে দীর্ঘকাল পরে গ্রাহ্য 'ন্যাস' ও অল্পকাল পরে গ্রাহ্য 'নিক্ষেপ' গচ্ছিত রাখবে। (ঐ সব জিনিস প্রত্যেক দিনই পরস্ত্রীকে দেবে এবং দীর্ঘ-বা অল্প-সময়মতো তার কাছ থেকে নেবে)। নিক্ষেপরূপে যা স্থাপন করবে, তা প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অল্প অল্প ক'রে নেবে, —যেমন সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ, পান, সুপারি, এলাচ্ প্রভৃতি। ঐ পুরুষ সেই পরস্ত্রীকে নিজের পত্নীর সাথে বিশ্বাসোৎপাদক গোষ্ঠীতে পৃথক্ আসনে বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বসাবে। স্বর্ণকার, মণিকার (অর্থাৎ যারা হীরা মুক্তার গহনা তৈরী করে; Jeweller), বৈকটিক (অর্থাৎ যারা গহনা পরিষ্কার করে) , নীলরঞ্জক (অর্থাৎ যারা কাপড়ে নীল রঙ্ করে; dyer), কুসুম্ভরঞ্জক (অর্থাৎ যারা কাপড়ে লাল রঙ্ করে) প্রভৃতির মধ্যে (আদিপদের দ্বারা ছুতার, কামার ইত্যাদি) কারোর কাছে ঐ পরস্ত্রীর যদি কোনও বিষয়ে প্রয়োজন হয়, তাহ'লে ঐ প্রেমিক-পুরুষ নিজের বাধ্য লোকের সাহায্যে সেই কাজ সম্পাদনের জন্য নিজেই যত্ন করবে,—তার ফলে ঐ পরনারীর সাথে প্রতিদিন দেখা শোনার সুবিধা হবে, কারণ, পুরুষটি সেই সব কাজ নিজে যখন করাবে, সেই দীর্ঘসময় সকলের সামনে সেই নারীকে দেখতে পাবে [যে কাজ সম্পাদন পরকীয়া নারীর আবশ্যক, তা সম্পাদনের জন্য ঐ পুরুষ নিজের বশীভূত শিল্পীকে ঐ পরকীয়ার বাড়ীতে ডেকে আনাবে, নিজে বসে থেকে সেই কাজ করাবে, অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাতে হ'লে, মাপ নেওয়া বা পছন্দ মতো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞাসার জন্য পরকীয়াকে সেই স্থানে অনেক সময় উপস্থিত থাকতে হ'তে পারে। অল্প সময়ে যে কাজ সম্পন্ন করা যায়, শিল্পী তাতে বিলম্ব ঘটালে, পরস্ত্রীকে দেখার সুযোগও বেশী হবে; এইরকম কাজে বিলম্ব ঘটাবার জন্য পুরুষের বশীভূত শিল্পীর প্রয়োজন। এই সময় পুরুষ ও পরস্ত্রীর পরস্পর দর্শন বহু লোকের সামনে হ'লেও লোকে তাতে দোষ দেবে না]।

সেই সব কাজ সম্পাদনের সময়, পুরুষ অন্য কাজেরও অনুসন্ধান করবে যাতে সেই কাজ, তার উপযোগী জিনিস-পত্র ও তার নির্মাণকোশল-সম্বন্ধে ঐ নারীর ঔৎসুক্য হয়; আর সেই সব জিনিসের প্রয়োগ, উৎপত্তি, আগম, উপায় ও বিজ্ঞান যে সে ভালভাবেই জানে, তাও দেখাবে। [উদাহরণদ্বারা ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে।—

একজন পরকীয়া নারীর স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে পুরুষ জড়োয়া নেকলেসের কথা ওঠাবে। নেকলেসে হীরা, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি কিভাবে থাকা উচিত, কিসের কত দাম এবং কোথায় পাওয়া যায়, মজুরি কতো, ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা ক'রে ঐ পরকীয়া নারীর ঔৎসুক্য সম্পাদন করবে। এই হ'ল নতুন কর্মের সন্ধান]। ঐতিহাসিক লোক-চরিত্র বা দ্রব্য গুণ পরীক্ষায় সেই পরকীয়া বা তার পরিজনবর্গের সাথে ঐ নায়ক-পুরুষ বাজি রেখে তর্ক করবে [যেমন, পরকীয়া বা

তার পরিজন বলল, কৈকেয়ী কি কুটিল প্রকৃতি;নায়ক-পুরুষটি তখন বলবে, কৈকেয়ী তো কুটিলপ্রকৃতি নয়, মন্থরাই কুটিল প্রকৃতি; এইধরণের বাজি রাখবে এবং রামায়ণ থেকে উদাহরণ দিয়ে নিজ পক্ষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে;এইরকম তর্কে সরস বাক্য প্রয়োগ করতে হবে, এবং তাতে পরকীয়ার সঙ্কোচ কেটে যাবে]। পরিজনদের সাথে ঐ তর্কে যে বাজি রাখা হবে, সে ব্যাপারে যে পণ নির্দিষ্ট হবে তাতে পরকীয়াকে মধ্যস্থ রাখবে (এবং এইভাবে পরকীয়াকে মধ্যস্থ মানলে তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে)। যদি পরকীয়ার সাথে তর্ক উপস্থিত হয় তাহলে পুরুষটি পরকীয়াকে বলবে, 'বাঃ! বড়ই আশ্চর্যের কথা বলেছো তো। তুমি ঠিক্ বলেছো, একেবারে খাঁটি কথা বলেছো — ইত্যাদি'।

এইগুলি হ'ল **পরকীয়ার সাথে পরিচয়ের** কারণ। ৯-১৭।

মূল। কৃতপরিচয়াং দর্শিতেঙ্গিতাকারাং কন্যামিবোপায়তোঽভিযুঞ্জীত ইতি।। ১৮।।

প্রায়েণ তত্র সূক্ষ্মা অভিযোগাঃ কন্যানামসম্প্রযুক্তত্বাৎ।। ১৯।। ইতরাসু তানেব স্ফুটমুপদধ্যাৎ সম্প্রযুক্তত্বাৎ।। ২০।। সন্দর্শিতাকারায়াং নির্ভিন্নসদ্ভাবায়াং সমুপভোগব্যতিকরে তদীয়ান্যুপযুঞ্জীত।। ২১।। তত্র মহার্হগন্ধমুত্তরীয়ং কুসুমঞ্চাত্মীয়ং স্যাদঙ্গুলীয়কং চ তদ্ধস্তাৎ তাম্বূলগ্রহণং গোষ্ঠীগমনোদ্যতস্য কেশহস্তপুষ্পযাচনম্।। ২২।। তত্র মহার্হগন্ধং স্পৃহণীয়ং সনখদশনপদচিহ্নিতং সাকারং দদ্যাৎ।। ২৩।। অধিকৈরধিকৈশ্চাভিযোগৈঃ সাধ্বসবিচ্ছেদনম্।। ২৪।।

অনুবাদ। পূর্বোক্ত উপায়ে পরিচয়ের দ্বারা পরিচিত হ'লে, পুরুষ পরনারীর উপর অভিযোগ বা সম্ভোগাভি প্রায় প্রয়োগ করবে। এইজন্য এখন **অভিযোগ** নামক প্রকরণ আরম্ভ হচ্ছে—। পরিচয়ের পর পরকীয়া যদি আকার-ইঙ্গিতে তার মনোভাব প্রদর্শন করে, তখন তার সাথে কুমারী কন্যার সাথে যেমন পরিচয় ক'রে ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়ে সুযোগানুসারে তার প্রতি প্রযোজ্য উপায় প্রয়োগ করা হয়, তেমনই পরকীয়ার প্রতিও অভিযোগ করবে (অর্থাৎ 'কন্যাসম্প্রযুক্তক' অধিকরণে কন্যার প্রতি প্রযুক্ত সম্ভোগের উপায়গুলি এক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে)। কুমারী কন্যাগণ অভিলষিত কর্মে অনভিজ্ঞ ব'লে তাদের উপর উপায় প্রয়োগ (অর্থাৎ সম্ভোগের জন্য বশীভূত করার প্রক্রিয়া) প্রায়ই সূক্ষ্ম হ'য়ে থাকে। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের সঙ্গম তাদের পতির দ্বারা পূর্বেই সাধিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সকল উপায় স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করবে। পরস্ত্রী যদি নিঃসন্দেহ ও স্পষ্টরূপে অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দেখিয়ে আকার

ইঙ্গিতে উন্মুক্ত হৃদয়ে সদ্ভাব প্রকাশ করে, তাহ'লে তার সাথে মিলে মিশে ভোগ্যবস্তুর সেবা করার সময় পরস্ত্রীর দ্রব্যগুলি নিজে উপভোগ করবে এবং নিজের দ্রব্য তাকে উপভোগ করতে দেবে। প্রেমিক-পুরুষ তার নিজের গন্ধবাসিত উত্তরীয় ও ফুল পরনারীর অঙ্গে রাখবে, ঐ স্ত্রীর হাতের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিজে পরবে এবং তার কাছ থেকে পান চেয়ে নেবে, পরে গোষ্ঠীতে (মজলিসে) যাওয়ার সময় ঐ নারীর কেশকলাপস্থ (কেশহস্তঃ = কেশকলাপঃ) ফুল চেয়ে নেবে। আর যখন ঐ নায়ক-পুরুষ অন্যের হাত দিয়ে মহামূল্য গন্ধদ্রব্য — যা অন্যেরও স্পৃহনীয় — ঐ পররমণীকে দেবে, তখন তাতে নিজের নখ ও দাঁতের চিহ্ অঙ্কিত ক'রে নিজের মনোভাব সূচনাপূর্বক দেবে [পরের হাত দিয়ে উপহার পাঠানোর সময় নখ-দশনচিহ্ন থাকবে, কিন্তু যখন নিজের হাতে ক'রে দেবে তখন আকারের সাথে অর্থাৎ ভাবভঙ্গি তে মনোভাব সূচনা ক'রে ঐ উপহার দেবে]। এইভাবে উত্তরোত্তর নানারকম উপায়ের দ্বারা বিবাহিতা নারীর পরপুরুষসম্পর্কীয় ভয় দূর করবে। ১৮-২৪।

মূল। ক্রমেণ চ বিবিক্তদেশে গমনালিঙ্গনং চুম্বনং তাম্বূলস্য গ্রহণং দানান্তে দ্রব্যাণাং পরিবর্তনং গুহ্যদেশাভিমর্শনং চেত্যভিযোগাঃ।। ২৫।।

যত্র চৈকাভিযুক্তা ন তত্রাপরামভিযুঞ্জীত তত্র যা বৃদ্ধানুভূতবিষয়া প্রিয়োপগ্রহৈশ্চ তামুপগৃহ্নীয়াৎ।। ২৬।।

অনুবাদ— ক্রমে নায়ক-পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রী-লোকটিকে নিয়ে নির্জন স্থানে যাবে, সেখানে আলিঙ্গন ও চুম্বন করবে, পান গ্রহণ করবে ও তাকে খাইয়ে দেবে এবং ঐ স্ত্রীলোকের গোপন অঙ্গসমূহ স্পর্শ করবে।

(যারা সম্ভোগের বিষয় নয় সেই পরস্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে—)।

যে বাড়ীতে একজন পরস্ত্রীকে সম্ভোগ করা হয়েছে, সেই বাড়ীতে অন্য পরস্ত্রীকে সম্ভোগ করবে না। সেই গৃহে যদি এমন কোনও বৃদ্ধা থাকে যে ঐ সম্ভোগ-ব্যাপার জেনে গিয়েছে, তাহ'লে তার প্রীতিকর কোনও উপহার দিয়ে তাকে বশীভূত করবে (তা না হ'লে ঐ বৃদ্ধা সকল ব্যাপার লোকের কাছে প্রকাশ ক'রে দিতে পারে)।২৫-২৬।

মূল।

শ্লোকাবত্র ভবতঃ—

অন্যত্র দৃষ্টসঞ্চারস্তদ্ভর্তা যত্র নায়কঃ।
ন তত্র যোষিতং কাঞ্চিৎ সুপ্রাপামপি লঙ্ঘয়েৎ। ২৭।

শঙ্কিতাং রক্ষিতাং ভীতাং সশ্বশ্রূকাঞ্চ যোষিতম্।
ন তর্কয়েত মেধাবী জানন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ। ২৮।

অনুবাদ— উপরি উক্ত বিষয়-সম্পর্কে দুটি প্রাচীন শ্লোক পাওয়া যায়—

নায়ক -পুরুষ যখন দেখবে, তার আকাঙ্ক্ষিতা বিবাহিতা নারীর স্বামী অন্য কোনও রমণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত, তখন সেই বিবাহিতা নারীকে সুলভে লাভ করা গেলেও তার সাথে সঙ্গমে নিযুক্ত হ'য়ে তার চরিত্র খণ্ডন করবে না।

যে বিবাহিতা নারী সঙ্গমকারী পরপুরুষের ব্যপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে, যে নারী রক্ষিতা (অর্থাৎ তার ব্যভিচারনিবারণের জন্য স্বামী-নিযুক্ত রক্ষিপুরুষদের দ্বারা রক্ষিতা), যে বিবাহিতা রমণীর ধর্মভয় আছে, যার শাশুড়ী আছে,—আত্মপ্রত্যয়শীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে এইরকম নারীর সাথে সঙ্গমের অভিলাষ করা উচিত নয়। ২৭-২৮।

শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে পরিচয়কারণান্যভিযোগা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

পঞ্চমমধিকরণম্ ঃ পারদারিকম্

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

ভাবপরীক্ষা

('Examination of the state of a woman's mind.')

[পুরুষ যে বিবাহিতা নারীর সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করবে, তাকে প্রথমতঃ নিজের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস করতে হবে, তার সাথে মেলা মেশা বৃদ্ধি করতে হবে;কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ পরস্ত্রী যদি ধীর প্রকৃতি হয় এবং সেই কারণে নিজের মনোভাব খুব তাড়াতাড়ি প্রকট না করে ও সহবাসের সুযোগ পুরুষকে না দেয়, তাহ'লে পুরুষকে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সেই স্ত্রীর মনোগত ভাব পরীক্ষা করতে হবে। যদি সহবাসের ইচ্ছা ঐ নারী কোনও ভাবেই সরাসরি প্রকাশ না করে, তাহ'লে পুরুষকে বিচক্ষণা দূতীর সাহায্য নিয়ে ঐ নারীকে নিজের সম্ভোগের পাত্রী করার প্রয়াস করতে হবে। বর্তমান অধ্যায়ে অপ্রগল্ভা পরস্ত্রীর মনোভাব নির্ণয় করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে]।

মূল। অভিযুঞ্জানো যোষিতঃ প্রবৃত্তিং পরীক্ষেত, তয়া ভাবঃ পরীক্ষিতো ভবতি।। ১।।

মন্ত্রমবৃণ্বানাং দূত্যৈনাং সাধয়েৎ অভিযোগাংশ্চ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ।। ২।।

অনুবাদ। (পরনারীর ভাবপরীক্ষা একান্তই আবশ্যক, তাই সেই ভাবপরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে—)। অপ্রগল্ভা বিবাহিতা নারীর (চিত্তজয়ের) উপায় প্রয়োগ করতে প্রবৃত্ত হ'য়ে নায়ক-পুরুষ সেই নারীর প্রবৃত্তি পরীক্ষা করবে। প্রবৃত্তি (অর্থাৎ সেই নারীর বিবিধ চেষ্টা) পরীক্ষার দ্বারাই ভাবপরীক্ষা হয়ে থাকে (নারী অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশ করে না, তার হাব-ভাব থেকেই তা বুঝে নিতে হয়)।

বিবাহিতা স্ত্রী যদি তার মনোগত ভাব কোনও রকমেই পরপুরুষের কাছে প্রকাশ না করে, তবে সেই পরপুরুষ দূতীর মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করার যত্ন করবে, কিন্তু পরপুরুষের দ্বারা প্রযুক্ত উপায় যাতে সেই নারী গ্রহণ করে তার জন্য নিজেই সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করবে (অর্থাৎ সেখানে দূতী প্রেরণ করবে না)। ১-২।

মূল। অপ্রতিগৃহ্যাভিযোগং পুনরপি সংসৃজ্যমানাং দ্বিধাভূতমানসাং বিদ্যাৎ তাং ক্রমেণ সাধয়েৎ।। ৩।।

অপ্রতিগৃহ্যাভিযোগং সবিশেষমলঙ্কৃতা চ পুনর্দৃশ্যেত তথৈব তমভিগচ্ছেচ্চ বিবিক্তে বলাদ্ গ্রহণীয়াং বিদ্যাৎ।। ৪।।

বহূনপি বিষহতেঽভিযোগান্ন চ চিরেণাপি প্রযচ্ছত্যাত্মানং সা শুষ্কপ্রতিগ্রাহিণী পরিচয়বিঘটনসাধ্যা।। ৫।। মনুষ্যজাতেশ্চিত্তানিত্যত্বাৎ।। ৬।।

অনুবাদ। প্রথমে পুরুষকর্তৃক উপায়-প্রয়োগ অগ্রাহ্য ক'রে (কিছুদিন নিশ্চিন্তভাবে থাকবার পর) যদি পরকীয়া নারী ঐ পুরুষের নিকটে আসতে থাকে, তা হ'লে বুঝবে—তার মনে দ্বিধাভাব রয়েছে তাকে ক্রমে আয়ত্ত করতে যত্ন করবে।

প্রথমে মিলনের চেষ্টা অগ্রাহ্য ক'রে (কিছুদিন পর) সেই নারী যখন পুনরায় দেখা দেবে, সে সময় তার বেশ-ভূষার পারিপাট্য যদি বেশী হয় এবং সেই ভাবেই নায়ক-পুরুষের খুব নিকটে আসে, (অর্থাৎ বিশেষভাবে সাজ-সজ্জা ক'রে নায়ক-পুরুষের খুব কাছে আসে) তাহ'লে নির্জন স্থানে তাকে সহসা গ্রহণীয়া ব'লে বিবেচনা করবে।

যে পরকীয়া বহু উপায়-প্রয়োগ অর্থাৎ মিলন-চেষ্টা উপেক্ষা করেছে এবং অনেক দিন আত্মদান করছে না, সেই শুষ্কভাবগ্রাহিণী রমণীর সাথে পরিচয় বিচ্ছিন্ন হ'লে ভবিষ্যতে তাকে আয়ত্ত করবার সুযোগ হ'তে পারে; কারণ, মানব জাতির মন একান্ত চঞ্চল (পরিচয় বিচ্ছিন্ন হ'লে পুনরায় মিলনের ইচ্ছা রমণীর মনে নিজে থেকেই উঠিতে পারে) [কোনও কোনও নারী অল্পাধিক শুষ্কপ্রতিগ্রাহিণী (frigid), সহজে তাদের যৌনলালসা উত্তেজিত হয় না। তাই অনেক সময় বিচ্ছেদ মিলনের কামনাকে বৃদ্ধি করে]।৩-৬।

মূল। অভিযুক্তাপি পরিহরতি। ন চ সংসৃজ্যতে। ন চ প্রত্যাচষ্টে তস্মিন্নাত্মনি চ গৌরবাভিমানাৎ সাতিপরিচয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধ্যা মর্মজ্ঞয়া বা দূত্যা তাং সাধয়েৎ।। ৭।।

সা চেদভিযুজ্যমানা পারুষ্যেণ প্রত্যাদিশত্যুপেক্ষ্যা।। ৮।।

অনুবাদ— কোনও কোনও পরকীয়া নারী উপায় প্রয়োগ করলেও (অর্থাৎ পুরুষ মিলনের চেষ্টা করলেও) তা পরিহার করে, সংসর্গেও আসে না, আবার স্পষ্টভাবে নায়ক-পুরুষকে প্রত্যাখ্যানও করে না, কারণ, তার আত্মগৌরববোধ আছে এবং নায়কের প্রতিও সম্মানবোধ আছে। এইরকম নারীর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লে বহু যত্নে তাকে আয়ত্ত করা যায়, অথবা, যে দূতী তার মনের কথা জানে, তার দ্বারা তাকে আয়ত্ত করবে।

যে পরকীয়া নারী পুরুষ কর্তৃক মিলনের চেষ্টা করলে, কর্কশ কথায় ঐ পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে উপেক্ষা করবে (বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করবে)। ৭-৮।

মূল। পরুষয়িত্বাঽপি তু প্রীতিযোজিনীং সাধয়েৎ।। ৯।।

কারণাৎ সংস্পর্শনং সহতে নাববুধ্যতে নাম দ্বিধাভূতমানসা সাতত্যেন ক্ষান্ত্যা বা সাধ্যা।। ১০।।

সমীপে শয়ানায়াঃ সুপ্তো নাম করমুপরি বিন্যসেৎ। সাঽপি সুপ্তে বোপেক্ষতে জাগ্রতী ত্বপনুদেদ্ ভূয়োঽভিযোগাকাঙ্ক্ষিণী।। ১১।।

এতেন পাদস্যোপরি পাদন্যাসো ব্যাখ্যাতঃ।। ১২।।

অনুবাদ— যে পরস্ত্রী পুরুষকর্তৃক উপায় প্রয়োগের ফলে ঐ পুরুষকে কঠোর বাক্য বলে, তারপর প্রীতিসম্পাদনেও যত্ন করে, তাকে আয়ত্ত করতে ঐ পুরুষ উপায় প্রয়োগ করবে।

যে পরকীয়া কোন কারণে সংস্পর্শ হ'লে (অর্থাৎ পুরুষের গায়ের সাথে নিজের শরীর সংস্পৃষ্ট হ'লে) তা যেন বুঝতে পারে নি, এই ভাবে সহ্য করে, তখন বুঝতে হবে— তার মন দ্বিধাযুক্ত, সেকারণে পুরুষটি তার প্রতি সকল সময় যত্ন রাখবে, অথবা অপেক্ষা করবে। তাতেই তাকে আয়ত্ত করা যাবে।

সেই নারী যদি (পুরুষের) কাছে শুয়ে থাকে, তাহ'লে ঐ পুরুষ নিদ্রার ভান ক'রে সেই অবস্থায় ঐ নারীর গায়ের উপর হাত রাখবে; তাতে সেই পরস্ত্রীও যদি নিদ্রাচ্ছলে উপেক্ষা করে, তার পর জাগরিত হওয়ার ছলে সেই হাত সরিয়ে দেয়, তাহ'লে বুঝবে—সেই স্ত্রী আবার ঐরকম মিলনচেষ্টার আকাঙ্ক্ষা করছে।

(নারীর) পায়ের উপর পা রাখার ব্যাপারও এই বিবরণ দ্বারাই বুঝতে হবে। ৯-১২।

মূল। তস্মিন্ প্রসৃতে ভূয়ঃ সুপ্তসংশ্লেষণমুপক্রমেত।। ১৩।। তদসহমানামুত্থিতাং দ্বিতীয়েঽহনি প্রকৃতিবর্তিনীমভিযোগার্থিনীং বিদ্যাৎ অদৃশ্যমানাং তু দূতীসাধ্যাম্।। ১৪।।

চিরমদৃষ্টাঽপি প্রকৃতিস্থৈব সংসৃজ্যতে কৃতলক্ষণাং তাং দর্শিতাকারামুপক্রমেত।। ১৫।।

অনুবাদ। সেই গায়ের উপর হাত রাখা ও পায়ের উপর পা রাখা যদি ঐ পরস্ত্রী

সহ্য করে, তাহলে নায়ক-পুরুষ নিদ্রার ছলে ঐ নারীকে আলিঙ্গন করবে। যদি (প্রথম দিন) ঐ নারী আলিঙ্গন সহ্য না ক'রে উঠে পড়ে, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ প্রসন্নভাবেই থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে, ঐ নারী ঐ পুরুষের দ্বারা মিলনচেষ্টা কামনা করছে। প্রসন্নভাবে থাকলেও ঐ নারীকে যদি আর কাছে দেখা না যায়, তাহ'লে তাকে দূতীর মাধ্যমে আয়ত্ত করা যাবে ব'লে জানবে।

নিদ্রার ছলে পুরুষের আলিঙ্গন সহ্য না ক'রে যে পরনারী উঠে যায় এবং অনেক দিন তাকে দেখা যায় না, কিন্তু পরে প্রসন্নভাবেই ঐ পুরুষের কাছে আসে, তখন শরীরের হাব-ভাব ও ইশারা প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রে বুঝবে সে অনুরাগ প্রকাশ করছে। তখন তাকে আয়ত্ত ক'রে সম্ভোগ করার প্রয়াস করবে। ১৩-১৫।

মূল। অনভিযুক্তাঽপ্যাকারয়তি।। ১৬।। বিবিক্তে চাত্মানং দর্শয়তি।। ১৭।। সবেপথু গদ্‌গদং বদতি।। ১৮।। স্বিন্নকরচরণাঙ্গুলিঃ স্বিন্নমুখী চ ভবতি।। ১৯।। শিরঃপীড়নে সংবাহনে চোর্বোরাত্মানং নায়কে নিয়োজয়তি।। ২০।। আতুরা সংবাহিকা চৈকেন হস্তেন সংবাহয়ন্তী দ্বিতীয়েন বাহুনা স্পর্শমাবেদয়তি শ্লেষয়তি চ বিস্মিতভাবা।। ২১।। নিদ্রান্ধা বা পরিস্পৃশ্যোরুভ্যাং বাহুভ্যামপি তিষ্ঠতি।। ২২।। অলিকৈকদেশমূর্বোরুপরি পাতয়তি।। ২৩।। উরুমূলসংবাহনে নিযুক্তা ন প্রতিলোময়তি।। ২৪।। তত্রৈব হস্তমেকমবিচলং ন্যস্যতি।। ২৫।। অঙ্গ -সন্দংশনে চ পীড়িতং চিরাদপনয়তি।। ২৬।। প্রতিগৃহ্যৈবং নায়কাভিযোগান্ পুনর্দ্বিতীয়েঽহনি সংবাহনায়োপগচ্ছতি।। ২৭।। নাত্যর্থং সংসৃজ্যতে ন চ পরিহরতি।। ২৮।। বিবিক্তে ভাবং দর্শয়তি নিষ্কারণঞ্চ গূঢ়মন্যত্র প্রচ্ছন্ন-প্রদেশাৎ।। ২৯।। সন্নিকৃষ্টপরিচারকোপভোগ্যা সা চেদাকারিতাঽপি তথৈব স্যাৎ সা মর্মজ্ঞয়া দূত্যা সাধ্যা।। ৩০।। ব্যাবর্তমানা তু তর্কণীয়েতি ভাবপরীক্ষা।। ৩১।।

অনুবাদ। এতক্ষণ অপ্রগল্‌ভা পরনারীর কথা বলা হয়েছে। এবার প্রগল্‌ভা (অর্থাৎ গায়ে-পড়া) পরনারীর বিষয়ে বলা হচ্ছে—

(গায়ে-পড়া পরস্ত্রী) পুরুষের দিক্ থেকে কোনরকম উপায় প্রয়োগ বা মিলনের চেষ্টা না দেখানো সত্ত্বেও হাব-ভাব প্রকাশ করে; নির্জনস্থানে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে

দেখা দেয়; কাঁপতে কাঁপতে গদ্‌গদ স্বরে কথা বলে; (কোনও প্রগল্‌ভা পরনারীর আবার) হাত-পায়ের আঙুল ঘর্মাক্ত হয় এবং মুখে ঘাম দেখা দেয়; (কেউ আবার) নায়ক-পুরুষের মাথা-টিপতে এবং উরুতে হাত বোলানোর ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করে; কামাতুরা পরনারী এক হাত দিয়ে পা বা মাথা টিপবার সময় অন্য হাত দিয়ে পুরুষের অঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থানে ইঙ্গিতসূচক স্পর্শ করে এবং স্পর্শসুখের মাধুর্যে বিস্মিতভাব প্রকাশ ক'রে আবার ঐ পুরুষকে আলিঙ্গন করে; পুরুষের দুই উরু এবং দুই বাহুর দ্বারা আকৃষ্টা হ'য়েও কোনও পরনারী ঘুমের ভান করে থাকে; কেউ আবার নিজের অলিকের (অর্থাৎ ললাটের) একদেশ (অর্থাৎ অগ্রভাগ) পুরুষের উরুযুগলের উপর পাতিত করে; যদি ঐ নারীকে পুরুষ তার উরুসন্ধি টিপতে বলে, তবে সে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে না; বরং সেই নারী পুরুষের উরুসন্ধিতে নিজের একখানি হাত অবিচলভাবে রাখবে; পুরুষ তার দুই উরুর মধ্যে পরনারীর হাতটি সাঁড়াশির মতো চেপে ধ'রে থাকলে ঐ নারী বহুক্ষণ পরে হাতটি সরিয়ে নেয়; প্রেমিকের মিলন-চেষ্টাকে এইভাবে অনুমোদন ক'রে আবার দ্বিতীয় দিনে ঐ নারী ঐ প্রেমিকের উরুসংবাহনের জন্য উপস্থিত হয়; (কোনও পরস্ত্রী আবার) পরপুরুষের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ করে না, এবং তা পরিহারও করে না; নির্জনস্থানে নানা হাব-ভাব প্রদর্শন করে এবং অকারণে প্রেমিক-পুরুষের সামনে উপস্থিত হয়, আর নির্জন-প্রদেশ ছাড়াও অন্যত্র গোপন হাব-ভাব প্রকাশ করে; যে পরনারী প্রেমিক-পুরুষের কাছে থেকে তার সেবায় নিযুক্ত হয় এবং ঐ পুরুষের দ্বারা উপভোগের যোগ্যা হয়, কিন্তু ঐ পুরুষের ইশারা, সংকেত, কটাক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সঙ্গমের জন্য আহূতা হওয়া সত্ত্বেও একই ভাবে থাকে (অর্থাৎ সঙ্গমের জন্য নিজেকে সমর্পণ করে না), এইরকম পরনারীকে মর্মজ্ঞা দূতীর সহায়তায় হস্তগত করতে চেষ্টা করা উচিত; তাতেও যদি ঐ নারীকে নির্বিকার দেখা যায়, তাহ'লে বিবেচনা করতে হবে, এই নারীর এইরকম ভাব প্রকৃত, না কি ছল মাত্র?

এই হ'ল পরনারীর ভাব-পরীক্ষা। ১৬-৩১।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

আদৌ পরিচয়ং কুর্যাত্ততশ্চ পরিভাষণম্।
পরিভাষণসংমিশ্রং মিথশ্চাকারবেদনম্।। ৩২।।
প্রত্যুত্তরেণ পশ্যেচ্ছেদাকারস্য পরিগ্রহম্।
ততোঽভিযুঞ্জীত নরঃ স্ত্রিয়ং বিগতসাধ্বসঃ।। ৩৩।।

আকারেণাত্মনো ভাবং যা নারী প্রাক্ প্রযোজয়েৎ।
ক্ষিপ্রমেবাভিযোজ্যা সা প্রথমে ত্বেব দর্শনে।। ৩৪।।
শ্লক্ষ্মমাকারিতা যা তু দর্শয়েৎ স্ফুটমুত্তরম্।
সাঽপি তৎক্ষণসিদ্ধেতি বিজ্ঞেয়া রতিলালসা।। ৩৫।।
ধীরায়ামপ্রগল্ভায়াং পরীক্ষিণ্যাং চ যোষিতি।
এষ সূক্ষ্মো বিধিঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধা এব স্ফুটাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৩৬।।

অনুবাদ। এ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে—দর্শনের পর প্রথমেই পরস্ত্রীর সাথে পরিচয় করবে; তার পর সম্ভাষণ, তারপরে নির্জনে সম্ভাষণমিশ্রিত ভাবভঙ্গী প্রদর্শন (করতে হয়)।

প্রত্যুত্তরে পুরুষ যদি বোঝে— পরনারী ভাবভঙ্গী অনুকূল ভাবে গ্রহণ করেছে, তা হ'লে পুরুষ নিঃশঙ্ক হ'য়ে সেই রমণীর সংগ্রহে হস্ত প্রসারণ করবে অর্থাৎ তার সাথে মিলিত হবে।

যে পররমণী ভাবভঙ্গীতে নিজের মনোমত অভিপ্রায় প্রথমেই প্রকাশ করে, প্রথম দর্শনেই তাকে আয়ত্ত করতে যত্ন করবে, এ ব্যাপারে বিলম্ব করবে না।

পুরুষ অস্ফুটভাবে ভাবভঙ্গী দেখাবার উত্তরে যে পররমণী নিজের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, তার রতিলালসা আছে এবং তখনই পাওয়া যাবে ব'লে বুঝবে।

ধীরা, অপ্রগল্ভা এবং পরীক্ষণীয়া পরনারীর বিষয়ে এই সূক্ষ্ম নিয়ম বলা হ'ল; এ ছাড়া যে সব পরনারী স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করে, তাদের বিনা চেষ্টায় পাওয়া যায়। ৩২-৩৬।

শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে ভাবপরীক্ষা তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পারদারিক-নামক পঞ্চম অধিকরণের 'ভাবপরীক্ষা'-নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

কামসূত্রম্

পঞ্চমমধিকরণম্ ঃ পারদারিকম্

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

দূতীকর্মাণি

('Business of a go-between')

[নায়ক-পুরুষ যখন পরস্ত্রীকে নিজবশে আনার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা বা অসামর্থ্য অনুভব করবে, তখন তাকে দূতীর সাহায্য নিয়ে ঐ পরস্ত্রীকে আয়ত্ত করতে হবে। বর্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার দূতীর লক্ষণ ও তাদের কাজের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।]

মূল। দর্শিতেঙ্গিতাকারাং তু প্রবিরলদর্শনামপূর্বাং চ দূত্যোপসর্পয়েৎ।। ১।।

সৈনাং শীলতোঽনুপ্রবিশ্যাখ্যানক-পটৈঃ সুভগঙ্করণযোগৈর্লোক-বৃত্তান্তৈঃ কবিকথাভিঃ পারদারিককথাভিশ্চ তস্যাশ্চ রূপবিজ্ঞানদাক্ষিণ্যশীলানুপ্রশংসাভিশ্চ তাং রঞ্জয়েৎ।। ২।। কথমেবংবিধায়াস্তবায়মিত্থংভূতঃ পতিরিতি চানুশয়ং গ্রাহয়েৎ।। ৩।। 'ন তব সুভগে দাস্যমপি কর্তুং যুক্ত' ইতি ব্রূয়াৎ।। ৪।। মন্দবেগতামীর্ষালুতাং শঠতামকৃতজ্ঞতাং চাঽসম্ভোগশীলতাং কদর্যতাং চপলতামন্যানি চ যানি তস্মিন্ গুপ্তান্যস্যা অভ্যাসে সতি সদ্ভাবেঽতিশয়েন ভাষেত।। ৫।। যেন চ দোষেণোদ্বিগ্নাং লক্ষয়েত্তেনৈবানুপ্রবিশেৎ।। ৬।। যদাসৌ মৃগী তদা নৈব শশতাদোষঃ।। ৭।। এতেনৈব বড়বাহস্তিনীবিষয়শ্চোক্তঃ।। ৮।।

অনুবাদ। প্রেমিক-পুরুষ ইঙ্গিত ও আকারের দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করলেও যে পরনারীর দর্শনলাভ একান্ত বিরল এবং যে পরনারী অপরিচিতা, তাকে আয়ত্তে আনার জন্য দূতী প্রেরণ করতে হবে।

[দূতী তিন প্রকার—(১) নিসৃষ্টার্থা—যে দূতী নায়কের বা নায়িকার অভিপ্রায় অনুসারে উদ্ভাবনাশক্তির সাহায্যে নিজে থেকে নানারকম কৌশল অবলম্বন ক'রে কার্যসিদ্ধি করতে পারে; (২) পরিমিতার্থা—যে দূতী নায়ক বা নায়িকার কথিত বিষয়ই

কেবলমাত্র বহন করে ও তা প্রয়োগ করতে চতুরতার আশ্রয় নেয়; এবং (৩) **পত্রহারিণী**—নায়ক ও নায়িকার কেবলমাত্র পত্রবাহকের কাজ যে দূতী করে। এইসব দূতীর সাধারণ যে কাজ করা উচিত, তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে]।

(যে দূতী পুরুষ ও পরনারীর মিলনব্যাপারে নিযুক্ত হবে, তার নায়ক এবং নায়িকার ব্যক্তিত্ব ও মনস্তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন)। সেই দূতী প্রথমে পরকীয়া রমণীর মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সচ্চরিত্রার বেশে সেই রমণীর কাছে উপস্থিত হ'য়ে আত্মীয়তা স্থাপন করবে (তা না হ'লে ভদ্র পরিবারে তার প্রবেশাধিকার থাকবে না)। তারপর সে ঐ পরনারীকে আখ্যানযুক্ত চিত্রপট দেখাবে এবং প্রাচীন পরনারীর সঙ্গমবিষয়ক ঐ চিত্রপটে যা কিছু আখ্যান আছে তা আগাগোড়া বর্ণনা করবে (পরকীয়া নারীর সম্ভোগের দৃশ্য দেখে ও আখ্যান শুনে নায়িকার মনেও ঐরকম কামবাসনা জাগরিত হবে); সেই সঙ্গে **সুভগঙ্করণ**যোগের (ঔপনিষদিক্ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সৌন্দর্যবৃদ্ধিবিষয়ক উপায়) দ্বারা ঐ পরনারীকে বশীভূত করবে; এই সময়ে লোকবৃত্তান্ত (অর্থাৎ পুরাণকাহিনী—যেখানে পরস্ত্রীসঙ্গমবিষয়ক কাহিণী বর্ণিত হয়েছে), ও কবিদের দ্বারা রচিত সধবা নারী ও পরপুরুষ-বিষয়ক রসময়ী সম্ভোগ-কাহিনী আলোচনা করবে; প্রসঙ্গক্রমে নায়িকারূপী পরস্ত্রীর রূপ (সৌন্দর্য), বিজ্ঞান (অর্থাৎ কলা-কুশলতা), দাক্ষিণ্য ও স্বভাবের প্রশংসা ক'রে ঐ পরস্ত্রীকে ক্রমশঃ নায়ক-পুরুষের প্রতি অনুরঞ্জিত করবে [সধবার মন থেকে পরপুরুষ-প্রীতির আপত্তি দূর করার জন্য দূতী উপরি-উক্ত ব্যাপারগুলির অনুষ্ঠান করবে]।

(ক্রমে কথাপ্রসঙ্গে বিস্ময়ের ভান ক'রে দূতী ঐ পরস্ত্রীকে বলবে—) 'তুমি এমন (রূপবতী ও গুণবতী), কিন্তু তোমার স্বামী এমন কেন?'—এইরকম কথার দ্বারা তার স্বামী যে তার অনুরূপ নয়, যে সম্বন্ধে তার একটা সংস্কার জন্মিয়ে দেবে।

(কেবল তাই নয়, অবসরমতো দূতী কোনও এক সময় তাকে বলবে—) 'সুন্দরি! তোমার স্বামী তোমার চাকর হওয়ারও যোগ্য নয়'। ১-৪।

(তারপর সময়মতো ঐ দূতী—) ঐ সধবার কাছে তার স্বামীর প্রবৃত্তির মন্দবেগ, ঈর্ষা, শঠতা, অকৃতজ্ঞতা, ভোগবিমুখতা, কৃপণতা, চপলতা ও অন্য যত কিছু গুপ্ত দোষ তার স্বামীর আছে ব'লে অনুমান করবে, তা অতিরঞ্জিত ক'রে বর্ণনা করবে।

এই সব দোষের মধ্যে যে দোষের কথা বলায় স্ত্রীলোকটিকে উদ্বিগ্ন হ'তে দেখবে, তা লক্ষ্য ক'রে তার অন্তরে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ সেই দোষ বার বার তাকে শোনাবে এবং তার দ্বারা তাকে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন করতে চেষ্টা করবে)।

যদি ঐ সধবা স্ত্রী **মৃগী** হয়, তাহ'লে পুরুষের **শশভাব** দোষের নয়। এই সূত্রের দ্বারা বড়বা-পুরুষ ও হস্তিনী-নারী বিষয়ে জ্ঞাতব্য বর্ণিত হ'ল। [মৃগী-জাতীয়া নারীর যোনির দৈর্ঘ্য সব থেকে কম, মাত্র ৬ আঙ্গুল অর্থাৎ ৪ ইঞ্চি; শশ-জাতীয় পুরুষের লিঙ্গ ৬ আঙ্গুল অর্থাৎ ৪ ইঞ্চি লম্বা; বড়বা-পুরুষের লিঙ্গ ১২ আঙ্গুল অর্থাৎ ৮ ইঞ্চি লম্বা; হস্তিনী নারীর যোনির দৈর্ঘ্যও ১২ আঙ্গুল]। ৫-৮।

মূল। নায়িকায়া এব তু বিশ্বাস্যতামুপলভ্য দূতীত্বেনোপসর্পয়েৎ। প্রথমসাহসায়াং সূক্ষ্মভাবায়াং চেতি গোণিকা-পুত্রঃ।। ৯।।

সা নায়কস্য চরিতমনুলোমতাং কামিতানি চ কথয়েৎ।। ১০।। প্রসৃতসম্ভাবায়াং চ যুক্ত্যা কার্যশরীরমিত্থং বদেৎ।। ১১।। - 'শৃণু বিচিত্রমিদং সুভগে ত্বাং কিল দৃষ্ট্বাঽমুত্রাসাবিত্থং গোত্রপুত্রো নায়কশ্চিত্তোন্মাদমনুভবতি, প্রকৃত্যা সুকুমারঃ কদাচিদন্যত্রাঽপরিক্লিষ্টপূর্বস্তপস্বী ততোঽধুনা শক্যমনেন মরণমপ্যনুভবিতুম্' ইতি বর্ণয়েৎ।। ১২।। তত্র সিদ্ধা দ্বিতীয়েঽহনি বাচি বক্ত্রে, দৃষ্ট্যাং চ প্রসাদমুপলক্ষ্য পুনরপি কথাং প্রবর্তয়েৎ।। ১৩।। শৃণ্বত্যাং চাঽহল্যাবিমারকশাকুন্তলাদীন্যন্যান্যপি লৌকিকানি চ কথয়েত্তদ্‌যুক্তানি।। ১৪।। বৃষতাং চতুঃষষ্টিবিজ্ঞতাং সৌভাগ্যং চ নায়কস্য শ্লাঘনীয়তাং চাঽস্য প্রচ্ছন্নং সম্প্রযোগং ভূতমভূতপূর্বং বা বর্ণয়েৎ, আকারং চাঽস্যা লক্ষয়েৎ।। ১৫।।

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র নামক কামশাস্ত্রকার বলেন, যে পরনারীর মনোভাব বোঝা কঠিন (সূক্ষ্মভাবা) এবং যে পরস্ত্রী পরপুরুষের সাথে মিলনে প্রথম প্রবৃত্ত হয়েছে (প্রথমসাহসা), এইরকম নারীর কাছে নিজের কাজ প্রকাশ করার আগে নায়ক-পুরুষের দূতী প্রথমে ঐ পরকীয়া নারীর বিশ্বাসভাজন হবে। ৯।

ঐ দূতী পরপুরুষরূপ-নায়কের চরিত্র, অনুকূল স্বভাব ও মিলন-কৌশল ঐ পরকীয়া নারীর কাছে বর্ণনা করবে। পরস্ত্রীর সাথে সদ্ভাব হ'লে দূতী যুক্তিসহকারে নিজ-কাজের স্বরূপ এই ভাবে প্রকাশ করবে—'সুন্দরি! বিচিত্র কথা শোনো; অমুক স্থানে অমুকের পরিবারের অমুকের পুত্র অমুক নায়ক তোমাকে দেখে পাগলের মতো দশা প্রাপ্ত হয়েছে; কোমলপ্রকৃতি বেচারী ঐ নায়ক (অর্থাৎ পরপুরুষ) আগে অন্য কোথাও কষ্ট পায় নি, এখন তোমাকে না-পাওয়া-রূপ এই মনের কষ্টে মৃত্যুমুখেও পতিত হ'তে পারে'। এই কাজে সিদ্ধি লাভ করলে ঐ দূতী দ্বিতীয় দিনে (নায়কের

উন্মাদাবস্থা শোনার পর—) ঐ পরস্ত্রীর কথায়, মুখে এবং দৃষ্টিতে প্রসন্নতা লক্ষ্য করলে আবার গল্প বলা আরম্ভ করবে। ঐ পরস্ত্রী তার গল্প শুনতে থাকলে, ঐ দূতী অহল্যা, অবিমারক (মহাকবি ভাস তাঁর নাটকে যাঁর বিষয়ে গুপ্তভাবে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ ও গান্ধর্ববিবাহ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন), শকুন্তলা প্রভৃতির গল্প এবং অন্যান্য গুপ্ত প্রণয়যুক্ত লৌকিক উপাখ্যান বর্ণনা করবে। নায়কের (অর্থাৎ পরপুরুষের) যৌবনোচিত সামর্থ্য, চৌষট্টি রকম কলায় নিপুণতা, সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সত্য-মিথ্যা যা হোক গোপন সম্ভোগ-ব্যাপার বর্ণনা করবে, এবং এই সব বর্ণনার সাথে সাথে ঐ পরস্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করবে।

[একদিন দেবরাজ ইন্দ্র এক ঋষির ছদ্মবেশে গৌতম ঋষির আশ্রমে এসে গৌতমপত্নী অহল্যার কাছে প্রেম নিবেদন করলে, অহল্যা তাঁকে ইন্দ্র ব'লে চিনতে পেরেও তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেন।

অবিমারক এক ঋষির জারজ পুত্র, রাজার অন্তঃপুরে গোপনে প্রবেশ ক'রে রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

রাজা দুষ্যন্ত কন্বমুণির আশ্রমে প্রবেশ ক'রে কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন এবং গান্ধর্বমতে তাকে বিবাহ করেন]। ১০-১৫।

মূল। সবিহসিতং দৃষ্টা সম্ভাষতে।। ১৬।। আসনে চোপনিমন্ত্রয়তে।। ১৭।। ক্বাসিতং ক্ব শয়িতং ক্ব ভুক্তং ক্ব চেষ্টিতং কিং বা কৃতমিতি পৃচ্ছতি।। ১৮।। বিবিক্তে দর্শয়ত্যাত্মানম্।। ১৯।। আখ্যানকান্যনুযুঙ্‌ক্তে।। ২০।। চিন্তয়ন্তী নিশ্বসিতি বিজৃম্ভতে চ।। ২১।। প্রীতিদায়ঞ্চ দদাতি।। ২২।। ইষ্টেষূৎসবেষু চ স্মরতি।। ২৩।। পুনর্দর্শনানুবন্ধং বিসৃজতি।। ২৪।।

সাধুবাদিনী সতী কিমিদমশোভনমভিধৎসে ইতি কথামনুবধ্নাতি।। ২৫।। নায়কস্য শাঠ্যচাপল্যসম্বন্ধান্ দোষান্ দদাতি।। ২৬।। পূর্বপ্রবৃত্তঞ্চ তৎ সন্দর্শনং কথাভিযোগঞ্চ স্বয়মকথয়ন্তী তয়োচ্যমানমাকাঙ্‌ক্ষতি।। ২৭।। নায়কমনোরথেষু চ কথ্যমানেষু সপরিভবং নাম হসতি। ন চ নির্বদতীতি।। ২৮।।

অনুবাদ। [দূতীর দৌত্যকাজ সিদ্ধিপথে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল পরস্ত্রীর কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী বর্ণিত হচ্ছে—]

পরস্ত্রীর অনুকূল মনোভাব এইরকম,—দূতীকে দেখে সে হাসিমুখে সম্ভাষণ

করে। বসবার জন্য দূতীকে অনুরোধ করে। 'কোথায় ছিলে, কোথায় শয়ন করলে, কোথায় আহার করলে, কোন্ কাজের জন্য চেষ্টা করেছ, এবং কতদূর কি করলে', এই সব কথা দূতীকে জিজ্ঞাসা করে। নির্জন প্রদেশে দূতীর সাথে সে নিজে দেখা করে। দূতীকে গল্প বলতে অনুরোধ করে। কোনও কিছু চিন্তা ক'রে নিশ্বাস ত্যাগ করে এবং হাই তোলে। প্রীতি-উপহার স্বরূপ দূতীকে ধন দান করে। ইষ্ট কাজে (অর্থাৎ পূজাদিতে) এবং উৎসবে দূতীকে স্মরণ করে (অর্থাৎ ডেকে পাঠায়)। দূতীকে বিদায় দেওয়ার সময় বলে দেয়— 'আবার যেন তোমার দেখা পাই'। ১৬-২৪।

ঐ পরস্ত্রী প্রেমিকের কথা দূতীর কাছে এইভাবে উত্থাপন করে - "তুমি সাধুবাদিনী, কিন্তু এমন একটা অশোভন কথা বললে"। ঐ পরস্ত্রী ছল ক'রে প্রেমিকের শঠতা ও চপলতা ঘটিত দোষ দেয়। পূর্ব থেকেই শুরু করা হয়েছে প্রেমিক-পুরুষের সাথে যে দেখা-সাক্ষাদ্-বিষয়ক আলোচনা, এবং প্রেমিকের সম্বন্ধে কথাযোজনার বিষয় পরস্ত্রী নিজে না ব'লে দূতীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে আকাঙ্ক্ষা করে। দূতী প্রেমিক-পরপুরুষের (এই পরস্ত্রীবিষয়ে) মনের কথা বর্ণনা করলে ঐ পরস্ত্রী অবজ্ঞার ভান ক'রে হাসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিকূল ভাবের কোনও কথা বলে না। ২৫-২৮।

মূল। দূত্যেনাং দর্শিতাকারাং নায়কাভিজ্ঞানৈরুপবৃংহয়েৎ।। ২৯।। অসংস্তুতাং তু গুণকথনৈরনুরাগকথাভিশ্চাবর্জয়েৎ।। ৩০।।

অনুবাদ। আগে প্রেমিকের সাথে প্রেমিকার (অর্থাৎ পরস্ত্রীর) পরিচয় হ'য়ে থাকলে, দূতী প্রেমিকার ভাবভঙ্গী বুঝে প্রেমিকের স্মৃতিচিহ্ন (অভিজ্ঞান) আগে ঐ প্রেমিক যা যা করেছিল, তা স্মরণ করিয়ে ঐ পরস্ত্রীর মনে প্রেমের উদ্রেক করবে। প্রেমিকার সাথে যদি প্রেমিক-পরপুরুষের পরিচয় না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে দূতী প্রেমিকের গুণ বর্ণনা ক'রে পরস্ত্রীর মন প্রেমিকের অনুগামী করবে। ২৯-৩০।

মূল। নাসংস্তুতাদৃষ্টাকারয়ো র্দূত্যমস্তীত্যোদ্দালকিঃ।। ৩১।। অসংস্তুতয়োরপি সংসৃষ্টাকারয়োরস্তীতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৩২।। সংস্তুতয়োরপ্যসংসৃষ্টাকারয়োরস্তীতি গোণিকাপুত্রঃ।। ৩৩।। অসংস্তুতয়োরদৃষ্টাকারয়োরপি দূতীপ্রত্যয়াদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ। উদ্দালকপুত্র **শ্বেতকেতু** বলেন, যে প্রেমিক (অর্থাৎ পরপুরুষ) ও প্রেমিকার (অর্থাৎ পরস্ত্রীর) মধ্যে পরিচয় ও দেখাশোনা হয় নি, তাদের মধ্যে দৌত্যকাজ সম্ভব নয়। **বাভ্রব্য**-মতাবলম্বীগণ বলেন, পূর্ব পরিচয় না থাকলেও প্রেমিক-প্রেমিকা যদি প্রথমদর্শনেই আকার-ভাবভঙ্গীর মাধ্যমে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহ'লে তাদের মধ্যে দৌত্য সম্বন্ধ হ'তে পারে। **গোণিকাপুত্র** বলেন, আকার-

ইঙ্গিতে সম্বন্ধ স্থাপন না করলেও যদি প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে পরিচয় থাকে, তাহ'লে দৌত্যসম্বন্ধ স্থাপন হ'তে পারে। বাৎস্যায়ন বলেন, যে প্রেমিক প্রেমিকা অপরিচিত ও কখনো পরস্পরের সংস্রবে আসে নি, তাদের মধ্যেও দূতী-নিয়োগ দ্বারা সম্বন্ধ হ'তে পারে। ৩১-৩৪।

মূল। তাসাং মনোহরাণ্যুপায়নানি তাম্বূলমনুলেপনং স্রজমঙ্গুলীয়কং বাসো বা তেন প্রহিতং দর্শয়েৎ।। ৩৫।। তেষু নায়কস্য যথার্থং নখদশনপদানি তানি তানি চ চিহ্নানি স্যুঃ।। ৩৬।। বাসসি চ কুঙ্কুমাঙ্কমঞ্জলিং নিদধ্যাৎ।। ৩৭।। পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্রায়াকৃতীনি দর্শয়েৎ। লেখপত্রগর্ভাণি কর্ণপত্রাণ্যাপীড়াংশ্চ।। ৩৮।। তেষু স্বমনোরথাখ্যাপনং প্রতিপ্রাভৃতদানে চৈনাং নিয়োজয়েৎ।। ৩৯।। এবং কৃতপরস্পরপরিগ্রহয়োশ্চ দূতীপ্রত্যয়ঃ সমাগমঃ।। ৪০।।

অনুবাদ—প্রেমিকার (অর্থাৎ পরস্ত্রীর) কাছে প্রেমিক-পরপুরুষ কর্তৃক দূতী-প্রেরণ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে—। দূতী, প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেমিককর্তৃক প্রেরিত সুন্দর উপহার, পান, অনুলেপন, মালা, আংটি বা কাপড় দেখাবে। সেই সব উপহারদ্রব্যে প্রেমিকের যথাযোগ্য ভাববোধক নখচিহ্ন ও দন্তচিহ্ন থাকবে (যা দেখে প্রেমিকা বুঝবে, ঐ পরপুরুষ সম্ভোগের জন্য তাকে কামনা করছে)। দূতী সেই সেই কাপড়ে ভাবপ্রকাশক কুঙ্কুমযুক্ত অঞ্জলিচিহ্ন বিন্যাস করবে। নানা অভিপ্রায়সূচক আকারে রচিত **পত্রচ্ছেদ্য** (ভূর্জপত্র প্রভৃতি কেটে তার দ্বারা ললাটের যে তিলক, এবং কপোল ও স্তনের পত্রাবলী প্রস্তুত হয়, তার নাম পত্রচ্ছেদ্য) এবং **কর্ণপত্র** (কাণের গহনা) ও **আপীড়** (মাথার গহনা) দেখাবে এবং তার মধ্যে প্রেমপত্র সন্নিবিষ্ট করবে। এইগুলির মধ্য দিয়ে দূতী প্রেমিকের মনের কথা ব্যক্ত করবে এবং দূতী ঐ প্রেমিকাকে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে উপহারের প্রতিদান দিতে প্রবর্তিত করবে। এই ভাবে পরস্পরের উপহার-প্রত্যুপহার গ্রহণের পর যে সমাগম বা সম্ভোগ হয়, তা **দূতীপ্রত্যয়** নামে অভিহিত। [দূতীপ্রত্যয়= দূতীর কর্মক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসই এই দৌত্যসম্বন্ধের বা সমাগমের মূল কারণ। বিশ্বাসের প্রকৃত কারণ হ'ল দূতীর গুণপনা, কাজেই এই দৌত্যসম্বন্ধে বা সমাগমে তা-ই মূল]। ৩৫-৪০।

মূল। স তু দেবতাভিগমনে যাত্রায়ামুদ্যানক্রীড়ায়াং জলাবতরণে বিবাহে যজ্ঞব্যসনোৎসবেষ্বগ্ন্যুৎপাতে চৌরবিভ্রমে জনপদস্য চক্রারোহণে প্রেক্ষাব্যাপারেষু তেষু তেষু চ কার্যেষ্বিতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৪১।। সখীভিক্ষুকীক্ষপণিকাতাপসীভবনেষু সুখোপায় ইতি গোণিকাপুত্রঃ।।

৪২।। তস্যা এব তু গেহে বিদিতনিষ্ক্রমপ্রবেশে চিন্তিতাত্যয়প্রতীকারে প্রবেশনমুপপন্নং নিষ্ক্রমণমবিজ্ঞাতকালঞ্চ তন্নিত্যং সুখোপায়ং চেতি বাৎস্যায়নঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ—বাভ্রব্যের **মতাবলম্বীগণ** বলেন, দেবতাপূজার উদ্দেশ্যে মন্দিরাদির দিকে গমনকালে, রথযাত্রা প্রভৃতি দেবযাত্রাপর্বে, উদ্যানক্রীড়ার সময়, জলক্রীড়াকালে, বিবাহোৎসবে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, অন্যের গৃহপতনাদি বিপদের সময়, হোলি-প্রভৃতি উৎসবে, গৃহদাহাদি অগ্ন্যুৎপাতের সময়, চোরের ভয়ে অন্য ব্যক্তিদের উত্তেজনার কালে, জনপদস্থাপন উপলক্ষ্যে চক্রারোহণকালে, প্রেক্ষাব্যাপরে (অর্থাৎ অভিনয়াদি দেখার সময়) ইত্যাদি সময়ে লোকজন যখন ব্যস্ত থাকে, তখন প্রেমিক-প্রেমিকার (অর্থাৎ পরপুরুষের সাথে অন্য পুরুষের স্ত্রীর) মিলন হ'তে পারে।

[**চক্রারোহণ** = রাজা যখন নতুন জনপদ স্থাপন করতেন, তখন সেখানে বাস করাবার জন্য গোযান, অশ্বযান, শিবিকা প্রভৃতি যানারোহণে প্রজাদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল। তারই নাম 'চক্রারোহণ'। এই সময় অত্যন্ত জনসমাগম হওয়ায় ঐ সব যান কোনও স্থানে বিশ্রামের জন্য রাখা হ'লে লোকেরা যখন ঐ সব গাড়ী থেকে নেমে যায়, তখন প্রেমিক-প্রেমিকা ঐ সব গাড়ীতে পরস্পর সঙ্গম করতে পারে।]

গোণিকাপুত্র বলেন, সখীর বাড়ীতে, ভিক্ষুকীর বাড়ীতে, ক্ষপণিকার (অর্থাৎ বৌদ্ধ বা জৈন সন্ন্যাসিনীর) বাড়িতে এবং তপস্বিনীর আশ্রমে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন সহজসাধ্য।

বাৎস্যায়ন বলেন, বেরিয়ে আসার পথ ঠিক রেখে এবং বিপদে প্রতীকারের উপায় স্থির ক'রে প্রেমিকার বাড়ীতেই অনিয়তকালে প্রবেশ ও নির্গম যুক্তিযুক্ত, কারণ, তা নিয়মিতভাবে হ'তে পারে এবং সুখসাধ্য (অতএব প্রেমিকার বাড়ীই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের উপযুক্ত স্থান)। ৪১-৪৩।

মূল। নিসৃস্টার্থা পরিমিতার্থা পত্রহারী স্বয়ংদূতী মূঢ়দূতী ভার্যাদূতী মূকদূতী বাতদূতী চেতি দূতীবিশেষাঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ—(১) নিসৃষ্টার্থা (২) পরিমিতার্থা (৩) পত্রহারী (৪) স্বয়ংদূতী (৫) মূঢ়দূতী (৬) ভার্যাদূতী (৭) মূকদূতী এবং (৮) বাতদূতী - এই আট প্রকার দূতী হ'য়ে থাকে। ৪৪।

মূল। নায়কস্য নায়িকায়াশ্চ যথামনীষিতমর্থমুপলভ্য স্ববুদ্ধ্যা কার্যসম্পাদিনী নিসৃষ্টার্থা।। ৪৫।। সা প্রায়েণ সংস্তুতসম্ভাষণয়োঃ।।

৪৬।। নায়িকয়া প্রযুক্তা সংস্তুতাসম্ভাষণয়োরপি।। ৪৭।। কৌতুকাচ্চানুরূপৌ যুক্তাবিমৌ পরস্পরস্যেত্যসংস্তুতয়োরপি।। ৪৮।।

অনুবাদ। (এই সব দূতীর লক্ষণ যথাক্রমে বলা হচ্ছে—) প্রেমিক প্রেমিকার যথাভিলষিত কাজ (অর্থাৎ তারা কি চায়, তা) বুঝে নিজের বুদ্ধিপ্রভাবে যে দূতী দৌত-কাজ সম্পাদন করে, তার নাম **নিসৃষ্টার্থা**। যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার পূর্ব-পরিচয় আছে এবং সম্ভাষণ বা কথাবার্তাও হয়েছে, প্রায় সেই ক্ষেত্রেই নিসৃষ্টার্থা দূতীর কাজ (এখানে 'প্রায়েণ' পদের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, প্রেমিক-প্রেমিকা অপরিচিত ও সম্ভাষণবর্জিত হলেও, কখনো কখনো নিসৃষ্টার্থা দূতী প্রেমিকের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে কাজ করতে পারে)। যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার কেবল পরিচয় হয়েছে, কিন্তু বেশী কথাবার্তা হয় নি, এমন ক্ষেত্রেও প্রেমিকার দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে নিসৃষ্টার্থা দূতী কাজ করতে পারে। যে ক্ষেত্রে আগে পরস্পরের পরিচয় হয় নি, সে ক্ষেত্রেও প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হ'লে ঠিক যোগ্য মিলন হয়, এই বিবেচনায় (এবং প্রেমিকের প্রবর্তনানুসারে) কৌতূহলক্রমে নিসৃষ্টার্থা দূতী নিজে থেকেই কাজ করতে পারে। ৪৫-৪৮।

মূল। কার্যৈকদেশমভিযোগৈকদেশং চোপলভ্য শেষং সম্পাদয়তীতি পরিমিতার্থা।। ৪৯।। সা দৃষ্টপরস্পরাকারয়োঃ প্রবিরলদর্শনয়োঃ।। ৫০।।

অনুবাদ—আগে কতদূর কি করা হয়েছে তা জেনে এবং অনুষ্ঠাতব্য উপায় প্রয়োগ ক'রে যে দূতী অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করে এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন সম্পূর্ণ করে, তাকে বলা হয় **পরিমিতার্থা**। যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের আকার-ইঙ্গিত জানা গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ খুবই কম, সেখানেই পরিমিতার্থা-দূতীর কর্মক্ষেত্র। ৪৯-৫০।

মূল। সন্দেশমাত্রং প্রাপয়তীতি পত্রহারী।। ৫১।। সা প্রগাঢ়সম্ভাবয়োঃ সংসৃষ্টয়োশ্চ দেশকালসম্বোধনার্থম্।। ৫২।।

অনুবাদ—কেবলমাত্র যতটুকু সংবাদ, ততটুকু মাত্রই প্রেমিক বা প্রেমিকার মধ্যে যে দূতী বহন করে, তার নাম **পত্রহারী**। প্রেমিকার মিলনস্থান ও মিলনকাল নির্দেশের জন্যই এই দূতীর দ্বারা দৌত্যকাজের প্রয়োজন। ৫১-৫২।

মূল। দৌত্যেন প্রহিতাঽন্যয়া স্বয়মেব নায়কমভিগচ্ছেদজানতী নাম তেন সহোপভোগং স্বপ্নে বা কথয়েৎ। গোত্রস্খলিতং ভার্যাং চাস্য নিন্দেৎ। তদ্ব্যপদেশেন স্বয়মীর্ষাং দর্শয়েৎ। নখদশনচিহ্নিতং বা কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ।

ভবতেঽহমাদৌ দাতুং সঙ্কল্পিতেতি চাভিদধীত। মম ত্বদ্ভার্যায়া বা আকার-রমণীয়তেতি বিবিক্তে পর্য্যনুযুঞ্জীত সা স্বয়ংদূতী।। ৫৩।।

অনুবাদ। অন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা দৌত্যকাজে নিযুক্ত হ'য়ে দূতী নিজেই যদি সেই স্ত্রীলোকের প্রেমিকের সাথে মিলিতা হয়, তাহ'লে তাকে বলা হয় **স্বয়ংদূতী**। এই প্রকার মিলনের নানারকম উপায় আছে—

(ক) সে যেন জানে না যে, এই প্রেমিকের জন্যই তাকে দূতীর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে (অর্থাৎ অজ্ঞানতার ভান);

(খ) স্বপ্নে সেই প্রেমিকের সাথে দূতী উপভোগের কাহিনী বর্ণনা করবে (অর্থাৎ প্রেমিকের কাছে ঐ দূতী গল্প করবে, সে যেন স্বপ্নে দেখেছে যে ঐ প্রেমিকের সাথে তার মিলন হয়েছে);

(গ) গোত্রস্খলিত অর্থাৎ 'তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর নাম ধরে ডেকেছো' এই রকম অনবধানতার উল্লেখ ক'রে ঐ প্রেমিকাকে নিন্দা করবে এবং এই প্রসঙ্গে ঐ প্রেমিকের স্ত্রীর রূপ-গুণের নিন্দা করবে;

(ঘ) নখচিহ্ন ও দন্তচিহ্নযুক্ত তাম্বুল (পান) প্রভৃতি কোনও জিনিস ঐ প্রেমিককে অর্পণ করবে;

(ঙ) ঐ দূতী প্রেমিক-পরপুরুষকে বলবে, 'আমার পিতামাতা তোমার হাতে আমাকে সম্প্রদান করতে প্রথমে সঙ্কল্প করেছিলেন';

(৭) আমি এবং তোমার স্ত্রী—দুজনের মধ্যে কে বেশী সুন্দরী, নির্জনে ঐ প্রেমিককে ঐ দূতী জিজ্ঞাসা করবে। ৫৩।।

মূল। তস্যা বিবিক্তে দর্শনং প্রতিগ্রহশ্চ।। ৫৪।।

দূতচ্ছলেনান্যামভিসন্ধায়াস্যাঃ সন্দেশশ্রাবণদ্বারেণ নায়কং সাধয়েৎ তাং চোপহন্যাৎ সাপি স্বয়ংদূতী।। ৫৫।।

এতয়া নায়কোঽপ্যন্যদূতশ্চ ব্যাখ্যাতঃ।। ৫৬।।

অনুবাদ। এই স্বয়ংদূতীর কাজ হবে, তাকে প্রেরণ করেছে যে পরস্ত্রী, তার প্রেমিকের সাথে নির্জনে দেখা ক'রে তাকে আয়ত্ত করা।

যেখানে প্রেমিকা (=পরস্ত্রী) বুঝেছে যে, তার অভিলষিত পুরুষ অন্য নারীর প্রতি আসক্ত, সেখানে প্রেমিকা-পরস্ত্রী সেই অন্য নারীর কাছে প্রেমিক-প্রেরিত দূতী সেজে গিয়ে ঐ নারীকে প্রতারণা ক'রে তার সংবাদ সংগ্রহ করে এবং তারপর প্রেমিককে ঐ সংবাদ শোনাবার ছলে প্রেমিকের কাছে যায় এবং তাকে হস্তগত করে, এবং অন্য

রমণীকে তার মন থেকে দূর করে, এইরকম প্রেমিকার (=পরস্ত্রীর) নামও **স্বয়ংদূতী**।

এই স্বয়ংদূতী-নায়িকার দ্বারা **অন্যদূতনায়কেরও** ব্যাখ্যা করা হ'ল। অর্থাৎ প্রেমিকের দ্বারা প্রেরিত দূত যদি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তার প্রেমিকার কাছে গিয়ে নিজেই তাকে হস্তগত করে, সে **অন্যদূতনায়ক**। অথবা, নিজের অভিলষিতা রমণী অন্যের প্রতি অনুরক্তা জানতে পারলে, প্রেমিক সেই অন্য নারীর দূত ব'লে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিশ্বাসভাজন হয়; তারপর তার নাম ক'রে ঐ নারীর সাথে মেলামেশার সুযোগ নিয়ে, নিজেই তার চিত্তজয় করে; এরকম পুরুষের নাম অন্যদূতনায়ক। ৫৪-৫৬।

মূল। নায়কভার্যাং মুগ্ধাং বিশ্বাস্যাযন্ত্রণয়ানুপ্রবিশ্য নায়কস্য চেষ্টিতানি পৃচ্ছেৎ। যোগান্ শিক্ষয়েৎ। সাকারং মণ্ডয়েৎ। কোপমেনাং গ্রাহয়েৎ। এবঞ্চ প্রতিপদ্যস্বেতি শ্রাবয়েৎ। স্বয়ং চাস্যাং নখদশনপদানি নির্বর্তয়েৎ। তেন দ্বারেণ নায়কমাকারয়েৎ সা মূঢ়দূতী।। ৫৭।। তস্যা স্তয়ৈব প্রত্যুত্তরাণি যোজয়েৎ।। ৫৮।।

অনুবাদ—[এখানে **মূঢ়দূতীর** সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মূঢ়দূতী প্রকৃতপক্ষে নায়কের স্ত্রী, কিন্তু সে বোকা হওয়ায় না জেনে নায়কের সাথে তার প্রেমিকার গুপ্তপ্রেমে সাহায্য করে। প্রেমিকাই এখানে নায়কভার্যার মাধ্যমে নিজের দৌত্যকাজ সম্পন্ন করায়]।

নায়কের প্রেমিকা তার প্রেমিক-নায়কের বুদ্ধিহীনা স্ত্রীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে অবারিতভাবে তার অন্তরে প্রবেশ ক'রে নায়কের কার্যকলাপ (অর্থাৎ নায়ক কি পছন্দ করে, বা করে না, তা) জিজ্ঞাসা করে। এবং সেই মত উপায় শিক্ষা দেয়। ঐ প্রেমিকা নায়কভার্যাকে এমনভাবে বেষবিন্যাস ক'রে দেয়, যাতে নায়ক ঐ প্রেমিকার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পারে। ঐ প্রেমিকা নায়কভার্যাকে মান করতে শিক্ষা দেবে। তার গূঢ় অর্থ ঐ প্রেমিক-নায়ক বুঝতে পারবে। ঐ প্রেমিকা নায়কভার্যার শরীরে এমন ভাবে নখচিহ্ন ও দশনচিহ্ন অর্পণ করে, এবং এইরকম উপায়ে নায়ককে ঐ প্রেমিকা নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন ক'রে থাকে। একে অর্থাৎ এইরকম নায়কভার্যাকে **মূঢ়দূতী** বলা হয়। নায়ক নিজের সেই মুগ্ধাভার্যার অর্থাৎ বোকা স্ত্রীর দ্বারাই নিজের প্রেমিকার কাছে প্রত্যুত্তর পাঠাবে। [এই মুগ্ধা নায়কভার্যা নায়ক ও তার প্রেমিকের মনের ভাব ও কথার প্রকৃত মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ নিজের মূর্খতার মাধ্যমে পরস্পরের মিলন ঘটিয়ে দেয়, এইজন্য এই নায়কভার্যার নাম মূঢ়দূতী]। ৫৭-৫৮।

মূল। স্বভার্যাং বা মূঢ়াং প্রযোজ্য তয়া সহ বিশ্বাসেন যোজয়িত্বা তয়ৈবাকারয়েৎ। আত্মনশ্চ বৈচক্ষণ্যং প্রকাশয়েৎ। সা ভার্যাদূতী তস্যাস্তয়ৈবাকারগ্রহণম্।। ৫৯।।

অনুবাদ। নায়ক যদি নিজের মুগ্ধা ভার্যাকে (অর্থাৎ নির্বোধ স্ত্রীকে) নিজের অভিলষিত প্রেমিকার কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং সেই প্রেমিকার সাথে নিজ ভার্যাকে বিশ্বাসবন্ধনে যুক্ত ক'রে ঐ ভার্যারই সাহায্যে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করে এবং এইভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, তাহ'লে সেই মুগ্ধাভার্যাকে **ভার্যাদূতী** বলা হয়। ঐ প্রেমিকাও সেই মুগ্ধাভার্যার সাহায্যে প্রেমিকের কাছে নিজের আকার-ইঙ্গিত জানাবে। [মূঢ়দূতীর মতো এক্ষেত্রেও নায়কের ভার্যাই হল দূতী।] ৫৯।

মূল। বালাং বা পরিচারিকামদোষজ্ঞামদুষ্টেনোপায়েন প্রহিণুয়াৎ। তত্র স্রজি কর্ণপত্রে বা গূঢ়লেখনিধানং নখদশনপদং বা সা মূকদূতী। তস্যাস্তয়ৈব প্রত্যুত্তরপ্রার্থনম্।। ৬০।।

অনুবাদ। যে বালিকা পরিচারিকা (দৌত্যাদি কাজে—) কোন দোষ আছে জানে না, তাকে নির্দোষ উপায়ে (অর্থাৎ খেল্‌নাপ্রভৃতি-উপহার দিয়ে) নায়ক তার প্রেমিকার কাছে পাঠবে। ঐ বালিকার হাত দিয়ে প্রেমিকার কাছে ফুলের মালা রা পত্রনির্মিত কর্ণালঙ্কার পাঠাবে, তার সাথে গুপ্তপ্রণয়পত্র থাকবে; অথবা, ঐ সব জিনিসের উপর নখচিহ্ন বা দশনচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে পাঠবে; এইরকম ক্ষেত্রে সেই বালিকার নাম **মূকদূতী**। ঐ বালিকার সাহায্যেই প্রেমিকার কাছে নায়ক প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করবে। ৬০।

মূল। পূর্বপ্রস্তুতার্থলিঙ্গসম্বন্ধমন্যজনাগ্রহণীয়ং লৌকিকার্থং দ্ব্যর্থং বা বচনমুদাসীনা যা শ্রাবয়েৎ সা বাতদূতী। তস্যা অপি তয়ৈব প্রত্যুত্তরপ্রার্থনমিতি তাসাং বিশেষাঃ।। ৬১।।

অনুবাদ। নায়ক ও তার প্রেমিকার প্রেমের ব্যাপারে যার সম্পর্ক নেই এবং ঐ প্রেমসম্পর্কীয় কথাবার্তার অর্থও যে বুঝতে পারে না, এইরকম স্ত্রীলোকের মাধ্যমে পূর্বেকার কথাবার্তার সাথে সংসৃষ্ট হওয়ায় অন্য লোকের অবোধ্য এবং দ্ব্যর্থবোধক কথা ঐ নায়ক তার প্রেমিকাকে শোনাবে। এইরকম নিঃসম্পর্কা স্ত্রীলোককে **বাতদূতী** বলা হয়। এই দূতীর দ্বারাই প্রেমিকার কাছ থেকে নায়ক সেইভাবে প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করবে। (বাতাস যেমন এক জায়গা থেকে অন্যত্র গন্ধ বহন ক'রে নিয়ে যায়, বাতদূতীও সেইরকম অন্যের প্রেম-নিবেদন বহন করে)। **এইভাবে দূতীভেদ** বলা হ'ল। ৬১।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

বিধবেক্ষণিকা দাসী ভিক্ষুকী শিল্পকারিকা।
প্রবিশত্যাশু বিশ্বাসং দূতীকার্যং চ বিন্দতি।। ৬২।।

বিদ্বেষং গ্রাহয়েৎ পত্যৌ রমণীয়ানি বর্ণয়েৎ।
চিত্রান্ সুরতসম্ভোগানন্যাসামপি দর্শয়েৎ।। ৬৩।।

নায়কাস্যানুরাগং চ পুনশ্চ রতিকৌশলম্।
প্রার্থনাং চাধিকস্ত্রীভিরবষ্টম্ভং চ বর্ণয়েৎ।। ৬৪।।

অসঙ্কল্পিতমপ্যর্থমুৎসৃষ্টং দোষকারণাৎ।
পুনরাবর্তয়ত্যেব দূতীবচনকৌশলাৎ।। ৬৫।।

অনুবাদ। এ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে—

বিধবা, দৈবজ্ঞ রমণী (a female astrologer) বাড়ীর ঝি, ভিখারিণী ও শিল্পকারিকা —এর খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে নায়ক ও প্রেমিকার গৃহে প্রবেশ করতে পারে এবং দূতীর কাজ গ্রহণ করার জন আহূতা হয়।

পরকীয়া নারীর কাছে যারা দূতীরূপে প্রেরিত হবে, তারা ঐ নারীর পতির প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করবে, এবং ঐ নারীকে যে পরপুরুষের সাথে মিলিত করতে চাইবে সেই পুরুষের রমণীয় ক্রিয়াকলাপ ঐ নারীর কাছে বর্ণনা করবে এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শকুন্তলা—দময়ন্তী প্রভৃতি অন্য নারীরা যে গুপ্তপ্রণয়ে বিচিত্র সুরতসম্ভোগ করেছে, তা বোঝাবে।

দূতী প্রেমিকের ভালবাসা এবং রতিকৌশল প্রেমিকার কাছে বার বার বর্ণনা করবে, আর বলবে,—অনেক রমণীই ঐ নায়ককে প্রার্থনা করছে, কিন্তু সে তোমার মতো অভিলষিতা প্রেমিকার জন্যই দৃঢ়সংকল্প।

প্রেমিকা পরপুরুষসংসর্গ-রূপ যে কাজ করতে ইচ্ছা করে না (=অসঙ্কল্পিত) বা যে কাজ দোষের কারণ মনে ক'রে পরিত্যাগ করেছে, দূতী নিজের বাক্যকৌশলে আবার তা ঐ প্রেমিকার মনে প্রত্যানয়ন করে। ৬২-৬৫।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে দূতীকর্মাণি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

পারদারিক-নামক পঞ্চম অধিকরণের 'দূতীর কর্মসমূহ'—নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

কামসূত্রম্

পঞ্চমমধিকরণম্ ঃ পারদারিকম্

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বরকামিতম্

('Love of persons in authority for the wives of other men')

[এই অধ্যায়ে রাজা, উচ্চপদাধিকারী মন্ত্রী প্রভৃতি এবং বৈভবশালী ব্যক্তিগণ কি প্রকারে পরস্ত্রীগমন করেন, পরস্ত্রীকে কিভাবে গৃহত্যাগে উৎসাহিত করেন এবং পরস্ত্রীকে সম্ভোগ করার জন্য কিরকম উপায়প্রয়োগ বা ষড়যন্ত্র করেন তার বর্ণনা আছে। বিলাসব্যসনযুক্ত রাজাদের দ্বারা নিজরাজ্যে প্রজাদের স্ত্রীকন্যার সতীত্ব হরণ করার নানারকম প্রথা ছিল এবং শিষ্টজনেরা এইসব ব্যাপার প্রাচীন পরম্পরা মনে ক'রে বড়লোকদের এইসব আচরণের বিরোধ করতেন না। রাজপ্রাসাদে রাণীদের অন্তঃপুরে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃত গোপন ব্যভিচার, স্ত্রীলোকের অভাবে স্ত্রী-ঘোড়া, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুদের সাথে অপ্রাকৃত ব্যবহার এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি যৌনবিকারের বর্ণনাও এই অধ্যায়ে দেখা যায়।]

মূল। ন রাজ্ঞাং মহামাত্রাণাং বা পরভবনপ্রবেশো বিদ্যতে। মহাজনেনন হি চরিতমেতেষাং দৃশ্যতেঽনুবিধীয়তে চ।। ১।।

সবিতারমুদ্যন্তং ত্রয়ো লোকাঃ পশ্যন্ত্যনূদ্যন্তি চ গচ্ছন্তমপি পশ্যন্ত্যনুপ্রতিষ্ঠন্তে চ।।২।।

অনুবাদ। রাজা ও প্রধান রাজকর্মচারীদের পরগৃহে প্রবেশ (ও পরনারীর সাথে সঙ্গম) করতে নেই। কারণ, মহাজনদের এই আচরণ সাধারণ লোকে অনুসরণ করে এবং (এই প্রথাই) চলে আসছে।

সূর্য যখন ওঠে, ত্রিভুবনের লোকেরা তাকে দর্শন করে এবং তার সাথে তারাও জাগরিত হয় ওঠে। সূর্য আকাশপথে গমন করতে থাকলেও লোকে তাকে দেখে এবং নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। [সূর্যকে দেখে লোকে কাজকর্ম করে। সূর্যকে উঠতে দেখে লোকে শয্যাত্যাগ করে এবং নিজেদের কাজ সম্পাদনে নিযুক্ত হয় এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ করে। ঈশ্বরব্যক্তিরা অর্থাৎ বড় লোকেরাও সূর্যের

মতো। লোকে বড়লোকদের আদর্শ মনে ক'রে তাদের কাজের অনুকরণ করে]। ১-২।

মূল। তস্মাদশক্যত্বাদগর্হণীয়ত্বাচ্চ ন তে বৃথা কিঞ্চিদাচরেয়ুঃ।। ৩।।

অনুবাদ। অতএব সমাজের মহান ব্যক্তিদের আচার-আচরণ পরিত্যাগ অনুচিত এবং নিন্দনীয় ব'লে—সাধারণ লোক ঐ সব প্রচলিত আচার-আচরণ অকারণে পরিত্যাগ করবে না। (এই কারণে, সমাজের মাননীয় ব্যক্তিরা কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে পরভবনে প্রবেশ করবেন না)।

['"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজনের পথ ত্যাগ করতে নেই। সেই মহাজনের পূর্ব-প্রচলিত আচার অর্থাৎ পরগৃহে রাজাদের অপ্রবেশ, ও পরকীয়া পরিহার ত আছেই। ইতিহাসে আছে—উন্মাদিনী নামক কন্যাকে রাজার হাতে দান করবার জন্য তার পিতা রাজা বীরসেনের নিকটে উপযাচক হ'য়ে বলেন,—"আমার কন্যা অনুপম রূপবতী, এ কন্যারত্ন রাজারই উপযুক্ত, আপনি গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন।" রাজা বললেন, "উত্তম, দৈবজ্ঞগণ পাত্রী দেখে আসবেন, উপযুক্ত হ'লে আমি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করব"। কিন্তু অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কথা শুনেও তাকে দেখার জন্য তিনি পরগৃহে গমন করলেন না। উন্মাদিনীর পিতা যে-আজ্ঞা ব'লে প্রস্থান করলেন। রাজনিযুক্ত দৈবজ্ঞগণ উন্মাদিনীর রূপ-দর্শনে মোহিত হ'য়ে ভাবলেন, রাজা একে প্রাপ্ত হ'লে বড়ই আসক্ত হবেন, রাজকার্য করবেন না। অতএব মন্ত্রিগণসহ পরামর্শ ক'রে বললেন,—'এ কন্যা রাজপরিগ্রহের উপযুক্তা নয়'। রাজা সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে উন্মাদিনীর পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। উন্মাদিনীর সাথে রাজার সেনাপতির বিবাহ হ'ল। অপমানিতা উন্মাদিনী একদিন ইচ্ছা করেই নিজের অসামান্য রূপরাশি প্রাসাদের উপর থেকে রাজমার্গসঞ্চারী গজারোহী রাজাকে ছলক্রমে প্রদর্শন করল। রাজা সেই ভূতল-দুর্লভ রূপরাশি দেখে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মহান্ ব্যক্তি—তাই হৃদয়ের ক্ষোভ হৃদয়েই রাখলেন, বাইরে প্রকাশ করলেন না। তাঁর হৃদয়ের এই ব্যাধি প্রশমিত হ'ল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। তাঁর দারুণ কৃশতা লক্ষ্য ক'রে মন্ত্রী একান্ত চিন্তিত চিত্তে রাজাকে কৃশতার কারণ নির্জনে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে রাজা বিশ্বস্ত মন্ত্রীর কাতরতায় ব্যাকুল হ'য়ে সত্য কথা বললেন। তখন মন্ত্রী দেখলেন, হিতে বিপরীত হয়েছে, রাজা ত বাঁচবেন না। হিতৈষী মন্ত্রী অতঃপর সেনাপতির সাথে নিভৃতে পরামর্শ করলেন; প্রভুভক্ত সেনাপতি রাজসকাশে উপস্থিত হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "মহারাজ! আমি আমার পত্নীকে স্বেচ্ছায় আপনার

হাতে অর্পণ বা দেবগৃহে ত্যাগ করছি, আপনি গ্রহণ করুন।" রাজা বললেন,

"নাহং পরস্ত্রীমাদাস্যে ত্বং বা ত্যক্ষ্যসি তাং যদি।

ততো নঙ্ক্ষ্যতি তে ধর্মো দণ্ড্যো মে চ ভবিষ্যসি।।"

(কথাসরিৎসাগর, লাবাণক ১ তরঙ্গ ৭৮ শ্লোক)

—'আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করব না, যদি বা তুমি তাকে পরিত্যাগ কর, তোমার ধর্মনাশ হবে এবং আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করব'। সকলেই নীরব হ'লেন। রাজা অবিলম্বেই সেই চিন্তারোগেই গতাসু হলেন। রাজা যদি কন্যা-দর্শনার্থ প্রথমে পরগৃহে প্রবেশ করতেন, তা হ'লেও এ বিপদ্ ঘটত না, পারদার্য করলেও ঘটত না; কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ, মহাজনের এই দুই আচার রাজারা পালন ক'রে আসছেন। অতএব (পারদার্য তো দূরের কথা) অনুচিত ও নিন্দনীয় ব'লে বৃথা আচরণ (পরগৃহে প্রবেশাদি) তাঁদের কর্তব্য নয়, অবশ্য সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ বা আচার-বিরুদ্ধ কারণ সঙ্গত হ'তে পারে না। গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা, আর্তত্রাণ প্রভৃতিই সঙ্গত কারণ। অতএব পারদার্যার্থ পরগৃহ-প্রবেশ অত্যন্ত নিষিদ্ধ।] ৩।

মূল। অবশ্যং ত্বাচরিতব্যে যোগান্ প্রযুঞ্জীরন্।। ৪।।

গ্রামাধিপতেরাযুক্তকস্য হলোত্থবৃত্তিপুত্রস্য যূনো গ্রামীণযোষিতো বচনমাত্রসাধ্যাঃ। তাশ্চর্ষণ্য ইত্যাচক্ষতে বিটাঃ।। ৫।।

অনুবাদ। অবশ্যই যদি ঐ বড়লোকদের কোনও কারণবশতঃ বা অনুরাগবশতঃ পরস্ত্রী-গমন আবশ্যক হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে **যোগ** অর্থাৎ উপায়-প্রয়োগ করতে হবে (যে উপায়গুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বলা হচ্ছে)।

[প্রয়োগ দুরকমের—প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য। ঈশ্বরও (অর্থাৎ বড়লোকও) দুরকমের—ক্ষুদ্র ও মুখ্য। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র-ঈশ্বরের কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ে বলা হচ্ছে—]

গ্রামের তরুণ অধিপতি (head man), অথবা, যে যুবক গ্রামশাসনের জন্য রাজার দ্বারা নিযুক্ত এবং হলোত্থবৃত্তি-পুরুষের পুত্র—এদের দ্বারা সেই সেই গ্রামবাসী প্রজাদের স্ত্রীগণ কথার দ্বারা অয়ত্তীকৃত হয় অর্থাৎ এই তিনপ্রকার যুবকপুরুষ বলামাত্র ঐ স্ত্রীরা সহবাস করতে স্বীকৃত হয় ('can gain over female village-wives, simply by asking them')। **বিট** অর্থাৎ কামুকগণ এই সব স্ত্রীদের **চর্ষণী** ('unchaste woman') নামে অভিহিত করে।

[**গ্রামীণ-যোষিৎ** = গ্রামস্থ কৃষিজীবি নিরক্ষর শূদ্রদের পত্নী। **আযুক্তক** = যে

গ্রাম রাজার নিজের অধিকারে আছে, সেখানে কৃষিকাজের সুব্যবস্থার জন্য রাজার দ্বারা নিযুক্ত অধ্যক্ষ। **হলোত্থবৃত্তি** = গ্রামের সম্মানিত বৃদ্ধ, যিনি নিজে কৃষিকাজ প্রভৃতি না করলেও গ্রামের কৃষকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ উৎপাদিত শস্য থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ তাঁকে প্রদান করেন। ইনি গ্রামপ্রধানরূপে কখনো কখনো গ্রামবাসীদের বিবাদের মীমাংসাদি ক'রে দেন। এঁর অন্য নাম **গ্রামকূট**। যে সব গ্রামে গ্রামাধিপতি থাকেন না, সে সব জায়গায় গ্রামকূটের অনেক দায়িত্ব থাকে।] ৪-৫।

মূল। তাভিঃ সহ বিষ্টিকর্ম্মসু কোষ্ঠাগারপ্রবেশে দ্রব্যাণাং নিষ্ক্রমণপ্রবেশনয়োর্ভবনপ্রতিসংস্কারে ক্ষেত্রকর্ম্মণি কার্পাসোর্ণাতসীশণ-বল্কলাদানে সূত্রপ্রতিগ্রহে দ্রব্যাণাং ক্রয়বিক্রয়বিনিময়েষু তেষু তেষু চ কর্ম্মসু সম্প্রয়োগঃ।। ৬।।

অনুবাদ। [সেই **চর্ষণী**-দের সাথে নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্প্রয়োগ বা সহবাস বিষয়ে বলা হচ্ছে—]

গ্রামীণ-রমণীরা (অর্থাৎ চর্ষণীরা) যখন **বিষ্টিকর্ম্মের** উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আহারমাত্র বেতনে শষ্য-পেষণ, শস্য-কোটা, রান্না প্রভৃতি কাজের জন্য), এবং কোষ্ঠাগারের কাজ করার জন্য ডেকে আনার পর যখন তারা কোষ্ঠাগার থেকে ধান প্রভৃতি শস্য বাইরে বের করে আনতে বা কোষ্ঠাগারে প্রবেশ করাতে নিযুক্ত হবে সেই সময়, বা যখন তারা গৃহসংস্কার করবে, বা যখন শস্যক্ষেত্রে কাজ করবে (অর্থাৎ যখন গুদামে শষ্যবীজ রাখতে যাবে, বা শস্যক্ষেত্রে বীজরোপণ করবে, বা বীজ উৎপাটন করবে, সেই সময়) বা, গৃহ-কর্তার ভাণ্ডাগার থেকে যখন কার্পাস-ঊর্ণা-অতসী-শণ-বল্কলাদি কিনতে আসবে, বা, যখন গৃহকর্তার কাছ থেকে সেলাই করার সুতো নিতে আসবে, বা, যখন অন্যান্য নানা জিনিস কেনা-বেচা-বিনিময়াদি করতে আসবে, এবং অন্যান্য কাজের সময়ও বড়লোক গৃহকর্তা বা মালিকেরা ঐ সব গ্রামীণ রমণীদের অর্থাৎ চর্ষণীদের সম্ভোগ করতে পারে। ৬।

মূল। তথা ব্রজযোষিদ্ভিঃ সহ গবাধ্যক্ষস্য।। ৭।।

বিধবানাথাপ্রব্রজিতাভিঃ সহ সূত্রাধ্যক্ষস্য।। ৮।।

মর্ম্মজ্ঞত্বাৎ রাত্রৌ অটনে চ অটন্তীভি র্নাগরস্য।। ৯।।

ক্রয়বিক্রয়ে পণ্যাধ্যক্ষস্য।। ১০।।

অনুবাদ। ব্রজাঙ্গনাগণ (অর্থাৎ গোপরমণীরা) যখন রাজকীয় গবাদি পশুর পরিচর্যা, দুগ্ধদোহন প্রভৃতি কাজে গোষ্ঠে (গোয়ালে) কাজ করতে আসবে, তখন

গবাধ্যক্ষ ('superintendent of cow-pens') তাদের সাথে অনায়াসে সম্প্রয়োগ করতে পারে।

বিধবা, অনাথা এবং সন্ন্যাসিনী গ্রাম্যরমণীদের সাথে সূত্রাধ্যক্ষের সহবাস হ'তে পারে। [নানারকম কাপড় তৈরী করার জন্য যে সব সুতোর প্রয়োজন হয়, সেগুলি কাটা, সংগ্রহ করা, এবং নানা জায়গা থেকে নিয়ে আসা ও নানা জায়গায় পাঠানোর জন্য একটা রাজকীয় বিভাগ ছিল, এই বিভাগের দায়িত্বে যে থাকতো তার নাম **সূত্রাধ্যক্ষ**। এই সূত্রাধ্যক্ষের অধীনে অনেক বিধবা, অনাথা বা সন্ন্যাসিনী গ্রাম্যরমণী সুতাকাটা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকতো।]

নগররক্ষকেরা যখন রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার সময় পরিভ্রমণ করে, তারা যদি স্ত্রীলোকের মনোভিলাষ বুঝতে সমর্থ হয়, তাহ'লে তখন তারা ঐ রাত্রিতে ভ্রমণরত নগরস্ত্রীদের বা অভিসারিকাদের সাথে সম্প্রয়োগ করতে পারে।

রাজকীয় পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত **পণ্যাধ্যক্ষ**, তার কাছে থেকে জিনিসের ক্রেত্রী এবং বাজারে সেই সব জিনিসের বিক্রেত্রীর সাথে সুযোগমতো সম্প্রয়োগ করতে পারে। ৭-১০।

মূল। অষ্টমীচন্দ্রকৌমুদীসুবসন্তকাদিষু পত্তননগরখর্বটযোষিতা-মীশ্বরভবনে সহান্তঃপুরিকাভিঃ প্রায়েণ ক্রীড়া।। ১১।।

তত্র চাপানকান্তে নগরস্ত্রিয়ো যথাপরিচয়মন্তঃপুরিকাণাং পৃথক্ পৃথক্ ভোগাবাসকান্ প্রবিশ্য কথাভিরাসিত্বা পূজিতাঃ প্রপীতাশ্চোপপ্রদোষং নিষ্ক্রাময়েয়ুঃ।। ১২।।

তত্র প্রণিহিতা রাজদাসী প্রযোজ্যায়াঃ পূর্বসংসৃষ্টা তাং তত্র সম্ভাষেত।। ১৩।। রামণীয়কদর্শনে চ প্রযোজয়েৎ।। ১৪।।

অনুবাদ। অষ্টমী-চন্দ্র (অগ্রহায়ণমাসে), কৌমুদীমহোৎসব (কোজাগরী পূর্ণিমায়) ও সুবসন্তকাদি উৎসবে পত্তন (রাজধানী), নগর (আটশ ছোট গ্রামবিশিষ্ট প্রদেশবিশেষ), খর্বট (দুইশ' ছোট গ্রামবিশিষ্ট প্রদেশবিশেষ) প্রভৃতিতে বাসকারী সুন্দরী রমণীরা বড়লোকের বাড়ীতে সেখানকার অন্তঃপুররমণীদের সাথে প্রায়ই ক্রীড়ামোদ ক'রে থাকে।

সেই ক্রীড়ার সময় অন্তঃপুরের নারীদের সাথে মদিরাপান ক'রে নগররমণীরা (অর্থাৎ নগর থেকে আগত রমণীরা) যে সব অন্তঃপুর রমণীদের সাথে তাদের পরিচয় হয়েছে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাদের ঘরে গিয়ে নানারকম গল্পের মাধ্যমে কিছু সময়

অতিবাহিত করবে। তারপর অন্তঃপুরিকাদের কাছে তাম্বূলাদি-দানের দ্বারা সম্মান (এবং স্বাগত-সৎকার) লাভ ক'রে আবার মদিরাদি পান করবে (অবশ্য বাড়ীর বড়লোক কর্তাই এইসব করাবেন)। পরে যখন দিন অতিবাহিত হবে অর্থাৎ সন্ধ্যাসমাগমে ঐসব বড়লোকদের বাড়ী থেকে নিষ্ক্রামিত হবে।

সেই সময় রাজার বা অন্য কোনও বড়লোকের (যার বাড়ীতে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ দিতে পুররমণীরা এসেছিল) দ্বারা প্রেরিতা একটি দাসী, যে ঐ পুরমহিলাদের মধ্যে কোনও একজনের পূর্বপরিচিতা, পূর্বসংকেতানুসারে ঐ পুরমহিলাকে রাজভবনে (বা কোনও বড়লোকের বাড়ীতে) সম্ভাষণ করবে, এবং বাড়ী ও উদ্যান প্রভৃতির রমণীয়তা দেখিয়ে তার মনোহরণ করবে। ১১-১৪।

মূল। প্রাগেব স্বভবনস্থাং ব্রূয়াৎ—অমুষ্যাং ক্রীড়ায়াং তব রাজভবনস্থানানি রামণীয়কানি দর্শয়িষ্যামীতি কালে চ যোজয়েৎ।। ১৫।। বহিঃ প্রবালকুট্টিমং তে দর্শয়িষ্যামি।। ১৬।। মণিভূমিকাং বৃক্ষবাটিকাং মৃদ্বীকামণ্ডপং সমুদ্রগৃহপ্রাসাদান্ গূঢ়ভিত্তিসঞ্চা-রাংশ্চিত্রকর্মাণি ক্রীড়ামৃগান্ যন্ত্রাণি শকুনান্ ব্যাঘ্রসিংহপঞ্জরাদীনি চ যানি পুরস্তাদ্বর্ণিতানি স্যুঃ।। ১৭।।

অনুবাদ। রাজা যে পরস্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চান, তার বাড়ীতে গিয়ে আগেই একদিন রাজার দাসী তাকে ব'লে আসবে—'আগামী কোনও ক্রীড়ায় বা উৎসবে তুমি যখন রাজভবনে আসবে, আমি তোমাকে রাজবাড়ীর সমস্ত স্থান ও রমণীয় শিল্পরচনাসমূহ দেখাবো'; পরে উপযুক্ত সময়ে (অর্থাৎ ঐ পরস্ত্রী যখন রাজবাড়ীতে আসবে, তখন) ঐ দাসী সেইরকমই করবে। রাজবাড়ীতে উপস্থিত সেই পরস্ত্রীকে দাসী আরও বলবে—'এসো, বাইরের প্রবালকুট্টিম (রত্নের খনি) তোমাকে দেখাবো'। এইরকম ব'লে মণিনির্মিত প্রাঙ্গণ, বৃক্ষবাটিকা, মৃদ্বীকামণ্ডপ (অর্থাৎ আঙুরলতার মণ্ডপ), সমুদ্রগৃহ (অর্থাৎ জলাশয়ের উপর কাচ দিয়ে তৈরী বাড়ী—যা রাজাদের গ্রীষ্মাবাস), গূঢ়ভিত্তিসঞ্চার-প্রাসাদ (অর্থাৎ যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে হ'লে গৃহভিত্তিমধ্যস্থ গুপ্ত পথ দিয়ে যেতে হয়), চিত্রশালায় নানারকম ছবি, ক্রীড়ামৃগ, নির্জীব হওয়া সত্ত্বেও লোকের কৌতুক উৎপাদনের জন্য সজীবের মতো চালনাকারী যন্ত্র, হাঁস প্রভৃতি পাখী, পঞ্জরাবদ্ধ বাঘ-সিংহ প্রভৃতি জন্তু;—এইসব যা আগে ঐ পরস্ত্রীকে দেখাবে ব'লে কথা দিয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলি তাকে দেখাবে। ১৫-১৭।

মূল। একান্তে চ তদ্গতমীশ্বরানুরাগং শ্রাবয়েৎ।। ১৮।। সম্প্রয়োগে চাতুর্যং চাভিবর্ণয়েৎ।। ১৯।। অমন্ত্রশ্রাবং চ প্রতিপন্নাং যোজয়েৎ।। ২০।।

অপ্রতিপদ্যমানাং স্বয়মেবেশ্বর আগত্যোপচারৈঃ সান্ত্বিতাং রঞ্জয়িত্বা সম্ভূয় চ সানুরাগং বিসৃজেৎ।। ২১।।

অনুবাদ। ঐ পরস্ত্রীকে রাজবাড়ীর কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাসী তার (অর্থাৎ ঐ পরস্ত্রীর) প্রতি রাজার অনুরাগের কথা প্রকাশ করবে। এবং সম্ভোগবিষয়ে রাজার চাতুর্যের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করবে। এই সম্ভোগের ব্যাপার কেউ জানে না এবং সম্ভোগের পরেও কেউ জানবে না,—এই কথা বলার পর (এই কথাগুলি দাসী কেবল মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলবে না, পরস্ত্রীর যাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এমনভাবে বলবে), ঐ পরনারী যদি সম্ভোগে রাজী হয়, তাহ'লে (রাজার সাথে) তার মিলন ঘটিয়ে দেবে।

কিন্তু ঐ পরস্ত্রী যদি দাসীর কথায় রাজী না হয়, তাহ'লে রাজা নিজেই এসে নানা উপচার দিয়ে সান্ত্বনা দান ক'রে এবং তার মনোরঞ্জন ক'রে তার সঙ্গে সহবাস করবেন এবং তারপর অনুরাগের সাথে তাকে বিদায় দেবেন। ২১।

মূল। প্রযোজ্যায়াশ্চ পত্যুরনুগ্রহোচিতস্য দারান্নিত্যমন্তঃপুরমৌ-চিত্যাৎ প্রবেশয়েৎ। তত্র প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্বেণ।। ২২।।

অন্তঃপুরিকা বা প্রযোজ্যয়া সহ স্বচেটিকাসম্প্রেষণেন প্রীতিং কুর্যাৎ। প্রসৃতপ্রীতিং চ সাপদেশং দর্শনে নিযোজয়েৎ। প্রবিষ্টাং পূজিতাং পীতবতীং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্বেণ।। ২৩।।

অনুবাদ। অথবা, রাজার প্রার্থনীয়া নারীর স্বামী যদি রাজার অনুগ্রহের পাত্র হয়, তাহ'লে সে তার ঐ পত্নীকে প্রতিদিন সুযোগমতো রাজান্তঃপুরে নিয়ে আসবে। সেখানে রাজার নিযুক্ত রাজদাসী পূর্ব-অনুচ্ছেদে (১৫-১৭নং) পরস্ত্রীর সাথে যেমন কথোপকথন করেছিল এবং তারপর রাজার সাথে মিলন সঙ্ঘটিত করেছিল, এক্ষেত্রেও সেইরকম করবে।

অথবা, রাজার অন্তঃপুরস্থিতা কোনও অন্তঃপুর-রমণী রাজার প্রার্থনীয়া পরস্ত্রীর সাথে নিজের চেটিকা (অর্থাৎ দাসী) পাঠিয়ে তার সাথে প্রীতি স্থাপন করবে। ক্রমশঃ প্রীতি বৃদ্ধি পেলে কোনও একটি ছল ক'রে রাজা ঐ পরস্ত্রীকে রাজার সামনে নিয়ে আসবে। রাজাকে দেখার উদ্দেশ্যে যখন ঐ পরস্ত্রী অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে, তখন রাজা তাকে আদর করবে এবং মদ্য-পানাদি করতে উৎসাহিত করবে। তখন রাজার নিযুক্ত দাসী এসে পূর্বোক্তভাবে (১৫-১৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপায় অনুসরণ ক'রে) রাজার সাথে সম্ভোগার্থ মিলন করিয়ে দেবে। ২২-২৩।

মূল। যস্মিন্ বা বিজ্ঞানে প্রযোজ্যা বিখ্যাতা স্যাত্তদর্শনার্থমন্তঃপুরিকা সোপচারং তামাহ্বয়েৎ। প্রবিষ্টাং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্বেণ।। ২৪।।

উত্ত্বতানর্থস্য ভীতস্য বা ভার্যাং ভিক্ষুকী ব্রূয়াৎ - 'অসাবন্তঃপুরিকা রাজনি সিদ্ধা গৃহীতবাক্যা মম বচনং শৃণোতি। স্বভাবতশ্চ কৃপাশীলা তামনেনোপায়েনাধিগমিষ্যামি। অহমেব তে প্রবেশং কারয়িষ্যামি। সা চ তে ভর্তুর্মহান্তমনর্থং নিবর্তয়িষ্যতি' ইতি প্রতিপন্নাং দ্বিস্ত্রিরিতি প্রবেশয়েৎ। অন্তঃপুরিকা চাস্যা অভয়ং দদ্যাৎ। অভয়শ্রবণাচ্চ সম্প্রহৃষ্টাং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পুর্বেণ।। ২৫।।

অনুবাদ। রাজার অভিলষিতা পরস্ত্রী গান-বাজনা প্রভৃতির যে কৌশলে বিশেষ পারদর্শিনী, তা প্রদর্শন করাবার জন্য রাজান্তঃ পুরের কোনও রমণী সাদরে সেই নারীকে আহ্বান করবেন। তারপর সেই পরস্ত্রী অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে, রাজার নিযুক্ত দাসী সেখানে এসে পূর্বোক্তভাবে (১৫-১৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে) রাজার সাথে ঐ পরস্ত্রীকে সম্ভোগের উদ্দেশ্যে মিলন ঘটিয়ে দেবে। ২৪।

অথবা, যে নারীর পতি কোনও কারণে বিপন্ন ও ভয়ার্ত হ'য়ে পড়েছে, তার ভার্যাকে রাজপ্রেরিত ভিক্ষুকী (অর্থাৎ বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী) এসে বলবে, 'রাজার অন্তঃপুরনারীদের মধ্যে অমুক স্ত্রী রাজার নিকট সিদ্ধা (অর্থাৎ রাজা যা বলেন, তাই সে করে), তিনি আমার কথাও বিশ্বাস করেন এবং আমার কথানুসারে কাজ করেন; ঐ রাজ্ঞী স্বাভাবিক ভাবে করুণাময়ীও বটে; আমি কিন্তু এই উপায়ে তাঁকে অর্থাৎ ঐ রাজ্ঞীকে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি; আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, তুমি ঐ রাজ্ঞীকে অনুরোধ করলে তিনি তোমার স্বামীর ঘোর বিপদ দূর ক'রে দিতে পারেন"—ভিক্ষুকীর এই কথায় আস্থা স্থাপন ক'রে ঐ পরস্ত্রী রাজ্ঞীর কাছে যেতে রাজী হ'লে, ভিক্ষুকী তাকে দু-তিনবার রাজান্তঃপুরে নিয়ে যাবে। তখন রাজ্ঞী ঐ পরস্ত্রীটিকে অভয়দান করবে। অভয়বাণী শুনে ঐ পরস্ত্রী বিশেষভাবে আনন্দিতা হ'লে, রাজনিযুক্তা কোনও দাসী এসে পুর্বোক্ত-উপায়ে (১৫-১৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে) রাজার সাথে ঐ পরস্ত্রীকে সম্ভোগের উদ্দেশ্যে মিলন ঘটাবে। ২৫।

মূল। এতয়া বৃত্ত্যর্থিনাং মহামাত্রাভিতপ্তানাং বলাদ্বিগৃহীতানাং ব্যবহারে দুর্বলানাং স্বভোগেনাসন্তুষ্টানাং রাজনি প্রীতিকামানাং বাহ্যজনেষু

ব্যক্তিমিচ্ছতাং সজাতৈর্বাধ্যমানানাং সজাতান্ বাধিতুকামানাং সূচকানামন্যেষাং কার্যবশিনাং জায়া ব্যাখ্যাতাঃ।। ২৬।।

অনুবাদ। যারা রাজার কাছে চাকরি প্রার্থী, যারা মন্ত্রীপ্রভৃতি মহামাত্রগণের দ্বারা উৎপীড়িত, যারা রাজদ্বারে বলপূর্বক (মিথ্যা অভিযোগে) রাজপুরুষদের দ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েছে, মোকদ্দমায় যারা দুর্বল অর্থাৎ হেরে গিয়েছে, নিজের ভোগ্যবস্তুতে যারা অসন্তুষ্ট, রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার ভয়ে যারা রাজার অনুগ্রহপ্রার্থী, রাজার প্রিয়জনের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করতে ইচ্ছুক, জ্ঞাতিগণের দ্বারা যারা উৎপীড়িত, জ্ঞাতিগণকে যারা উৎপীড়ন করতে ইচ্ছুক, যারা **সূচক** অর্থাৎ রাজার কাছে মিথ্যা নিন্দা উদ্ভাবন ক'রে যারা অন্যের অপকার করতে প্রবৃত্ত, এবং রাজার কাছে অন্যান্য কার্যপ্রার্থী পুরুষদের স্ত্রীদের সাথে রাজার সম্ভোগ-ব্যবস্থাও উপরি-উক্ত বিপন্নপুরুষের ভার্যার উদাহরণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হ'ল।

[রাজার দ্বারা নিযুক্ত কোনও ভিক্ষুকী বা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী এসে চাকরীপ্রার্থীর বা পূর্বোক্ত কার্যাভিলাষী কোনও ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে দেখা ক'রে বলবে,—"রাজার অমুক রাণী খুব দয়াশীলা; রাজাকে তিনি যা বলেন, তিনি তাই শোনেন; ঐ রাণীকে ধরলেই তোমার স্বামীর কার্যসিদ্ধি হবে ইত্যাদি"। তারপর ঐ কার্যার্থীপ্রভৃতির স্ত্রীর রাণীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার পর রাণী তার স্বামীর কার্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দান করবে; এবার রাজার নিযুক্ত কোনও দাসী পূর্বোক্ত (অর্থাৎ ১৫-১৭নং অনুচ্ছেদে উক্ত)—প্রকারে ঐ পরনারীর সাথে রাজার সম্ভোগ-নিমিত্ত মিলন ঘটাবে।]।২৬।

মূল। অন্যেন বা সহ সংসৃষ্টাং সংগ্রাহ্য প্রযোজ্যাং দাস্যমুপনীতাং ক্রমেণান্তঃপুরং প্রবেশয়েৎ।। ২৭।।

প্রণিধিনা চায়তিমস্যাঃ সন্দূষ্য রাজনি বিদ্বিষ্ট ইতি কলত্রাবগ্রহোপায়েনৈনামন্তঃপুরং প্রবেশয়েদিতি প্রচ্ছন্নযোগাঃ। এতে রাজপত্রেষু প্রায়েণ।। ২৮।।

অনুবাদ। কোনও পরনারী যদি অন্য কোনও পুরুষের সাথে সংসৃষ্টা হয় এবং ঐ নারী যদি (কোনও রাজার) অভিলষিতা হয়, তবে, সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাজা) তৃতীয় কোনও পুরুষের দ্বারা তাকে ধ'রে নিয়ে এসে নিজের দাসীভাবে উপনীত ক'রে ক্রমশঃ তাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাবে। [রাজার অভীষ্টা পরস্ত্রী দূতীর কথানুসারে নিজগৃহ পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় কোনও এক স্থানে আত্মসমর্পণ করল। তারপর সেই স্থান ত্যাগ ক'রে সে দাসী সাজল; তখন রাজা তাকে অন্তঃপুরে থাকার ব্যবস্থা করলেন।

কোনও ভদ্রমহিলাকে সোজাসুজি অন্তঃপুরে নিয়ে এলে দুর্নাম হয়, তাই তাকে বেশ্যায় পরিণত ক'রে দাসীভাবে অন্তঃপুরে স্থান দিলে হঠাৎ কোনও দুর্নামের আশঙ্কা থাকে না।]

কোনও সুন্দরী রমণীর পতির পরিণাম গুপ্তচরের দ্বারা (সত্য বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে) সম্পূর্ণ ভাবে দূষিত ক'রে (অর্থাৎ গুপ্তচর ঐ পতি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহাদি অপরাধ অনুসন্ধান ক'রে রাজাকে জানালে) ঐ পতিকে রাজদ্রোহীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং শাস্তিস্বরূপ তার স্ত্রীকে (অর্থাৎ ঐ সুন্দরী রমণীকে) অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হবে এবং সেই 'অপরাধী' পুরুষের স্ত্রীকে উদ্ভাবিত উপায় প্রয়োগ ক'রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাবে। এইরকম উপায়ের নাম **প্রচ্ছন্নযোগ** ('gaining over the wives of others secretly')। রাজারা বা রাজপুত্রেরা প্রায়ই এই যোগের প্রয়োগ ক'রে থাকে। ২৭-২৮।

মূল। ন ত্বেবং পরভবনমীশ্বরঃ প্রবিশেৎ।। ২৯।।

আভীরং হি কোট্টরাজং পরভবনগতং ভ্রাতৃপ্রযুক্তো রজকো জঘান। কাশীরাজং জয়ৎসেনমশ্বাধ্যক্ষঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। কিন্তু, প্রচ্ছন্ন হ'য়েও রাজা (বা ধনীলোক) পরগৃহে প্রবেশ করবেন না (অর্থাৎ নিজের বাড়ীতে পরনারীকে নিয়ে এসে সম্ভোগ করবেন)।

গুজরাটের কোট্ট নামক জনপদের রাজা আভীর রাত্রিতে শ্রেষ্ঠী বসুমিত্রের ভার্যাকে সম্ভোগ করতে তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন; পরে, বসুমিত্রের রাজ্যলিপ্সু ভাই তা জানতে পেরে, একজন রজককে গুপ্তঘাতকরূপে নিযুক্ত ক'রে আভীরের প্রাণনাশ করেছিল। কাশীরাজ জয়ৎসেন পরস্ত্রীসম্ভোগের উদ্দেশ্যে কোনও এক অশ্বাধ্যক্ষের বাড়ীতে প্রবেশ করলে, তাকে ঐ অশ্বাধ্যক্ষ বিনাশ করেছিল। ২৯-৩০।

মূল। প্রকাশকামিতানি তু দেশপ্রবৃত্তিযোগাৎ।। ৩১।।

অনুবাদ। রাজা বা অন্য বড়লোকের উচিত প্রকাশ্যভাবে দেশপ্রবৃত্তি অনুসারে কামাভিলাষ পূরণ করা। দেশবিশেষে যে সব নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, যা পরে দেখানো হবে, সেই অনুসারে রাজার পরনারীসম্ভোগ প্রকাশ্য ভাবেই প্রযুক্ত হয়, এরই নাম **প্রকাশকামিত** ('facilities to make love to the wives of other men'.)।৩১।

মূল। প্রত্তা জনপদকন্যা দশমেঽহনি কিঞ্চিদৌপায়নিকমুপগৃহ্য প্রবিশন্ত্যঃপুরমুপভুক্তা এব বিসৃজ্যন্ত ইত্যান্ধ্রাণাম্।। ৩২।। মহামাত্রেশ্বরাণামন্তঃপুরাণি নিশিসেবার্থং রাজানমুপগচ্ছন্তি

বাৎসগুল্মকানাম্।। ৩৩।। রূপবতীর্জনপদযোষিতঃ প্রীত্যপদেশেন মাসং মাসার্দ্ধং বা বাসয়ন্ত্যন্তঃপুরিকা বৈদর্ভাণাম্।। ৩৪।। দর্শনীয়াঃ স্বাভার্যাঃ প্রীতিদায়মেব মহামাত্ররাজেভ্যো দদত্যপরান্তকানাম্।। ৩৫।। রাজক্রীড়ার্থং নগরস্ত্রিয়ো জনপদস্ত্রিয়শ্চ সংঘশ একশশ্চ রাজকুলং প্রবিশন্তি সৌরাষ্ট্রকাণামিতি।। ৩৬।।

অনুবাদ। দেশপ্রবৃত্তি যথা—প্রত্তা (অর্থাৎ নববিবাহিতা জনপদস্থা কন্যা) বিবাহের দশম দিনে (অর্থাৎ নয় দিন অতীত হ'লে) কিছু উপহার দ্রব্য নিয়ে অন্তঃপুরে (স্বামী বা পিতা-মাতার নির্দেশে) প্রবেশ করত এবং রাজার (বা ধনবান্ লোকের) দ্বারা উপভুক্তা হ'য়ে (অর্থাৎ রাজা বা ঐ সব বড়লোক তাকে সম্ভোগ ক'রে ছেড়ে দিলে) সে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসত।—এটা হ'ল প্রাচীন **অন্ধ্রদেশবাসীদের** প্রবৃত্তি বা আচার।

মহামাত্রগণের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁদের অন্তঃপুরের সুন্দরী স্ত্রীরা রাত্রে রাজার কামনাতুষ্টিরূপ সেবার জন্য রাজার কাছে উপস্থিত হ'ত, এইরকম আচার **প্রাচীন দক্ষিণাপথের বৎসগুল্মকদেশে** প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন **বিদর্ভদেশে** (অর্থাৎ বর্তমান বেরারে) যে রীতি প্রচলিত ছিল, তা হ'ল—রূপবতী জনপদ-সুন্দরীরা প্রীতিচ্ছলে একমাস বা পনের দিন রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীরূপে থেকে রাজাকে সম্ভোগসুখ দিত।

অপরান্তকদেশে (পশ্চিম ভারতের দেশবিশেষে) প্রচলিত প্রাচীন রীতি হ'ল—এই দেশের লোকেরা নিজেদের দর্শনীয়া ভার্যাগণকে মহামাত্র ও রাজাদের হাতে তাদের উপভোগের জন্য **প্রীতিদায়**রূপে অর্থাৎ প্রীতি-উপহারস্বরূপ অর্পণ করত।

প্রাচীন **সৌরাষ্ট্র**দেশের রীতি হ'ল—সেখানকার জনপদ ও নগরের স্ত্রীগণ রাজার সাথে সুরতক্রীড়ার উদ্দেশ্যে দলে দলে অথবা এক একজন ক'রে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করত।। ৩২-৩৬।।

মূল। শ্লোকাবত্র ভবতঃ—

এতে চান্যে চ বহবঃ প্রয়োগাঃ পারদারিকাঃ।
দেশে দেশে প্রবর্তন্তে রাজভিঃ সম্প্রবর্তিতাঃ।। ৩৭।।
ন ত্বেবৈতান্ প্রযুঞ্জীত রাজা লোকহিতে রতঃ।
নিগৃহীতারিষড়বর্গস্তথা বিজয়তে মহীম্।। ৩৮।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত আলোচিত বিষয়ব্যাপার সম্পর্কীয় দুটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

এইরকম এবং আরও বহু রকম পরস্ত্রীগমন-পরম্পরা রাজাদের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে প্রবর্তিত হ'য়ে দেশে দেশে এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু লোককল্যাণে রত রাজা কখনই এই পরদারগমন-প্রবৃত্তিবিষয়ে উৎসাহ দেবেন না এবং নিজেও প্রয়োগ করবেন না। যে রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়টি রিপুকে জয় করেন, তিনি পৃথিবী জয় করতে সমর্থ হন। ৩৭-৩৮।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে ঈশ্বরকামিতং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পারদারিক-নামক পঞ্চম অধিকরণের 'ঈশ্বরকামিত'-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

কামসূত্রম্

পঞ্চমমধিকরণম্ ঃ পারদারিকম্

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

আন্তঃপুরিকং দাররক্ষিতকম্

('The women of the royal harem; and the keeping of one's own wife')

[বাৎস্যায়ন পরস্ত্রীসঙ্গমকারী ব্যক্তিদের চেষ্টা, রাজা ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্তঃপুরে পরনারীর সাথে সঙ্গমের প্রকারভেদ প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে আগে যে সব চিত্র এঁকেছেন তার দ্বারা বোঝানো হয়েছে, এইসব বর্ননা প'ড়ে এবং তার তাৎপর্য বুঝে লোকের কর্তব্য হবে, নিজ নিজ স্ত্রীর চরিত্র রক্ষার জন্য সচেতন হওয়া। আলোচ্য অধ্যায়ে বাৎস্যায়ন স্ত্রীলোককে রক্ষার উপায় নির্দেশ করেছেন এবং যাতে স্ত্রীলোক চরিত্রভ্রষ্টা না হয়, তার উপায়ও দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে রাজাদের পরগৃহ-প্রবেশ-নিষেধ-প্রসঙ্গে তাঁদের অন্তঃপুরের এবং অন্যের অন্তঃপুরের বৃত্তান্ত ও ব্যবস্থাপনাদি বিষয়ে বলা হচ্ছে।]

মূল। নান্তঃপুরাণাং রক্ষণযোগাৎ পুরুষসন্দর্শনং বিদ্যতে পত্যুশ্চৈকত্বাদনেকসাধারণত্বাচ্চ অতৃপ্তিঃ। তস্মাৎ তানি যোগত এব পরস্পরং রঞ্জয়েয়ুঃ।। ১।।

ধাত্রেয়িকাং সখীং বা পুরুষবদলঙ্কৃত্যাকৃতিসংযুক্তৈঃ কন্দমূলফলাবয়বৈঃ অপদ্রব্যৈর্বা আত্মাভিপ্রায়ং নিবর্তয়েয়ুঃ।। ২।।

পুরুষপ্রতিমা অব্যক্তলিঙ্গাশ্চাধিশয়ীরন্।। ৩।।

অনুবাদ। প্রথমে অন্তঃপুরিকাবৃত্ত আলোচিত হচ্ছে।

অন্তঃপুর পাহারাদার প্রভৃতিদের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় (এবং যে কোনও পরপুরুষ সেখানে প্রবেশ করতে না পারায়) অন্তঃপুরের নারীরা পরপুরুষ দেখার সুযোগ পায় না (এবং সে কারণে তাদের সাথে সম্ভোগে প্রবৃত্ত হ'তে পারে না); আবার রাণীরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু তাদের পতি (অর্থাৎ রাজা) মাত্র একজন; সেকারণে

একজন রাজার দ্বারা অনেক রাণীর কামনাবাসনা পূর্ণভাবে তৃপ্ত হ'তে পারে না। অতএব রাণীরা পুরুষসঙ্গের অভাবে পরস্পরে একজন আর একজনের সাথে বিভিন্ন প্রয়োগ ও উপায়-অনুসারে রতিক্রিয়া ক'রে তাদের কামবাসনার তৃপ্তি-সাধন করবে।

(এই সব উপায়-প্রয়োগের বিধান দেওয়া হচ্ছে—)

অন্তঃপুরের নারীরা তাদের ধাত্রীকন্যা, সখী বা দাসীকে পুরুষের মতো বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়ে পাশে রেখে শয়ন করবে এবং নিজেদের যোনিদেশের আকৃতি অনুসারে মূলো-প্রভৃতি কন্দ, গাজর প্রভৃতি মূল, শশা-কলা প্রভৃতি ফলের অবয়ব অর্থাৎ কৃত্রিম লিঙ্গ নির্মাণ করিয়ে (এবং সেগুলিকে শোধন ক'রে) নিজেদের যোনিদেশে প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিমসম্ভোগতৃপ্তি-রূপ নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করবে (পুরুষবেষধারিণী ধাত্রীদুহিতা প্রভৃতি পাশে থাকায় তারা সন্তুষ্ট হবে এই ভেবে যে, তারা পুরুষলিঙ্গের সাহায্যে কামাভিলাষ পূর্ণ করছে)।

তাছাড়া, অব্যক্তলিঙ্গা (অর্থাৎ দাঁড়ি-গোঁফ গজায় নি, ফলে নারীর মতো দেখতে এমন) পুরুষের প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে তার উপর শয়ন করবে (এবং মনে করবে পুরুষের সাথে যৌনসুখ উপভোগ করছে)। ১-৩।

মূল। রাজানশ্চ কৃপাশীলা বিনাপি ভাবযোগাদায়োজিতাপদ্রব্যা যাবদর্থমেকয়া রাত্র্যা বহ্বীভিরপি গচ্ছন্তি। যস্যাং তু প্রীতির্বাসক ঋতুর্বা তত্রাভিপ্রায়তঃ প্রবর্তন্ত ইতি প্রাচ্যোপচারাঃ।। ৪।।

স্ত্রীযোগেনৈব পুরুষাণামপ্যলব্ধবৃত্তীনাং বিযোনিষু বিজাতিষু স্ত্রীপ্রতিমাসু কেবলোপমর্দনাচ্চাভিপ্রায়নিবৃত্তির্ব্যাখ্যাতা।। ৫।।

অনুবাদ। রাজারা যদি তাঁদের বহু কামার্তা রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হন, অথচ ঐ রাজাদের তখন কামেচ্ছা নেই, তাহ'লে অপদ্রব্যের সাহায্যে (অর্থাৎ কটিতে আবদ্ধ কৃত্রিম লিঙ্গের দ্বারা, অথবা, কামোত্তেজনাজনক ওষুধ খেয়ে) যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ রাণীদের কামবাসনার তৃপ্তি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একরাত্রিতে বহু রাণীর সাথে সম্প্রয়োগ করতে পারেন। যে রাণীর উপর রাজার বিশেষ প্রীতি আছে বা **বাসক** আছে অর্থাৎ যে রাণী শয্যায় শায়িতা হ'লে রাজার কামোদ্রেক হয়, বা যে রাণী ঋতুস্নাতা, তাদের সাথে রাজা ক্রমানুসারে সম্প্রযোগ করবেন। প্রাচ্যদেশে এইরকম রীতি প্রচলিত ছিল।৪।

যে সব পুরুষ সম্ভোগের জন্য নারী সংগ্রহ করতে পারে না, তারা বিযোনিতে

অর্থাৎ দেওয়াল প্রভৃতিতে যোনির আকৃতিবিশিষ্ট গর্ত প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে, অথবা বিজাতীয় স্ত্রীভেড়া, স্ত্রীছাগল প্রভৃতি পশুর যোনিতে, বা, স্ত্রীলোকের মূর্তি নির্মাণ ক'রে তার যোনিতে, কিংবা, **কেবল-উপমর্দন** অর্থাৎ হস্তমৈথুন দ্বারা নিজের কামবাসনা তৃপ্ত ক'রে থাকে (মাটিতে সমানভাবে দুটি হাতের তালু রেখে উৎকটাসনে উপবেশন ক'রে লিঙ্গকে চেপে মর্দন করার বিধিকে **কেবল-উপমর্দন** বা সিংহাক্রান্ত বলা হয়)। ৫।

মূল। যোষাবেষাংশ্চ নাগরকান্ প্রায়েণান্তঃপুরিকাঃ পরিচারিকাভিঃ সহ প্রবেশয়ন্তি।। ৬।। তেষামুপাবর্তনে ধাত্রেয়িকাশ্চাভ্যন্তর-সংসৃষ্টা আয়তিং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রযতেরন্।। ৭।। সুখপ্রবেশিতামপসারভূমিং বিশালতাং বেশ্মনঃ প্রমাদং রক্ষিণামনিত্যতাং পরিজনস্য বর্ণয়েয়ুঃ।। ৮।। ন চাসদ্ভূতেনার্থেন প্রবেশয়িতুং জনমাবর্তয়েয়ুর্দোষাৎ।। ৯।।

অনুবাদ। অন্তঃপুরের নারীরা নগরের ভদ্রলোকগণকে স্ত্রীবেষ ধারণ করিয়ে পরিচারিকাগণের সাহয্যে প্রায়ই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে থাকে। সেই সব নাগরকদের সাথে অন্তঃপুররমণীদের সুখসম্ভোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য অন্তঃপুরের মধ্যে অবস্থিতা ধাত্রীকন্যাগণ ভবিষ্যতে উত্তম জিনিস লাভ করার লোভ দেখিয়ে পরিচারিকাদের উৎসাহিত করবে এবং তাদের দ্বারা নাগরকদের অন্তঃপুরে আনাবে। পরিচারিকারা নাগরকদের বোঝাবে—রাণীদের শয্যাগৃহে কেমনভাবে সুখে প্রবেশ করা যায়, কেমনভাবে সেখান থেকে অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করা যায়, রতিগৃহের কেমন বিশালতা, রক্ষীরা কোন্ কোন্ সময় অসাবধান থাকে, এবং রাজার পরিজনবর্গ কখন্ কখন্ অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু এই সব পরিচারিকারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে (অর্থাৎ অন্তঃপুরিকাদের যদি আগ্রহ না থাকে, 'তাদের আগ্রহ আছে'—এইরকম মিথ্যা ব'লে) ঐ নাগরককে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে উৎসাহিত করবে না, কারণ, তাহ'লে হানি হবে অর্থাৎ ঐ নাগরিক রাজপুরুষদের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হবে। ৬-৯।

মূল। নাগরকস্তু সুপ্রাপমপ্যন্তঃপুরমপায়ভুয়িষ্ঠত্বান্ন প্রবিশেদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ১০।।

সাপসারন্তু প্রমদবনাবগাঢ়ং বিভক্তদীর্ঘকক্ষমল্পপ্রমত্তরক্ষকং

প্রোষিতরাজকং কারণানি সমীক্ষ্য বহুশ আহুয়মানোঽর্থবুদ্ধ্যা কক্ষাপ্রবেশঞ্চ দৃষ্ট্বা তাভিরেব বিহিতোপায়ঃ প্রবিশেৎ।। ১১।। শক্তিবিষয়ে চ প্রতিদিনং নিষ্ক্রামেৎ।। ১২।।

অনুবাদ—(উপরিলিখিত আচারগুলি প্রচলিত থাকলেও) বাৎস্যায়ন মনে করেন, নাগরক-পুরুষের রাজান্তঃপুরে প্রবেশের যতই সুবিধা থাক না কেন, সেখানে প্রবেশ করা উচিত নয়, কারণ, তাতে পদে পদে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে।

তবে, যদি নাগরকের অন্য কোনও অর্থলাভাদি অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, বা, সে রাণীদের দ্বারা বহুবার আহূত হয়, তাহ'লে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ-নির্গমনের পথ ভালভাবে জেনে, অন্তঃপুরের পাশে ঘন প্রমদবন অর্থাৎ ক্রীড়া-প্রমোদ-উদ্যান আছে কিনা দেখে, অন্তঃপুরে আলাদা-আলাদা ও বিশাল ঘর আছে কিনা বুঝে, সেই অন্তঃপুর অল্পসংখ্যক ও অসাবধান রক্ষকযুক্ত কিনা তা জেনে, রাজা দেশের বাইরে আছেন কিনা সেই সংবাদ নিয়ে সেই নাগরক অন্তঃপুরের পথপ্রদর্শক দাসীদের সহায়তায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে। যদি রাণীদের অন্তঃপুরে প্রবেশ-নির্গমনের ঐ সব সুবিধা প্রতিদিন থাকে তাহ'লে নাগরিক রোজই অন্তঃপুরে আসা-যাওয়া করবে। ১০-১২।

মূল। বহিশ্চ রক্ষিভিরন্যদেব কারণমপদিশ্য সংসৃজ্যেত।। ১৩।। অন্তশ্চারিণ্যাঞ্চ পরিচারিকায়াং বিদিতার্থায়াং সক্তমাত্মানং রূপয়েৎ। তদলাভাচ্চ শোকম্।। ১৪।। অন্তঃপ্রবেশিনীভিশ্চ দূতীকল্পং সকলমাচরেৎ।। ১৫।। রাজপ্রণিধীংশ্চ বুধ্যেত।। ১৬।। দূত্যাস্ত্বসঞ্চারে যত্র গৃহীতাকারায়াঃ প্রযোজ্যায়া দর্শনযোগস্তত্রাবস্থানম্।। ১৭।। তস্মিন্নপি তু রক্ষিষু পরিচারিকাব্যপদেশঃ।। ১৮।। চক্ষুরনুবধ্নত্যা-মিঙ্গিতাকারনিবেদনম্।। ১৯।। যত্র সম্পাতোঽস্যাস্তত্র চিত্রকর্মণ-স্তদ্যুক্তস্যদ্ব্যর্থানাং গীতবস্তুকানাং ক্রীড়নকানাং কৃতচিহ্নানামাপীড়ক-স্যাঙ্গুলীয়কস্য চ নিধানম্।। ২০।। প্রত্যুত্তরং তয়া দত্তং প্রপশ্যেৎ। ততঃ প্রবেশনে যতেত।। ২১।।

অনুবাদ। [যে নাগরক রাণীদের দ্বারা অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য আহূত হবে না এবং নিজ থেকেই এইরকম অপকর্মে প্রবৃত্ত হ'তে চায়, তার আচরণ বর্ণিত হচ্ছে—] অন্তঃপুরে প্রবেশ-ব্যাপারে অনাহূত নাগরক কোনও কারণের অর্থাৎ কাজের

ছলে বাইরের রক্ষীদের সাথে মেলামেশা করবে। যে অন্তঃপুরবাসিনী পরিচারিকা (অনাহূত-) নাগরকের প্রকৃত অভিপ্রায় জানে, সেই পরিচারিকার প্রতি নাগরক নিজের অনুরাগের কথা রক্ষীদের কাছে প্রকাশ করবে। তাকে না পাওয়ায় দুঃখও প্রকাশ করবে (ফলে, রক্ষীরা তার প্রতি অনুকূল হ'য়ে তাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেবে; রক্ষীরা বুঝতে পারবে না এই সুযোগে ঐ নাগরিক রাণীদের সাথে সহবাস করবে)। যে নারীর বাইরে থেকে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার আছে, তাকে দিয়ে ঐ নাগরক পূর্বোক্ত উপায়ে দূতীর কাজ সম্পাদন করাবে। আশে পাশে রাজার যে সব গুপ্তচর আছে, ঐ নাগরক (আত্মরক্ষার জন্য) তাদের চিনে রাখবে (এবং সাবধান হবে)। যদি কোনও দূতীর সঞ্চরণ-সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে যেখানে গৃহীতাকারা (অর্থাৎ ভাবভঙ্গী প্রদর্শনকারিণী) অন্তঃপুরিকার (অর্থাৎ রাণীর) দৃষ্টি পড়তে পারে, অন্তঃপুরের বাইরে সেরকম জায়গায় ঐ নাগরিক অবস্থান করবে। সেখানেও যদি রক্ষী উপস্থিত হয়, তবে পরিচারিকার নামই করবে (অর্থাৎ বলবে, আমি পরিচারিকাকে দেখছি, যাকে আমি ভালবাসি)। যদি অভিলষিতা রাণী বাইরে অপেক্ষমাণ নাগরকের উপর বার বার দৃষ্টি দিতে থাকে, তাহ'লে নাগরকও নিজের ইঙ্গিত-আকার নিবেদন করবে। অন্তঃপুরবাসিনী পরিচারিকার (যে পরিচারিকা নাগরিকের অভিপ্রায় জানে, তার) সঞ্চরণস্থানে (অর্থাৎ দেওয়াল প্রভৃতির গায়ে) ঐ নাগরিক অভিলষিতা রাণীর আকৃতিযুক্ত চিত্র, শ্লেষার্থব্যঞ্জক গীতলিপি, ঐ রাণীর প্রতি প্রীতিব্যঞ্জক নখ ও দশনচিহ্নিত খেলনা, সেইরকম আপীড়ক অর্থাৎ মাথায় পরার মালা এবং নিজ নামাঙ্কিত আঙ্‌টি রেখে দেবে (এবং পরিচারিকা ঐগুলি নিয়ে গিয়ে রাণীকে দেখাবে)। ঐ পরিচারিকার হাত দিয়ে পাঠানো রাণীর প্রত্যুত্তর ঐ নাগরিক দেখবে, এবং তারপর অন্তঃপুরে প্রবেশের চেষ্টা করবে। ১৩-২১।

মূল। যত্র চাস্যা নিয়তং গমনমিতি বিদ্যাৎ তত্র প্রচ্ছন্নস্য প্রাগেবাবস্থানম্।। ২২।। রক্ষিপুরুষরূপো বা তদনুজ্ঞাতবেলায়াং প্রবিশেৎ।। ২৩।। আস্তরণপ্রাবরণবেষ্টিতস্য বা প্রবেশনির্হারৌ।। ২৪।। পুটাপুটযোগৈর্বা নষ্টচ্ছায়ারূপঃ।। ২৫।। তত্রায়ং প্রয়োগঃ—নকুলহৃদয়ং চোরকতুম্বীফলানি সর্পাক্ষীণি চান্তর্ধূমেন পচেৎ। ততোঽঞ্জনেন সমভাগেনোদকেন পেষয়েৎ। অনেনাভ্যক্তনয়নো নষ্টচ্ছায়ারূপশ্চরতি।। ২৬।। (অন্যৈশ্চ জলব্রহ্মক্ষেমশিরঃ-প্রণীতৈর্বাহ্যপাণকৈ র্বা)।

রাত্রিকৌমুদীষু চ দীপিকাসংবাধে সুরঙ্গয়া বা।। ২৭।।

অনুবাদ। যেখানে নাগরকের অভিলষিতা-রাণীর দাসী প্রতিদিন যাতায়াত করে, তা জানলে, সেখানে সে আগে থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে (অর্থাৎ লুকিয়ে) অবস্থান করবে। অথবা, রক্ষিপুরুষের মতো সজ্জা ক'রে, সেই রক্ষিপুরুষের যে সময়ে প্রাসাদে প্রবেশ করার কথা সেই সময়ে ঐ নাগরিক রাণীমহলে প্রবেশ করবে। অথবা ঐ প্রেমিক -নাগরক আস্তরণ-প্রাবরণ বেষ্টিত হ'য়ে (concealed in a folded bed or bed-covering) প্রবেশ বা নির্গমন করবে। অথবা, পুট ও অপুট নামক তান্ত্রিক-যোগের দ্বারা নিজের ছায়া ও রূপ অদৃশ্য ক'রে রাণীমহলে প্রবেশ ও সেখান থেকে নির্গমন করবে। **পুটাপুট-প্রয়োগ** যথা—নকুলের হৃদয়, চোর-তুম্বী-ফল ও সাপের চোখ—এই তিনটিকে নির্ধূম অগ্নিতে তাপিত করবে; তারপর সমভাগ অঞ্জনের সাথে মিশিয়ে পেষণ করবে; এই পিষ্ট দ্রব্য চোখে লাগিয়ে যে ব্যক্তি বিচরণ করবে, তার রূপ ও ছায়া কেউ দেখতে পাবে না। (অথবা, এর অতিরিক্ত জলব্রহ্ম ও ক্ষেমশিরঃপ্রণীত বাহ্যপানকদ্বারা নিজেকে অদৃশ্য ক'রে ঐ ভাবে প্রবেশ করবে)। অথবা, কৌমুদীমহোৎসবে প্রদীপমালা নিয়ে যখন মেয়েরা এদিক্-ওদিক্ যাওয়া-আসা করবে, তখন তাদের দলে মিশে (দীপধারিণী বা দাসীর বেষে) রাণীমহলে প্রবেশ করবে অথবা সুরঙ্গের গুপ্ত পথ দিয়ে প্রবেশ ও নির্গম করবে। ২২-২৭।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

দ্রব্যাণামপি নির্হারে যানকানাং প্রবেশনে।
আপানকোৎসবার্থেঽপি চেটিকানাঞ্চ সম্ভ্রমে।। ২৮।।
ব্যত্যাসে বেশ্মনাং চৈব রক্ষিণাঞ্চ বিপর্যয়ে।
উদ্যানযাত্রাগমনে যাত্রাতশ্চ প্রবেশনে।। ২৯।।
দীর্ঘকালোদয়াং যাত্রাং প্রোষিতে চাপি রাজনি।
প্রবেশনং ভবেৎ প্রায়ো যূনাং নিষ্ক্রমণং তথা।। ৩০।।

অনুবাদ। রাণীমহলে প্রবেশ-নির্গমন-বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে—

বড় কাঠজাতীয় দ্রব্যের রাজভবনে প্রবেশ ও নির্গমনকালে বহনকারীদের মধ্যে নাগরক নিজে অবস্থান ক'রে তাদের সাথে প্রবেশ ও নির্গমন করবে। এই রকম যানবাহনের নির্গম-প্রবেশের সময়, মদ্যপানগোষ্ঠীর উৎসবে (drinking festivals)

যাতায়াতকারী লোকদের সাথে, কাজে ব্যস্ত রাজভবনস্থ দাসীদের যাতায়াতের সময়, অন্তঃপুরের রাণীদের বাসস্থান পরিবর্তনের সময়, রক্ষীপুরুষদের স্থান পরিবর্তনের সময়, রাজমহিষীদের উদ্যানে ও যাত্রায় (উৎসবাদিতে) গমনকালে ('when the king's wives go to gardens or fairs'), যখন তারা সেই উদ্যান ও যাত্রা থেকে রাজমহলে প্রবেশ করবে সেই সময় এবং রাজা যখন দীর্ঘকালীন যুদ্ধাদি বা তীর্থস্থানাদি-যাত্রার জন্য বিদেশে থাকবেন সেই সময়ে, যুবকগণের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ ও নির্গমন হ'য়ে থাকে।২৮-৩০।

মূল। পরস্পরস্য কার্যাণি জ্ঞাত্বা চান্তঃপুরালয়াঃ।

এককার্যাস্ততঃ কুর্যুঃ শেষাণামপি ভেদনম্।। ৩১।।

দূষয়িত্বা ততোঽন্যোন্যমেককার্যার্পণে স্থিরঃ।

অভেদ্যতাং গতঃ সদ্যো যথেষ্টং ফলমশ্নুতে।। ৩২।।

অনুবাদ। অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের কাজ (অর্থাৎ কামক্রীড়ার রহস্য) জানার পর সংগঠিত (অর্থাৎ এককার্যাবলম্বিনী) হ'য়ে যাবে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজ সিদ্ধ করতে (অর্থাৎ পরপুরুষের সাথে সহবাস করতে) নিশ্চয় ক'রে অবশিষ্ট অন্তঃপুরিকাগণকেও একে একে নিজেদের দলে নিয়ে আসবে। এইভাবে একে অন্যের চরিত্র দূষিত করার পর যখন সব স্ত্রীলোকেরা একরকম আচরণ করতে থাকে, তখন একজন অন্যের থেকে ভিন্ন না হ'য়ে সকলেই অভীষ্ট ফল লাভ ক'রে থাকে। (প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরিকাবৃত্ত এইরকম)। ৩১-৩২।

মূল। তত্র রাজকুলচারিণ্য এব লক্ষণ্যান্ পুরুষানন্তঃপুরং প্রবেশয়ন্তি নাতিসুরক্ষত্বাদাপরান্তিকানাম্।। ৩৩।।

ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকৈরন্তঃপুররক্ষিভিরেবার্থং সাধয়ন্ত্যাভীরকাণাম্।। ৩৪।।

প্রেষ্যাভিঃ সহ তদ্বেষান্নাগরকপুত্রান্ প্রবেশয়ন্তি বাৎসগুল্মকানাম্।। ৩৫।।

স্বৈরেব পুত্রৈরন্তঃপুরাণি কামচারৈর্জননীবর্জমুপযুজ্যন্তে বৈদর্ভকাণাম্।। ৩৬।।

অনুবাদ। (দেশভেদে প্রকাশ্যভাবে ব্যাভিচারবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে—)।

প্রাচীন অপরান্তকদেশের রাজান্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা সুলক্ষণ (ও চণ্ডবেগ)

পরপুরুষগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাতো, কারণ, সেখানকার অন্তঃপুররক্ষার ব্যবস্থা তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না।

প্রাচীন **আভীরকদেশের** অন্তঃপুররমণীরা অন্তঃপুররক্ষী ক্ষত্রিয়দের সাথে সহবাস ক'রে নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধি করত।

প্রাচীন দক্ষিণাপথের **বৎসগুল্মক** দেশে দাসীদের বেষে সজ্জিত নাগরিকপুত্রগণকে দাসীরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করাতো (এবং তারা রাণীদের সাথে সহবাস করত)।

প্রাচীন **বিদর্ভদেশের** রাণীরা একমাত্র নিজেদের গর্ভোৎপন্ন রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ ক'রে অন্যান্য সব কামাসক্ত রাজপুত্রদের সাথে সহবাস করত। ৩৩-৩৬।

মূল। তথা প্রবেশিভিরেব জ্ঞাতিসম্বন্ধিভির্নান্যৈরুপযুজ্যন্তে স্ত্রৈরাজকানাম্।। ৩৭।।

ব্রাহ্মণৈর্মিত্রৈর্ভৃত্যৈর্দাসচেটৈশ্চ গৌড়ানাম্।। ৩৮।।

পরিস্কস্পান্দাঃ কর্মকরাশ্চান্তঃপুরেষ্বনিষিদ্ধা অন্যেঽপি তদ্রূপাশ্চ সৈন্ধবানাম্।। ৩৯।।

অর্থেন রক্ষিণমুপগৃহ্য সাহসিকাঃ সংহতাঃ প্রবিশন্তি হৈমবতানাম্।। ৪০।।

অনুবাদ। স্ত্রীরাজ্যে দেখতে পাওয়া যেত, অন্তঃপুরে প্রবেশে সক্ষম জ্ঞাতি-সম্বন্ধীদের সাথে অন্তঃপুররমণীরা অভিগমন করত, অন্যের সাথে নয়।

গৌড়দেশের অন্তঃপুরের রাণীরা সেখানকার ব্রাহ্মণ, বন্ধুবান্ধব, ভৃত্য, গর্ভদাস এবং অন্যান্য দাসের সাথে অবৈধ সম্বন্ধ করত।

প্রাচীন **সিন্ধুদেশের** অন্তঃপুরের রাণীরা সেখানকার কর্মকরদের সাথে—যাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ অবাধ, তাদের এবং তাদের মতো অন্যান্যদের সাথে অভিগমন করত।

প্রাচীন **হিমালয়** প্রদেশে প্রচলিত ছিল, সেখানকার রক্ষীদের অর্থের দ্বারা বশীভূত ক'রে সাহসী নাগরিকগণ দলবদ্ধ হ'য়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করত (এবং রাণীদের সাথে সহবাস করত)। ৩৭-৪০।

মূল। পুষ্পদাননিয়োগাৎ নগরব্রাহ্মণা রাজবিদিতমন্তঃপুরাণি গচ্ছন্তি। পটান্তরিতশ্চৈষামালাপঃ। তেন প্রসঙ্গেন ব্যতিকরো ভবতি বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গ

কানাম্।। ৪১।। সংহত্য নবদশেত্যেকৈকং যুবানং প্রচ্ছাদয়ন্তি প্রাচ্যানামিতি। এবং পরস্ত্রিয়ঃ প্রকুর্বীত। ইত্যন্তঃপুরিকাবৃত্তম্।। ৪২।।

অনুবাদ। বঙ্গ, অঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে দেখা যেত, সেই সেই নগরে যে সব ব্রাহ্মণেরা বাস করত, তারা ফুল সরবরাহ করতে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করতে রাজার দ্বারা নিযুক্ত হত, এবং ঐ নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা রাজার জ্ঞাতসারেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করত। সেই সময় রাণীদের সাথে তাদের পর্দার আড়ালে কথাবার্তা হত এবং সেই প্রসঙ্গে রাণীদের সাথে তাদের সম্প্রয়োগ হত। প্রাচ্যদেশের রীতি ছিল, সেখানে আট-দশজন অন্তঃপুরিকা মিলে এক একজন চণ্ডবেগ তরুণকে লুকিয়ে রাখত (এবং তাদের সাথে যৌনক্রীড়া ক'রে তাদের বিদায় দিত)। যারা পরস্ত্রীর সাথে সম্প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, তারা উপরি উক্ত বিভিন্ন উপায়ে পরস্ত্রী সম্ভোগ করবে।

এখানে **অন্তঃপুরিকাবৃত্তান্ত** সমাপ্ত। ৪১-৪২।

মূল। এভ্য এব কারণেভ্যঃ স্বদারান্ রক্ষেৎ।। ৪৩।।

কামোপধাশুদ্ধান্ রক্ষিণোঽন্তঃপুরে স্থাপয়েদিত্যাচার্যাঃ।। ৪৪।। তে হি ভয়েন চার্থেন চান্যং প্রযোজয়েয়ুস্তস্মাৎ কামভয়ার্থোপধাশুদ্ধান্ ইতি গোণিকাপুত্রঃ।। ৪৫।। ধর্মোপধাশুদ্ধানিতি গোনর্দীয়ঃ।। ৪৬।। অদ্রোহো ধর্মস্তমপি ভয়াৎ জহ্যাদতো ধর্মভয়োপধাশুদ্ধান্ ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ। [আগের অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অন্তঃপুরবৃত্তান্ত উপদিষ্ট হয়েছে। সেখানে অন্তঃপুরে রাণীদের দুরাচারের কথাই বিশেষভাবে কথিত হয়েছে। অন্তঃপুরের এইসব দুরাচারের প্রতিবিধানের জন্য এখন **দাররক্ষিতক** প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া নাগরক যেমন পরস্ত্রীতে অভিগমনের দ্বারা তাকে দূষিত করতে পারে, সেইরকম তার স্ত্রীকেও অন্য লোক দূষিত করতে পারে।] এইসব কারণে, নিজের দারকে বা স্ত্রীকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। [অন্ত-পুরের রক্ষা ব্যবস্থাই রাজাদের পক্ষে দাররক্ষার প্রধান উপায়, এই রক্ষাব্যবস্থা-বিধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা উচিত, তা বলা হচ্ছে-] কামবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রক্ষিগণকে রাজান্তঃপুরে স্থাপন করতে হবে।—এটি **পূর্ববর্তী আচার্যদের** অভিমত। ("old authors say that a king should select for sentinels in his harem such men as have their freedom from carnal desires well tasted")। **গোণিকাপুত্র**

বলেন, সেই সব রক্ষী কামবিষয়ে সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও আবার ভয়ে বা অর্থলোভে অন্য পুরুষকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাতে পারে; তাই **কামোপধা** (কামবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ), **ভয়োপধা** (ভয়বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) ও **অর্থোপধা** (অর্থাবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) —এই তিন পরীক্ষার দ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তিগণকে অন্তঃপুরে নিয়োগ করতে হবে। **আচার্য গোনর্দীয়** বলেন, **ধর্মোপধাশুদ্ধ** রক্ষিগণকে অন্তঃপুরে স্থাপন করবে (অর্থাৎ রাজার অন্তঃপুর উপযুক্তভাবে রক্ষা না করা একপ্রকার **রাজদ্রোহ**। রাজদ্রোহ অধর্মেরই নামান্তর। কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসী কোনও রক্ষী নিজের জ্ঞাতসারে এইরকম অধর্মাচরণ করেন না। অতএব এইরকম রক্ষীকেই অন্তঃপুর- রক্ষার জন্য প্রয়োজন। **বাৎস্যায়ন** বলেন, অদ্রোহ ধর্মেরই অন্তর্গত, কিন্তু রক্ষীরা ভয়বশতঃ সেই ধর্মকেও পরিত্যাগ ক'রে থাকে; এই কারণে ধর্মোপধাশুদ্ধ ও ভয়োপধাশুদ্ধ রক্ষিগণকে অন্তঃপুরে স্থাপন করবে।

[উপধার দ্বারা শুদ্ধি ও অশুদ্ধিজ্ঞান কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ১ম অধিকরণের ১০ম অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। তার মর্মার্থ নীচে প্রদর্শিত হল। **উপধা** = ছল। **কামোপধা**— যে পরিব্রাজিকার অন্তঃপুরে যথেষ্ট সম্মান আছে এবং যাকে অন্য সকলেও বিশ্বাস করে, রাজার আদেশে তিনিই কামোপধা করবেন। তিনি একজন পুরুষের কাছে গিয়ে ছল ক'রে বলবেন,—রাজমহিষী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী এবং তিনি মিলনের উপায় সমস্তই স্থির করে রেখেছেন, এ কাজে তোমার প্রচুর অর্থলাভও হবে—এটি **কামোপধা**। যে পুরুষ অবিচলিতভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, সে-ই **কামোপধাশুদ্ধ**। **ভয়োপধা**— কারাগৃহে রাজা পূর্ব থেকেই একজনকে ছল ক'রে বন্দী করে রাখবেন, পরে আর কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে বন্দী ক'রে সেই কারাকক্ষেই রাখবেন। সেই স্থানে পূর্ববন্দী এক একজনকে গুপ্তভাবে বলবে,— এই রাজা অতি অবিচারক—অসৎ, একে নিহত ক'রে আমরা অন্য কাউকে রাজ্য প্রদান করব। সকলেরই মত আছে, তোমার কি মত? এটি **ভয়োপধা**। এই প্রস্তাবে অবিচলিতভাবে যে অসম্মতি প্রদান করবে, সেই **ভয়োপধাশুদ্ধ**। **অর্থোপধা**— সেনাপতি কোনও ছলে রাজার কাছে অত্যন্ত অপমানিত হবেন, এবং সেই অবমাননার প্রতিকারের জন্য বহু অর্থ প্রদান ক'রে রাজার বিনাশার্থ এক এক ব্যক্তিকে উত্তেজিত করবেন এবং বলবেন,— আমরা সকলেই এক মত। তোমার এ বিষয়ে কি মত বল, এটি **অর্থোপধা**। অবিচলিতভাবে যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, সে **অর্থোপধাশুদ্ধ**। **ধর্মোপধা**— রাজা পূর্ব পরামর্শ মত পুরোহিতকে অযাজ্যযাজনে আদেশ করবেন। পুরোহিত সে আদেশ অগ্রাহ্য করলে রাজা তাকে তিরস্কার করবেন, তখন পুরোহিত

অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে একে একে বলবেন,— এ রাজা অধার্মিক, এঁর কারাগারে রুদ্ধ এঁরই জ্ঞাতি একজন ধার্মিক রাজপুত্র আছেন, আমরা তাঁকেই রাজা করতে চাই। আমার এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত, তোমার মত কি? এটি **ধর্মোপধা**। এই প্রস্তাব অবিচলিতভাবে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে **ধর্মোপধাশুদ্ধ**। এই যে উপধাশুদ্ধি, এর দ্বারা রক্ষিবর্গের উপধাশুদ্ধি বুঝে নেবে অর্থাৎ কামোপধাশুদ্ধির ক্ষেত্রে রাজমহিষী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী, ক্ষেত্রবিশেষে এতদূর পর্যন্ত বলতে হবে না; অমুক সুন্দরী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী ইত্যাদি বললেও পারদার্যে পাপ বিবেচনা ক'রে যে রক্ষী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, সে **কামোপধাশুদ্ধ**। রাজারই আদেশে কয়েকজন অপরিচিত বলিষ্ঠ ব্যক্তি একজনকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে কোনও অকাজে সাহায্য করার জন্য বলবে, তাতে অস্বীকার করলে তাকে বন্ধন করবে, জ্বলন্ত অনলে প্রক্ষেপ করার সমস্ত আয়োজন করবে, তবুও যদি সেই লোক অকার্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহ'লে তাকে **ভয়োপধাশুদ্ধ** ব'লে জানবে, এইভাবে অর্থোপধাশুদ্ধ ও ধর্মোপধাশুদ্ধ স্থির করা যেতে পারে। ৪০-৪৭।।

মূল। পরবাক্যাভিধায়িনীভিশ্চ গূঢ়াকারাভিঃ প্রমদাভিরাত্মদারানুপদধ্যাৎ শৌচাশৌচপরিজ্ঞানার্থম্ ইতি বাভ্রবীয়াঃ।।৪৮।।

দুষ্টানাং যুবতিষু সিদ্ধত্বান্নাকস্মাদদুষ্টদূষণমাচরেদিতি বাৎস্যায়নঃ।।৪৯।।

অনুবাদ। বাভ্রব্য-মতাবলম্বিগণ বলেন, রাজার গুপ্ত আজ্ঞাকারিণী স্ত্রীলোকেরা অন্য নায়কের দূতীর কর্মসম্পাদনের ছলে সেই নায়কের কথা রাণীকে বলবে [রাণী যেন জানতে না পারে, ঐ স্ত্রীলোকেরা রাজার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে। ঐ স্ত্রীলোকেরা নায়কের দূতী সেজে রাণীর কাছে এসে বলবে, 'অমুক লোক তোমাতে খুব অনুরক্ত; সে তোমাকে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ইত্যাদি']। রাজার দ্বারা এমন আচরণের উদ্দেশ্যে, রাণী শুদ্ধা কি অশুদ্ধা, তার পরীক্ষা। ৪৮।

বাৎস্যায়ন বলেন, মানসিক দুর্বলতার ফলে নিজেদের বিনাশের কারণ সব যুবতীর মধ্যে বিদ্যমান, এই জন্য পরীক্ষা বিধেয়। কিন্তু অকস্মাৎ ঐ সব যুবতীকে পরীক্ষা করতে যাবে না, কারণ, তার ফলে অদুষ্টা যুবতীও দূষিত হ'য়ে যেতে পারে। অতএব যে দুষ্ট ব'লে সন্দেহের বিষয় নয়, পরীক্ষার ছলে তার দূষণ করা উচিত নয়। ৪৯।

মূল। অতিগোষ্ঠী নিরঙ্কুশত্বং ভর্তুঃ স্বৈরতা পুরুষৈঃ সহানিয়ন্ত্রণতা। প্রবাসেঽবস্থানং বিদেশে নিবাসঃ স্ববৃত্ত্যুপঘাতঃ স্বৈরিণীসংসর্গঃ

পত্যুরীর্ষ্যালুতা চেতি স্ত্রীণাং বিনাশকারণানি।। ৫০।।

অনুবাদ। অতিগোষ্ঠী, নিরঙ্কুশত্ব, স্বামীর স্বৈরাচার, পুরুষগণের সাথে অবাধে মিশ্রণ, স্বামী প্রবাসে থাকলে একাকিনী অবস্থিতি, স্বামীর বিদেশে নিবাস, শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নংসংস্থানের অভাব, স্বৈরিণী-সংসর্গ এবং স্বামীর ঈর্ষালুতা এই কয়টি স্ত্রীগণের চরিত্রদোষের হেতু।

[**অতিগোষ্ঠী**—বহু স্ত্রীলোকের সাথে মিলে হাস্য-পরিহাস, রসালাপ, পানসেবা ইত্যাদি কাজ আসক্তির সাথে বহুবার অনুষ্ঠান করা। **নিরঙ্কুশত্ব**—কারও প্রভুত্ব স্বীকার না করা। **ভর্তার স্বৈরাচার**—শাস্ত্র বা সমাজ কিছুই না মেনে স্বামী যদি নিজের ইচ্ছানুসারে আহার-বিহার করে। স্বামীকে এই শাস্ত্র ও সমাজলঙ্ঘনে নির্ভয়ে প্রবৃত্ত দেখলে তার পত্নীরও সেইরকম দুঃসাহস হয়, নিজেও লালসা-চরিতার্থতার জন্য এইরকম ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করে না। **স্বামীর ঈর্ষালুতা**—অকারণে পত্নীর ব্যভিচার আশঙ্কা]। ৫০।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

মূল। সংদৃশ্য শাস্ত্রতো যোগান্ পারদারিকলক্ষিতান্।
ন যাতি ছলনাং কশ্চিৎ স্বদারান্ প্রতি শাস্ত্রবিৎ।। ৫১।।

অনুবাদ। শাস্ত্রানুসারে পারদারিক অধিকরণে বর্ণিত যোগসমূহ দর্শন অর্থাৎ অধ্যয়ন ক'রে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজের পত্নী সম্বন্ধে অন্যের নিকট ছলনা-প্রাপ্তি হন না (এবং নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে ছলনা-প্রাপ্ত হন না)। ৫১।

মূল। পাক্ষিকত্বাৎ প্রয়োগাণামপায়ানাঞ্চ দর্শনাৎ।
ধর্মার্থয়োশ্চ বৈলোম্যান্নাচরেৎ পারদারিকম্।। ৫২।।

অনুবাদ। প্রয়োগ **পাক্ষিক** অর্থাৎ উপায়-প্রয়োগে ফল হ'তেও পারে, নাও পারে; **অপায়** অর্থাৎ অনিষ্ট প্রায়ই দেখা যায়; ধর্মের প্রতিকূলতা এবং অর্থক্ষতি তো আছেই; অতএব **পারদারিক কর্ম** বা পারদার্য অর্থাৎ পরস্ত্রীগ্রহণ কদাচ করবে না। ৫২।

মূল। তদেতদ্দারগুপ্ত্যর্থমারব্ধং শ্রেয়সে নৃণাম্।
প্রজানাং দূষণায়ৈব ন বিজ্ঞেয়োঽস্য সংবিধিঃ।।৫৩।।

অনুবাদ। এই পারদারিক-প্রকরণ মানবসমাজের মঙ্গলার্থ এবং দাররক্ষার জন্য আরব্ধ হয়েছে। প্রজাগণের দূষণার্থ এই বিধানকে গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ সমাজের দোষ উপস্থাপিত করার জন্য এই পারদারিক প্রকরণের প্রচার নয়।

[দূতীর কাজ, পরস্ত্রীগ্রহণে প্রবৃত্ত নায়কের আকার ইঙ্গিত, পরকীয়ার আকার

ইঙ্গিত, অন্তঃপুরে প্রবেশের যোগাযোগ ইত্যাদি যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা বেশ বুঝতে পারা যায়, এইরকমভাবে স্ত্রীলোকের চরিত্রভ্রংশ হ'য়ে থাকে, পুরুষও পরস্ত্রীগ্রহণে কলুষিত হয়। যে এই দোষ নিবারণে সচেষ্ট হবে, তার এই সকল ছিদ্র সম্পূর্ণ জানা উচিত। জানলে এই সব ছিদ্র নিবারণ সে অনায়াসে করতে পারে। রাজাদের যে এবিষয়ে অন্যায্য আচরণ দেখা যায়, তা যে রাজার পক্ষে অকর্তব্য, বাৎস্যায়ন তা স্পষ্ট করে বলেছেন। দারগুপ্তি-র স্থানে **দ্বারগুপ্তি** পাঠ থাকলে অর্থ হবে, যে পথ দিয়ে দোষ আসতে পারে, সেই পথের রোধ]।৫৩।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেঽধিকরণে আন্তঃপুরিকং দাররক্ষিতকং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

পারদারিক নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত।।

সাম্প্রযোগিক-নামক

ষষ্ঠ অধিকরণ

সাম্প্রযোগিক অধিকরণ হ'ল স্ত্রীপুরুষের মিলন-ব্যাপার। এই অধিকরণে দশটি অধ্যায় এবং সতেরোটি প্রকরণ আছে। এই সপ্তদশ প্রকরণের নাম এবং কোন্ অধ্যায়ে কোন্ প্রকরণ আছে, তা "সাধারণ" নামক ১ম অধিকরণের ১ম অধ্যায়ে **শাস্ত্রসংগ্রহ** প্রকরণে বলা হয়েছে। দশটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হ'ল—

প্রথম অধ্যায়। পুরুষ তিন প্রকার—শশ, বৃষ এবং অশ্ব। হ্রস্বাঙ্গ শশ, মধ্যাঙ্গ বৃষ এবং দীর্ঘাঙ্গ অশ্ব। রমণী তিন প্রকার— মৃগী, বড়বা ও হস্তিনী। হ্রস্ব, মধ্য ও বৃহৎ—অঙ্গ দ্বারা এই ভেদও লক্ষ্য। শশ পুরুষের মৃগী রমণী, বৃষ পুরুষের বড়বা রমণী, এবং অশ্ব পুরুষের হস্তিনী রমণী উপযুক্ত, শশ ও হস্তিনীর বা মৃগী ও অশ্বের মিলন একান্ত বিসদৃশ; বৃষ-হস্তিনী-সংযোগ বা বড়বা-অশ্ব-সংযোগ মধ্যম। বিসদৃশ ও মধ্যমস্থলেও উপায়যোগে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা অন্য অধ্যায়ে আছে। উপযুক্ত, বিসদৃশ ও মধ্যম মিলনে, নয় রকম কামোপভোগ হয়, ভাবভেদে এবং কালভেদেও কামোপভোগ নয় রকম ক'রে আঠার রকম হয়। সর্বমোট সাতাশ রকম সঙ্গম-আনন্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়। চৌষট্টি কলা পুরুষ-নারীর মিলনের অনুকূল ব'লে এই মিলনের নামও **চতুঃষষ্টি** এটি একটি মত; মিলনাঙ্গ আলিঙ্গনাদি চৌষট্টি প্রকার ব'লে মিলনের নাম **চতুঃষষ্টি**, এটি **বাভ্রব্যের মত**; এই চতুঃষষ্টির নামান্তর **পাঞ্চালিকী**। এইরকম চতুঃষষ্টির সংজ্ঞা-বিচার আছে, তার পর বাভ্রব্যমতে আটরকম আলিঙ্গন বর্ণিত; স্পৃষ্টক, বিদ্ধক, উদ্‌ঘৃষ্টক, পীড়িতক, লতাবেষ্টিতক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক ও ক্ষীরনীরক। **সুবর্ণনাভ**-মতে আরও চার রকম বেশী আছে; তা একাঙ্গাশ্রিতা, সংবাহন ও আলিঙ্গনের অন্তর্গত; এরকম কারো কারো মত বটে কিন্তু বাৎস্যায়ন এই মত খণ্ডন করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়। চুম্বন, ললাট প্রভৃতি আটটি অঙ্গে প্রধানতঃ ব্যবস্থিত; অঙ্গ-ভেদমূলক চুম্বন ভেদ—তাতে আটরকম চুম্বন হয়, এছাড়া অবান্তর ভেদ অনেক; চুম্বন দ্যূত, পণ ও কলহ প্রভৃতিও বর্ণিত আছে।

চতুর্থ অধ্যায়। নখক্ষত আটরকম— (১) আচ্ছুরিতক, (২) অর্দ্ধচন্দ্র, (৩) মণ্ডল, (৪) রেখা, (৫) ব্যাঘ্রনখ, (৬) ময়ূর-পদক, (৭) শশপ্লুতক এবং (৮) উৎপলপত্রক। নখচিহ্ন, স্থান-দেশভেদে নখের বিভিন্ন স্বরূপ, গৌড়ীয়গণের নখসৌন্দর্যের,

দাক্ষিণাত্যগণের নখকর্মসহিষ্ণুতার ও মহারাষ্ট্রগণের নখ বিচক্ষণতার দ্যোতক। আচ্ছুরিতক প্রভৃতির লক্ষণ মূলে বর্ণিত।

পঞ্চম অধ্যায়। দশনক্ষত আটরকম— (১) গূঢ়ক, (২) উচ্ছূনক, (৩) বিন্দু, (৪) বিন্দুমালা, (৫) প্রবালমণি, (৬) মণিমালা, (৭) খণ্ডাভ্রক এবং (৮) বরাহ-চর্বিতক। নখদশনের চিহ্ন—সঙ্কেতের জন্যও প্রয়োজন হয়। দেশবিশেষে বিভিন্ন প্রকার উপচার প্রচলিত, —মিলনের অঙ্গীভূত আচরণই উপচার, ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা বর্ণিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়। আটরকম শয়ন— (১) সমপৃষ্ঠ, (২) উৎফুল্লক, (৩) বিজৃম্ভিতক, (৪) ইন্দ্রাণিক, (৫) সংপুটক, (৬) পীড়িতক, (৭) বেষ্টিতক এবং (৮) বাড়বক। **সুবর্ণনাভ**-মতে শয়নের অন্য সংজ্ঞা ও স্বরূপ আছে। মৃগী, বড়বা ও হস্তিনী নায়িকা কোথায় কিভাবে শয়ন করবে, এই সব বিষয়ের উপদেশ আছে। শয়নের উদ্দেশ্য ও তৎপ্রসঙ্গে যে ভাব-বৈচিত্র্য, তাও বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়। নায়ক-নায়িকার কলহ ও প্রহার-বর্ণনা; প্রহার-ফলে চোলরাজের স্ত্রীহত্যা-বৃত্তান্ত আছে। সীৎকার ও আটরকম বিরুতের বর্ণনা আছে।

অষ্টম অধ্যায়। রমণীর পুরুষবৎ প্রবৃত্তি, ভাবলক্ষণ, পুরুষের উপসর্পণ-প্রকার বর্ণিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়। ক্লীব দুরকম—স্ত্রীরূপী এবং পুরুষরূপী; ক্লীবের জীবিকানির্বাহার্থ অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে। বারাঙ্গনার ন্যায় শুল্কগ্রহণে দ্বিবিধ ক্লীবই নিজ শরীর বিক্রয় করত। তার অদ্ভুত কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়। মিলন, মিলনান্ত ভোগ, মান, মানভঞ্জন—এইসব প্রীতিসুখ এই অধ্যায়ে বর্ণিত।

সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের নামান্তর—**চতুঃষষ্টি**; আলিঙ্গনাদি আটরকম কাজ মিলনের অঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গই আট ভাগে বিভক্ত। এটি **বাভ্রব্যাচর্যের** মত। সেই চতুঃষষ্টি অঙ্গের উপদেশক ব'লে এই পরিচ্ছেদ **চতুঃষষ্টি** নামে খ্যাত। **বাভ্রব্যপ্রণীত** এই **চতুঃষষ্টি**—নন্দিনী, সুভগা, সিদ্ধা, সুভগঙ্করণী এবং নারীপ্রিয়া ব'লে আচার্যগণ শাস্ত্রে এর কীর্তন করেছেন। অন্য শাস্ত্রবক্তা যদি চতুঃষষ্টি বর্জিত হ'ন, তিনি বিদ্বৎ-সমাজে কথাবিন্যাসে আদৃত হ'ন না। অন্য বিজ্ঞান-বর্জিত ব্যক্তিও যদি 'চতুঃষষ্টি' বিচক্ষণ হন, তিনি নর-নারী গোষ্ঠীতে কথাবিন্যাসে অগ্রস্থান অধিকার করেন। কন্যা, গণিকা ও পরকীয়া সকলেই অনুরাগভরে মহাসমাদরে চতুঃষষ্টি-বিচক্ষণ পুরুষকে দর্শন ক'রে থাকে।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রযোগিকম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রমাণকালভাবেভ্যঃ রতাবস্থাপনং প্রীতিবিশেষাঃ

[শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী-সাধন ব্যাপারটি অর্থাৎ যৌনক্রিয়ার দ্বারা স্ত্রীলোকের প্রীতি উৎপাদন করা খুব কঠিন কাজ। তাই এই স্ত্রী-সাধনের তত্ত্বনির্ণয় ও উপায় পরিজ্ঞানের জন্য সকলকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এই সাম্প্রযোগিক - অধিকরণের উপস্থাপনা করা হয়েছে। সাম্প্রয়োগিক-অধিকরণ পাঠ করলে সুরত-ক্রিয়া-ব্যাপারে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় এবং পুরুষ ও নারী আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ করতে শেখে। ফলে তাদের মধ্যে বিশেষ প্রীতি গভীরভাবে প্রোথিত হয়। সম্প্রযোগ হ'ল স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সংযোগ ব্যাপার। সাম্প্রযোগিক অধিকরণে দশটি অধ্যায় ও সতেরটি প্রকরণ। প্রথম অধ্যায়ে পুরুষ ও স্ত্রীর যৌনাঙ্গের প্রমাণ বা আকৃতি, সম্ভোগের কাল, ও ভাব বা কামনার তীব্রতা-এসবের আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ-বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের নাম হল— **প্রমাণকালেভ্য** ইত্যাদি

অর্থাৎ 'স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গের প্রমাণ বা আকৃতি, সম্ভোগকাল ও ভাববৈচিত্র্যের মাধ্যমে রতি-সুখের ব্যবস্থাপন ও তজ্জনিত বিশেষ প্রীতি লাভ'। মনে রাখতে হবে, বিবাহিত জীবনকে সুখময় করার জন্য আঙ্গিক-মিলনের প্রয়োজন আছে। এই আঙ্গিক মিলনজনিত সুখ নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর যৌন-অঙ্গের সামঞ্জস্য ও কামবাসনার তীব্রতার উপর। তাই শাস্ত্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ের আকার, রতিক্রিয়ার উপযুক্ত কাল ও কামনার তীব্রতা-কে বিষয় বস্তু ক'রে এই অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন।]

মূল। শশো বৃষোঽশ্ব ইতি লিঙ্গতো নায়কবিশেষাঃ।। ১।।

অনুবাদ। পুরুষের লিঙ্গের প্রমাণ অর্থাৎ লিঙ্গযন্ত্রের দৈর্ঘ্য, হ্রস্ব প্রভৃতি অনুসারে নায়কের তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়। —শশ, বৃষ ও অশ্ব।

[স্ত্রী-সাধন অর্থাৎ রমণদ্বারা স্ত্রীকে তৃপ্ত করা দুর্ঘট ব্যাপার। কামশাস্ত্রের এই দিক্‌টাতে যার জ্ঞান নেই তার পক্ষে স্ত্রীসাধন একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। এই কারণে, আগে তত্ত্বনির্দ্ধারণ বা ঐ বিষয়ে জ্ঞান দান ক'রে, পরে সম্প্রযোগের তন্ত্র অর্থাৎ বাস্তবক্ষেত্রে কামে অর্থাৎ সুরতক্রিয়ায় নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপার আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রযোগিক তন্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা সুরতব্যাপার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যজ্ঞান হ'লে ঠিক্‌ঠিক্ ভাবে আলিঙ্গন, চুম্বন, রমণ প্রভৃতির প্রয়োগ করা যায় এবং তার ফলে নায়ক-নায়িকার

অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য যে তিনটি জিনিসের জ্ঞান বেশী দরকার, তা হ'ল লিঙ্গ ও যোনিযন্ত্রের দৈর্ঘ্য-হ্রস্বাদি আকার, ভাব ও কাল। পুরুষের লিঙ্গের সাথে স্ত্রীযোনির সংযোগ কখন, কিভাবে ও কতক্ষণ চলবে,—তাই-ই হ'ল ভাব ও কাল। এই দুইটি বিষয় জানার আগে প্রমাণতঃ অর্থাৎ লিঙ্গের আকার অনুসারে সুরতব্যাপার বলা হয়েছে।

যে মুখ্য চিহ্নের দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষকে পৃথক্ করা হয়, তা হ'ল **লিঙ্গ**। লোকদের চেনানোর জন্য সাধারণ ভাষায় 'লিঙ্গ' বলতে 'মোহন' বা প্রজনন-যন্ত্র বোঝায়। লিঙ্গের প্রমাণ অর্থাৎ দৈর্ঘ্যাদি অনুসারে পুরুষের তিন প্রকার শ্রেণীভেদ করা হয়েছে। যেসব পুরুষের লিঙ্গের 'আয়াম' অর্থাৎ দৈর্ঘ্য অল্প তাদের শশকের সাথে তুলনা ক'রে **শশ**-শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। যাদের ঐ যন্ত্রের দৈর্ঘ্য মধ্যম তারা **বৃষ**-শ্রেণীর ও যাদের লিঙ্গ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তারা **অশ্ব**-শ্রেণীর পুরুষ। সাধারণভাবে ছয়, নয় ও বারো আঙ্গুল পরিমাণ দৈর্ঘ্যের লিঙ্গবিশিষ্ট পুরুষকে যথাক্রমে শশ, বৃষ ও অশ্ব শ্রেণীর পুরুষ বলা হয়।১।]

মূল। নায়িকা পুনর্মৃগী বড়বা হস্তিনী চেতি।। ২।। তত্র সদৃশসম্প্রযোগে সমরতানি ত্রীণি।। ৩।।

অনুবাদ। নায়িকাও আবার পশুদের সাথে উপমা অনুসারে তিন প্রকারের। — মৃগী, বড়বা (ঘোটকী) এবং হস্তিনী। তাদের সদৃশসম্প্রযোগে তিন ধরণের সমরত হ'য়ে থাকে।

[স্ত্রীজাতির লিঙ্গ বা যোনি পুরুষের মত নয়। তাই ঐ লিঙ্গের স্বরূপতঃ ভেদ লক্ষ্য করেই পূর্বাচার্যগণ স্ত্রীজাতিকে মৃগী প্রভৃতির সাথে তুলনা করেছেন, শশ-প্রভৃতির সাথে নয়। পুরুষদের যেমন লিঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে ভেদ করা হয়েছে, সেইরকম নারীদের যোনির বিস্তার অনুসারে বর্ণনা করা হয়েছে। —"পরিণাহেন তুল্যা স্যাদায়ামস্য প্রমাণতঃ"। **'পরিণাহ'**-শব্দের অর্থ বিস্তার বা চওড়া; আর **'আয়াম'** শব্দের অর্থ দৈর্ঘ্য বা লম্বা। পুরুষদের সাধনযন্ত্রের অর্থাৎ লিঙ্গের দৈর্ঘ্যের মত স্ত্রীদের যোনি-যন্ত্রের বিস্তার অনুসারে ভেদ করা হয়। এই ভেদও সাদৃশ্যমূলক— **মৃগী, বড়বা** ও **হস্তিনী**। সম্প্রযোগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর রমণকাজে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে 'সদৃশ সম্প্রযোগ' অর্থাৎ তুল্য পুরুষের সাথে তুল্যা নারীর সংযোগ এবং 'বিসদৃশ সম্প্রযোগ' অর্থাৎ অসমতুল নরনারীর সংযোগ—এই দুই ধরণের ভেদ সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে। শশের সাথে মৃগীর, বৃষের সাথে বড়বার এবং অশ্বের সাথে হস্তিনীর যৌন-সংযোগকে **সদৃশ-সম্প্রযোগ** বলা যেতে পারে। কারণ, এইসব ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও যোনির দৈর্ঘ্য ও গভীরতায় সমতা আছে। এই সমতা সম্পর্কে আচার্যদের

অভিমত হ'ল—যেমন শশ, বৃষ ও অশ্ব শ্রেণীর পুরুষের লিঙ্গের প্রমাণ বা দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয়, নয় ও বারো আঙ্গুল পরিমাণ, তেমনি তাদের প্রতিযোগিনী নারীর অর্থাৎ মৃগী, বড়বা এবং হস্তিনী শ্রেণীর নারীর যোনির বা রন্ধ্রের বিস্তারের পরিমাণও যথাক্রমে সমান,—অর্থাৎ ছয়, নয় ও বারো আঙ্গুল পরিমাণ।

'সদৃশ-সম্প্রযোগ' (equal fit) শব্দের সঠিক অর্থ হ'ল—তুল্য লিঙ্গ-পরিমাণযুক্ত পুরুষের সাথে তুল্য যোনিরন্ধ্রের বিস্তৃতিযুক্ত নারীর মিলন। **'সমরতানি'**র অর্থ হ'ল—সমানে সমানে যৌন-ক্রীড়া। এই তুল্য যৌন-ক্রীড়ায় রত হওয়া এইরকম —(১) 'শশ' ধরণের পুরুষের মৃগী-শ্রেণীর নারীর সাথে মিলন; (২) বড়বা-নারীর সাথে বৃষের (পুরুষ বৃষ-শ্রেণীর, নারী ঘোটকী-শ্রেণীর) মিলন; এবং (৩) অশ্বের হস্তিনীর সাথে ('অশ্ব'-শ্রেণীর পুরুষের, হস্তিনী ধরণের নারীর) মিলন। এই ধরণের মিলনকে সম-রত বা সমান রতিক্রীড়া বলা হয়েছে। কারণ নারীর যোনিগর্তের এবং পুরুষের লিঙ্গের সমানরূপে (একটির বিস্তার বা গভীরতা ও অপরটির দৈর্ঘ্যের সামঞ্জস্য থাকায়) সংযোগপ্রাপ্তিহেতু রমণের তৃপ্তি উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। যোনির বিস্তারের পরিমাপ ও পুরুষের লিঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ মিলে যাওয়ায় (perfect correspondence between two organs) লিঙ্গ ও যোনির আশ্রয়-আশ্রয়িভাব প্রাপ্তিতে সমতা আছে, তৃপ্তি বা সুখেরও সমতা হয়।

সদৃশ-সম্প্রযোগ

পুরুষ	ও	নারী
১। শশ	-	মৃগী
২। বৃষ	-	বড়বা
৩। অশ্ব	-	হস্তিনী ।। ২-৩।।

মূল। বিপর্যয়েণ বিষমাণি ষট্।। ৪।। বিষমেষ্বপি পুরুষাধিক্যং চেদনন্তরসম্প্রযোগে দ্বে উচ্চরতে।। ৫।। ব্যবহিতমেকমুচ্চতররতম্।। ৬।। বিপর্যয়ে পুনর্দ্বে নীচরতে।। ৭।। ব্যবহিতমেকং নীচতররতঞ্চ।। ৮।। তেষু সমানি শ্রেষ্ঠানি ।। ৯।। তরশব্দাঙ্কিতে দ্বে কনিষ্ঠে।। ১০।। শেষাণি মধ্যমানি।। ১১।।

অনুবাদ। 'বিপর্যয়' হ'ল বিষম (অর্থাৎ সমাতাহীন বা অসমান) রত (সুরতক্রিয়া (unequal union)। এই বিষম রত ছয় প্রকারের। যদি পরিমাণের দিক থেকে পুরুষের লিঙ্গের আধিক্য ও স্ত্রী যোনির খর্বতা হয়, তবে অনন্তর বা ব্যবহিত সম্প্রযোগ হয়। [এখানে উল্লেখ্য—'অনন্তর' শব্দের অর্থ হ'ল—লিঙ্গ-যোনি-সংযোগ হ'লে

যেখানে কোনো 'অন্তর' বা ফাঁক থাকে না। 'ব্যবহিত' শব্দের অর্থ হ'ল—সমান জুড়ির একটাকে বাদ দিয়ে পরেরটির সাথে মিলন। যেটি বাদ গেল সেটি 'ব্যবধান'।] ঐ অনন্তর-সম্প্রয়োগ **উচ্চরত** দুটি, আর ব্যবহিত-সম্প্রযোগ উচ্চতর-রত একটি। তার বিপরীত হ'ল—অনন্তর-সম্প্রযোগ নীচরত দুটি ও ব্যবহিত-সম্প্রয়োগ **নীচতর-রত একটি**। এই ছ'টি হল বিষম রত (বিষমাণি ষট্)। এদের মধ্যে সমানে সমানে সুরতই শ্রেষ্ঠ। **'তর'** শব্দের দ্বারা চিহ্নিত দুটি কনিষ্ঠ এবং অবশিষ্টগুলি মধ্যম বা মাঝামাঝি।

[বড়বা ও হস্তিনী শ্রেণীর নারীর সাথে যদি **শশ**-শ্রেণীর পুরুষের মিলন হয়, আবার মৃগী ও হস্তিনী শ্রেণীর নারীর সাথে যদি বৃষ-ধরণের পুরুষের মিলন হয় এবং মৃগী কিম্বা বড়বার সাথে যদি অশ্ব-পুরুষের মিলন হয়, তবে তা হবে বিসদৃশ সম্প্রয়োগ অর্থাৎ এলো-মেলো রমণ-ক্রিয়া।

বিসদৃশ-সমপ্রয়োগ

পুরুষ	এবং	**নারী**
১। শশ	-	বড়বা
২। শশ	-	হস্তিনী
৩। বৃষ	-	মৃগী
৪। বৃষ	-	হস্তিনী
৫। অশ্ব	-	মৃগী
৬। অশ্ব	-	বড়বা

সাধন বা রমণ-যন্ত্রের উভয়পক্ষের বৈসাদৃশ্য (অসমতা) হেতুও ছ'রকমের **বিষম-সুরত** হবে। এই বিষম-সম্প্রযোগের মধ্যেও উচ্চ ও নীচ ভাব আছে। যদি পুরুষের লিঙ্গের আধিক্য অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বেশী হয়, আর স্ত্রী লিঙ্গের ন্যূনতা বা খর্বতা হয়, তবে সেখানে 'অনন্তর' বা 'ব্যবহিত' সম্প্রয়োগ ঘটবে। এ বিষয়ে **অশ্বের বড়বার সাথে** এবং **মৃগীর বৃষের সাথে** বিপরীত ক্রমে অনন্তর সম্প্রয়োগ হবে। এইরকম ক্ষেত্রে এই দুটি (অশ্ব ও বড়বা এবং মৃগী ও বৃষ) সম-সুরত না হয়ে **উচ্চ-সুরত** হবে। কারণ, পুরুষের সাধন (লিঙ্গ) স্ত্রীর রন্ধ্রের (যোনিছিদ্র) থেকে উন্নত হওয়ার জন্য, রন্ধ্রকে দাবিয়ে অর্থাৎ চেপে ঠেসে রমণ (tight-fit) করতে থাকে। **অশ্বের মৃগীর সাথে ব্যবহিত সম্প্রযোগ** হবে কারণ, মধ্যের বড়বাকে বাদ দিয়ে অশ্ব মৃগীর সাথে রমণ করছে। এইরকম ক্ষেত্রে উচ্চ থেকে উচ্চতর সুরত হবে। এক্ষেত্রে পুরুষের সাধন (লিঙ্গ) বারো আঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হওয়ায় ছয় আঙ্গুল বিস্তৃতি-বিশিষ্ট স্ত্রী-যোনির

পক্ষে ঐ লিঙ্গ অত্যন্ত উন্নত। সুতরাং স্ত্রীযোনিকে নিপীড়িত বা পিষ্ট ক'রে কোনরকমে অতি কষ্টে রমণ (tighter fit) করতে হয়।

এর বিপরীত আবার দু'রকমের হয়, তা **নীচরত**। তাতে পুরুষের ক্ষমতার কম প্রয়োগ-সামর্থ্য ব'লে একে নীচরত বলা হয়েছে। যদি স্ত্রীর যোনিরন্ধ্রের বিস্তারের আধিক্য ও পুরুষের লিঙ্গের দৈর্ঘ্যের ন্যূনতা (কম) হয়, তবে বড়বার সাথে শশের ও হস্তিনীর সাথে বৃষের দুটি নীচরত (loose-fit) ঘটে থাকে। কারণ, এক্ষেত্রে পুরুষের সাধনযন্ত্রের ক্ষুদ্রতাহেতু রন্ধ্রের সম্পূর্ণভাগ পূরণ করতে না পেরেও রমণ করতে থাকে এবং এইপ্রকার রমণে উভয়ে পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না। আবার এইপ্রকারে শশ-শ্রেণীর পুরুষ ও হস্তিনী শ্রেণীর স্ত্রীর অন্তরিত সম্প্রয়োগ হয়। অন্তরিত সম্প্রয়োগের অর্থ হ'ল— যে রমণ ক্রিয়ায় যোনিতে লিঙ্গ প্রবিষ্ট করাবার পরও লিঙ্গের ক্ষুদ্রতা হেতু যেটি যোনিগর্তে সম্পূর্ণ প্রবেশ না ক'রে খানিকটা 'অন্তর' বা 'ফাঁক' থেকে যায় তাই এটা **'আন্তরিত' বা ফাঁক-থাকা রমণ (looser-fit)**। এই অন্তরিত-সম্প্রয়োগে স্ত্রী রমণ সুখে বঞ্চিত থাকে। অতএব সমরতই শ্রেষ্ঠ (equal-fit is the best)। কারণ, এতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের লিঙ্গ-যোনির সমতাহেতু পরস্পরের বেশী সুখ হয়। যে দুটি শব্দের সাথে 'তর' পদটি যুক্ত আছে, সে দুটি কনিষ্ঠ অর্থাৎ অল্পতর বুঝতে হবে। উচ্চতর ও নীচতর শব্দাঙ্কিত দুটি রমণক্রিয়ায় যন্ত্রের অতিপীড়া ও অতিশৈথিল্যবশতঃ স্পর্শসুখলাভ হয় না। আবার দুটি উচ্চরত ও দুটি নীচরত মধ্যম। মধ্যমরত এই কারণে যে, অতিশয় পীড়ন না হওয়ায় বা অতিশয় শৈথিল্য না থাকায় প্রায়ই স্পর্শসুখের সমত্ব থাকে]।। ৪-১১।।

মূল। সাম্যেঽপ্যুচ্চাঙ্কং নীচাঙ্কাত্ জ্যায় ইতি প্রমাণতো নবরতানি।। ১২।।

অনুবাদ। রমণক্রিয়ায় সাম্য থাকলেও নীচরত অপেক্ষা উচ্চরত শ্রেষ্ঠ। উচ্চরত ও নীচরত ভেদে নয় প্রকার সুরত হয়।

[উচ্চরতে নারী সাতিশয় উৎফুল্ল বা আগ্রহী হ'য়ে জঘনদ্বয় প্রসারিত ক'রে (অর্থাৎ উরু দুটি বেশী ফাঁক ক'রে) পুরুষের লিঙ্গকে যোনিমধ্যে বেশী প্রবিষ্ট করিয়ে নেয়। ফলে পুরুষের লিঙ্গ বেশী পরিমাণে ঢুকে যাওয়ায় কণ্ডূতির বা স্ত্রীযোনির চুলকানির প্রতীকার বেশী পরিমাণে হ'য়ে থাকে। আর নীচরতে স্ত্রীলোকের পা দুটি কিছুটা মুড়ে থাকে ব'লে জঘন দুটির ফাঁক অল্প হয়, ফলে কণ্ডূতির (চুলকানির) প্রকৃত প্রতীকার করতে পারে না (ফাঁক বেশী না থাকাতে সেখানে লিঙ্গ বেশীদূর পৌঁছাতে পারেনা ব'লে সে জায়গায় লিঙ্গ-ঘর্ষণের দ্বারা চুলকানির আরাম হয় না)। সেজন্য বলা হয়েছে—অল্পসাধন-কামী ব্যক্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্রলিঙ্গ-বিশিষ্ট সুরতকামী পুরুষ কিম্বা বহুকাল-ব্যাপী রমণ-ক্ষম ব্যক্তিও এসব ক্ষেত্রে কণ্ডূতির প্রতীকার করতে পারে না ব'লে স্ত্রীলোকের খুব প্রিয় হ'তে পারে না।। ১২।।

মূল। যস্য সম্প্রযোগকালে প্রীতিরুদাসীনা, বীর্যমল্পং, ক্ষতানি চ ন সহতে স মন্দবেগঃ।। ১৩।।

অনুবাদ। (এতক্ষণ সাধনের অর্থাৎ রমণযন্ত্রের প্রমাণ বা দৈর্ঘ্য অনুসারে সুরতভেদের কথা বলা হ'ল। এখন ভাব অনুসারে সুরতের ভেদ বলা হচ্ছে)—

সম্প্রযোগ-সময়ে অর্থাৎ রমণকালে যার রমণ করার ইচ্ছা তীব্র নয় বা রতিক্রিয়ায় শক্তি কম কিম্বা শুক্রধাতুও অল্প, সেইরকম পুরুষ কিছুক্ষণ রমণ-ক্রিয়ার পর আগ্রহ কম হ'য়ে এলে, নায়িকা কর্তৃক প্রযুক্ত নখক্ষত বা দন্তক্ষত সহ্য করতে পারে না। এইরকম হ'লে নায়ক মৃদুস্বভাব-সম্পন্ন ব'লে তাকে **'মন্দবেগ'** (of weak passion) নায়ক বা বলা হবে।। ১৩।।

মূল। তদ্বিপর্যয়ে মধ্যমচণ্ডবেগৌ ভবতঃ, তথা নায়িকাপি।। ১৪।।

অনুবাদ। মৃদু বা মন্দবেগের বিপরীত হ'লে **মধ্যমবেগ** (moderately passionate) ও **চণ্ডবেগ** (অর্থাৎ তীব্রবেগ; intensely passionate) —এই দু'রকমের নায়ক হবে। ঐরকমভাবে নায়িকাও মৃদুবেগা, মধ্যমবেগা ও চণ্ডবেগা হ'তে পারে।

[যার সম্প্রযোগকালে সুরতবিষয়ক ইচ্ছা মধ্যম, বীর্যও মাঝারি পরিমাণ এবং নায়িকার নখ প্রভৃতির দ্বারা নিজ শরীরে কৃত ক্ষত সহ্য করার ক্ষমতাও মোটের উপর মাঝারি, সে **মধ্যমবেগ** নায়ক। আর সুরত-ব্যাপারে যার আকাঙ্ক্ষা তীব্র, বীর্য অত্যন্ত বেশী এবং ক্ষতসহনক্ষমতাও বেশী, সে **চণ্ডবেগ** নায়ক নামে অভিহিত হবে। আর পুরুষের মত নারীরও রমণেচ্ছা অল্প, মধ্যম ও প্রচণ্ড হ'লে নায়িকাও **মন্দবেগা, মধ্যমবেগা** ও **চণ্ডবেগা** হবে]।। ১৪।।

মূল। তত্রাপি প্রমাণবদেব নব রতানি।। ১৫।। তদ্বৎ কালতোঽপি শীঘ্রমধ্যচিরকালা নায়কাঃ।। ১৬।।

অনুবাদ। প্রমাণ অর্থাৎ লিঙ্গ ও যোনির দৈর্ঘ্যবিস্তারাদি অনুসারে সুরত যেমন নয় প্রকার, সেইরকম ভাব-অনুসারেও সুরত নয় প্রকারের হয়। সেইভাবে কাল অনুসারেও নায়ক শীঘ্রকাল, মধ্যকাল ও চিরকাল নামে অভিহিত হবে। নায়কের মত নায়িকাও তিন রকমের।

[ভাব-অনুসারেও সুরত নয় প্রকার। সমানে সমানে নিযুক্তিতে সমরত তিন প্রকারের। বিপর্যয়ে বিষম সুরত ছয় প্রকারের। **তিন প্রকার সমরত হ'ল**— (১) মন্দবেগার সাথে মন্দবেগ নায়কের (২) মধ্যমবেগার সাথে মধ্যমবেগ নায়কের এবং (৩) চণ্ডবেগার সাথে চণ্ডবেগ নায়কের। **বিষমরত ছয় প্রকার**— (১) মন্দবেগের

সাথে মধ্যমবেগা নায়িকার, (২) মন্দবেগের সাথে চণ্ডবেগা নায়িকার, (৩) মধ্যমবেগের সাথে মন্দবেগা নায়িকার, (৪) মধ্যমবেগের সাথে চণ্ডবেগার, (৫) চণ্ডবেগের সাথে মন্দবেগার এবং (৬) চণ্ডবেগের সাথে মধ্যমবেগার।

যেমন পরিমাণ (দৈর্ঘ্যাদি আকার) ও ভাব অনুসারে সুরত-ভেদের কথা বলা হয়েছে, সেইরকম কাল অনুসারেও নায়ক-নায়িকার ভেদ এবং সুরতভেদ হবে। যথা— শীঘ্রকালা, মধ্যকালা এবং দীর্ঘকালা। যে পুরুষের শীঘ্রকালে রতি হয় অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কামসম্ভোগ শেষ হ'য়ে যায়, সেইরকম পুরুষ **শীঘ্রকাল নায়ক**। এইরকম নায়িকাও **শীঘ্রকালা নায়িকা**। এইভাবে মধ্যকালব্যাপী সম্ভোগশীল নায়ক **মধ্যকাল নায়ক**, সেইরকম নায়িকাও **মধ্যকালা নায়িকা**। 'চির' শব্দের দ্বারা দীর্ঘকাল বোঝায়। দীর্ঘকাল-স্থায়ী যে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ, তারা দীর্ঘকাল নায়ক ও দীর্ঘকালা নায়িকা। তাদের **বিপর্যয় ছয় প্রকারের** হয়। যথা— (১) শীঘ্রকালের সাথে মধ্যকালার (২) শীঘ্রকালের সাথে চিরকালার (৩) মধ্যকালের সাথে শীঘ্রকালার (৪) মধ্যকালের সাথে চিরকালার (৫) চিরকালের সাথে শীঘ্রকালার এবং (৬) চিরকালের সাথে মধ্যকালার। অতএব সমান সমান কালের নায়কের সাথে সমান কালের নায়িকার সুরত তিন প্রকার এবং বিপর্যয়ে ছয় প্রকার। অতএব এখানেও সুরত নয় প্রকার]।। ১৫-১৬।।

মূল। তত্র স্ত্রিয়াং বিবাদঃ।। ১৭।। ন স্ত্রী পুরুষবদেব ভাবমধিগচ্ছতি।।১৮।।

অনুবাদ। এ বিষয়ে আবার নারীদের কাল অনুসারে রতি হওয়া বিষয়ে **'বিবাদ'** অর্থাৎ মতভেদ আছে। অর্থাৎ কাল অনুসারে স্ত্রীলোকের যে রতি হয়, একথা সকলে স্বীকার করেন না। স্ত্রীলোক পুরুষের মত ভাব পায় না।

[এখানে **ঔদ্দালকির** অভিমত দেখানো হয়েছে। —শুক্রনিঃসেকপূর্বক বিসৃষ্টিজনিত পুরুষের যে সুখ হয়, নারীদের সেইরকম সুখ অনুভব হয় না। কারণ, নারীদের শুক্রনির্গত হয় না।]।। ১৭-১৮।।

মূল। সাতত্যাত্ত্বস্যাঃ পুরুষেণ কণ্ডূতিরপনুদ্যতে।। ১৯।।

অনুবাদ। তাহ'লে পুরুষ ও নারীর সম্প্রযোগের কারণ কি—এই প্রশ্নের উত্তরে এখানে বলা হচ্ছে যে—সাতত্য অর্থাৎ সদাসর্বদার জন্য, আর কিছু না হোক, পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা স্ত্রীজাতির কণ্ডূতি (অর্থাৎ যোনিযন্ত্রের চুলকানি) সারায়।

[কি কারণে, নারী পুরুষের সাথে কামক্রীড়ায় যুক্ত হ'তে আসবে? এই বিষয়ে **ঔদ্দালকির** মত এই যে—সম্বাধক অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনিযন্ত্রটি স্বভাবতঃই নানাবিধ কৃমিতে পরিপূর্ণ থাকায় সেখানে স্বাভাবিকভাবে নিরন্তর কণ্ডূতি (চুলকানি) হ'তে পারে। মৃদু, মধ্য ও উগ্র শক্তিসম্পন্ন রক্তে যেসকল সূক্ষ্ম কৃমি জন্মায়, তা নিজ নিজ বল অনুসারে

মদনগৃহে অর্থাৎ যোনিদেশে কণ্ডূতি (sensation of itching in the vagina) জন্মাতে থাকে। পুরুষের দ্বারা স্ত্রীজাতি সেই কণ্ডূতির অপনোদন করে। পুরুষের লিঙ্গযন্ত্র রমণীর যোনিমধ্যে অনবরত উৎক্ষেপণ-অবক্ষেপণ অর্থাৎ ওঠা-নামা ক'রে ঐ কণ্ডূতির নিরাস করে ('rhythmic penial friction during coitus relieves the itching')। অন্যথা কামোন্মাদ হবার সম্ভাবনা ('If the relief is withheld, woman would become hysterical')।]।। ১৯।।

মূল। সা পুনরাভিমানিকেন সুখেন সংসৃষ্টা রসান্তরং জনয়তি।। ২০।। তস্মিন্ সুখবুদ্ধিরস্যাঃ।। ২১।। পুরুষপ্রীতেশ্চানভিজ্ঞত্বাৎ।। ২২।। কথন্তে সুখমিতি প্রষ্টুমশক্যত্বাৎ।। ২৩।। কথমেতদুপলভ্যতে ইতি চেৎ, পুরুষো হি রতিমধিগম্য স্বেচ্ছয়া বিরমতি, ন স্ত্রিয়মপেক্ষতে ন ত্বেবং স্ত্রীত্যৌদ্দালকিঃ।।২৪।।

অনুবাদ। একদিকে যোনিদেশে কণ্ডূতির বিরতিজনিত (স্ত্রীর পক্ষে) সুখ, তার সাথে পুরুষের চুম্বনাদি-জনিত আভিমানিক সুখ, —এই দুটি সংসৃষ্ট অর্থাৎ মিশ্রিত হ'য়ে যে রসান্তর জন্মায়, তাতে স্ত্রীলোকের সুখবুদ্ধি হ'য়ে 'আমি সুখিত হলাম', এই অনুভূতি জন্মায়। স্ত্রী এই সুখ পুরুষ বুঝতে পারে না, আবার পুরুষের শুক্রনিঃক্ষেপজনিত সুখানুভব স্ত্রীজাতি বুঝতে পারে না। স্ত্রীলোক পুরুষের সুখ জানতে পারে না, পুরুষও স্ত্রীলোকের সুখ জানতে পারে না। বাক্যের সাহায্যে এই সুখানুভব বোঝানো যায় না।

যোনিদেশে কণ্ডূতির অবসান ও রসান্তর আরম্ভের দ্বারা স্ত্রীর সুখ, আর পুরুষের শুক্র-নিঃক্ষেপপূর্বক বিসৃষ্টিজনিত ('in the process of seminal ejaculation') সুখ হয়।

[সুতরাং পুরুষ স্ত্রীর ভাব এবং স্ত্রী পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হয় না—এই রকম কি বলা যেতে পারে? উত্তরে বলা হচ্ছে—এই ব্যাপারটা কিরকমে জানাতে পারলে?]

কেন, অন্যের কাজ ও ভাব দর্শনে বুঝতে পারা যায়। যেমন, পুরুষ রতি বা সম্ভোগতৃপ্তি লাভ করলে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে তখন রমণ-ব্যাপার থেকে বিরত হয়, স্ত্রীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু স্ত্রী তো সেরকম নয়।

স্ত্রীও অনুরূপভাবে রতিতৃপ্ত হ'লে বিরত হ'তে পারত। কিন্তু পুরুষের বিরাম ব্যতীত স্ত্রীর বিরত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তবে রহস্য এই যে, একজন পুরুষ বিরত হ'লেও স্ত্রী অন্য পুরুষের দ্বারা সম্প্রযোগ করে—এইরকম দেখা যায়। এইজন্যই

বলা হয়েছে—আগুনের কাঠে, সমুদ্রের নদীসঙ্গমে, যমের সমস্ত প্রাণীর গ্রাসে এবং স্ত্রীলোকের বহু পুরুষের সঙ্গমে কখনও তৃপ্তি হয় না। এ হ'ল **ঔদ্দালকির** অভিমত। ২০-২৪।।

মূল। তত্রৈতৎ স্যাৎ; —চিরবেগে নায়কে স্ত্রিয়োঽনুরজ্যন্তে, শীঘ্রবেগস্য ভাবমনাসাদ্যাবসানেঽভ্যসূয়িন্যো ভবন্তি। তৎ সর্বং ভাবপ্রাপ্তেরপ্রাপ্তেশ্চ লক্ষণম্।২৫।।

অনুবাদ। এমনও তো হ'তে পারে—নায়ক চিরবেগ ('long-timed male partner) অর্থাৎ দীর্ঘকাল রমণশীল হ'লে স্ত্রী অনুরক্ত হয়, আর শীঘ্রবেগ হ'লে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি রমণক্রিয়া শেষ করলে, সেই তৃপ্তিভাব না পেয়ে স্ত্রীরা নায়কের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধভাব পোষণ করে। এইসব তো ভাবপ্রাপ্তি ও ভাবের অপ্রাপ্তির লক্ষণ। স্ত্রীদের এই অনুরাগ ও বিরাগ—লক্ষণ দেখে তাদের পুরুষদের মত বিসৃষ্টি সুখের অভিজ্ঞতা হয়—এমন কি বলতে পারা যায়।। ২৫।।

মূল। তচ্চ ন।। ২৬।। কণ্ডূতিপ্রতীকাঽরোপি হি দীর্ঘকালং প্রিয় ইতি।।২৭।। এতদুপপদ্যত এব ।। ২৮।। তস্মাৎ সন্দিগ্ধত্বাদলক্ষণমিতি।। ২৯।।

অনুবাদ। তা-ও বলা যায় না। কণ্ডূতি-প্রতীকার হওয়াতে স্ত্রীলোকের কাছে দীর্ঘকাল-রমণ প্রিয় হয় ('a long coitus is preferred because it relieves itching')। এটি হ'তেও পারে, কিন্তু রেতঃবিসৃষ্টিসুখ-জনিত অনুরাগ প্রকাশ, না কি দীর্ঘকাল কণ্ডূতি-প্রতীকারের জন্য অনুরাগ প্রকাশ—এই বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তাই কোন ভাব-লক্ষণ পাওয়া যায় না।

[নারীর অনুরাগ রেতঃবিসৃষ্টি-সুখের লাভবশতঃ হয়না, কি কণ্ডূতিপ্রতীকার-বশতঃ হয়—এসম্বন্ধে সন্দেহ থাকায়, অনুরাগ ও বিরাগ বিসৃষ্টিসুখলাভের জ্ঞাপক-লক্ষণ হ'তে পারে না। অনুরাগ বা বিরাগ কণ্ডূতি-প্রতীকার বা অপ্রতীকারের জন্যও তো হ'তে পারে। সুতরাং অনুরাগ বা বিরাগ সন্দিগ্ধ-হেতু হওয়ায় এই অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য হ'তে পারে না। বলা যেতে পারে—স্বেচ্ছানুসারে রমণে বিরাম দেওয়া বা না দেওয়া সুখ-প্রাপ্তি ও সুখের অপ্রাপ্তির অনুমাপক উপায়। এ দুটি যেমন পুরুষেও আছে, তেমনি স্ত্রীতেও আছে। অতএব পুরুষের মত স্ত্রীজাতি রতি লাভ করে—একথা ,বলতে পারা যায় না।]।। ২৬-২৯।।

মূল। সংযোগে যোষিতঃ পুংসা কণ্ডূতিরপনুদ্যতে।
তচ্চাভিমানসংসৃষ্টং সুখমিত্যভিধীয়তে।। ৩০।।

অনুবাদ। এসম্বন্ধে **ঔদ্দালকি** বলেছেন—স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সাধনযন্ত্রের সাহায্যে নিজেদের যোনিদেশের কুণ্ডূতির নিবৃত্তি করিয়ে নেয়। সেই কণ্ডূতি-প্রতীকারের আরামের সাথে আভিমানিক সুখ (চুম্বনাদির দ্বারা ভাবপ্রাপ্তি) মিশ্রিত হ'য়ে নারীরা 'সুখ হ'ল' এইরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রে থাকে।। ৩০।।

মূল। সাতত্যাদ্ যুবতিরারম্ভাৎ প্রভৃতি ভাবমধিগচ্ছতি, পুরুষঃ পুনরন্ত এব।। ৩১।। এতদুপপন্নতরম্।। ৩২।। ন হ্যসত্যাং ভাবপ্রাপ্তৌ গর্ভসম্ভব ইতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকের যোনিযন্ত্রে অনবরত পুরুষের-লিঙ্গযোগ হওয়ায় যুবতি-নারী সঙ্গমের আরম্ভকাল থেকেই সুখলাভ করতে থাকে। আর পুরুষ শুক্রনিঃসেকের পরে সুখানুভব করে। এবিষয় সম্পূর্ণভাবে প্রমাণসিদ্ধ। যদি তা না হবে, তবে স্ত্রীলোকের গর্ভসম্ভব কেমন করে হয়? **বাভ্রব্যের মতাবলম্বিগণ** বলেন—ভাবপ্রাপ্তি না হ'লে গর্ভসঞ্চার হওয়া সম্ভব নয়।

[স্ত্রীলোকের যোনিযন্ত্রে পুরুষের লিঙ্গের বার বার সংযোগ হওয়ার শুরু থেকেই নারী সুখানুভব করতে থাকে। সেখানে দধিভাণ্ডে দণ্ডের ওঠা-নামার মত স্ত্রীযোনিতে লিঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে যোনিমধ্য ক্লেদযুক্ত হয়—তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই ক্লেদনির্গমণের জন্য স্ত্রী আরম্ভকাল থেকেই সুখানুভব করে, আর পুরুষ শুক্রনির্গমণের শেষে সুখ অনুভব করে। এইরকমভাবে ভিন্ন ভিন্ন কালে সুখানুভব হয় ব'লে দুজনের সুখপ্রাপ্তির কালবিষয়ে সাদৃশ্য নেই।

সম্বাধ অর্থাৎ স্ত্রীযোনি স্বভাবতঃই ব্রণে পূর্ণ। বারংবার লিঙ্গের আঘাতে তা থেকে ক্লেদ নির্গমণ হ'তেই পারে। সেই ক্লেদের নির্গমণের সুখ আর রস-প্রাপ্তি অর্থাৎ রেতঃ-বিসৃষ্টি দ্বারা যে রস-সম্ভোগ, তার তফাৎ আছে। রস-প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তিলাভ, তা থেকেই স্ত্রী গর্ভধারণ করে। **চরক** বলেছেন—বারবার থুথু ফেল্‌বার ইচ্ছা বা ফেল্‌তে থাকা, শরীর ও জঘনদ্বয়ের ভারিত্ব-বোধ হওয়া, কোনো কোনো অঙ্গের অবসন্নতা, তন্দ্রার ভাব, মনের উৎফুল্লতা, হৃদয়ে একপ্রকারের ব্যথা অনুভব হওয়া, নিজ যোনির ভিতর বীজগ্রহণ করার তৃপ্তি—এই সমস্তই সদ্য গর্ভধারণ করার লক্ষণ।

তৃপ্তিই হ'ল ভাব, তা তো শুক্রের বিসৃষ্টি (বিসর্জন বা পরিত্যাগ) ছাড়া হ'তে পারে না। এইজন্যেই বলা হয়েছে—ভাবপ্রাপ্তি ছাড়া গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। কেউ কেউ বলেন—স্ত্রীলোকেরা আর্তবই ত্যাগ করে, শুক্র নয়। (ঋতু-শব্দের সাথে অণ্-প্রত্যয় ক'রে আর্তব-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। '**আর্তবম্** = স্ত্রীরজঃ'। স্ত্রীলোকদের রজঃ বা ঋতুর শোণিতই 'আর্তব'। এই বিষয়ে বলা হয়েছে—কাম-রূপ অগ্নির দ্বারা তপ্তচিত্ত

নারী ও পুরুষের পরস্পর দেহসংঘর্ষে, অরণিকাষ্ঠ ও মন্থনদণ্ডের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদনের মত শুক্র ও ঋতুরক্তের মন্থনে (ঘোঁটা-ঘুটিতে) স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হ'য়ে থাকে। তৃপ্তির কারণেই গর্ভধারণ হয় এটিই ঠিক। সেই তৃপ্তির কারণ কি শুক্রনিক্ষেপ, না রজঃ-ক্ষরণ? যদি তা শুক্র না হয়, তবে স্ত্রীলোকের গর্ভসম্ভাবনা কোন্ যুক্তিতে সমর্থিত হবে? যেমন, বলা হয়েছে—পুরুষ-সংসর্গে স্ত্রী যেমন গর্ভধারণ করে, সেইরকম স্ত্রীতে স্ত্রীতে সংসর্গেও স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করতে পারে। **সুশ্রুত** যেমন বলেছেন—যখন কোনা নারী অন্য নারীর সাথে মৈথুনে নিযুক্ত হয়, তখন তারা উভয়েই পরস্পর শুক্র পরিত্যাগ করে; তবে তা থেকে হাড়যুক্ত সন্তান জন্মায় না, কেবল একটি সজীব মাংসপিণ্ড জন্মে থাকে। অতএব রসধাতু থেকে উৎপন্ন রক্তধাতুটিই কোনও একটি অবস্থায় আর্তব বা রজঃ-শোণিত রূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু শুক্র-ধাতু মজ্জা-ধাতু থেকে উৎপন্ন সপ্তম-ধাতু। [খাদ্য জীর্ণ হ'য়ে পরস্পর এই সাতটি ধাতুতে রূপান্তরিত হয়, যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। অতএব রজঃই দ্বিতীয় ধাতু। এটি কোনো একটি অবস্থায় যদি রজঃ-শোণিতে পরিবর্তিত হয়, তবে তা শুক্রের সমান হ'তে পারে না। কারণ, রক্ত, মাংস, অস্থি ও মজ্জা —এতগুলি ধাতুতে রূপান্তরিত হওয়ার পর তবে শুক্র সৃষ্টি হয়।]।। ৩১-৩৩।।

মূল। অত্রাপি তাবেবাশঙ্কাপরিহারৌ ভূয়ঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ। বাভ্রব্য-মতেরও আশঙ্কা ও তার পরিহার কর্তব্য।

[রমণের আরম্ভ-কাল থেকে যার ভাবের উৎপত্তি হয়, সেই নারী চিরবেগ নায়কে অনুরক্ত হবে এবং শীঘ্রবেগ নায়ক তাড়াতাড়ি রমণ শেষ করে ব'লে তার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হবে—এই যে ভেদ তা সঙ্গত নয়। উভয় ক্ষেত্রেই ভাবের উৎপত্তিতে ভেদ দেখা যায়। যেহেতু অনুরাগ জন্মে, সেই কারণে নারীরও পুরুষের মত ভাবের প্রাপ্তি ঘটে। যখন দ্বেষ দেখা যায় তা আরম্ভ থেকে নয়—এই আশঙ্কা পরিহার করা যায়। তাও নয় বলা যায়—কণ্ডূতি প্রতীকার করে ব'লে দীর্ঘকাল-নায়ক স্ত্রীলোকের প্রিয়, কণ্ডূতি দূর করতে অসামর্থ্য হেতু শীঘ্রবেগ-নায়কে তার বিদ্বেষ। ভাবাধিগম থাকলেও কণ্ডূতি-অপনোদন এক্ষেত্রে বেশীদিন ধ'রে হয় না। শীঘ্রবেগ-নায়কের প্রতি নারীর বিরাগ হয়—দীর্ঘকাল ধ'রে ভাব সৃষ্টি করতে না পারার জন্য। নারীদের কাম আটগুণ অধিক হওয়ায় তারা দীর্ঘকাল স্থায়ী ভাব উৎপন্ন না করা পছন্দ করে না। এই কারণে পুরুষেরা একগুণ কামী হওয়ায় (নারীদের মত আটগুণ নয়) তাদের দ্বারা নারীরা কখনো তৃপ্ত হয়না। একথা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু নারীদের রেতঃ বিসৃষ্টিসুখের অভাবে নয়। 'ভূয়' শব্দের দ্বারা পুনরায় আশঙ্কা ও তার পরিহার বোঝাচ্ছেন।। ৩৪।।]

মূল। তত্রৈতৎ স্যাৎ—সাতত্যেন রসপ্রাপ্তাবারম্ভকালে মধ্যস্থচিত্ততা, নাতিসহিষ্ণুতা চ ততঃ ক্রমেণাধিকো রাগযোগঃ শরীরে নিরপেক্ষত্বম্ অন্তে চ বিরামাভীপ্সেত্যেতদনুপপন্নমিতি।। ৩৫।।

অনুবাদ। তাতে এইরকম হয় যে, অনবরত রমণকার্য থেকে রসপ্রাপ্তি বা সুখানুভব হয়—এরকম অবস্থায় আরম্ভকালে মধ্যস্থচিত্ততা এবং অতিসহিষ্ণুতার অভাব অর্থাৎ নখক্ষতাদি বেশী সহ্য করতে না পারা; তারপর বেশী রাগযোগ অর্থাৎ নখক্ষতাদিতে আগ্রহাতিশয়, শরীরে এবিষয়ক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং শুক্রক্ষরণ-শেষে কামক্রিয়া থেকে বিরত হওয়ার অত্যধিক আগ্রহ—এসব তবে যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে।। ৩৫।।

মূল। তচ্চ ন। সামান্যেঽপি ভ্রান্তিসংস্কারে কুলালচক্রস্য ভ্রমরকস্য বা ভ্রান্তাবেব বর্তমানস্য প্রারম্ভে মন্দবেগতা, ততশ্চ ক্রমেণ পূরণং বেগস্যেত্যুপপদ্যতে; ধাতুক্ষয়াচ্চ বিরামাভীপ্সেতি।। ৩৬।। তস্মাদনাক্ষেপ ইতি।। ৩৭।।

অনুবাদ। আবার তা-ও নয়। সাধারণ জাগতিক দৃষ্টান্তে ঘূর্ণায়মান দ্রব্যেতে যেমন দেখা যায়—একটি কুম্ভকারের চাকা এবং ভ্রমরক (কাঠের ঘোড়া বা কাঠের নৌকা, যাতে চড়লে কেবলই আসা-যাওয়া রূপ গতি হয়)—এ দুটি যখন চলাফেরা ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকে, তখন আরম্ভকালে অল্পবেগ এবং ক্রমেই বেগের তীব্রতার বৃদ্ধি এবং শেষে বেগ পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে, রমণব্যাপারেও এরকম হয়। তবে রমণক্রিয়া থেকে বিরামের ইচ্ছা ধাতুক্ষয় থেকে হয়। অতএব এখানে আক্ষেপ বা আপত্তি চলবে না (রেতঃবিসৃষ্টিজনিত সুখপ্রাপ্তি নিরন্তর হ'তে থাকলে তার অবস্থান্তর হ'তে পারে না ব'লে যে আপত্তি করা হয়েছিল সে আপত্তি টেঁকে না)।। ৩৬-৩৭।।

মূল। সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্।
ধাতুভয়নিমিত্তা চ বিরামেচ্ছোপজায়তে।। ৩৮।।

অনুবাদ। **এটি বাভ্রব্যের** শ্লোক! অর্থ হ'ল—রমণক্রিয়ার শেষে পুরুষের সুখোপভোগ হয়। কিন্তু নারীদের নিরন্তরই সুখানুভূতি হ'তে থাকে। আর দুজনেরই রমণক্রিয়ার বিরামের ইচ্ছা ধাতুক্ষয়ের জন্যই হ'য়ে থাকে। ৩৮।

মূল। তস্মাৎ পুরুষবদেব যোষিতোঽপি রসব্যক্তি র্দ্রষ্টব্যা।। ৩৯।।

অনুবাদ। এইভাবে দুটি পক্ষ উপস্থাপিত ক'রে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে— অতএব পুরুষের মত নারীরও রতি বা রসের উৎপত্তি এবং অন্তে রেতঃবিসৃষ্টি —এটি লক্ষণীয়।। ৩৯।।

মূল। কথং হি সমানায়ামেবাকৃতাবেকার্থমভিপ্রপন্নয়োঃ কার্যবৈলক্ষণ্যম্।।৪০।। স্যাদুপায়বৈলক্ষণ্যাদভিমানবৈলক্ষণ্যাচ্চ।। ৪১।।

অনুবাদ। পুরুষের সুখের সাথে স্ত্রীলোকের সুখের বৈসাদৃশ্য বা অসমানতা স্বরূপতঃ-ও আছে, কালতঃ-ও আছে—এইরকম আশঙ্কা উপস্থাপন ক'রে নির্ণয় করা হচ্ছে,যাদের আকৃতিগত (জাতিগত) সমতা আছে অথচ একই ফলের উদ্দেশ্যে একই কাজে নিযুক্ত, সেইরকম দুই ব্যক্তির কাজের বৈলক্ষণ্য (পার্থক্য) কিভাবে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—হয়, যদি উপায় বিভিন্ন এবং অভিমানও ভিন্নরূপ হয়।

[দেখতে পাওয়া যায়, বিজাতীয় একজন পুরুষ ও বড়বার (ঘোটকীর) মধ্যে বিজাতীয় যে রতিক্রিয়া সেখানে স্বরূপতঃ ও কালতঃ সুখের বৈসাদৃশ্য হতেই পারে। কিন্তু এখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যদি একই মনুষ্যজাতির হয়, তবুও তাদের ভাব ও সুখ স্বরূপঃ ও কালতঃ ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। কিভাবে তা যুক্তিযুক্তরূপে সত্য হয়? তুলাজাতীয় হ'লেও স্নান বা ভোজনে প্রবৃত্ত হ'লে একই, কিন্তু রতিক্রিয়ার প্রবৃত্ত হ'লে ঐ কাজের বৈলক্ষণ্য কিভাবে হয়? বিজাতীয় পুরুষ ও বড়বার বিজাতীয় রতিক্রিয়ায় সুখের ভেদ স্বরূপতঃ ও কালতঃ হতে পারে, কিন্তু যারা সমান আকৃতি বিশিষ্ট এবং একই কাজে অভিরত, তাদের কাজও তো সমান কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সমান আকৃতির দুটি মেষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে, পরস্পরের অভিঘাতরূপ কাজ ফলতঃ ও স্বরূপতঃ পৃথক্ভাবের হয় না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার বলেছেন—সেখানে যদি উপায় পৃথক্ হয়, কাজও পৃথক্ভাবের হবে।।৪০-৪১।।

মূল। কথম্? উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাৎ।। ৪২।। কর্তা হি পুরুষোঽধিকরণং যুবতিঃ।। ৪৩।। অন্যথা হি কর্তা ক্রিয়াং প্রতিপদ্যতেঽন্যথা চাধারঃ।। ৪৪।। তস্মাচ্চোপায়বৈলক্ষণ্যাৎ সর্গাদভিমানবৈলক্ষণ্যমপি ভবতি।। ৪৫।। অভিযোক্তাঽহমিতি পুরুষোঽনুরজ্যতে, অভিযুক্তাঽহমনেনেতি যুবতিরিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৪৬।।

অনুবাদ। কিভাবে এই উপায়ের পার্থক্য হয়? সৃষ্টির স্বভাববশতঃই উপায়ের পার্থক্য ঘটে। সৃষ্টির ব্যাপরে পুরুষ **কর্তা** আর যুবতি বা নারী অধিকরণ অর্থাৎ **আধার।** কর্তার যে ধরণের রমণকাজ নারীর তা থেকে একটু অন্য প্রকারের কাজ। সৃষ্টির ব্যাপারে এই উপায়ভেদ থাকা ছাড়া অভিমানভেদও আছে। অভিমান কিরকম? পুরুষের বোধ এইরকম—"আমি এই রতিক্রিয়া করছি, আমার এইরকম অনুভূতি হচ্ছে।" আবার নারীর বোধ হ'ল— "আমি এই সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়েছি, আমার এইরকম অনুভূতি হচ্ছে।" 'আমি অভিয়োক্তা'—এই মনে ক'রে পুরুষ অনুরক্ত হয়; আবার 'আমি অভিযুক্তা'—এই ভেবে নারী অনুরক্ত হয়—এই কথা **বাৎস্যায়ন** বলেন।

[স্ত্রী ও পুরুষের সাধন-যন্ত্রের ভেদ আছে। যুবতির যন্ত্র হ'ল যোনি, সেটি নীচু; পুরুষের যন্ত্র **লিঙ্গ**, সেটি উন্নত। দুজনের যন্ত্রের গ্রাস্য-গ্রাসক ভেদ। পুরুষের কাজ হ'ল—**লিঙ্গকে** স্ত্রীযোনির ভিতরে প্রবিষ্ট করানো। আর স্ত্রীর কাজ হ'ল, পুরুষের লিঙ্গকে নিজের যোনির ভিতরে ধারণ ক'রে গ্রাস করে নেওয়া। তাই পুরুষের লিঙ্গ গ্রাস্য, আর স্ত্রীর যোনি গ্রাসক। এইকারণে, কর্তা যে পুরুষ, তার যে ধরনের কাজ, আর আধার যে স্ত্রী, তার যা কাজ—এই দুটি পরস্পর ভিন্ন। একজনের কাজ হ'ল প্রদান, অন্যের কাজ গ্রহণ বা ধারণ। উপায়ের এই বিভিন্নতার কারণে, অভিমানের বিভিন্নতাও স্বাভাবিক। পুরুষ মনে করে, আমি এই নারীকে রমণক্রিয়ার দ্বারা খুশী করতে নিযুক্ত হয়েছি। এইজন্য সেও অনুরক্তা হয়। এইভাবে উভয়ে ভিন্নপ্রকারের অভিমান ও অনুরাগ নিয়ে সুরতক্রিয়া করতে থাকলেও কালতঃ ও স্বরূপতঃ তাদের ভাব সমানই হ'য়ে থাকে। ক্রিয়াভেদ থাকলেও কাল ও স্বরূপে ভেদ নেই।]

মূল। তত্রৈতৎ স্যাদুপায়বৈলক্ষণ্যবদেব হি কার্যবৈলক্ষণ্যমপি কস্মান্ন স্যাদিতি।। ৪৭।। তচ্চ ন।। ৪৮।। হেতুমদুপায়বৈলক্ষণ্যম্।। ৪৯।। তত্র কর্ত্রাধারয়োর্ভিন্নলক্ষণত্বাৎ।। ৫০।। অহেতুমৎ কার্যবৈলক্ষণ্যমন্যায্যং স্যাৎ।। ৫১।। আকৃতেরভেদাদিতি।। ৫২।।

অনুবাদ। এখানে আশঙ্কা করা যেতে পারে—উপায়ের বৈলক্ষণ্য ও ক্রিয়ার ভেদ যেমন স্বীকার করা গেল, সেরকম ক্রিয়ার ফলভেদও তো হ'তে পারে অর্থাৎ সম্প্রয়োগ বা রমণক্রিয়ার ফল সে সুখ, তাও তো ভিন্ন প্রকারের হতে পারে? বললেন, —না, তা হয়না। উপায়ের বৈলক্ষণ্য নানা কারণের জন্য হ'তে পারে। একই কাজের উৎপত্তির নানাপ্রকার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ফলও পৃথক্ পৃথক্ হয়না। কর্তা ও আধার এখানে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, —পুরুষের যেরকম আকৃতি, যুবতির সেরকম নয়। অতএব তাদের রমণক্রিয়ার ফল যে সুখ, তাও ভিন্ন লক্ষণযুক্ত হবে কি। উত্তরে বলা হচ্ছে—কর্তা ও আধার—এ দুটি ভিন্ন হ'লেও, উপায়ের বৈলক্ষণ্য থাকলেও কার্য বা ফলের বৈলক্ষণ্য ন্যায়বহির্ভূত। স্ত্রী ও পুরুষের জাতিগত ভেদ নেই; তাদের রমণব্যাপারও পরস্পর সাপেক্ষ; অতএব স্ত্রী-পুরুষের রতিসুখ সমানই হ'য়ে থাকে। ৪৭-৫২।

মূল। তত্রৈতৎ স্যাৎ। সংহত্য কারকৈরেকোঽর্থোঽভিনির্বর্ত্যতে। পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থসাধকৌ পুনরিমৌ তদযুক্তমিতি।। ৫৩।।

অনুবাদ। হাঁ, একই ফল হ'তে পারে, যেখানে কারকগুলি পরস্পর মিলিতভাবে একই বিষয় সংসাধিত করে। এখানে তো স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থসাধনে

ব্যাপৃত। সুতরাং স্বরূপতঃ ও কালতঃ এদের সুখরূপ কাজের ঐক্য আছে—একথা বলা যুক্তিহীন। ৫৩।

মূল। তচ্চ ন।। ৫৪।। যুগপদনেকার্থসিদ্ধিরপি দৃশ্যতে, যথা মেষয়োরভিঘাতে কপিত্থয়োর্ভেদে মল্লয়োর্যুদ্ধ ইতি।। ৫৫।। ন তত্র কারকভেদ ইতি চেৎ।। ৫৬।। ইহাপি ন বস্তুভেদ ইতি।। ৫৭।। উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাদিতি তদভিহিতং পুরস্তাৎ।। ৫৮।। তেনোভয়োরপি সদৃশী সুখপ্রতিপত্তিরিতি।। ৫৯।।

অনুবাদ। না, তা হতে পারে না। কারণ, একই সময়ে অনেক অর্থ সিদ্ধ হ'তে দেখা যায়। যেমন, দুটি মেষের পরস্পর অভিঘাতে, কদ্‌বেলের ভেদে, মল্লদের যুদ্ধে ইত্যাদি। এখানে কারকভেদ নেই, মেষদ্বয় বা মল্লদ্বয়—উভয়েই কর্তা। আর এখানে পুরুষ কর্তা, স্ত্রী অধিকরণ। তবে কি কার্য অর্থাৎ ফলের ভেদ হবে? আসলে, স্ত্রী ও পুরুষ দুই পৃথক্ লিঙ্গের ব্যক্তি হ'লেও উভয়েই সুরত ব্যাপারের কর্তা, তারা উভয়েই সুরতক্রিয়াকে উৎপন্ন করে। কেবল করণ বা অধিকরণ প্রভৃতির যে ভেদ তা বুদ্ধির দ্বারা বানানো মাত্র। যদি বাস্তবে করণ ও অধিকরণের ভেদ না ধ'রে উভয়কেই রমণক্রিয়ার কর্তা ধরা হয়, তবে উভয়েরই তো সুখানুভব সমান হবে। কালতঃ ও স্বরূপতঃ উভয়েরই একই ভাবের সুখ হ'য়ে থাকে। তা না হ'লে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কামরূপ তাপের উপশম হয় কি প্রকারে?। ৫৪-৫৯।

মূল। জাতেরভেদাদ্দম্পত্যোঃ সদৃশং সুখমিষ্যতে।
তস্মাত্তথোপচর্যা স্ত্রী যথাঽগ্রে প্রাপ্নুয়াদ্ রতিম্।। ৬০।।

অনুবাদ। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার এই শ্লোকটি গ্রহণ করেছেন। —নারী ও পুরুষের জাতিগত ভেদ না থাকাতে উভয়েরই সদৃশ অর্থাৎ একই ভাবের সুখ হ'য়ে থাকে—এই কথা বলা যায়। সুতরাং সুরতব্যাপারে যাতে স্ত্রী আগেই রতি বা সুখলাভ করতে পারে, সেইরকম **উপচার** অর্থাৎ চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি উপায় গ্রহণ করা কর্তব্য।

[এই শ্লোকের মাধ্যমে শাস্ত্রকার এইরকম বোঝাতে চেয়েছেন,—স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে অবান্তর বা কম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, তার জন্য স্ত্রীলোকের একটু অধিক ফল এই হয় যে, — তাদের কণ্ডূতির নিরসন সুখ এবং যোনিতে পুরুষের লিঙ্গ দ্বারা বার বার ঘর্ষণ হওয়ার জন্য শুক্রের স্খলন হওয়ার ফলে রেতঃসেকের সুখ নারীরা পুরুষের মত সুরতক্রিয়ার শেষেই লাভ ক'রে থাকে। এই শুক্রস্খলন দুই ধরণের। এক, ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে গা বেয়ে পড়া, একে বলে **স্যন্দন**। এই স্যন্দনের ফলে

যোনির ভিতর ক্লেদযুক্ত হয়, আর মথনের ফলে রেতঃ-বিসৃষ্টি-সুখ হয়। দুই, সুরতের শেষে বেগকে উত্তেজিত ও উচ্ছলিত ক'রে দিলে স্ত্রীরও পুরুষের মত শুক্রের বিসৃষ্টি (অত্যন্ত বেগের সাথে স্তরে স্তরে বেশী ক্ষরণ) হ'য়ে থাকে। বিসৃষ্টি বা রসপ্রাপ্তি সমার্থক। সমকালে যদি দুজনেরই রসপ্রাপ্তি সমান হয়, তবে তা-ই ভাল। দুজনের রসপ্রাপ্তি যদি ভিন্নকালে হয়, তবেই অসুবিধা। পুরুষের যদি আগেই ভাব জমে উঠে শেষ হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর সম্ভোগের সমাপ্তি পর্যন্ত সেই পুরুষের লিঙ্গে আর জোর থাকে না। ফলে, স্ত্রী শেষে রতি-তৃপ্তির ভাব পায় না। এই কারণে, আগে চুম্বন-আলিঙ্গন প্রভৃতি উপচার এমনভাবে অবলম্বন করা উচিত, যাতে স্ত্রীরও বেগ চরমে উঠে পুরুষের সাথে একই সময়ে রতি লাভ করে। এইজন্য পুরুষ তার লিঙ্গের দ্বারা বেগ দিয়ে নিজের ভাব পরিপূর্ণ ক'রে নেবে। তা না হ'লে স্ত্রীর প্রীতিহানির সম্ভাবনা, অর্থাৎ শেষে তৃপ্তি না পাওয়ায় স্ত্রী অসন্তুষ্ট থাকবে]। ৬০।

মূল। সদৃশত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ কালযোগিন্যপি ভাবতোঽপি কালতঃ প্রমাণবদেব নব রতানি।। ৬১।।

অনুবাদ। স্ত্রীজাতিরও রসপ্রাপ্তি সমানরূপে সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ অনুসারে সুরত যেমন নয় রকমের, সেইরকম কাল অনুসারে ('duration of coitus') ও ভাব অনুসারে ('force of passion') যথাক্রমে কালযোগী সুরতও নয় প্রকার ও ভাবযোগী সুরতও নয় প্রকার। ৬১।

মূল। রসো রতিঃ প্রীতির্ভাবো রাগো বেগঃ সমাপ্তিরিতি রতিপর্যায়াঃ। সম্প্রযোগো রতং রহঃ শয়নং মোহনং সুরতপর্যায়াঃ।। ৬২।।

অনুবাদ। রস, রতি, প্রীতি, ভাব, রাগ, বেগ ও সমাপ্তি—এগুলি রতির সমার্থবাচক শব্দ। আর রমণক্রিয়ার সমার্থক শব্দ হ'ল—সম্প্রযোগ, রত, রহঃ, শয়ন ও মোহন।

[ফলরূপ অবস্থাপ্রাপ্তির নাম **রতি**, আর হেতু অর্থাৎ কারণরূপ অবস্থার নাম **রত** বা সুরতক্রিয়া। তাদের একার্থক বিষয় হওয়া সত্ত্বেও নিমিত্তানুসারে পৃথক্ হয়। যেমন ঐশ্বর্য-যোগের জন্য দেবরাজ হন ইন্দ্র, আর শক্তিযোগের জন্য তিনিই হলেন শক্র।

লিঙ্গ-দ্বারা রসগ্রহণ বা রসানুভব করা হয় ব'লে এই ব্যাপারটির নাম **রস**। ফলাবস্থায় সুখরূপে চিত্তের সুখানুভব হওয়ায় এর নাম **রতি**। চিত্তকে প্রীত করে ব'লে একে আবার **প্রীতি** বলা হয়। কামনারূপ ভাবের দ্বারা ভাবিত হয় ব'লে এর নাম **ভাব**। চিত্তকে রঞ্জন বা মুগ্ধ করে ব'লে এর নাম **রাগ**। সুখের তাড়নায় শুক্রধাতু

যখন নাড়ীমুখ থেকে আলাদা হ'য়ে ঝরে পড়ে তখন তাকে **বেগ** বলা হয়। রত-র সমাপন হ'ল **সমাপ্তি**। স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমে যে প্রকৃষ্ট যোগ, তাকে ব'লে **সম্প্রযোগ**। হেতু অবস্থায় বা কোনরকম আবেগযুক্ত চিত্তে রমণক্রিয়াকে **রত** বলা হয়। দম্পতি ছাড়া অন্য কাউকে রমণের জন্য গোপনে আনা হ'লে তাকে **রহঃ** বলে। একই শয্যায় সুরতক্রিয়ার জন্য শয়ন করা হয় ব'লে এই সুরতক্রিয়াকে **শয়ন** বলা হয়। সুরতক্রিয়ার ফলে অন্য ব্যাপারেও মন মুগ্ধ হয় বা চিত্তপ্রীতি জন্মায় ব'লে এর এক নাম **মোহন**। পুরুষ ও স্ত্রীর লিঙ্গ ও যোনিকেও **'মোহন'** বলা হয়।] ৬২।

মূল। প্রমাণকালভাবজানাং সম্প্রযোগানামেকৈকস্য নববিধত্বাত্তেষাং ব্যতিকরে সুরতসংখ্যা ন শক্যতে কর্তুমতিবহুত্বাৎ।। ৬৩।।

অনুবাদ। প্রমাণ, কাল ও ভাবজনিত সম্প্রযোগের এক একটি নয় রকমের হওয়ায় এবং তাদের আবার পরস্পর-মিশ্রণে সুরত-সংখ্যা অনেক হ'য়ে পড়ে ব'লে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই কারণে এই সংখ্যা-নির্ণয় বর্জন করা হ'ল।

[প্রমাণ, কাল ও ভাবজনিত রত তিন রকমের; তাদের প্রত্যেকের নয় প্রকার ভাগ থাকায় সর্বমোট **রত-র সংখ্যা সাতাশটি**। রত দুই প্রকার শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধ রতের বা সুরতের সংখ্যা-গণনা অসম্ভব ব'লে সংকীর্ণ সুরতের আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে ক'রে শাস্ত্রকার তারই গণনা করেছেন। তার মধ্যে সম ও বিষম এই দুটি সংকীর্ণ সুরতের প্রসঙ্গ তুলেছেন। জয়মঙ্গলা-টীকাকার দেখিয়েছেন— বিষম সংকীর্ণ-সুরতই হয় **সাতশ ঊনত্রিশ** (৭২৯) প্রকারের]। ৬৩।

মূল। তেষু তর্কাদুপচারান্ প্রযোজয়েদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৬৪।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন—তার মধ্যে আবার বুদ্ধিপূর্বক তর্কদ্বারা আলিঙ্গন-চুম্বন প্রভৃতি যথাযোগ্য উপচার করবে—যাতে বিষমে বিষমেও সমতা জমে।

[প্রমাণ, কাল ও ভাবজ সুরতের মধ্যে যে সুরতে যে ভাবে আলিঙ্গন প্রভৃতি উপচার উপদিষ্ট হয়েছে তা বাদ দিয়ে সংকীর্ণ উপচারেরই যোজনা করবে। তা হ'লেই **সমরত** হবে। একে 'প্রাযত্নিক'-সমরত অর্থাৎ প্রযত্ন দ্বারা সৃষ্ট সমতা বলে। এ প্রসঙ্গে **বাভ্রব্য** বলেছেন—যেখানে পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর যোনিযন্ত্রে সম্পূর্ণ ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ভাব ও কাল সমান সেই সমরতই শ্রেষ্ঠ। আর যেখানে লিঙ্গ ও যোনির অসমতা অর্থাৎ ছোট-বড় ভাব আছে, ফলে ভালভাবে ঘর্ষণ হয় না এবং ভাব ও কাল সমান নয়, সেই রতই কনিষ্ঠ (নিকৃষ্টতম) ব'লে মনে করা হয়। সকল বিষয়ের সাম্যে যে সুরত তা-ই সুখকর সুরতরূপে কথিত হয় এবং সকল বিষয়ের বৈষম্যে যে সুরত তা দুঃখকর সুরতরূপে গণ্য হয়। এ ছাড়া সবই মধ্যম এবং সেই মধ্যমের শক্তি ও

মূল। প্রকৃতের্যা তৃতীয়স্যাঃ স্ত্রিয়াশ্চৈবোপরিষ্টকে।
তেষু তেষু চ বিজ্ঞেয়া চুম্বনাদিষু কর্ম্মসু।। ৭২।।

অনুবাদ। তৃতীয়া প্রকৃতির (অর্থাৎ ক্লীব ও মুখচপলা স্ত্রীর বা হিজ্‌রার) ঔপরিষ্টক রূপ (অর্থাৎ মুখে লিঙ্গ গ্রহণ ক'রে) রতিক্রিয়া অভ্যাসের ফলে যে প্রীতি লাভ হয়, তাকে **কায়িকী বিষয়-প্রীতি** বলে। তাছাড়া, চুম্বনাদি-কর্ম-প্রযোজিত হ'লে মনে মনে যে প্রীতি জন্মায় তা মানসী-ই হবে। কারণ, স্পর্শমাত্র জ্ঞানলাভ করেই তার উৎপত্তি। ৭২।

মূল। নান্যোঽয়মিতি যত্র স্যাদন্যস্মিন্ প্রীতিকারণে।
তন্ত্রজ্ঞৈঃ কথ্যতে সাপি প্রীতিঃ সম্প্রত্যয়াত্মিকা।। ৭৩।।

অনুবাদ। কোনো অন্য স্ত্রী বা অন্য পুরুষ 'এই লোক অন্য নয়, সেই লোকই' এইরকম চিন্তা ক'রে পরস্পর সম্প্রযোগ করলে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রজ্ঞগণ তাকে (৩) **সম্প্রত্যয়াত্মিকা** প্রীতি ব'লে থাকেন। ৭৩।

মূল। প্রত্যক্ষা লোকতঃ সিদ্ধা যা প্রীতির্বিষয়াত্মিকা।
প্রধানফলবত্ত্বাৎ সা তদর্থাশ্চেতরা অপি।। ৭৪।।

অনুবাদ। লোকব্যবহার অনুসারে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়কে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা উপভোগ ক'রে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সাক্ষাৎ বিষয় উপভোগ করলে যে ফল তা তার-ই ফল ব'লে, তাকে (৪) বিষয়প্রীতি বলা হয়। অন্য তিনটি প্রীতি তারই অঙ্গ মাত্র। ৭৪।

মূল। প্রীতিরেতাঃ পরামৃশ্য শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রলক্ষণাঃ।
যো যথা বর্ততে ভাবস্তং তথৈব প্রযোজয়েৎ।। ৭৫।।

অনুবাদ। শাস্ত্রবর্ণিত এই চারটি প্রীতিকে শাস্ত্রনির্দিষ্টপথে বিবেচনা ক'রে, যে ভাব যে প্রকারে প্রবর্তিত হয়, তাকে সেই ভাবেই প্রবর্তিত করবে। সেই ভাবে প্রবর্তিত করা যদি না হয়, তবে প্রীতি অপ্রীতিতেই রূপান্তরিত হবে। ৭৫।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রযোগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে প্রমাণ-কাল-ভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং প্রীতিবিশেষাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।১।।

ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রয়োগিকম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

আলিঙ্গনবিচারঃ

[স্ত্রীকে মৈথুনের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করাবার জন্য অন্যতম প্রাক্-ক্রীড়া হ'ল পুরুষকর্তৃক স্ত্রীকে আলিঙ্গন। প্রত্যেকবার সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার আগে আলিঙ্গন-চুম্বন প্রভৃতি প্রাক্-ক্রীড়া হ'ল প্রাকৃতিক এবং অনিবার্য 'মঙ্গলাচরণ'-স্বরূপ। সাধারণভাবেই অনুভব করা যায় যে, এই ব্যাপারে পুরুষকেই অগ্রসর হ'য়ে ক্রিয়াশীল হ'তে হয়। শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করা যায়, আলিঙ্গনাদি প্রাক্-ক্রীড়ার অনুষ্ঠানের ফলে স্ত্রীলোকের যোনিদেশে সুখানুভূতি হয়, এবং ঐ যোনি রেতঃক্ষরণের কারণে আর্দ্র হয়। এই অবসরে পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাহ'লে দুজনেই নিষ্কলঙ্ক আনন্দ পায়। আলিঙ্গনাদির কারণে সম্ভোগের পূর্বে কাম পূর্ণরূপে উত্তেজিত হয় এবং তার পরক্ষণেই যে সম্ভোগ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বাস্তবিক আনন্দ লাভ করা যায়। এই আলিঙ্গনের প্রকার ভেদ বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।]

মূল। সম্প্রয়োগাঙ্গং চতুঃষষ্টিরিত্যাচক্ষতে, চতুঃষষ্টিপ্রকরণত্বাৎ।। ১।। শাস্ত্রমেবেদং চতুষষ্টিরিত্যাচার্যবাদঃ।। ২।।

অনুবাদ। আগের অধ্যায়ে লিঙ্গ-যোনির প্রমাণ, কাল ও ভাব অনুসারে সুরতব্যাপারের ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে। এখন উপচার অর্থাৎ সুরত ব্যাপারের জন্য আবশ্যক উপায় নির্ণয়ের জন্য সেই সুরতের অঙ্গভূত চৌষট্টি রকমের উপাঙ্গ নির্দেশ করা হচ্ছে—

সম্প্রয়োগ বা সুরতব্যাপারের অঙ্গ **চৌষট্টি** প্রকার—একথা পূর্বাচার্যগণ ব'লে থাকেন, কারণ, সম্প্রয়োগ বা কামকলাও চৌষট্টিপ্রকার। সম্প্রয়োগ চৌষট্টি প্রকার হওয়ায় তার অঙ্গও চৌষট্টি প্রকার—এটাই পূর্বাচার্যদের অভিমত। ১।

আচার্যরা বলেন যে, ঐরকম চৌষট্টি রকমের সম্প্রয়োগ অবলম্বন ক'রে এই কামশাস্ত্র রচিত হয়েছে, তাই **কামশাস্ত্রও চৌষট্টি প্রকার**। ২।

মূল। কলানাং চতুঃষষ্টিত্বাত্তাসাং চ সম্প্রয়োগাঙ্গভূতত্বাৎ কলাসমূহো বা চতুঃষষ্টিরিতি।। ৩।। ঋচাং দশতয়ীনাঞ্চ সংজ্ঞিতত্বাৎ ইহাপি তদর্থসম্বন্ধাৎ। পঞ্চালসম্বন্ধাচ্চ বহ্বৃচৈরেষা পূজার্থং সংজ্ঞা প্রবর্তিতেত্যেকে।। ৪।।

অনুবাদ। গীত, বাদ্য প্রভৃতি কলা চৌষট্টি প্রকার। সেগুলি সম্প্রযোগের অঙ্গ , তাই এই অঙ্গগুলি চৌষট্টি প্রকারের। এগুলি সম্প্রযোগের অঙ্গ হওয়ায়, এগুলিকে এই শাস্ত্রের সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। **দশটি মণ্ডলসমন্বিত ঋগ্‌বেদে দশাবয়ব সম্প্রযোগ** ও তার মোট চৌষট্টি প্রকারের নাম বলা হয়েছে। এই সুরতশাস্ত্রে ঋক্-প্রতিপাদিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকায় এবং **পঞ্চাল** নামে মহর্ষি কর্তৃক ঋগ্বেদে চৌষট্টি প্রকরণ কথিত হওয়ায় **বহ্বৃচ** নামে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণগণ পূজার্থে এই নাম প্রবর্তিত করেছেন—এটি কারো কারো অভিমত। **দশাবয়ব-সম্প্রযোগ হ'ল**—আলিঙ্গন, চুম্বন, নখক্ষত (রতিক্রিয়ার সময় আবেগবশতঃ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরকে নখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করা), দন্তকর্ম (দন্তের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত করা), সীৎকৃত (রতিক্রিয়ার সময় উন্মাদনায় মুখে অস্পষ্ট শব্দ করা), পাণিঘাত (হাত দিয়ে ঠেলে দেওয়া বা চেপে ধরা), সম্বেশন (সঙ্গম করার উপযোগী আসন বা শয্যা), উপসৃত (যোনি ও পুরুষাঙ্গের সংযোগ), ঔপরিষ্টক (মুখে লিঙ্গ-প্রবেশরূপ কর্মের অভ্যাস) ও নরায়িত (বা পুরুষায়িত; পরে আলোচিত হয়েছে।)। ৩-৪।

মূল। আলিঙ্গন-চুম্বন-নখচ্ছেদ্য-দশনচ্ছেদ্য-সম্বেশন-সীৎকৃত-পুরুষায়িতৌপরিষ্টকানামষ্টানামষ্টধা বিকল্পভেদাদষ্টাবষ্টকাশ্চতুঃষষ্টিরিতি বাভ্রবীয়াঃ।। ৫।।

বিকল্পবর্গাণামষ্টানাং ন্যূনাধিকত্বদর্শনাৎ প্রহণন-বিরুতপুরুষোপসৃপ্তচিত্র-রতাদীনামন্যেষামপি বর্গাণামিহ প্রবেশনাৎ প্রায়োবাদোঽয়ম্। যথা সপ্তপর্ণো বৃক্ষঃ পঞ্চবর্ণো বলিরিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৬।।

অনুবাদ। বাভ্রব্যের মতাবলম্বিগণ বলেন—আলিঙ্গন, চুম্বন, নখচ্ছেদ্য দন্তচ্ছেদ্য, সম্বেশন, সীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টক—এই আটটির প্রত্যেকটির আট প্রকার ভেদ থাকায় মোট সংখ্যা চৌষট্টি। ৫।

বাৎস্যায়ন বলেন—যে চৌষট্টি প্রকারের কথা বলা হয়েছে, তা হ'ল প্রায়িক বচন অর্থাৎ সবসময় যে চৌষট্টি-ই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ সবসময় যে আটটির প্রত্যেকটির আট প্রকার ভেদ হবে এমন নয়। কারণ, আলিঙ্গন প্রভৃতি আটটির যে বিকল্পভেদ বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনোটির ভেদ কখনও কমও হ'তে পারে, কোনোটির আবার বেশীও হ'তে পারে। যেমন, কখনও পুরুষায়িতের ভেদসংখ্যা কম দেখা যায়, আবার কোনো কোনো আলিঙ্গন প্রভৃতির আধিক্য দেখা যায়। তাছাড়া, প্রহণন, বিরুত, পুরুষোপসৃপ্ত ও চিত্ররত প্রভৃতিও অন্য বর্গের ব্যাপার এই চৌষট্টির মধ্যে গণ্য হয়। তাই উক্ত আটটির প্রত্যেকটির আবার আট প্রকার হওয়া সম্ভব নয় ব'লে এই চৌষট্টি প্রকারকে **প্রায়িক বচন** বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন— সপ্তপর্ণ-বৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ-বলি। এখানে সপ্তপর্ণ (ছাতিম) গাছের প্রত্যেক পল্লবেই যে সাতটি করে পাতা থাকবে বা বলি (পূজোপহার) যে সবসময় পাঁচ বর্ণেরই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কম-বেশীও হ'তে পারে। এইরকমভাবে চৌষট্টি কথাটিও প্রায়িকবচনরূপে ব্যবহৃত হবে।৬।

মূল। তত্রাসমাগতয়োঃ প্রীতিলিঙ্গদ্যোতনার্থমালিঙ্গনচতুষ্টয়ম্—স্পৃষ্টকম্, বিদ্ধকম্, উদ্‌ঘৃষ্টকম্, পীড়িতকম্ ইতি।। ৭।।

অনুবাদ। আগে আলিঙ্গন ক'রে তারপর চুম্বনাদি প্রয়োগ হয়, তাই প্রথমে আলিঙ্গন বিচার করা হচ্ছে। আলিঙ্গন দু'রকমের— নায়ক-নায়িকার সঙ্গমের আগে আলিঙ্গন ও সঙ্গমের সময় আলিঙ্গন। তাদের মধ্যে সমাগম হওয়ার আগে নায়ক ও নায়িকার প্রীতি বা অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশের জন্য যে আলিঙ্গন হয়, তা চার রকমের— স্পৃষ্টক, বিদ্‌ধক্, উদ্‌ঘৃষ্টক এবং পীড়িতক। ৭।

মূল। সর্বত্র সংজ্ঞার্থেনৈব কর্মাতিদেশঃ।। ৮।।

সম্মুখাগতায়াং প্রযোজ্যায়ামন্যাপদেশেন গচ্ছতো গাত্রেণ গাত্রস্য স্পর্শনং স্পৃষ্টকম্।। ৯।।

অনুবাদ। যে চার রকমের আলিঙ্গনের কথা বলা হ'ল, তাদের সবগুলিতে নামের অর্থের মাধ্যমেই আলিঙ্গন ক্রিয়ার স্বরূপ জানতে হবে, যেমন, স্পৃষ্টক। এই শব্দের 'স্পর্শ করে থাকাই স্পৃষ্টক আলিঙ্গন' —এইরকম অর্থবোধ হয়। অন্যান্যগুলিরও এইভাবে অর্থবোধের মাধ্যমে আলিঙ্গন-ক্রিয়ার স্বরূপ জানতে হবে। ৮।

নায়িকা নায়কের সামনের দিকে আসতে থাকলে যদি (অন্যলোক আশে-পাশে থাকার জন্য) তাকে আলিঙ্গন করা সম্ভব না হয়, অথচ নায়িকাকে নায়কের অনুরাগ জানাবার বিশেষ আগ্রহ থাকে, তবে নায়ক, অন্য কোনো কাজ করার ছলে, বুদ্ধি ক'রে নায়িকার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার শরীরে নিজের শরীর স্পর্শ করাবে। একে **স্পৃষ্টক আলিঙ্গন** (slight contact) বলে। এখানে অন্য লোক যেন জানতে না পারে যে, নায়ক সজ্ঞানেই নায়িকার শরীরে নিজ শরীরের স্পর্শ করাচ্ছে। ৯।

মূল। প্রযোজ্যং নায়িকা স্থিতমুপবিষ্টং বা বিজনে কিঞ্চিদ্ গৃহ্ণতী পয়োধরেণ বিধ্যেৎ। নায়কোঽপি তামবপীড্য গৃহ্ণীয়াদিতি বিদ্ধকম্। ১০।।

তদুভয়মনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োঃ।। ১১।।

অনুবাদ। নায়ক হয়তো কোনো নির্জন জায়গায় দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট আছে। তাকে সেই অবস্থায় দেখে নায়িকা সেখানে কিছু গ্রহণ করার ছলে যাবে এবং তার

স্তন-দ্বারা নায়ককে আঘাত করবে। নায়ক তখন নিজের প্রতি নায়িকার অনুরাগ সম্পর্কে নিশ্চিত হ'য়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে জোর ক'রে নিজের দেহের মধ্যে চেপে ধরবে। একেই **বিদ্ধক-আলিঙ্গন** (breast-preassure embrace) বলে।১০।

যে নায়ক ও নায়িকা এখনও সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়নি এবং তাদের আলাপ-পরিচয়ও খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়নি, তাদের পক্ষেই স্পৃষ্টক ও বিদ্ধক আলিঙ্গনদুটি প্রযোজ্য। যাদের আলাপ-পরিচয় একেবারেই হয়নি তাদের পক্ষে আলিঙ্গন প্রযোজ্য নয়। ১১।

মূল। তমসি, জনসম্বাধে, বিজনে বাহ্থ শনকৈর্গচ্ছতোর্নাতিহ্রস্বকালমুদ্ঘর্ষণং পরস্পরস্য গাত্রাণামুদ্ঘৃষ্টকম্।। ১২।।

অনুবাদ। অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়, জনাকীর্ণ প্রদেশে (বহু লোকের ভিড় বা কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে যেখানে বহু মানুষের সমাগম হয়), অথবা নির্জন প্রদেশে আস্তে আস্তে চলতে চলতে বহুক্ষণ ধ'রে নায়িকার শরীরের সাথে নায়কের শরীরের যে ঘর্ষণ তাকে **উদ্ঘৃষ্টক আলিঙ্গন** (huffing embrace) বলে। [নায়ক ও নায়িকা পরস্পরে যদি সজ্ঞানে ও সচেষ্টভাবে একে অন্যের শরীরে ঘর্ষণ করে, তবে তাকে **উদ্ঘৃষ্টক** বলে। আর যেখানে একজনই সচেষ্টভাবে অসতর্ক-অন্যজনের শরীরে নিজের শরীরের ঘর্ষণ করবে, তাকে **ঘৃষ্টক** বলা হয়। তবে সাধারণভাবে এই ঘৃষ্টক আলিঙ্গনকেও উদ্ঘৃষ্টক-আলিঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।]।১২।

মূল। তদেব কুড্যসন্দংশেন স্তম্ভসন্দংশেন বা স্ফুটকমবপীড়য়েদিতি পীড়িতকম্।। ১৩।।

তদুভয়মবগতপরস্পরাকারয়োঃ।। ১৪।।

অনুবাদ। নায়িকা ও নায়ক যেমনভাবে পরস্পরে উদ্ঘৃষ্টক-আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হয়, সেইভাবে একজন অন্যের অনুপস্থিতিতে তার কথা ভেবে আবেগের বশে যদি কোনও কুড্য (ভিত্তি) বা স্তম্ভকে দুই হাত দিয়ে চেপে জড়িয়ে ধরে, তবে তাকে **পীড়িতক** আলিঙ্গন (pressive-rubbing embrace) বলে।

উদ্ঘৃষ্টক ও পীড়িতক নামে যে আলিঙ্গন দুটির কথা বলা হ'ল, সেদুটি, সঙ্গম হয়নি যাদের এমন নায়ক-নায়িকা যদি একে অপরের আকার ও ভাব ঠিকমত জানতে পারে, তবেই ব্যবহার্য, অন্যথা নয়। ১৪।

মূল। লতাবেষ্টিতকং বৃক্ষাধিরূঢ়কং তিলতণ্ডুলকং ক্ষীরনীরকমিতি চত্বারি সম্প্রযোগকালে।। ১৫।।

অনুবাদ। সঙ্গমের সময় যে চার প্রকার আলিঙ্গনের বিধান আছে সেগুলি হ'ল— লতাবেষ্টিতক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক এবং ক্ষীরনীরক। [সমাগমের সময় নায়ক

ও নায়িকা দুজনেই যখন রসসিক্ত হবে, তখনই এই চারটি আলিঙ্গন প্রয়োগ করতে হবে।]।১৫।

মূল। লতেব শালমাবেষ্টয়ন্তী চুম্বনার্থং মুখমবনময়েৎ। উদ্ধৃত্য মন্দসীৎকৃতা তমাশ্রিতা বা কিঞ্চিদ্রামণীয়কং পশ্যেত্তল্লতাবেষ্টিতকম্।। ১৬।।

অনুবাদ। লতা যেমন বৃক্ষকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে, সেইভাবে দণ্ডায়মানা নায়িকা তার সামনে দণ্ডায়মান অবস্থায় সঙ্গমরত নায়ককে বাহুপাশ দিয়ে আবেষ্টিত ক'রে তার মুখে চুম্বন করার জন্য মুখটি অবনমিত করবে (বা নায়িকা নায়কের দেহকে নিজের শরীরের মধ্যে চেপে ধরলে স্বাভাবিকভাবেই নায়কের মুখও নীচের দিকে নেমে আসবে; তখন নায়িকা নায়কের মুখে চুম্বন করবে)। অথবা সেইভাবে আলিঙ্গনরত অবস্থাতেই বেশী সীৎকার না ক'রে নায়িকা নিজের যোনিদেশকে কিছুটা উপরের দিকে উন্নত ক'রে নিজের স্তনের অগ্রভাগে বা অন্যত্র নায়ক দ্বারা কৃত নখক্ষত বা দন্তক্ষত প্রভৃতি রমণীয় বস্তু দেখার চেষ্টা করবে। এইপ্রকারের আলিঙ্গনকে **লতাবেষ্টিতক** (twining of a creeper) বলে।

মূল। চরণেন চরণমাক্রম্য দ্বিতীয়েনোরুদেশমাক্রমন্তী বেষ্টয়ন্তী বা তৎপৃষ্ঠসক্তৈকবাহুর্দ্বিতীয়েনাংসমবনময়ন্তী ঈষন্মন্দসীৎকৃতকূজিতা চুম্বনার্থমেবাধিরোঢুমিচ্ছেদিতি বৃক্ষাধিরূঢ়কম্।। ১৭।। তদুভয়ং স্থিতকর্ম।। ১৮।।

অনুবাদ। দণ্ডায়মানা (বা শায়িতা) নায়িকা একটি পায়ের দ্বারা তার সামনে বা দেহের উপরিস্থিত অবস্থায় সঙ্গমরত বা সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত নায়কের একটি পা-কে আঁকড়ে ধরবে এবং দ্বিতীয় পায়ের দ্বারা নায়কের উরুদেশকে আঁকড়ে ধরবে, কিংবা একটি হাত দিয়ে নায়কের পিঠ লতার মত বেষ্টন ক'রে দ্বিতীয় হাতের দ্বারা নায়কের স্কন্ধদেশ নীচের দিকে নামিয়ে এনে অল্প অল্প নিঃশ্বাস ফেলবে এবং মুখে অভিব্যক্তিসূচক শব্দ করবে। চুম্বনের উদ্দেশ্যে নায়িকা নিজের দেহকে কিছুটা উপরের দিকে তুলে ধরবে। এই ধরণের আলিঙ্গনকে **বৃক্ষাধিরূঢ়ক** (climbing of a tree) বলা হয়।১৭।

বৃক্ষাধিরূঢ়কে যে দুটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে, তা প্রধানতঃ স্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থায় সঙ্গমরত নায়ক-নায়িকার কাজ।

[তবে, এই আলিঙ্গনের সময় নায়ক ও নায়িকার মধ্যে যে কোন একজন নীচে শায়িত থাকতে এবং অন্যজন তার উপরে থাকতেও পারে। দুজনের মধ্যে যার যেভাবে সুবিধা হয়, সেভাবেই অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য এই আলিঙ্গন-প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে।]।১৮।

মূল। শয়নগতাবেবোরুব্যত্যাসং ভুজব্যত্যাসঞ্চ সসংঘর্ষমিব ঘনং সংস্বজেতে, তত্তিলতণ্ডুলকম্।। ১৯।।

অনুবাদ। শয্যার উপর পাশাপাশি ও পরস্পর মুখোমুখি শায়িত নায়ক ও নায়িকা একে অপরের বাম বগলের মধ্যে ডান হাত এবং ডান বগলের মধ্যে বাম হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এবং একে অন্যের ডান উরুর উপর বাম উরু ও বাম উরুর উপর ডান উরু স্থাপনা ক'রে সংঘর্ষ করবার মতই যেন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে ধরবে। এইধরণের আলিঙ্গনকে **তিলতণ্ডুলক** (gummed-up clasp) বলে। [নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের বগল, হাত ও উরু তিল ও তণ্ডুলের মত যেন মিশে যায়। তাই এই আলিঙ্গনের নাম তিলতণ্ডুলক।]। ১৯।

মূল। রাগান্ধাবনপেক্ষিতাত্যয়ৌ পরস্পরমনুবিশত ইবোৎসঙ্গগতায়ামভিমুখোপবিষ্টয়াং শয়নে বেতি ক্ষীরজলকম্।। ২০।।

তদুভয়ং রাগকালে।। ২১।। ইত্যপগূহনযোগা বাভ্রবীয়াঃ।। ২২।।

অনুবাদ। উপবিষ্ট নায়কের কোলের উপর সামনা-সামনি উপবিষ্ট নায়িকার দেহকে বেষ্টন ক'রে (ডান বগলের মধ্যে বাম হাত, বাম বগলের মধ্যে ডান হাত, ডান উরুর উপর বাম উরু এবং বাম উরুর উপর ডান উরু রেখে) বা শয্যায় শায়িতা নায়িকার শরীরের উপর নায়ক নিজেকে অবস্থাপন ক'রে সেইভাবে বেষ্টন ক'রে, অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ পরস্পর পরস্পরের দেহের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার অপেক্ষা না ক'রে, জোর ক'রে চেপে ধ'রে একজন যেন অন্যের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। এই ধরনের আলিঙ্গনকে **ক্ষীরজলক** বা **ক্ষীরনীরক** (complete-fusion clasp) বলে। ২০।

উপরিউক্ত দুটি ক্ষীরজলক আলিঙ্গন রাগকালে প্রযোজ্য। ২১।

[সম্প্রযোগের কালবিশেষকে রাগকাল বলে। যখন পুরুষের লিঙ্গ রতিক্রীড়ার উদ্দেশ্যে উত্তেজিত হ'য়ে উন্নত হয় এবং নারীর যোনি-দেশ আর্দ্র হয়, অথচ যোনিদেশে পুরুষের লিঙ্গ প্রবিষ্ট হয় নি, তখনই উপরিউক্ত দুই প্রকার আলিঙ্গন কর্তব্য। **বাভ্রব্যই** এই দু'প্রকার উপগূহন বা আলিঙ্গনের কথা বলেছেন]। ২২।

মূল। সুবর্ণনাভস্য ত্বধিকমেকাঙ্গোপগূহনচতুষ্টয়ম্।। ২৩।।

অনুবাদ। **বাভ্রব্যের** মতানুসারে যে উক্ত আট প্রকার আলিঙ্গনের কথা বলা হ'ল, তার থেকে আরও চার রকম একাঙ্গের আলিঙ্গনের কথা (অর্থাৎ উরুর সাথে উরুর, জঘনের দ্বারা জঘনের, নায়িকার স্তনদ্বয় দ্বারা নায়কের বক্ষোদেশের এবং পরস্পরের

ললাটের সাথে ললাটের আলিঙ্গন) **সুবর্ণনাভ** বলেছেন। [সুবর্ণনাভ আরও বলেন যে, এই চার প্রকার আলিঙ্গন সঙ্গমকালেই কর্তব্য]। ২৩।

মূল। তত্রোরুসন্দংশেনৈকমূরুমূরুদ্বয়ং বা সর্বপ্রাণং পীড়য়েদিত্যূরূপগূহনম্।। ২৪।।

অনুবাদ। সুবর্ণনাভ-কথিত চারটি আলিঙ্গনের মধ্যে প্রথমটি হ'ল—'উরূপগূহন'। যখন নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের একটি বা দুটি উরুকে বেড়ির মত ধ'রে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে চেপে ধরবে তখন সেই আলিঙ্গনকে **উরূপগূহন** (thigh princers) বলা হবে।

[পাশাপাশি ও মুখোমুখি শায়িত স্ত্রী বা পুরুষের একটি বা দুটি উরুকেই পুরুষ বা স্ত্রী নিজের উরুর দ্বারা সাঁড়াশির মত বেড় দিয়ে ধরবে। যার উরু আকারে বড় ও ওজনে ভারী সে-ই প্রথমে উদ্যোগী হবে। মাংসবহুল স্থানে বেশী চাপ দিয়ে পীড়ন করা হ'লে তা খুব সুখদায়ক হয়।]। ২৪।

মূল। জঘনেন জঘনমবপীড্য প্রকীর্যমাণকেশহস্তা নখদশনপ্রহণনচুম্বনপ্রযোজনায় তদুপরি লঙ্ঘয়েত্তজ্জঘনোপগূহনম্।। ২৫।।

অনুবাদ। স্ত্রী, তার জঘনদ্বারা পুরুষের জঘন অত্যন্ত চেপে ধ'রে মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে, নখক্ষত, দন্তক্ষত ও হাত দিয়ে পুরুষের দেহকে পেষণ এবং চুম্বন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে পুরুষের দেহের উপরে অবস্থান করবে। একে **জঘনোপগূহন** (hip-thigh embrace) নামে আলিঙ্গন বলা হয়। [নারী যদি বিপুল জঘনা হয় তবে এই আলিঙ্গন পুরুষের পক্ষে খুব সুখকর হয়। তাছাড়া স্ত্রীলোকের জঘন অতিশয় শৃঙ্গারদ্যোতক হওয়ার জন্য পুরুষের দেহের উপর স্ত্রীদেহের অবস্থাপনের বিধান দেওয়া হয়েছে।]। ২৫।

মূল। স্তনাভ্যামুরঃ প্রবিশ্য তত্রৈব ভারমারোপয়েদিতি স্তনালিঙ্গনম্।।২৬।।

অনুবাদ। আসীন অবস্থায়, পাশাপাশি-মুখোমুখি শায়িত অবস্থায় বা শায়িত পুরুষের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে, স্ত্রী তার স্তন দুটি দ্বারা পুরুষের বুকের মধ্যে যেন প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে সেখানে (অর্থাৎ পুরুষের বুকে) সমস্ত স্তনভার অর্পণ করবে। একে **স্তনালিঙ্গন** (embrace of the breasts) বলে। [এখানে মনে রাখতে হবে পুরুষের বুকের উপর স্ত্রী তার স্তনের ভার অর্পণ করবে। এইভাবে নায়কের বুক স্তনভারাক্রান্ত হওয়ায় সে হৃদয়ে পিণ্ডীকৃত স্পর্শসুখ অনুভব করবে।]। ২৬।

মূল। মুখে মুখমাসজ্যাক্ষিণী অক্ষ্ণোর্ললাটেন ললাটমাহন্যাৎ, সা ললাটিকা।।২৭।।

অনুবাদ। নায়কের দেহের উপরে নায়িকা উপুড় হ'য়ে শুয়ে বা পাশাপাশি মুখোমুখি শায়িত অবস্থায় মুখে মুখ সংলগ্ন ক'রে, পরস্পরের চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নায়কের ললাটে নায়িকা তার ললাট দিয়ে আঘাত করবে। এই ব্যাপারটির নাম **ললাটিকা** (embrace of the forehead)। [এই আলিঙ্গনটিতে নায়িকাকেই মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। নায়কের ললাটে নিজের ললাটদ্বারা আঘাত করার ফলে নায়িকার ললাটস্থিত সিঁদুর-কুঙ্কুম প্রভৃতি রঞ্জনদ্রব্যদ্বারা নায়কের ললাট রঞ্জিত হবে।]।২৭।

মূল। সম্বাহনমপ্যুপগূহনপ্রকারমিত্যেকে মন্যন্তে, সংস্পর্শত্বাৎ।। ২৮।।

পৃথক্কালত্বাদ্ভিন্নপ্রয়োজনত্বাদসাধারণত্বান্নেতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৯।।

অনুবাদ। কেউ কেউ মনে করেন, সংবাহন বা অঙ্গমর্দন এক ধরণের উপগূহন বা আলিঙ্গন। কারণ, এর দ্বারা স্পর্শসুখের অনুভব হয়। ত্বক্, মাংস ও অস্থি (হাড়) —এই তিনটিরই সুখদায়ক হয় ব'লে সম্বাহন তিন প্রকার। একেও কেউ কেউ একধরণের আলিঙ্গন-ই বলেন। ২৮।

বাৎস্যায়ন বলেন—সম্বাহন বা অঙ্গমর্দন আলিঙ্গন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কারণ, আলিঙ্গন ও সম্বাহন ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রযোজ্য, এদের প্রয়োজনও ভিন্ন অর্থাৎ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য নয় এবং সম্বাহনকালে নায়ক-নায়িকা উভয়েই একসাথে স্পর্শসুখ অনুভব করে না।

[উপগূহন বা আলিঙ্গনের দ্বারা নায়ক-নায়িকা দুজনেই একসাথে স্পর্শসুখ অনুভব করে। কিন্তু সম্বাহনের ফলে অর্থাৎ একজন যদি অন্যের অঙ্গ মর্দন করে, তবে যার অঙ্গ মর্দন করা হয়, সে-ই সুখানুভব করে। পুরুষ যদি স্ত্রীর অঙ্গ মর্দন করে তবে স্ত্রীরই সুখানুভব হয়, পুরুষের নয়। আবার পুরুষের অঙ্গ যখন স্ত্রী মর্দন ক'রে দেয়, তখন পুরুষ-ই সুখী হয়। তাই সম্বাহন ও আলিঙ্গন এক জাতীয় নয়।]। ২৯।

মূল। পৃচ্ছতাং শৃন্বতাং বাঽপি তথা কথয়তামপি।

উপগূহবিধিং কৃৎস্নং রিরংসা জায়তে নৃণাম্।। ৩০।।

অনুবাদ। উপগূহন বা আলিঙ্গন-ব্যাপার সম্পর্কে যে ব্যক্তি নানারকম প্রশ্ন করে, শ্রবণ করে বা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়, তারও সম্পূর্ণ সঙ্গমের ইচ্ছা হয়। আর যে নারী-পুরুষ আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত, তাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি থাকতে পারে? অর্থাৎ আলিঙ্গনের ফলে তাদের সঙ্গম করার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। ৩০।

মূল। যেঽপি হ্যশাস্ত্রিতাঃ কেচিৎ সংযোগাদ্ রাগবর্দ্ধনাঃ।

আদরেণৈব তেঽপ্যত্র প্রযোজ্যাঃ সাম্প্রযোগিকাঃ।। ৩১।।

অনুবাদ। এই শ্লোকে শাস্ত্রকার বলছেন—এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হ'ল তা ছাড়াও অন্যরকমের আলিঙ্গনাদি যদি জানতে পারা যায়, তাও গ্রহণ করতে হবে। তাই তিনি বলেছেন—রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অনুরাগবৃদ্ধিকারী যেসব আলিঙ্গনের কথা এই শাস্ত্রে বর্ণিত হয় নি, অথচ জনসমাজে প্রচলিত আছে বা কালক্রমে প্রচলিত হ'তে পারে, সেগুলির প্রয়োজন যদি রতিক্রিয়ার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই হয়, তখন সাদরে তার প্রয়োগ করা উচিত; শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়নি ব'লে সেগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন উচিত নয়। যেহেতু সম্প্রয়োগের জন্যই তাদের প্রয়োজন, সেই কারণে সেগুলিও প্রযোজ্য। ৩১।

মূল। শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্ যাবন্মন্দরসা নরাঃ।
রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ।। ৩২।।

অনুবাদ। শাস্ত্রে বর্ণিত হয় নি, এমন সুরতাদি ব্যাপার লোক কেন গ্রহণ করবে, এইরকম প্রশ্নের আশঙ্কা ক'রে আলোচ্য শ্লোকে তার সমাধান করা হয়েছে—

যতদিন পর্যন্ত সুরতব্যাপারে মানুষের অনুরাগ অল্প থাকে, ততদিন পর্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধান বিশেষ বিশেষ অনুশাসনের মাধ্যমে মন্দবেগ মানুষের সুরতক্রিয়ায় প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু একবার যখন সুরতক্রিয়ায় মানুষের অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গমাদি ব্যাপার নিজ গতিতে চলতে আরম্ভ করে, তখন শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ ও ক্রম অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না। [অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত সঙ্গম, আলিঙ্গন প্রভৃতি ব্যাপার ঠিকমত প্রবর্তিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করা উচিত এবং শাস্ত্রে যেমনভাবে আলিঙ্গন প্রভৃতির লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেইভাবে তা প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু সুরতক্রিয়ার গতি যখন স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে, তখন আর শাস্ত্রের নির্দেশের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তখন স্ত্রী ও পুরুষের যখন যেমন সুবিধা বা অসুবিধা তা ঠিকমত পর্যালোচনা ক'রে এবং প্রয়োজন হ'লে নিজেরা কোন নতুন উপায় উদ্ভাবন ক'রে সুরতব্যাপার চালিয়ে যাবে।]। ৩২।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রযোগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে আলিঙ্গনবিচারো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২।।

সাম্প্রযোগিক-নামক ষষ্ঠ অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রযোগিকম্

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

চুম্বনবিকল্পাঃ

[যুবক-যুবতির বা পতি-পত্নীর পরস্পরের হৃদয়ে পরম সুখানুভূতি আনে 'চুম্বন'। সম্ভোগের অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত চুম্বন-ক্রীড়া সম্ভোগকে আনন্দঘন ক'রে তোলে। চুম্বনকে আনন্দানুভূতির 'মুখ্যদ্বার' বলা যেতে পারে। চুম্বনের ফলে যুবক-যুবতির বা পতি-পত্নীর প্রেম দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় — প্রেমের উদ্‌গম ও বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল চুম্বন। চুম্বন প্রেমিক-প্রেমিকার কামোদ্বেগকে এগিয়ে নিয়ে যায়, হৃদয়ের আনন্দমিশ্রিত স্পন্দন বৃদ্ধি করে, কামনার শক্তিকে ত্বরান্বিত করে এবং অন্তরের উষ্ণতার আদান-প্রদানের অনুভূতি আনে। চুম্বন প্রেমিক-প্রেমিকার সুপ্ত প্রেমকে ধীরে ধীরে জাগরিত করে, সেই প্রেমকে সযত্নে লালন করে এবং প্রেমের কোনও প্রকার বিকার প্রতিরোধ করে। এই চুম্বনের প্রকার-ভেদ আলোচ্য অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।]

মূল। চুম্বননখদশনচ্ছেদ্যানাং ন পৌর্বাপর্যমস্তি, রাগযোগাৎ।। ১।। প্রাক্‌সংযোগাদেষাং প্রাধান্যেন প্রয়োগঃ প্রহণনসীৎকৃতয়োশ্চ সম্প্রযোগে।। ২।।

অনুবাদ। সুরতক্রিয়ার সময় চুম্বন, পরস্পরকে নখ দিয়ে ক্ষত করা এবং দন্ত দ্বারা ক্ষত করা—এই কাজগুলির কোন পৌর্বাপর্য নেই অর্থাৎ কোন্‌টা আগে করতে হবে বা কোন্‌টা পরে করতে হবে এমন কোন বিশেষ বিধান নেই। যেহেতু এই ব্যাপারগুলি নায়ক-নায়িকার অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ হ'য়ে থাকে, তাই এগুলির মধ্যে কোন্‌টা আগে বা কোন্‌টা পরে করণীয় তা বিচার করার মত মনের অবস্থা তখন থাকে না। তবে চুম্বন, নখক্ষত ও দন্তক্ষত —এগুলির প্রয়োগ যন্ত্রযোগের (অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর যোনিদেশে প্রবিষ্ট হওয়ার) আগেই হ'য়ে থাকে। কিন্তু যন্ত্রযোগের সময়েই **প্রহণন** (উত্তেজনাবশত) পরস্পরের শরীরে আঘাত) এবং **সীৎকৃতের** (সঙ্গমকালে উত্তেজনাবশতঃ উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং মুখে একরকম অস্ফুট শব্দ করা) প্রয়োগ হ'তে দেখা যায়।

[যন্ত্রযোগের সময় চুম্বন, নখচ্ছেদ্য ও দশনচ্ছেদ্যের বেশী প্রাধান্য নেই, কিন্তু প্রহণন ও সীৎকৃতের প্রাধান্য আছে। আবার যন্ত্রযোগ ছাড়া অন্য সময় প্রহণন ও সীৎকৃতের বিশেষ গুরুত্ব নেই।]। ১-২।

মূল। সর্বং সর্বত্র রাগস্যানপেক্ষিতত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩।।

তানি প্রথমরতে নাতিব্যক্তানি বিশ্রব্ধিকয়া বিকল্পেন চ প্রযুঞ্জীত, তথাভূতত্বাদ্রাগস্য।। ৪।। ততঃ পরমতিত্বরয়া বিশেষবৎসমুচ্চয়েন রাগসন্ধুক্ষণার্থম্।। ৫।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন—অনুরাগের অভিলাষে যখন চুম্বন, নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, প্রহণন ও সীৎকৃত প্রযুক্ত হয়, তখন এই ব্যাপারগুলি ঠিক কোন্ সময় করতে হবে এমন কোন কাল-নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব নায়ক ও নায়িকা যখন যেমনভাবে প্রয়োজন বোধ করবে তখনই ওগুলি প্রয়োগ করতে পারে। ৩।

চুম্বনাদি পাঁচটি ব্যাপার (অর্থাৎ চুম্বন, নখক্ষত, দন্তক্ষত, প্রহণন ও সীৎকৃত) সুরতক্রিয়ার আরম্ভসময়ে অত্যন্ত পরিস্ফুট থাকে না। অতএব অনুরক্ত নায়ক-নায়িকা সেগুলি একত্রে না ক'রে বিকল্পে (অর্থাৎ প্রথমে চুম্বন, পরে দন্তচ্ছেদ্য বা প্রথমে দন্তচ্ছেদ্য, পরে চুম্বন—এই রকম অনিয়মে) প্রয়োগ করবে। সুরতক্রিয়ায় প্রথম দিকে অনুরাগ মন্দভাবাপন্ন থাকে। পরে অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত শীঘ্রতার সাথে, বিশেষ দক্ষতা অবলম্বন ক'রে চুম্বন প্রভৃতি সবগুলি একসাথে (অর্থাৎ এটা আগে, ওটা পরে এমন কোন বিচার না ক'রে) প্রয়োগ করা কর্তব্য। কারণ, এইরকম করলেই অনুরাগ তীব্রবেগসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। তা না হ'লে, সুরতক্রিয়ার নিযুক্ত নায়ক-নায়িকা যদি বিচার-বিবেচনাপূর্বক ক্রম অনুসারে চুম্বন প্রভৃতি প্রয়োগ করতে থাকে, তবে অনুরাগের গভীরতা কমে যায়। ৪-৫।

মূল। ললাটালককপোলনয়নবক্ষস্তনোষ্ঠান্তর্মুখেষু চুম্বনম্।। ৬।। উরুসন্ধিবাহুনাভিমূলেষু লাটানাম্।। ৭।। রাগবশাদ্দেশপ্রবৃত্তেশ্চ সন্তি তানি তানি স্থানানি; ন তু সর্বজনপ্রযোজ্যানীতি বাৎস্যায়নঃ।। ৮।।

অনুবাদ। এখন চুম্বনের প্রকারভেদ ও শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় চুম্বন প্রযোজ্য সে বিষয়ে বলা হচ্ছে—

ললাট, অলক, কপোল, নয়ন, বক্ষঃ, স্তন, ওষ্ঠ ও মুখের মধ্যে চুম্বন কর্তব্য (এখানে বক্ষঃ পুরুষের এবং স্তন নারীর এমন বুঝতে হবে। বাকীগুলি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।) লাটদেশীয় (গুজরাটের) কোন কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির মতে তলপেট ও উরুর সংযোগ স্থানে (অর্থাৎ কুঁচকিতে), বাহুমূলে (বগলে) এবং নাভিমূলেও (অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গের ও নারীর যোনিদেশের উপরের জায়গায়ও) চুম্বন বিধেয়। যে যে দেশে, মনুষ্য-শরীরের যেসব স্থান অনুরাগজনিত চুম্বনের জন্য বিখ্যাত, সেই সেই শরীরাঙ্গ অবলম্বন ক'রেই চুম্বন কর্তব্য। কিন্তু **বাৎস্যায়ন** বলেন—এই প্রথা সর্বজনপ্রযোজ্য নয়।

[লাটদেশীয়দের মতে চুম্বনের স্থান এগারটি—ললাট, অলক, কপোল, নয়ন, বক্ষঃ, স্তন, ওষ্ঠ, মুখের মধ্যভাগ, ঊরুসন্ধি, বাহুমূল ও নাভিমূল। প্রবৃত্তি অনুসারে যে যে স্থানে চুম্বনের আগ্রহ জাগে, সেই সেই স্থানেই চুম্বন করা কর্তব্য। কিন্তু লাটদেশীয়রা যে ঊরুসন্ধি, বাহুমূল ও নাভিমূলে চুম্বনের বিধান দিয়েছেন, তা সকল লোকের পছন্দ নয়। কারণ শিষ্ট ব্যক্তিরা ঐ স্থানগুলি অশুচি মনে ক'রে ওখানে চুম্বন করতে পারেন না। তাই তাঁরা পূর্বোক্ত আটটি স্থানকেই চুম্বনের জন্য প্রশস্ত ব'লে মনে করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো শিষ্ট ব্যক্তি ঊরুসন্ধি প্রভৃতি স্থানে চুম্বন যে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন, তা আবার সকলে মানেন না। কারণ, শোনা যায় ও দেখাও যায় যে, কোনো কোনো শিষ্ট ব্যক্তি অনুরাগের উত্তেজনায় নারীর যোনিদেশেও চুম্বনে প্রবৃত্ত হন এবং আনন্দলাভও করেন।]। ৬-৮।

মূল। নিমিতকং স্ফুরিতকং ঘট্টিতকমিতি ত্রীণি কন্যাচুম্বনানি।। ৯।।

অনুবাদ। নায়ক ও নায়িকার মুকুলীকৃত মুখের সংযোজনকে চুম্বন বলে। মুখের দ্বারা যেসব স্থানে চুম্বন করা হয়, সেইসব স্থানভেদে চুম্বনেরও ভেদ হয়। চুম্বনের স্থানগুলির মধ্যে নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের মুখে মুখে চুম্বনেরই প্রাধান্য ব'লে, সেই চুম্বনের কথাই প্রধানভাবে বলা হচ্ছে। ওষ্ঠ (উপরের ঠোঁট), অধর (নীচের ঠোঁট) ও সম্পুটক (একজনের মিলিত ঠোঁটদুটিতে অন্যের মিলিত ঠোঁটের চুম্বন)—এই তিন প্রকার ভেদে চুম্বন তিন প্রকার। এদের মধ্যে আবার চুম্বন-ক্রিয়ার বহুত্বহেতু অধরচুম্বনের বিষয়ে বলা হচ্ছে—

সঙ্গমের অভিজ্ঞতা যার নেই এবং প্রণয়ের গভীরতা যার হয় নি এমন কন্যার চুম্বন তিন প্রকার—নিমিতক, স্ফুরিতক এবং ঘট্টিতক (এখানে চুম্বনের প্রযোক্ত্রী হবে কন্যা নিজে)। ৯।

মূল। বলাৎকারেণ নিযুক্তা মুখে মুখমাধত্তে; ন তু বিচেষ্টত ইতি নিমিতকম্।। ১০।।

অনুবাদ। নায়িকা হঠাৎ জোর ক'রে চুম্বনে প্রবৃত্ত হ'য়ে নায়কের মুখে মুখ স্থাপন করবে; কিন্তু লজ্জাবশতঃ নায়কের অধরে চুম্বন করতে চেষ্টা করবে না। এইরকম চুম্বনকে **নিমিতক** (limited or normal kiss) বলা হয়। নিমিতক হ'ল পরিমিত চুম্বন—অর্থাৎ নায়কের অধরে কেবলমাত্র নায়িকার মুখ-স্থাপন। ১০।

মূল। বদনে প্রবেশিতং চৌষ্ঠং মনাগপত্রপাহ্বগ্রহীতুমিচ্ছন্তী স্পন্দয়তি স্বমোষ্ঠং, নোত্তরমুৎসহত ইতি স্ফুরিতকম্।। ১১।।

অনুবাদ। নায়িকার মুখে নায়ক নিজের অধর প্রবিষ্ট ক'রে দিলে, নায়িকা তার

লজ্জার ভাগ কিছু শিথিল ক'রে, নায়কের অধর মুখ দিয়ে গ্রহণ ক'রে নায়ককে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু নায়িকা হঠাৎ নিজের অধর আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়ে নেবে না। এই সময় নায়ক যদি নিজের অধর নায়িকার মুখ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তখন নায়িকা নায়কের অধরকে নিজের দুটি ঠোঁটের দ্বারা ধ'রে রাখার চেষ্টা করবে। একে **স্ফুরিতক-চুম্বন** ('quakening or throbbing kiss') বলে। ১১।

মূল। ঈষৎ পরিগৃহ্য বিনিমীলিতনয়না করেণ চ তস্য নয়নে অবচ্ছাদয়ন্তী জিহ্বাগ্রেণ ঘট্টয়তি ইতি ঘট্টিতকম্।। ১২।।

অনুবাদ। যখন নায়িকা নিজের দুটি হাত দিয়ে নায়কের চোখদুটি আচ্ছাদিত ক'রে, নিজেও চোখদুটি নিমীলিত ক'রে, নায়কের অধর নিজের মুখের মধ্যে আল্‌তোভাবে নিয়ে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই অধরকে স্পর্শ করবে, তখন হবে **ঘট্টিতক** ('touching or exploratory kiss') নামে চুম্বন। ১২।

মূল। সমং তির্যগুদ্ভ্রান্তমবপীড়িতকমিতি চতুর্বিধমপরে।। ১৩।।

অনুবাদ। কেউ কেউ বলেন—চুম্বন চার রকমের— সম, তির্যক্, উদ্‌ভ্রান্ত এবং অবপীড়িতক।

[সোজাসুজি মুখের উপর মুখ রেখে নীচের ঠোঁট গ্রহণ করার নাম **সম** (straight kiss)। মুখ ঘুরিয়ে অধরোষ্ঠ বর্তুলাকার ক'রে যে গ্রহণ, তার নাম **তির্যক্** বা **বক্র** (oblique or bent kiss)। একজনের চিবুক ও মাথাটি দুহাতে ধ'রে মুখটি ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যজন যদি সেই মুখের অধরোষ্ঠ নিজের মুখ দ্বারা গ্রহণ করে, তবে সেই চুম্বনের নাম **উদ্‌ভ্রান্ত** (revolving or turned kiss), আর সেই অবস্থায় যদি খুব চেপে ধ'রে চুম্বন করা হয়, তবে তাকে **অবপীড়িতক** (pressed kiss) বলে।

মূল। অঙ্গুলিসম্পুটেন পিণ্ডীকৃত্য নির্দশনমোষ্ঠপুটেনাবপীড়য়েদিত্যব-পীড়িতকং পঞ্চমমপি করণম্।। ১৪।।

অনুবাদ। পঞ্চম একটি চুম্বন হ'ল—একজন তার হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ নামক দুটি আঙ্গুল দিয়ে অন্যের অধরোষ্ঠকে ধ'রে পিণ্ডীকৃত ক'রে, দাঁতের দ্বারা কোনো আঘাত না লাগিয়ে নিজের দুটি ঠোঁট দিয়ে পিষ্ঠ করবে। একেও **অবপীড়িতক** (super-pressed kiss) নামে পঞ্চম একপ্রকার চুম্বন বলা হয়। (এইভাবে চুম্বনের পদ্ধতি অনুসারে আটরকমের চুম্বনের কথা বলা হ'ল (যথা, নিমিতক, স্ফুরিতক, ঘট্টিতক, সম, তির্যক্, উদ্‌ভ্রান্ত, প্রথম অবপীড়িতক ও দ্বিতীয় অবপীড়িতক) । এদের মধ্যে প্রথম তিনটি কন্যা চুম্বন ও পরের পাঁচটি পরস্পরের দ্বারা গ্রহণ-চুম্বন।১৪।

মূল। দ্যূতং চাত্র প্রবর্তয়েৎ।। ১৫।।

পূর্বমধরসম্পাদনেন জিতমিদং স্যাৎ।।১৬।।

অনুবাদ। এই অধরচুম্বনের সময় পাশাখেলায় যেমন পণরাখা হয় সেইরকম পণ রেখে চুম্বন করবে (এর ফলে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়)।

অভীষ্ট কোনো বিষয়কে বাজী রেখে জয়ের জন্য এইরকম সিদ্ধান্ত করবে যে, আমরা দুজনেই পরস্পরকে চুম্বন করতে থাকব; আমাদের দুজনের মধ্যে যে প্রথমে অধর-চুম্বনের বিধান অনুসরণ ক'রে চুম্বন সম্পাদন করতে পারবে, সে-ই ঐ বিষয়টিকে জয় করতে সমর্থ হবে। ১৫।

[দ্যূত দুই ধরণের—অকপটদ্যূত ও কপটদ্যূত। যখন লৌকিক চুম্বনের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পরস্পরের অধর চুম্বন করবে তখন **অকপট চুম্বন হবে**। সেই অকপট চুম্বনরূপ দ্যূত শুরু হ'লে, পুরুষ প্রথমেই অন্যতম নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে নিজের ওষ্ঠাধর দ্বারা স্ত্রীর অধর গ্রহণ করবে। চুম্বন করতে করতে নারীর অধর নিজের ওষ্ঠাধরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলেই সেই নারী পরাজিতা হবে। অবশ্য অকপট দ্যূতে নারী অবলা ব'লে সে-ই যদি জয়ী হয়, তবেই শোভনীয় হয়। কিন্তু অকপট দ্যূতে পুরুষের দ্বারা স্ত্রী পরাজিত হবে না, কারণ তাহ'লে ঠিক উপযুক্ত হয়না।]। ১৬।

মূল। তত্র জিতা সার্দ্ধরুদিতং করং বিধূনুয়াৎ, প্রনুদেদ্দশেৎ পরিবর্তয়েদ্ বলাদাহৃতা বিবদেৎ পুনরপ্যস্তু পণ ইতি ব্রূয়াৎ। তত্রাপি জিতা দ্বিগুণমায়স্যেৎ।। ১৭।।

অনুবাদ। অকপট দ্যূতে নায়িকা যদি পরাজিতা হয়, তাহ'লে অধরপীড়া (অর্থাৎ নায়কের চুম্বনের ফলে ঠোঁটে ব্যথা লেগেছে এই ভাবটি) জানাবার জন্য সে কৃত্রিম কান্নার সাথে নিজের বাহু কম্পিত করবে। নায়ককে তর্জন করবে ও ভঙ্গী ক'রে তাকে দূরে ঠেলে দেবে। তা সত্ত্বেও নায়ক যদি জোর ক'রে নায়িকার মুখচুম্বনে উদ্যত হয়, তবে নায়িকা দাঁত দিয়ে নায়কের অধর দংশন করবে। চেষ্টা করেও নায়কের মুখ থেকে নিজের অধরকে যদি ছাড়িয়ে নিতে না পারে, তবে নায়িকা অধরকে মুক্ত করার জন্য মুখটি অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তারপর 'আমাকে তুমি পরাজিত করতে পারনি, আমি-ই জিতেছি' এইরকম বলতে বলতে নায়িকা নায়কের সাথে বিবাদ বাধিয়ে দেবে। নায়িকা যদি দেখে—নায়ক নিজেই জয়ী হয়েছে এবং এইরকম দাবী ক'রে খুব চেঁচামেচি করছে, তখন সেই নায়িকা নায়ককে বলবে— 'এসো, আবার বাজী রাখ; দেখি এবার কে জয়ী হয়।' এইকথা ব'লে নায়িকা নতুন ক'রে বাজী রেখে

আবার চুম্বনক্রীড়া আরম্ভ করবে এবং বলবে, 'মনে রেখো, আগের বাজী থেকে এটা কিন্তু নতুন বাজী।' এই দ্বিতীয়-বার বাজীতেও নায়িকা যদি পরাজিত হয়, তবে সে দ্বিগুণভাবে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে দুই হাত ছুঁড়তে থাকবে। ১৭।

মূল। বিশ্রব্ধস্য প্রমত্তস্য বাহ্ধরমবগৃহ্য দশনান্তর্গতমনির্গমং কৃত্বা হসেদুৎক্রোশেত্তর্জয়েদ্বল্গেদাহুয়েন্নৃত্যেৎ প্রনর্তিতভ্রূণা চ বিচলনয়নেন মুখেন বিহসন্তী তানি তানি চ ব্রূয়াৎ। ইতি চুম্বনদ্যূতকলহঃ।। ১৮।।

অনুবাদ। প্রণয়কলহে রত নায়ককে নায়িকা নানারকম কথা ব'লে কপটতার সাথে বিশ্বাস উৎপাদন করবে এবং তাকে প্রমাদগ্রস্ত (অন্যমনস্ক) ক'রে দেবে। এই অবস্থায় নায়কের অধর নায়িকা তার ওষ্ঠাধর এবং দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে এবং নায়ক যাতে অধর ছাড়িয়ে নিতে না পারে সে ব্যাপারে নায়িকা সচেতন থাকবে। নায়িকা এমনভাবে নায়কের অধরটিকে ধ'রে থাকবে যেন নায়ক কোন অপরাধ করেছে। এইভাবে কপটদ্যূতে অর্থাৎ কপটতার সাথে জয়লাভ করেছে মনে ক'রে নায়িকা কখনো মৃদুভাবে হাসবে, কখনো বা সশব্দে হাসবে, কখনো 'তোমার অধরকে আমি আয়ত্তে পেয়েছি, এখন এটিকে খণ্ড খণ্ড করব' এই ব'লে তর্জন করবে, কখনো বা ভঙ্গী ক'রে গাত্রবিক্ষেপ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিকে ওদিকে ছোঁড়াছুঁড়ি) করবে এবং নায়কের দেহের উপর ঢলে ঢলে পড়বে, কখনো আবার সেখান থেকে উঠে গিয়ে কোনো সখীকে ডেকে বলবে,— 'যাও গিয়ে দেখো, আমি ওকে কেমন জব্দ করেছি।' কখনো আবার নায়কের পৌরুষের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে পরিতোষের সাথে নৃত্য করবে, আবার কখনো ভ্রূভঙ্গের সাথে নায়কের প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে ও মুখভঙ্গি ক'রে উপহাস করবে। তারপর এই কলহের অবসানের উদ্দেশ্যে অনুরাগোদ্দীপক নানারকম কথা বলবে। এ-ত হ'ল নায়িকার পক্ষের ব্যাপার। নায়কও অনুরূপভাবে নায়িকাকে বিপর্যস্ত ক'রে নিজের জয় ঘোষণা করবে। এই ব্যাপারের নাম **চুম্বনদ্যূতকলহ**। ১৮।

মূল। এতেন নখদশনচ্ছেদ্যপ্রণয়নদ্যূতকলহা ব্যাখ্যাতাঃ।। ১৯।। চণ্ডবেগয়োরেব ত্বেষাং প্রয়োগঃ, তৎসাত্ম্যাৎ।। ২০।। তস্যাং চুম্বন্ত্যাময়মপ্যুত্তরং গৃহ্ণীয়াদিত্যুত্তরচুম্বিতম্।। ২১।। ওষ্ঠসন্দংশেনাবগৃহ্যৌষ্ঠদ্বয়মপি চুম্বেদিতি সম্পুটকং স্ত্রিয়াঃ পুংসো বাহ্জাতব্যঞ্জনস্য।। ২২।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত অকপটচুম্বন ও কপটচুম্বনের মতই বাজী রেখে নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, প্রণয়কলহ ও দ্যূতকলহ করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রেও জয়-পরাজয় উপলক্ষ্য ক'রে নায়ক-নায়িকার মধ্যে কলহ উপস্থিত করা যেতে পারে। ১৯।

নায়ক ও নায়িকা উভয়েই যখন **চণ্ডবেগ** (অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তেজনায় পরিপূর্ণ) হয়, তখনই এই ধরণের কলহের প্রয়োগ হ'তে পারে। কারণ, এই রকম নায়ক-

নায়িকাই পরস্পরের বিমর্দ বা সজোর-পেষণ সহ্য করতে পারে। **মন্দবেগ** (অর্থাৎ যাদের উত্তেজনা কম) নায়ক-নায়িকা বিমর্দ সহ্য করতে সক্ষম হয় না।

পরস্পরের মুখের উপর মুখ রেখে নায়িকা যখন নায়কের অধর (নীচের ঠোঁট) চুম্বন করতে থাকবে, তখন নায়কও সুযোগমত নায়িকার উত্তরোষ্ঠ (উপরের ঠোঁট) গ্রহণ ক'রে চুম্বন করবে। একে **উত্তর-চুম্বিত** (responsive kiss) বলে।

নায়ক-নায়িকা দুজনেই দুজনের ওষ্ঠদ্বয় নিজেদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে উভয় ওষ্ঠকেই চুম্বন করবে। দুটি ওষ্ঠকেই একসাথে মুখের মধ্যে প্রবেশ করানো ব্যাপারটিকে **সম্পুটক** (cupping kiss) বলা হয়। স্ত্রীলোকের মুখে লোম থাকে না, তাই তার ওষ্ঠদ্বয়কে পুরুষ যদি নিজের মুখে প্রবেশ করায় তাহ'লে সুখকর হয়। আবার যে পুরুষের মুখে দাড়ি-গোঁফ প্রভৃতি নেই, সেইরকম পুরুষের ওষ্ঠদ্বয়কে মুখের মধ্যে গ্রহণ করলে স্ত্রীলোকের পক্ষে সুখকর হয়। পুরুষের লোমযুক্ত মুখের দ্বারা স্ত্রীর ওষ্ঠগ্রহণ কিন্তু সুখাবহ হয় না। ২০-২২।

মূল। তস্মিন্নিতরোঽপি জিহ্বয়াঽস্যা দশনান্ ঘট্টয়েত্তালু জিহ্বাং চেতি জিহ্বাযুদ্ধম্।। ২৩।।

অনুবাদ। সেই সম্পুটক চুম্বনের (ওষ্ঠদ্বয়কে একসাথে গ্রহণ ক'রে চুম্বনের) সময় নায়ক বা নায়িকা জিহ্বা দ্বারা একে অন্যের দাঁতগুলি ভালভাবে মার্জন করার মত ঘর্ষণ করবে। সেইভাবে একজনের জিহ্বা অন্যের মুখমধ্যে উপরের দিকে প্রসারিত ক'রে তালুকে এবং সোজাসুজি প্রসারিত ক'রে জিহ্বাকেও ভালভাবে মার্জিত করবে। একে **জিহ্বাযুদ্ধ** (battle of the tongues) বলে। [পরস্পর মুখের মধ্যে জিহ্বাকে প্রবেশ করিয়ে ঘর্ষণ করে ব'লে একে জিহ্বাযুদ্ধ বলা হয়। একে অন্তর্মুখচুম্বন, দশনচুম্বন, জিহ্বাচুম্বন এবং তালুচুম্বনও বলা হয়।]। ২৩।

মূল। এতেন বলাদ্ বদনরদনগ্রহণং দানং চ ব্যাখ্যাতম্।। ২৪।।

অনুবাদ। এই জিহ্বাযুদ্ধের দ্বারা বলপূর্বক বদনগ্রহণ, রদনগ্রহণ ও দানকেও বোঝানো হ'ল।

[বলপূর্বক একজনের মুখের দ্বারা অন্যের মুখকে এবং একজনের দাঁত দিয়ে অন্যের দাঁতগুলিকে গ্রহণ ক'রে জোর করে চুম্বন করাকে যথাক্রমে **বদনগ্রহণ** ও **রদনগ্রহণ** বলা হয়। চুম্বনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মুখ ও দাঁত সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটিকে **দান** বলা হয়।] ২৪।

মূল। সমং পীড়িতমঞ্চিতং মৃদু শেষাঙ্গেষু চুম্বনং, স্থানবিশেষযোগাদিতি চুম্বনবিশেষাঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। স্থানবিশেষের সম্বন্ধানুসারে ওষ্ঠ, অন্তর্মুখ, দাঁত প্রভৃতি ছাড়া ললাট প্রভৃতি অবশিষ্ট অঙ্গগুলিতে সমচুম্বন, পীড়িতচুম্বন, অঞ্চিতচুম্বন ও মৃদুচুম্বন করতে হবে; এর দ্বারা চুম্বনের সমস্ত ভেদ প্রদর্শিত হ'ল।

[উরুসন্ধি (কুঁচ্‌কি), কক্ষ (বগল) ও বক্ষোদেশে চুম্বনকে **সমচুম্বন** (balanced kisses) বলে। এই তিন স্থানে চুম্বন অতি পীড়াদায়ক বা অতি মৃদু হয় না, তাই এর নাম সমচুম্বন। কপোল, কর্ণমূল ও নাভিমূলে (অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীর যোনিদেশের উপরের অংশে) চুম্বনকে **পীড়িতচুম্বন** (forcible kisses) বলা হয়। ললাট, চিবুক ও কক্ষের প্রান্তভাগে (অর্থাৎ একপাশে) চুম্বনের নাম **অঞ্চিতচুম্বন** (worshipful kisses)। আর ললাট ও দুটি চোখের উপর মুখটিকে শুধুমাত্র স্পর্শ করানোকে **মৃদুচুম্বন** (mild kisses) বলা হয়। এইভাবে চুম্বন ক্রিয়ার ভেদবশতঃ চুম্বনেরও ভেদ বোঝানো হ'ল।]। ২৫।

মূল। সুপ্তস্য মুখমবলোকয়ন্ত্যাঃ স্বাভিপ্রায়েণ চুম্বনং রাগদীপনম্।। ২৬।।

অনুবাদ। অবস্থাভেদে আবার উপরি উক্ত চুম্বনগুলির ভিন্ন নাম হয়। যেমন—নিদ্রিত নায়কের মুখ ভালভাবে দেখে নিয়ে নায়িকা নিজ অভিলাষ অনুসারে (অর্থাৎ যাতে নিজের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে এমনভাবে) যে চুম্বন করবে তাকে **রাগদীপন** (passion-arousing kiss) বলা হয়। [এইভাবে চুম্বন করলে নায়িকার অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, তাই এই চুম্বনের নাম 'রাগদীপন'। এইভাবে চুম্বনের ফলে যে সুপ্ত নায়ককে চুম্বন করা হ'ল, সে জাগরিত হবে। তবে জাগ্রত নায়ককেও এইধরণের চুম্বন করা চলে; তাহ'লে, এই চুম্বন পূর্বোক্ত সাম্প্রযোগিকচুম্বনেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।]।২৬।

মূল। প্রমত্তস্য বিবদমানস্য বাহ্যন্যতোঽভিমুখস্য সুপ্তাভিমুখস্য বা নিদ্রাব্যাঘাতার্থং চলিতকম্।। ২৭।।

অনুবাদ। গীত, আলেখ্য প্রভৃতিতে আসক্তচিত্ত নায়কের একাগ্রতার ব্যাঘাতের উদ্দেশ্যে, নায়িকার সাথে কলহরত নায়কের কলহের ব্যাঘাতের উদ্দেশ্যে, কোনও এক দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ নায়কের দৃষ্টির ব্যাঘাতের উদ্দেশ্যে এবং সুখে নিদ্রা যেতে উৎসুক নায়কের নিদ্রার ব্যাঘাতের উদ্দেশ্যে নায়িকার দ্বারা নায়কের মুখ-প্রভৃতি স্থানে যে চুম্বন করা হয়, তাকে **চলিতক** (diverting kiss) বলা হয়। ২৭।

মূল। চিররাত্রাবাগতস্য শয়নসুপ্তায়াঃ স্বাভিপ্রায়চুম্বনং প্রাতিবোধিকম্।।২৮।।

সাঽপি তু ভাবজিজ্ঞাসার্থিনী নায়কস্যাগমনকালং সংলক্ষ্য ব্যাজেন সুপ্তা স্যাৎ।। ২৯।।

অনুবাদ। গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাগত নায়ক, শয্যায় নিদ্রিত নায়িকার স্বাভিপ্রায় অনুসারে (অর্থাৎ এইরকম অবস্থায় নায়িকা যেরকম চুম্বন পছন্দ করে এবং যে ধরণের চুম্বনের দ্বারা যে জাগরিতা হয় ব'লে নায়কের অভিজ্ঞতা আছে) যে চুম্বন করবে, তাকে **প্রাতিবোধিক চুম্বন** (siqnalling kiss) বলে। ২৮।

এই প্রাতিবোধিক চুম্বনের আগে নায়িকা নায়কের মনোভাব জানার জন্য (অর্থাৎ—'আচ্ছা, দেখি! আমার প্রতি নায়কের অনুরাগ আছে কি নেই' —এই মনে ক'রে), তার আগমনের কাল জানতে পেরে অর্থাৎ নায়ক ঘরে উপস্থিত হয়েছে বুঝতে পেরে, নিদ্রার ভান করে শুয়ে থাকবে (নায়ক এসে যদি নায়িকাকে প্রাতিবোধিক চুম্বন দেয়, তবে নায়িকা বুঝবে নায়ক তার প্রতি অনুরক্ত।)। ২৯।

মূল। আদর্শে কুড্যে সলিলে বা প্রযোজ্যায়াশ্ছায়াচুম্বনমাকারপ্রদর্শনার্থমেব কার্যম্।। ৩০।।

বালস্য চিত্রকর্মণঃ প্রতিমায়াশ্চ চুম্বনং সংক্রান্তকমালিঙ্গনঞ্চ।। ৩১।।

অনুবাদ। দর্পণে (আয়নায়), প্রদীপ প্রভৃতির আলোকের দ্বারা উজ্জ্বল দেওয়ালে বা ভিত্তিতে বা জলে প্রতিবিম্বিত নায়িকার মুখে নায়ক নিজের ভাবসূচক আকার প্রদর্শন করার জন্য চুম্বন করবে। এই চুম্বনকে বলা হয় **ছায়াচুম্বন** (reflecting kiss) (নায়কের এই কাজের দ্বারা সূচিত হবে, সে নায়িকার প্রতি অনুরক্ত)। ৩০।

নায়কের নিজের কোলে অবস্থিত বালকের মুখে, চিত্রে অঙ্কিত কোন নারীর মুখে বা মাটি-পাথর-কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত প্রতিমার মুখে চুম্বন এবং অভীপ্সিত নায়িকার সামনেই ঐসব জিনিসগুলিকে আলিঙ্গনকে **সংক্রান্তক** (transferred kiss) বলা হয়। [যে নায়ক-নায়িকা এখনো পরস্পরকে ভালভাবে স্পর্শ করেনি বা ভাল ক'রে তাদের মধ্যে সম্ভাষণ হয়নি এবং সঙ্গম তো হয়-ই নি, এমন নায়ক-নায়িকার পক্ষেই উক্ত সংক্রান্তক নামক চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রযোজ্য।]। ৩১।

মূল। তথা নিশি প্রেক্ষণকে স্বজনসমাজে বা সমীপগতস্য প্রযোজ্যায়া হস্তাঙ্গুলিচুম্বনং সংবিষ্টস্য বা পাদাঙ্গুলিচুম্বনম্।। ৩২।।

অনুবাদ। আবার রাত্রে, প্রেক্ষণকে অর্থাৎ নাটকাদি দর্শনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত রঙ্গালয়ে এবং সমবেত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাছাকাছি উপবিষ্ট বা আগত নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের হাতের আঙ্গুলগুলি ধ'রে চুম্বন বা ঐসব স্থানে নায়িকার কাছে শায়িত নায়কের পাদাঙ্গুলি চুম্বন করা যেতে পারে। [হস্তাঙ্গুলি চুম্বন নায়ক-নায়িকা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু পাদাঙ্গুলি চুম্বনের অধিকারিণী হবেন কেবলমাত্র নায়িকা। নায়ক নায়িকার পাদাঙ্গুলি চুম্বন করবে না। কারণ, এই ব্যাপারটি নিন্দনীয় ব'লে অনেকে মনে করেন।]। ৩২।

মূল। সংবাহিকায়াস্তু নায়কমাকারয়ন্ত্যা নিদ্রাবশাদকামায়া ইব তস্যোর্বোর্বদনস্য নিধানমূরুচুম্বনং পাদাঙ্গুষ্ঠচুম্বনং চেত্যাভিযোগিকানি।।৩৩।।

অনুবাদ। নায়কের পদসেবায় রত নায়িকা তার অর্থাৎ নায়কের ভাবসূচক অভিব্যক্তি জানার অভিপ্রায়েই যেন নিদ্রার ছলে এবং যেন অনিচ্ছার বশে বুদ্ধি ক'রে নায়কের উরুর উপর মুখ রেখে উরু চুম্বন করবে, পায়ের আঙ্গুলও চুম্বন করবে। এর নাম আভিযোগিক (interrogatory or demonstrative kiss)। অভিযোগই হল এই চুম্বনের প্রয়োজন। অর্থাৎ নায়িকা যেন এই চুম্বনের দ্বারা নায়কের কাছে এইরকম অভিযোগ জানাচ্ছে— 'আমি তো তোমার প্রতি অনুরক্ত। তুমি আমার প্রতি অনুরূপভাবে অনুরক্ত কিনা জানিনা'। ৩৩।

মূল।

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

কৃতে প্রতিকৃতং কুর্যাত্তাড়িতে প্রতিতাড়িতম্।
করণেন চ তেনৈব চুম্বিতে প্রতিচুম্বিতম্।। ৩৪।।

অনুবাদ। এ প্রসঙ্গে একটি শ্লোক দেখা যায়— চুম্বনের প্রয়োগকর্ত্রী নায়িকা সাম্প্রযোগিক বা আভিযোগিক চুম্বন প্রয়োগ করলে, নায়ক তার প্রতীকার করবে অর্থাৎ প্রতিচুম্বন দেবে। নায়িকা তাড়িত বা চুম্বিত করলে নায়কও সেইভাবে প্রতিতাড়িত বা প্রতিচুম্বিত করবে।

[নায়িকা যেভাবে নায়ককে তাড়ন বা চুম্বন করবে, নায়কও যদি সেই একইভাবে নায়িকাকে তাড়ন বা চুম্বন না করে, তবে নায়িকা নায়ককে স্তম্ভ বা পশুর মতে মনে ক'রে তার প্রতি অতিমাত্রায় বিরক্ত হবে। ফলে, এরপর যদি তাদের সম্প্রয়োগ বা রতিক্রিয়া হয়ও, তা অতি নিকৃষ্ট ধরণের সম্প্রয়োগ হবে। তাই নায়িকার অভিপ্রায় অনুসরণ ক'রে তার চিত্তবিনোদনের জন্য নায়কও নায়িকার সাথে অনুরূপ চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রয়োগ করবে। এইরকম করলে তাদের রতিক্রিয়ার আনন্দের আতিশয্য দেখা যাবে।]। ৩৪।

ইতি শ্রীমদ্‌-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রযোগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে চুম্বনবিকল্পাস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ৩।।

সাম্প্রযোগিক-নামক-ষষ্ঠ অধিকরণের 'চুম্বনবিকল্প' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রযোগিকম্

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

নখরদনজাতয়ঃ

[নখের দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের দেহে চিহ্নাঙ্কিত করার নানা কৌশলকে বলা হয়েছে— নখরদনের জাতিসমূহ; "The art of marking and scratching with the nails"; এই নখাঘাতের বৈচিত্র্য বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। চুম্বনের দ্বারা কামোদ্রেক হয় এবং সেই বর্দ্ধিত অনুরাগকে আরও দ্বিগুণ করার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের দেহে নখরাঘাত করে। কিভাবে ও শরীরের কোন্‌স্থানে নখবিলেখন করলে কামের বৃদ্ধি হয় বাৎস্যায়ন তার কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। নখচিহ্নের আকার অনেক প্রকার, প্রয়োগকৌশল অনন্ত এবং সকল কামাতুর নর-নারী এই নখাঘাতের অভ্যাস করতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ে এইসব বিষয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা আছে।]

মূল। রাগবৃদ্ধৌ সংঘর্ষাত্মকং নখবিলেখনম্।। ১।।

তস্য প্রথমসমাগমে প্রবাসপ্রত্যাগমনে প্রবাসগমনে ক্রুদ্ধপ্রসন্নায়াং মত্তায়াং চ প্রয়োগো, ন নিত্যমচণ্ডবেগয়োঃ।। ২।।

অনুবাদ। (আগে বলা হয়েছে, নায়ক-নায়িকা চুম্বনের দ্বারা পরস্পরের অনুরাগ বৃদ্ধি করবে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই অনুরাগকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য নায়ক-নায়িকা কেমনভাবে উত্তেজনাবশে পরস্পরের দেহে নখ ও দন্তের দ্বারা চিহ্নিত করবে, সেই নখ-দন্ত-বিলেখনপ্রকার বলা হচ্ছে। অর্থাৎ কিভাবে শরীরের কোন্ অংশে নখচিহ্নিত করলে অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে—তা-ই এই অধ্যায়ে প্রথমে আলোচিত হয়েছে।) **নখবিলেখনের** সংজ্ঞা এইরকম—

অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে, নখ দিয়ে পরস্পরের শরীরের নানাস্থানে যে ঘর্ষণক্রিয়া, তাকেই **নখবিলেখন** বলে। ১।

(সেই নখবিলেখন কার উপর এবং কখন কর্তব্য, তা বলা হচ্ছে—)। প্রথম সঙ্গমের সময়, বিদেশ থেকে নায়ক প্রত্যাগমন করলে (বহুদিন পরে উৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হওয়ায় অনুরাগ বৃদ্ধি হয়; এইরকম সময়ে), প্রবাসে যাওয়ার সময় (দুজনে যাতে কোনো চিহ্নের মাধ্যমে দুজনকে মনে রাখতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে) , কুপিতা নায়িকা প্রসন্না হ'লে (নায়ক নায়িকাকে প্রসন্ন করলে আনন্দে নায়িকার

অনুরাগ বৃদ্ধি হয়;এইরকম সময়ে), এবং মদ্যপানের ফলে নেশায় মত্ত নায়িকার উপর (এইসময় নায়িকার অনুরাগ উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে) অর্থাৎ এইসব রকম নায়িকার দেহে নখবিলেখন কর্তব্য। যে নায়ক-নায়িকা **চণ্ডবেগ** (অর্থাৎ অতি তীব্র উত্তেজনায় পরিপূর্ণ) নয়, অর্থাৎ যারা মন্দবেগ ও মধ্যবেগ, তাদের উপর এই নখবিলেখনের প্রয়োগ নিত্যকর্তব্য নয়, কদাচিৎ কর্তব্য। [প্রথম সমাগম, প্রবাস থেকে প্রত্যাগমন ও প্রবাস যাত্রার সময় নায়ক-নায়িকা উভয়েই উভয়ের দেহে নখক্ষত করবে; নায়িকা যদি ক্রুদ্ধ-প্রসন্না ও মদ্যপানের ফলে মত্তা হয় তবে তার অঙ্গে নখবিলেখন কর্তব্য; আবার নায়কও যদি ক্রুদ্ধ-প্রসন্ন বা মত্ত হয় তবে তার অঙ্গেও নায়িকা নখবিলেখন করবে। **এই নখবিলেখন চণ্ডবেগ নায়ক ও নায়িকার পক্ষে নিত্য প্রয়োজন**।]।২।

মূল। তথা দশনচ্ছেদ্যস্য সাত্ম্যবশাদ্বা।। ৩।।

অনুবাদ। রাগবৃদ্ধি হলে নখবিলেখনের মত সহনক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে **দশনচ্ছেদ্যেরও** (অর্থাৎ দাঁত দিয়ে একে অন্যের অধরোষ্ঠ ও দাঁত প্রভৃতিতে আঘাত) প্রয়োগ কর্তব্য।

[অনুরাগ বৃদ্ধি হ'লে নায়ক-নায়িকার দাঁত দিয়ে পরস্পরের অঙ্গে যে সংঘর্ষণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে **দশনচ্ছেদ্য** (nail-markings) বলে। অনুরাগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি হ'লেই কেবল এই সংঘর্ষাত্মক দশনচ্ছেদ্য হবে, কারণ, এই সময় উভয়েরই উত্তেজনার বাহুল্য থাকে। কিন্তু অনুরাগের মন্দতা থাকলে, সংঘর্ষ না ক'রে দাঁত দিয়ে অন্যের অঙ্গের বিশেষ স্থান গ্রহণমাত্র কর্তব্য। প্রকৃতি-যোগ্যতা অনুসারে যদি নায়ক-নায়িকা চণ্ডবেগ না হয় এবং সহনক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে দশনচ্ছেদ্য প্রয়োগ করা উচিত নয়।]। ৩।

মূল। তদাচ্ছুরিতকমর্দ্ধচন্দ্রো মণ্ডলং রেখা ব্যাঘ্রনখং ময়ূরপদকং শশপ্লুতকমুৎপলপত্রকমিতি রূপতোঽষ্টবিকল্পম্।। ৪।।

অনুবাদ। নখবিলেখনের রূপ-বিশেষে আটটি প্রকার-ভেদ হয়। —আচ্ছুরিতক, অর্দ্ধচন্দ্র, মণ্ডল, রেখা, ব্যাঘ্রনখ, ময়ূরপদক, শশপ্লুতক ও উৎপলপত্রক।

[রূপ বা আকৃতি অনুসারে নখবিলেখন প্রধানতঃ দুই রকমের— **রূপবৎ** ও **অরূপবৎ**। তারমধ্যে যে নখবিলেখন কোনো একটি বস্তুর আকারের অনুকরণ করে, তাকে **'রূপবৎ'** বলা হয়। যেমন, আচ্ছুরিতক প্রভৃতি নখবিলেখনের আকার লক্ষ্য করা যায় (এর লক্ষণ পরে বলা হবে।) আর যে নখবিলেখন কারো আকারের অনুকরণ করে না, তাকে **'অরূপবৎ'** বলা হয়। এই নখবিলেখন তিন প্রকার—মৃদু, মধ্য ও অতিমাত্র।]।৪।

মূল। কক্ষৌ স্তনৌ গলঃ পৃষ্ঠং জঘনমূরু চ স্থানানি।। ৫।।

প্রবৃত্তরতিচক্রাণাং ন স্থানমস্থানং বা বিদ্যত ইতি সুবর্ণনাভঃ।। ৬।।

অনুবাদ। কক্ষদ্বয় (বগল), স্তন, গলদেশ, পৃষ্ঠদেশ, জঘন (জঘনশব্দের দ্বারা কটিভাগ, কটির একদেশ, কটির পুরোভাগ এবং নিতম্ব-ও বুঝতে হবে) এবং উরুযুগল—**নখবিলেখনের স্থান**। ৫।

সুবর্ণনাভ বলেন—যে নায়ক-নায়িকার সুরতক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে, তাদের পক্ষে নখবিলেখনের স্থান বা অস্থান ব'লে কিছু নেই। কারণ, তারা উত্তেজনা বা আবেগবশে শরীরের যে কোন স্থানেই নখ-ক্ষত করতে পারে। ৬।

মূল। তত্র সব্যহস্তানি প্রত্যগ্রশিখরাণি দ্বিত্রিশিখরাণি চণ্ডবেগয়োর্নখানি স্যুঃ।। ৭।।

অনুবাদ। ছেদ্য বা আঘাত ক'রে শরীরে ক্ষত করার ব্যাপার নখের অধীন। তাই এখানে নখের আশ্রয়, কল্পনা, গুণ ও প্রমাণ অনুসারে বিশেষ বিশেষ আচরণ বিধির কথা বলা হচ্ছে। চণ্ডবেগ নায়ক ও নায়িকার বা হাতের নখগুলি নতুন অগ্রভাগ-সম্পন্ন ও করাতের ধারের মত (ক্রকচমুখবৎ) দুই বা তিন শিখর-বিশিষ্ট হবে [অর্থাৎ এক একটি নখের অগ্রভাগ একেবারে সমান হবে না, করাতের দাঁতের মত প্রত্যেকটি নখের মাথায় দুটি বা তিনটি খাঁজ থাকবে। এটি বাঁ হাতের নখের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, ডান হাত বহু কাজে ব্যাপৃত থাকে ব'লে, ঐ হাতের আঙ্গুল ঐরকম খাঁজযুক্ত হ'লে তা ভেঙে যেতে পারে।

এখানে দুই বা তিন শিখরযুক্ত এবং নতুনভাবে তৈরী অগ্রভাগসম্পন্ন যে নখের কথা বলা হয়েছে, তা চণ্ডবেগ নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মধ্যবেগ নায়ক ও নায়িকার নখগুলি হবে অল্প মার্জিত (পালিশ করা) অগ্রভাগযুক্ত ও ধান প্রভৃতি শস্যের সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত আকার বিশিষ্ট। মন্দবেগ নায়ক-নায়িকার নখও অল্প-মার্জিত-অগ্রভাগযুক্ত হবে, কিন্তু আকারটি হবে অর্দ্ধচন্দ্রের মত। এইভাবে **তিন-প্রকার নখ-কল্পনা** করা হয়েছে।] ৭।

মূল। অনুগতরাজি সমমুজ্জ্বলমমলিনমবিপাটিতং বিবর্দ্ধিষ্ণু মৃদু স্নিগ্ধদর্শনমিতি নখগুণাঃ।। ৮।।

অনুবাদ। নখগুলির উপর বিচিত্র বর্ণের রেখা থাকবে। তার পৃষ্ঠভাগ হবে **সম** অর্থাৎ নিম্ন ও উন্নত হবে না, খুব উজ্জ্বল হবে, **অমলিন** রাখতে হবে অর্থাৎ নখে

কোন ময়লা জমতে দেওয়া হবে না; অবিপাটিত অর্থাৎ নখ যাতে ফেটে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে; নখ যাতে ঠিকমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে; নখ হবে মৃদু অর্থাৎ কাঠের মত শক্ত যেন না হয় এবং নখকে স্নিগ্ধদর্শন বা অরুক্ষ ক'রে তুলতে হবে। এইগুলি হ'ল নখের গুণ। ৮।

মূল। দীর্ঘাণি হস্তশোভীন্যালোকে চ যোষিতাং চিত্তগ্রাহীণি গৌড়ানাং নখানি স্যুঃ।। ৯।।

অনুবাদ। গৌড়দেশের অধিবাসীদের নখ দীর্ঘ, হাতের শোভাজনক, ও সেই নখ সমন্বিত পুরুষগণকে দর্শনকারী স্ত্রীগণের চিত্ত আহ্লাদিত হয়। ৯।

মূল। হ্রস্বানি কর্মসহিষ্ণূনি বিকল্পযোজনাসু চ স্বেচ্ছাবপাতীনি দাক্ষিণাত্যানাম্।। ১০।।

অনুবাদ। দাক্ষিণাত্যবাসীদের নখ হ্রস্ব, কর্মসহিষ্ণু (অর্থাৎ সেই নখ দিয়ে লেখার কাজও করতে পারে; সে ক্ষেত্রে নখকে দীর্ঘ করবে হবে) এবং নায়ক বা নায়িকা পরস্পরের দেহে সেই নখ দিয়ে ইচ্ছামতো অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতির মত রেখাপাত করতে সক্ষম।

[রেখাঙ্কন করার ব্যাপারে নখ হ্রস্ব হলেও ক্ষতি নেই, তাহ'লে নখ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না।] ১০।

মূল। মধ্যমান্যুভয়ভাঞ্জি মহারাষ্ট্রকাণামিতি।। ১১।। তৈঃ সুনিয়মিতৈর্হনুদেশে স্তনয়োরধরে বা লঘুকরণমনুদ্গতলেখং স্পর্শমাত্রজননা-দ্রোমাঞ্চকরমন্তে সন্নিপাতবর্দ্ধমানশব্দমাচ্ছুরিতকম্।। ১২।।

অনুবাদ। মহারাষ্ট্রবাসীদের নখ মধ্যম অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব এবং সেই নখ দীর্ঘ নখের গুণযুক্ত ও হ্রস্ব নখের গুণযুক্তও হয়।

আচ্ছুরিতক প্রভৃতি নখের লক্ষণ ও তাদের প্রয়োগস্থান বলা হচ্ছে। নায়ক হাতের মধ্যাকৃতি পাঁচটি নখ পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে অর্থাৎ কিছুটা ফাঁক ফাঁক রেখে নায়িকার হনুদেশ বা চোয়ালে, স্তনের উপরে এবং অধরে স্থাপন করবে, এবং তারপর আস্তে আস্তে চোয়াল প্রভৃতি অঙ্গগুলিকে ধ'রে আকর্ষণ করতে করতে আঙ্গুলগুলিকে ঠিকভাবে সংযমিত করতে হবে। অর্থাৎ পাঁচটি আঙ্গুলের নখই চোয়াল প্রভৃতি প্রদেশে স্থাপন ক'রে আস্তে আস্তে আকর্ষণ করতে করতে একটা বিশেষ অবস্থায় এসে থেমে যাবে। তারপর নখগুলি দিয়ে সেই প্রদেশে আস্তে আস্তে এমনভাবে আঁচড় কাটবে যেন সেই প্রদেশে কোনরকম ক্ষত না হয়। আসলে এই ব্যাপারটি হল নখ দিয়ে চোয়াল প্রভৃতি প্রদেশে স্পর্শ করা মাত্র। এইভাবে নখবিলেখনের দ্বারা নায়িকার

শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এই নখ-বিলেখনের সময় একটা আঙ্গুলের নখের সাথে অন্য নখের ঘর্ষণ লেগে একরকম চট্ চট্ চট্ শব্দ হবে। এইরকম নখ-বিলেখন-ক্রিয়াকেই **আচ্ছুরিতক** (sounding or limited pressure scratch) বলা হয়। ১১-১২।

মূল। প্রযোজ্যায়াং চ তস্যাঙ্গসংবাহনে শিরসঃ কণ্ডূয়নে পিটকভেদনে ব্যাকুলীকরণে ভীষণে চ প্রয়োগঃ।। ১৩।।

অনুবাদ। যে নায়িকার শরীরে নায়ক নখবিলেখনের অভিলাষ করবে, তার কোনো অঙ্গ মর্দন করার সময়, মাথায় চুল্‌কে দেওয়ার ছলে, শরীরের কোনো অংশে ঘামাচি বা ফুস্‌কুড়ি গেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, কিম্বা নায়িকা যদি এগুলির কোনটিই করতে না দেয় তবে ভীষণ ভয় দেখিয়ে নায়িকাকে ব্যাকুল ক'রে ঐসব স্থানে **আচ্ছুরিতকের প্রয়োগ** করতে পারা যায়। [শরীরে অঙ্গ-মর্দন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সকল নায়িকার উপরেই অবস্থা অনুসারে এই আচ্ছুরিতক প্রয়োগ করা যায়। অবস্থাবিশেষে নায়িকাও নায়কের শরীরে এই আচ্ছুরিতক প্রয়োগ করতে পারে।]। ১৩।

মূল। গ্রীবায়াং স্তনপৃষ্ঠে চ বক্রো নখপদনিবেশোঽৰ্দ্ধচন্দ্রকঃ।। ১৪।। তাবেব দ্বৌ পরস্পরাভিমুখৌ মণ্ডলম্।। ১৫।। নাভিমূলককুন্দরবঙ্ক্ষণেষু তস্য প্রয়োগঃ।। ১৬।। সর্বস্থানেষু নাতিদীর্ঘা লেখা।। ১৭।।

অনুবাদ। গ্রীবায় ও স্তনপৃষ্ঠে বক্রাকারে (বাঁকাভাবে) যে নখচিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হয়, তাকে **অৰ্দ্ধচন্দ্রক** (half-moon scratch) বলে। [কনিষ্ঠ আঙ্গুলের বা মধ্যম আঙ্গুলের নখাগ্র দিয়ে আধখানা চাঁদের মত আকৃতি বিশিষ্ট বক্র নখচিহ্নকেই অৰ্দ্ধচন্দ্রক বলা হয়।]

দুটি অৰ্দ্ধচন্দ্রক-নখচিহ্ন পরস্পর মুখোমুখি নিষ্পাদিত হ'লে যে বর্তুলাকার চিহ্ন হয়, তাকে **মণ্ডল** (circle) বলে। নাভিমূলে (অর্থাৎ যোনির ঠিক উপরে), ককুন্দরে (অর্থাৎ নিতম্বের উপরে খাঁজ-যুক্ত স্থানে) এবং বঙ্ক্ষণ প্রদেশে (অর্থাৎ উরুসন্ধি বা কুঁচ্‌কিতে)সেই মণ্ডল নামক নখচিহ্নের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শরীরের যে কোন স্থানেই নাতিদীর্ঘ নখচিহ্ন (short semi-circular or circular marks) প্রয়োগ করা যেতে পারে। ১৪-১৭।

মূল। সৈব বক্রা ব্যাঘ্রনখকম্ আস্তনমুখম্।। ১৮।। পঞ্চভিরভিমুখৈর্লেখা চুচুকাভিমুখী ময়ূরপদকম্।। ১৯।। তৎসম্প্রয়োগশ্লাঘায়াঃ স্তনচুচুকে সন্নিকৃষ্টানি পঞ্চনখং পদানি শশপ্লুতকম্।। ২০।।

অনুবাদ। স্তনমুখ থেকে (অর্থাৎ বোঁটার ঠিক্ নীচ থেকে) আরম্ভ ক'রে কিছুটা

নীচে নামিয়ে এনে স্তনের চারদিকে বেড় দিয়ে যে নখচিহ্ন বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাকে **ব্যাঘ্রনখক** (tiger's claw) বলা হয়। [স্তনমুখের কিছুটা নীচের স্থান—যাকে স্তনকণ্ঠ বলা হয়—সেখানে ব্যাঘ্রনখক নামক নখচিহ্ন বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করে।] স্তনমুখের নীচে আঙ্গুলগুলি রেখে এবং পাঁচটি আঙ্গুলেরই সূক্ষ্ম নখাগ্রগুলি স্তনতটের উপর ঘনভাবে বিন্যস্ত ক'রে চুচুকের (বা বোঁটার) দিকে আকর্ষণ করবে। এর ফলে যে নখচিহ্ন স্তনের উপর পড়বে তাকে **ময়ূরপদক** (peacock's foot) বলা হয়। যদি কোনো নায়িকা কোনো নায়কের সাথে সঙ্গমকে আকাঙ্ক্ষিত মনে করে, তবে ঐ নায়ক নায়িকার স্তনের চুচুকের (বোঁটার) উপর পাঁচটি নখকেই একই সাথে স্থাপন ক'রে জোরের সাথে ঐ চুচুককে চেপে ধরবে। তার ফলে যে নখচিহ্ন পড়বে তাকে বলা হয় **শশপ্লুতক** (The leaping moon or the jump of a hare)। ১৮-২০।

মূল। স্তনপৃষ্ঠে মেখলাপথে চোৎপলপত্রাকৃতীত্যুৎপলপত্রকম্।। ২১।।

অনুবাদ। স্তনপৃষ্ঠে বা স্তনের উপরে এবং নারী যেখানে মেখলা বাঁধে সেই কটিদেশে পদ্মের পাতার আকৃতিবিশিষ্ট যে নখচিহ্ন করা হয়, তাকে বলে **উৎপলপত্রক** (leaf of a lotus)।

মূল। **ঊর্বোঃ স্তনপৃষ্ঠে চ প্রবাসং গচ্ছতঃ স্মারণীয়কং সংহতাশ্চতস্রস্তিস্রো বা লেখা ইতি নখকর্মাণি।। ২২।।**

আকৃতিবিকারযুক্তানি চান্যান্যপি কুর্বীত।। ২৩।।

অনুবাদ। প্রবাসে যেতে উদ্যত পতির বা প্রচ্ছন্ন নায়কের (উপপতির) স্মরণচিহ্নস্বরূপ, নায়িকার ঊরুদুটিতে বা স্তনপৃষ্ঠে পরস্পর সম্মিলিত তিনটি বা চারটি নখচিহ্ন কর্তব্য। এইসব উপায়ে নখচিহ্ন সম্পাদন করতে হবে।

[নায়িকার ঊরুতে বা স্তনে এই নখচিহ্ন থাকলে তা তার প্রবাসগামী পতি বা কোনো উপপতিকে—যারা এই নখচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিয়েছে— দীর্ঘদিন স্মরণ রাখতে সাহায্য করবে। তাই এই চিহ্নের নাম **স্মারণীয়ক** (token of remembrance)। অনিশ্চিতকাল প্রবাসে থাকার ফলে নায়িকার সাথে নায়কের বা উপপতির যাতে চিরবিচ্ছেদ না হয়, তার জন্য নায়ক নায়িকার ঊরুতে বা স্তনে **চারটি নখচিহ্ন** অঙ্কিত করবে; যদি নায়ককে দীর্ঘপ্রবাসে থাকতে হয় তবে সে **তিনটি নখচিহ্ন** অঙ্কিত করবে এবং অল্পকালের জন্য যদি নায়ককে প্রবাসে থাকতে হয় তবে **দুটি বা একটি নখচিহ্ন** অঙ্কিত করবে। এই নখচিহ্নগুলি নায়িকাও নায়কের শরীরে অঙ্কিত ক'রে দিতে পারে।]।২২।

এইভাবে পাখী, ফুল, কলস, পাতা, লতা প্রভৃতি অন্যান্য আকৃতিযুক্ত নখচিহ্নও

দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে নায়ক বা নায়িকার দ্বারা প্রযুক্ত হ'তে পারে। ২৩।

মূল। বিকল্পানামনন্তত্বাদানন্ত্যাচ্চ কৌশলবিধেরভ্যাসস্য চ সর্বগামিত্বাদ্রাগাত্মকত্বাচ্ছেদ্যস্য প্রকারান্ কোঽভিসমীক্ষিতুমর্হতীত্যাচার্যাঃ।। ২৪।।

অনুবাদ। **আচার্যেরা** মনে করেন যে, নখচিহ্নের আকৃতি ও প্রকৃতি অসংখ্য (বাৎস্যায়ন যে আট রকমের নখচ্ছেদ্যের কথা বলেছেন তা ছাড়া আরও অনেক প্রকারের নখচিহ্ন হ'তে পারে);নখচিহ্ন অঙ্কিত করার কৌশল-বিধিও অনন্ত এবং এই চিহ্নাঙ্কণের অভ্যাসও সকলেরই থাকতে পারে। তাছাড়া অনুরাগ বৃদ্ধি হ'লে নায়ক-নায়িকা উত্তেজনাবশে যে কত রকমের নখচিহ্ন পরস্পরের দেহে করতে পারে, তার ইয়ত্তা কোন্ লোক করতে সমর্থ? [যদিও সমস্ত প্রকার নখচিহ্নের সংখ্যা ও স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, প্রথমে বাৎস্যায়নবর্ণিত আট রকমের নখচিহ্নের বিষয়ে জ্ঞাত হ'য়ে সেগুলির অভ্যাসে নিপুণ হওয়ার পর, নায়ক-নায়িকা নিজ-নিজ বুদ্ধি ও কৌশল অনুসারে যখন যেভাবে ইচ্ছা করবে, সেইভাবেই নখচিহ্ন প্রয়োগ করতে পারবে। এটাই সম্ভবতঃ আচতার্যদের অভিমত।]। ২৪।

মূল। ভবতি হি রাগেঽপি চিত্রাপেক্ষা। বৈচিত্র্যাচ্চ পরস্পরং রাগো জনয়িতব্যঃ। বৈচক্ষণ্যযুক্তাশ্চ গণিকাস্তৎকামিনশ্চ পরস্পরং প্রার্থনীয়া ভবন্তি। ধনুর্বেদাদিষ্বপি হি শস্ত্র-কর্মশাস্ত্রেষু বৈচিত্র্যমেবাপেক্ষ্যতে; কিং পুনরিহেতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। অনুরাগ বৃদ্ধি হ'লেও, যদিও বহু প্রকার নখচিহ্ন করা যায় তবুও নায়ক ও নায়িকা অনেক সময় নখচিহ্নের বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে (অর্থাৎ উত্তেজিত অবস্থাতেও, যাতে দেহের উপর নখচিহ্ন সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়, তার দিকে তারা দৃষ্টি রাখে)। আবার যদি নখচিহ্নের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, তবে তা দেখে নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এমনও দেখা যায়। আর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকলে নখচিহ্নের বিষয়ে বিচক্ষণ গণিকা ও তাকে কামনাকারী নখচিহ্ন-বিশারদ্ ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের আকাঙ্ক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া দেখা যায়, ধনুর্বেদ, খড়্গ-প্রভৃতি-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থও বৈচিত্র্যের অপেক্ষা রাখে। অতএব কামশাস্ত্রেও বৈচিত্র্যই মুখ্য অভিপ্রেত ব'লে, এখানেও বৈচিত্র্য সন্ধান করা অস্বাভাবিক নয়। **বাৎস্যায়ন** এইরকম অভিমত পোষণ করেন। ২৫।

মূল। ন তু পরপরিগৃহীতাস্বেবং কুর্যাৎ। প্রচ্ছন্নেষু প্রদেশেষু তাসামনুস্মরণার্থং রাগবর্দ্ধনাচ্চ বিশেষান্ দর্শয়েৎ।। ২৬।।

অনুবাদ। এইসব রকমের বৈচিত্র্যযুক্ত নখচিহ্ন, নায়ক ভিন্ন অন্যের (অর্থাৎ নায়িকার আত্মীয়-স্বজনের) কাছে আশ্রিতা নায়িকা নখচ্ছেদ্যে বিচক্ষণা হ'লেও তার উপর নায়ক-কর্তৃক প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে খুবই আগ্রহাতিশয্য থাকলে, সেইসব নায়িকার প্রচ্ছন্নস্থানে অর্থাৎ উরু, জঘন বা কুঁচ্‌কি প্রভৃতি স্থানে বিশেষ বিশেষ নখচিহ্ন প্রয়োগ করবে—যাতে এইসব চিহ্ন দেখে ঐসব পরের আশ্রিতা নায়িকা নায়কদের স্মরণ করতে পারে। কারণ পরের কাছে আশ্রিতা নায়িকার সাথে নায়কের নিত্যমিলন সম্ভব নয়। ঐ নখচিহ্নগুলি দেখে নিত্যসমাগমে অক্ষম নায়িকা নায়ককে স্মরণ করবে ও তার প্রতি অনুরক্ত হবে। ২৬।

মূল। নখক্ষতানি পশ্যন্ত্যা গূঢ়স্থানেষু যোষিতঃ।
চিরোৎসৃষ্টাঽপ্যভিনবা প্রীতির্ভবতি পেশলা।। ২৭।।

অনুবাদ। বহুদিন পরে দেহের গোপন স্থানে নায়ক-দ্বারা অঙ্কিত নখচিহ্ন দেখলে, নায়িকার মনে অতি পুরাতন প্রেম আবার অকৃত্রিমভাবে নতুন আকারে পরিণত হয়। ২৭।

মূল। চিরোৎসৃষ্টেষু রাগেষু প্রীতির্গচ্ছেৎ পরাভবম্।
রাগায়তনসংস্মারি যদি ন স্যান্নখক্ষতম্।। ২৮।।

অনুবাদ। অনুরাগ প্রথমে অনুভব করার পর দীর্ঘকাল ধ'রে নায়ক ও নায়িকা পরস্পর পৃথক্ থাকলে, প্রীতি বা প্রেম বিনাশপ্রাপ্ত হয়—যদি না অনুরাগের আশ্রয়স্থান রূপ, যৌবন ও গুণ এই তিনটিকে স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম নখচিহ্ন দেহের উপর অঙ্কিত থাকে।। ২৮।।

মূল। পশ্যতো যুবতিং দূরান্নখোচ্ছিষ্টপয়োধরাম্।
বহুমানঃ পরস্যাপি রাগযোগশ্চ জায়তে।। ২৯।।

অনুবাদ। নখের দ্বারা পরিভুক্ত অর্থাৎ চিহ্নিত পয়োধর যার, এমন যুবতীকে যে দূর থেকেও দেখে, সে ব্যক্তি অপরিচিত, পর হ'লেও (অর্থাৎ ঐ যুবতীর সাথে ব্যক্তিটির সমাগম বা মিলন না হ'লেও), ঐ যুবতীর প্রতি তার আসক্তি বা অনুরাগ অত্যন্ত গৌরবের সাথে উৎপন্ন হয়। ২৯।

মূল। পুরুষশ্চ প্রদেশেষু নখচিহ্নৈর্বিচিহ্নিতঃ।
চিত্তং স্থিরমপি প্রায়শ্চলয়ত্যেব যোষিতঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। আবার পুরুষেরও বিশেষ বিশেষ দেহাংশে (অর্থাৎ উরুতে, জঘনে, কুঁচ্‌কিতে) অঙ্কিত নখচিহ্ন দেখে নারীরা নিজেদের চিত্তকে সংযত রাখতে পারে না। তপস্যা প্রভৃতির মাধ্যমে মনকে সংযত ক'রে রাখলেও, ঐসব নারী যখন পুরুষ-দেহে

নখচিহ্ন দেখে, তখন তাদের প্রকৃতি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ৩০।

মূল। নান্যৎ পটুতরং কিঞ্চিদস্তি রাগবিবর্দ্ধনম্।
নখদন্তসমুত্থানাং কর্মণাং গতয়ো যথা।। ৩১।।

অনুবাদ। নখ দাঁত থেকে উৎপন্ন ক্ষতচিহ্নাদি, নায়ক-নায়িকার সঙ্গমকালে যেমন পরস্পরের অনুরাগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়, তার থেকে যোগ্যতর অনুরাগ-বৃদ্ধিকারী আর কিছুই নেই। ৩১।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রযোগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে নখরদনজাতয়শ্চ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪।।

ষষ্ঠ অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রযোগিকম্

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ দেশ্যা উপচারাশ্চ

[আলোচ্য অধ্যায়ে দুটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ **দশনচ্ছেদ্যবিধি**। সম্ভোগের পূর্বে চুম্বন কামোত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে। আবার সম্ভোগের সময় পুরুষ ও নারী কামাবেগের বশে পরস্পরের অঙ্গে দাঁত দিয়ে দংশন করে। চুম্বন আরম্ভ হয় অধরের মৃদু চাপে। কিন্তু কামাবেগ যখন প্রচণ্ড হয়, তখন মানুষ নিজেকে আর নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে না, তখন অধরের স্পর্শ থেকে চুম্বন দাঁতের চাপে পর্যবসিত হয়। মৃদু দংশনকে চুম্বনের রূপান্তর বললে ভুল হবে না। স্বাভাবিক সহবাসের ফলে কামাবেগ যখন চরমে ওঠে, তখন চুম্বনরত অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অধর ও গালে দাঁতের চাপ পড়া অস্বাভাবিক নয়। দেহকে ক্ষতবিক্ষত করা ও রক্তপাত করা একরকম যৌনতৃপ্তির নিদর্শন। দেহের উপর দংশনের স্থান, দংশনক্ষতের প্রকারভেদ (art of erotic biting) প্রভৃতি বিষয়ে বাৎস্যায়ন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চুম্বনের মত দশনক্ষতকে বাৎস্যায়ন শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এই অধায়ের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়— **দেশাচার ও কামোত্তেজনার উপায়**। যে দেশের লোকের যে রকম স্বভাব, সেই অনুসারে সেই দেশের নারীর সাথে সহবাসকালে শৃঙ্গার-প্রয়োগ বিধেয়। বিশেষ বিশেষ দেশের রীতি অনুসারে নারী ও পুরুষের প্রেমচর্যা আবশ্যক।]

মূল। উত্তরৌষ্ঠমন্তর্মুখং নয়নমিতি মুক্ত্বা চুম্বনবৎ দশনরদনস্থানানি।। ১।।

অনুবাদ। আগের অধ্যায়ে নখক্ষত ব্যাপারটির আলোচনা প্রসঙ্গে তার অতিরিক্ত দশনক্ষত—(দাঁত দিয়ে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করা) প্রসঙ্গও কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দশনক্ষত, আলিঙ্গন প্রভৃতি দেশপ্রবৃত্তির অনুরূপ না হ'লে অর্থাৎ ঠিক স্থানে প্রয়োগ না করলে, অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ হয় না। তাই এখানে চুম্বনের মতো দশনক্ষতের স্থান নির্ণয় করা হচ্ছে— উত্তরোষ্ঠ অর্থাৎ উপরের ঠোঁট, অন্তর্মুখ অর্থাৎ জিহ্বা এবং দুটি চোখ বাদ দিয়ে শরীরের অন্য সব স্থানই দন্তবিলেখনস্থান (অর্থাৎ দাঁত দিয়ে ক্ষত করার স্থান)।

[উপরের ঠোঁট প্রভৃতি স্থানগুলিকে দন্তবিলেখনের অযোগ্য বলা হয়েছে, কারণ, ঐসব প্রদেশে দাঁত দিয়ে ক্ষত করলে অত্যন্ত পীড়াকর এবং ক্ষতচিহ্নটিও বিসদৃশ

(অর্থাৎ অসুন্দর) হয়। শরীরের যে অঙ্গগুলি দশনক্ষতের উপযুক্ত স্থান সেগুলি হল— ললাট, অধরোষ্ঠ (অর্থাৎ নীচের ঠোঁট) গলা, কপোল, বক্ষরঃ ও স্তন। লাট (অর্থাৎ গুজরাট)-দেশীয়রা উরুসন্ধি (কুঁচ্‌কি), বাহুমূল (বগল) ও নাভিমূল (লিঙ্গের ও যোনির উপরের স্থান) দশনক্ষতের উপযুক্ত ব'লে মনে করেন। এইসব স্থানে চুম্বন-ও প্রযোজ্য,—এবিষয় আগেই আলোচিত হয়েছে।]। ১।

মূল। সমাঃ স্নিগ্ধচ্ছায়া রাগগ্রাহিণো যুক্তপ্রমাণা নিশ্ছিদ্রাস্তীক্ষ্ণাগ্রা ইতি দশনগুণাঃ।। ২।।

অনুবাদ। দশন বা দাঁতের যেসব গুণ থাকা উচিত সেগুলি হ'ল— সম (অর্থাৎ সমান; ছোট-বড় নয়), স্নিগ্ধচ্ছায়া (রুক্ষ নয়), রাগগ্রাহী (পান প্রভৃতি খাওয়ার ফলে যে দাঁত রক্তবর্ণ হয়), যুক্তপ্রমাণ (খুব পাতলা বা মোটা নয়), নিশ্ছিদ্র (খুব ঘন ভাবে গ্রথিত) এবং তীক্ষ্ণ অগ্রভাগসম্পন্ন। [স্নিগ্ধচ্ছায়া ও রাগগ্রাহী—এই গুণ দুটি দাঁতের শোভা সূচিত করে। যুক্তপ্রমাণতা, নিশ্ছিদ্রত্ব ও তীক্ষ্ণাগত্ব—এই তিনটি গুণ শোভা ও ক্ষত করার যোগ্যতা সূচিত করে।]। ২।

মূল। কুণ্ঠা রাজ্যুদগতাঃ পরুষাঃ বিষমাঃ শ্লক্ষ্ন্যাঃ পৃথবো বিরলা ইতি চ দোষাঃ।। ৩।।

অনুবাদ। দশন বা দাঁতের দোষ হ'ল— কুণ্ঠত্ব (ভাঙা বা পোকায় খাওয়া), রাজ্যুদ্‌গত (যার মধ্যে ফাটল্ ধ'রে রেখা উদ্‌গত হয়েছে), পরুষ (রুক্ষ বা খস্‌খসে), বিষম (উঁচু-নীচু) শ্লক্ষ্ণ (খুব পাতলা বা পিচ্ছল-ভাবযুক্ত), পৃথু (মোটা) এবং বিরল (ফাঁক-ফাঁক ভাবে গ্রথিত)।

[যদিও আগের সূত্রে গুণকীর্তনের মাধ্যমে ঐসব গুণের বিপরীত হ'লে দোষ হবে, এমন অনুমান করা যায়, তবুও যেসব দোষের কথা এখানে বলা হ'ল, বুঝে নিতে হবে, ঐগুলি দাঁতের প্রধান দোষ। গুণের মধ্যে যে রাগগ্রাহিত্বের গ্রহণ করা হয়েছে, তার বিপরীত কোনো দোষের কথা এখানে না বলায় বুঝতে হবে, তাম্বূলের দ্বারা দাঁত যদি রক্তবর্ণ না করা হয়, তা খুব একটা দোষের হবে না; কারণ শুদ্ধদন্ত বা শুভ্রদন্ত কথাটি অনেক সময় প্রশংসা বোঝাতে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। এইসব দোষের মধ্যে রাজ্যুদ্‌গত, বিষম ও পরুষ—এই তিনটি মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করে এবং কুণ্ঠত্ব প্রভৃতি অন্য দোষগুলি দাঁত দিয়ে চিহ্ন করতে সমর্থ নয় ব'লে বিশেষভাবে দোষপদবাচ্য।]। ৩।

মূল। গূঢ়কমুচ্ছূনকং বিন্দুর্বিন্দুমালা প্রবালমণির্মণিমালা খণ্ডাভ্রকং বরাহচর্বিতকমিতি দশনচ্ছেদনবিকল্পাঃ।। ৪।। নাতিলোহিতেন রাগমাত্রেণ

বিভাবনীয়ং গূঢ়কম্।। ৫।। তদেব পীড়নাদুচ্ছূনকম্।। ৬।।

অনুবাদ। দশনবিলেখনের অর্থাৎ দাঁত দিয়ে অঙ্গে চিহ্ন অঙ্কিত করার প্রকারভেদ হ'ল— গূঢ়ক, উচ্ছূনক, বিন্দু, বিন্দুমালা, প্রবালমণি, মণিমালা খণ্ডাভ্রক এবং বরাহচর্বিতক। সংক্ষেপে এইগুলিই হল দশনিচিহ্নের বা দাঁতের দ্বারা ক্ষতের কয়েকটি ভাগ। এদের লক্ষণ ও প্রয়োগস্থান বলা হচ্ছে—

শরীরের কোনো অংশে প্রযুক্ত দন্তক্ষতের যে চিহ্ন কেবলমাত্র ছেদনকর্তার অনুরাগ সূচিত করে এবং যে চিহ্নটি খুব চাপ দিয়ে করা হয়নি ব'লে বেশী রক্তবর্ণের হ'য়ে যায়নি, তাকে বলে **গূঢ়ক** (hidden bite)। কিন্তু ঐ দন্তক্ষত যদি পীড়ন অর্থাৎ কিছুটা জোরে চাপ দিয়ে করা হয় (এবং ঐ ক্ষতস্থান যদি কিছুটা ফুলে ওঠে) তবে তাকে বলা হয় **উচ্ছূনক** (canine বা swollen bite)। ৪-৬।

মূল। তদুভয়ং বিন্দুরধরমধ্য ইতি।। ৭।। উচ্ছূনকং প্রবালমণিশ্চ কপোলে।।৮।। কর্ণপূরচুম্বনং নখদশনচ্ছেদ্যমিতি সব্যকপোলমণ্ডনানি।। ৯।। দন্তৌষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনাৎ প্রবালমণিসিদ্ধিঃ।। ১০।।

অনুবাদ। সেই গূঢ়ক ও উচ্ছূনক **বিন্দু**-ও হয় (বিন্দুর সংজ্ঞা পরে বলা হবে) । গূঢ়ক, উচ্ছূনক ও বিন্দু নামে দন্তক্ষত প্রধানতঃ অধরের মধ্যে (নীচের ঠোঁটে) প্রয়োগ করতে হবে।

আবার উচ্ছূনক ও প্রবালমণি নামে দন্তক্ষত (প্রবালমণির সংজ্ঞা পরে বলা হয়েছে) কপোলদেশে প্রয়োগ করতে হবে।

যেমন নীলপদ্ম প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত অলঙ্কার বাঁদিকের কানে ধারণ করলে তার সংস্পর্শে বাঁদিকের কপোল (গণ্ডদেশ)-ও চারুত্ব লাভ করে, তেমনি নারীর বাঁ কপোলে নখক্ষত এবং দন্তক্ষতের চিহ্ন প্রয়োগ করলে তার মুখ-শোভা বৃদ্ধি পায়।

দাঁত ও অধরোষ্ঠের সংযোগে (অর্থাৎ উপরের দাঁত ও নীচের ঠোঁট দিয়ে) নারীর বাঁদিকের গণ্ডদেশের স্থানবিশেষকে কয়েকবার পর পর কামড়ে ধ'রে যদি পীড়ন করা হয়, তবে **প্রবালমণি** (coral) নামে রক্তবর্ণের দন্তক্ষত সম্পাদিত হয়। [এইরকম দাঁত ও ঠোঁট দিয়ে নারীর কপোলের স্থানবিশেষ চেপে ধ'রে ধীরে ধীরে পীড়নের ফলে ক্ষতবিবর্জিত ও রক্তবর্ণের চিহ্ন উৎপন্ন হয়। এইরকম চিহ্নকে প্রবালমণি বলে।]। ৭-১০।

মূল। সর্বস্যেয়ং মণিমালায়াশ্চ॥ ১১॥ অল্পদেশায়াশ্চ ত্বচো দশনদ্বয়সন্দংশজা বিন্দুসিদ্ধিঃ।। ১২।। সর্বৈর্বিন্দুমালায়াশ্চ।। ১৩।। তস্মান্মালাদ্বয়মপি গলকক্ষবঙ্ক্ষণপ্রদেশেষু।। ১৪।। ললাটে চোর্বোর্বিন্দুমালা॥ ১৫।।

অনুবাদ। নারীর বাঁদিকের কপোলে পুরুষের দ্বারা সম্পাদিত প্রবালমণি-নামে কয়েকটি রক্তবর্ণের দন্তক্ষত যদি পর পর সারি দিয়ে বসানোর ফলে মালার আকার ধারণ করে, তবে তাকে **মণিমালা** (coral chain) বলা হয়। নারীর ত্বকের অল্প একটু অংশ, পুরুষ তার উপরের দুটি দাঁত ও নীচের ঠোঁট দিয়ে গ্রহণ ক'রে যদি দংশন বা খণ্ডন করে (অর্থাৎ যদি ছোট দাগ বসিয়ে দেয়) তখন **বিন্দু** (spot অথবা point) নামে দন্তক্ষত সম্পাদিত হয়। আর সমস্ত দাঁত দিয়ে ত্বকের কোন অংশ কাম্ড়ে ধরার ফলে, পর পর দাঁতের যে চিহ্নগুলি ত্বকের উপর পড়ে, তাকে **বিন্দুমালা** (Spot-chain) বলে। অতএব মণিমালা ও বিন্দুমালা নামে দন্তক্ষত গলদেশ, কক্ষ (বগল) ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে (উরুসন্ধি বা কুচ্কিতে) প্রয়োগ করতে হবে (কারণ, অঙ্গের ঐ স্থানগুলির ত্বক্ পাতলা, অর্থাৎ মাংসবহুল নয়)।

ললাটে ও উরুদুটির উপরেও বিন্দুমালা নামে দন্তক্ষতের চিহ্ন প্রয়োগ করা যেতে পারে (অর্থাৎ নারীর কপাল ও উরুর উপর, আগেই যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে দন্তক্ষতের পর পর কয়েকটি চিহ্ন সম্পাদিত করা যেতে পারে)। ১১-১৫।

মূল। মণ্ডলমিব বিষমকূটকযুক্তং খণ্ডাভ্রকং স্তনপৃষ্ঠ এব।। ১৬।।

অনুবাদ। মোটা, মাঝারি ও সূক্ষ্ম দাঁতগুলির দ্বারা (অর্থাৎ দু'পাটির সব দাঁত দিয়ে) স্তনের অংশবিশেষ গোলাকারভাবে কামড়ে ধ'রে চাপ দেওয়ার ফলে স্তনের ঐ অংশে যে চিহ্ন উৎপন্ন হবে তাকে **খণ্ডাভ্রক** (broken cloud) নামে দশনক্ষত বলা হয়। ১৬।

মূল। সংহতাঃ প্রদীর্ঘা বহ্ব্যো দশনপদরাজয়স্তাম্রান্তরালা বরাহচর্বিতকং স্তনপৃষ্ঠ এব।। ১৭।।

তদুভয়মপি চ চণ্ডবেগয়োঃ। ইতি দশনচ্ছেদ্যানি।। ১৮।।

অনুবাদ। স্তনের কোনো একটি অংশের অল্প ত্বক্ মুখের মধ্যে নিয়ে দাঁত দিয়ে চর্বণ করবে; কিছুক্ষণ পরে ঐ অংশ ছেড়ে দিয়ে অন্য অংশ চর্বণ করবে; এইভাবে বার বার চর্বণের ফলে ঘনভাবে বেশ দীর্ঘাকৃতি অনেকগুলি—তা চারটিও হ'তে পারে বা ছ'টিও হ'তে পারে—দশনক্ষতের চিহ্ন পড়বে। দু'টি চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে যে অল্প ফাঁক থাকবে সেখানে রক্ত জমে গিয়ে তাম্রবর্ণ হ'য়ে যাবে। একে **বরাহচর্বিতক** (boar's bite) বলে (স্তনে বহু মাংস থাকার জন্য সেখানেই এই দন্তক্ষত করার সুবিধা)। ১৭।

খণ্ডাভ্রক ও বরাহচর্বিতক—এই দুরকমই দশনক্ষত চণ্ডবেগ নায়ক ও নায়িকা দ্বারা প্রযোজ্য হবে। এইসব উপায়ে দশনক্ষত সম্পাদন করতে হবে।

[নায়ক ও নায়িকা দুজনেই যদি চণ্ডবেগ (অর্থাৎ সঙ্গমের সময় প্রচুর উত্তেজনাপ্রবণ) হয়, তবে খণ্ডাভ্রক ও বরাহচর্বিতক নামে দশনক্ষত ভালভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। কখনো কখনো দেখা যায়, নায়িকা নায়কের শরীরের অর্থাৎ বুকের উপর এই দুরকমের দশনক্ষত প্রয়োগ করতে পারেন; অবশ্য নায়িকার স্তনের উপর নায়ক- কর্তৃক এইধরণের দন্তচিহ্ন অঙ্কিত করা বেশী শোভাজনক হয়। দেশ, কাল ও কাজের পারম্পর্য না থাকলে কখনো কখনো ঐসব দশনক্ষত ঠিক নিয়মানুসারে নিষ্পাদন করা যায় না। তবে কম-বেশী নিয়মবহির্ভূত হ'লে তেমন কিছু দোষের নয়। মোটামুটিভাবে এইসব দশনক্ষত সম্প্রয়োগ বা সঙ্গম করার সময়, যাকে সঙ্গমের আধার করা হচ্ছে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নায়িকাই আধার, কারণ, তার যোনিযন্ত্রেই পুরুষ তার সাধনযন্ত্র অর্থাৎ লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সঙ্গম করে) সেই নায়িকার স্তন প্রভৃতিতেই প্রয়োগ করা কর্তব্য।]। ১৮।

মূল। বিশেষকে কর্ণপূরে পুষ্পাপীড়ে তাম্বূলপলাশে তমালপত্রে চেতি প্রযোজ্যাগামিষু নখদশনচ্ছেদ্যাদীন্যাভিযোগিকানি।। ১৯।।

অনুবাদ। বিশেষকে অর্থাৎ ভূর্জপত্র প্রভৃতির দ্বারা রচিত তিলকে (কপালের টিপে), **কর্ণপূরে** অর্থাৎ কর্ণালংকারের জন্য সংগৃহীত নীলপদ্ম প্রভৃতিতে, ফুলের দ্বারা তৈরী মাথার মুকুটে, সুসজ্জিত তাম্বূলপত্রে (অর্থাৎ একটি পানের পাতা-কে চারদিক থেকে ভাল ভাবে কাট্ ছাঁট্ ক'রে) এবং সুগন্ধযুক্ত তমাল গাছের পাতায় মদনলেখ করা হয় (অর্থাৎ নখ বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে প্রণয়জ্ঞাপক চিঠি লিখে নায়ক বা নায়িকার কাছে পাঠানো হয়।) এই সমস্ত নরম জিনিসের উপর নখ বা দাঁত দিয়ে ক্ষত ক'রে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কে কার দেহের কোন্ অঙ্গে নখক্ষত বা দন্তক্ষত করতে চায়, তা সূচিত ক'রে পাঠিয়ে দেবে। অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকা পরস্পরের কোন্ গোপন অঙ্গে নখচিহ্ন বা দশনচিহ্ন অঙ্কিত করতে চায়, তা ঐসব ভূর্জপত্র প্রভৃতি জিনিসের মধ্যে কোনো একটির উপর নখচিহ্ন বা দশনচিহ্ন দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। এই ব্যাপারটিকে **আভিযোগিক** (code appeals) বলা হয়।

[মনে রাখতে হবে, নায়ক বা নায়িকা একে অন্যের দেহের বিশেষ কোনো অংশে নখচিহ্ন বা দন্তচিহ্ন অঙ্কিত করতে চায়। এই অভিপ্রায় আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়ার জন্য ভূর্জপত্র প্রভৃতির উপর নখচিহ্ন বা দন্তচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে একজন অন্যের কাছে পাঠিয়ে দেবে। যার কাছে ঐ চিহ্নিত দ্রব্যটি পাঠানো হ'ল, সে সহজেই ঐ সঙ্কেতের সাহায্যে বুঝে নেবে, প্রেমিক বা প্রেমিকা তার দেহের কোন্ গোপন অংশে দশনক্ষত বা নখক্ষত করতে চায়।]

এই পর্যন্তই দশনচ্ছেদ্যবিধি।

মূল। দেশসাত্ম্যাচ্চ যোষিতঃ উপচরেৎ।। ২০।। মধ্যদেশ্যা আর্যাপ্রায়াঃ শুচ্যুপচারাশ্চুম্বননখদন্তপদদ্বেষিণ্যঃ।। ২১।।

অনুবাদ। (এবার দেশপ্রবৃত্তি বা দেশ্য উপচারের বিষয় বলা হচ্ছে—)। বিশেষ বিশেষ দেশের প্রকৃতি অনুসারে নারীদের সাথে রতিক্রিয়ার সময় সেই দেশের নিয়ম অনুসারে চুম্বন প্রভৃতি উপচার প্রয়োগ করবে।

[আবার দেশের লোকদের স্বভাব অনুসারে নারীরাও পুরুষদের সাথে সুরতক্রিয়ার সময় তাদের উপর সেই দেশের নিয়ম অনুসারে উপচার প্রয়োগ করবে।]

মধ্যদেশে উৎপন্না সভ্যপ্রকৃতির নারীরা শুচি-উপচার প্রয়োগ ক'রে থাকে। তারা চুম্বন, নখক্ষত ও দন্তক্ষতের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

[হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী কুরুক্ষেত্রের পূর্বদিকে এবং প্রয়াগের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত ভূখণ্ডকে মধ্যদেশ বলা হয়। বশিষ্ঠের মতে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশ-ই হল **মধ্যদেশ**। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রকারদের-ও এইরকম অভিমত। এইদেশে উৎপন্ন নারীরা শুচিতার মাধ্যমে সুরতক্রিয়া সম্পাদন করতে ভালবাসে। কারণ, তারা সভ্যপ্রকৃতি বা পবিত্র আচার-সম্পন্না। এই নারীরা আলিঙ্গনকেই বেশী পছন্দ করে এবং চুম্বন, নখক্ষত ও দন্তক্ষত—এই তিনটি উপচারকে বিদ্বেষ করে।]। ২০-২১।

মূল। বাহ্লীকদেশ্যা আবন্তিকাশ্চ।। ২২।। চিত্ররতেষু ত্বাসামভিনিবেশঃ।। ২৩।। পরিষ্বঙ্গচুম্বননখদন্তচূষণপ্রধানাঃ ক্ষতবর্জিতাঃ প্রহণনসাধ্যা মালব্য আভীর্যশ্চ।। ২৪।।

অনুবাদ। **বাহ্লীকদেশে** এবং **অবন্তীদেশে** (অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে) উৎপন্না নারীরাও মধ্যদেশীয়া নারীদের মত চুম্বন, নখক্ষত ও দন্তক্ষত ততটা ভালবাসে না। কিন্তু এরা, অত্যন্ত প্রীতিজনক ব'লে **চিত্ররত-ব্যাপার** ('coitus in unusual attitudes i.e. coitus in the standing and the quadrupedal attitudes') খুবই ভালবাসে (চিত্ররত-ব্যাপার পরে আলোচিত হবে)।

মালবদেশে এবং **আভীরদেশে** (স্থাণ্বীশ্বর, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি প্রদেশে) উৎপন্না নারীরা আলিঙ্গন, চুম্বন, নখ, দশনক্ষত ও চুষণ-প্রধান (অর্থাৎ সঙ্গমের কালে পুরুষের কোনো অঙ্গ মুখে নিয়ে চুষতে বা পুরুষের দ্বারা নিজের স্তন প্রভৃতি কোনো অঙ্গের অংশবিশেষ চোষাতে ভালবাসা), ক্ষতবিহীন (তীক্ষ্ণ দাঁত বা অসমান নখ দিয়ে চিহ্ন করার সময় রক্তপাত না হয় যে সুরতক্রিয়ায়) এবং প্রহণনসাধ্য (পরস্পরকে আঘাত ক'রে অনুরাগ বৃদ্ধি যে রতিক্রিয়ায়) সুরতক্রিয়া বেশী ভালবাসে। ২২-২৪।

মূল। সিন্ধুষষ্ঠানাং চ নদীনামন্তরালীয়া ঔপরিষ্টকসাত্ম্যাঃ।। ২৫।। চণ্ডবেগা মন্দসীৎকৃতা আপরান্তিকা লাট্যশ্চ। ২৬।।

অনুবাদ। বিপাশা, শতদ্রু ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধু—এই ছয়টি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উৎপন্না নারীরা, আলিঙ্গন ও চুম্বন প্রভৃতি ব্যাপারকে প্রীতিজনক মনে করলেও, **ঔপরিষ্টক** অর্থাৎ মুখে লিঙ্গ-প্রবেশরূপ রতিক্রিয়ার কাজ সম্পাদন করাকে অত্যন্ত প্রিয় ব'লে মনে করে।

অপরান্ত অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তীদেশে উৎপন্না এবং লাটদেশীয়া নারীরা চণ্ডবেগা (অর্থাৎ সুরতক্রিয়ার সময় অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণা) হয়। তারা **মন্দসীৎকৃতাও** হয় (অর্থাৎ রতিক্রিয়ার সময় পুরুষ নারীর দেহে উত্তেজনাবশে আঘাত করলে বা দেহের কোনো অংশ পিষ্ট করলে, সেই নারী তা সহ্য করতে না পেরে মন্দ মন্দ শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে ও মুখে মৃদু শব্দ করে।)। ২৫-২৬।

মূল। দৃঢ়প্রহণনযোগিন্যঃ খরবেগা এব, অপদ্রব্যপ্রধানাঃ স্ত্রীরাজ্যে কোশলায়াঞ্চ।। ২৭।।

প্রকৃত্যা মৃদ্ব্যো রতিপ্রিয়া অশুচিরুচয়ো নিরাচারাশ্চান্ধ্রঃ।। ২৮।।

অনুবাদ। স্ত্রীরাজ্য (হিমালয়ের অন্তর্গত গাঢ়োয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চল) ও **কোশল**দেশে উৎপন্ন নারীরা যোনিদেশের কণ্ডূতির আধিক্যবশতঃ অনুরাগসম্পন্না হয়। তারা সম্প্রযোগ বা রতিক্রিয়ার সময় পুরুষের লিঙ্গের দ্বারা দৃঢ়ভাবে যোনিদেশে আঘাত প্রাপ্ত হলেও প্রীতিলাভ করে। তারা অপদ্রব্যপ্রাধান্য হয় অর্থাৎ যোনির কণ্ডূতির (চুলকানির) প্রতীকারের জন্য, পুরুষের লিঙ্গ-সংযোগের সম্ভাবনা না থাকলে, কোনো কৃত্রিম লিঙ্গাকৃতি বস্তু যোনিদেশে প্রবেশ করিয়ে চুলকানির উপশম করে। ২৭।

ভারতের দক্ষিণদিকে **দক্ষিণাপথ**। সেখানে যে কর্ণাটদেশ আছে তার পূর্বদিকে **অন্ধ্ররাজ্য**। সেখানে উৎপন্ন নারীদের দেহ স্বভাবতঃ কোমল প্রকৃতির, তাই তারা সঙ্গমকালে আঘাত সহ্য করতে পারে না। তারা সুরতক্রিয়া খুব ভালবাসে। তাদের রুচি খুব শুদ্ধ নয়। সদাচার পালনে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। ২৮।

মূল। সকলচতুঃষষ্টিপ্রয়োগরাগিণ্যোঽশ্লীলপরুষবাক্যপ্রিয়াঃ শয়নে চ সরভসোপক্রমা মহারাষ্ট্রিক্যাঃ।। ২৯।।

তথাবিধা এব রহসি প্রকাশন্তে নাগরিকাঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। মহারাষ্ট্রদেশে উৎপন্ন নারীরা সমস্ত চৌষট্টি-কলা প্রয়োগে অনুরাগ-সম্পন্না; তারা অশ্লীল ও নিষ্ঠুর ভাষায় কথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে এবং তারা সম্প্রযোগ বা রতিক্রিয়ার সময় শায়িত অবস্থায় ধৃষ্টতার সাথে এবং উদ্ভটভাবে

বলপ্রয়োগ ক'রে সঙ্গমরত পুরুষকে নানাভাবে অভিযুক্ত করে (অর্থাৎ সঙ্গমে নিযুক্ত পুরুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এবং জোর করে বোঝাতে চায় যে, সঙ্গমের ব্যাপারে উক্ত পুরুষের নানা ত্রুটি আছে এবং সে ঠিকমত সঙ্গম করতে পারছে না; 'এইভাবে সঙ্গম করলেই শোভন হয়', ইত্যাদি। এইসব উপায়ে ঐ নারী, প্রকৃতপক্ষে কোনো অপরাধ না করলেও পুরুষটিকে দোষী সাব্যস্ত করে।) এখানে **'অভিযুক্ত'** করার আর একটি অর্থ—জোর ক'রে পুরুষকে সঙ্গম করতে বাধ্য করা।।২৯।

নাগরিকা বা **পাটলিপুত্রদেশে** উৎপন্না নারীরাও মহারাষ্ট্রদেশীয়া নারীদের মত স্বভাবসম্পন্না। তারাও সকলরকম চৌষট্টি-কলায় অনুরক্তা। তারাও অশ্লীল ও কঠোর বাক্য বলতে ও শুনতে ভালবাসে; তবে এই ধরণের কথা তারা সাধারণতঃ কোনো নির্জন প্রদেশেই ব'লে থাকে। তারা চৌষট্টি-কলার প্রয়োগও বিজন প্রদেশে ক'রে থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র-দেশীয়া নারীরা প্রকাশ্যে ও নির্জনে দুভাবেই ঐসব বিষয়ের চর্চা ক'রে থাকে। সুরতক্রিয়ার সময় ধৃষ্টতার সাথে পুরুষকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারটি মহারাষ্ট্রীয়া ও নাগরিকা দুই শ্রেণীর নারীর ক্ষেত্রেই সমান। ৩০।

মূল। মৃদ্যমানাশ্চাভিয়োগাৎ মন্দং মন্দং প্রসিঞ্চন্তে দ্রবিড্যঃ।। ৩১।।

মধ্যমবেগা সর্বংসহাঃ স্বাঙ্গপ্রচ্ছাদিন্যঃ পরাঙ্গহাসিন্যঃ কুৎসিতাশ্লীল-পরুষপরিহারিণ্যো বানবাসিকাঃ।। ৩২।। মৃদুভাষিণ্যোঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গ্যশ্চ গৌড্যঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ। দ্রাবিড়দেশে উৎপন্ন নারীরা যন্ত্রযোগের (অর্থাৎ যোনিদেশে পুরুষের লিঙ্গ প্রবেশের) আগে, আলিঙ্গন প্রভৃতি শুরু হওয়ার সময় থেকেই পুরুষের দ্বারা মর্দিত বা পিষ্ট হওয়ার ফলে অল্প অল্প ঋতুক্ষরণ করতে থাকে অর্থাৎ তাদের রেতঃপাত হয়। এই সময় তাদের অবয়ব শিথীল হ'য়ে যায়। ক্রমশঃ সুরতক্রিয়ার সুখের অত্যধিক আবেশে সম্পূর্ণভাবে রেতঃপাত হ'য়ে যায়। এরা একবার মাত্রই সুরতক্রিয়ার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। ৩১।

কঙ্কণদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত **বনবাসরাজ্যে** উৎপন্ন নারীরা মধ্যবেগ-সম্পন্না। রাগকালে তারা ভাব-অনুসারে এবং কাল-অনুসারে আলিঙ্গন প্রভৃতির ধকল সহ্য করতে পারে। নিজের শরীরের কোনো দোষ প্রকাশ হ'য়ে পড়লে তারা তা গোপন করতে ভালবাসে; অন্যকে উপহাস করতে ভালবাসে; কারোর রূপে বা ব্যবহারে কোনো ত্রুটি দেখলে তা সহ্য করতে পারে না; অশ্লীল ও কঠোর বাক্য পরিহার করে এবং যে ব্যক্তি অশ্লীল ও কঠোর বাক্য বলে, তার সাথে সঙ্গম করতে ভালবাসে না।

গৌড়দেশীয়া নারীরা মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী এবং কোমলাঙ্গী। এদের অন্যান্য

বৈশিষ্ট্য বনবাসরাজ্যের নারীদের মত, অর্থাৎ মধ্যমবেগসম্পন্না, ভাব ও কাল অনুসারে আলিঙ্গনাদি-সহনশীলা, শরীরের দোষগোপনপ্রিয়া ইত্যাদি। ৩২-৩৩।

মূল। দেশসাত্ম্যাৎ প্রকৃতিসাত্ম্যং বলীয় ইতি সুবর্ণনাভঃ। ন তত্র দেশ্যা উপচারাঃ।। ৩৪।।

কালযোগাচ্চ দেশাদ্দেশান্তরমুপচারবেষলীলাশ্চানুগচ্ছন্তি। তচ্চ বিদ্যাৎ।।৩৫।।

অনুবাদ। সুবর্ণনাভের মতে, দেশস্বভাব বা স্থানীয় প্রথা ও চরিত্রগত প্রকৃতি অনুসারে উপচার প্রয়োগ কর্তব্য, তবে যেখানে এই দুটি স্বভাবই একত্রে উপস্থিত হ'য়ে, কোন্‌টা করণীয়—এইরকম সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেখানে দেশাচারকে উপেক্ষা ক'রে চরিত্রগত স্বভাবের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উপচার প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, দেশাচারের চেয়ে প্রাকৃতিক স্বভাবই বলবান। যেহেতু প্রাকৃতিক স্বভাব অন্তরঙ্গ ও দেশস্বভাব বহিরঙ্গ;দুই স্বভাবের বিরোধে প্রাকৃতিক স্বভাবানুসারে উপচার প্রয়োগকেই সুবর্ণনাভ বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ৩৪।

কালের গতি অনুসারে একদেশ থেকে অন্যদেশে গেলে, সম্ভোগের আনুষঙ্গিক আলিঙ্গন প্রভৃতি ক্রিয়া, বেষভূষা এবং হাবভাব-ও সেই দেশান্তরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুগমন করে (অর্থাৎ অন্যদেশে উপস্থিত ব্যক্তি সেইদেশে প্রচলিত আলিঙ্গন প্রভৃতি উপচার জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক প্রয়োগ করে)। অতএব প্রয়োজন হ'লে সেই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে স্বদেশ ত্যাগ করার আগে থেকেই জ্ঞান লাভ করা কর্তব্য। ৩৫।

মূল। উপগূহনাদিষু চ রাগবর্দ্ধনং পূর্বং পূর্বং বিচিত্রমুত্তরমুত্তরঞ্চ।। ৩৬।।

অনুবাদ। উপগূহন (আলিঙ্গন), চুম্বন, নখক্ষত, দশনক্ষত, প্রহণন ও সীৎকৃত—এই ছয়টির আগের আগেরটি অনুরাগবৃদ্ধিকারী এবং প্রথম থেকে পরের পরেরটি বৈচিত্র্যযুক্ত।

[আলিঙ্গন প্রভৃতি ছয়টির মধ্যে শ্রুতিরমণীয় সীৎকারের (অর্থাৎ সঙ্গমের সময় আনন্দবশতঃ নায়িকার মুখ থেকে যে অস্ফুষ্ট শব্দ প্রকাশিত হয়—তার) থেকে প্রহণন (অর্থাৎ সঙ্গমকালে উত্তেজনার আতিশয্যে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের শরীরে আঘাত)বেশী অনুরাগ-বৃদ্ধিকারী, কারণ, প্রহণন স্পর্শসুখকর। প্রহণনের থেকে দশনক্ষত, তার থেকে নখক্ষত, তার থেকে চুম্বন এবং তার থেকেও সমস্ত অঙ্গের মিলিত আলিঙ্গন অত্যন্ত স্পর্শসুখকর। অতএব ঠিক আগের আগেরটি খুব অনুরাগ-বৃদ্ধিকারী।

আবার আলিঙ্গন প্রভৃতি ছয়টি প্রথম থেকে ঠিক্ পরের পরেরটি অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন, আলিঙ্গন-ক্রিয়া কিছুটা স্থূল, তার থেকে চুম্বন কিছুটা সূক্ষ্ম, তাই বিচিত্র। চুম্বনের থেকে নখক্ষত, তার থেকে দন্তক্ষত এবং তার থেকেও প্রহণন সূক্ষ্ম কাজ, অতএব বিচিত্র। সঙ্গমের সময় যে প্রহণন করা হয় তাতে পরস্পরের দেহে যে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করা হয়, তার ফলে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি হয়। প্রহণনের থেকেও বিচিত্র হ'ল—সীৎকার। সঙ্গমের সময় সীৎকার কেমন ক'রে করতে হয়, নানাভাবে তার উপদেশ হওয়া হ'লেও, কাজটি খুব বিচিত্রপ্রকৃতির হওয়ার জন্য এটি খুব কষ্ট ক'রে আয়ত্ত করা যায়]। ৩৬।

মূল। বার্যমাণশ্চ পুরুষো যৎ কুর্যাত্তদনু ক্ষতম্।
অমৃষ্যমাণা দ্বিগুণং তদেব প্রতিযোজয়েৎ।। ৩৭।।

অনুবাদ। (দেশাচার অনুসারে প্রয়োগ করা হ'লেও কখনো কখনো নায়ক-নায়িকার মধ্যে কলহ-ও হ'তে পারে। তখন দুজনের মধ্যে প্রীতি কিভাবে স্থির থাকে, তার জন্য কয়েকটি বিশেষ চেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। সেই চেষ্টা দুধরণের—নির্জনে চেষ্টা ও প্রকাশ্যে চেষ্টা। তার মধ্যে প্রথমটিকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে—)। নায়ক, নায়িকার শরীরে নখ বা দাঁত দিয়ে ক্ষত করতে উদ্যত হ'লে, নায়িকা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বা নানাভাবে কথাবার্তার মাধ্যমে বা অভিনয়ের চেষ্টার দ্বারা নায়ককে বারণ করা সত্ত্বেও যদি সে ক্ষত করে, তবে নায়িকা সেই ক্ষত সহ্য না ক'রে নায়কের দেহে দ্বিগুণ ক্ষত প্রয়োগ করবে। ৩৭।

মূল। বিন্দোঃ প্রতিক্রিয়া মালা মালায়াশ্চাভ্রখণ্ডকম্।
ইতি ক্রোধাদিবাবিষ্টা কলহান্ প্রতিযোজয়েৎ।। ৩৮।।

অনুবাদ। নায়ক পূর্ববর্ণিত বিন্দুনামক দন্তক্ষত নায়িকার দেহে প্রয়োগ করলে, নায়িকা প্রতীকারস্বরূপ অর্থাৎ বদ্‌লা নেওয়ার জন্য বিন্দুমালা নামে দন্তক্ষত প্রয়োগ করবে। এইভাবে বিন্দুমালার প্রতীকার হ'ল অভ্রখণ্ডক (খণ্ডাভ্রক) নামে দন্তক্ষত, অভ্রখণ্ডকের প্রতীকার হ'ল বরাহচর্বিতক। এইভাবে কপটক্রোধের ভাব নিয়ে যেন নায়কের প্রতি ক্রোধ দেখানোর জন্য, এবং দন্তক্ষতের ফলে তার দেহের কি দুর্দশা—তা দেখানোর জন্যই যেন নায়িকা কপটকলহে প্রবৃত্ত হবে। ৩৮।

মূল। সকচগ্রহমুন্নম্য মুখং তস্য ততঃ পিবেৎ।
নিলীয়েত দশেচ্চৈব তত্র তত্র মদেরিতা।। ৩৯।।

অনুবাদ। তারপর নায়িকা একহাতে নায়কের মাথার চুল ধ'রে এবং অন্য হাতে

চিবুকটি ধ'রে, মুখটি উঁচু ক'রে তুলে এমনভাবে নায়ককে চুম্বন করবে যেন তার অধরসুধা পান করছে। তারপর দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করবে। এইসময় নায়িকার দেহের যে যে অংশে নায়ক দাঁত দিয়ে ক্ষতচিহ্ন দিয়েছিল, নায়িকাও নায়কের সেই সেই জায়গায় দন্তক্ষত প্রয়োগ করবে। নায়িকা যখন এই কাজগুলি করবে, তখন যে যেন মদ্যপানের ফলে প্রমত্তা নারীর মত আচরণ করে। ৩৯।

মূল। **উন্নম্য কণ্ঠে কান্তস্য সংশ্রিতা বক্ষসঃ স্থলীম্।**
মণিমালাং প্রযুঞ্জীত যচ্চান্যদপি লক্ষিতম্।। ৪০।।

অনুবাদ। নায়কের বক্ষঃস্থল একটি হাত দিয়ে আচ্ছাদন ক'রে, তার মাথার চুল ধ'রে (অর্থাৎ একটি হাত নায়কের বুকের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে মাথায় রাখবে এবং চুল মুঠো ক'রে টেনে ধরবে), দ্বিতীয় হাত দিয়ে চিবুক ধ'রে মুখটি উপরের দিকে তুলে, নায়কের কণ্ঠদেশে মণিমালার (পূর্বোক্ত একরকমের দন্তক্ষতের) প্রয়োগ করবে। এছাড়া অন্য যেসব সুন্দর দন্তক্ষতের কথা বলা হয়েছে, তা-ও প্রয়োগ করতে পারবে। এই ব্যাপারটি প্রধানতঃ নায়িকার দ্বারাই প্রযুক্ত হবে। ৪০।

মূল। **দিবাপি জনসম্বাধে নায়কেন প্রদর্শিতম্।**
উদ্দিশ্য স্বকৃতং চিহ্নং হসেদন্যৈরলক্ষিতা।। ৪১।।

অনুবাদ। রাত্রে নায়কের দেহে নায়িকা দন্তক্ষত বা নখক্ষতের চিহ্ন ক'রে দিয়েছে, তা জনসমাজে দিনের বেলায় কিভাবে গোপন করব—এই ছলে ভাবভঙ্গি ক'রে নায়ক সেই ক্ষতস্থানগুলি নায়িকাকে দেখাবে (অথবা, দাঁত দিয়ে নায়িকা নায়কের দেহে যেসব ক্ষত ক'রে দিয়েছে, নায়ক আকারে ইঙ্গিতে সেগুলি দেখিয়ে নায়িকার কাছ থেকে জানতে চাইবে— 'তুমি তো এইসব দাগ আমার দেহে এঁকে দিলে, আমি লোকসমাজে এগুলো লুকানো কেমন করে?') 'দুষ্ট লোকের এইরকম শাস্তিই উপযুক্ত'—এই অভিব্যক্তি সূচিত ক'রে নায়িকা নিজের দ্বারা সম্পাদিত চিহ্নগুলি দেখে অন্যের অলক্ষ্যে নায়ককে উপহাস করবে। ৪১।

মূল। **বিকূণয়ন্তীব মুখং কুৎসয়ন্তীব নায়কম্।**
স্বগাত্রস্থানি চিহ্নানি সাসূয়েব প্রদর্শয়েৎ।। ৪২।।

অনুবাদ। নায়িকা ব্যর্থচুম্বনের উদ্দেশ্যে মুখ সংকুচিত করবে (অর্থাৎ নায়ককে চুম্বন করতে গিয়েও চুম্বন না ক'রে মুখ সরিয়ে নেবে) এবং ভ্রূ ও চোখদুটি বিকৃত ক'রে নিজের দেহে নায়কের দ্বারা সম্পাদিত চিহ্ন গুলি তাকে দেখিয়ে এবং খুব কুপিত হয়েছে এইরকম ভান ক'রে 'তুমি আমার দেহে যে ক্ষত ক'রে দিয়েছে, তার ফল পাবে,' এইরকম ভাব দেখিয়ে নায়ককে তর্জন করবে। ৪২।

মূল। পরস্পরানুকূল্যেন তদেবং লজ্জমানয়োঃ।
সংবৎসরশতেনাপি প্রীতির্ন পরিহীয়তে।। ৪৩।।

অনুবাদ। নায়ক ও নায়িকা একে অপরের আনুকূল্যে (একে অন্যের সহায়তায় নখক্ষত, দশনক্ষত প্রভৃতি সম্পন্ন করলে) এবং পরস্পরের কাজে লজ্জিত হ'লে (অর্থাৎ সুরতক্রিয়ার সময় নিজকৃত দন্তক্ষত বা নখক্ষত দেখে নায়িকা লজ্জিত হবে এবং নায়ক কপট কোপ প্রকাশ করবে, অথবা নায়ক নিজ কাজের জন্য লজ্জিত হবে এবং নায়িকা মিথ্যা রাগ দেখিয়ে নায়ককে তর্জন করতে যাবে—এই ধরণের ব্যাপার করলে), 'একশ' বছরেও তাদের ভালবাসার কিছুমাত্র হানি হয়না।

[সুরতক্রিয়ার সময় দেশ ও কাল অনুসারে চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি নানারকম আনুষঙ্গিক ক্রিয়া প্রকাশ করতে হয়। এইসব উপচার বিদগ্ধজনের দ্বারা শিক্ষণীয়; তারা কামশাস্ত্র পাঠ করেই এই বিষয়গুলি জানতে পারবে এবং সুরতক্রিয়ার নিযুক্ত হ'য়ে একে অন্যের প্রতি আপাত-অপরাধ করার প্রতীকারের চেষ্টা করবে। প্রাথমিকভাবে শাস্ত্র থেকে এইসব বিষয় জ্ঞাত হ'য়ে নিয়মমত যদি তার অভ্যাস করা যায়, তবে বহুকাল পরেও তাদের প্রীতি ও সুরতের ইচ্ছা হ্রাস পায় না।]। ৪৩।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রযোগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে
দশনচ্ছেদ্যবিধয়ো দেশ্যা উপচারাশ্চ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।। ৫।।
ষষ্ঠ অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রযোগিকম্

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

সম্বেশনপ্রকারাঃ চিত্ররতানি চ

[যোনিরন্ধ্রে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোর ফলে যে সঙ্গম বা রতিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তা ঠিক্ ভাবে অনুষ্ঠিত হ'লে পুরুষ ও নারী উভয়েই পরম তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এই তৃপ্তি অর্জনের জন্য বিশেষ বিশেষ শারীরিক ভঙ্গীর (physical attitudes) আশ্রয় নিতে হয়। এই অধ্যায়ে **বাৎস্যায়ন** সে সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি আলোচনা করেছেন, **চিত্ররত** অর্থাৎ বিপরীত রতিক্রিয়া (unusual attitudes) সম্পর্কে। প্রচলিতরীতি অনুসরণ না ক'রে বিচিত্রধরণের অঙ্গস্থাপনার মাধ্যমে যে সঙ্গম, তাকে চিত্ররত বলা হয়।]।

মূল। রাগকালে বিশালয়ন্ত্যেব জঘনং মৃগী সংবিশেদুচ্চরতে।। ১।।

অনুবাদ। (আগের অধ্যায়ে দেশস্বভাব ও চরিত্রগত স্বভাব অনুসারে আলিঙ্গন প্রভৃতি উপচারের কথা বলা হয়েছে। এগুলির দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে নায়ক-নায়িকা 'সম্বেশন' অর্থাৎ রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গী বা রতিক্রিয়ার উপযোগী আসন ও শয্যা আশ্রয় করবে। এই অধ্যায়ে প্রথমে সেই সম্বেশন-প্রকার এবং পরে, সম্বেশনের বৈচিত্র্যের ফলে যে চিত্ররত বা বিচিত্র রতিক্রিয়া হয়—সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে—)। রাগ-কালে বা সুরতক্রিয়ায় উদ্যোগী নায়ক-নায়িকার অনুরাগ বৃদ্ধি হ'লে এবং **উচ্চরত** হ'লে (অর্থাৎ যোনির বিস্তার বা গভীরতার তুলনায় পুরুষের সাধন বা লিঙ্গ আকারে বড় হ'লে), মৃগীজাতীয়া স্ত্রী (যার যোনির দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ ছয় আঙুল পরিমাণের) জঘন দুটি বিশাল ক'রে (অর্থাৎ দুদিকে টান-টান ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে) সঙ্গমের উপযোগী ভঙ্গীতে বা সঙ্গমের উপযোগী শয্যায় শায়িত হ'য়ে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবে।

[**'রাগকাল'** কথার অর্থ—সঙ্গমে উদ্যোগী পুরুষের লিঙ্গ যখন উত্তেজনায় স্তব্ধ হয় ও দীর্ঘাকৃতি ধারণ করে। **'সম্বেশন'** শব্দের সাধারণ অর্থ হ'ল—পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীযোনির সংযোগ ঘটানোর পক্ষে সুবিধাজনক আসন বা শয্যা। আবার পুরুষাঙ্গের সাথে যোনির সংযোগ ঘটানোর সুবিধার জন্য যে বিশেষ ভঙ্গীতে উপবেশন বা শয়ন করা হয়, তাকেও 'সম্বেশন' বলা হয়।]।১।

মূল। অবহ্রাসয়ন্তীব হস্তিনী নীচরতে।। ২।। নাম্যো যত্র যোগস্তত্র সমপৃষ্ঠম্।। ৩।। আভ্যাং বড়বা ব্যাখ্যাতা।। ৪।।

অনুবাদ। নীচরতে (অর্থাৎ যে রতিক্রিয়ার সময় দেখা যায়, নারীর যোনিদেশের তুলনায় পুরুষের লিঙ্গ আকারে ছোট) হস্তিনী-জাতীয়া স্ত্রী (যার যোনি দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে বারো আঙুল পরিমাণ, অর্থাৎ বিশাল যোনিবিশিষ্টা স্ত্রীলোক) জঘন দুটি অবহ্রাসিত বা সঙ্কুচিত ক'রে সঙ্গমের উপযোগী শয্যায় শয়ন ক'রে বা বিশেষ আসন অবলম্বন ক'রে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবে। ২।

যেখানে পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীর যোনির সমতা থাকবে অর্থাৎ ছোট বড়ো ভাব থাকবে না, তখন জঘনের নীচের (অর্থাৎ পাছার) দিক্ সমানভাবে রেখে শয়ন করা যায় এমন ভঙ্গীতে বা এমন শয্যায় শুয়ে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবে।

[স্ত্রীর যোনি যখন পুরুষের লিঙ্গের চেয়ে আকারে বড় বা ছোট হয়, তখন লিঙ্গ -যোনির সংযোগের সুবিধার জন্য স্ত্রী-কে জঘন দুটিকে প্রয়োজন অনুসারে বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করতে হয়। স্ত্রী-র যোনির প্রসারণ বা সঙ্কোচনের সুবিধার জন্য সম্বেশন অর্থাৎ বিশেষ আসন অবলম্বন করতে অথবা শয্যাটিকে উঁচু-নীচু ক'রে নিতে হয়। কিন্তু যখন পুরুষের লিঙ্গের ও স্ত্রীর যোনির আকারের সমতা থাকে (অর্থাৎ সমরত অবস্থায়) এবং যখন স্ত্রী-কে তার জঘন সঙ্কোচন বা প্রসারণ করার প্রয়োজন হয় না, তখন তার জঘনের পিছনদিক্‌টা (নিতম্বদুটি) সমানভাবে থাকতে পারে এমন ভঙ্গ ীতে বা এমন শয্যায় শুয়ে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হ'তে হবে।]। ৩।

মৃগীজাতীয়া ও হস্তিনীজাতীয়া স্ত্রীর উচ্চরত, নীচরত এবং সমরত অবস্থায় যে সম্বেশন-প্রকার নির্দিষ্ট হ'ল, তার দ্বারা বড়বা-জাতীয়া নারীরও সম্বেশন-প্রকার ব্যাখ্যাত হ'ল।

[বড়বা-জাতীয়া নারীর যোনি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নয়-আঙ্গুল পরিমাণের হবে। তার যোনির সাথে যখন অশ্ব-জাতীয় পুরুষের (বারো আঙুল পরিমাণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট লিঙ্গ যুক্ত ব্যক্তির) লিঙ্গের সংযোগ হবে তখন হবে **'উচ্চরত'**। এই সংযোগের সময় সুবিধা অনুসারে সম্বেশন অর্থাৎ উপযুক্ত আসন অবলম্বন বা শয্যাকেও উপযুক্তভাবে তৈরী করতে হবে। কারণ, এইসময় বড়বা-জাতীয়া নারীকে জঘন দুটি বিস্তৃত করতে হয়। আবার শশ-জাতীয় পুরুষ (যার লিঙ্গ ছয় আঙুল পরিমাণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট) যখন তার লিঙ্গ বড়বার যোনিতে প্রবেশ করাবে তখন হবে **'নীচরত'**। এইসময় ঐ নারীকে জঘন দুটি অবহ্রাসিতঅর্থাৎ খানিকটা সঙ্কুচিত করতে হবে। এইসময়েও রতিক্রিয়ার সুবিধার জন্য সম্বেশনকে ঠিক করে নিতে হবে। বৃষ-জাতীয় পুরুষের (যার লিঙ্গ নয় আঙুল পরিমাণ দীর্ঘ) লিঙ্গ যখন বড়বার যোনিতে সংযুক্ত হবে তখন হবে **'সমরত'** এইসময় ঐ স্ত্রী যাতে নিতম্বদেশ সমানভাবে রেখে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হ'তে পারে, তার জন্য

(অর্থাৎ সমানভাবে নিতম্বদেশ ও পিঠ রেখে পুরুষের লিঙ্গ যোনিতে ধারণ করার জন্য) উপযুক্ত শয্যা প্রস্তুত করতে হবে। এইসমস্ত সম্বেশন-প্রকার নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত হয়েছে—

"বিবৃতোরুকমুচ্চৈস্তু নীচৈঃ স্যাৎ সম্বৃতোরুকম্।
যথাস্থিতোরুকং চাপি সমপৃষ্ঠং সমে রতে।।"

অর্থাৎ উচ্চরত-অবস্থায় উরুদ্বয় যথাসম্ভব বিবৃত বা ফাঁক ক'রে, নীচরত-অবস্থায় সম্বৃতোরু বা কিছুটা কাছাকাছি নিয়ে এসে সঙ্কুচিত ক'রে এবং সমরত-অবস্থায় যথাস্থিতোরু অর্থাৎ স্বভাবিকভাবে রেখে ও নিতম্বকে সমান রেখে যাতে যোনিতে লিঙ্গের প্রবেশ করানো যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখে সম্বেশন নির্দিষ্ট করতে হবে। এই ব্যাপারটি বিশদভাবে বোঝাবার জন্য টীকাকার বলেছেন— "উচ্চরতে উরুদ্বয়কে এমনভাবে রাখবে যেন যোনির আকার হয় হাঁ-করা মুখের মত। নীচরতে উরুদ্বয়কে এমনভাবে গুটিয়ে আনবে যেন তা দেখতে হয় বোজা মুখের মত, আর সমরতে উরুদ্বয় স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে থাকে ঠিক সেইভাবেই রাখবে। তাতে যোনিপৃষ্ঠ দেখতে হবে সমতল ক্ষেত্রের মত।"

এইভাবে সম্বেশনের ব্যবস্থা করলে সম্ভোগে নারী ও পুরুষ দুজনেরই সমান প্রীতি হওয়ার সম্ভাবনা। ৪।

মূল। তত্র জঘনেন নায়কং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।। ৫।। অপদ্রব্যাণি চ সবিশেষং নীচরতে।। ৬।।

অনুবাদ। জঘন দুটির সঙ্কোচন ও প্রসারণ এবং নিতম্বকে সমভাবে স্থাপন— এই তিন ধরণের উপায়ে সুরতক্রিয়ার জন্য, নারী যে আসন অবলম্বন করবে বা যে শয্যায় শায়িত হবে, সেই অবস্থায় ঐ নারী, পুরুষের লিঙ্গকে নিজের জঘনদেশে অর্থাৎ দুই জঘনের মধ্যবর্তী যোনিদেশে গ্রহণ করবে।

নীচরত অবস্থায় বিশেষভাবে অপদ্রব্য গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যখন স্ত্রীযোনি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় হয় এবং পুরুষের লিঙ্গ যোনির চেয়ে ছোট হয়, তখন ঐ লিঙ্গের সাথে যোনির সংযোগ হ'লেও স্ত্রীর প্রীতি না হ'তে পারে। সেই কারণে ঐ যোনির মধ্যে পুরুষের লিঙ্গের পরিবর্তে কোন কৃত্রিম সাধনের (অর্থাৎ লিঙ্গাকৃতি কোন কৃত্রিম দ্রব্যের) অনুপ্রবেশ ঘটালে স্ত্রী প্রীতি লাভ করতে পারে। সমরতেও (অর্থাৎ লিঙ্গ ও যোনি যখন সমান-সমান মাপের) কখনো কখনো কৃত্রিম সাধন প্রবেশ করানো যেতে পারে, কিন্তু উচ্চরতে (অর্থাৎ যোনি যখন লিঙ্গের চেয়ে আকারে ছোট) কৃত্রিম সাধনের প্রয়োগ কখনই উচিত নয়। ৫-৬।

মূল। উৎফুল্লকং বিজৃম্ভিতকমিন্দ্রাণিকং চেতি ত্রিতয়ং মৃগ্যাঃ প্রায়েণ।। ৭।। শিরো বিনিপাত্যোর্দ্ধং জঘনমুৎফুল্লকম্।। ৮।। তত্রাপসারং দদ্যাৎ।। ৯।।

অনুবাদ। মৃগী-জাতীয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র যোনিবিশিষ্টা নারী প্রায়ই উৎফুল্লক, বিজৃম্ভিতক ও ইন্দ্রাণিক—এই তিনভাবে জঘনকে বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করে। ৭।

মৃগীজাতীয়া স্ত্রীরা যখন স্ফীত ও দীর্ঘলিঙ্গযুক্ত পুরুষের সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়, তখন জঘনের উপরের দিক্‌টা অর্থাৎ যোনি শয্যার উপর বিশেষভাবে স্থাপন ক'রে (অর্থাৎ শয্যার উপর কোমরের ভার রেখে), স্ত্রী যদি জঘনকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেয়, তাহ'লে যোনিরও মুখটা কিছু পরিমাণে বিস্তৃত বা ফাঁক হ'য়ে উৎফুল্লের মত দেখায়। তখন তাকে বলা হয় **'উৎফুল্লক'** ('blossoming attitude)। শয্যার উপর কোমরের ভার রেখে যোনিদেশের মুখ উপরের দিকে ঠেলে তুলে ধরলে যোনি বিবৃত বা বিস্তৃত হয়ে যায়। মৃগীজাতীয়া নারীর যোনিদেশ অন্যজাতীয়া নারীদের তুলনায় অল্পপরিসর ব'লে, মৃগী যদি পূর্বনির্দিষ্ট উপায়ে যোনিমুখ বিবৃত করে, তবে দীর্ঘলিঙ্গ-বিশিষ্ট পুরুষের লিঙ্গের অনুপ্রবেশ কিছুটা সহজ হয়। নারীর পক্ষে এইভাবে যোনিমুখ বিবৃত করা যদিও খুব কঠিন ব্যাপার, তবুও যোনিদেশকে বেশী বিবৃত করার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজন হ'লে, ঐ নারী শায়িত অবস্থায় নিতম্বের নীচে একটা হাতের উপর অন্য হাত রেখে বা একটা বালিশের উপর নিতম্ব রেখে যোনিদেশকে উপরে তুলে ধরতে পারে। এই সময় নারীর মাথার দিকের অংশটা দেহের অন্য অংশের তুলনা নীচের দিকে থাকবে। ৮।

নারী যখন এইভাবে যোনিদেশ বিবৃত করবে, তখন পুরুষ তার সাধন বা লিঙ্গকে একবার ধীরে ধীরে যোনিমধ্যে প্রবেশ করাবে এবং আবার বাইরে বার ক'রে নিয়ে আসবে। পরপর কয়েকবার এইভাবে লিঙ্গকে যোনিমধ্যে প্রবেশ এবং পরক্ষণেই যোনির বাইরে নির্গমণ করানোর দ্বারা সাধনক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। যতক্ষণ না রসক্ষরণ হ'য়ে যোনিপথ পিচ্ছিল হয় এবং লিঙ্গ যোনিগহ্বরে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়, ততক্ষণ এই রকম করতে হবে।

[ধীরে ধীরে যোনিদেশে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে হবে। কারণ, পুরুষ যদি হঠাৎ জোর ক'রে যোনিমধ্যে লিঙ্গ-প্রবেশ করতে যায়, তবে তাতে তার লিঙ্গের আবরক চামড়া গুটিয়ে গিয়ে পীড়াদায়ক হ'তে পারে। বৈদ্যরা এই পীড়াকে **'অবপাটিকা'** আখ্যা দিয়েছেন।] ৯।

মূল। অনীচে সক্‌থিনী তির্যগবসজ্য প্রতীচ্ছেদিতি বিজৃম্ভিতকম্।। ১০।।

অনুবাদ। নায়িকা উত্তানশানিয়নী হ'য়ে (অর্থাৎ চিৎ হ'য়ে শয্যায় শুয়ে), উরুদুটিকে ফাঁক ক'রে, হাঁটুদুটিকে দুপাশে অল্প বেঁকিয়ে (অর্থাৎ দুটি পা একেবারে টান টান সোজা না রেখে) যোনিদেশ উপরের দিকে তুলে ধরবে এবং নায়ক ঐ যোনিতে সাধন অর্থাৎ লিঙ্গ প্রবেশ করাবে। একে বলা হয় **'বিজৃম্ভিতক'** ('yawning attitude')। এই অবস্থায় যোনির আকার হয় হাইতোলা মুখের মত অর্থাৎ জৃম্ভনের মত। তাই এর নাম 'বিজৃম্ভিতক'।১০।

মূল। পার্শ্বয়োঃ সমমূরূ বিন্যস্য পার্শ্বয়োর্জানুনী নিদধ্যাদিত্যভাসযোগা-দিন্দ্রাণী।। ১১।।

অনুবাদ। নায়ক দুদিকে সমানভাবে উরুদুটি বিন্যস্ত ক'রে এমনভাবে বসবে যাতে নায়িকার জঙ্ঘা দুটি (গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি অংশ) নায়কের উরুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। তারপর নায়ক, নায়িকার হাঁটু দুটিকে মুড়িয়ে নিজের কক্ষ বা বগলের কাছে স্থাপন করবে। [নায়িকা যখন দুটি উরু ছড়িয়ে শায়িত থাকবে, তখন নায়ক, নায়িকার দুই উরুর নীচে নিজের দুটি উরু স্থাপন করবে। ফলে নায়িকার জঙ্ঘা, নায়কের উরুর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। এই সময় নায়ক, নায়িকার হাঁটু দুটি মুড়িয়ে দুই বগলের কাছে রাখবে এবং তারপর নিজের লিঙ্গ নায়িকার যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করাবে। এই চেষ্টায় নায়ককে পুরোপুরি শায়িত থাকা চলবে না, তাকে কিছুটা আসীন হ'তে হবে এবং ঠিকভাবে বসার জন্য উপযুক্ত সম্বেশনের ব্যবস্থা করতে হবে]। অভ্যাসের দ্বারা এই আসন আয়ত্ত করতে হয়। এই ধরণের রতি ক্রিয়ার নাম **ইন্দ্রাণিক**। দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী বা শচী এই প্রকার রতিক্রিয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন ব'লে এর নাম ইন্দ্রাণিক।১১।

মূল। তয়োচ্চতররতস্যাপি পরিগ্রহঃ।। ১২।। সম্পুটেন প্রতিগ্রহো নীচ-রতে।। ১৩।। এতেন নীচতররতেঽপি সম্পুটকং পীড়িতকং বেষ্টিতকং বাড়বকমিতি হস্তিন্যাঃ।। ১৪।। ঋজুপ্রসারিতাবুভাবপ্যুভয়োশ্চরণাবিতি সম্পুটঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। এই ইন্দ্রাণিকের দ্বারা উচ্চতর-রতেরও (যোনির তুলনায় পুরুষের লিঙ্গ যেখানে অনেক পরিমাণে দীর্ঘ) পরিগ্রহ করা যেতে পারে অর্থাৎ ইন্দ্রাণীকে যে উপায়ে সঙ্গমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে উচ্চতর-রতেরও সঙ্গম হ'তে পারে। ১২।।

নীচরতে (যোনির তুলনায় পুরুষের লিঙ্গ যখন আকারে ছোট) **সম্পুটনামক**

উপায়ের দ্বারা নারী পুরুষের লিঙ্গকে যোনির মধ্যে গ্রহণ করবে। সম্পুটের লক্ষণ পরে বলা হয়েছে। ১৩।

এইভাবে নীচতর-সুরতেও হস্তিনী-জাতীয়া বা বিশাল যোনিবিশিষ্টা নারীর পক্ষে সম্পুটক, পীড়িতক, বেষ্টিতক ও বাড়বক—এই চার প্রকারের রত বিহিত আছে। (যেখানে হস্তিনীজাতীয়া নারীর বিশাল যোনির মধ্যে শশজাতীয় পুরুষের অল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট লিঙ্গের সম্প্রয়োগ হয়, তখন **নীচতররত** হয়)। ১৪।

যাতে যন্ত্রযোগের (অর্থাৎ যোনিতে লিঙ্গ-সংযোগের) সুবিধা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের পা-দুটি সোজা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে একে অন্যের উপর অবস্থান করবে। এর নাম **'সম্পুট'**('clasping attitude')। ১৫।

মূল।

স দ্বিবিধঃ—পার্শ্বসম্পুট উত্তানসম্পুটশ্চ, তথা কর্মযোগাৎ।।১৬।।

পার্শ্বেন তু শয়ানো দক্ষিণেন নারীমধিশয়ীতেতি সার্বত্রিকমেতৎ।। ১৭।।

অনুবাদ। সম্পুট বা সম্পুটক দু'রকমের—পার্শ্বসম্পুট ও উত্তানসম্পুট। সুরতক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই নাম দুটি দেওয়া হয়েছে। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে নায়ক, নায়িকাকে ডান দিকে শায়িত করিয়ে সঙ্গম করবে। একে বলে **পার্শ্বসম্পুট** ('lying on her side')। সব রকম সুরতক্রিয়াতেই এই নিয়ম খাটে। আবার যখন নায়িকা চিৎ হয়ে পুরুষকে তার দেহের উপর ধারণ করবে, তখন হবে **উত্তানসম্পুট** ('lying on her back')। একবার নায়িকা শায়িত থাকবে, নায়ক তার উপরে অবস্থান করবে এবং বিপরীতক্রমে শায়িত নায়কের উপরে নায়িকা অবস্থান করবে। পার্শ্বসম্পুটে সুরতক্রিয়ার সুবিধার জন্য বিশেষ সন্বেশনের বা আসনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এই সময় নায়ক তার কোমরটি ছোট একটি বালিশের উপর স্থাপন ক'রে নায়িকার দিকে মুখ করে শোবে এবং নায়িকা সমান শয্যাতেই পাশ ফিরে অবস্থান করবে। দুজনেই সমান শয্যায় শয়ন ক'রে, পাশাপাশি ফিরে এই সঙ্গমে নিযুক্ত হ'লে কিছুটা অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। ১৬-১৭।

মূল। সম্পুটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণৈব দৃঢ়মূরূ পীড়য়েদিতি পীড়িতকম্।। ১৮।।

অনুবাদ। সম্পুটক নামক রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হ'য়ে নায়িকা তার যোনিযন্ত্রদ্বারা পুরুষের উরু দুটিকে বিশেষভাবে পিষ্ট করবে, একে **'পীড়িতক'** ('pressed attitude') বলে।

[নায়িকা চিৎ হ'য়ে বা পাশ ফিরে শায়িত অবস্থায়, তার দেহের উপর অবস্থিত

বা পাশে শায়িত নায়কের উরু দুটিকে তার জঘন ও যোনির দ্বারা খুব জোরে চেপে ধ'রে ঘর্ষণ করবে। যোনিকে যখন নায়কের উরুতে স্পর্শ করিয়ে চাপ দেওয়া হবে, তখন যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট নায়কের সাধনযন্ত্র (লিঙ্গ) যোনি থেকে বিশ্লিষ্ট হ'তে পারে (অর্থাৎ ছাড়িয়ে যেতে পারে)। এই অবস্থাতেও নায়ক বহু চেষ্টা ক'রে তার সাধন-যন্ত্রকে বাইরে আসতে না দিয়ে যোনিতে প্রবেশ করাবে।]। ১৮।

মূল। উরু ব্যত্যস্যেদিতি বেষ্টিতকম্।। ১৯।।

অনুবাদ। সম্পুটক নামক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হ'য়ে নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের লিঙ্গ ও যোনিতে সংযোগ ঘটিয়ে একজন নিজের উরুর দ্বারা অন্যের উরুকে বেষ্টন করবে। একে **'বেষ্টিতক'** ('pincer attitude') বলা হয়। ১৯।

মূল। বড়বেব নিষ্ঠুরমবগৃহ্ণীয়াদিতি বাড়বকমাভ্যাসিকম্।। ২০।।

অনুবাদ। বড়বা অর্থাৎ ঘোটকীর মত, নায়িকা তার সম্বাধযন্ত্রের (অর্থাৎ যোনির) ওষ্ঠপুটের দ্বারা (অর্থাৎ যোনির ভিতরে প্রথমেই প্রবেশ করতে না দিয়ে, যোনির প্রাচীর দ্বারা) নায়কের সাধনযন্ত্রকে (অর্থাৎ লিঙ্গকে) নিষ্ঠুরভাবে এমন করে ধ'রে রাখবে, যাতে ঐ লিঙ্গ যোনির মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে এবং যোনিমুখে যেটুকু ঢুকেছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেও না পারে। এই কাজটি নায়িকাকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। হঠাৎ চেষ্টা করলে নায়িকা এই কাজটিতে সফল না-ও হ'তে পারে। এই ব্যাপারটি **'বাড়বক'** ('mare's hold') নামে পরিচিত। এই কাজের জন্যও সম্বেশন বা আসন ও শয্যার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ২০।

মূল। তদান্ধ্রীষু প্রায়েণেতি সম্বেশনপ্রকারা বাভ্রবীয়াঃ।। ২১।।

অনুবাদ। অন্ধ্রদেশে উৎপন্ন নারীরা এই বাড়বক-ভঙ্গীতে সুরত-ক্রিয়ায় বিশেষ দক্ষ। এই ব্যাপারে তারা খুবই যত্নশীল। তাছাড়া এইভাবে বাড়বক-সুরত প্রয়োগ করা তাদের সম্প্রদায়-গত শিক্ষার ফল।

বাভ্রব্য (৭ ও ১৪নং সূত্রে বর্ণিত) সাত রকমের সম্বেশনের বিধান দিয়েছেন। ২১।

মূল। সৌবর্ণনাভাস্তু—উভাবপ্যূরূ ঊর্দ্ধাবিতি তদ্ভুগ্নকম্।। ২২।। চরণাবূর্দ্ধং নায়কোঽস্যা ধারয়েদিতি জৃম্ভিতকম্।। ২৩।। তৎকুঞ্চিতাবুৎপীড়িতকম্।। ২৪।। তদেকস্মিন্ প্রসারিতেঽর্দ্ধপীড়িতকম্।। ২৫।।

অনুবাদ। সুবর্ণনাভের মতাবলম্বীরা বলেন—হস্তিনী অর্থাৎ বিশাল যোনিবিশিষ্টা

নায়িকা উত্তানা অবস্থায় (অর্থাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে) উরু দুটিকে (হাঁটু অল্প মুড়ে) উপরের দিকে তুলে ধরবে এবং দুটি উরুকেই সংশ্লিষ্টভাবে অর্থাৎ পরস্পর ঠেকিয়ে রাখবে। নায়কও নিজের উরু দুটিকে নায়িকার দুই উরুর দু পাশে স্থাপন ক'রে (আসীন বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়) সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবে। এই ব্যাপারটিকে **'ভুগ্নক'** ('bent attitude') বলে। ২২।

নায়ক, উত্তানভাবে শায়িতা নায়িকার দুটি পা দু পাশে উঁচু করে তুলে ধ'রে, নায়িকার দুপায়ের হাঁটুর নীচের দিকের খাঁজ অংশটা দুই কাঁধের উপর স্থাপন ক'রে (আসীন অবস্থায়) সঙ্গম করবে। একে **'জৃম্ভিতক'** ('pouting attitude') বলা হয়। ২৩।

আসীন নায়কের সামনে তাঁর মুখোমুখি উত্তানভাবে (চিৎ হ'য়ে) শায়িতা নায়িকা নায়কের বুকের উপরে দুটি পা রেখে, ভাঁজ হয়ে যাওয়া পা দুটিকে দু'পাশে ঐ ভাঁজ করা অবস্থাতেই মেলে ধরবে। নায়ক তখন তার হাত দিয়ে নায়িকার গ্রীবা ধ'রে কাছে টেনে আনার চেষ্টা ক'রে, নিজের বুকের সাথে নায়িকার স্তন দিয়ে আলিঙ্গন করার এবং একই সঙ্গে সঙ্গম করার চেষ্টা করবে।. একে বলা হয় **'উৎপীড়িতক'** ('superpressive attitude')। এই আসনে একজন অন্যকে পীড়ন করার চেষ্টা করে ব'লে এর নাম উৎপীড়িতক। ২৪।

উত্তানভাবে শায়িতা নায়িকা যখন আসীন নায়কের বুকের উপর একসাথে দুটি পা না রেখে হাঁটু মুড়ে একখানি পা রাখবে এবং অন্য পা-খানি নায়কের উরুর উপর বা নীচ দিয়ে বিস্তৃত করে দেবে, এই অবস্থায় নায়ক নায়িকার গ্রীবা ধ'রে কাছে টেনে এনে স্তনের সাথে নিজের বুক লাগাবার এবং একই সঙ্গে সঙ্গমের চেষ্টা করবে, তখন হবে **'অর্দ্ধপীড়িতক'** ('semi-superpressive attitude')। ২৫।

মূল। নায়কস্যাংসে একো দ্বিতীয়কঃ প্রসারিত ইতি পুনঃপুনর্ব্যত্যাসেন বেণুদারিতকম্।। ২৬।। একঃ শিরস উপরি গচ্ছেদ্ দ্বিতীয়ঃ প্রসারিত ইতি শূলাচিতকমাভ্যাসিকম্।। ২৭।। সঙ্কুচিতৌ স্ববস্তিদেশে নিদধ্যাদিতি কার্কটকম্।। ২৮।। উর্দ্ধাবূরূ ব্যত্যস্যেদিতি পীড়িতকম্।। ২৯।।

অনুবাদ। উত্তানশায়িতা (অর্থাৎ চিৎ হয়ে শোওয়া অবস্থায়) নায়িকা, আসীন নায়কের কাঁধে একটি পা রেখে, অন্য পা-টি নায়কের উরুর উপর বা নীচ দিয়ে প্রসারিত ক'রে দেবে। যেমন, নায়িকা প্রথমে বাঁ-পা নায়কের ডান কাঁধের উপর রেখে ডান পা-খানি নায়কের বাঁ উরুর উপর বা নীচ দিয়ে প্রসারিত ক'রে দেবে। পরে আবার, নায়িকা ডান পা নায়কের বাঁ কাঁধে প্রসারিত ক'রে দেবে। এই সময় নায়ক

আসীন বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সঙ্গমরত থাকবে। এই ব্যাপারটির নাম **'বেণুদারিতক'** ('splitting of a bamboo attitude')।

নায়কের বাঁ বা ডান পা উত্তানশায়িতা নায়িকার মাথার উপর থাকবে এবং অন্য পা নীচে থাকবে। এই অবস্থায় সুরত-ক্রিয়ার নাম **'শূলাচিতক'** ('spear-thrust attitude')। নায়কের পা নায়িকার শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথার উপর স্থাপিত হওয়ায়, মনে হয় যেন নায়িকার শরীরকে শূলে আরোপিত ক'রে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। তাই এর নাম 'শূলাচিতক'। এই সুরতক্রিয়া পরিশ্রম ক'রে অভ্যাস না করলে সিদ্ধিলাভ হয় না। ২৭।

নায়ক, নায়িকার পা-দুটিকে ধ'রে, হাঁটু মুড়িয়ে, ঐ দুটি হাঁটু-কে নিজের নাভিমূলে (নাভির নীচে এবং লিঙ্গের ঠিক উপরে) স্থাপন করবে। এই অবস্থায় সুরতক্রিয়ার নাম **'কার্কটক'** ('crab-like attitude')।

নায়ক, উত্তানা নায়িকার বাঁ-উরু নিজের ডান-দিকে এবং ডান-উরু নিজের বাঁ-দিকে এমনভাবে বিস্তৃত ক'রে ধরবে যাতে নায়িকার যোনিদেশও কিছুটা বিস্তার লাভ করে। এরপর সঙ্গম করবে। একে বলা হয় **'পীড়িতক'** ('pressive attitude')। (এটি দ্বিতীয় প্রকারের 'পীড়িতক'। ১৮নং সূত্রে প্রথম প্রকার পীড়িতকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে)। নায়িকার জঘনকে পীড়া দেওয়া হয় ব'লে এর নাম 'পীড়িতক'। ২৯।

মূল। জঙ্ঘাব্যত্যাসেন পদ্মাসনবৎ।। ৩০।। পৃষ্ঠং পরিস্বজমানায়াঃ পরাঙ্মুখেন পরাবৃত্তকমাভ্যাসিকম্।। ৩১।।

অনুবাদ। নায়িকা উত্তানভাবে (চিৎ হ'য়ে) শায়িতা অবস্থায় ডান-পা নিজের বাঁ উরুর মূলে (অর্থাৎ কুঁচকির উপরে) স্থাপন করবে এবং বিপরীতক্রমে বাঁ-পা ডান উরুর মূলে স্থাপন ক'রে অনেকটা পদ্মাসনের মত অবস্থান ('lotus-posture attitude') করবে।

এবার শায়িত নায়কের সাধনযন্ত্র (লিঙ্গ) নায়িকার যোনিতে প্রবেশ করার পর নায়ক যদি পরাবৃত্ত হ'তে চায় (পিছনের দিকে ফিরতে চায়) তবে নায়িকা যোনি থেকে লিঙ্গকে বিশ্লিষ্ট হ'তে না দিয়েই (অর্থাৎ ছাড়িয়ে নিতে না দিয়ে) পরাবৃত্ত নায়কের পিঠ আলিঙ্গন করবে (বুক দিয়ে চেপে ধরবে)। নায়ক পরাবৃত্ত হওয়ায় (পিছন ফেরার) পরও তার সাধন নায়িকার যোনিতে সংযুক্ত থাকার জন্য এর নাম **'পরাবৃত্তক'** ('averse attitude')। এইভাবে নায়িকাও পরাবৃত্ত হ'তে চাইলে, নায়ক লিঙ্গ-যোনির বিশ্লেষ হ'তে না দিয়ে যদি নায়িকার পিঠ অলিঙ্গন করে, তা-হলেও 'পরাবৃত্তক' হবে। এইটি খুব কষ্টসাধ্য সম্প্রয়োগ এবং অভ্যাস ছাড়া এই সংগম সম্ভব নয়। ৩০-৩১।

মূল। জলে চ সংবিষ্টোপবিষ্টস্থিতাত্মকাংশ্চিত্রান্ যোগানুপলক্ষয়েৎ, তথা সুকরত্বাদিতি সুবর্ণনাভঃ।। ৩২।।

বার্ত্তং তু তৎ, শিষ্টৈরপস্মৃতত্বাদিতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩৩।।

অনুবাদ। [শয্যার উপর শায়িত বা আসীন অবস্থায় যেসব আসনের সাহায্যে যে সম্প্রয়োগ বা সঙ্গমের কথা আগে বলা হয়েছে, তা সর্বত্র প্রচলিত। এছাড়া আরও কতকগুলি অস্বাভাবিক আসন আছে এবং সেইসব আসনে সঙ্গম-করার নাম **'চিত্ররত'** ('unusual attitude')। জলের মধ্যে থেকেও সঙ্গম করা সম্ভব;তখন তা 'চিত্ররত' নামেই অভিহিত হয়—]। কোন একটি জলাশয়ে (চৌবাচ্চা বা গামলার মত স্নানপাত্রে বা ছোট পুকুরে) নায়ক বা নায়িকা শায়িত হ'য়ে সেই জলাশয়ের তীরে বা ধারে মাথা রাখবে এবং বাকী শরীর জলমধ্যে থাকবে। অন্যজন এই জলপাত্রে আসীন অবস্থায় বা শায়িত ব্যক্তির উপরে উপুড় হ'য়ে শুয়ে সঙ্গম ('aquatic coitus') করবে। সুবিধা অনুসারে নানাভাবে এই সঙ্গম করা চলে। জলের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায়ও এই সঙ্গম করা চলে। একে বলে চিত্রযোগ। এটি অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। তবে এই সঙ্গমপ্রক্রিয়া খুব কষ্টকর নয় ব'লে **সুবর্ণনাভ** মনে করেন। ৩২।

উপরি-উক্ত জলমধ্যে চিত্রযোগ সুবর্ণনাভের মতে খুব কষ্টসাধ্য না হ'লেও, **বাৎস্যায়ন** মনে করেন, জলমধ্যে সুরতক্রিয়া নিতান্তই অসার, কারণ, শিষ্টব্যক্তিরা এই ধরণের সুরতক্রিয়া পছন্দ করেন না এবং স্মৃতিকারেরা জলস্থিত অবস্থায় সম্প্রযোগকে নিষেধ ক'রে গেছেন। স্মৃতিকার গৌতম মনে করেন— 'অপ্সু মিথুন-সংযোগে নরকঃ।' অর্থাৎ জলের মধ্যে অবস্থান ক'রে লিঙ্গ-যোনির সংযোগ হ'লে নায়ক-নায়িকা নরকে পতিত হয়। ভৃগু-র মত হ'ল—জলে যদি কেউ রেতঃপাত করে, তাহ'লে তাকে কঠোর চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অতএব স্থলদেশেই সুরতক্রিয়া করা উচিত। ৩৩।

মূল। অথ চিত্ররতানি। ৩৪।

উর্দ্ধস্থিতয়োর্যুনোঃ পরস্পরাপাশ্রয়য়োঃ কুড্যস্তম্ভাপাশ্রিতয়োর্বা স্থিতরতম্।। ৩৫।।

অনুবাদ। জলের মধ্যে অবস্থান ক'রে সমাগমে নিযুক্ত হ'লে চিত্ররত হয় — এই অভিমতকে প্রাধান্য না দিয়ে, চিত্ররত যে স্থলপ্রযোজ্যও হ'তে পারে—তা দেখানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ কয়েকরকম 'চিত্ররত' এখানে বর্ণিত হচ্ছে। ৩৪।

(চিত্ররতের মধ্যে একপ্রকার উর্দ্ধ প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে—)।

কোনও একটি কুড্য (ভিত্তি) বা স্তম্ভের গায়ে নায়ক বা নায়িকা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, পরস্পর পরস্পরকে ধ'রে যে লিঙ্গ-যোনি সংযোগ করে, তাকে **'স্থিতরত'** ('standing attitude') বলে।

এই স্থিতরত তিন রকমের —**ব্যায়তসম্মুখ, দ্বিতল ও জানুকূর্পর**। ভিত্তি বা স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মানা নায়িকার একখানি পা নায়ক এক হাত দিয়ে তুলে ধ'রে, তার যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করালে তাকে **'ব্যায়তসম্মুখ'** ('extended-front attitude') বলে।

নায়িকার ভাঁজ করা দুই হাঁটু দু'হাতে ধ'রে, তাকে একটু উপরে তুলে নায়ক যে সুরতক্রিয়া করবে, তাকে **'দ্বিতল'** ('two-storeyed attitude') বলা হয়। নায়িকার ভাঁজ করা হাঁটু দুটিকে, নায়ক তার কনুইএর (কূর্পর) উপর স্থাপন করার পর, নায়িকা যখন মাটি থেকে কিছুটা উপরে অবস্থান করবে (এ সময়েও নায়িকা ভিত্তি বা স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়ে থাকবে), তখন যে লিঙ্গ-যোনি-সংযোগ হয়, তাকে বলে **'জানুকূর্পর'** ('knee-elbow position')। এইসব ধরণের সুরতক্রিয়ায় নায়কের কিছুটা শারীরিক শক্তি থাকা প্রয়োজন এবং এইসমস্ত সম্প্রযোগের সময় খুব সাবধানতার প্রয়োজন। পূর্বাচার্যেরা 'জানুকূর্পর'কে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বিধি ব'লে মনে করেন। ৩৫।

মূল। কুড্যাপাশ্রিতস্য কণ্ঠাবসক্তবাহুপাশায়াস্তদ্ধস্তপঞ্জরোপবিষ্টায়া উরুপাশেন জঘনমভিবেষ্টয়ন্ত্যা কুড্যে চরণক্রমেণ বলন্ত্যা অবলম্বিতকং রতম্।। ৩৬।।

অনুবাদ। ভিত্তি বা স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়ে নায়ক অবস্থান করবে এবং তার গলায় বাহু সংলগ্ন ক'রে নায়িকা মুখোমুখি নায়কের বুকের সাথে স্তন লাগিয়ে দাঁড়াবে। নায়ক, নায়িকার দেহের দু-পাশ দিয়ে নিজের হাত দুটি নিয়ে গিয়ে, দু-হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ক'রে নায়িকার নিতম্বের নীচে রাখবে এবং তার উপর নায়িকাকে উপবেশন করাবে। নায়কের যুক্তভাবে থাকা দুই হাতের উপর ব'সে নায়িকা তার দুই উরু দিয়ে নায়কের জঘন বেষ্টন ক'রে থাকবে। সেই অবস্থায় নায়িকা তার পা দুটি ভিত্তি বা স্তম্ভে (যার গায়ে ঠেস দিয়ে নায়ক দাঁড়িয়ে আছে) ঠেকিয়ে বার বার কোমর চালনা করবে। ফলে, দোলনায় চড়ার মত ক'রে সে তার যোনির দ্বারা নায়কের লিঙ্গ স্পর্শ করবে। একে **'অবলম্বিতক'** ('suspended attitude') বলে। নায়কের গলা ধ'রে নায়িকা অবলম্বিত (ঝুলে) থেকে এই সম্প্রযোগ করে ব'লে একে 'অবলম্বিতক' বলা হয়। 'স্থিতরত' ও 'অবলম্বিতক' এই দুই লিঙ্গ-যোনিসংযোগে নিযুক্ত নায়ক-নায়িকা বিচিত্র আচরণ করে ব'লে এ দুটিকে 'চিত্ররত' বলা হয়। ৩৬।

মূল। ভূমৌ বা চতুষ্পদবদাস্থিতায়া বৃষলীলয়াঽবস্কন্দনং ধেনুকম্।।৩৭।। তত্র পৃষ্ঠমুরঃকর্মাণি লভতে।। ৩৮।। এতেনৈব যোগেন শৌনমৈণেয়ং ছাগলং গর্দভাক্রান্তং মার্জারললিতকং ব্যাঘ্রাবস্কন্দনং গজোপমর্দিতং বরাহঘৃষ্টকং তুরগাধিরূঢ়কমিতি যত্র যত্র বিশেষো যোগোঽপূর্বস্তত্তদুপলক্ষয়েৎ।। ৩৯।।

অনুবাদ। মাটির উপর গবাদি চতুষ্পদ জন্তুর মত নায়িকা হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গীতে অবস্থান করবে অর্থাৎ দুই হাত ও দুই হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে, মুখ নীচু ক'রে গাভীর মত অবস্থান করবে। এই সময় নায়ক, নায়িকার সাথে এমনভাবে সম্প্রযোগ করবে, যেমনভাবে ষাঁড় গাভীর পিছন দিক্ থেকে তার সাথে সঙ্গত হয়। একে **'ধেনুক'** ('bovine atttitude') বলে। নায়ক-নায়িকা মনুষ্যেতর প্রাণীর মত আচরণ ক'রে সম্প্রয়োগ করে ব'লে, একেও **চিত্ররত** বা চিত্রসুরতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।৩৭।

সামনাসামনি বা পাশাপাশি শায়িত অবস্থায় সঙ্গমের সময় নায়িকার স্তনের উপর চুম্বন, প্রহণন (আঘাত), দন্তক্ষত, নখক্ষত, আলিঙ্গন প্রভৃতি যেসব কাজ বিহিত আছে, ধেনুক-অবস্থায় সেগুলি নায়িকার পিঠের উপরই নায়কের দ্বারা সম্পাদিত হবে। কারণ, এই সম্প্রযোগের সময় নায়িকার পিঠই নায়কের সামনে উন্মুক্ত অবস্থায় বর্তমান। ৩৮।

এই 'ধেনুক' নামক সুরতক্রিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে অন্যান্য সম্প্রযোগও সেই সেই নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে। যেমন, কুকুরীর মত অবস্থিতা নায়িকার সাথে নায়কের যে সম্প্রয়োগ তাকে বলে **'শৌন'**, এণীর (হরিণীর) মত আচরণকারিণী নায়িকার সাথে সম্প্রয়োগকে **'ঐণেয়'** বলা হয়। সেইরকম নায়িকা যখন ছাগলীর মত আচরণের দ্বারা নায়কের সাথে সঙ্গত হবে তখন তাকে বলা হবে **'ছাগল'**, গর্দভীর মত আচরণ করলে **'গর্দভাক্রান্ত'**, মার্জারীর মত আচরণ করলে **'মার্জারললিতক'**, ব্যাঘ্রীর মত আচরণ করলে **'ব্যাঘ্রাবস্কন্দন'**, হস্তিনীর মত আচরণ করলে **'গজোপমর্দিত'**, শূকরীর মত আচরণ করলে **'বরাহঘৃষ্টক'**, এবং ঘোটকী বা স্ত্রী-অশ্বের মত আচরণ করলে **'তুরগাধিরূঢ়কম্'** নামে অভিহিত করা হবে। এছাড়া নায়িকা আরও যেসব আচরণের মাধ্যমে নায়কের সাথে সঙ্গত হবে, তা সেই আচরণকারিণী স্ত্রী-পশুকে দেখে এবং নায়কও ঐসব পুরুষ-পশুর সঙ্গম প্রক্রিয়া দেখে প্রয়োগ করবে। কোনও স্ত্রী-পশুর সঙ্গমের পদ্ধতি না দেখে সেইরকম ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ৩৯।

মূল। মিশ্রীকৃতসদ্ভাবাভ্যাং দ্বাভ্যাং সহ সঙ্ঘাটকং রতম্।। ৪০।। বহ্বীভিশ্চ সহ গোযূথিকম্।। ৪১।।

অনুবাদ। একজন নায়ক যদি তার প্রতি সমানভাবে আসক্ত দু'জন নায়িকার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে, একই শয্যায় ঐ দু'জনকে শায়িতা করিয়ে দু'জনের সাথেই

সম্প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়, তবে সেই রতিক্রিয়াকে **'সঙ্ঘাটক'** ('double performance') বলে।

[দু'জনকেই একসাথে একজনের পক্ষে সম্ভোগ সম্ভব নয়। তাই একজন নায়িকার সাথে সঙ্গমের ফলে সেই নায়িকার যখন রতিতৃপ্তি হ'তে থাকবে, তখন নায়ক, পাশে অবস্থিতা অন্য নায়িকাকে চুম্বন প্রভৃতির দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে; এই দ্বিতীয়া নায়িকার অনুরাগ বৃদ্ধি হ'লে, নায়ক তার সাথে সঙ্গম করবে। দ্বিতীয়া নায়িকার রতিতৃপ্তি হ'লে, আবার প্রথম নায়িকার অনুরাগ জন্মিয়ে তার সাথে সঙ্গম করবে।] ৪০।

এইভাবে একজন নায়ক যদি অনেকগুলি নায়িকার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে, তাদের একই শয্যায় শায়িত করিয়ে সকলের সাথেই যদি একের পর এক সঙ্গম করে, তবে সেই ব্যাপারটি **'গোযূথিক'** ('cowherd action) নামে অভিহিত হয়। একটি বৃষ (ষাঁড়) যেমন একপাল গাভীর মধ্যে বর্তমান থেকে সকলের সাথেই সঙ্গত হয়, তেমনি একজন নায়ক একইসাথে অনেকগুলি নায়িকার সাথে সম্প্রয়োগ করে ব'লে এর নাম **'গোযূথিক'**। ৪১।

মূল। বারিক্রীড়িতকং ছাগলমৈণেয়মিতি তৎকর্মানুকৃতিযোগাৎ।। ৪২।।

অনুবাদ। একাধিক ছাগী বা একাধিক মৃগীর সাথে যেমনভাবে একটি ছাগল বা একটি মৃগ সঙ্গত হয়, সেইরকমভাবে যদি দুই বা তিন নায়িকার সাথে একই নায়ক সম্প্রয়োগ করে, তবে যথাক্রমে **'ছাগল'** ও **'ঐণেয়'** বলা হয়। আবার জলে অবস্থিত একাধিক স্ত্রী-হস্তীর সাথে যেমনভাবে একটি হস্তী সঙ্গত হয়, তেমনভাবে জলের মধ্যে থেকে যদি বহু নায়িকাকে একসাথে একজন নায়ক রমণ করে, তবে তাকে **'বারিক্রীড়িতক'** ('water-sporting action') বলে। এইসব ক্ষেত্রে ঐসব পশুর কাজের অনুকরণ করতে হবে অর্থাৎ লক্ষ্য ক'রে দেখতে হবে, তারা সঙ্গত হওয়ার সময় হাব - ভাব কেমন করে। নায়ক-নায়িকাকে ঐ একইরকমভাবে আচরণ করতে হবে। ৪২।

মূল। গ্রামনারীবিষয়ে স্ত্রীরাজ্যে চ বাহ্লীকে বহবো যুবানোঽন্তঃপুরসধর্মাণ একৈকস্যাঃ পরিগ্রহভূতাঃ। তেষামেকৈকশো যুগপচ্চ যথাসাত্ম্যং যথাযোগঞ্চ রঞ্জয়েয়ুঃ।। ৪৩।।

অনুবাদ। স্ত্রীরাজ্যে (হিমালয়ের অন্তর্গত গাড়োয়াল অঞ্চলে), স্ত্রীরাজ্যের অনতিদূরে অবস্থিত 'গ্রামনারী'-নামে যে দেশ আছে সেখানে এবং বাহ্লীকদেশে বহু যুবক একসঙ্গে একজনমাত্র নারীর দ্বারা আমন্ত্রিত হ'য়ে তারই আশ্রয়ে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে। সেখানে সেই যুবকেরা একসঙ্গেই ঐ একটিমাত্র নারীর অনুপ্রেরণায় তার

সাথে যেমন যেমন ভাবে সম্ভব, তেমনভাবে সম্প্রযোগে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয় ঐ নারী নিজে। কারণ, ঐরকম নারী প্রচণ্ড কামাবেগ-সম্পন্ন হওয়ায় একজনের দ্বারা তার কামোত্তেজনার তৃপ্তি হয় না। স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন হয়, তেমনি অন্য স্থানেও একই নারী প্রয়োজনে বহু পুরুষের সাহায্যে নিজের রতিতৃপ্তি সম্পাদন করতে পারে। ৪৩।

মূল। একো ধারয়েদেনামন্যো নিষেবেত। অন্যো জঘনং, মুখমন্যো, মধ্যমন্য ইতি বারংবারেণ ব্যতিকরেণ চানুতিষ্ঠেয়ুঃ।। ৪৪।।

অনুবাদ। [যখন একজন নারীর সাথে বহু পুরুষের সম্প্রযোগ হয়, তখন যে পুরুষের লিঙ্গ ঐ নারীর যোনির সাথে সংযুক্ত হয়েছে, সে ছাড়া অন্যান্য পুরুষ সেই সময় কি করবে, তা বলা হচ্ছে—]।

একজন পুরুষ ঐ নারীকে নিজের কোলে শায়িত ক'রে রাখবে, অন্যে তার মুখচুম্বন, কেউ বা মুখে দন্তক্ষত, কেউ আবার মুখের অন্যস্থানে নখক্ষত করবে। অন্য একজন জঘনদেশে চুম্বন বা নখক্ষতাদি-কাজ করবে। কেউ কেউ আবার ঐ নারীর মুখ ও জঘনের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ স্তন, নাভি প্রভৃতি দেহাংশে চুম্বন, দন্তক্ষত, প্রহণন প্রভৃতি সম্পাদন করবে। প্রত্যেক পুরুষই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার এই কাজগুলি করবে (অর্থাৎ একজন শুধুমাত্র একটি কাজেই সমসময় নিযুক্ত থাকবে না) ; এইভাবে ঐ নারীর কামবাসনা তৃপ্ত হবে। ৪৪।

মূল। এতয়া গোষ্ঠীপরিগ্রহা বেশ্যা রাজযোষাপরিগ্রহাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ।। ৪৫।।

অনুবাদ। আগের অনুচ্ছেদ—কয়েকটিতে যেসব ব্যাপারের কথা বলা হ'ল, তার দ্বারা একজন বেশ্যার দ্বারা বহু লম্পটের উপভোগ এবং কোনো রাজার অন্তঃপুরের বহু রমণী কর্তৃক আমন্ত্রিত একজন পরপুরুষকে উপভোগও বোঝানো হ'ল। অনেক সময় দেখা যায়, একজন বেশ্যাকে অনেক পুরুষ একত্রে উপভোগ করছে। আবার রাজার অন্তঃপুরে বহু নারী বাস করে;তাদের মধ্যে অনেকেরই কামবাসনা অতৃপ্ত থাকে, এই নারীরা সুযোগ-মত পরপুরুষকে আমন্ত্রণ ক'রে একাধিক পুরুষের অভাবে, একই পুরুষের সাথে অনেকে মিলে সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। ৪৫।

মূল। অধোরতং পায়াবপি দাক্ষিণাত্যানাম্। ইতি চিত্ররতানি।। ৪৬।।

অনুবাদ। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ তাদের নিজেদের দেশের স্ত্রীলোকের পায়ুস্থানেও (গুহ্যপ্রদেশে অর্থাৎ মলদ্বারে) লিঙ্গ প্রবেশের দ্বারা রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। এই মলদ্বার জঘনের (অর্থাৎ যোনিদেশের) নীচে থাকে এবং সেখানে লিঙ্গ

প্রবেশের দ্বারা রতিক্রিয়া সাধিত হওয়ায় একে **'অধোরত'** ('coitus in ano') বলা হয়। সোজাসুজি লিঙ্গ-যোনি সংযোগ না ক'রে, বিমার্গে এটি করা হয় বলে এটাও **'চিত্ররত'**। 'অধোরত' শব্দের অর্থ নীচস্তরের রতিক্রিয়া। **এই পর্যন্তই চিত্ররত-প্রসঙ্গ আলোচিত হল।** ৪৬।

মূল। পুরুষোসৃপ্তানি পুরুষায়িতে বক্ষ্যামঃ।। ৪৭।।

অনুবাদ। পুরুষোপসৃপ্তক-নামে ব্যাপারগুলি ('sexual union in which the woman takes the active part like the man') সম্বেশন-প্রকারের পরই আলোচিত হওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষায়িত-বর্ণনা প্রসঙ্গে সেগুলি আলোচিত হবে এবং তখনই ঐগুলি ভালভাবে বুঝবার অবসর পাওয়া যাবে। ৪৭।

মূল। ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ —

পশূনাং মৃগজাতীনাং পতঙ্গানাঞ্চ বিভ্রমৈঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈশ্চিত্তজ্ঞো রতিযোগান্ বিবর্ধয়েৎ।। ৪৮।।

অনুবাদ। (প্রসঙ্গতঃ দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রথমটির অর্থ হ'ল—)

যেসব পশুর কেবল অধোদশন অর্থাৎ নীচের পাটিতে দাঁত আছে তাদের, উপরে ও নীচে দশনযুক্ত অর্থাৎ উপরে ও নীচে দুপাটি দাঁতযুক্ত মৃগের এবং পাখীদের সঙ্গমকালে নানা রকম হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গি লক্ষ ক'রে, পুরুষ স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় ঠিকমত বুঝে (ঐসব পশু ও পাখীদের সঙ্গমপ্রক্রিয়ার অনুকরণ ক'রে) সুরত ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হ'তে পারে। ৪৮।

মূল। তৎসাত্ম্যাদ্দেশসাত্ম্যাচ্চ তৈস্তৈর্ভাবৈঃ প্রযোজিতৈঃ।
স্ত্রীণাং স্নেহশ্চ রাগশ্চ বহুমানশ্চ জায়তে।। ৪৯।।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকের স্বভাব ও দেশাচার অনুসারে, সেই সেই পশুপাখীদের সঙ্গমকালের বিশেষ-বিশেষ চেষ্টাযুক্ত হাব-ভাবের মত, পুরুষ যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গমের সময় নিজের ভাব প্রয়োগ করে, তাহলে স্ত্রীলোকদের স্নেহ, অনুরাগ ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। এইসব উপায়ে রতিক্রিয়ার ফলে স্ত্রী-রা আসক্তি ও তৃপ্তি প্রকাশ করে এবং নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। ৪৯।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে সংম্বেশনপ্রকারাশ্চিত্ররতানি চ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।।

সাম্প্রযোগিক-নামক-ষষ্ঠ অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রয়োগিকম্

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

প্রহণনপ্রয়োগাঃ তৎকৃতাশ্চ সীৎকৃতক্রমাঃ

[নর-নারীর রতিক্রিয়া সময়বিশেষে প্রেমরণে রূপান্তরিত হয়। সহবাসকালে পুরুষ অল্পবিস্তর নিপীড়ন করতে ভালবাসে এবং নারী ক্ষেত্রবিশেষে এইরকম নিপীড়ন সহ্য করে, অবশ্য সামান্য আদরজনিত আঘাত সম্ভোগরত নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আঘাত যখন প্রহার ও রক্তপাতে পরিণত হয়, তখন তা অস্বাভাবিক অত্যাচারে (sadism) পরিণত হয়। **বাৎস্যায়ন** এই অধ্যায়ে যে সব **প্রহণন** (erotic strokes) বা আঘাতসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন, তার বেশীর ভাগই অস্বাভাবিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে ধর্ষণকামী (sadist) নরনারী ছিল তার প্রমাণ কামসূত্রে বর্ণিত রাজা শাতবাহন ও পাণ্ড্যরাজার সেনাপতি নরদেব। সেকালে রতিক্রিয়ায় নানারকম আঘাতের প্রথা ছিল ব'লেই বাৎস্যায়ন তা বর্ণনা করেছেন, এবং কখনো কখনো এইসব আঘাত যে বিপজ্জনক হ'তে পারে তাও বাৎস্যায়ন ব'লে দিয়েছেন। সহবাস-কালে আঘাত করার সময় নারী যে ধ্বনি ক'রে ওঠে তার নাম **সীৎকৃত** (erotic articulations)। আলোচ্য অধ্যায়ে এই সীৎকৃত-বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।]

মূল। কলহরূপং সুরতমাচক্ষতে, বিবাদাত্মকত্বাৎ বামশীলত্বাচ্চ কামস্য।। ১।। তস্য রাগবশাৎ প্রহণনমঙ্গম্। —স্কন্ধৌ শিরঃ স্তনান্তরং পৃষ্ঠং জঘনং পার্শ্ব ইতি স্থানানি।। ২।।

অনুবাদ। সুরতক্রিয়ায় রত অবস্থায় **প্রহণন** (অর্থাৎ উত্তেজনার আতিশয্যে পরস্পরের শরীরে যে আঘাত) পরস্পরের দ্বেষ থেকে উৎপন্ন ব'লে মনে হ'তে পারে; তা হ'লে এই প্রহণন সুরতক্রিয়ার উপযোগী কেমন করে হয়? এই বিষয়ে বলা হচ্ছে—

সুরত ব্যাপারটি একজনের সাথে অন্যজনের বিবাদ করার মত। কারণ, নায়ক ও নায়িকা দুজনেই নিজের নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। এবং কখনো কখনো দুজনের মধ্যে একজন প্রতিকূল আচরণ-ও করতে পারে অর্থাৎ একজন সুরতক্রিয়ায় উদ্যত হ'লেও অন্যজন সাময়িকভাবে তাকে বাধা দিতে পারে। তাছাড়া, সুকুমার ব্যাপার থেকে উৎপন্ন হ'লেও সুরতক্রিয়ার সময় বলপূর্বক লিঙ্গ -যোনি সংযোগ, দন্তক্ষত, নখক্ষত প্রভৃতি নির্দয় ব্যবহার, একজনের দ্বারা অন্যের উপর

আরোপিত হ'তে থাকে। উত্তেজনাবশেই এগুলি হয়, এসব দ্বেষের চিহ্ন নয়।

সুরতের সময় অনুরাগবশত পরস্পর পরস্পরকে যে প্রহণন (আঘাত) করে, তা-ই হ'ল সুরতের অঙ্গ বা উপকরণ। এই প্রহণনের স্থান হ'ল—স্কন্ধদ্বয় (দুটি কাঁধ), মাথা, দুটি স্তনের মধ্যবর্তী স্থান (নারীদের ক্ষেত্রে), পিঠ, জঘন ও দেহের পার্শ্বভাগ। ১-২।

মূল। তচ্চতুর্বিধম্—অপহস্তকং প্রসৃতকং মুষ্টিঃ সমতলকমিতি।। ৩।।

অনুবাদ। সেই প্রহণন (বা সুরতক্রিয়ার সময় পরস্পরের দেহে আঘাত) চার রকমের—

অপহস্তক (আঙুলগুলি বিস্তৃত ক'রে হাতের পিঠ বা পিছন দিক্ দিয়ে আঘাত), **প্রসৃতক** (হাতের আঙ্গুলগুলি ফণার আকারে ঘনসন্নিবিষ্ট ক'রে তার দ্বারা আঘাত), **মুষ্টি** (ঘুঁসি) এবং **সমতলক** (বার বার চপেটাঘাত বা চড় মারা। ৩।

মূল। তদুদ্ভবঞ্চ সীৎকৃতম্ তস্যার্তিরূপত্বাৎ তদনেকবিধম্।। ৪।।

অনুবাদ। সীৎকৃত বা সীৎকার হ'ল, জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং মুখে এরকম অস্ফুট শব্দ। এই সীৎকার, প্রহণন থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রহণন পীড়াদায়ক। তাই যখন একজন অন্যকে প্রহণন করে, তখন যাকে আঘাত করা হ'ল, সে পীড়া দ্যোতিত করার জন্য মুখে যে অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট অর্থহীন শব্দ করে বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যে আধিক্য হয় তাকেই **'সীৎকার'** বলা হয়। এই 'সীৎকৃত' বা 'সীৎকার' হিংকার-প্রভৃতি অনেক রকমের হয়। 'সীৎকৃত' হল প্রহণনেরই প্রতিক্রিয়া। ৪।

মূল। বিরুতানি চষ্টৌ।। ৫।। হিংকারস্তনিতকূজিতরুদিতসূৎকৃতদূৎকৃত-ফূৎকৃতানি।। ৬।।

অনুবাদ। আট রকমের **'বিরুত'** (murmurs) আছে (রতিক্রিয়ার সময় নায়িকার মুখ থেকে মৃদু গুঞ্জনের মত যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে ব'লে **বিরুত**)।

[সীৎকৃত ও বিরুত—এ দুটির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু দুটিরই স্বভাব হ'ল— মুখ দিয়ে এক ধরণের অস্ফুট অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করা। তাই এ দুটিকে একই সাথে আলোচনা করা হয়েছে। **'সীৎকৃত' প্রহণন বা আঘাতজনিত পীড়া থেকে উৎপন্ন হয়, আর রতিক্রিয়ার সুখ থেকে বিরুত-ধ্বনির জন্ম।** রতিক্রিয়ার সময় প্রহণন থাকুক বা না থাকুক, বিরুতের উৎপত্তি হ'তে পারে এবং এই বিরুত-ধ্বনি খুব মনোজ্ঞ ব'লে নায়ক-নায়িকা দুজনের পক্ষেই প্রীতিকর। 'সীৎকৃত' কেবলমাত্র প্রহণন থেকেই উৎপন্ন হয়। তাই সীৎকৃত ও বিরুতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই বিরুত আট রকমের।] ৫।

হিংকৃত, স্তনিত, কূজিত, রুদিত, সূৎকৃত, দূৎকৃত এবং ফূৎকৃত—এই সাতটি অব্যক্তাক্ষর শব্দ।

['হিং' শব্দের অনুকরণে যে আনুনাসিক শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে 'হিংকৃত' বা 'হিংকার' বলে। সুরতের সময় কোমর চালনা করতে করতে গলা ও নাক থেকে সম্মিলিতভাবে যে অস্ফুট ও মধুর ধ্বনি নির্গত হয়, তারই নাম **'হিংকার'**।

আবার সুরতক্রিয়ার সময় কটি-চালনার কালে গলা থেকে 'হং' শব্দের অনুকরণে যে মেঘের মত গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়, তাকে বলে **'স্তনিত'**।

'রুদিত' হল কান্নার মত; তবে তা মনোহারি হ'য়ে থাকে—এ-ই হল বৈশিষ্ট্য।

'সূৎকৃত' বা 'সূৎকরণ' (sound of forceful breathing) সুরতক্রিয়ার সময় নিশ্বাসের বেগ থেকে উৎপন্ন শব্দের নাম। 'কূজিত' 'দূৎকৃত' ও 'ফূৎকৃতে'র লক্ষণ পরে বলা হয়েছে। ৬।

মূল। অম্বার্থাঃ শব্দা বারণার্থা মোক্ষণার্থাশ্চালমর্থাস্তে তে চার্থযোগাৎ।। ৭।। পারাবতপরভৃতহারীতশুকমধুকরদাত্যূহহংসকারণ্ডবলাবকবিরুতানি সীৎকৃতভূয়িষ্ঠানি বিকল্পশঃ প্রযুঞ্জীত।। ৮।। উৎসঙ্গোপবিষ্টায়াঃ পৃষ্ঠে মুষ্টিনা প্রহারঃ।। ৯।।

অনুবাদ। সুরতকালে, বিশেষ ক'রে নায়িকা আরও যেসব শব্দ করে তাদের অর্থ অনুসারে সেই শব্দগুলিরও নাম হয়েছে। যেমন **'অম্বার্থ'** (মাগো, আর পারি না; মা, তুমি কোথায়—এই রকম ভাবে শব্দ করা), **'বারণার্থ'** (আর না, এবার থাম), **'মোক্ষণার্থ'** (আমাকে এবার ছাড়; এবার মুক্তি দাও), **'অলমর্থ'** (আচ্ছা, এবার অনেক হয়েছে) ইত্যাদি। এছাড়া আরও শব্দ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, যেমন— 'আমি মরে গেলাম, তোমরা কে আছ, এসে আমাকে বাঁচাও'। এইসব শব্দ পীড়ার্থদ্যোতক ব'লে মনে হ'লেও, নায়িকার মুখ থেকে যখন ধ্বনিত হয়, তখন নায়কের শুনতে খুব ভাল লাগে। সুরতক্রিয়ার উচ্ছ্বাসের আতিশয্যেই এই শব্দগুলি উচ্চারিত হয়। ৭।

পারাবত (পায়রা), পরভৃত (কোকিল), হারীত (ঘুঘু), টিয়াপাখী, ভ্রমর, দাত্যূহ (ডাহুক), হাঁস, কারণ্ডব অর্থাৎ বালিহাঁস ও লাবক (ভারুই পাখী)—এইসব পাখীর বিরুতের (শব্দের) মত ধ্বনি, সীৎকৃতের মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে। নায়িকাদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ। প্রহণন-কালে অবশ্য 'সীৎকৃতের'ই প্রাধান্য। তাই সুরতক্রিয়ায় নিযুক্ত নায়ক উত্তেজনাবশে যখন নায়িকাকে প্রহণন করবে, তখন নায়িকা 'সীৎকৃত' করবে। কিন্তু নায়ক রমণ করতে করতে যখন প্রহণনে বিরত

থাকবে, তখন নায়িকা উপরি উক্ত পাখীদের বিরুতের মত মধুর শব্দ করবে। তার ফলে, অনেক সীৎকৃত যদি অনেকগুলি বিরুতের সাথে মিশ্রিত হ'য়ে ক্রমান্বয়ে একের পর অন্যটি ধ্বনিত হয়, তবে সমস্ত ব্যাপারটি খুব মনোহারি হয়। ৮।

(এখন বিভিন্ন রকমের আঘাত কেমভাবে করতে হয়, তা বলা হচ্ছে—)।

নায়কের কোলে উপবেশন করে নায়িকা যখন সঙ্গমে নিযুক্তা হবে, তখন নায়ক, নায়িকার পিঠে মুষ্টি প্রহার করবে অর্থাৎ ঘুঁসি মারবে। ৯।

মূল। তত্র সাসূয়ায়া ইব স্তনিতরুদিতকূজিতানি প্রতীঘাতশ্চ স্যাৎ।। ১০।। যুক্তযন্ত্রায়াঃ স্তনান্তরেঽপহস্তকেন প্রহরেৎ।। ১১।। মন্দোপক্রমং বর্দ্ধমানরাগম্ আপরিসমাপ্তেঃ।। ১২।।

অনুবাদ। নায়কের কোলে উপবিষ্টা নায়িকার পিঠে মুষ্টিপ্রহার করা হ'লে, নায়িকা সেই প্রহার সহ্য করতে না পারার ভান ক'রে পীড়াসূচক স্তনিত, রুদিত ও কূজিত (পাখীর শব্দের মত) শব্দ করবে এবং নায়কের পিঠেও অনুরূপভাবে প্রতিঘাত অর্থাৎ মুষ্টিপ্রহার করবে। ১০।

উত্তানশায়িনী (চিৎ হয়ে শায়িতা) নায়িকার সম্বাধে (অর্থাৎ যোনিতে) সাধনযন্ত্র (লিঙ্গ) যোগ ক'রে, নায়ক তার দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানে অপহস্তক অর্থাৎ হাতটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক'রে, সেই হাতের পিঠ দিয়ে প্রহার করবে। ১১।

ঐভাবে স্তন দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে অপহস্তকের দ্বারা প্রহার ততক্ষণ চলবে, যতক্ষণ না সুরতক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। সুরতের আরম্ভে যখন স্ত্রীলোকের কামোত্তেজনা কম থাকে এই প্রহার আস্তে আস্তে করতে হবে, তারপর যেমন যেমন নায়িকার অনুরাগ বৃদ্ধি হবে, ঐ প্রহারও ক্রমশ জোরে জোরে এবং অনেকবার করতে হবে। নায়িকার অনুরাগ পরিপূর্ণ বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে চরম পুলক লাভ করে, ঐ প্রহার চলতে থাকবে। দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানে হৃদয়ের অবস্থান এবং ঐ হৃদয়ই হ'ল অনুরাগের আধার;তাই ঐ স্থানেই প্রহারের ফলে নায়িকার অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মূলত স্ত্রীলোকদের অনুরাগের স্থান তিনটি— মাথা, জঘন (যোনি ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান) ও হৃদয়। তাই এই কয়টি স্থানে আঘাত করলে চিরবেগা ও চণ্ডবেগা নায়িকাও খুব তাড়াতাড়ি অনুরাগ প্রকাশ করে। ১২।

মূল। তত্র হিঙ্কারাদীনামনিয়মেনাভ্যাসেন বিকল্পেন চ তৎকালমেব প্রয়োগঃ।। ১৩।। শিরসি কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঙ্গুলিনা করেণ বিবদন্ত্যাঃ ফূৎকৃত্য প্রহণনং, তৎ প্রসৃতকম্।। ১৪।। তত্রান্তর্মুখেন কূজিতং ফূৎকৃতঞ্চ।। ১৫।।

অনুবাদ। যতক্ষণ পর্যন্ত নায়িকার স্তন দুটির মধ্যবর্তী স্থানে অপহস্তকের দ্বারা

(হাতের পিছন দিয়ে) নায়ক প্রহার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নায়িকা হিংকার প্রভৃতি পূর্বোক্ত সাতটি অব্যক্তাক্ষর শব্দ নিয়মবহির্ভূত-ভাবে এবং বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করবে।

[এইসময় হিংকার প্রভৃতি শব্দগুলির প্রয়োগে সমতা থাকা সম্ভব নয়। কোনোটি মৃদুভাবে, কোনোটি মধ্যভাবে এবং কোনোটি তীব্রতার সাথে ধ্বনিত করতে হবে। এগুলি বার বার করতে হবে এবং বিকল্পে করতে হবে, অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দই বার বার উচ্চারিত হবে না। একবার হিংকার, একবার স্তনিত, একবার কূজিত—এইরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে হবে।]

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হাতের দ্বারা দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানে নায়ক-কর্তৃক আঘাত যদি নায়িকার সুখের কারণ না হয় এবং নায়িকা যদি অন্যপ্রকার প্রহণনের আকাঙ্ক্ষায় নায়কের সাথে বিবাদ করতে এগিয়ে আসে, তাহ'লে নায়ক তার হাতের আঙুলগুলি কিছুটা সঙ্কুচিত ক'রে অর্থাৎ হস্ততল ফণাকৃতি ক'রে, নায়িকার মাথায় জিবের সাহায্যে ফুৎকৃত-শব্দ (low clicking sound with the tongue) ক'রে সেখানে সেই হস্ততলের দ্বারা প্রহার করবে। একে **'প্রসৃতক'** বলে। এই ব্যাপারের দ্বারাও নায়িকার অনুরাগ উদ্দীপিত করা সম্ভব। ১৪।

ঐ প্রসৃতকের আঘাতের সময় নায়িকা তার মুখের মধ্যভাগ থেকে 'কূজিত' ও 'ফুৎকৃত' শব্দ করবে। [কণ্ঠ সম্বৃত ক'রে পাখীর কূজনের মত যে অব্যক্ত শব্দ করা হয়, তার নাম **'কূজিত'** এবং জিহ্বামূল-কে বিবৃত ক'রে যে শব্দ করা হয় তাকে বলে **'ফুৎকৃত'**।

মূল। রতান্তে চ শ্বসিতরুদিতে। বেণোরিব স্ফুটতঃ শব্দানুকরণং দূৎকৃতম্।। ১৬।। অপ্সু বদরস্যেব নিপততঃ ফুৎকৃতম্।। ১৭।। সর্বত্র চুম্বনাদিষূপক্রান্তায়াঃ সসীৎকৃতং তেনৈব প্রত্যুত্তরম্।। ১৮।।

অনুবাদ। সুরতক্রিয়ার শেষে ধাতুক্ষয়জনিত শ্রান্তি উৎপন্ন হয় ব'লে, নায়িকা 'শ্বসিত' ও 'রুদিত' মধুরভাবে প্রয়োগ করবে। বাঁশ ফাটার সময় যে ধরণের আওয়াজ হয়, নায়কের সাথে সুরতক্রিয়ার পর নায়িকার শরীরের গ্রন্থিস্থানগুলিতে শ্রান্তিজনিত যে 'মট্ মট্' শব্দ হয়, তার নাম **'দূৎকৃত'**। ১৬।

জলের উপরে টুপ ক'রে একটা কুল পড়লে যেরকম মৃদু শব্দ হয়, সুরতকালে নায়িকার মুখ দিয়ে সেই শব্দের অনুকরণকেই **'ফুৎকৃত'** বলে। ১৭।

সুরতকালে নায়িকার শরীরের নানা অংশে চুম্বন, নখক্ষত, দন্তক্ষত প্রভৃতি করার পর নায়ক বিরত হ'লে, নায়িকাও সেই সেই ভাবে নায়কের শরীরে চুম্বন প্রভৃতি করবে এবং সীৎকৃত-ও করবে। এইভাবে নায়িকা, নায়কের আচরণের প্রত্যুত্তর দেবে। ১৮।

মূল। রাগবশাৎ প্রহণনাভ্যাসে বারণমোক্ষণালমর্থানাং শব্দানামম্বার্থানাঞ্চ সতান্তশ্বসিতরুদিতস্তনিতমিশ্রীকৃতপ্রয়োগো বিরুতানাং চ রাগাবসানকালে জঘনপার্শ্বয়োস্তাড়নমিত্যতিত্বরয়া চ আপরিসমাপ্তেঃ।। ১৯।। তত্র লাবকহংসবিকূজিতং ত্বরয়ৈবেতি স্তননপ্রহণনযোগাঃ।। ২০।।

অনুবাদ। নায়ক অনুরাগের আতিশয্যবশতঃ নায়িকার দেহে বার বার প্রহণন বা আঘাত করতে থাকলে, নায়িকা পূর্বোল্লিখিত (৭৫ সূত্র) বারণার্থ, মোক্ষণার্থ, অলমর্থ ও অম্বার্থ শব্দের প্রয়োগ করবে। তারপর শ্বসিত, রুদিত ও স্তনিতের সাথে অনেকবার বিরুত-শব্দের মিশ্রণ ক'রে প্রয়োগ করবে। নায়কের লিঙ্গ যোনি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে রতিক্রিয়া সমাপ্ত হ'তে চলেছে বুঝতে পেরে নায়িকা নায়কের জঘনে এবং কক্ষায় (অর্থাৎ বগলের নীচে) সমতলকের দ্বারা তাড়না করবে অর্থাৎ চপেটাঘাত করবে। অতি দ্রুত এই তাড়নার কাজ করতে থাকলে রতিক্রিয়ার বিরতি করতে ইচ্ছুক নায়কের রতির ইচ্ছা আবার উদ্দীপিত হয়। দু'জনেরই রতিক্রিয়া যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নায়িকা এইরকম করতে থাকবে। ১৯।

নায়িকা পূর্বোক্তপ্রকারে সমতল-কর-তাড়না (চপেটাঘাত) করলে, নায়কও সঙ্গে সঙ্গে লাবক ও হাঁসের মত মৃদু-মধুর 'কূজিত' শব্দ করবে। আঘাত যদি দ্রুত হ'তে থাকে, কূজিত-ও দ্রুত করতে হবে। এইভাবে স্তনন (সীৎকৃত ও বিরুত) ও প্রহণনের বিষয় বলা হয়। ২০।

মূল। ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ —

পারুষ্যং রভসত্বং চ পৌরুষং তেজ উচ্যতে।
অশক্তিরার্তির্ব্যাবৃত্তিরবলত্বং চ যোষিতঃ।। ২১।।
রাগাৎ প্রয়োগসাত্ম্যাচ্চ ব্যত্যয়োঽপি ক্বচিদ্ভবেৎ।
ন চিরং তস্য চৈবান্তে প্রকৃতেরেব যোজনম্।। ২২।।

অনুবাদ। (এখন স্ত্রী ও পুরুষের প্রহণন ও সীৎকৃত ব্যাপারে কার কত সহজ তেজ, সে সম্বন্ধে দুটি শ্লোক বলা হচ্ছে—)। পারুষ্য (মন ও শরীরের কঠোরতা) ও রভসত্ব (অবিমৃষ্যকারিতা বা ধৃষ্টতা) —এই দুটি হ'ল পুরুষের সহজ তেজ অর্থাৎ প্রকৃতিগত ধর্ম। এই ধর্মবলেই পুরুষ নারীকে প্রহার ক'রে থাকে। আবার অশক্তি (দৃঢ়ভাবে আঘাত করতে অক্ষমতা), আর্তি (হাতের কোমলতাবশত আঘাত করতে গেলে হাতে ব্যথা পাওয়া), ব্যাবৃত্তি (মারতে গিয়েও হাত ফিরিয়ে নেওয়া) এবং অবলত্ব (দুর্বলতা)—এগুলি হ'ল স্ত্রীলোকের সহজাত তেজ। এইগুলি থাকার জন্য স্ত্রী, পুরুষকে কঠিনভাবে আঘাত করতে পারে না। অবশ্য সর্বত্রই যে এইরকম হয়, তা নয়; ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, অনুরাগের অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে

এবং দেশাচার অনুসারে স্ত্রীও নিজধর্ম পরিত্যাগ ক'রে পুরুষের ধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রকৃষ্টভাবে আঘাত করতে সমর্থ হয়। সে সময় পুরুষও, স্ত্রীধর্ম গ্রহণ ক'রে সীৎকৃত ও বিরুত-শব্দ করতে থাকে। তবে এইরকম ব্যাপার দীর্ঘকাল চলে না। কিছুকাল পরেই পুরুষ ও স্ত্রী নিজ নিজ ধর্মের সাথে যুক্ত হ'য়ে যথাযোগ্য কাজ করতে থাকে এবং নিজের নিজের ভূমিকা গ্রহণ করে।।২১-২২।

মূল। কীলামুরসি, কর্তরীং শিরসি, বিদ্ধাং কপোলয়োঃ, সন্দংশিকাং স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চেতি পূর্বৈঃ সহ প্রহণনমষ্টবিধমিতি দাক্ষিণাত্যানাম্। তদ্‌যুবতীনামুরসি কীলানি চ তৎকৃতানি দৃশ্যন্তে। দেশসাত্ম্যমেতৎ।। ২৩।।

অনুবাদ। পূর্ববর্ণিত অপহস্তক প্রভৃতি চারটি প্রহণন ছাড়া আরও চারটি বর্বরোচিত প্রহণন **দাক্ষিণাত্যবাসীদের** মধ্যে প্রচলিত আছে। সেগুলি হ'ল—বুকের উপর কীলা অর্থাৎ কীল-মারা, মাথায় অর্থাৎ সিঁথির মুখে **কর্তরী** (কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারা প্রহার), কপোলদেশে **বিদ্ধা** (তর্জনী ও মধ্যমার ভিতর দিয়ে বা মধ্যমা ও অনামিকার ভিতর দিয়ে অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বুড়ো আঙুল প্রবেশ করিয়ে হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করার নাম **'বিদ্ধা'**), স্তনদুটিতে **সন্দংশিকা** (হাতকে মুষ্টিবদ্ধ রেখে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা বা তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা স্তনের খানিকটা অংশকে সাঁড়াশির মত টিপে ধরা) এবং স্তনের দুই পাশের মাংসপিণ্ডতেও সন্দংশিকা প্রয়োগ। এর দ্বারা স্তন বা স্তনপার্শ্বের মাংসপিণ্ডকে টিপে ধ'রে আকর্ষণ করাকে **'তাড়ন'** বলা হয়। দাক্ষিণাত্যবাসীরা আগের অপহস্তক প্রভৃতি চারটি এবং কীলা (কীল) প্রভৃতি এখানে বর্ণিত চারটি—এই আটটি প্রহণনের কথা বলেছেন। কিন্তু **আচার্যেরা** অপহস্তক প্রভৃতি চারটি প্রহণনকেই স্বীকার করেছেন; এঁরা একথাও বলেন—কীলা (বা কীল মারা) মুষ্টিরই প্রকারভেদ; তাছাড়া দাক্ষিণাত্যবাসীরা যে বুকের উপর কীল-মারার কথা বলেন, তা বাধ্যতামূলক নয়, কারণ, মাথায় অর্থাৎ সিঁথির মুখে এবং দুই কপোলেও কীল মারার রীতি কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। আসলে, এক এক দেশের স্বভাব অনুসারে শরীরের যে কোনও স্থানে প্রহার করলে এবং তার দ্বারা প্রহৃত অংশে যদি কোনও চিহ্ন উৎপাদিত হয়, তা প্রশংসনীয় ব'লে গণ্য হয়। সুরতক্রিয়ার সময় ছাড়া অন্যসময় এবং যেসব স্থান প্রহণনের জন্য নির্দিষ্ট সেই সব স্থান ছাড়া অন্যত্র এই সব প্রহণনের প্রয়োগ উচিত নয়। ২৩।

মূল। কষ্টমনার্যবৃত্তমনাদৃতমিতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৪।। তথান্যদপি দেশসাত্ম্যাৎ প্রযুক্তমন্যত্র ন প্রযুঞ্জীত।। ২৫।। আত্যয়িকং তু তত্রাপি পরিহরেৎ।। ২৬।। রতিযোগে হি কীলয়া গণিকাং চিত্রসেনাং চোলরাজো জঘান।। ২৭।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বলেন— যে দেশে এবং শরীরের যেসব স্থানে প্রহণন প্রয়োগের বিধান আছে, সেগুলি ছাড়া অন্যত্র প্রহণন প্রয়োগ দুঃখদায়ক (কারণ, এটা একটা নিষ্ঠুর কাজ), অসাধু ব্যবহার এবং অত্যন্ত দোষাবহ ব'লে অনাদরণীয়। ২৪।

তাছাড়া অন্যান্য নিষ্ঠুর কাজও, যা অসাধু ব্যবহার ব'লে মনে হবে, তা কোনও দেশের প্রকৃতি অনুসারে সেই বিশেষ দেশের নারী-পুরুষের সঙ্গমের সময় প্রচলিত থাকলেও, অন্য দেশে তা প্রয়োগ করা উচিত নয়। যেমন, দাক্ষিণাত্যবাসীদের মধ্যে সঙ্গমকালে উত্তেজনা-বশে পাথর প্রভৃতির দ্বারা প্রহার করার রীতিও প্রচলিত আছে শোনা যায়। কিন্তু এরকম অনার্যোচিত ব্যাপার অন্য দেশে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। ২৫।

যেসব প্রহণনের বিধান **আচার্য**-রা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কোনটির প্রয়োগে যদি অঙ্গহানির আশঙ্কা দেখা যায়, তবে তা প্রয়োগ করা উচিত নয়। এইরকম প্রহণন সবসময়েই পরিহার করার চেষ্টা করা উচিত। ২৬।

উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে—দাক্ষিণাত্যের চোল **দেশের** রাজা, **চিত্রসেনা** নামে এক গণিকার সাথে সুরতক্রিয়া করার সময়, সুরত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কামোত্তেজনায় এত জোরে তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন যে, ঐ কোমলাঙ্গী গণিকা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছিলেন। ঐ গণিকা রাজাকে নিজের পীড়ার কথা নিবেদন করা সত্ত্বেও অনুরাগের আতিশয্যে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এবং ঐ নারীর শারীরিক সহনক্ষমতাকে উপেক্ষা ক'রে রাজা সেইভাবে সঙ্গমরত অবস্থাতেই তার স্তনদুটির মধ্যবর্তী স্থানে কীলাপ্রয়োগ করেছিলেন; ফলে চিত্রসেনার মৃত্যু হয়েছিল। ২৭।

মূল। কর্তর্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীম্।। ২৮।। নরদেবঃ কুপাণির্বিদ্ধয়া দুষ্প্রযুক্তয়া নটীং কাণাং চকার।। ২৯।।

অনুবাদ। কুন্তলদেশে উৎপন্ন শতকর্ণের পুত্র **শাতবাহন**, মদনোৎসব উপলক্ষ্যে সুসজ্জিতা মহাদেবী (পাটরাণী) **মলয়বতীকে** দেখে কামান্ধ হন এবং নিভৃতে তাঁর সাথে সঙ্গমক্রিয়ায় নিযুক্ত হন। এইসময় অনুরাগের উত্তেজনায় রাজার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। এই অবস্থায় তিনি এমনভাবে মলয়বতীর মাথায় কর্তরী-প্রয়োগ করেন যে, মহাদেবী সেই আঘাতের ফলে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। ২৮।

পাণ্ড্যরাজার সেনাপতি **নরদেব** কুপাণি ছিলেন অর্থাৎ অস্ত্রের আঘাতে তাঁর হাত ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল। সেই নরদেব রাজসভায় নৃত্যরতা **চিত্রলেখা** নামে নটীকে দেখে অনুরাগবশে তার সাথে নির্জনে রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ক্রমশ উত্তেজনার আতিশয্যে তিনি সেই নটীর কপোলতলে বিদ্ধা-র প্রয়োগ করেছিলেন (তর্জনী ও মধ্যমার ভিতরে দিয়ে বা অনামিকা ও মধ্যমার ভিতর দিয়ে

বুড়ো আঙুল প্রবেশ করিয়ে, হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে যে প্রহার করা হয়, তাকে 'বিদ্ধা' বলে)। কিন্তু নরদেবের হাত বিকৃত ছিল ব'লে বিদ্ধা-র প্রয়োগের সময় বেঠিকভাবে ঐ বিদ্ধা প্রযুক্ত হয়েছিল। ফলে, চিত্রলেখার চোখ কাণা হয়ে গিয়েছিল। ২৯।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ —

নাস্ত্যত্র গণনা কাচিন্ন চ শাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
প্রবৃত্তে রতিসংযোগে রাগ এবাত্র কারণম্।। ৩০।।

অনুবাদ। এই প্রহণন-বিষয়কে অবলম্বন ক'রে রচিত কয়েকটি শ্লোক দেখা যায়।—রতিক্রিয়ার সময় নায়ক-নায়িকার দ্বারা প্রহনব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'তে থাকলে, কামশাস্ত্রজ্ঞ বা ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিহীন কোনো ব্যক্তি-ই, কোন্ প্রহণন ক্ষতিকারক— তা গণনা বা শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে পালন করতে পারে না। রতিক্রিয়ার সময় কামোত্তেজনার বৃদ্ধি বা হ্রাস-ই প্রহণনের কারণ হ'য়ে থাকে; কোনো শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা, কখন কীভাবে ও কোথায় প্রহণন প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে, বিচারক্ষম ব্যক্তি, অত্যন্ত অনুরক্ত হ'লেও, বিবেচনা ও শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রহণনের প্রয়োগ করেন। কিন্তু অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই প্রহণনের প্রয়োগে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। বিচারক্ষম ব্যক্তির অনুরাগ শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা পরিষ্কৃত এবং অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তির অনুরাগ তার শাস্ত্রজ্ঞানহীনতার ফলে বিকলতা-প্রাপ্ত। এই কারণে, এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারাই প্রহণন প্রয়োগের ব্যাপারে অনুরাগ কারণ হ'লেও, প্রহণন-প্রয়োগের প্রকৃতি যে ভিন্ন হবে, তা বলাই বাহুল্য। ৩০।

মূল। স্বপ্নেষ্বপি ন দৃশ্যন্তে তে ভাবাস্তে চ বিভ্রমাঃ।
সুরতব্যবহারেষু যে স্যুস্তৎক্ষণকল্পিতাঃ।। ৩১।।

অনুবাদ। সুরতক্রিয়ার সময় নায়ক নায়ক-নায়িকা সম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত হ'লে, যখন তাদের অনুরাগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন তারা পরস্পরের প্রতি কখনো কখনো এমন ব্যবহার করে যে, তা অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। তাই বলা হয়েছে—

কামান্ধ অবস্থায় রতিক্রিয়া করার সময় পরস্পরের চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি ব্যাপার সঙ্ঘটিত হ'তে থাকলে, নায়ক-নায়িকা ঠিক সেই সেই অবস্থাতে যেসব অভিপ্রায়, বিভ্রম ও চেষ্টা উদ্ভাবন করে, তা শাস্ত্রে তো বিহিত নেই-ই, স্বপ্নেও দেখতে পাওয়া যায় না।৩১।

মূল। যথা হি পঞ্চমীং ধারামাস্থায় তুরগঃ পথি।
স্থাণুং শ্বভ্রং দরীং বাপি বেগান্ধো ন সমীক্ষতে।। ৩২।।

এবং সুরতসম্মর্দে রাগান্ধৌ কামিনাবপি।
চণ্ডবেগৌ প্রবর্তেতে সমীক্ষেতে ন চাত্যয়ম্।। ৩৩।।
তস্মান্মৃদুত্বং চণ্ডত্বং যুবত্যা বলমেব চ।
আত্মনশ্চ বলং জ্ঞাত্বা তথা যুঞ্জীত শাস্ত্রবিৎ।। ৩৪।।

অনুবাদ। ঘোড়া যেমন 'জব' (অর্থাৎ অতি দ্রুত ধাবিত হওয়া) নামে পঞ্চম গতিকে অবলম্বন ক'রে (অশ্বশিক্ষাপ্রসঙ্গে বিক্রম, বল্গিত, উপকণ্ঠ, উপজব এবং জব নামে পাঁচটি ধারা বা গতির কথা বলা হয়) ধাবিত হওয়ার সময় তার গতিপথে স্তম্ভ, গর্ত বা গিরিগুহা থাকলে বেগের আধিক্যবশত সেদিকে দৃক্‌পাত করে না, সেইরকম অনুরাগের দ্বারা উত্তেজিত ও কামান্ধ নারী-পুরুষ রতি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে প্রচণ্ড বেগে রতিক্রিয়া সম্পাদন করতে থাকে; এই সময় শরীরে কোনও আঘাত বা ক্ষত হওয়া সম্বন্ধে তাদের কোনও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ৩২-৩৩।

জ্ঞানশূন্য হ'য়ে রতি-ক্রিয়ায় মত্ত হ'লে, শরীরে কঠোরভাবে আঘাতজনিত ক্ষত হ'তে পারে এবং প্রাণসংশয়ও হ'তে পারে। সেই কারণে, জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েই সম্প্রয়োগ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—

অতএব নারীশরীরের কোমলতা এবং পুরুষশরীরের দৃঢ়তা, যুবতীর প্রাণশক্তি ও নিজেরও ক্ষমতা ভালভাবে বুঝে, যেখানে যেমনভাবে করা উচিত ঠিক সেইভাবে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি (নায়ক) সম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত হবে। ৩৪।

মূল। **ন সর্বদা ন সর্বাসু প্রয়োগাঃ সাম্প্রয়োগিকাঃ।**
স্থানে দেশে চ কালে চ যোগ এষাং বিধীয়তে।। ৩৫।।

অনুবাদ। সকল সময়ে বা সমস্ত অবস্থাতেই সব রকম নায়িকার সঙ্গে সম্প্রয়োগের (অর্থাৎ লিঙ্গ-যোনি-সংযোগের) অনুষঙ্গগুলি প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে স্থান (যেমন—স্তনদুটির মধ্যবর্তী স্থানে অপহস্তকপ্রয়োগ), দেশ (যেমন—মালবদেশীয়া নারীর উপর প্রহণন-প্রয়োগের আতিশয্য) এবং কাল (যেমন—নায়িকা যখন নায়কের কোলে আসীন হ'য়ে সুরতক্রিয়ায় লিপ্ত হবে তখন নায়ক তার মাথায় মুষ্টিপ্রহার করবে) ভালভাবে বিবেচনা ক'রে, সম্প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত চুম্বন, নখদন্ত, সীৎকৃত, বিরুত, প্রহণন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি প্রয়োগ করবে। ৩৫।

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে প্রহণনপ্রয়োগাঃ তদ্‌যুক্তাশ্চ সীৎকৃতক্রমাঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।। ৭।।
সাম্প্রয়োগিক-নামক-ষষ্ঠ অধিকরণের সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রয়োগিকম্

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

পুরুষায়িতং পুরুষোপসৃপ্তানি চ

[যে সুরতক্রিয়ায় নারী পুরুষের মত আচরণ করে, তাকে বলে **পুরুষায়িত**। সহবাসকালে নারী যখন বুঝবে যে নিরন্তর কটিচালনার ফলে পুরুষ পরিশ্রান্ত হয়েছে অথচ তার কামনার শান্তি হয়নি, তখন সে পুরুষের অনুমতিক্রমে পুরুষকে নীচে ফেলবে এবং নিজে পুরুষের মত আচরণ ক'রে রতিক্রিয়া করবে। পুরুষ যখন নারীর নানা অঙ্গ স্পর্শ ক'রে তার কামনার উদ্রেক করবে এবং নানাভাবে পুরুষাঙ্গ যোনিদেশে সঞ্চালন ক'রে নারীর কামনার তৃপ্তি করবে তখন হবে **পুরুষোপসৃপ্ত**। এই দুটি বিষয় বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য।]

মূল। নায়কস্য সন্ততাভ্যাসাৎ পরিশ্রমমুপলভ্য, রাগস্য চানুপশমম্, অনুমতা তেন তমধোঽবপাত্য পুরুষায়িতেন সাহায্যং দদ্যাৎ। স্বাভিপ্রায়াদ্বা বিকল্পযোজনার্থিনী, নায়ককুতূহলাদ্বা।। ১।।

অনুবাদ। (প্রহণন-প্রভৃতির প্রয়োগের দ্বারা নায়ক পরিশ্রান্ত হ'লে, নায়িকা পুরুষের মত আচরণ করবে—এই অর্থে **পুরুষায়িত** অর্থাৎ বিপরীত-রমণ এবং তার উপযোগী ও তার অন্তর্গত **পুরুষোপসৃপ্ত** নামক ব্যাপার দুটি এখন আলোচিত হচ্ছে—)।

সম্প্রয়োগের সময় শায়িত নায়িকার উপরে অবস্থিত নায়ক বার বার কোমর-চালনার ফলে পরিশ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু অনুরাগের উপশম হয় নি তা বুঝতে পেরে নায়িকা, নায়কের অনুমতি নিয়ে তাকে (অর্থাৎ নায়ককে) নীচে অবপাতিত ক'রে, পুরুষের মত আচরণের দ্বারা নায়ককে সহায়তা করবে (অর্থাৎ শায়িত নায়কের উপরে শুয়ে নায়িকা নিজেই কোমরা চালনা ক'রে লিঙ্গের সাথে যোনি-সংযোগ করবে। সম্প্রয়োগের সময় সাধারণত পুরুষই প্রধান প্রযোক্তা হয়। সে-ই কোমর চালনা ক'রে যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করায়। এখানে নায়িকা প্রযোক্ত্রী হ'য়ে পুরুষের মত আচরণ করবে। তা-ই এর নাম '**পুরুষায়িত**')। আবার, নায়ক পরিশ্রান্ত না হ'লেও, নায়িকা বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করার জন্য বিকল্পভাবে সম্প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে, নিজের অভিপ্রায় অনুসারেই অথবা নায়কের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য নায়ককে ভূমিতে উত্তান (চিৎ) ভাবে শায়িত করিয়ে তার দেহের উপর আরোহণ ক'রে লিঙ্গের সাথে

যোনি সংযোগ করবে। এই দুই ভাবেই পুরুষায়িত করার সময় নায়িকাকে নায়কের অনুমতি নিতে হবে। তা না হ'লে, বিসদৃশ আচরণের দ্বারা নায়িকা নিজের নির্লজ্জতা প্রকাশ করবে। ১।

মূল। তত্র যুক্তযন্ত্রেণৈবেতরেণোত্থাপ্যমানা তমধঃপাতয়েৎ। এবঞ্চ রতমবিচ্ছিন্নরসং তথা প্রবৃত্তমেব স্যাদিত্যেকোহয়ং মার্গঃ। পুনরারম্ভেণাদিত এবোপক্রমেদিতি দ্বিতীয়ঃ।। ২।।

অনুবাদ। সেই পুরুষায়িত-অনুষ্ঠানব্যাপারে, লিঙ্গ-যোনি-সংযুক্ত অবস্থাতেই শায়িত নায়িকার উপরে অবস্থিত নায়ক যখন বাহুপাশ দিয়ে শায়িত নায়িকাকে তুলতে যাবে, তখন নায়িকা, তার যোনি থেকে লিঙ্গকে বিশ্লিষ্ট হ'তে না দিয়েই, নায়ককে নীচে ফেলে নিজে নায়কের দেহের উপরে অবস্থান ক'রে বিপরীত-রমণ করবে। এইভাবে প্রবৃত্ত হ'লে রতিক্রিয়ার আনন্দ অবিচ্ছিন্নই থাকবে। **এই এক রকম পুরুষায়িতের উপায়।** যোনি থেকে লিঙ্গ মুক্ত হ'য়ে গেলে এই আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। তবে যদি অসতর্কতার ফলে যোনি থেকে লিঙ্গের বিশ্লেষ ঘটে, তবে নতুন ক'রে প্রথম থেকেই আবার আরম্ভ করবে (অর্থাৎ লিঙ্গ যদি মুক্ত হ'য়ে যায়, তবে আবার নায়িকা শায়িত হবে এবং তার দেহের উপরে অবস্থান ক'রে নায়ক যোনিতে লিঙ্গ সংযোগ করবে; নায়িকা লিঙ্গকে মুক্ত হ'তে না দিয়েই নায়ককে নীচে ফেলবে এবং তার উপর অবস্থান ক'রে পুরুষের মত আচরণ ক'রে সম্প্রযোগ করবে)। এটি হ'ল **পুরুষায়িতের দ্বিতীয় উপায়।** ২।

মূল। সা প্রকীর্যমাণকেশকুসুমা শ্বাসবিচ্ছিন্নহাসিনী বক্ত্রসংসর্গার্থং স্তনাভ্যামুরঃ পীড়য়ন্তী পুনঃপুনঃ শিরো নময়ন্তী যাশ্চেষ্টাঃ পূর্বমসৌ দর্শিতবাংস্তা এব প্রতিকুর্বীত। পাতিতা প্রতিপাতয়ামীতি হসন্তী তর্জয়ন্তী প্রতিঘ্নতী চ ব্রূয়াৎ। পুনশ্চ ব্রীড়াং দর্শয়েৎ, শ্রমং বিরামাভীপ্সাঞ্চ। পুরুষোপসৃপ্তৈরেবোপসর্পেৎ।। ৩।। তানি চ বক্ষ্যামঃ।। ৪।।

অনুবাদ। পূর্বে সংগমাবস্থায় শায়িতা নায়িকার উপরিস্থিত নায়ক লিঙ্গ-যোনিসংযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে যেসব চুম্বন প্রভৃতি চেষ্টা দেখিয়েছিল, পুরুষের উপরে স্থিতা নায়িকা কেশকুসুম (মাথার চুলে গোঁজা ফুল বা খোঁপায় পরিহিত মালার ফুলগুলি) চারিদিকে ছড়িয়ে, ঘনঘন শ্বাস ফেলে এবং শ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে হেসে, নায়কের মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে যাওয়ার সময় স্তন দুটির দ্বারা নায়কের বুকে চাপ দিয়ে পীড়া উৎপাদন ক'রে এবং বার বার মাথা নামিয়ে, সেইসব চেষ্টাই নায়ককে আবার ক'রে দেখাবে। "যেভাবে তুমি আমায় নীচে ফেলে, নির্দয়ভাবে সঙ্গম ক'রে

কষ্ট দিয়েছ, আমিও এখন তোমায় নীচে ফেলে সেইভাবে নির্যাতিত করব" —এইকথা ব'লে নায়িকা যেন প্রতিশোধ নিয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে হাসবে, তর্জন করবে এবং অপহস্তপ্রভৃতির দ্বারা প্রতিঘাত করবে। এইসব আচরণ নারীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব'লে, নায়িকা নিজের নারীত্ব প্রকাশ করার ভঙ্গীতে, লজ্জিতা না হ'লেও, লজ্জা দেখাবে, পরিশ্রান্ত না হ'লেও খুব কাতর হ'য়ে পড়েছে—এমন ভাব দেখাবে, সঙ্গম করবার ইচ্ছা থাকলেও বিরামের অভিপ্রায় প্রকাশ করবে। তারপর, পুরুষ যেমনভাবে শায়িতা নারীর সাথে সঙ্গম করে, ঐ নায়িকাও সেইভাবে শায়িত পুরুষের সাথে রমণ করবে। এবার 'পুরুষোপসর্পণ' সম্বন্ধে বলা হবে।

মূল। **পুরুষঃ শয়নস্থায়া যোষিতস্তদ্বচনব্যাক্ষিপ্তচিত্তায়া ইব নিবীং বিশ্লেষয়েৎ। তত্র বিবদমানাং কপোলচুম্বনেন পর্যাকুলয়েৎ। স্থিরলিঙ্গশ্চ তত্র তত্রৈনাং পরিস্পৃশেৎ। প্রথমসঙ্গতা চেৎ সংহতোর্বোরন্তরে ঘট্টনং, কন্যায়াশ্চ তথা স্তনয়োঃ সংহতয়োর্হস্তয়োঃ কক্ষয়োরংসয়োর্গ্রীবায়ামিতি চ। স্বৈরিণ্যাং যথাসাত্ম্যং যথাযোগং চ। অলকে চুম্বনার্থমেনাং নির্দয়মবলম্বেত। হনুদেশে চাঙ্গুলিস্পুটেন। তত্রেতরস্যা ব্রীড়া নিমীলনঞ্চ। প্রথমসমাগমে কন্যায়াশ্চ।।৫।।**

অনুবাদ। পুরুষ, শায়িতা নায়িকাকে নানা রকম কথার দ্বারা অন্যমনস্কা ক'রে দিয়ে তার কোমর থেকে কাপড় খুলে দেবে। তার ফলে, নায়িকা বিবাদ করতে করতে নায়ককে যদি সঙ্গম করতে না দেয়, তবে নায়ক কপোলচুম্বনের দ্বারা নায়িকাকে এমনভাবে পর্যাকুল ক'রে তুলবে, যাতে কোমরবন্ধ নিজে থেকেই খুলে যায়। এর ফলে যদি নায়িকার মনে কামবাসনা জাগে এবং নায়কের সাধনযন্ত্র (লিঙ্গ) উত্তেজনায় উচ্ছ্রিত হয় (খাড়া হ'য়ে ওঠে), তবে সঙ্গমে কোন অন্তরায় হবে না। কিন্তু কোমর থেকে কাপড় খুলে যাওয়ার পরও যদি নায়িকার মনে সঙ্গমের ইচ্ছা না জাগে, তখন নিজের সাধন উন্নত হয়েছে বুঝতে পেরে নায়ক, নায়িকার অনুরাগ উৎপন্ন করার জন্য তার কক্ষ (বগল), ঊরু, স্তন প্রভৃতি স্থানে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। নায়িকা যদি প্রথম বার সঙ্গমে প্রযুক্ত হ'তে আসে, তবে প্রথমেই তার কোমরবন্ধ খুলে দেওয়া বা কক্ষ প্রভৃতিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম সঙ্গমে প্রযুক্তা নায়িকা শায়িতা অবস্থায় লজ্জাবশত ঊরু দুটিকে সংলগ্ন (গায়ে-গায়ে লাগিয়ে) অবস্থান করবে; এই সময় নায়ক, নায়িকার দুই ঊরুর সংযোগস্থানে অর্থাৎ যোনির চারপাশে এবং কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে এমনভাবে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে, যাতে ঐ নায়িকা ঊরু দুটিকে আস্তে আস্তে ফাঁক ক'রে দেয় এবং যোনি লিঙ্গপ্রবেশের উপযোগী হয়। কন্যার (অর্থাৎ যুবতী হওয়ার ঠিক আগে নারীর যে অবস্থা) ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, তার সাথে সঙ্গম করার সময়ও নায়ক, ঐ কন্যার ঊরুর সংযোগস্থানে নাড়াচাড়া করবে

(কারণ, লজ্জায় কন্যাজাতীয়া নায়িকার উরু দুটি স্বাভাবিকভাবেই সংলগ্ন থাকবে) এবং তার দুই স্তনে, কক্ষে (বগলে), কাঁধের কাছে এবং গ্রীবা-দেশে হাত দিয়ে ভালভাবে ঘসাঘসি করবে, যাতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হওয়ার জন্য নায়িকার যে আড়ষ্টতা ছিল তা কেটে যায়। স্বৈরিণী (সুরতের ব্যাপারে যথেচ্ছাচারিণী) নারীর সাথে সঙ্গম করার সময়, যখন যেভাবে সুবিধা হবে, তখন সেইভাবে তার বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ ও নাড়াচাড়া করবে; তাকে চুম্বনের সময় তার মাথার চুল নির্দয়ভাবে ধ'রে, মুখ সরিয়ে নিতে না দিয়ে চুম্বন করবে; তার হনুদেশের (চোয়ালের) কোনো কোনো অংশে দুটি আঙুল দিয়ে চেপে ধরবে। অন্যান্য যেসব নায়িকা প্রথম সঙ্গমের জন্য উপস্থিত হয়, তাদের পক্ষে লজ্জা এবং চক্ষু-নিমীলন (চোখ বন্ধ করা) স্বাভাবিক। কন্যার ক্ষেত্রেও এ দুটি অপরিত্যাজ্য। নায়ক পূর্বোক্ত উপায়গুলির দ্বারা (অর্থাৎ কোমরবন্ধ সরানো, স্পর্শ, হাত দিয়ে নাড়া-চাড়া প্রভৃতি) প্রথম সঙ্গমের জন্য আগতা নায়িকার বা কন্যার লজ্জা দূর করার চেষ্টা ক'রে, সম্প্রযোগে প্রবৃত্ত হবে।৫।

মূল। রতিসংযোগে চৈষা কথমনুরজ্যত ইতি প্রবৃত্ত্যা পরীক্ষেত।। ৬।। যুক্তযন্ত্রেণোপসৃপ্যমাণা যতো দৃষ্টিমাবর্তয়েত্তত এবৈনাং পীড়য়েৎ। এতদ্রহস্যং যুবতীনামিতি সুবর্ণনাভঃ।। ৭।।

অনুবাদ। (সুরতক্রিয়ার জন্য প্রথম সমাগতা নায়িকার লজ্জা যে দূর হয়েছে এবং সে যে নায়কের প্রতি অনুরক্ত, তা কিভাবে বোঝা যেতে পারে— এই প্রশ্নের আশঙ্কায় আভ্যন্তর উপসর্পণ বা প্রয়োগের জন্য যেসব চেষ্টার পরীক্ষা করা উচিত তার কথা বলা হচ্ছে।) যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী **উপসৃপ্যমাণা** হ'লে (অর্থাৎ হাত দিয়ে যোনি স্পর্শ বা যোনি-মধ্যে লিঙ্গের দ্বারা ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকলে), স্ত্রী যেমন যেমন স্পর্শ-সুখবশত এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তেমন তেমন পুরুষও সেইদিকে দৃষ্টি দিয়ে উপসর্পণ (যোনিতে লিঙ্গের ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ) ক'রে, পরে নায়িকাকে পীড়িত করবে। এই ব্যাপার স্ত্রী-দের কাছে একটি গূঢ় রহস্য, কারণ এই উপসপর্ণের সুখ তারা কারো কাছে প্রকাশ ক'রে বলতে পারে না। **সুবর্ণনাভ** এই অভিমত প্রকাশ করেন। রমণের সময় নায়িকা দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেহের যে যে জায়গায় বার বার দেখবে, বুঝতে হবে, সেই জায়গার শৃঙ্গার তার বিশেষ পছন্দ। তখন নায়কও ঐসব জায়গায় চুম্বন, মর্দন প্রভৃতি করবে। সুবর্ণনাভের মতে, যুবতীদের এটাও একটা পরম রহস্য। ৬-৭।

মূল। গাত্রাণাং স্রংসনং নেত্রনিমীলনং ব্রীড়ানাশঃ সমধিকা চ রতিযোজনেতি

স্ত্রীণাং ভাবলক্ষণম্।। ৮।। হস্তৌ বিধুনোতি স্বিদ্যতি দশত্যুত্থাতুং ন দদাতি পাদেনাহন্তি রতাবসানে চ পুরুষাতিবর্তিনী।। ৯।।

অনুবাদ। যে নারী পুরুষ কর্তৃক উপসৃপ্যমাণা হয়, তার তিন রকমের অবস্থা দেখা যায়—প্রাপ্ত, প্রত্যাসন্ন এবং সন্ধুক্ষ্যমাণ। যথাক্রমে এই তিনটির লক্ষণ হ'ল—যোনিমধ্যে লিঙ্গের অনুপ্রবেশের সময় নায়িকার শরীরের যে অবসাদ হয় এবং চোখ দুটি নিমীলত হয়—এ দুটিকে **'প্রাপ্ত'** অবস্থা বলা হয়। নায়িকার লজ্জার নিবৃত্তি হওয়ার ফলে নায়িকা যদি অত্যধিক রতিযোজনা ক'রে অর্থাৎ নিজের জঘনকে পুরুষের জঘনের সাথে গাঢ়ভাবে সংলগ্ন ক'রে সুরতক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে, তবে তাকে **'প্রত্যাসন্ন'** নামে অবস্থা বলা হয়। আর যখন লিঙ্গ-যোনির সংযোগ-অবস্থাতে নায়িকা তার দুটি হাত ছুঁড়তে থাকে, তার শরীরে ঘাম দেখা যায়, দাঁত দিয়ে নায়ককে দংশন করে, নায়ককে লিঙ্গ-যোনির সংযোগ-অবস্থা থেকে উঠতে দেয় না, তাকে পায়ের দ্বারা আঘাত করে এবং নায়কের রতি-প্রাপ্তি হ'লে তাকে অতিক্রম ক'রে (অর্থাৎ নায়ক নিজে থেকে লিঙ্গ-চালনা না করলেও) নায়িকা নিজেই জঘন উঁচু ক'রে যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করানোর প্রয়াস করে—তখন **'সন্ধুক্ষ্যমাণ'** নামে অবস্থা হয়। ৮-৯।

মূল। তস্যাঃ প্রাগ্ যন্ত্রযোগাৎ করেণ সম্বাধং গজ ইব ক্ষোভয়েৎ, আ মৃদুভাবাৎ। ততো যন্ত্রযোজনম্।। ১০।।

অনুবাদ। লিঙ্গ-যোনির সংযোগের আগে নায়ক তার হাত দিয়ে গজের মত (অর্থাৎ হাতী যেমন শুঁড় দিয়ে হস্তিনীর যোনিস্থানকে ক্ষোভিত করে) নায়িকার সম্বাধকে (অর্থাৎ যোনিকে) নাড়া-চাড়া ক'রে ঐ স্থানটি ক্ষোভিত করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না যোনির মধ্যভাগ কোমলভাব প্রাপ্ত হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না নায়িকার রতি সম্পূর্ণভাবে উদ্রিক্ত হয়, ততক্ষণ এইরকম ক'রে, পরে যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাবে।

[নায়ক যন্ত্রযোগের (যোনিতে লিঙ্গ-প্রবেশের) আগে হাতের স্পর্শ-দ্বারা নায়িকার সম্বাধ-যন্ত্র (যোনি) পরীক্ষা ক'রে দেখবে। সম্বাধে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে চার রকমের অনুভূতি হয়।— প্রথমতঃ, যোনির মধ্যে আঙুল প্রবেশ করালে পদ্মপাতার মত স্পর্শ পাওয়া যায়; দ্বিতীয়ত, ভিতরে ছোট একটি ফুস্কুড়ির মত স্পর্শ ঠেকে; তৃতীয়ত, ভিতরে বলির মত স্পর্শ পাওয়া যায় (অর্থাৎ মনে হয়, যোনির মধ্যে যেন কয়েকটি রেখা পড়েছে); এবং চতুর্থত, ভিতরে গরুর জিহ্বার মত কর্কশ স্পর্শ পাওয়া যায়। তাই বলা হয়েছে—

"অন্তঃ পদ্মদলস্পর্শং গুটিকাবচ্চ যোষিতঃ।
বলিভং চ বরাঙ্গং স্যাদ্ গো-জিহ্বা-কর্কশং তথা।।"

প্রথমটি বাদ দিয়ে শেষ তিন রকমের যে যোনি, তাদের কণ্ডূতি (চুলকানি) খুব বেশী; এই ধরণের যোনিকে আঙুল দিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রে ক্ষোভিত করতে হয়। যে যোনির ভিতরে কোমল স্পর্শ (অর্থাৎ পদ্মপাতার মত স্পর্শ), সেখানে আঙুল ঠেকালেই নায়িকার রতিপ্রাপ্তি হয়; এইক্ষেত্রে যোনির মধ্যে বার বার আঙুল ঢোকাবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই কারণে, প্রথম প্রকারের যোনিকে বাদ দিয়ে, অন্য তিনরকমের যোনিতে, নায়ক তার হাতের আঙুলগুলিকে গজকরাগ্রের মত ক'রে প্রবেশ করাবে। অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সাথে যুক্ত ক'রে, মধ্যমা ও তর্জনীকে সোজা ক'রে রাখলে অনেকটা হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগের মত দেখতে হয়।]।১০।

মূল। **উপসৃপ্তকং মন্থনং হুলোঽবমর্দনং পীড়িতকং নির্ঘাতো বরাহঘাতো বৃষাঘাতশ্চটকবিলসিতং সম্পুট ইতি পুরুষোপসৃপ্তানি।। ১১।। ন্যায্যমৃজুসম্মিশ্রণমুপসৃপ্তকম্।। ১২।। হস্তেন লিঙ্গং সর্বতো ভ্রাময়েদিতি মন্থনম্।। ১৩।। নীচীকৃত্য জঘনমুপরিষ্টাদ্ঘট্টয়েদিতি হুলঃ।। ১৪।। তদেব বিপরীতং সরভসমবমর্দনম্।। ১৫।। লিঙ্গেন সমাহত্য পীড়য়ংশ্চিরমবতিষ্ঠেদিতি পীড়িতকম্।। ১৬।। সুদূরমুৎকৃষ্য বেগেন স্বজঘনমবপাতয়েদিতি নির্ঘাতঃ।। ১৭।। একত এব ভূয়িষ্ঠমবলিখেদিতি বরাহঘাতঃ।। ১৮।। স এবোভয়তঃ পর্যায়েণ বৃষাঘাতঃ।। ১৯।। সকৃন্মিশ্রিতমনিষ্ক্রময্য দ্বিস্ত্রিশ্চতুরিতি ঘট্টয়েদিতি চটকবিলসিতম্।** রাগাবসানিকম্।। ২০।। ব্যাখ্যাতং **করণং সম্পুটমিতি।। ২১।।**

অনুবাদ। খাড়াভাবে থাকা লিঙ্গ সম্বাধ বা যোনির গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেওয়াকে **'উপসৃপ্তক'** (manner of intromission) বলা হয়। তার মধ্যে যেটি সোজাসুজি সর্বজনপ্রসিদ্ধ লিঙ্গ-যোনি মিশ্রণ, তাকেই উপসৃপ্তক বলে। আবার লিঙ্গ-যোনির মিশ্রণের সুবিধার জন্য বা সহজতর করার জন্য যোনি-কে হাত বা আঙুলের দ্বারা ক্ষোভিত করাকেও **'উপসৃপ্তক'** বলা যেতে পারে। পুরুষোপসৃপ্তক দশ রকমের— উপসৃপ্তক (যার লক্ষণ উপরেই বলা হল), মন্থন, হুল, অবমর্দন, পীড়িতক, নির্ঘাত, বরাহঘাত, বৃষাঘাত, চটক-বিলসিত ও সম্পুট। লিঙ্গকে হাত দিয়ে ধ'রে যোনির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে চারদিকে ঘোরানোকে **'মন্থন'** (churning manner) বলে। স্ত্রীর কোমর কিছুটা নীচে স্থাপন ক'রে, উপর থেকে নায়কের লিঙ্গ স্ত্রীর যোনির মধ্যে বোলতার হুল ফুটিয়ে দেওয়ার মত ধাক্কা দিয়ে যদি প্রবেশ করে, তাকে বলা হয় **'হুল'** (stinging manner); আবার নায়িকার কোমরকে কিছুটা উঁচু জায়গায় স্থাপন ক'রে, উপরে উত্থিত সেই যোনিতে সবেগে লিঙ্গ প্রবেশ করানোকে **'অবমর্দন'** (charging manner) বলে। যোনির মধ্যে গোড়া পর্যন্ত

লিঙ্গকে প্রবেশ করিয়ে ঘন ঘন উন্নমন ও অবনমনের দ্বারা (অর্থাৎ একবার যোনি থেকে লিঙ্গকে বাইরে নিয়ে আসবে এবং পরক্ষণেই আবার সজোরে গোড়া পর্যন্ত লিঙ্গকে প্রবেশ করাবে) নায়িকার যোনিদেশে পীড়া উৎপাদন করার নাম **'পীড়িতক'** (pressive manner)। সাধন বা লিঙ্গকে বহুদূরে উঁচুতে তুলে নির্দয়ভাবে আঘাত ক'রে যোনিতে প্রবেশ করানোকে **'নির্ঘাত'** (ramming manner) বলে। যোনির একপাশে লিঙ্গের অগ্রভাগ দিয়ে বার বার কিছু লেখার মত ক'রে ঘর্ষণ করার নাম **'বরাহঘাত'** (porcine manner)। সেইরকম যোনির দুপাশেই বার বার কিছু লেখার মত ক'রে ঘর্ষণ করার নাম **'বৃষাঘাত'** (bovine manner)। লিঙ্গকে যোনির ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে এবং সম্পূর্ণ লিঙ্গ বাইরে না এনে, লিঙ্গের কিছুটা অংশ যোনির বাইরে এনে, সেই অবস্থাতেই দুবার বা তিনবার বা চারবার ঘর্ষণ করবে; রতি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এরকম বার বার করতে হবে একে **'চটকবিলসিত'** (sporting of a sparrow) বলা হয়। সম্পুট-প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। তবে যোনি থেকে লিঙ্গকে বাইরে না এনে, নায়ক যদি নিজের জঘন দ্বারা নায়িকার জঘনকে চেপে ধ'রে সঙ্গম চালিয়ে যেতে থাকে, তাকেও **'সম্পুট'** (cupping manner) বলা হয়। ১১-২১।

মূল। তেষাং স্ত্রীসাত্ম্যাদ্বিকল্পেন প্রয়োগঃ।। ২২।।

অনুবাদ। উপরে যেগুলি বর্ণিত হ'ল, সেগুলির নাম উপসৃপ্তক। এই উপসৃপ্তকগুলি প্রয়োগের ব্যাপারে স্ত্রী-দের স্বভাব ভাবভাবে জেনে প্রয়োগ করা উচিত। এই প্রয়োগগুলি মৃদু, মধ্য ও অতিমাত্র ভেদে বিকল্পে করা উচিত। কখনো মৃদু উপসৃপ্তক, কখনো বা মাঝারি উপসৃপ্তক এবং কখনো দ্রুত উপসৃপ্তক প্রয়োগ করা কর্তব্য। সবসময় একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করা উচিত নয়। ২২।

মূল। পুরুষায়িতে তু সন্দংশো ভ্রমরকঃ প্রেঙ্খোলিতমিত্যধিকানি।। ২৩।। বাড়বেন লিঙ্গমবগৃহ্য নিষ্কর্ষন্ত্যাঃ পীড়য়ন্ত্যা বা চিরাবস্থানং সন্দংশঃ।। ২৪।। যুক্তযন্ত্রা চক্রবদ্ ভ্রমেদিতি ভ্রমরক আভ্যাসিকঃ।। ২৫।।

অনুবাদ। পূর্ববর্ণিত **'পুরুষায়িত'** নামক ব্যাপারে (নায়িকা যখন শায়িত পুরুষের উপরে অবস্থান ক'রে পুরুষের মত আচরণ করবে অর্থাৎ নিজের যোনিকে লিঙ্গে র সাথে সংযুক্ত ক'রে বিপরীত রমণ করবে) সন্দংশ, ভ্রমরক এবং প্রেঙ্খোলিত নামে তিনটি অতিরিক্ত ভেদ দেখা যায়। ২৩।

বড়বার (অর্থাৎ স্ত্রী-অশ্বের) সম্বাধের (যোনির) মত নায়িকা তার যোনির ওষ্ঠপুটি

দ্বারা (অর্থাৎ যোনির দুপাশে চামড়ার যে দুটি পুরু ভাঁজ থাকে তার দ্বারা) নায়কের লিঙ্গটি সাঁড়াশির মত আটকে ধ'রে, ভিতরে আকর্ষণ করবে এবং লিঙ্গকে পীড়িত করতে থেকে অনেকখানি সময় অতিবাহিত করবে। একে **'সন্দংশ'** (pincer manner) বলে। ২৪।

যোনিতে লিঙ্গ প্রবিষ্ট অবস্থায় নায়িকা দুটি পা কিছুটা মুড়িয়ে, (দুই জঘনদ্বারা নায়কের জঘন বেষ্টন ক'রে), দুই হাত দিয়ে নায়কের শরীরকে বেষ্টন করে ধ'রে, শায়িত অবস্থাতেই কুমোরের চক্রের মত ঘুরতে থাকবে। একে **'ভ্রমরক'** (drilling manner) বলা হয়। এটি খুব অভ্যাস করে শিখতে হয়। ২৫।

মূল। তত্রেতরঃ স্বজঘনমুৎক্ষিপেৎ।। ২৬।। জঘনমেব দোলায়মানং সর্বতো ভ্রাময়েদিতি প্রেঙ্খোলিতকম্।। ২৭।। যুক্তযন্ত্রৈব ললাটে ললাটং নিধায় বিশ্রাম্যেত।। ২৮।। বিশ্রান্তায়াঞ্চ পুরুষস্য পুনরাবর্তনম্ ইতি পুরুষায়িতানি।। ২৯।।

অনুবাদ। সেই **'ভ্রমরক'** অবস্থায় নায়ক, যোনি থেকে লিঙ্গ যাতে ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবং 'ভ্রমরক' যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তার জন্য নিজের জঘন উপরের দিকে তুলে ধরবে (যাতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় শয্যার কোন অংশের সাথে পা আটকে না যায় এবং যাতে নায়িকার ঘুরতে সুবিধা হয়)। সেই অবস্থায় নিজের উত্তোলিত জঘনকে দোলায়মান ক'রে (অর্থাৎ লিঙ্গ-যোনি-সংযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে, জঘনকে একবার পিছন দিকে নিয়ে, সামনের দিকে নেবে; একবার বাঁ দিকে নিয়ে ডান দিকে নেবে) চারদিকে ঘোরাবে। একে **'প্রেঙ্খোলিতক'** (swinging manner) বলা হয়।

রতির উপশম হয়নি, অথচ দুজনেই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে—এই অবস্থায় লিঙ্গ-যোনির সংযোগ-অবস্থাতেই একজনের ললাটে অন্যজন ললাট স্থাপন ক'রে কিছুসময় বিশ্রাম ক'রে নেবে।

নায়িকার ক্লান্তি লাঘব হ'লে, নায়ক আবার পূর্বোক্ত প্রকার রতিক্রিয়ার অনুশীলন করবে, নায়িকাও নায়কের উপর অবস্থান ক'রে পুরুষায়িত করতে থাকবে। এই পর্যন্তই **পুরুষায়িত-প্রসঙ্গ।** ২৬-২৯।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ —

প্রচ্ছাদিতস্বভাবাপি গূঢ়াকারাপি কামিনী।
বিবৃণোত্যেব ভাবং স্বং রাগাদুপরিবর্তিনী।। ৩০।।

অনুবাদ। এই বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে।—লজ্জার দ্বারা স্ত্রীলোকের রতি-

সম্পর্কিত কোনো অভিপ্রায় প্রচ্ছাদিত হ'লেও এবং বিশেষ অভিপ্রায়সূচক কোনো চিহ্ন গোপন করলেও, স্ত্রী যদি শায়িত নায়কের উপরে অবস্থান ক'রে রতি-ক্রিয়ার নিযুক্ত হয়, তবে অনুরাগের আতিশয্যবশত সে নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখতে সমর্থ না হ'য়ে, আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করে ফেলে। ৩০।

মূল। যথাশীলা ভবেন্নারী যথা চ রতিলালসা।
তস্যা এব বিচেষ্টাভিস্তং সর্বমুপলক্ষয়েৎ।। ৩১।।

অনুবাদ। নারীর যেরকম স্বভাব এবং যে যে ভাবে সে রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, নায়ক তাকে নিজের শরীরের উপর শায়িত ক'রে এবং নানা চেষ্টার দ্বারা সাহায্য ক'রে, স্ত্রীর অভীপ্সিত সেই সেই কাজ করতে দিয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। পরে যখন নায়ক স্ত্রীর শরীরের উপর অবস্থান করবে, তখন নায়কের কাজের অনুকরণ করে স্ত্রী-ও অনুরূপভাবে নায়ককে রতিক্রিয়ার আনন্দ দেবে। ৩১।

মূল। ন ত্বেবর্তৌ ন প্রসূতাং ন মৃগীং ন চ গর্ভিণীম্।
ন চাতিব্যায়তাং নারীং যোজয়েৎ পুরুষায়িতে।। ৩২।।

অনুবাদ। ঋতুমতী নারীকে, সদ্য সন্তান প্রসব করেছে এমন নারীকে, মৃগীজাতীয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র-যোনি বিশিষ্টা নারীকে, গর্ভ সঞ্চার হয়েছে এমন নারীকে এবং বিশালাকার কোন নারীকে 'পুরুষায়িতে' অর্থাৎ বিপরীতরমণে নিয়োজিত করা উচিত নয়। [কারণ, নারীরা যদি পুরুষায়িতে লিপ্ত হয় অর্থাৎ উত্তান (চিৎ) ভাবে শায়িত পুরুষের উপর অবস্থান ক'রে পুরুষের কাজের অনুকরণ ক'রে, লিঙ্গ-যোনি সংযোগে উদ্যোগ নেয়, তবে ঋতুমতী নারীর গর্ভধারণ না করতে পারার সম্ভাবনা থাকে, সদ্যপ্রসূতা নারীর প্রদর ও কটি নির্গমের ভয় থাকে, মৃগীজাতীয়া নারীর যোনি ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যেতে পারে, গর্ভিণীর গর্ভস্রাব হ'তে পারে এবং বিশালাকার নারীর এই কাজে অক্ষমতা দুজনকেই রতিসুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।]। ৩২।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রযোগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে পুরুষায়িতং পুরুষোপসৃপ্তানি চ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।। ৮।।

সাম্প্রযোগিক-নামক-ষষ্ঠ অধিকরণের অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রয়োগিকম্

নবমোঽধ্যায়ঃ

ঔপরিষ্টকম্

[এই অধ্যায়ে মুখের দ্বারা লিঙ্গ লেহন অর্থাৎ মুখ মেহন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জীবিকাহীন নপুংসকদের এবং অন্যান্য কয়েকধরণের ব্যক্তির জীবিকালাভের জন্য এই রতিক্রিয়া সম্পাদিত হত।]

মূল। **দ্বিবিধা তৃতীয়া প্রকৃতিঃ, স্ত্রীরূপিণী পুরুষরূপিণী চ।। ১।। তত্র স্ত্রীরূপিণী স্ত্রিয়া বেষমালাপং লীলাং ভাবং মৃদুত্বং ভীরুত্বং মুগ্ধতামসহিষ্ণুতাং ব্রীড়াং চানুকুর্বীত।। ২।।**

অনুবাদ। (তৃতীয়া প্রকৃতি বা নপুংসকের (eunuch) ঔপরিষ্টক-নামক সম্প্রয়োগের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে—)। তৃতীয়া প্রকৃতি বা নপুংসক (বা হিজরা) দুই রকমের, স্ত্রীরূপিণী ও পুরুষরূপিণী। যে নপুংসকের কিছু পরিমাণে স্তন প্রভৃতির উদ্‌গম হয়, সে স্ত্রীরূপিণী এবং যাদের গোঁফ-দাড়ি গজায়, সেইসব নপুংসক পুরুষরূপিণী। এই দুই প্রকার ক্লীবকে অবলম্বন করেই **ঔপরিষ্টক** প্রকরণের অবতারণা।

এই দুই রকমের তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যে যারা স্ত্রীরূপিণী, তারা স্ত্রীলোকের বেষ (অর্থাৎ চুল বাঁধা সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কাপড়-চোপড় বিন্যাসের চেষ্টা করা ইত্যাদি), নারীর মতো আলাপ, লীলা (যেমন, ধীরে ধীরে চলা), হাব-ভাব, মৃদুত্ব (কোমলতা), ভয়শীলতা, সরলতা, আঘাতাদি সহনে অক্ষমতা এবং লজ্জার অনুকরণ করবে। ১-২।

মূল। **তস্যা বদনে জঘনকর্ম। তদৌপরিষ্টকমাচক্ষতে।। ৩।। সা ততো রতিমাভিমানিকীং বৃত্তিং চ লিপ্সেৎ, বেশ্যাবচ্চরিতং প্রকাশয়েদিতি স্ত্রীরূপিণী।।৪।।**

অনুবাদ। স্ত্রীলোকের স্বভাবাদি অনুকরণ-কারী ক্লীবের মুখে ক্রিয়মাণ রতিক্রিয়াকে **ঔপরিষ্টক** ('mouth congress') বলে। সাধারণ নারীর যোনিতে পুরুষের লিঙ্গ দ্বারা যে রতিক্রিয়া হয়, নপুংসকের সাথে সেরকম সম্ভব নয়। তাই, লিঙ্গ দ্বারা যোনিতে যে কাজ সম্পাদিত হয়, স্ত্রীরূপিণী তৃতীয়া প্রকৃতির মুখে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সেই কাজ সম্পাদন করতে হবে। **আচার্যগণ** এই ব্যাপারকে

'ঔপরিষ্টক' বা 'মুখমেহন' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। এইরকম সুরতব্যাপার থেকেই স্ত্রীরূপিণী তৃতীয়া প্রকৃতি আভিমানিক প্রীতি (অন্যান্য নারীর ক্ষেত্রে চুম্বনাদিজনিত যে আনন্দ) ও জীবিকা লাভ করবে এবং বেশ্যার মত চরিত্র প্রকাশ করবে। [কামোন্মত্ত পুরুষেরা রতিতৃপ্তির উপায়ান্তর না দেখে অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীরূপিণী হিজরার মুখে লিঙ্গ প্রবেশের দ্বারা কামবাসনার পরিতৃপ্তি করতে পারে; এইভাবে অর্থ প্রাপ্তিতে স্ত্রীরূপিণীর জীবিকা-সংস্থান হ'তে পারে। আর বহু পুরুষের সাথে এইরকম ঔপরিষ্টক করলে, তার আচরণ বেশ্যার তুল্য হবে।]। ৪।

মূল। পুরুষরূপিণী তু প্রচ্ছন্নকামা পুরুষং লিপ্সমানা সম্বাহকভাবমুপজীবেৎ।। ৫।। সম্বাহনে পরিস্বজমানেব গাত্রৈরূরূ নায়কস্য মৃদ্নীয়াৎ। প্রসৃতপরিচয়া চোরুমূলং সজঘনম্ অতি সংস্পৃশেৎ।। ৬।। তত্র স্থিরলিঙ্গতামুপলভ্য চাস্য পাণিমন্থেন পরিঘট্টয়েৎ। চাপলমস্য কুৎসয়ন্তীব হসেৎ।। ৭।। কৃতলক্ষণেনাপ্যুপলব্ধবৈকৃতেনাপি ন চোদ্যত ইতি চেৎ, স্বয়মুপক্রমেৎ, পুরুষেণ চ চোদ্যমানা বিবদেৎ। কৃচ্ছ্রেণ চাভ্যুপগচ্ছেৎ।। ৮।।

অনুবাদ। পুরুষরূপিণী তৃতীয়া প্রকৃতি নিজের আভিমানিকী প্রীতিকে (অর্থাৎ কামেচ্ছা-কে) প্রচ্ছন্ন রেখে (অর্থাৎ নিজে পুরুষরূপিণী হ'য়ে পুরুষের সাথে সম্প্রযোগ করতে অনিচ্ছুক—এইরকম ভাব দেখিয়ে), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষকে নিজের সাথে সম্প্রযোগ করাতে ইচ্ছুক হ'য়ে, সম্বাহকের কাজ নিয়ে অঙ্গমর্দনের (পুরুষ-শরীরের নানা অঙ্গ মালিশ বা দলাই মালাই ক'রে অঙ্গের তৃপ্তি দিয়ে) দ্বারা জীবিকানির্বাহ করবে। (ফলে, ঐ নপুংসক, বিবস্ত্র পুরুষের অঙ্গমর্দন করতে করতে তাকে উত্তেজিত করিয়ে, তার (ঐ নপুংসকের) সাথে সে যাতে ঔপরিষ্টক করে, সে ব্যাপারে নিজেই চেষ্টা করবে)। কোনো পুরুষের সম্বাহন বা অঙ্গমর্দনের সময় ঐ পুরুষরূপিণী প্রকৃতি উক্ত পুরুষের উরুর উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে, উরুর সাথে কৌশল ক'রে তার দেহের আলিঙ্গন ঘটিয়েই যেন অঙ্গমর্দনে নিযুক্ত থাকবে। তারপর আস্তে আস্তে ঐ পুরুষের সাথে নপুংসকের পরিচয় গাঢ় হ'লে, সে নিজের জঘন পুরুষের উরুমূলে (লিঙ্গের দুই পাশে) স্পর্শ করাবে। ক্রমশ, যখন পুরুষের সাধনযন্ত্র (অর্থাৎ লিঙ্গ) উত্তেজনায় সোজা ও স্থির হ'য়ে দাঁড়াবে, তখন ঐ লিঙ্গে রাগসঞ্চার হয়েছে বুঝতে পেরে, ঐ নপুংসক, পুরুষের লিঙ্গটিকে দুই হাতে ধ'রে দই মন্থন করার মত মন্থন করবে। "তোমার মত চঞ্চল লোক দেখা যায় না, কারণ, তোমার উরু স্পর্শ করামাত্র তোমার লিঙ্গ স্থির ও সোজা হ'য়ে গিয়েছে" —এই কথা ব'লে ঐ তৃতীয়া প্রকৃতি হাসতে থাকবে। পুরুষ কিন্তু ক্রোধ দেখাবে না। এইভাবে ঐ পুরুষের কাম বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও এবং লিঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থা ত্যাগ ক'রে পরিবর্তিত (অর্থাৎ স্থির ও সোজা)

অবস্থা পাওয়া সত্ত্বেও, পুরুষ যদি ঐ নপুংসকের সাথে ঔপরিষ্টক-ক্রিয়া করতে (অর্থাৎ নিজের লিঙ্গ ঐ নপুংসকের মুখে প্রবেশ করিয়ে সম্প্রযোগ করতে) অগ্রসর না হয়, তবে ঐ নপুংসক নিজেই ঐ কাজটি করবে (অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গটিকে নিয়ে নিজের মুখে প্রবেশ করিয়ে দেবে)। আর পুরুষ যদি ঐ পুরুষরূপিণীর সাথে ঔপরিষ্টকে সম্মত হ'য়ে তার মুখে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে উদ্যত হয়, তবে ঐ নপুংসক 'আমি এইরকম কাজ করতে দেবো না' —হঠাৎ এই কথা ব'লে মিথ্যা কলহ বাধিয়ে দেবে। পরে, অতি কষ্টে পুরুষের লিঙ্গ নিজের মুখে প্রবেশ করাতে দেবে। [স্ত্রীরূপিণীর কামভাব অপেক্ষাকৃত বেশী, তাই ঔপরিষ্টক ক্রিয়ায় সে আনন্দ পায়। কিন্তু পুরুষরূপিণীর কামভাব অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায়, তার পক্ষে কখনো ঔপরিষ্টক ক্রিয়া কিছুটা কৃচ্ছ্রতার সাথে সম্পন্ন করতে হয়।]। ৫-৮।

মূল। তত্র কর্মাষ্টবিধং সমুচ্চয়প্রযোজ্যম্; —নিমিতং পার্শ্বতোদষ্টং বহিঃসন্দংশোঽন্তঃসন্দংশশ্চুম্বিতকং পরিমৃষ্টকমাম্রচূষিতকং সঙ্গর ইতি।। ৯।। তেষ্বেকৈকমভ্যুপগম্য বিরামাভীপ্সাং দর্শয়েৎ।। ১০।। ইতরশ্চ পূর্বস্মিন্নভ্যুপগতে তদুত্তরমেবাপরং নির্দিশেৎ। [তস্মিন্নপি] সিদ্ধে তদুত্তরমিতি।। ১১।।

অনুবাদ। ঔপরিষ্টকে প্রধানত পুরুষরূপী ক্লীবের দ্বারা যে ব্যাপারগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তা **আট রকমের**। ক্রমানুসারে সবগুলিই একটার পর আর একটা প্রয়োগ করতে হয়। এই আট রকমের ব্যাপার হ'ল— নিমিত, পার্শ্বতোদষ্ট, বহিঃসন্দংশ, অন্তঃসন্দংশ, চুম্বিতক, পরিমৃষ্টক, আম্রচূষিতক এবং সঙ্গর। এইগুলি নিজের খুশীমত প্রয়োগ করা চলবে না। এদের মধ্যে প্রথম থেকে এক একটি প্রয়োগ ক'রে, সেটি পরিত্যাগ করার ইচ্ছা দেখাবে। তৃতীয়া প্রকৃতি এবং নায়ক দুজনেরই কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্যই এইরকম ক্রমানুসারে প্রয়োগ করতে হয়। নায়কও প্রথম ব্যাপার অর্থাৎ নিমিত অনুষ্ঠিত হ'লে, পরের ব্যাপারের অর্থাৎ পার্শ্বতোদষ্টের অনুষ্ঠান করার জন্য তৃতীয়া প্রকৃতিকে নির্দেশ দেবে। সেই পার্শ্বতোদষ্ট সমাচরিত হ'লে, তার পরেরটির অর্থাৎ বহিঃসন্দংশের অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেবে। —এইভাবে পর পর সবগুলি চলতে থাকবে। তৃতীয়া প্রকৃতিও নিজের রতির তৃপ্তির জন্য এবং আনুষঙ্গিক সুখ লাভের জন্য ঐরকমভাবে একটির পর অন্যটির প্রয়োগ ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। নায়ক যদি নিজেই ঔপরিষ্টকের উপক্রম ক'রে থাকে, তবে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে এই সবগুলি ব্যাপার সম্পন্ন করবে। ৯-১১।

মূল। করালম্বিতমোষ্ঠয়োরুপরি বিন্যস্তমপবিধ্য মুখং বিধুনুয়াৎ তন্নিমিতম্।। ১২।। হস্তেনাগ্রমবচ্ছাদ্য পার্শ্বতো নির্দশনমোষ্ঠাভ্যামবপীড্য ভবত্বেতাবদিতি সান্ত্বয়েৎ, তৎ পার্শ্বতোদষ্টম্।। ১৩।।

অনুবাদ। (পূর্বোক্ত ঔপরিষ্টক-ব্যাপারগুলিকে দুটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। —**বাহ্য ও আভ্যন্তর**। নিমিত, পার্শ্বতোদষ্ট ও বহিঃসন্দংশ হ'ল বাহ্য এবং শেষের পাঁচটি আভ্যন্তর।)

তৃতীয়া প্রকৃতি বা নপুংসক, নায়কের লিঙ্গ নিজের মুখে প্রবেশ করানোর সময় মুখটা যাতে নীচের দিকে নেমে না যায়, সেজন্য একটা হাত দিয়ে মুখ ধ'রে থাকবে। তারপর যখন দুটি ওষ্ঠের উপর লিঙ্গ স্থাপিত হবে, তখন ঐ ক্লীব ওষ্ঠ বর্তুলকার (গোলাকার) ক'রে, সেই গোলাকার ওষ্ঠ-দ্বারা লিঙ্গকে চেপে ধ'রে মুখ ঘোরাতে থাকবে। একে **'নিমিত'** ('nominal congress') বলা হয়। ১২।

লিঙ্গের অগ্রভাগ মুঠো করে ধ'রে, মুখের মধ্যে নিয়ে এসে, দুই ওষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরবে এবং মুখের ভিতরে পাশের দিকে, যেখানে দাঁত নেই, নিয়ে এসে কামড়াতে থাকবে। এই সময় 'এবার তোমার লিঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছি' এই ব'লে নায়ককে সান্ত্বনা দিতে থাকবে। এই ব্যাপারটিকে **'পার্শ্বতোদষ্ট'** ('biting the sides') বলা হয়। ১৩।

মূল। ভূয়শ্চোদিতা সম্মীলিতৌষ্ঠী তস্যাগ্রং নিষ্পীড্য কর্ষয়ন্তীব মুঞ্চেৎ। ইতি বহিঃসন্দংশঃ।। ১৪।। তস্মিন্নেবাভ্যর্থনয়া কিঞ্চিদধিকং প্রবেশয়েৎ, সাপি চাগ্রমোষ্ঠাভ্যাং নিষ্পীড্য নিষ্ঠীবেৎ ইত্যন্তঃসন্দংশঃ।। ১৫।। করাবলম্বিতস্যৌষ্ঠবদ্গ্রহণং চুম্বিতকম্।। ১৬।। তৎ কৃত্বা জিহ্বাগ্রেণ সর্বতো ঘট্টনমগ্রে চ ব্যধনমিতি পরিমৃষ্টকম্।। ১৭।।

অনুবাদ। পার্শ্বতোদষ্ট-ব্যাপার হ'য়ে যাওয়ার পর নায়ক যদি আবার ক্লীবের মুখমধ্যে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে চায়, তখন ঐ ক্লীব ওষ্ঠ দুটিকে সম্মীলিত ক'রে, লিঙ্গের অগ্রভাগকে মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সেই সম্মীলিত ওষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরবে এবং লিঙ্গকে মুখের ভিতর আকর্ষণ ক'রে, মুখ দিয়ে লিঙ্গটিকে পুরুষের শরীর থেকে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করবে। পরে মুক্ত করবে। এই ব্যাপারের নাম **'বহিঃসন্দংশ'** ('pressing outside')।১৪।

ঐ ক্লীব যদি প্রার্থনা করে, তবে নায়ক তার সাধনের (লিঙ্গের) অগ্রভাগ বেশী পরিমাণে ক্লীবের মুখে প্রবেশ করিয়ে দেবে। (নায়ক ইচ্ছা করলে লিঙ্গের গোড়া পর্যন্ত প্রবেশ করাতে পারে)। আবার ক্লীব কোনো প্রার্থনা না করেই লিঙ্গের অগ্রভাগ নিজেই মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিতে পারে। তারপর সে ওষ্ঠ দিয়ে কিছুক্ষণ লিঙ্গের অগ্রভাগকে চেপে ধ'রে নিপীড়িত করবে এবং কিছু পরে ঐ লিঙ্গকে মুখ থেকে বাইরে ছুড়ে দেবে। একে **'অন্তঃসন্দংশ'** ('pressing inside') বলে। ১৫।

তৃতীয়া প্রকৃতি (ক্লীব) নায়কের লিঙ্গের অগ্রভাগ একটি হাতের উপর রেখে, যেমনভাবে কোনো নায়িকা নায়কের অধর চুম্বন করে, তেমনভাবে ওষ্ঠ দিয়ে লিঙ্গের অগ্রভাগ চুম্বন করার মত করে ধ'রে থাকবে। একে **'চুম্বিতক'** (kissing) বলা হয়। ঐভাবে ধ'রে থাকা অবস্থায় তৃতীয়া প্রকৃতি (ক্লীব) তার জিহ্বার অগ্রভাগ (ডগা) দিয়ে নায়কের লিঙ্গাগ্রের চারদিকে ঘর্ষণ করবে এবং ঐ জিহ্বাগ্র দ্বারাই লিঙ্গের স্রোতঃস্থানে (অর্থাৎ মূত্র নির্গমনস্থানে) তাড়ন করবে। এই ব্যাপারটির নাম **'পরিমৃষ্টক'** (rubbing)। ১৬-১৭।

মূল। তথাভূতমেব রাগবশাদর্দ্ধপ্রবিষ্টং নির্দয়মবপীড্যাবপীড্য মুঞ্চেৎ। ইত্যাম্রচূষিতকম্।। ১৮।। পুরুষাভিপ্রায়াদেব গিরেৎ পীড়য়েচ্চাপরিসমাপ্তেঃ ইতি সঙ্গরঃ।। ১৯।। যথার্থং চাত্র স্তননপ্রহণনয়োঃ প্রয়োগঃ ইতৌপরিষ্টকম্।।২০।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত প্রকারে ব্যাপার চলতে থাকার সময় নায়কের অনুরাগের আধিক্যবশত লিঙ্গ যদি তৃতীয়া প্রকৃতির (ক্লীবের) মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তবে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট লিঙ্গকে ঐ তৃতীয়া প্রকৃতি ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র দিয়ে দুই বা তিনবার নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ক'রে ছেড়ে দিয়ে মুখের মধ্যেই লিঙ্গকে রেখে দেবে। এইরকম আবার করবে (ব্যাপারটি অনেকটা, যেমন পাকা আম ফুটো ক'রে খানিকক্ষণ জোরে চোষার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং আবার চোষা হয়, সেইরকম)। একে বলা হয় **'আম্রচূষিতক'** ('sucking mango fruit')। ১৮।

এইভাবে সম্প্রযোগ চলতে থাকার সময়, পুরুষের রতি প্রত্যাসন্ন বুঝতে পেরে, তার লিঙ্গ থেকে শুক্র নির্গমনের সময় পর্যন্ত ঐ লিঙ্গকে মুখের মধ্যে রেখে জিহ্বার দ্বারা পীড়ন করবে। এই প্রক্রিয়াকে **'সঙ্গর'** ('swallowing up') বলে। ১৯।

নিমিত-প্রভৃতি প্রয়োগের সময় অনুরাগের মৃদুত্ব, মধ্যভাব ও আধিক্যবশত স্তনন (মুখে জোরে লিঙ্গ প্রবেশের ফলে, মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ করা অথবা বুকে বা পিঠে চপেটাঘাতের দ্বারা শব্দ করা) এবং পূর্বোক্ত প্রহণনের প্রয়োগ হ'তে পারে। তৃতীয়া প্রকৃতির (নপুংসকের) সাথে আলিঙ্গন প্রভৃতি সম্ভব নয় এবং সম্ভব হ'লেও কারোর পক্ষেই সুখদায়ক নয়; তাই এই ক্ষেত্রে স্তনন ও প্রহণনেরই বিধান দেওয়া হয়েছে।

এই পর্যন্তই **ঔপরিষ্টক-ব্যাপার**। ২০।

মূল। কুলটাঃ স্বৈরিণ্যঃ পরিচারিকাঃ সম্বাহিকাশ্চাপ্যেতৎ প্রযোজয়ন্তি।। ২১।। তদেতত্তু ন কার্যং সময়বিরোধাদসভ্যত্বাচ্চ। পুনরপি হ্যাসাং বদনসংসর্গে

স্বয়মেবার্তিং প্রপদ্যেত ইত্যাচার্যাঃ।। ২২।। বেশ্যাকামিনোঽয়মদোষঃ, অন্যতোঽপি পরিহার্যঃ স্যাৎ ইতি বাৎস্যায়নঃ।। ২৩।।

অনুবাদ। (দেশের প্রকৃতি অনুসারে যেখানে ঔপরিষ্টক বা মুখমেহনের প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই, সেখানেও দেখা যায়, ঔপরিষ্টকপ্রয়োগ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—) কুলভ্রষ্টা, স্বচ্ছন্দচারিণী স্বৈরিণী, পরিচারিকা এবং সম্বাহিকা (লোকের শরীর মর্দন ক'রে যারা জীবিকা নির্বাহ করে) —এরাও কখনো কখনো ঔপরিষ্টক প্রয়োগ ক'রে থাকে। অতএব শুধুমাত্র তৃতীয়া প্রকৃতি বা নপুংসকেরা-ই যে ঔপরিষ্টক প্রয়োগ করবে, এমন নয়। ২১।

কোন কোন আচার্যের অভিমত হ'ল— ঔপরিষ্টক (অর্থাৎ মুখের মধ্যে লিঙ্গ প্রবেশের দ্বারা সম্প্রয়োগ ক'রা) —ব্যাপারটির আচরণ করা কর্তব্য নয়। কারণ, মুখে ঔপরিষ্টকের কাজকে ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সৎলোকেরা এ ব্যাপারটিকে নিন্দনীয় ব'লে মনে করেন। ঔপরিষ্টক-প্রযোক্তার পক্ষে এটি অসভ্যতার পরিচায়ক। তাছাড়া আরও বক্তব্য এই যে, যেসব নায়িকার মুখে একবার সাধন (লিঙ্গ) প্রবেশ করিয়ে ঔপরিষ্টক করা হয়েছে, তাদের মুখে আবার যখন ঔপরিষ্টকের অনুষ্ঠান করতে যাওয়া হবে, তখন প্রযোক্তার নিজেরই ঘৃণা উপস্থিত হবে। ২২।

বাৎস্যায়ন অবশ্য বলেন—কুলটা প্রভৃতি বেশ্যা-প্রকৃতির নারীকে যারা কামনা করে, সেইসব নায়কের পক্ষে এই ঔপরিষ্টক দোষের নয়। কিন্তু বিবাহিতা নারী বা অন্যান্য শ্রেণীর নারীর সাথে সংসর্গের সময় এই ঔপরিষ্টক অবশ্যই পরিহার্য, কারণ, তাতে শুধু প্রযোক্তা-ই নয়, তার পিতাপিতামহেরাও দোষের ভাগী হয়। ২৩।

মূল। **তস্মাদ্ যাস্ত্বৌপরিষ্টকমাচরন্তি ন তাভিঃ সহ সংসৃজ্যন্তে প্রাচ্যাঃ।। ২৪।। বেশ্যাভিরেব ন সংসৃজ্যন্তে আহিচ্ছত্রিকাঃ, সংসৃষ্টা অপি মুখকর্ম তাসাং পরিহরন্তি।। ২৫।।**

অনুবাদ। এইসব কারণে, যেসব বেশ্যাজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা ঔপরিষ্টক-ব্যাপারের আচরণ করে, প্রাচ্যগণ (অঙ্গদেশের অর্থাৎ ভাগলপুর অঞ্চলের পূর্বদিকে অবস্থিত দেশের অধিবাসীরা) তাদের সাথে ঔপরিষ্টক ক্রিয়া তো দূরের কথা, অন্য প্রচলিত উপায়েও সম্প্রয়োগ করে না। ২৪।

অহিচ্ছত্রদেশে (প্রাচীন দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্চাল রাজ্যের অংশবিশেষে) উৎপন্ন ব্যক্তিরা বেশ্যাদের সাথে সঙ্গমে নিযুক্ত হয় না। কখনো অত্যন্ত কামনার দ্বারা

তাড়িত হ'য়ে ঐ বেশ্যাদের সাথে সংসর্গ করলেও, তাদের মুখে চুম্বন প্রভৃতি কখনোই করে না। ২৫।

মূল। **নিরপেক্ষাঃ সাকেতাঃ সংসৃজ্যন্তে।। ২৬।। ন তু স্বয়মৌপরিষ্টকমাচরন্তি নাগরকাঃ।। ২৭।।**

অনুবাদ। সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যার অধিবাসীরা নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ শৌচ-অশৌচ এসব বিচার-বিবেচনা না ক'রে, বেশ্যাদের সাথে সংসর্গ এবং তাদের মুখে চুম্বন প্রভৃতির প্রয়োগ করে। ২৬।

নাগরক অর্থাৎ পাটলিপুত্রবাসীরা নিজে থেকে ঔপরিষ্টক-ব্যবহার করে না (কিন্তু বেশ্যারা যদি নিজের উদ্যোগে ঔপরিষ্টক-প্রয়োগ কামনা করে, তবে নাগরকেরা তার আচরণ করে। কিন্তু তাদের মুখ-চুম্বনের কাজ তারা সব সময়েই পরিহার করে।) । ২৭।

মূল। **সর্বমবিশঙ্কয়া প্রযোজয়ন্তি শৌরসেনাঃ।। ২৮।। এবং হ্যাহুঃ;—কো হি যোষিতাং শীলং শৌচমাচারং চরিত্রং প্রত্যয়ং বচনং বা শ্রদ্ধাতুমর্হতি। নিসর্গাদেব হি মলিনদৃষ্টয়ো ভবন্ত্যেতা ন পরিত্যাজ্যাঃ। তস্মাদাসাং স্মৃতিত এব শৌচমন্বেষ্টব্যম্।। ২৯।।**

অনুবাদ। শূরসেন দেশের অধিবাসীরা (যারা কৌশাম্বীর দক্ষিণদিকে অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলে বাস করে) শঙ্কাহীনভাবে (অর্থাৎ লিঙ্গ প্রবেশ করানোর পক্ষে সব স্থানই পবিত্র এই অভিপ্রায়ে) মুখে রতিক্রিয়া এবং তার আনুষঙ্গিক চুম্বনাদি সমস্তই প্রয়োগ ক'রে থাকে। অর্থাৎ তারা বেশ্যা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর নারীর সাথেই সম্প্রয়োগ, ঔপরিষ্টক এবং মুখচুম্বন প্রভৃতি ক'রে থাকে। ২৮।

শূরসেনের অধিবাসীরা নিজেদের কাজের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে এইরকম বলে—স্ত্রীদের স্বভাব, শুচিতা, কর্মানুষ্ঠান, চরিত্র, বিশ্বাস এবং কথাবার্তায় কে শ্রদ্ধা করতে পারে? বস্তুত, স্ত্রীলোককে কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। স্বভাবতই এদের বুদ্ধি কলুষিত এবং এরা লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করতে নিপুণ। তবুও এদের পরিত্যাগ করা যায় না, কারণ এরা পুরুষের প্রয়োজনে আসে। রতিক্রিয়ার ব্যাপারে এদের শুচিতার বিষয় স্মৃতিশাস্ত্র থেকেই অন্বেষণ করা যেতে পারে, কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রকেই প্রমাণ ব'লে ধরা হয়। ২৯।

মূল। **এবং হ্যাহুঃ—**

'বৎসঃ প্রস্রবণে মেধ্যঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।

শকুনিঃ ফলপাতে তু স্ত্রীমুখং রতিসঙ্গমে।।' ইতি।। ৩০।।

অনুবাদ। স্মৃতিকার বলেন— "প্রস্রবণসময়ে অর্থাৎ গাভীদোহনকালে গোবৎসের (বাছুরের) মুখ পবিত্র। মৃগয়া বা শিকারের সময় পশুকে মুখ দিয়ে ধরে যে কুকুর, তার মুখ পবিত্র। পাখী যখন মুখ (ঠোঁট) দিয়ে ঠুকরে গাছ থেকে নীচে ফল ফেলে, তখন সেই পাখীর মুখ পবিত্র (পাখীর মুখ পবিত্র হওয়ার জন্য, সে যে ফল নীচে ফেলে, সে ফলও পবিত্র)। আর রতিসঙ্গমসময়ে স্ত্রীলোকের (সে-স্ত্রীলোক মুখে ঔপরিষ্টক করুক বা নাই করুক) মুখও পবিত্র।" এই স্মৃতিবচনের মূল বক্তব্য হ'ল—রতিসঙ্গমসময়ে স্ত্রীলোকের মুখে (সেখানে ঔপরিষ্টকই করা হোক বা চুম্বনাদি করা হোক) কোনরকম অশুচিতা থাকে না। অতএব সেখানে চুম্বনাদি সবকিছুই প্রয়োগ করা যেতে পারে। ৩০।

মূল। শিষ্টবিপ্রতিপত্তেঃ, স্মৃতিবাক্যস্য চ সাবকাশত্বাদ্দেশস্থিতেরাত্মনশ্চ বৃত্তিপ্রত্যায়ানুরূপং প্রবর্তেতেতি বাৎস্যায়নঃ।। ৩১।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন উপরি উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ক'রে বলেন, —সকল স্ত্রীলোকের মুখই যে পবিত্র—এ বিষয়ে শিষ্টদের মধ্যে মতভেদ আছে। আর 'স্ত্রীমুখং রতিসঙ্গমে" —এই স্মৃতিবাক্যটি নিজের স্ত্রীর মুখের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে; অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সাথে রতিসঙ্গমের সময় ঐ স্ত্রীর মুখ পবিত্র থাকে এবং সেখানে চুম্বনাদি কখনই দোষের হয় না; এইরকম অর্থ করলেও ঐ স্মৃতিবাক্যের উদ্দেশ্য ঠিকই থাকে। অতএব এখানে 'স্ত্রীমুখ' বলতে 'সকল নারীর মুখ' এই অর্থে বেশ্যা-কেও ঐ নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে যে দেশের যে আচার এবং যেমন লোকের প্রবৃত্তি, সেই অনুসারে, কোন্‌টা শৌচ এবং কোন্‌টা অশৌচ তা ভালভাবে নির্ধারণ ক'রে, যেটা উপযুক্ত ও শোভন ব'লে মনে হবে, সেই অনুসারেই রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শুধুমাত্র শাস্ত্রের নির্দেশেই সব কাজের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এটাই হল বাৎস্যায়নের অভিমত। ৩১।

মূল। **ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ —**

প্রমৃষ্টকুণ্ডলাশ্চাপি যুবানঃ পরিচারকাঃ।
কেষাঞ্চিদেব কুর্বন্তি নরাণামৌপরিষ্টকম্।। ৩২।।

অনুবাদ। এখন পুরুষে পুরুষে যে ঔপরিষ্টক হয় (অর্থাৎ একজন পুরুষের লিঙ্গ অন্য পুরুষ কর্তৃক মুখে গ্রহণ) তার কথা বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে। যেমন—

উজ্জ্বল কুণ্ডল দ্বারা শোভিত যুবক-পরিচারকগণ কোন কোন লোকের ঔপরিষ্টক-ব্যাপার সম্পন্ন ক'রে থাকে।

[এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তার অর্থ হ'ল— যাদের গোঁফ-দাড়ি গজায়নি, বিশ্বাসযোগ্য এবং উজ্জ্বল অলঙ্কারে সজ্জিত এইরকম ভৃত্যগণকে ঔপরিষ্টক-ব্যাপারে নিযুক্ত করবে। যে ব্যক্তি নিয়োগকর্তা, তার লিঙ্গ মুখে নিয়ে নানারকম ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ভৃত্য তার নিয়োগকর্তাকে রতিক্রিয়ার সুখের মত সুখ দেবে। কারা এই ধরণের নিয়োগকর্তা হন—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—যাদের কামাবেগ মন্দীভূত, যারা বয়ঃপ্রাপ্ত, যারা লম্বা ও চওড়ায় বিশালকৃতি এবং যাদের স্ত্রী আর সঙ্গম করতে দেয় না—এই শ্রেণীর লোকেরাই গয়নাগাঁটিপরা ভৃত্যদের মুখে ঔপরিষ্টক ব্যাপার সম্পন্ন ক'রে থাকে। এই ঔপরিষ্টক অসাধারণ, কারণ, এখানে একজনেরই অর্থাৎ ভৃত্যেরই কর্তৃত্ব।] ৩৩।

মূল। **তথা নাগরকাঃ কেচিদন্যোন্যস্য হিতৈষিণঃ।**
কুর্বন্তি রূঢ়বিশ্বাসাঃ পরস্পরপরিগ্রহম্।। ৩৩।।

অনুবাদ। যেখানে দুজন পুরুষ একই সাথে পরস্পরে ঔপরিষ্টক ব্যাপার ক'রে থাকে, তখন সাধারণ ঔপরিষ্টক হয়। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কোনো দুজন স্ত্রীস্বভাব-বিশিষ্টনাগরক (নাগরবৃত্তিকে আশ্রয় করেছে, এমন ব্যক্তি) একে অপরের সুখ-উৎপাদনে উদ্যত হ'য়ে, মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং পরস্পরকে পরিগ্রহ করে।

[এখানে একে অন্যের সুখোৎপাদনে সাহায্য করবে অর্থাৎ পরস্পরের শুক্রনির্গমনের চেষ্টা করবে। পরস্পরকে পরিগ্রহ করবে এইভাবে— দুজনেই ঠিক ক'রে নেবে যে, আগে প্রথম জন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঔপরিষ্টক ক'রবে। এইভাবে সম্পাদিত ঔপরিষ্টককে **'ক্রমিক'** বলা হয়। কিন্তু দুজন পুরুষই একই সাথে যদি পরস্পরের লিঙ্গ মুখমধ্যে গ্রহণ ক'রে ঔপরিষ্টক ব্যাপার করতে থাকে, তবে ঐ ঔপরিষ্টকের নাম **'যুগপৎ'**। স্ত্রী-রাও এইরকম যুগপৎ ঔপরিষ্টক ক'রে থাকে। এ বিষয়ে বলা হয়েছে— অন্তঃপুরে বাসকারী কোনো কোনো স্ত্রী রতিসুখপ্রদানকারী পরপুরুষ না পেয়ে, একে অন্যের যোনি মুখ দিয়ে ধ'রে ঔপরিষ্টক-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে]। ৩৩।

মূল। **পুরুষাশ্চ তথা স্ত্রীষু কর্মৈতৎ কিল কুর্বতে।**
ব্যসস্তস্য চ বিজ্ঞেয়ো মুখচুম্বনবদ্বিধিঃ।। ৩৪।।

অনুবাদ। বেশ্যাজাতীয়া নারীরা যেমন পুরুষের লিঙ্গকে মুখের মধ্যে নিয়ে ঔপরিষ্টক ক্রিয়া করে, পুরুষেরাও তেমনি যোনির ওষ্ঠকে মুখের মধ্যে নিয়ে ঔপরিষ্টক কর্ম সম্পাদন করে। যোনিকে মুখের মধ্যে নিয়ে পুরুষের যে কাজ, তা অনেকটা মুখচুম্বনের মত। ৩৪।

মূল। পরিবর্তিতদেহৌ তু স্ত্রীপুংসৌ যৎ পরস্পরম্।
যুগপৎ সম্প্রযুজ্যেতে স কামঃ কাকিলঃ স্মৃতঃ।। ৩৫।।

অনুবাদ। নায়ক-নায়িকা পাশাপাশি শায়িত হ'য়ে (এমনভাবে শোবে যেন পুরুষের লিঙ্গের কাছে নারীর মুখ থাকে এবং নারীর যোনির কাছে থাকে পুরুষের মুখ) পরস্পরের উরুর মধ্যে দুজনের মুখ প্রবেশ করিয়ে একই সময়ে যদি দুজনে দুজনের লিঙ্গ ও যোনি মুখ দিয়ে গ্রহণ ক'রে রতিসুখ দিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই কাম **'কাকিল'** নামে অভিহিত হয়। ৩৫।

মূল। তস্মাদ্ গুণবতস্ত্যক্ত্বা চতুরাংস্ত্যাগিনো নরান্।
বেশ্যাঃ খলেষু রজ্যন্তে দাসহস্তিপকাদিষু।। ৩৬।।

অনুবাদ। (বেশ্যারা সাধারণ নীচপ্রকৃতির লোকদের সংসর্গেই 'ঔপরিষ্টক' পছন্দ করে। তাই বলা হয়েছে—) অতএব নায়কোচিত গুণযুক্ত, লোকব্যবহারে নিপুণ, দানবীর এবং অভিজাত লোকদের পরিত্যাগ ক'রে, বেশ্যারা নীচপ্রকৃতির ভৃত্য, হস্তিপক (মাহুত) প্রভৃতিতে বেশী অনুরাগ প্রকাশ করে এবং এদের সাথেই ঔপরিষ্টক ক'রতে বেশী ভালবাসে। ৩৬।

মূল। ন ত্বেতদ্ব্রাহ্মণো বিদ্বান্মন্ত্রী বা রাজধূর্ধরঃ।
গৃহীতপ্রত্যয়ো বাপি কারয়েদৌপরিষ্টকম্।। ৩৭।।

অনুবাদ। কোনো বিদ্বান ব্রাহ্মণ বা রাজ্য পালনের দায়িত্বে আছেন এমন কোন মন্ত্রী বা জনসাধারণের বিশ্বাসের পাত্র এমন কোন মাননীয় লোক বেশ্যাদের সাথে মিলিত হ'য়ে ঔপরিষ্টক-কর্ম করাবেন না। (এদের মুখচুম্বনাদিও করবেন না। করলে, তাতে ঐসব মাননীয় ব্যক্তির গৌরব হ্রাস হবে) । ৩৭।

মূল। ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতাবৎ প্রয়োগে কারণং ভবেৎ।
শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্।। ৩৮।।

অনুবাদ। অন্যান্য বিষয়ের মত ঔপরিষ্টক বিষয়ও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে ব'লে, সাধারণভাবে যে তার প্রয়োগ করতেই হবে, এমন নয়। [শাস্ত্রে 'বিহিত'-বিষয়গুলির যেমন বর্ণনা থাকে, তেমনই 'প্রতিষিদ্ধ' বিষয়েরও বর্ণনা দেওয়া হয়; অতএব শাস্ত্রে 'প্রতিষিদ্ধ' বিষয়ের বর্ণনা থাকায় তারও অনুষ্ঠান যে সকলকে করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।] শাস্ত্রার্থসমূহ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, কিন্তু শাস্ত্রার্থের প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ স্থানে লোকবিশেষের দ্বারা সম্পাদিত হয় ব'লে, এই প্রয়োগ হল একদেশিক—এইরকম জেনে কাজ করবে। [শাস্ত্রার্থ ব্যাপী, কারণ, শাস্ত্রে পাত্রের প্রতি

দৃষ্টি রেখে কোন্‌টা কর্তব্য, কোন্‌টা অকর্তব্য সকল বিষয়েরই উপদেশ দেওয়া হয়েছে; যেমন, কামশাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলিঙ্গন-চুম্বন প্রভৃতি যা কিছু রতিক্রিয়ার প্রসিদ্ধ অঙ্গ এবং সকল রকমের কামীর পক্ষে প্রযোজ্য, —সেগুলি যাতে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ— সবগুলির প্রয়োগ সকলেই করতে পারে না। সেইসব প্রয়োগের মধ্যে যে যে অংশ শিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রহণ করেছেন, সেগুলি নির্দ্বিধায় অন্যেরাও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে সুরতক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রীতিগুলি, কোন্ কোন্ দেশে প্রচলিত তা দেখে, শাস্ত্রকার প্রসঙ্গানুসারে সেগুলির বর্ণনা করেছেন, তা কিন্তু সকল (সকল দেশের) লোকের দ্বারা গৃহীত হ'তে পারে না। তা হ'লে 'অমুক দেশে এই রীতি প্রসিদ্ধ' এইরকম উল্লেখের কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব শাস্ত্রে শুধুমাত্র বর্ণিত হ'লেই চলবে না, দেখতে হবে শিষ্ট ব্যক্তিরা কোন্ কোন্‌টি গ্রহণ করছেন। দেখে, অন্যদেরও অনুরূপ কাজ করতে হবে। শাস্ত্রার্থ বহুদূর প্রসারী বা ব্যাপক, কিন্তু তাতে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে এক একটি বিশেষ বিশেষ দেশের লোকবিশেষের দ্বারা গৃহীত হ'তে পারে। শাস্ত্রে বর্ণিত সমস্ত বিষয় প্রত্যেক লোকের দ্বারা গৃহীত হ'তে পারে না। তাই কামশাস্ত্রে ঔপরিষ্টক বিষয়ের বর্ণনা থাকলেও, তা প্রত্যেক সুরতাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষ্যে প্রযোজ্য নয়—এটিই এখানে শাস্ত্রকারের অভিমত] ৩৮।

মূল। **রসবীর্যবিপাকা হি শ্বমাংসস্যাপি বৈদ্যকে।**

কীর্তিতা ইতি তং কিং স্যাদ্ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ।। ৩৯।।

অনুবাদ। বৈদ্যকশাস্ত্রে (অর্থাৎ প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে) কুকুরের মাংসের রস (মধুরাদি), বীর্য (সামর্থ্য) এবং বিপাক (প্রয়োগকরার পরিণতিতে স্বাদযুক্ত) প্রভৃতি গুণ কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ কুকুরের মাংস কি ভক্ষণ করবেন? [শাস্ত্রে কুকুরের মাংসের গুণ-বর্ণনা থাকলেও, সকলেই তা ভক্ষণ করেন না। কিন্তু, কোনো কোনো দেশের লোকেরা কুকুরের মাংস গ্রহণ করে। এই উদাহরণের দ্বারা, শাস্ত্র-নির্দেশের প্রয়োগ যে একদেশী—তা বোঝানো হ'ল।]। ৩৯।

মূল। **সন্ত্যেব পুরুষাঃ কেচিৎ সন্তি দেশাস্তথাবিধাঃ।**

সন্তি কালাশ্চ যেষ্বেতে যোগা ন স্যুর্নিরর্থকাঃ।। ৪০।।

অনুবাদ। (যে সব প্রয়োগ পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত হয় না, সেগুলি কেন শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হয়েছে—)

কোনো কোনো পুরুষ আছে (যেমন, শুচি ও অশুচিতে নির্বিকল্প শূরসেন অর্থাৎ মথুরা প্রভৃতি দেশবাসীরা) এবং ঔপরিষ্টকের উপযোগী কালও তেমন আছে, যখন

শাস্ত্রবর্ণিত ঔপরিষ্টকগুলির প্রয়োগ নিরর্থক হয় না। (যেমন, স্ত্রীর অধীনে থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে যেসব লোক, তারা সেই অবস্থায় থাকার সময় স্ত্রীর ইচ্ছা বা নির্দেশে, স্ত্রীর যোনি মুখ দিয়ে ধারণ ক'রে যেন স্ত্রীর মুখ চুম্বন করছে এমন আচরণ করে। সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় এইরকম প্রয়োগ চলবে না। এটি কাল অনুসারে **ঔপরিষ্টক প্রয়োগ**।]।৪০।

মূল। তস্মাদ্দেশং চ কালং চ প্রয়োগং শাস্ত্রমেব চ।
আত্মানং চাপি সম্প্রেক্ষ্য যোগান্ যুঞ্জীত বা ন বা।। ৪১।।

অনুবাদ। অতএব দেশ, কাল, প্রয়োগ (উপায়), শাস্ত্র এবং নিজের যোগ্যতা (অর্থাৎ কোন্‌টা আমার পক্ষে উচিত বা অনুচিত—তা বিবেচনা ক'রে) ভালভাবে পর্যালোচনা ক'রে ঔপরিষ্টক প্রভৃতির প্রয়োগ করা বা না করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।৪১।

মূল। অর্থস্যাস্য রহস্যত্বাচ্চলত্বান্মনসস্তথা।
কঃ কদা কিং কুতঃ কুর্যাদিতি কো জ্ঞাতুমর্হতি।। ৪২।।

অনুবাদ। অথবা কোথায়, কার সাথে, কিভাবে ঔপরিষ্টক প্রভৃতির প্রয়োগ করতে হবে, তার কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম কোনও পুরুষের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য ব'লে ঠিক করা সম্ভব নয়—এই কথা মনে রেখে উপসংহার করা হচ্ছে—

এই ঔপরিষ্টক বা মুখমেহন ব্যাপারটি গোপন স্থানে অত্যন্ত সঙ্গোপনে সম্পাদনীয় ব্যাপার; সকলেরই মন, বিশেষ ক'রে কামবাসনা জাগ্রত হ'লে, খুব চঞ্চল থাকে। অতএব কামোন্মত্ত বিদ্বান বা অবিদ্বান কোন্ ব্যক্তি, সুস্থ বা মত্ত কোন্ অবস্থায়, অনুরাগ ও দেশপ্রবৃত্তি এ দুটির মধ্যে কোন্ কারণে, লোকপ্রসিদ্ধ সম্প্রয়োগ ও ঔপরিষ্টক প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টি করতে প্রবৃত্ত হয়, তা কে জানতে পারে?। ৪২।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে
ষষ্ঠেঽধিকরণে ঔপরিষ্টকং নবমোধ্যায়ঃ।। ৯।।
সাম্প্রয়োগিক-নামক-ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

ষষ্ঠমধিকরণম্ ঃ সাম্প্রয়োগিকম্

দশমোঽধ্যায়ঃ

রতারম্ভাবসানিকম্, রতিবিশেষাঃ, প্রণয়কলহশ্চ

[সুরতক্রিয়ার আগে ও সমাপ্তিতে পুরুষ ও স্ত্রীর আচরণীয় ব্যাপার, নায়ক ও নায়িকার উত্তেজনাবৃদ্ধির উপায়, প্রণয়কলহ, এবং সুরতক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কামশাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যকতা — এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।]

মূল। নাগরকঃ সহ মিত্রজনেন পরিচারকৈশ্চ কৃতপুষ্পোপহারে সঞ্চারিতসুরভিধূপে রত্যাবাসে প্রসাধিতে বাসগৃহে কৃতস্নানপ্রসাধনাং যুক্ত্যা পীতাং স্ত্রিয়ং সান্ত্বনৈঃ পুনঃ পানেন চোপক্রমেৎ।। ১।। দক্ষিণতশ্চাস্যা উপবেশনম্।। ২।। কেশহস্তে বস্ত্রান্তে নীব্যামিত্যবলম্বনম্।। ৩।। রত্যর্থং সব্যেন বাহুনাহ্নুদ্ধতঃ পরিষ্বঙ্গঃ।। ৪।। পূর্বপ্রকরণসম্বন্ধৈঃ পরিহাসানুরাগৈর্বচোভিরনুবৃত্তিঃ।। ৫।। গূঢ়াশ্লীলানাং চ বস্তূনাং সমস্যয়া পরিভাষণম্।। ৬।। সনৃত্তমনৃত্তং বা গীতং বাদিত্রম্।। ৭।। কলাসু সংকথাঃ।। ৮।। পুনঃ পানেনোপচ্ছন্দনম্।। ৯।। জাতানুরাগায়াং কুসুমানুলেপনতাম্বূলদানেন চ শেষজনবিসৃষ্টিঃ।। ১০।। বিজনে চ যথোক্তৈরালিঙ্গনাদিভিরেনামুদ্ধর্ষয়েৎ।। ১১।। ততো নীবীবিশ্লেষণাদি যথোক্তমুপক্রমেত। ইত্যয়ং রতারম্ভঃ।। ১২।।

অনুবাদ। (এই অধিকরণের আগের অধ্যায়-কয়টিতে সুরতক্রিয়ার নানা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এখন সুরতক্রিয়ার আরম্ভে এবং অবসানে কি করণীয়, তা আলোচনার জন্য 'রতারম্ভাবসানিক' নামে অধ্যায়ের অবতারণা করা হচ্ছে। রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে যেমন ভাবে নায়ক-নায়িকাকে প্রস্তুতি নিতে হয়, তাকে 'রতারম্ভিক' ব্যাপার বলে। যদিও এই প্রসঙ্গ আগেই বলা উচিত ছিল, তবুও তা এখানে উল্লিখিত হচ্ছে—)।

নাগরক (নগরবাসী বা কোনো ধূর্ত ব্যক্তি) মিত্রজন ও পরিচারকদের (তাম্বূলদায়ক, সুরাদায়ক ও ভৃত্যদের) সঙ্গে নিয়ে ফুলের দ্বারা সুসজ্জিত ও সুগন্ধি-ধূপদ্বারা সুবাসিত, রতিক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট বাসগৃহে উপস্থিত হবে। সেখানে যথাস্থানে ঠিকমত শয্যাদি প্রস্তুত ক'রে দেওয়ায় রতিক্রিয়ার পক্ষে উপযোগী হবে; সেখানে স্নানের পরে আভরণের দ্বারা প্রসাধিতা হ'য়ে নায়িকা অল্প পরিমাণ মদ্যপান ক'রে

প্রবেশ করবে (অল্প পরিমাণ মদ্যপান করলে মন প্রফুল্ল থাকে; বেশী পরিমাণে মদ্যপানের ফলে নায়িকার মত্ততাজনিত বিভ্রম উপস্থিত হ'তে পারে); সামনে উপস্থিত নায়িকাকে নায়ক কুশল প্রশ্নাদি ক'রে আবার তাকে মদ্যপান করতে প্রবৃত্ত করবে। তারপর নিজের ডান দিকে নায়িকাকে উপবেশন করাবে। নায়িকা উপবেশন করলে, নায়ক প্রথমে তার চুলে, বাহুতে, বস্ত্রপ্রান্তে বা কোমরবন্ধে হাত রাখবে; রতিক্রিয়ায় নায়িকাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাঁ হাত দিয়ে অনুদ্ধতভাবে (অর্থাৎ নায়িকা যাতে বিচলিত হ'য়ে না পড়ে তার জন্য মৃদুভাবে) ধ'রে তাকে আলিঙ্গন করবে। পূর্বপ্রকরণে বর্ণিত পরিহাস ও অনুরাগজনক কথার অর্থাৎ রসালাপের অবতারণা করবে। সমস্যার দ্বারা দুর্বোধ্য এবং অশ্লীল যে সব বিষয় লৌকিক গাথা-কাহিনীতে-বর্ণিত আছে, সেগুলি পরিষ্কার ক'রেনায়িকার সামনে বর্ণনা করবে। নৃত্যযুক্ত বা নৃত্যবিহীন গানবাজনা করবে (নায়িকা যদি নৃত্যাভিজ্ঞা হয়, তাহ'লে গান করার সময় গানের অর্থ আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করবে; কিন্তু নায়িকার নৃত্য সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলে, সেরকম করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র গান করলেই যথেষ্ট।) নানা কলাবিদ্যায় নায়কের পারদর্শিতা নায়িকাকে জানাবার জন্য, সেবিষয়ে কথোপকথনে নিযুক্ত হবে। নিজে নায়িকাকে আবার মদ্যপান করতে উৎসাহিত করবে। এইসব উপায়ে নায়িকার মনে যদি অনুরাগ জন্মায় এবং নায়িকার হাব-ভাব দেখে যদি তা বোঝা যায়, তবে নায়ক কুসুম, চন্দনাদি অনুলেপন ও তাম্বূল দান ক'রে মিত্র ও পরিচারকদের বিদায় দেবে। তারপর নায়িকাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে, আগের অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতির দ্বারা এমনভাবে উৎফুল্লিতা করবে যাতে সে রতিসুখের আভিলাষিণী হ'য়ে নিজেই শয্যায় শয়ন করতে ইচ্ছুক হয়। তারপর নায়িকা শয্যায় শায়িত হ'লে, বিবিধ উপায়ে তার কোমর-বন্ধ প্রভৃতি উন্মুক্ত ক'রে রতিক্রিয়ার উপক্রম করবে।

এই হ'ল **রতারম্ভ** অর্থাৎ রতিক্রিয়ার আরম্ভে স্মরণীয় কাজ। ১-১২।

মূল। রতাবসানিকং রাগমতিবাহ্যাসংস্তুতয়োরিব সব্রীড়য়োঃ পরস্পরমপশ্যতোঃ পৃথক্পৃথগাচারভূমিগমনম্।। ১৩।। প্রতিনিবৃত্ত্য চাব্রীড়ায়মানয়োরুচিতদেশোপবিষ্টয়োস্তাম্বূলগ্রহণমচ্ছীকৃতং চন্দনমন্যদ্বানু-লেপনং তস্যা গাত্রে স্বয়মেব নিবেশয়েৎ।। ১৪।। সব্যেন বাহুনা চৈনাং পরিরভ্য চষকহস্তঃ সান্ত্বয়ন্ পায়য়েৎ।। ১৫।। জলানুপানং বা খণ্ডখাদ্যকমন্যদ্বা প্রকৃতিসাত্ম্যযুক্তমুভাবপ্যুপযুঞ্জীয়াতাম্।। ১৬।। অচ্ছরসকযূষমম্লযবাগূং ভৃষ্টমাংসোপদংশানি পানকানি চূতফলানি শুষ্কমাংসং মাতুলুঙ্গচক্রকাণি

সশর্করাণি চ যথাদেশসাত্ম্যং চ।। ১৭।। তত্র মধুরমিদং মৃদু বিশদমিতি চ বিদশ্য বিদশ্য তত্তদুপাহরেৎ।। ১৮।। হর্ম্যতলস্থিতয়োর্বা চন্দ্রিকাসেবনার্থমাসনম্।। ১৯।। তত্রানুকূলাভিঃ কথাভিরনুবর্তেত।। ২০।। তদঙ্কসংলীনায়াশ্চন্দ্রমসং পশ্যন্ত্যা নক্ষত্রপঙ্ক্তিব্যক্তীকরণম্।। ২১।। অরুন্ধতীধ্রুবসপ্তর্ষিমালাদর্শনং চ ইতি রতাবসানিকম্।। ২২।।

অনুবাদ। (সুরতক্রিয়ার শেষে নায়ক-নায়িকার কি করণীয় সেই **'রতাবসানিক'**-প্রসঙ্গ এবার আলোচনা করা হচ্ছে—)। সুরতক্রিয়া সমাপ্তির পর, নায়ক-নায়িকা দুজনেই অপরিচিত ব্যক্তির মত সলজ্জভাবে (যেন দুজনে পরস্পরের প্রতি অবিনয় আচরণ করেছে—এই রকম মনোভাব নিয়ে), পরস্পর পরস্পরকে না দেখেই (এখন দুজনে দুজনের অবস্থা দেখলে বৈরাগ্যভাব আসতে পারে, এজন্য একে অন্যকে না দেখে) আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে শৌচকাজ সম্পন্ন করবে, অর্থাৎ নিজের নিজের গোপন-অঙ্গ ধুয়ে শুচিশুদ্ধ হবে। শৌচকর্ম থেকে ফিরে এসে, লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে তারা একটি উপযুক্ত স্থানে (যে শয্যার উপর রতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, সেটি বাদ দিয়ে অন্য জায়গায়) উপবেশন ক'রে, তাম্বুল ভক্ষণ করবে এবং নায়ক নিজেই নায়িকার গায়ে ও মুখে স্বচ্ছ চন্দন বা অন্য কোন অনুলেপন মাখিয়ে দেবে। (এর ফলে, রতিক্রিয়ার ক্লান্তিতে উৎপন্ন মুখ ও দেহের শ্রীহীনতা এবং বিরসতা দূর হয়। নায়ক নিজেই মাখিয়ে দেবে, কারণ রতিক্রিয়ার সমাপ্তির পরেও নায়িকার প্রতি যে তার অনুরাগ আছে, সেটাই সূচিত হবে। নায়িকার দেহ ও মুখে অনুলেপন লাগাবার পর নিজের দেহে ঐ চন্দন প্রভৃতি লেপন করবে।) বাঁ হাত দিয়ে নায়িকাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় ধ'রে, ডান হাতে মদ্যপাত্র নিয়ে, নানারকম প্রিয় বাক্য বল্‌তে বল্‌তে তাকে সুরা-পান করাবে। এরপর দুজনেই সরবৎ জাতীয় পানীয়, খণ্ডখাদ্য (সন্দেশ-জাতীয় খাবার) বা রুচিকর অন্য এমন খাদ্য গ্রহণ করবে, যা দুজনেরই সহ্য হয়। রতিক্রিয়ার ফলে ধাতুক্ষয়-জনিত ক্লান্তি দূর করার এবং দেহের পুষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য তারা অচ্ছ-রসক-যূষ (মাংসের শুদ্ধ সুপ বা ঝোল এবং পাক করা স্বচ্ছ ব্রীহির নির্যাস), অম্লযবাগূ (সিদ্ধ মাংস), ভৃষ্ট মাংস (ভাজা মাংস), উপদংশ পানক (হজম-কারক কোন পানীয়), পাকা আম, শুষ্ক মাংস, চিনি-মিশ্রিত লেবুর টুক্‌রো প্রভৃতি যে দেশে যেমন পাওয়া যায়, তেমন খাবে। এই ভোজনের সময় নায়ক 'এটা খুব মিষ্টি, এটা খুব নরম, এটা খুব ভাল হয়েছে' এইরকম ব'লে একটু একটু চেখে দেখে, এক একটা খাবার নায়িকাকে উপহার দেবে।

যদি ঘরের মধ্যে থাকার জন্য গরম বোধ হয়, তা হ'লে ঘরের বাইরে বা ছাদে

গিয়ে জ্যোৎস্নালোক সেবনে শীতল হওয়ার জন্য (এবং ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগের জন্য) আসন পেতে বসবে। সেখানে ব'সে নায়িকার পছন্দমত নানা রকম গন্ধের দ্বারা তার মনকে প্রফুল্ল রাখবে। উপবিষ্ট নায়কের কোলে দেহ বিন্যস্ত ক'রে নায়িকা যখন নয়নানন্দকর চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তখন নায়ক তাকে আকাশের নক্ষত্রগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। "ঐ দেখ, অরুন্ধতী নক্ষত্র, একে যে না দেখে, সে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। ঐ দেখ, ধ্রুব, একে দেখলে, সারা দিনের পাপ দূর হয়। ঐ দেখ সপ্তর্ষিমালা" —এইভাবে নায়ক, নায়িকাকে অরুন্ধতী, ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাথে একের পর এক পরিচয় করিয়ে দেবে।

ব্যাপারগুলি **'রতাবসানিক'** নামে অভিহিত। ১৩-২২।

মূল। তত্রৈতদ্ভবতি —

অবসানেঽপি চ প্রীতিরুপচারৈরুপস্কৃতা।
সবিস্রম্ভকথাযোগৈ রতিং জনয়তে পরাম্।। ২৩।।
পরস্পরপ্রীতিকরৈরাত্মভাবানুবর্ত্তনৈঃ।
ক্ষণাৎ ক্রোধপরাবৃত্তৈঃ ক্ষণাৎ প্রীতিবিলোকিতৈঃ।। ২৪।।
হল্লীসকক্রীড়নকৈর্গায়নৈর্নাট্যরাসকৈঃ।
রাগলোলার্দ্রনয়নৈশ্চন্দ্রমণ্ডলবীক্ষণৈঃ।। ২৫।।
আদ্যে সন্দর্শনে জাতে পূর্বং যে স্যুর্মনোরথাঃ।
পুনর্বিয়োগে দুঃখং চ তস্য সর্বস্য কীর্তনৈঃ।। ২৬।।
কীর্তনান্তে চ রাগেণ পরিষ্বঙ্গৈঃ সচুম্বনৈঃ।
তৈস্তৈশ্চ ভাবৈঃ সংযুক্তো যূনো রাগো বিবর্দ্ধতে।। ২৭।।

অনুবাদ। (সুরতের আরম্ভে এবং অবসানে আর কি কি করা যেতে পারে, এখানে তা বলা হচ্ছে—)

সুরতের অবসানে (এবং আরম্ভেও) স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি (অর্থাৎ স্নেহ), মাল্য-গন্ধ-সুরাপান প্রভৃতির দ্বারা উপস্কৃত (অত্যন্ত বর্দ্ধিত) হ'লে এবং তার সাথে যদি পরস্পরের বিশ্বাসোৎপাদক কথা যুক্ত হয়, তবে তা (সেই প্রীতি) দুজনের মনেই প্রবল রতিবাসনার উদ্রেক করে।

(দুজনে দুজনের বিশ্বাস ও প্রীতি কেমনভাবে উৎপাদন করবে, সেই প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে—) পরস্পরের সুখদায়ক এবং নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে আলিঙ্গন-চুম্বন প্রভৃতির প্রয়োগ, প্রণয়-কলহের ফলে ক্ষণে ক্ষণে নায়কের কাছ থেকে নায়িকার ফিরে যাওয়ার প্রয়াস, আবার নায়ক তাকে প্রসন্ন করলে নায়কের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রভৃতির দ্বারা দুজনের মধ্যে বিশ্বাস ও স্নেহ বৃদ্ধি পায়।

আবার, **হল্লীসক-ক্রীড়া**-(একজন পুরুষকে মণ্ডলাকারে ঘিরে বহু নারীর-আনন্দ-নৃত্য)-সমন্বিত গান (অর্থাৎ রাসলীলা-সঙ্গীত), অনুরাগের দ্বারা চঞ্চল ও বাষ্পপূর্ণ চোখে নায়িকার প্রচেষ্টায় লাট-রাসক প্রভৃতি দেশজ-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এবং গান করতে করতেই চন্দ্রমণ্ডল ও অন্যান্য মনোহারি বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত—এসবও বিশ্বাসের উদ্রেক করে।

নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হ'লে, দুজনের মনে যে কামবাসনা আগে থেকেই সুপ্ত ছিল, সেগুলি প্রকাশ করবে এবং আবার বিচ্ছেদ হ'লে, সন্তপ্ত অবস্থায় দুজনে মনে মনে যে কত দুঃখ অনুভব করবে, সেগুলিও বলবে;এইসব কথার পর পরস্পরের প্রতি যে বিশ্বাস জন্মাবে, তার ফলে দুজনের মনে অনুরাগও দেখা যাবে এবং সেই অবস্থায় সচুম্বন আলিঙ্গন করবে। এইসব উপায়ে এবং আরও নানাভাবে, যুবক-যুবতীর হৃদয়ের সাথে যুক্ত হ'য়ে অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। ২৩-২৭।

মূল। রাগবদাহার্যরাগং কৃত্রিমরাগং ব্যবহিতরাগং পোটারতং খলরতমযন্ত্রিতরতমিতি রতবিশেষাঃ।। ২৮।। সন্দর্শনাৎ প্রভৃত্যুভয়োপরি প্রবৃদ্ধরাগয়োঃ প্রযত্নকৃতে সমাগমে প্রবাসপ্রত্যাগমনে বা কলহবিয়োগযোগে তদ্রাগবৎ।। ২৯।। তত্রাত্মাভিপ্রায়াদ্ যাবদর্থং চ প্রবৃত্তিঃ।। ৩০।।

অনুবাদ। [সম্প্রযোগের আরম্ভে এবং অবসানে যে ব্যাপারগুলি ঘটে, তা সুরতেরই অঙ্গ হওয়ায়, সেগুলিকে নিয়ে আরব্ধ, মধ্য ও অবসন্ন ভেদে সুরত তিন রকমের হয়। আরব্ধরত অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি-অবস্থা; মধ্যরত অর্থাৎ লিঙ্গ যোনির সংযোগ থেকে শুরু ক'রে শুক্রস্খলনের দ্বারা চরম পুলকলাভ পর্যন্ত অবস্থা; এবং অবসন্নরত অর্থাৎ রতিজনিত পুলকলাভের পর দুজনের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ। স্বাভাবিক-প্রভৃতি রাগভেদেও সুরত অনেক রকমের হ'য়ে থাকে। সেই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করা হচ্ছে]

রাগবৎ (অর্থাৎ স্বাভাবিক), আহার্য রাগ, কৃত্রিম রাগ, ব্যবহিত রাগ, পোটারত, খলরত, অযন্ত্রিতরত—এগুলি হ'ল রতের (সুরতের) বৈশিষ্ট্য। ২৮।

প্রথম দর্শন থেকেই পরস্পরের নয়নপ্রীতিবশতঃ (অর্থাৎ দুজনেরই দুজনকে ভাল লাগলে) নায়ক-নায়িকার অনুরাগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হ'লে, বহুপ্রযত্নে দুজনের দুতের সহায্যে পরস্পরকে ডেকে নিয়ে এসে তারা যে সুরতে লিপ্ত হয়, বা, কোনো একজন প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর দুই উৎকণ্ঠিত বিরহীবিরহিণীর যে সরত, এবং প্রণয়কালে কলহের পর দুজনেই প্রশান্ত হ'য়ে যে সুরতক্রিয়া করে—সেগুলিকে **'রাগবৎ-রত'**

('coitus of genuine passion') বলে। স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত রাগযুক্ত হ'য়ে, প্রচণ্ড কামোত্তেজনা-পরিপূর্ণ যে সঙ্গম, তাকে **'স্বাভাবিকরত'**ও বলা হয়। ২৯।

এই স্বাভাবিক-রতে অনুরাগের আতিশয্যবশত নায়ক-নায়িকার অভিপ্রায় অনুসারেই (অর্থাৎ যতক্ষণ মন চায়) রতিতে প্রবৃত্তি থাকে। অর্থাৎ রতিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা নিবৃত্ত হয় না। ৩০।

মূল। **মধ্যস্থরাগয়োরারব্ধং যদনুরজ্যতে তদাহার্যরাগম্।। ৩১।। তত্র চাতুঃষষ্টিকৈর্যোগৈঃ সাত্ম্যানুবিদ্ধৈঃ সন্ধুক্ষ্য সন্ধুক্ষ্য রাগং প্রবর্ততে, তৎ কার্যহেতোরন্যত্র সক্তয়োর্বা কৃত্রিমরাগম্।। ৩২।। তত্র সমুচ্চয়েন যোগান্ শাস্ত্রতঃ পশ্যেৎ।। ৩৩।।**

অনুবাদ। মধ্যস্থ-রাগ-যুক্ত নায়কনায়িকার, পূর্বোক্ত রতিক্রিয়ার আরম্ভ-বিধি অনুসারে সুরতক্রিয়ার আরম্ভে যে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাকে **'আহার্যরাগ'** ('coitus of induced passion or subsequent love') বলে। [যখন পরস্পর চোখে দেখে ভাল লাগার ফলে নায়ক-নায়িকার মনে সবেমাত্র সুরতের ইচ্ছা দেখা দিয়েছে এবং দুজন দুজনকে দেখে চোখের আনন্দ পায়, কিন্তু সম্প্রযোগের জন্য সম্পূর্ণভাবে তারা তখনো প্রস্তুত হয় নি, এইরকম অবস্থার নাম **'মধ্যস্থরাগ'**।]। ৩১।

কোনো স্ত্রী পরপুরুষে বা কোনো পুরুষ পরস্ত্রীতে মনে মনে গোপনে আসক্ত হ'য়ে, নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে আলিঙ্গনাদি চৌষট্টি যোগের সাহায্যে অনুরাগ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়। অন্য পুরুষের প্রতি স্ত্রীর বা অন্য স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আসক্তি, কোনো স্বার্থ-সিদ্ধি বা অনর্থ-প্রতীকারের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় এবং এই আসক্তি থেকে পরপুরুষ ও পরস্ত্রী পরস্পরের অনুরোধে রমণে নিযুক্ত হয়। এখানে উভয়ের যে অনুরাগ, তা স্বাভাবিক বা আন্তরিক নয়। কৃত্রিমতার দ্বারা পূর্ণ ব'লে একে **'কৃত্রিমরাগ'** ('coitus of artificial passion') বলে। এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রানুসারে সমস্ত আলিঙ্গন-চুম্বনাদি-যোগ স্থান, কাল ও স্বভাবের অপেক্ষা না রেখেই প্রয়োগ করবে। ৩২-৩৩।

মূল। **পুরুষস্তু হৃদয়প্রিয়ামন্যাং মনসি নিধায় ব্যবহরেৎ সম্প্রযোগাৎ প্রভৃতি রতিং যাবৎ। অতস্তদ্ব্যবহিতরাগম্।। ৩৪।। ন্যূনায়াং কুম্ভদাস্যাং পরিচারিকায়াং বা যাবদর্থং সম্প্রযোগস্তৎ পোটারতম্।। ৩৫।।**

অনুবাদ। যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যন্ত্রচালিতের মত রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হ'য়ে, সম্প্রযোগের আরম্ভ থেকে রতিক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত অন্য কোনো প্রিয়তমাকে

হৃদয়ে ধারণ ক'রে থাকে, তখন তাকে **'ব্যবহিতরাগ'** ('coitus of transferred love') বলে। পুরুষ ও স্ত্রীর সুরতের সময় যে অনুরাগ জন্মাবার কথা তা অন্য কোনো নারীর দ্বারা ব্যবহিত হচ্ছে, তাই এর নাম **'ব্যবহিতরাগ'**। ৩৪।

কোনো পুরুষ, সমান মর্যাদা সম্পন্ন স্ত্রীকে বাদ দিয়ে, যদি নীচজাতীয়া কুম্ভদাসী (কুট্‌নি) বা পরিচারিকার সাথে শুরু থেকে রতিক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত সম্প্রযোগ করে', তবে তাকে **'পোটারত'** (বা নপুংসকরাগ) ('eunuch's union') বলে। ৩৫।

মূল। তত্রোপচারান্নাদ্রিয়েত।। ৩৬।। তথা বেশ্যায়া গ্রামীণেন সহ যাবদর্থং খলরতম্।। ৩৭।। গ্রামব্রজপ্রত্যন্তযোষিদ্ভিশ্চ নাগরকস্য।। ৩৮।।

অনুবাদ। 'পোটারত'-তে অলিঙ্গন-চুম্বন প্রভৃতি উপচারের আদর করবে না। (কারণ, কুট্‌নি-জাতীয়া অধম নারীতে এগুলি প্রযুক্ত হ'লেও, তারা বহু পুরুষের সাথে সম্প্রযোগযুক্ত হয় ব'লে, একজন বিশিষ্ট পুরুষের চুম্বনে বা আলিঙ্গনে তারা আহ্লাদিত হয় না।)। ৩৬।

সেইরকম কৃষক প্রভৃতি গ্রামবাসীদের সাথে কামোত্তেজনায় উন্মত্তা গণিকার, রতিক্রিয়ার অমাপ্তি পর্যন্ত যে গোপনে সম্প্রযোগ, তাকে খলরত ('deceitful or clandestine union') বলা হয়। ৩৭।

সেইরকম আবার নাগরকের (নাগরবাসী ধূর্ত ব্যক্তির) সাথে গ্রাম্যনারী (কৃষকপত্নী প্রভৃতি), ব্রজনারী (গোয়ালিনী) ও শবরী-চণ্ডালী-প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তবাসিনী নারীদের গোপনে অনুষ্ঠিত সম্প্রযোগকে-ও **'খলরত'** বলা হবে। 'পোটারত' অর্থাৎ নীচ স্তরের দাসী বা পরিচারিকার সাথে যে সঙ্গম, তা ঘৃণ্য ব'লে বিবেচিত হ'লেও, ঐ সঙ্গম 'খলরতে'র মত খুব গোপনে করার প্রয়োজন নেই। ৩৮।

মূল। উৎপন্নবিস্রম্ভয়োশ্চ পরস্পরানুকূল্যাদযন্ত্রিতরতম্ ইতি রতানি।।৩৯।।

অনুবাদ। যে দুজন নায়ক-নায়িকার মধ্যে, দীর্ঘদিন ধ'রে সহবাস চলতে থাকায়, পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মেছে, তাদের দুজনের পরস্পরের আনুকূল্যে অর্থাৎ রতিক্রিয়ার পদ্ধতি, স্থায়িত্বকাল প্রভৃতি বিষয়ে সমতাবিধান হওয়ায় যে সম্প্রযোগ হয়, তাকে **'অযন্ত্রিতরত'** (union of spontaneous love') বলে।

[স্ত্রীর আনুকূল্যে পুরুষ প্রথমে সম্প্রযোগ আরম্ভ করবে এবং পুরুষের আনুকূল্যে স্ত্রী সম্প্রযোগ আরম্ভ করবে। আগে থেকেই অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ এখানে বলপূর্বক

সম্প্রযোগ শুরু করতে হয় না ব'লে, যোনি বা লিঙ্গের যন্ত্রণা থাকে না। তাই এর নাম 'অযন্ত্রিতরত'।]

রতিবিশেষ অর্থাৎ রতির কয়েকটি বৈশিষ্ট এই পর্যন্তই বলা হ'ল। ৩৯।

মূল। **বৰ্দ্ধমানপ্রণয়া তু নায়িকা সপত্নীনামগ্রহণং তদাশ্রয়মালাপং বা গোত্রস্খলিতং বা ন মর্ষয়েৎ নায়কব্যলীকং চ।। ৪০।। তত্র সুভৃশঃ কলহো রুদিতমায়াসং শিরোরুহাণামবক্ষোদনং প্রহণনমাসনাৎ শয়নাদ্বা মহ্যাং পতনং মাল্যভূষণাবমোক্ষো ভূমৌ শয্যা চ।। ৪১।।**

অনুবাদ। (এখানে প্রণয়-কলহের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে। যে নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদিত হয়েছে তাদের যেমন অযন্ত্রিরত হয়, সেই রকম প্রণয়বশত কলহ সৃষ্টিও হ'তে পারে। তারই কথা এখানে বলা হয়েছে—)।

প্রণয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে অর্থাৎ প্রেম গভীর হ'লে, নায়িকা, নায়কের দ্বারা তারই সামনে সপত্নীর নাম গ্রহণ, সেই সপত্নীকে উদ্দেশ্য ক'রে কোনো গুণসূচক আলাপ এবং ভুল ক'রেও সপত্নীর নান ধ'রে নায়িকাকে আহ্বান প্রভৃতি সহ্য করবে না। এইভাবে নায়ক যখন নায়িকার বিপ্রিয়কারী হয়, তখনই নায়িকার সাথে প্রণয়-কলহ বাধে। বাক্য ও কার্য, দুইভাবে বিপ্রিয়করণ সম্ভব। নায়কের দ্বারা সপত্নীর নাম গ্রহণ প্রভৃতি যা বলা হ'ল, সেগুলি বাক্যের দ্বারা বিপ্রিয়করণ। আবার, নায়ক যদি সপত্নীর গৃহে যায় বা তাম্বূলাদি প্রেরণ ক'রে যোগাযোগ রক্ষা করে—তাও নায়িকা সহ্য করবে না। এটি কার্যের দ্বারা নায়িকার প্রতি নায়কের বিপ্রিয়করণ। এইগুলিই হ'ল প্রণয়-কলহের কারণ। ৪০।

নায়ক যদি ঐভাবে সপত্নীর (বা অন্য নায়িকার) নাম গ্রহণ প্রভৃতি করে বা সপত্নীর বাড়ীতে যাতায়াত করে, তবে অভিমানিনী নায়িকা প্রচণ্ড কলহ, রোদন, আয়াস (অর্থাৎ শরীরের যন্ত্রণা, শরীর কাঁপা প্রভৃতি) ও উত্তেজনায় নিজের বা নায়কের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলে, নিজের শরীরে, মুখে, কপালে, মাথায়—নিজেরই হাত দিয়ে আঘাত ক'রে, আসন বা শয্যা থেকে ভূমিতে নিজেকে পাতিত ক'রে, শরীর থেকে ফুলের মালা, আভরণ প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ ক'রে এবং ভূমিতে শয্যাগ্রহণ ক'রে এই প্রণয়কলহের সৃষ্টি করবে। ৪১।

মূল। **তত্র যুক্তরূপেণ সাম্না পাদপতনেন বা প্রসন্নমনাস্তামনুনয়ন্নুপক্রম্য শয়নমারোহয়েৎ।। ৪২।। তস্য চ বচনমুত্তরেণ যোজয়ন্তী বিবৃদ্ধক্রোধা সকচগ্রহমস্যাস্যমুন্নময্য পাদেন বাহৌ শিরসি বক্ষসি পৃষ্ঠে বা সকৃদ্**

দ্বিস্ত্রিরবহন্যাৎ।। ৪৩।। দ্বারদেশং গচ্ছেৎ, তত্রোপবিশ্যাশ্রুকরণমিতি।। ৪৪।। অতিক্রুদ্ধাপি তু ন দ্বারদেশাদ্ভূয়ো গচ্ছেৎ, দোষবত্ত্বাৎ ইতি দত্তকঃ।। ৪৫।। তত্র যুক্তিতোঽনুনীয়মানা প্রসাদমাকাঙ্ক্ষেৎ। প্রসন্নাপি তু সকষায়ৈরেব বাক্যৈরেনং তুদতীব প্রসন্না রতিকাঙ্ক্ষিণী নায়কেন পরিরভ্যেত।। ৪৬।।

অনুবাদ। নায়িকা উপরি উক্ত আচরণগুলি করলে, কৃতাপরাধ নায়ক উপযুক্ত প্রিয়বাক্য ব'লে, বা নায়িকার পায়ে প'ড়ে বা পায়ে ধ'রে, প্রসন্নমনে (অর্থাৎ নায়িকার ঐ আচরণে নায়ক ক্রুদ্ধ না হ'য়ে মনকে অবিকৃত রাখবে) ভূমিতে শায়িতা নায়িকাকে, 'ওঠ, শান্ত হও, অভিমান ত্যাগ কর' ইত্যাদি স্তোকবাক্যে নানাভাবে অনুনয় ক'রে তাকে তুষ্ট করবে এবং হাত ধ'রে শয্যায় নিয়ে যাবে। ৪২।

অনুনয়রত নায়কের বাক্য তৎকালোচিত উত্তরের দ্বারা খণ্ডন ক'রে, নায়িকা বার বার নায়ক-কৃত অপরাধ স্মরণ ক'রে নিজের ক্রোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করবে; তারপর কুপিতা নায়িকা চুল ধ'রে নায়কের মুখ উপরের দিকে তুলে তার হাত, বুক, মাথা বা পিঠে, একবার, দুবার বা তিনবার পদাঘাত করবে (এই অবস্থায় মাথায় পদাঘাত করাও দোষের নয়)। তারপর ঘরের দরজার কাছে চলে যাবে এবং সেখানে ব'সে অশ্রু বিসর্জন করবে। অতি ক্রুদ্ধা হ'লেও নায়িকা কিন্তু ঘরের দরজার বাইরে যাবে না; কারণ, তা হ'লে নায়ক মনে করতে পারে যে, সে কোপবশে কোনো গুপ্ত প্রণয়ীর কাছে যাচ্ছে। স্ত্রী বা নায়িকার পক্ষে এটা খুব দোষের ব্যাপার। এটি **দত্তকের** অভিমত। নায়িকার অশ্রুমোচনের সময় নায়ক যদি তার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে চায় এবং নায়িকা যদি নায়ককে আবার মৃদু পদাঘাত করে, তবে নায়ক বুঝবে নায়িকার ক্রোধের অবসান হয়েছে; তখন নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যবিন্যাস দ্বারা নায়ক, নায়িকাকে অনুনয়-বিনয় করবে এবং নায়িকাও এবার প্রসন্না হওয়ার চেষ্টা করবে। প্রণয়বাক্যের দ্বারা কিছুটা প্রসন্না হ'য়েও নায়িকা পীড়াদায়ক ও ঈর্ষাযুক্ত বাক্যের দ্বারা ভর্ৎসনা ক'রে নায়ককে ব্যথিত করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই প্রসন্নতার ভাব প্রকাশ ক'রে, আকারে ঈঙ্গিতে সুরতের অভিলাষ সূচিত করবে। এই কলহ কুলযুবতী (বিবাহিতা স্ত্রী) ও পুনর্ভূর (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পতি গ্রহণ করেছে যে নারী) পক্ষে প্রযোজ্য। ৪৩-৪৬।

মূল। স্বভবনস্থা তু নিমিত্তাৎ কলহিতা তথাবিধচেষ্টৈব নায়কমভিগচ্ছেৎ।। ৪৭।। তত্র পীঠমর্দবিটবিদূষকৈর্নায়কপ্রযুক্তৈরুপশমিতরোষা তৈরেবানুনীতা তৈঃ সহৈব তদ্ভবনমধিগচ্ছেৎ, তত্র চ বসেৎ ইতি প্রণয়কলহঃ।। ৪৮।।

অনুবাদ। (এখানে বেশ্যা বা উপপত্নীর সাথে প্রণয়কলহের কথা বলা হচ্ছে—)। উপপত্নী বা বেশ্যা জাতীয়া স্ত্রী নিজের বাড়ীতে থেকেই, আগে, নায়ক

কর্তৃক সপত্নীর নামগ্রহণ প্রভৃতি যেসব কারণে নায়িকার প্রণয়কলহে লিপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেইসব কারণ যদি দেখে, তবে কলহে নিযুক্ত হবে এবং অসূয়াসূচক ভ্রূভঙ্গাদি ক'রে নায়কের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং ক্রোধ প্রকাশ ক'রে চলে আসবে। তখন নায়ক নিজে না গিয়ে পীঠমর্দ (নায়কের সর্বদা-সহচর), বিট (নায়কের ধূর্ত বন্ধু) বা বিদূষক-কে ঐ নায়িকার বাড়ীতে পাঠিয়ে ক্রোধের উপশম করাবে। তারা নায়কের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে কাকুতি-মিনতির দ্বারা নায়িকার ক্রোধের উপশম করালে, সে তাদেরই সাথে নায়কের ঘরে উপস্থিত হবে এবং সেখানে রাত্রিবাস করবে (নায়ক বেশ্যা-নায়িকাকে পদাঘাত করতে দেবে না বা তার পায়েও পড়বে না। কারণ, বহিঃস্ত্রীতে পাদপতন নিষিদ্ধ।)

এই পর্যন্তই **প্রণয়-কলহ** ('love-quarrel with the beloved') ৪৭-৪৮।

মূল। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ —

এবমেতাং চতুঃষষ্টিং বাভ্রব্যেণ প্রকীর্তিতাম্।
প্রযুঞ্জানো বরস্ত্রীষু সিদ্ধিং গচ্ছতি নায়কঃ।। ৪৯।।

অনুবাদ। (সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের উপসংহারে কয়েকটি শ্লোক দেখা যায়—)।

এমনি ভাবে **বাভ্রব্য**— দ্বারা উল্লিখিত আলিঙ্গন প্রভৃতি চৌষট্টি কলার প্রয়োগ বরনারীদের (অর্থাৎ ঐ কলাগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নারীদের) উপর প্রয়োগ করলে, নায়কের অভীষ্টসিদ্ধি হয় এবং সে সৌভাগ্য লাভ করে। ৪৯।

মূল। ব্রুবন্নপ্যন্যশাস্ত্রাণি চতুঃষষ্টিবিবর্জিতঃ।
বিদ্বৎসংসদি নাত্যর্থং কথাসু পরিপূজ্যতে।। ৫০।।

অনুবাদ। বিদ্বজ্জনসভায় অন্যান্য শাস্ত্রবিষয়ে আলোচনা করলেও, যে ব্যক্তি আলিঙ্গন প্রভৃতি চৌষট্টিকলা সম্পর্কে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, —ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সম্পর্কে তার কোনো কথায় শ্রদ্ধা বা গুরুত্ব প্রদর্শন করা যায় না। ৫০।

মূল। বর্জিতোঽপ্যন্যবিজ্ঞানৈরেতয়া যস্তলঙ্কৃতঃ।
স গোষ্ঠ্যাং নরনারীণাং কথাস্বগ্রং বিগাহতে।। ৫১।।

অনুবাদ। কিন্তু কোনো ব্যক্তি ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ হ'য়েও চৌষট্টি কলাসমন্বিত কামশাস্ত্রে যদি ব্যুৎপন্ন হয়, তা হ'লে সে নর-নারীদের গোষ্ঠীতে বা সম্মেলনে কামশাস্ত্রবিষয়ক আলাপ-আলোচনায় অগ্রণী হ'তে পারে। ৫১।

মূল। বিদ্বদ্ভিঃ পূজিতামেনাং খলৈরপি সুপূজিতাম্।

পূজিতাং গণিকাসঙ্ঘৈর্নন্দিনীং কো ন পূজয়েৎ।। ৫২।।

অনুবাদ। এই কামসূত্রবিষয়ক বিদ্যার প্রতি ত্রিবর্গবেত্তা বিদ্বান্‌গণ, ধূর্ত প্রকৃতির লোক, গণিকাগণ প্রভৃতি সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে। নরনারীর উভয়েরই আনন্দদায়িনী এই বিদ্যার প্রতি কে না শ্রদ্ধা পোষণ করে?। ৫২।

মূল। **নন্দিনী সুভগা সিদ্ধা সুভগঙ্করণীতি চ।**
নারীপ্রিয়েতি চাচার্যৈঃ শাস্ত্রেষ্বেষা নিরুচ্যতে।। ৫৩।।

অনুবাদ। আচার্যগণ শাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই বিদ্যার নাম-নির্বাচনকালে নিম্নলিখিত বিভিন্ন নামকরণ করেছেন— (১) নন্দিনী (সুখ উৎপাদনকারিণী), (২) সুভগা (সকল রকমের গৃহীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ব'লে সুন্দর), (৩) সিদ্ধা (বশঙ্করণী) (৪) সুভগঙ্করী (স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সৌভাগ্য-জনয়িত্রী) এবং (৫) নারীপ্রিয়া (নারীরা বেশী সুখ পায় ব'লে তাদের কাছে খুব প্রিয়)। ৫৩।

মূল। **কন্যাভিঃ পরযোষিদ্ভির্গণিকাভিশ্চ ভাবতঃ।**
বীক্ষ্যতে বহুমানেন চতুঃষষ্টিবিচক্ষণঃ।। ৫৪।।

অনুবাদ। যে ব্যক্তি এই চৌষট্টি কলাবিদ্যায় বিচক্ষণ, তাকে কুমারী কন্যাগণ, পরস্ত্রী এবং গণিকা সকলেই অনুরাগের সাথে এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। ৫৪।

ইতি শ্রীমদ্‌-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেঽধিকরণে রতারম্ভাবসানিকং রতবিশেষাঃ প্রণয়কলহশ্চ দশমোঽধ্যায়ঃ।।১০।।
সাম্প্রয়োগিক-নামক-ষষ্ঠ অধিকরণের দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রম্

সপ্তমমধিকরণম্ ঃ ঔপনিষদিকম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

সুভগঙ্করণম্, বশীকরণম্, বৃষ্যাশ্চ যোগাঃ

[ঔপনিষদিক্ অধিকরণ **কামসূত্রের** পরিশিষ্টভাগ, **ঔপনিষদিক**-শব্দের সাধারণ অর্থ 'গুপ্তরহস্য' বা 'রহস্য-বিদ্যা'। যে কাজ গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে করতে হয় তাই হ'ল ঔপনিষদিক। এই অধিকরণের দুটি অধ্যায়। আলোচ্য প্রথম অধ্যায়ে কয়েকটি যোগ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমেই সুভগঙ্করণযোগ অর্থাৎ নানা গাছ-গাছালির প্রয়োগে দৈহিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপর সৌভাগ্যবর্ধনযোগ, বেশ্যার পাণিগ্রহণবিধি, ও বেশ্যার বিবাহের ফলে সৌভাগ্যবৃদ্ধির উপায়, বিবাহের পর বেশ্যাবধূর কর্তব্য, বাঞ্ছিতা নারীকে বশীভূত করার পদ্ধতি, **বৃষ্যযোগ** অর্থাৎ রতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কতকগুলি মুষ্টিযোগ—ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।]

মূল। ব্যাখ্যাতং কামসূত্রম্।। ১।।

অনুবাদ। কামসূত্রের প্রকৃত বিষয় ছয়টি অধ্যায়ে সূত্রদ্বারা বিবৃত হয়েছে। বর্তমান অংশ পরিশিষ্ট মাত্র। তার উপযোগিতা পরের সূত্রেই জ্ঞাপিত হয়েছে। উপনিষৎরহস্য বা গোপনীয় তত্ত্ব—এই অধিকরণে বা কাণ্ডে আছে। এই কাণ্ডে দুটি মাত্র অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে নানারকম মুষ্টিযোগ বর্ণিত। ১।

মূল। তদুক্তৈস্তু বিধিভিরভিপ্রেতমর্থমনধিগচ্ছন্নৌপনিষদিকমাচরেৎ।। ২।।

অনুবাদ। পূর্বের ছয়টি অধিকরণে বা কাণ্ডে যে সব উপায় বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধিলাভ না হ'লে বর্তমান অধিকরণে বর্ণিত উপায় গ্রহণ করবে। আলোচ্য অধ্যায়ে কয়েকটি যোগের কথা বলা হয়েছে—যার মাধ্যমে সঙ্গমে অসমর্থ নর-নারীর মঙ্গল কিভাবে সম্ভব তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ২।

মূল। রূপং গুণো বয়স্ত্যাগ ইতি সুভগঙ্করণম্।। ৩।।

অনুবাদ। রূপ, গুণ, বয়স এবং অর্থদান—এগুলিই প্রসিদ্ধ **'সুভগঙ্করণ'** ('personal adornment')। ৩।

[স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষকে সুদৃষ্টিতে দেখে, তারই নাম **'সুভগ'**। এই যোগের মাধ্যমে রূপ, গুণ, বয়স ও অর্থদানে এমন উপযুক্ত হওয়া যায়, যা হ'লে পুরুষ নিজেকে সৌভাগ্যশালী ব'লে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ৩।]

মূল। তগরকুষ্ঠতালীসপত্রকানুলেপনং সুভগঙ্করণম্।। ৪।। এতৈরেব সুপিষ্টৈর্বর্তিমালিপ্যাক্ষতৈলেন নরকপালে সাধিতমঞ্জনং চ।। ৫।।

অনুবাদ। [যে পুরুষ এই রকম সৌভাগ্যশালী নয়, তার পক্ষে নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগসমূহের ব্যবহার কর্তব্য] তগর (উত্তরাখণ্ডের এক প্রকার কন্দ) বা শিউলি ফুলের শিকড়, শ্বেতবর্ণ কুড় এবং তালীশপত্র এগুলির যোগে (অর্থাৎ মিশ্রণে) অনুলেপন প্রস্তুত ক'রে তা সর্বশরীরে ব্যবহার করলে **'সুভগ'** হওয়া যায়।

[এই যোগ অবলম্বন করলে রূপবান হওয়া যায়। কোনো সন্তান যদি কুৎসিৎ আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তবে তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে পিতামাতা উদ্বিগ্ন হন। তাই তাকে তগর প্রভৃতি যোগের সাহায্যে রূপবান ক'রে সৌভাগ্যশালী করা যায়। এটি পুত্র ও কন্যা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য।]। ৪।

এই সব জিনিস ভালভাবে পেষণ ক'রে একটি বর্তিতে অর্থাৎ বাতিতে বা কাপড়ের পল্‌তেতে আলিপ্ত ক'রে, মানুষের মাথার খুলিতে বয়ড়ার তেল দিয়ে কাজল তৈরী ক'রে, ঐ পল্‌তেতে কাজল মাখিয়ে সেই কাজল চোখে লাগালে সুভগ হওয়া যায় অর্থাৎ মুখ-চোখ আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। ৫।

মূল। পুনর্নবাসহদেবীসারিবাকুরণ্টকোৎপলপত্রৈশ্চ সিদ্ধং তৈলমভ্যঞ্জনম্।।৬।।

অনুবাদ। পুনর্নবা (পাথরচটা গদাপুন্না), সহদেবী (ডানকুনি), অনন্তমূল, কুরুণ্টক (পীতঝিন্টি)-এগুলির মূল এবং উৎপলের অর্থাৎ নীলপদ্মের আভ্যন্তর-পত্রযোগে কষায় ও কল্ক প্রস্তুত ক'রে তার দ্বারা তেলে পাক ক'রে অর্থাৎ পাকা তিল-তেলে সিদ্ধ ক'রে ("মূর্ধ্নি দত্তং যদা তৈলং ভবেৎ সর্বাঙ্গসঙ্গতম্। স্রোতোভিস্তর্পয়েদ্দাহূঃ স চাভ্যঙ্গ ইতি স্মৃতঃ" প্রমাণানুসারে) 'আভাং' ক'রে ঐ তেল মাখবে; মাথায় তেল ঢেলে দিলে, দুই বাহু দিয়ে যেন গড়িয়ে পড়ে, এই ভাবে তেল ঢালবে এবং সর্বাঙ্গে মাখবে এই হ'ল **অভ্যঞ্জন**। ৬।

মূল। তদ্‌যুক্তা এব স্রজশ্চ।। ৭।।

অনুবাদ। পুনর্নবা প্রভৃতির চূর্ণযুক্ত মালা নির্মাণ ক'রে ধারণ করলেও সুভগঙ্করণ হয়। ৭।

মূল। পদ্মোৎপলনাগকেশরাণাং শোষিতানাং চূর্ণং মধুঘৃতাভ্যামবলিহ্য সুভগো ভবতি।। ৮।।

অনুবাদ। পদ্ম (পদ্মডাঁটা) উৎপল (নীলপদ্ম) এবং নাগকেশর ফুলের কেশর

শুকিয়ে সেগুলি চূর্ণ ক'রে মধু ও ঘি এর সাথে মিশ্রিত ক'রে জিব দিয়ে চেটে খেলে 'সুভগ' অর্থাৎ রূপলাবণ্য-বৃদ্ধি হয়। ৮।

মূল। তান্যেব তগরতালীসতমালপত্রযুক্তান্যনুলিপ্য।। ৯।।

অনুবাদ। সেই পদ্মাদি-কেসর, তগর, তালীশপত্র ও তমালপত্রযোগে অনুলেপন প্রস্তুত ক'রে তার দ্বারা অনুলিপ্ত হ'লে 'সুভগ' হওয়া যায়। ৯।

মূল। ময়ূরস্যাক্ষি তরক্ষোর্বা সুবর্ণেনাবলিপ্য দক্ষিণহস্তেন ধারয়েদিতি সুভগঙ্করণম্। ১০।।

অনুবাদ। ময়ূর এবং তরক্ষুর (নেকড়ে বাঘের) চোখ, শুদ্ধ স্বর্ণপত্রে বেষ্টন ক'রে ডান হাতে ধারণ করবে, এটিও 'সুভগঙ্করণ'। ১০।

[ময়ূর গলিত-পিচ্ছ হ'লে তার চোখে কোনও ফল হয় না, তরক্ষু মত্ত হ'লে তবে তার চোখ গ্রাহ্য। চোখ দুইটিই ধারণীয়। এ দুটি খাঁটি সোনার তাবিজে ভ'রে পুষ্যানক্ষত্রে তা ধারণ করতে হয়।]। ১০।

মূল। তথা বাদরমণিং শঙ্খমণিঞ্চ, তথৈব তেষু চার্থর্বণান্ যোগান্ গময়েৎ।।১১।।

অনুবাদ। বাদরমণি ও শঙ্খমণি ঐরকম সোনার তাবিজে ভ'রে তা ডান হাতে ধারণ করবে এবং ঐ সব ধার্য বস্তুতে অথর্ববেদোক্ত যোগসমূহ বিন্যস্ত করবে।

[কুলগাছের উত্তর দিকের ডালে গুটিপোকার গুটি হ'লে তার নাম **বাদরমণি;** দক্ষিণাবর্তে শঙ্খের নাভি থেকে শঙ্খমণি প্রস্তুত হয়।]। ১১।

মূল। বিদ্যাতন্ত্রাচ্চ বিদ্যাযোগাৎ প্রাপ্তযৌবনাং পরিচারিকাং স্বামী সংবৎসরমাত্রমন্যতো বারয়েৎ। ততো বারিতাং বালাং বামত্বাৎ লালসীভূতেষু গম্যেষু যোঽস্যৈ সংঘর্ষেণ বহু দদ্যাত্তস্মৈ বিসৃজেদিতি সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।। ১২।।

অনুবাদ। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ভূর্জপত্র-লিখিত কবচাদি যোগ থেকেও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। (আর একটি উপায় আছে,—)। প্রাপ্ত যৌবনা পরিচারিকাকে তার স্বামী এক বৎসর মাত্র অন্য পুরুষ সঙ্গ হ'তে নিবারিত রাখবে। বালার মত সে নিবারিত হ'য়ে থাকলে, প্রতিকূল আচরণের ফলে সে বহু গম্যপুরুষ লালসা-পরতন্ত্র হবে এবং সংঘর্ষবশতঃ যে উক্ত পরিচারিকাকে বেশী অর্থ প্রদান করবে তার নিকটে পাঠিয়ে দেবে। সৌভাগ্যবৃদ্ধির এটি একটি যোগ বা 'তুক্'। ১২।

মূল। গণিকা প্রাপ্তযৌবনাং স্বাং দুহিতরং তস্যা বিজ্ঞানশীলরূপানুরূপ্যেণ

তানভিনিমন্ত্র্য সারেণ যোঽস্যৈ ইদমিদং চ দদ্যাৎ, স পাণিং গৃহ্নীয়াদিতি সম্ভাষ্য রক্ষয়েদিতি।। ১৩।।

অনুবাদ। (পরিচারিকা কাকে বলে তা বোঝাবার জন্য সূত্রাবলী বিন্যস্ত হচ্ছে—)

গণিকাকন্যার পাণিগ্রহণ সৌভাগ্যবর্দ্ধনের 'তুক্' ব'লে লম্পটদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ছিল। সেই বিবাহিতা গণিকাদুহিতা **পরিচারিকা** নামে অভিহিত। বৃদ্ধা গণিকা নিজ কন্যা যৌবনপ্রাপ্তা হ'লে, কলাবিজ্ঞান, স্বভাব ও সৌন্দর্যে তার যোগ্য নায়কগণকে বিভবানুসারে সমারোহসহকারে আহ্বান ক'রে সেই গোষ্ঠীতে ঘোষণা করবে, আমার এই কন্যাকে যে তরুণ (বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উল্লেখ ক'রে) এই এই দ্রব্য দান করবে, সে এর পাণিগ্রহণ করবে। এইভাবে নিজ কন্যার বিবাহ স্থির করার পর ঐ গণিকামাতা নিজকন্যার চরিত্র সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ হবে। ১৩।

মূল। সা চ মাতুরবিদিতা নাম নাগরিকপুত্রৈর্ধনিভিরত্যর্থং প্রীয়েত।। ১৪।।

অনুবাদ। সেই গণিকা-দুহিতা মায়ের অজ্ঞাতসারেই ঐসব ধনাঢ্য নাগরকপুত্রগণের সাথে বিশেষ নিপুণতার সাথে প্রেম-ব্যবহার প্রদর্শন করবে।

মূল। তেষাং কলাগ্রহণে গান্ধর্বশালায়াং ভিক্ষুকীভবনে তত্র তত্র চ সন্দর্শনযোগাঃ।। ১৫।।

অনুবাদ। আবার ধনী, রাজপুত্র ও অন্যান্য অভিজাত বংশে উৎপন্ন তরুণেরা যখন চিত্রশিল্পাদি কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বেশ্যাগৃহে আসবে, তখন ঐ বেশ্যা তাদের সাথে নিজের কন্যাকে মেলা-মেশার সুযোগ ক'রে দেবে। তারপর ঐ কন্যা নিজের বাড়ীতে মেলামেশায় অভ্যস্ত হ'য়ে গান্ধর্বশালা, ভিক্ষুকীর বাড়ী এবং অন্যান্য সুযোগে ঐসব লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। ১৫।

মূল। তেষাং যথোক্তদায়িনাং মাতা পাণিং গ্রাহয়েৎ।। ১৬।।

অনুবাদ। তাদের মধ্যে যে নায়ক প্রার্থনার অনুরূপ দ্রব্যাদি প্রদান করবে, তাকেই ঐ তরুণী-বেশ্যাপুত্রীর জননী নিজকন্যার পাণিগ্রহণে অনুমতি দেবে। ১৬।

মূল। তাবদর্থমলভমানা তু স্বেনাপ্যেকদেশেন দুহিত্রে এতদ্দত্তমনেনেতি খ্যাপয়েৎ।। ১৭।।

অনুবাদ। যদি প্রার্থিত দ্রব্যাদির মত ততটা কারও নিকট থেকে বেশ্যা-জননী না পায়, তা হ'লে, যতটা পাবে অবশিষ্টাংশ নিজ অর্থাদির দ্বারা পূর্ণ ক'রে প্রকাশ করবে—এই নায়কই আমার কথামত অর্থ আমার কন্যাকে দিয়েছে। ১৭।

মূল। ঊঢ়ায়া বা কন্যাভাবং বিমোচয়েৎ।। ১৮।।

অনুবাদ। অথবা, বেশ্যাজননী এমনও করতে পারে যে, তার কন্যা যখন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হবে, তখন উপরিউক্ত বিধি অনুসারে কোনও তরুণকে ভুলিয়ে এনে, তার সাথে 'দৈববিবাহ' সমাপন ক'রে নিজের কন্যার কৌমার্য ভঙ্গ করাবে।

মূল। প্রচ্ছন্নং বা তৈঃ সংযোজ্য স্বয়মজানতী ভূত্বা, ততো বিদিতেষ্বেবং ধর্মস্থেষু নিবেদয়েৎ।। ১৯।।

অনুবাদ। অথবা, গোপনে ঐসব নাগরক পুত্রদের সাথে নিজকন্যাকে মিশতে দিয়ে তাদের মধ্যে কোনও একজনের সাথে বিশেষভাবে মিলনের অনুমতি দেবে, —পরে ঐ বেশ্যাজননী নিজে কিছুই যেন জানেনা—এইরকম ভাব দেখিয়ে পরিচিত নায়কদের মধ্যে অভিপ্রেত নায়কের বিরুদ্ধে ধর্মাধিকরণে নালিশ করিবে।

[ধর্মাধিকরণাধ্যক্ষ, —বিচার ক'রে, সেই যুবকের দ্বারা গণিকামাতার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করাবেন। এই হ'ল অভিযোগের এক অর্থ।] ১৯।

মূল। সখ্যৈব তু দাস্যা বা মোচিতকন্যাভাবাং সুগৃহীতকামসূত্রা-মাভ্যাসিকেষু যোগেষু প্রতিষ্ঠিতাং প্রতিষ্ঠিতে বয়সি সৌভাগ্যে চ দুহিতরমবসৃজন্তি গণিকা ইতি প্রাচ্যোপচারাঃ।। ২০।।

অনুবাদ। অথবা, বেশ্যাজননী সখীর বা দাসীর দ্বারা নিজদুহিতার কন্যাভাব (যোনিদেশে আঙুল প্রভৃতি প্রবেশনের দ্বারা) বিধ্বস্ত ক'রে তাকে কামসূত্রে সুশিক্ষিতা ও তদনুমত আভ্যাসিক যোগে প্রতিষ্ঠিতা ক'রে, কালক্রমে সেই কন্যার উপযুক্ত বয়স ও সে সৌভাগ্যবতী হ'য়ে উঠলে সেই কন্যাকে বৃদ্ধ গণিকারা ব্যবসায় প্রবর্তিত করবে। এটাই হ'ল পূর্বদেশীয় ব্যবহার। ২০।

মূল। পাণিগ্রহশ্চ সংবৎসরমব্যভিচার্যস্ততো যথাকামিনী স্যাৎ।। ২১।।

অনুবাদ। যার পাণিগ্রহণ হয়ে যাবে সেই গণিকাদুহিতা এক বৎসরকাল ব্যভিচারিণী হবে না; তারপরে তারা যেমন-ইচ্ছা করতে পারবে। ২১।

[যদি চিরদিন একচারিণী থাকতে চায় তাই করবে, নচেৎ পাণিগ্রহীতার ব্যবস্থানুসারে প্রার্থী নায়কগণের মধ্যে যে বেশী অর্থ দান করবে, সে তার হবে। ১২ সূত্রে এই ব্যাপার কথিত হয়েছে। ২১।]

মূল। ঊর্দ্ধমপি সংবৎসরাৎ পরিণীতেন নিমন্ত্র্যমাণা লাভমপ্যুৎসৃজ্য তাং রাত্রিং তস্যাগচ্ছেদিতি বেশ্যায়াঃ পাণিগ্রহণবিধিঃ সৌভাগ্যবর্দ্ধনং চ। ২২।।

অনুবাদ। এক বৎসরের পরেও বিবাহিতা বেশ্যাকন্যাকে তার পতি যে রাত্রিতে

আহ্বান করবে, লাভ ত্যাগ ক'রেও সে রাত্রিতে তার কাছে সমাগমের জন্য তাকে আসতে হবে। (এটা স্বামীর এক ধরণের পরিচর্যা। এরকম করতে হয় ব'লেই পাণিগৃহীতা গণিকা-দুহিতার নাম পরিচারিকা)। বেশ্যার পাণিগ্রহণবিধি এইরকম এবং এটিও সৌভাগ্যবর্দ্ধন।। ২২।

মূল। এতেন রঙ্গোপজীবিনাং কন্যা ব্যাখ্যাতাঃ।। ২৩।।

অনুবাদ। এই বিবাহবিধান দ্বারা রঙ্গজীবীদের (অর্থাৎ নট প্রভৃতিদের) কন্যাদের বিবাহও ব্যাখ্যাত হ'ল।

[গণিকা-কন্যার পাণিগ্রহণ ব্যবস্থার দ্বারা রঙ্গজীবি-কন্যার পাণিগ্রহণও বুঝে নিতে হবে। এই ব্যাপার বিবাহ-সংস্কার নয়, —কামনা-পরতন্ত্র ব্যক্তির দ্বারা রাজবিধি-অনুমোদিত স্ত্রী-সংগ্রহমাত্র]। ২৩।

মূল। তস্মৈ তু তাং দদ্যুর্য এষাং তূর্যে বিশিষ্টমুপকুর্যাৎ।। ২৪।।

ইতি শুভঙ্করণম্।

অনুবাদ। বিশেষের মধ্যে এই, রঙ্গজীবীরা নিজ কন্যাকে সেই লোকের হাতেই প্রদান করবে—যে লোক তূর্যে অর্থাৎ নৃত্যগানাদি শিক্ষা বিষয়ে বিশিষ্ট উপকার করবে। টীকাকার বলেন,—নৃত্যগীত কার্যে যে ব্যক্তি এই কন্যাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে, তার হাতে ঐরকম কন্যাকে অর্পণ করবে। ২৪। এখানে **সুভঙ্করণপ্রকরণ** সমাপ্ত।

মূল। ধত্তূরকমরিচপিপ্পলীচূর্ণৈর্মধুমিশ্রৈর্লিপ্তলিঙ্গস্য সম্প্রযোগো বশীকরণম্।। ২৫।।

[**নখন বশীকরণ প্রসঙ্গ** (subjugating the hearts of others) আরম্ভ হচ্ছে।]

অনুবাদ। সমান পরিমাণ ধুতরার বীজ, মরিচ ও পিপুল একসাথে ভালভাবে চূর্ণ ক'রে, মধুর সাথে মিশ্রিত ক'রে সাধনে বা লিঙ্গে প্রলেপ দেবে, তারপর রতিক্রিয়ার প্রবৃত্ত হবে। এর ফলে স্ত্রী, পুরুষের খুব বশীভূতা হয়। ২৫।

মূল। বাতোদ্‌ভ্রান্তপত্রং মৃতকনির্মাল্যং ময়ূরাস্থিচূর্ণাবচূর্ণং বশী-করণম্।।২৬।।

অনুবাদ। বাতোদ্‌ভ্রান্ত-পত্র মৃতক-নির্মাল্য, আর ময়ূরের অস্থিচূর্ণ (স্ত্রীলোকগণের মস্তকে ও পুরুষের পদদ্বয়ে) মাখলে বশীকরণ হয়।

[**বাতোদ্‌ভ্রান্ত পত্র** অর্থাৎ বাতাসের বেগে ঘূর্ণিত ও ঊর্ধে উত্থিত তেজপত্র বামহাতে ধরতে হয়। **মৃতক-নির্মাল্য**—শবের বক্ষস্থিত মালা বা বস্ত্রাদির অবশেষ।

ময়ূরের অস্থি হ'ল জীবঞ্জীবক পাখীর অস্থি। কোনো এক পাখীর নাম জীবঞ্জীবক একথা অমরকোষে বর্ণিত আছে। এই দ্রব্যচূর্ণ লিঙ্গে মেখে যে পুরুষ কোনও রমণীর কাছে যাবে এবং তার সাথে রমণ করবে, তাতে ঐ স্ত্রী ঐ পুরুষের বশীভূত হবে]। ২৬।

মূল। স্বয়ংমৃতায়া মণ্ডলকারিকায়াশ্চূর্ণং মধুসংযুক্তং সহামলকৈঃ স্নানং বশীকরণম্।। ২৭।।

অনুবাদ। মণ্ডলাকারে উড্ডয়নরতা-পাখী (গৃধ্রজাতীয়া পাখী) মরে গেলে, ঐ পাখীটিকে শুষ্ক ক'রে, তার চূর্ণ মধু মিশ্রিত ক'রে তার সাথে আমলকী পিষ্ট ক'রে তা দিয়ে স্ত্রীকে স্নান করালে সে বশীভূত হবে।

অথবা এইরকম ভাবে স্নান করে যে পুরুষ কোনও রমণীর কাছে যাবে—সে ঐ পুরুষের বশীভূত হবে। ২৭।

মূল। বজ্রস্নুহীগণ্ডকানি খণ্ডশঃ কৃতানি মনঃশিলাগন্ধপাষাণচূর্ণেনাভ্যজ্য সপ্তকৃত্বঃ শোষিতানি চূর্ণয়িত্বা মধুনা লিপ্তলিঙ্গস্য সম্প্রযোগো বশীকরণম্।।২৮।।

অনুবাদ। বজ্র (বালা), স্নুহী (মনসা), গণ্ডক-(গণিয়ারি)-কাঠ টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে মনঃশিলা ও শোধিত গন্ধকের চূর্ণ মাখিয়ে সাতবার শুকিয়ে নেবে। পরে ঐ কাঠগুলি চূর্ণ ক'রে মধুর সাথে মিশিয়ে পুরুষ তার সাধনে বা লিঙ্গে লেপন ক'রে রতিক্রিয়া করবে। নায়িকাকে বশীভূত করার এটাও একটা উপায়। ২৮।

মূল। এতেনৈব রাত্রৌ ধূমং কৃত্বা তদ্ধূমতিরস্কৃতং সৌবর্ণং চন্দ্রমসং দর্শয়তি।। ২৯।।

অনুবাদ। বজ্র, স্নুহী ও গণ্ডককাঠ খণ্ড খণ্ড করে কেটে গন্ধক চূর্ণ তাতে মাখিয়ে শুষ্ক করবে, এইভাবে —শুকিয়ে নেওয়ার পরে (অগ্নিযোগে) তাতে ধূম উৎপাদন করলে—সেই ধূমের দ্বারা আবৃত চাঁদকে সুবর্ণময় দেখাবে (এটি বিস্ময় প্রদর্শন)।২৯।

মূল। এতৈরেব চূর্ণিতৈর্বানরপুরীষমিশ্রিতৈর্যাং কন্যামবকিরেৎ সাঽন্যস্মৈ ন দীয়তে।। ৩০।।

অনুবাদ। ঐ পূর্বোক্ত চূর্ণকে বানর-বিষ্ঠা মিশ্রিত ক'রে যে কন্যার গায়ে নিক্ষেপ করবে—তাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা ঘটবে না। অর্থাৎ যে নিক্ষেপ করবে তাকেই ঐ কন্যাকে সম্প্রদানের পাত্র করতে হবে। ৩০।

মূল। বচাগণ্ডকানি সহকারতৈললিপ্তানি শিংশপাবৃক্ষস্কন্ধমুৎকীর্য ষন্মাসং

নিদধ্যাৎ, ততঃ ষড়্ভির্মাসৈরপনীতানি দেবকান্তমনুলেপনং বশীকরণং চেত্যাচক্ষতে।। ৩১।।

অনুবাদ। শিংশপা গাছের স্কন্ধ (অর্থাৎ শিশুগাছের গুঁড়ি) উৎকীর্ণ ক'রে অর্থাৎ কুরে অর্থাৎ ছিদ্র ক'রে তার মধ্যে আমের তৈল-লিপ্ত-বচাগণ্ডক (বচের গাঁইট) স্থাপন ক'রে ছয় মাস রাখবে, ছয় মাসের পর ঐ মিশ্রিত পদার্থটি স্বস্থান থেকে বাইরে আনবে; সেই বস্তু হ'ল **দেবকান্ত** অর্থাৎ দেবতার প্রিয় অনুলেপন, তা সুভঙ্গকরণ-বশীকরণ বস্তু ব'লে কথিত। এই তেলমিশ্রিত বস্তুটি শরীরে লেপন করলে, শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

[**সহকার** অতি সৌরভযুক্ত আমগাছ। সেই গাছের ত্বক্ থেকে কষায় ও কল্ক প্রস্তুত ক'রে—তৈলপাক রীতিক্রমে তিলতেলে সিদ্ধ করলে সহকারতেল হয়।]। ৩১।

মূল। **তথা খদিরসারজানি শকলানি** তনূনি যং **বৃক্ষমুৎকীর্য** ষন্মাসং নিদধ্যাৎ **তৎপুষ্পগন্ধীনি ভবন্তি। গন্ধর্বকান্তমনুলেপনং** বশীকরণং চেত্যাচক্ষতে।। ৩২।।

অনুবাদ। খদির-সারসম্ভূত পাত্‌লা পাত্‌লা খণ্ড (সহকারতেলে লিপ্ত ক'রে) সুগন্ধি পুষ্প আছে যার এমন গাছের গুঁড়িতে ছিদ্র ক'রে তার মধ্যে ছয় মাস রাখবে; ঐ সব খাদিরখণ্ড ঐ গাছের পুষ্পগন্ধ বহন করবে। এটি হ'ল **গন্ধর্বকান্ত** অনুলোপ। এটিও বশীকরণ নামে কথিত। ৩২।

মূল। প্রিয়ঙ্গবস্তগরমিশ্রাঃ সহকারতৈলদিগ্ধা নাগ[কেসর]-বৃক্ষমুৎকীর্য ষন্মাসং নিহিতা নাগকান্তমনুলেপনং বশীকরণমিত্যাচক্ষতে।। ৩৩।।

অনুবাদ। তগর-মিশ্রিত প্রিয়ঙ্গুখণ্ড সহকার-তেলে লিপ্ত ক'রে, নাগকেশরবৃক্ষে ছিদ্রসম্পাদনপূর্বক তারমধ্যে ছয় মাস স্থাপন করলে, তা **নাগকান্ত** অনুলেপন হয়। এটিও বশীকরণ বস্তু বলে খ্যাত।

('প্রিয়ঙ্গবঃ' শব্দের অর্থ 'প্রিয়ঙ্গু কুসুম' হ'তে পারে)। ৩৩।

মূল। উষ্ট্রা[স্যা]স্থি ভৃঙ্গরাজরসেন ভাবিতং দগ্ধমঞ্জনং নলিকায়াং নিহিতমুষ্ট্রাস্থিশলাকয়ৈব স্রোতোঽঞ্জনসহিতং পুণ্যং চক্ষুষ্যং বশীকরণং চেত্যাচক্ষতে।। ৩৪।।

অনুবাদ। উটের হাড়কে ভৃঙ্গরাজ (ভিমরাজ) রসে (একুশ বার) ভাবনা দেবে, অন্তর্ধূমে তা দগ্ধ করলে অঞ্জনাকার হবে, —তা স্রোতোঽঞ্জনসহ (যমুনাস্রোতঃসম্ভূত অঞ্জন, —**সৌবীর** নামেও প্রসিদ্ধ) পাথরে পিষ্ট করার পর মসৃণ অঞ্জন প্রস্তুত হ'লে

সেই অঞ্জন উটের অস্থিশলাকার দ্বারা চোখে লাগালে, তা চোখের উপকারী, পুণ্য ও স্বচ্ছতা-সম্পাদক এবং বশীকরণ ব'লেও আখ্যাত হয়। এই অঞ্জন চোখে লাগিয়ে যাকে প্রথমে দেখবে সেই বশীভূত হবে। ৩৪।

মূল। এতেন শ্যেনভাসময়ূরাস্থিময়ান্যঞ্জনানি ব্যাখ্যাতানি।। ৩৫।।

ইতি বশীকরণম্।

অনুবাদ। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্যেনপাখী, ভাসপাখী, এবং ময়ূরের অস্থিসম্ভূত অঞ্জনও ব্যাখ্যাত হ'ল। ৩৫। **বশীকরণ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত।**

[নানা কারণে যাদের রতিশক্তির হ্রাস হয়েছে বা অল্প সময়ের মধ্যে যাদের রেতঃপাত হ'য়ে যায় বা যাদের পুরুষত্বহানি হয়েছে, নিম্নলিখিত **বৃষ্যযোগের** ('tonic medicines') সেবা অর্থাৎ এইসব ওষুধ গ্রহণ করলে তারা উপকৃত হবে—]

মূল। উচ্চটাকন্দশ্চর্ব্যা যষ্টীমধুকং চ সশর্করেণ পয়সা পীত্বা বৃষীভবতি।।৩৬।।

অনুবাদ। উচ্চটা-মূল (উচ্চটা গুঞ্জা বা ভূমি আমলকী), চর্ব্যা (চঁই), এবং যষ্টিমধু চিনিমিশ্রিত গব্যদুগ্ধে ক্বথিত ক'রে তা ঠাণ্ডা হ'লে তা পান করবে। এর ফলে **বাজীকরণ** হয় [অর্থাৎ এই যোগের দ্বারা বৃষের মত রমণশক্তি লাভ করতে সমর্থ হওয়া যায়]।।৩৬।

মূল। মেষবস্তমুষ্কসিদ্ধস্য পয়সঃ সশর্করস্য পানং বৃষত্বযোগঃ।। ৩৭।।

অনুবাদ। মেষ বা ছাগের মুষ্কসহ (অর্থাৎ অণ্ডকোষ সিদ্ধ ক'রে) গোরুর দুধে ক্বথিত ক'রে শর্করাযোগে তা পান করলে **বাজীকরণ** হয়। ৩৭।

মূল। তথা বিদার্যাঃ স্বয়ংগুপ্তায়াশ্চ ক্ষীরেণ পানম্।। ৩৮।।

অনুবাদ। বিদারীর মূল, ক্ষীরিকার ফল, ও স্বয়ংগুপ্তার মূল ক্বথিত ক'রে দুধের সাথে পান করলে **বাজীকরণ** হয়। ৩৮।

মূল। তথা প্রিয়ালবীজানাং মোরটা[ক্ষীর]বিদার্যোশ্চ ক্ষীরেণৈব।। ৩৯।।

অনুবাদ। প্রিয়ালবীজ-শস্য ক্বথিত ক'রে দুধের সাথে পান এবং আখেরমূল ও বিদারীমূল ক্বথিত ক'রে দুধের সাথে পানও একপ্রকার **বাজীকরণ**। ৩৯।

মূল। শৃঙ্গাটক-কসেরু-মধুলিকানি ক্ষীরকাকোল্যা সহ পিষ্টানি সশর্করেণ পয়সা ঘৃতেন মন্দাগ্নিনোৎকরিকাং পক্ত্বা যাবদর্থং ভক্ষিতবাননন্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে।। ৪০।।

অনুবাদ। শৃঙ্গাটক (পানিফল), কসেরু (কেশুর) ও যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলীর (না পেলে, অশ্বগন্ধার) সাথে পিষ্ট ক'রে, অল্প আগুনের জ্বালে চিনি ও দুধের সাথে মিশিয়ে ঘি দিয়ে উৎকারিকার (হালুয়ার) মত পাক করবে। এ থেকে যতটুকু ইচ্ছা খেয়ে অনেক নারীর সাথে সম্প্রযোগ করতে পারা যায়। —একথা **পূর্বাচার্যেরা** বলেছেন। ৪০।

মূল। মাষকমলিনীং পয়সা ধৌতামুষ্ণেন ঘৃতেন মৃদূকৃত্যোদ্ধৃতাং বৃদ্ধবৎসায়াঃ গোঃ পয়ঃ-সিদ্ধং পায়সং মধুসর্পির্ভ্যামশিত্বাঽনন্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে।। ৪১।।

অনুবাদ। মাষকলাই ভাল ক'রে ধুয়ে, গরম ঘি-তে অল্প অল্প ভেজে তুলে নেবে; পরে যে গরুর বাছুর বড় হয়েছে, তার দুধে ঐ ভাজা মাষকলাই সিদ্ধ ক'রে পায়সের মত করলে এবং ঠাণ্ডা হ'লে মধু ও ঘি-এর সাথে মিশিয়ে পাতলা করবে। প্রয়োজন মত এই জিনিস খেলে অনেক নারীর সাথে সম্প্রযোগ করা যায়।—একথা **পূর্বাচার্যেরা** বলেছেন। ৪১।

মূল। বিদারী-স্বয়ংগুপ্তা-শর্করা-মধুসর্পির্ভ্যাং গোধূমচূর্ণেন পোলিকাং কৃত্বা যাবদর্থং ভক্ষিতবাননন্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে।। ৪২।।

অনুবাদ। বিদারী, স্বয়ংগুপ্তা, চিনি, মধু ও ঘি-এর সাথে গমের সাহায্যে পোলাও তৈরী ক'রে, যেটুকু প্রয়োজন, খেলে অনেক নারীর সাথে সম্প্রযোগ করা যায়।—একথা **পূর্বাচার্যেরা** বলেছেন। ৪২।

মূল। চটকাণ্ডরসভাবিতৈস্তণ্ডুলৈঃ পায়সং সিদ্ধং মধুসর্পির্ভ্যাং প্লাবিতং যাবদর্থমিতি সমানং পূর্বেণ।। ৪৩।।

অনুবাদ। চড়ুই পাখীর ডিমের রসের সাথে মাখিয়ে এবং পরে শুকিয়ে নিয়ে চাউল দুধে পাক করবে। ঐ পায়স ঠাণ্ডা হ'লে মধু ও ঘি-এর সাথে মিশিয়ে পাতলা ক'রে, যতটা প্রয়োজন ততটা খেলে অনেক নারীর সাথে সম্প্রযোগ করা যায়। ৪৩।

মূল। চটকাণ্ডরসভাবিতানপগতত্বচস্তিলান্ শৃঙ্গারক-কসেরুক-স্বয়ংগুপ্ত-ফলানি গোধূমমাষচূর্ণৈঃ সশর্করেণ পয়সা সর্পিষা চ পক্বং সংযাবং যাবদর্থং প্রাশিতবানিতি সমানং পূর্বেণ।। ৪৪।।

অনুবাদ। তিলের খোসা ছাড়িয়ে তার সাথে চড়ুই পাখীর ডিমের রস মাখিয়ে শুকিয়ে নেবে। তারপর একে পানিফল, কেশুর, স্বয়ংগুপ্তা, গম ও মাষকলাই চূর্ণের সাথে চিনি-মেশানো দুধ ও ঘি-এর সাথে মিশিয়ে অল্প আগুনে পাক করবে। যখন সরবতের মত হ'য়ে যাবে, তখন প্রয়োজন মত খেলে অনেক নারীকে সম্ভোগ করা যায়। ৪৪।

মূল। সর্পিষো মধুনঃ শর্করায়া মধুকস্য চ দ্বে দ্বে পলে মধুরসায়াঃ কর্ষঃ প্রস্থং পয়স ইতি ষড়ঙ্গমমৃতং মেধ্যং বৃষ্যমায়ুষ্যং যুক্তরসমিত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে।।৪৫।।

অনুবাদ। গব্যঘৃত, মধু, শর্করা এবং যষ্টিমধু দুই দুই পল (পলপরিমাণ বৈদ্যকশাস্ত্রে ৮ তোলা; লৌকিক পরিমাণ ৩ তোলা ২ মাসা ৮ রতি), মধুরসা (দ্রাক্ষা, টীকাকারমতে মুর্বালতা) এক কর্ষ (৮০ রতি) এবং দুধ এক প্রস্থ (বৈদ্যক পরিভাষামতে ২ শরা, টীকাকারমতে ৩২ পল) এই ষড়ঙ্গ—অমৃত, মেধাকর, বাজীকরণ (সম্ভোগ করার শক্তি বৃদ্ধি করে), আয়ুর্বর্দ্ধক ও রসায়ন একথা আচার্যগণ বলেন। ৪৫।

মূল। শতাবরীশ্বদংষ্ট্রাগুড়কষায়ে পিপ্পলীমধুককল্কে গোক্ষীরচ্ছাগঘৃতে পক্বে তস্য পুষ্যারম্ভেণান্বহং প্রাশনং মেধ্যং বৃষ্যমায়ুষ্যং যুক্তরসমিত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে।। ৪৬।।

অনুবাদ। শতাবরী (শতমূলী), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) এবং গুড়ের কষায় প্রস্তুত করবে; পিপ্পলি ও যষ্টিমধুর কল্ক প্রস্তুত করবে; তারপর গোরুর দুধ ও ছাগলের দুধ মিশ্রিত ক'রে তা থেকে তৈরী ঘি-তে ঐ কষায় ও কল্ক মিশিয়ে আরও ঘন ঘি প্রস্তুত ক'রে পুষ্যা নক্ষত্রে সেটি ভোজন আরম্ভ করবে। এই ঘি প্রতিদিন ভোজন মেধাবর্দ্ধক, বাজীকরণ, আয়ুষ্কর ও রসায়ন, একথা আচার্যরা বলেন। ৪৬।

মূল। শতাবর্যাঃ শ্বদংষ্ট্রায়াঃ শ্রীপর্ণাফলানাং চ ক্ষুণ্ণানাং চতুর্গুণিতজলেন পাক অ-প্রকৃত্যবস্থানাং তস্য পুষ্পারম্ভেণ প্রাতঃ প্রাশনং মেধ্যং বৃষ্যমায়ুষ্যং যুক্তরসমিত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে।। ৪৭।।

অনুবাদ। শতমূলী, গোক্ষুর ও শ্রীপর্ণী ফল ছোট ছোট ক'রে কেটে একসঙ্গে মিশিয়ে, তার চারগুণ জলের মধ্যে দিয়ে অল্প আগুনে পাক করবে। যখন এক-চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকবে, তখন নামিয়ে নেবে। এই জিনিসটি ঋতুকালের প্রথম থেকে প্রত্যেক দিন সকালে স্ত্রীকে খাওয়াবে। এটি মেধাবৃদ্ধিকারী, সম্ভোগের শক্তিবৃদ্ধিকারী, আয়ুবৃদ্ধিকর এবং লাবণ্যবৃদ্ধিকারী—একথা আচার্যেরা বলেন। ৪৭।

মূল। শ্বদংষ্ট্রাচূর্ণসমন্বিতং তৎসমমেব যবচূর্ণং প্রাতরুত্থায় দ্বিপলকমনুদিনং প্রাশ্নীয়ান্মেধ্যং বৃষ্যং [মায়ুষ্যং] যুক্তরসমিত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে।। ৪৮।।

অনুবাদ। পাহাড়ী গোক্ষুর-চূর্ণ ও যবচূর্ণ স্ব স্ব ভাগে মিশ্রিত করে রাখবে। প্রাতঃকালে উঠে তা থেকে দুই পল প্রতিদিন সেবন করবে—এটি মেধাশক্তির বর্দ্ধক, বাজীকরণ, রসায়ন, একথা **আচার্যগরা** বলেন। একে **যুক্তরস** বলা হয়,। ৪৮।

মূল। আয়ুর্বেদাচ্চ বেদাচ্চ বিদ্যাতন্ত্রেভ্য এব চ।
আপ্তেভ্যশ্চাববোদ্ধব্যা যোগা যে প্রীতিকারকাঃ।। ৪৯।।

অনুবাদ। উপরিউক্ত বাজীকরণ যোগবিষয়ে বলার পর বাৎস্যায়ন বলছেন—বৈদ্যশাস্ত্র, অথর্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র এবং বিশ্বাসী অভিজ্ঞগণের নিকট থেকে প্রীতিকারক যোগ শিক্ষা করবে। ৪৯।

মূল। ন প্রযুঞ্জীত সন্দিগ্ধান্ন শরীরাত্যয়াবহান্।
ন জীবনঘাতসম্বদ্ধান্নাশুচিদ্রব্যসংযুতান্।। ৫০।।

অনুবাদ। বাজীকরণযোগ বিষয়ে যদি অণুমাত্র সন্দেহ থাকে, —তা ব্যবহার্য হবে না;যা শরীরনাশের হেতু হ'তে পারে, তা ব্যবহার্য নয়। জীবহত্যামূলক বা অশুচিদ্রব্য-সংযুক্ত যোগও ব্যবহার্য হবে না।

[এই শাস্ত্রেও জীবহত্যামূলক বা অশুচিদ্রব্য-সংযুক্ত যে যোগ আছে, তাও শিষ্টানুমোদিত নয়, এই কারণে তা সর্বজন-ব্যবহার্য নয়। যারা বিধি-নিষেধ মানে না, তারাই তা ব্যবহার করবে। এইরকম ব্যাখ্যা না করলে বাৎস্যায়নের স্ববচন-বিরোধ হয়।]। ৫০।

মূল। তপোযুক্তং* প্রযুঞ্জীত শিষ্টৈরনুগতান্ বিধীন্।**
ব্রাহ্মণৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ মঙ্গলৈরভিনন্দিতান্।। ৫১।।
ইতি বৃষ্যযোগপ্রকরণম্।

অনুবাদ। যে বিধি ব্রাহ্মণ ও সুহৃজ্জনের মঙ্গলাশীর্বাদে অভিনন্দিত, শিষ্টানুমোদিত এবং মঙ্গলদায়ক, সাধনাপূর্বক কেবল সেই সব বিধির বা ওষধির সেবা বা প্রয়োগ করা উচিত।৫১।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ঔপনিষদিকে সপ্তমেঽধিকরণে সুভগঙ্করণং বশীকরণং বৃষ্যাশ্চ যোগাঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।
সপ্তম অধিকরণের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।। ১।।

---

* তথা যুক্তানিতি পাঠান্তরম্।

** শিষ্টৈরপি ন নিন্দিতানিতি পাঠান্তরম্।

কামসূত্রম্

সপ্তমমধিকরণম্ ঃ ঔপনিষদিকম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

নষ্টরাগপ্রত্যানয়নম্, বৃদ্ধিবিধয়ঃ, চিত্রাশ্চ যোগাঃ

[আগের অধ্যায়ে কিভাবে স্ত্রীপুরুষের রূপলাবণ্য ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হ'তে পারে এবং কিভাবে তাদের সম্ভোগশক্তি বৃদ্ধি হ'তে পারে তার উপায়ের কথা বর্ণনা করার পর বর্তমান অধ্যায়ে যে তিনটি প্রধান যোগের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি হ'ল— (১) **নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন** ('ways of exciting desire') -যে সব পুরুষের যৌন-উত্তেজনা কম, যৌবন অতিক্রান্ত, আকৃতি বিশাল এবং অল্পকাল সঙ্গম করলেই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তাদের যেসব বিশেষ বিশেষ যোগ আশ্রয় করতে হয়; (২) **বৃদ্ধিবিধি** ('ways of enlarging linga)- লিঙ্গকে স্ফীত ও বৃদ্ধি করার কয়েকটি উপায়; (৩) **চিত্রযোগ** (miscellancous experiments and recipes') অর্থাৎ যোনিকে বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত করা, চুল সাদা করা, রক্তবর্ণের ঠোঁট সাদা করা, কোনও জিনিসকে অদৃশ্য করা প্রভৃতি কয়েকটি বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক যোগ। উপসংহারে কামসূত্রের উৎস এবং কামশাস্ত্রের নির্দেশ কিভাবে ও কতখানি পালনীয় সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।]

মূল। চণ্ডবেগা রঞ্জয়িতুমশক্নুবন্ যোগানাচরেৎ।। ১।।

অনুবাদ। চণ্ডবেগা বা দীর্ঘকাল ধ'রে সম্ভোগ করতে চায় যে নায়িকা, তাকে যদি নায়ক নিজের অনুরাগ মন্দীভূত হওয়ায় বা স্বাভাবিক ভাবে অথবা বিশেষ কোনো অবস্থার জন্য লিঙ্গের শক্তি হ্রাস হওয়ায়, লিঙ্গ-যোনি সংযোগ ঘটিয়ে রতিক্রিয়ার আনন্দ দিতে না পারে, তাহ'লে ঐ নায়কের কয়েকটি যোগ বা উপায় আশ্রয় করা দরকার (এই উপায়গুলিকে সাধারণ ভাবে '**নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন**' বলে। মন্দবেগসম্পন্ন বা অতীত- যৌবন বা বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট নায়ক এই উপায়গুলি অবলম্বন না করলে স্ত্রী-কে আয়ত্ত ক'রে রাখতে পারবে না।)। ১।

মূল। রতস্যোপক্রমে সম্বাধস্য করেণোপমর্দনং তস্যা রসপ্রাপ্তিকালে চ রতযোজনমিতি রাগপ্রত্যানয়নম্।। ২।।

অনুবাদ। মন্দবেগ বা স্তিমিতলিঙ্গ নায়ক রতিক্রিয়া করতে উদ্যত হ'য়েও যদি

* কর্মসহি ফুনি ইতি পাঠান্তরম্।

ঐ কাজে জোর না পায় তবে সে নায়িকার সম্বাধ বা যোনিদেশ হাত দিয়ে ধ'রে আস্তে আস্তে মর্দন করবে। কিছুক্ষণ মর্দন করার পর যখন ঐ যোনিতে রস-সঞ্চার হবে, তখন ঐ নায়ক সঙ্গম করতে উদ্যত হবে। নায়িকার যোনিদেশ রসসিক্ত হ'তে দেখলে, ঐ নায়কের অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে এবং সঙ্গম করতে ইচ্ছা হবে। ২।

অনুবাদ। ঔপরিষ্টকং মন্দবেগস্য গতবয়সো ব্যায়তস্য রতশ্রান্তস্য চ রাগপ্রত্যানয়নম্।। ৩।।

অনুবাদ। মন্দবেগতা, বার্দ্ধক্য, মেদবাহুল্যবশতঃ দেহের ভারিত্ব বা অল্প রতিক্রিয়াতেই শ্রান্তি—এই কারণগুলির জন্য অনেক পুরুষ রতিসম্ভোগে অতৃপ্ত থাকে; সঙ্গমের সহকারিণী নারীরা ঔপরিষ্টকের মাধ্যমে (সাম্প্রযোগিক—অধিকরণের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত) অর্থাৎ মুখের মধ্যে লিঙ্গ গ্রহণের দ্বারা উক্ত পুরুষদের অনুরাগ ও সম্ভোগের ইচ্ছা বৃদ্ধি করতে পারে। ৩।

মূল। অপদ্রব্যাণি বা যোজয়েৎ।। ৪।।

অনুবাদ। যে পুরুষের অনুরাগ মন্দীভূত বা যার লিঙ্গের শক্তি হ্রাস পেয়েছে, সে সঙ্গমের সময় প্রয়োজন বোধে অপদ্রব্য অর্থাৎ কৃত্রিম লিঙ্গ ধারণ করতে পারে (কৃত্রিম লিঙ্গ 'কৃতকধ্বজ' নামেও পরিচিত)। যে পুরুষের লিঙ্গ স্তিমিত নয়, সে-ও ইচ্ছা করলে কৃত্রিম লিঙ্গ বা প্রকৃত লিঙ্গের উত্তেজনার সহায়ক কোনো বস্তু নির্মাণ ক'রে নিজ লিঙ্গের উপরে ধারণ করতে পারে। ৪।

মূল। তানি সুবর্ণরজততাম্রকালায়সগজদন্তগবলদ্রব্যময়ানি।। ৫।।

অনুবাদ। ঐ কৃত্রিম লিঙ্গ বা লিঙ্গের সহায়ক বস্তু অবিদ্ধ (বা ছিদ্রযুক্ত নয়) বা বিদ্ধ (ছিদ্রযুক্ত)—দুরকমই হ'তে পারে। এদের মধ্যে অবিদ্ধ কৃত্রিম লিঙ্গ সোনা, রূপা, তামা, লোহা, হাতীর দাঁত বা শিঙ্ দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। ৫।

মূল। ত্রাপুষাণি সৈসকানি চ মৃদুনি শীতবীর্যাণি বৃষ্যাণি কর্মণি চ ধৃষ্ণুনি ভবন্তীতি বাভ্রবীয়া যোগাঃ।। ৬।।

অনুবাদ। বাভ্রব্যের মতাবলম্বিগণ মনে করেন—কৃত্রিম লিঙ্গ বা লিঙ্গের সাহায্যকারী বস্তু যদি দস্তা (zinc) বা সীসা দিয়ে তৈরী করা হয়, তবে তা কোমল এবং যোনিতে প্রবেশ কালে শীতল স্পর্শ প্রদান করে। ফলে এই জিনিসের লিঙ্গ দিয়ে যোনিতে ধর্ষণ ক'রলে স্ত্রীর পক্ষে তা সহনক্ষম হয়। (কিন্তু কাঠ-জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরী লিঙ্গ স্ত্রীর যোনিতে পীড়া উৎপন্ন ক'রতে পারে।) ৬।

মূল। দারুময়ানি সাম্যতশ্চেতি বাৎস্যায়নঃ।। ৭।।

অনুবাদ। তবে **বাৎস্যায়ন** মনে করেন—যে স্ত্রীর যোনিতে ঐ কৃত্রিম লিঙ্গ প্রযোজ্য, ঐ স্ত্রীর পছন্দমত জিনিস দিয়েই ঐ লিঙ্গ তৈরী করা উচিত। সেক্ষেত্রে কাঠ জাতীয় জিনিষের লিঙ্গ যদি তারা পছন্দ করে, তবে তা দিয়েই তৈরী করা যেতে পারে।৭।

মূল। লিঙ্গপ্রমাণান্তরং বিন্দুভিঃ কর্কশপর্যন্তং বহুলং স্যাৎ।। ৮।।

অনুবাদ। পুরুষ যে কৃত্রিম লিঙ্গটি নিজের প্রকৃত লিঙ্গের সাথে লাগিয়ে স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করাবে, সেটি প্রকৃত লিঙ্গের সমান আকৃতিবিশিষ্ট ক'রতে হবে। ঐ কৃত্রিম লিঙ্গের বাইরের দিক্‌টা কর্কশ হবে এবং অগ্রভাগে শুক্রনিঃসরণের দ্বারস্বরূপ অনেকগুলি ছিদ্র থাকবে। ঐ কৃত্রিম লিঙ্গটিকে এমনভাবে তৈরী ক'রতে হবে, যাতে তা প্রকৃত লিঙ্গতে আঙটির মতো আটকে দেওয়া যায়। ৮।

মূল। এত এব দ্বে সঙ্ঘাটী।। ৯।। ত্রিপ্রভৃতি যাবৎ-প্রমাণং বা চূড়কঃ।।১০।।

অনুবাদ। কৃত্রিম লিঙ্গটি দুটি ধাতুখণ্ডের দ্বারাও নির্মিত হ'তে পারে এবং সেক্ষেত্রে ঐ দুটি খণ্ড ঠিক্‌মতো সাজিয়ে প্রকৃত লিঙ্গে আবদ্ধ করা হ'লে তার নাম হবে **'সঙ্ঘাটী'**।

আর যখন তিনটি, চারটি বা তার বেশী ধাতুখণ্ডের দ্বারা প্রকৃত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে ঐ কৃত্রিম লিঙ্গটি তৈরী ক'রে প্রকৃত লিঙ্গে আবদ্ধ করা হবে, তখন তাকে **'চূড়ক'** বলা হবে। ৯-১০।

মূল। একামেব লতিকাং প্রমাণবশেন বেষ্টয়েদিত্যেকচূড়কঃ।। ১১।।

অনুবাদ। সীসা প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা তৈরী লিঙ্গ-সহায়ক-কে লতার মতো আকৃতিবিশিষ্ট ক'রে, সমগ্র প্রকৃত লিঙ্গটিকে জড়িয়ে দেওয়া হ'লে তাকে **'একচূড়ক'** বলা হবে। ১১।

মূল। উভয়তোমুখশ্ছিদ্রঃ স্থূলকর্কশবৃষণগুটিকাযুক্তঃ প্রমাণবশযোগী কট্যাং বদ্ধঃ কঞ্চুকো জালকং বা।। ১২।।

অনুবাদ। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ—দুটিকেই আবৃত ক'রতে পারে এমন মাপের কৃত্রিম অঙ্গ তৈরী ক'রে, তার দুপাশে বড় ছিদ্র রেখে, তার মধ্য দিয়ে সুতো প্রবেশ করিয়ে কোমরের সাথে এমনভাবে বেঁধে রাখতে হবে যেন ঐ কৃত্রিম লিঙ্গাবরণ ও অণ্ডকোষের আবরণ ঠিক মাপ্‌মতো প্রকৃত লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের সাথে খাপ খেয়ে বসে। একে **'কঞ্চুক'** বা **'জালক'** বলে। ১২।

মূল। তদভাবেহলাবুনালকং বেণুশ্চ তৈলকষায়ৈঃ সুভাবিতঃ সূত্রেণ কট্যাং বদ্ধঃ শ্লক্ষ্ণা কাষ্ঠমালা বা গ্রথিতা বহুভিরামলকাস্থিভিঃ সংযুক্তেত্যপবিদ্ধযোগাঃ।।১৩।।

অনুবাদ। উপরি উক্ত জিনিসগুলির অভাবে লাউ গাছের নাল অর্থাৎ ডাঁটা বা বাঁশগাছের ডাল (অর্থাৎ মোটা কঞ্চি) দিয়ে লিঙ্গের 'খাপ' তৈরী ক'রতে হবে। অর্থাৎ ঐগুলি এমন মাপের সংগ্রহ ক'রতে হবে যাতে ওগুলোর মধ্যে লিঙ্গ প্রবেশ করানো যেতে পারে। তেলজাতীয় পদার্থ দিয়ে ওগুলোকে মসৃণ ক'রতে হবে এবং ওগুলোর মুখের দিক্‌টাও ভালভাবে ঘঁষে মসৃণ ক'রতে হবে। তারপর এই 'খাপে'র মধ্যে লিঙ্গ কে প্রবিষ্ট করিয়ে ঐ 'খাপ্' টিকে সূতো দিয়ে কোমরের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। এই 'যোগ'টি ক'রলে স্তিমিত লিঙ্গের শক্তি ফিরে আসতে পারে।

আবার মসৃণ কাঠের ছোট ছোট টুক্‌রো এবং তার মধ্যে মধ্যে আমলকির আঁটি দিয়ে মালার মতো তৈরী ক'রে লিঙ্গের চারপাশ ঘিরে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। এতেও লিঙ্গের নষ্ট হ'য়ে যাওয়া শক্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা। ১৩।

মূল। ন ত্ববিদ্ধস্য কস্যচিদ্ব্যবহৃতিরস্তীতি।। ১৪।। দাক্ষিণাত্যানাং লিঙ্গস্য কর্ণয়োরিব ব্যধনং বালস্য।। ১৫।।

অনুবাদ। কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে, পুরুষের লিঙ্গ স্বাভাবিক থাকলেও, যদি বিদ্ধ বা ছিদ্রযুক্ত না করা হয়, তা হ'লে ঐ লিঙ্গ দ্বারা সঙ্গমে বেশী সুখ পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে, বাল্যাবস্থায় যেমন কানে ছিদ্র করার রীতি আছে, তেমনি বালক বা যুবকদের লিঙ্গ -ও ছিদ্র করার প্রথা বর্তমান। ১৪-১৫।

মূল। যুবা তু শস্ত্রেণ ছেদয়িত্বা যাবদ্ রুধিরস্যাগমনং তাবদুদকে তিষ্ঠেৎ।।১৬।।

অনুবাদ। (লিঙ্গ ছিদ্র করার একটা রীতির কথা এখানে বলা হ'য়েছে—)। কোনো যুবক লিঙ্গ ছিদ্র ক'রতে চাইলে, লিঙ্গের আচ্ছাদক চামড়াকে কুশলতার সাথে (অর্থাৎ যাতে খুব ব্যথা না লাগে) কিছুটা গুটিয়ে উপরে তুলে নেবে; তারপর একটা তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে লিঙ্গের এ-পাশ থেকে ও-পাশ এমন ভাবে বিদ্ধ ক'রবে, যাতে কোনো শিরার ক্ষতি না হয়; খানিকটা তির্যক্‌ভাবে এই ছিদ্র ক'রতে হবে। এতে লিঙ্গে র এ-পাশ থেকে ও-পাশ এমন ভাবে বিদ্ধ ক'রবে, যাতে কোনো শিরার ক্ষতি না হয়; খানিকটা তির্যক্‌ভাবে এই ছিদ্র ক'রতে হবে। এতে লিঙ্গের দুদিকেই ছিদ্র হ'য়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছিদ্রীকৃত লিঙ্গ থেকে রক্ত নির্গত হবে, ততক্ষণ লিঙ্গটিকে জলে

ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। (রক্ত নির্গত হ'লেও লিঙ্গটিকে জলে ডুবিয়ে রাখার জন্য আস্তে আস্তে রক্তক্ষরণ বন্ধ হ'য়ে যাবে।)। ১৬।

মূল। বৈশদ্যার্থং চ তস্যাং রাত্রৌ নির্বন্ধাদ্ব্যবায়ঃ।। ১৭।।

অনুবাদ। দিনের বেলায় ছিদ্র করার পর সেই রাত্রিতেই উক্ত যুবক কোনো নারীর সাথে বহুবার সঙ্গমে নিযুক্ত হবে; তার ফলে, ছিদ্রটি বন্ধ হ'য়ে বা বুজে যাবে না এবং ছিদ্রটি চিরস্থায়ী হবে। ১৭।

মূল। ততঃ কষায়ৈরেকদিনান্তরিতং শোধনম্।। ১৮।।

অনুবাদ। একদিন অন্তর লিঙ্গের ঐ ক্ষত (-ছিদ্র)-স্থানটি পঞ্চকষায় দ্রব্যের দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। ১৮।

মূল। বেতসকুটজশঙ্কুভিঃ ক্রমেণ বর্দ্ধমানস্য বর্দ্ধনৈর্বন্ধনম্।। ১৯।। যষ্টিমধুকেন মধুযুক্তেন শোধনম্।। ২০।।

অনুবাদ। লিঙ্গের উপর ঐ ছিদ্রের মধ্যে বেতস (বেতগাছের সরু ডাল), কুটজ (কুড়চি-গাছের সরু ডাল), কীলক (পেরেক জাতীয় জিনিস) প্রবেশ করিয়ে ছিদ্রটিকে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ক'রতে হবে।

যষ্টি-মধুর সাথে মধু মিশিয়ে ঐ ছিদ্রের ক্ষতস্থানটিতে প্রলেপ দিয়ে শোধন ক'রতে হবে; ফলে, ছিদ্রটি দূষণমুক্ত থাকবে। ১৯-২০।

মূল। ততঃ সীসকপত্রকর্ণিকয়া বর্দ্ধয়েৎ।। ২১।। ম্রক্ষয়েদ্ ভল্লাতকতৈলেনেতি ব্যধনযোগাঃ।। ২২।।

অনুবাদ। কিছুদিন পরে, সীসার পাতের কর্ণিকা অর্থাৎ অগ্রভাগটিকে, এবং প্রয়োজন হ'লে ভল্লাতক অর্থাৎ কাজুবাদামের তেল দিয়ে ঐ অগ্রভাগটিকে মসৃণ ক'রে, ঐ ছিদ্রটির মধ্যে প্রবেশ করালে, ছিদ্রটিকে আরও কিছুটা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ২১-২২।

মূল। তস্মিন্নেকাকৃতিবিকল্পান্যপদ্রব্যাণি যোজয়েৎ।। ২৩।। বৃত্তমেকতো বৃত্তমুদূখলকং কুসুমকং কণ্টকিতং কাকাস্থিগজপ্রহারিকমষ্টমণ্ডলিকং ভ্রমরকং শৃঙ্গাটকমন্যানি বোপায়তঃ কর্মতশ্চ, বহুকর্মসহতা চৈষাং মৃদুকর্কশতা যথাসাত্ম্যমিতি।। ২৪।।

অনুবাদ। লিঙ্গের ঐ ছিদ্রটির সাহায্য নিয়ে প্রয়োজনমতো অনেক রকমের এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের কৃত্রিম লিঙ্গ বা লিঙ্গের সহায়ক যান্ত্রিক পদার্থ আবদ্ধ ক'রে লিঙ্গের হৃতশক্তি ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

ঐ পদার্থগুলি বৃত্ত, উদূখলের মতো একদিকে বৃত্ত, কাঁটাযুক্ত পুষ্পস্তবক, কাকের অস্থি, হাতীর শুঁড়, আটটি কোণযুক্ত পদার্থ, শকট, ত্রিকোণ—প্রভৃতি নানা আকারযুক্ত হ'তে পারে। এগুলির কোনটি রুক্ষ, কোনটি বা কোমল। লিঙ্গের নষ্ট হ'য়ে যাওয়া শক্তি ফিরিয়ে আনার পক্ষে এগুলি নানা ভাবে সহায়ক। ২৩-২৪।

ইতি নষ্টরাগপ্রত্যানয়নম্।

।। এইগুলি-ই হ'ল **লিঙ্গের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের** উপায়।।

মূল। এবং বৃক্ষজানাং জন্তুনাং শূকৈরুপবৃংহিতং লিঙ্গং দশরাত্রং তৈলেন মৃদিতং পুনরুপবৃংহিতং পুনঃ প্রমৃদিতমিতি জাতশোফং খট্টায়ামধোমুখস্তদন্তরে লম্বয়েৎ।। ২৫।।

অনুবাদ। (এবার সাধন বা লিঙ্গকে স্ফীত বা দীর্ঘ করার উপায় বলা হচ্ছে—)। সাঁড়াশীর মতো যন্ত্র দিয়ে বৃক্ষজাত শুঁয়োপোকাজাতীয় প্রাণী ধ'রে এনে তাদের লোম দিয়ে লিঙ্গের চারদিকে ভাল ক'রে ঘর্ষণ করবে;তারপর পর পর দশরাত্রি ঐ লিঙ্গকে তেল দিয়ে মালিশ করবে। বার বার লোম দিয়ে ঘষ্‌লে এবং তেল মালিশ করলে লিঙ্গ প্রয়োজন মতো ফুলে উঠবে। এরপর একটি খাটের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে খাটের মধ্যে তৈরী করা একটি ছিদ্র দিয়ে লিঙ্গটি ঝুলিয়ে রাখবে। এর ফলে লিঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।২৫।

মূল। তত্র শীতৈঃ কষায়ৈঃ কৃতবেদনানিগ্রহং সোপক্রমেণ নিষ্পাদয়েৎ।।২৬।। স যাবজ্জীবং শূকজো নাম শোফো বিটানাম্।। ২৭।।

অনুবাদ। তারপর ঐ লিঙ্গ প্রয়োজনমতো দীর্ঘ হ'লে শীতল পঞ্চকষায় দ্রব্য দিয়ে লিঙ্গটিকে কয়েকবার মালিশ ক'রলে ব্যথা কমে যাবে। তা না হ'লে ব্যথা বাড়তে থাকবে এবং লিঙ্গের স্ফীতভাবও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।

বিট (অর্থাৎ ধূর্ত ও কামী ব্যক্তিরা) বৃক্ষজাত প্রাণীদের লোম দিয়ে ঘর্ষণ ক'রে লিঙ্গ বৃদ্ধি করার ব্যাপারটি সারা জীবন ধরেই ক'রে থাকে। ২৬-২৭।

মূল। অশ্বগন্ধাশবরকন্দজলশূকবৃহতীফলমাহিষনবনীতহস্তিকর্ণবজ্র-বল্লীরসৈরেকৈকেন পরিমর্দনং মাসিকং বর্দ্ধনম্।। ২৮।।

অনুবাদ। অশ্বগন্ধর রস, শবরমূল, জলশূক, হস্তিকর্ণের রস ("হস্তিকর্ণং বৃহৎপত্রম্ অটব্যাং ভবতি'), বৃহতীর ফল ("বৃহতী কন্টকারিকা প্রচোদনী কুলী" ইত্যাদি অমরকোষ), মহিষের দুধ থেকে উৎপন্ন মাখন এবং বজ্রবল্লীর রস একটার পর একটা লিঙ্গে প্রলেপ করলে, লিঙ্গ একমাসের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ২৮।

মূল। এতৈরেব কষায়ৈঃ পক্বেন তৈলেন পরিমর্দনং ষান্মাষ্যম্।। ২৯।। দাড়িমত্রপুষবীজানি বালুকা বৃহতীফলরসশ্চেতি মৃদ্বগ্নিনা পক্বেন তৈলেন পরিমর্দনং পরিষেকো বা।। ৩০।।

অনুবাদ। অশ্বগন্ধা প্রভৃতি উপরিউক্ত জিনিসগুলির রস একসাথে গরম তেলে ফোটানোর পর যে নির্যাস তৈরী হবে, তা দিয়ে লিঙ্গকে মালিশ করলে লিঙ্গের যে দীর্ঘতা প্রাপ্তি হয়, তা ছ-মাস পর্যন্ত একই ভাবে থাকে।

ডালিম ও ত্রপুষের (শশাজাতীয় এক ধরণের ফলের) বীজ, এলবালু-গাছের ছাল থেকে নিষ্কাষিত রস ও বৃহতী ফলের রস তেলের সাথে মিশিয়ে, অল্প আগুনের আঁচে ফোটানোর পর তা দিয়ে লিঙ্গকে ভালভাবে মালিশ বা সেক দিলে টানা ছ-মাস লিঙ্গের দৈর্ঘ্য বজায় থাকে। ২৯-৩০।

মূল। তাংস্তাংশ্চ যোগানাপ্তেভ্যো বুধ্যেতেতি বর্দ্ধনযোগাঃ।। ৩১।।

অনুবাদ। এসব ছাড়া আরও অনেক যোগ বা উপায় আছে যার দ্বারা লিঙ্গবৃদ্ধি করা যায়। ঐ উপায়গুলি কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ৩১।

।। এই **পর্যন্তই লিঙ্গবৃদ্ধিযোগ** বর্ণিত হ'ল।।

মূল। অথ স্নুহীকন্টকচূর্ণৈঃ পুনর্নবাবানরপুরীষলাঙ্গলিকামূলমিশ্রৈর্যা-মবকিরেৎ, সা নান্যং কাময়েত।। ৩২।।

অনুবাদ। (এবার 'চিত্রযোগ' অর্থাৎ স্ত্রীর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপার সম্পন্ন করার জন্য, কয়েক রকমের আশ্চর্য উপায়ের কথা বলা হচ্ছে—)
।

যদি কোনো লোক স্নুহীর (অর্থাৎ মনসার) কন্টকচূর্ণ, পুনর্নবা (পুতনব, শোথঘ্নী)
, বানরের বিষ্ঠা লাঙ্গলিকার (লাঙ্গলিয়া বা অগ্নিশিখা-র) শিকড় গুঁড়ো ক'রে একসাথে মিশিয়ে কোনো নারীর মাথার উপর ছড়িয়ে দেয়, তবে সেই নারী, ঐ লোকটি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে কামনা করবে না। ৩২।

মূল। তথা সোমলতাবল্গুজভৃঙ্গলোহোপজিহ্বিকাচূর্ণৈর্ব্যাধিঘাতকজম্বু-ফল[রস]নির্যাসেন ঘনীকৃতেন চ লিপ্তসম্বাধাং গচ্ছতো রাগো নশ্যতি।। ৩৩।।

অনুবাদ। ব্যাধিঘাতকের (অর্থাৎ সুবর্ণশেফালিরকার) পাতার রস ও জাম-ফলের রসের সাথে সোমলতার রস, অবল্গুজ (অর্থাৎ বাকুচীর বীজ), ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ এবং জিহ্বিকা (উঁই ঢিবির মাটি) মিশিয়ে লেই তৈরী ক'রে, তা যদি কোনো নারীর

যোনিতে প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে সেই যোনিতে কোনো পুরুষ লিঙ্গ স্পর্শ করা মাত্র তার লিঙ্গ হীনশক্তি হ'য়ে পড়বে (এটা কোনো অবাঞ্ছিত পুরুষের অপকার করার উদ্দেশ্যে নারীর দ্বারা প্রযোজ্য)। ৩৩।

মূল। গোপালিকাবহুপাদিকাজিহ্বিকাচূর্ণৈর্মাহিষতক্রযুক্তৈঃ স্নাতাং গচ্ছতো রাগো নশ্যতি।। ৩৪।।

অনুবাদ। এইরকম গোপালিকা, বহুপাদিকা (বর্ষাকালে উৎপন্ন রুণ্ডিকা) ও জিহ্বিকা চূর্ণের সাথে মহিষের দুধ থেকে জাত দই মিশিয়ে, স্নানের সময় তা যে নারী দেহে মাখে, তার সাথে সঙ্গমের ফলে পুরুষের লিঙ্গের শক্তি হ্রাস পায়। ৩৪।

মূল। নীপাম্রাতকজম্বুকুসুমযুক্তমনুলেপনং দৌর্ভাগ্যকরং স্রজশ্চ।। ৩৫।।

অনুবাদ। কোনো নারী যদি নীপ (কদমফুল), আম্রাতকের (আমড়ার) ফুল ও জামের ফুল একসাথে বেটে লেই তৈরী ক'রে, গায়ে মাখে বা এইসব ফল দিয়ে তৈরী মালা ধারণ ক'রে, তবে সে অবাঞ্ছিত পুরুষের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। ৩৫।

মূল। কোকিলাক্ষফলপ্রলেপো হস্তিন্যাঃ সংহতমেকরাত্রে করোতি।। ৩৬।।

অনুবাদ। কোনো হস্তিনী-জাতীয়া (অর্থাৎ বিশাল যোনি-বিশিষ্টা) নারী যদি তার যোনিতে সাদা কোকিলাক্ষ (কুলে খাড়া) ফলের রস লেপন করে, তবে তার যোনি এক রাত্রির জন্য সঙ্কুচিত হয়। ৩৬।

মূল। পদ্মোৎপলকদম্বসর্জকসুগন্ধচূর্ণানি মধুনা পিষ্টানি লেপো মৃগ্যা বিশালীকরণম্।। ৩৭।।

অনুবাদ। অপর পক্ষে, কোনো মৃগী-জাতীয়া (ক্ষুদ্র-যোনি-বিশিষ্টা) নারী যদি যোনিতে শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, সর্জক (পীয়াল বা বন্ধুক ফুল) ও সুগন্ধা ফুল মধুর সাথে পিষ্ট ক'রে প্রলেপ দেয়, তবে তার যোনি একরাত্রিতেই বিস্তার লাভ করে। ৩৭।

মূল। স্নুহীসোমার্কক্ষীরৈরবল্গুজাফলৈর্ভাবিতান্যামলকানি কেশানাং শ্বেতীকরণম্।। ৩৮।।

অনুবাদ। স্নুহী (মনসা), সোম ও আকন্দের রসের সাথে আমলকি ফল ও অবল্গুজা(বাকুচী)-ফলের গুঁড়ো মিশিয়ে মাথায় মাখলে মাথার চুল সাদা হয়। ৩৮।

মূল। মদয়ন্তিকাকুটজকাঞ্জনিকাগিরিকর্ণিকাশ্লক্ষ্ণপর্ণীমূলৈঃ স্নানং কেশানাং প্রত্যানয়নম্।। ৩৯।। এতৈরেব সুপক্কেন তৈলেনাভ্যঙ্গাৎ কৃষ্ণীকরণাৎ, ক্রমেণাস্য প্রত্যানয়নম্।। ৪০।।

অনুবাদ। মদয়ন্তিকা, কুটজ (কুড়চি), অঞ্জনিকা, গিরিকর্ণিকা ও শ্লক্ষ্ণপর্ণী প্রভৃতি

গাছের মূল থেকে নিষ্কাসিত নির্যাস চুলে মাখলে সাদা চুল কালো হয়।

মদয়ন্তিকা প্রভৃতি গাছের মূল ভালভাবে সিদ্ধ ক'রে, তা থেকে তেল নিষ্কাসিত ক'রে চুলে মাখলে সাদা চুল ধীরে ধীরো কালো হয়। ৩৯-৪০।

মূল। শ্বেতাশ্বস্য মুষ্কস্বেদৈঃ সপ্তকৃত্বো ভাবিতেনালক্তকেন রক্তোঽধরঃ শ্বেতো ভবতি।। ৪১।। মদয়ন্তিকাদীন্যেব প্রত্যানয়নম্।। ৪২।।

অনুবাদ। সাদা ঘোড়ার মূত্র নির্গমনের স্থান থেকে ঘামের কণা সংগ্রহ ক'রে, তার সাত গুণ অলক্তক (আল্‌তা) তার সাথে মিশিয়ে ঠোঁটে লাগালে, লাল ঠোঁট সাদা হয়। আবার পূর্বোক্ত মদয়ন্তিকা-কুটজ-প্রভৃতির মূলের নির্যাস ঠোঁটে লাগালে সাদা ঠোঁট লাল হয়। ৪১-৪২।

মূল। বহুপাদিকাকুষ্ঠতগরতালীসদেবদারুবজ্রকন্দকৈরুপলিপ্তং বংশং বাদয়তো যা শব্দং শৃণোতি, সা বশ্যা ভবতি।। ৪৩।।

অনুবাদ। বহুপাদিকা, কুষ্ঠ (কুড়্‌গাছ), তগর, তালীস, দেবদারু ও বজ্রকন্দগাছের মূল বা পাতা জলের সাথে পিষ্ট ক'রে, তা দিয়ে কোনো বাঁশীর ভিতরে ও বাইরে ভালোভাবে প্রলিপ্ত করার পর, সেই বাঁশীর বাজনা যে নারী শুনবে, সে ঐ বাঁশীবাদকের বশীভূতা হবে। ৪৩।

মূল। ধত্তূরফলযুক্তোঽভ্যবহার উন্মাদকরঃ।। ৪৪।। গুড়ো জীর্ণিতশ্চ প্রত্যানয়নম্।। ৪৫।।

অনুবাদ। ধুতরার ফুল বা ফল থেকে নিষ্কাসিত রস যে লোক পান করে, সে উন্মত্ত হয়। আবার, বহুদিন ধ'রে সঞ্চিত অর্থাৎ অনেক দিনের পুরানো গুড় খাওয়ার ফলে ঐ উন্মাদদশা চলে যায়। ৪৪-৪৫।

মূল। হরিতালমনঃশিলাভক্ষিণো ময়ূরস্য পুরীষেণ লিপ্তহস্তো যদ্ দ্রব্যং স্পৃশতি, তন্ন দৃশ্যতে।। ৪৬।।

অনুবাদ। হরিতাল ও মনঃশিলা (মৈনছাল) ভক্ষণকারী ময়ূরের বিষ্ঠা হাতে মাখিয়ে, সেই হাত দিয়ে যা কিছু স্পর্শ করা হবে, তা অদৃশ্য হবে। ৪৬।

মূল। অঙ্গারতৃণভস্মনা তৈলেন বিমিশ্রমুদকং ক্ষীরবর্ণং ভবতি।। ৪৭।।

অনুবাদ। জল ও তেলের সাথে অঙ্গারতৃণের (ব্রহ্মযষ্টি বা বালেয় শাকের) ভস্ম মেশালে দুধের আকার গ্রহণ করে। ৪৭।

মূল। হরীতকাম্রাতকয়োঃ শ্রবণপ্রিয়ঙ্গুকাভিশ্চ পিষ্টাভির্লিপ্তানি লোহভাণ্ডানি তাম্রীভবন্তি।। ৪৮।।

অনুবাদ। হরীতকি ও আম্রাতক (আমড়া) গাছের পাতা এবং শ্রবণ-প্রিয়ঙ্গুকার (জ্যোতিষ্মতী লতার) ফল একসাথে গুঁড়ো ক'রে লোহার পাত্রের গায়ে মাখিয়ে দিলে, ঐ পাত্র তামার আকৃতি ধারণ করে। ৪৮।

মূল। শ্রবণপ্রিয়ঙ্গুকাতৈলেন দুকূলসর্পনির্মোকেণ বর্ত্যা দীপং প্রজ্বাল্য পার্শ্বে দীর্ঘীকৃতানি কাষ্ঠানি সর্পবদ্ দৃশ্যন্তে।। ৪৯।।

অনুবাদ। প্রদীপের মধ্যে শ্রবণপিয়ঙ্গুকা (জ্যোতিষ্মতী) থেকে তৈরী তেল রাখতে হবে এবং ঐ প্রদীপের বর্তি (শোল্‌তে বা পল্‌তে) পবিত্র রেশমের সুতো ও সাপের খোলস্ দিয়ে তৈরী করতে হবে। প্রদীপটির পাশে কিছু কাঠ রাখতে হবে। এইবার প্রদীপটি জ্বালালে, ঐ কাঠগুলিকে দীর্ঘ সাপের মতো দেখাবে। ৪৯।

মূল। শ্বেতায়াঃ শ্বেতবৎসায়া গোঃ ক্ষীরস্য পানং যশস্যমায়ুষ্যম্।। ৫০।। ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তানামাশিষঃ ইতি চিত্রা যোগাঃ।। ৫১।।

অনুবাদ। শ্বেতবর্ণা ও শ্বেতবৎসযুক্তা গোরুর দুধ পান যশস্কর ও আয়ুর্বৃদ্ধিকারী, প্রশস্ত ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদও যশস্কর ও আয়ুষ্কর। এই পর্যন্ত চিত্রযোগ। ৫০-৫১।

মূল। **পূর্বশাস্ত্রাণি সংদৃশ্য প্রয়োগাননুসৃত্য চ।**
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেদিতম্।। ৫২।।

অনুবাদ। পূর্বাচার্যদের শাস্ত্রগুলিকে একত্র ক'রে সেগুলির অধ্যয়ন, এবং সেগুলির প্রয়োগ পরীক্ষা ক'রে সেসব সম্বন্ধে যত্নপূর্বক সংক্ষেপে এই 'কামসূত্র' গ্রন্থটি রচিত হ'ল। ৫২।

মূল। **ধর্মমর্থং চ কামং চ প্রত্যয়ং লোকমেব চ।**
পশ্যত্যেতস্য তত্ত্বজ্ঞো ন চ রাগাৎ প্রবর্ততে।। ৫৩।।

অনুবাদ। এই কামশাস্ত্র বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, ধর্ম, অর্থ, কাম, আত্মবিশ্বাস এবং লোকাচার সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে অবহিত হ'য়ে সম্ভোগাদিব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কেবলমাত্র রাগ বা কামুকতাবশতঃ নয়। ৫৩।

মূল। **অধিকারবশাদুক্তা যে চিত্রা রাগবর্দ্ধনাঃ।**
তদনন্তরমত্রৈব তে যত্নাদ্বিনিবারিতাঃ।। ৫৪।।

অনুবাদ। যে সব কামোত্তেজক বিষয় এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হয়েছে তা পাঠে মনে হ'তে পারে লালসাবৃদ্ধি হবেই, এরকম না বলাই ত উচিত ছিল। এর উত্তর হ'ল অধিকারবশে রাগবৃদ্ধিকারী অর্থাৎ লালসাবৃদ্ধিকারী যে সব চিত্র এই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, এই শাস্ত্রেই আবার যত্নপূর্বক তার আচরণ প্রতিষিদ্ধ হয়েছে, অতএব কোন্‌টি

আচরণীয়, কোন্‌টি গ্রহণীয় নয় তা কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানতে পারে। ৫৪।

মূল। ন শাস্ত্রমস্তীত্যেতেন প্রয়োগো হি সমীক্ষ্যতে।
শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্ত্বেকদেশিকান্।। ৫৫।।

অনুবাদ। শাস্ত্রে কোনও বিষয় বর্ণিত হলেই যে তার প্রয়োগ করতে হবে এমন নয়। যে সব কথা শাস্ত্রমধ্যে বিবৃত হয়েছে তা সবই প্রয়োগের জন্য নয়। শাস্ত্রের বিষয় ব্যাপক অর্থাৎ সার্বভৌম, কিন্তু তার প্রয়োগ ব্যাপ্য অর্থাৎ একদেশী। ৫৫।

মূল। বাভ্রবীয়াংশ্চ সূত্রার্থানাগময্য বিমৃশ্য চ।
বাৎস্যায়নশ্চকারেদং কামসূত্রং যথাবিধি।। ৫৬।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন বাভ্রবীয় সূত্রার্থ (গুরু মুখ থেকে) লাভ ও (বুদ্ধিবলে) বিচার ক'রে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে এই কামসূত্র রচনা করেছেন। ৫৬।

মূল। তদেতদ্ ব্রহ্মচর্যেণ পরেণ চ সমাধিনা।
বিহিতং লোকযাত্রার্থং ন রাগার্থোঽস্য সংবিধিঃ।। ৫৭।।

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্যের এবং পরম সমাধির অর্থাৎ শান্তির দ্বারা যাতে লোকযাত্রা নির্বাহ হয়, তার জন্যই এই শাস্ত্র রচিত, লালসা বৃদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ প্রণীত হয় নি।

[পরম সমাধি অর্থাৎ অত্যন্ত শান্তি। পত্নী-ঘটিত অশান্তি গৃহীর পক্ষে বড়ই ক্লেশদায়ক। এই শাস্ত্র পাঠে সে অশান্তি দূরীকরণের উপযোগী শিক্ষালাভ অনেক হয়। ব্রহ্মচর্য ছাড়া মনুষ প্রকৃত অভ্যুদয় লাভ করতে পারে না —একথা যেমন সত্য, তেমনি কামনা-পরতন্ত্রের কত প্রয়োগ, কত কৌশল—এই সব প্রয়োগকৌশল অন্য ব্যক্তি আমার উপরেও বিন্যাস করতে পারে এই চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মচর্যে প্রবৃত্ত করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।]। ৫৭।

মূল। রক্ষন্ ধর্মার্থকামনাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্তিনীম্।
অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যেব জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৫৮।।

অনুবাদ। বাৎস্যায়ন ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক পরম সমাধির দ্বারা (অর্থাৎ যোগবল সম্পন্ন হ'য়ে) লোক-যাত্রার জন্য এই শাস্ত্র রচনা করেছেন। এর রচনা লালসার্থ নয়, এটি ত্রিবর্গকর। এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোকমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল নিজ পালনীয় ধর্ম, অর্থ ও কামের পরস্পর সম্বন্ধ অব্যাহত রাখতে বাধ্য হন ব'লে নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে থাকেন। ৫৮।

মূল। তদেতৎ কুশলং বিদ্বান্ ধর্মার্থাববলোকয়ন্।
নাতিরাগাত্মকঃ কামী প্রযুঞ্জানঃ প্রসিধ্যতি।। ৫৯।।

অনুবাদ। কামনা-পরতন্ত্রে নিপুণব্যক্তি এই কামশাস্ত্রে পারদর্শী হ'য়ে ধর্ম ও অর্থ এই উভয় বর্গ পর্যালোচনাপূর্বক অতিরিক্ত লালসা পরিত্যাগ ক'রে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করলে অনিন্দিত সিদ্ধিলাভ করে। ৫৯।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়ে কামসূত্রে ঔপনিষদিকে সপ্তমেঽধিকরণে নষ্টরাগপ্রত্যানয়নং বৃদ্ধিবিধয়শ্চিত্রাশ্চ যোগা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ।।

ঔপনিষদিক-নামক-ঔপনিষদিকাখ্য সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত।
সপ্তম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কামসূত্রং সম্পূর্ণম্।

পরিশিষ্ট

কৌটিল্যের দৃষ্টিতে গণিকা

—শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

কৌটিল্যবিরচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি যে কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের রাজনীতিসংক্রান্ত একটি গ্রন্থ তা নয় এটি তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের একটি আকরগ্রনথবিশেষ। এর থেকে আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে যে তথ্য পেয়ে থাকি তার থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

অর্থশাস্ত্রে তৎকালীন যে সমাজব্যবস্থার ছবি আমরা পাই সে সমাজ চাতুবর্ণ্যমূলক— চার বর্ণের প্রত্যেকে নিজ নিজ শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করত। সমাজের প্রতিটি মানুষ, যে কোনো কর্মেই সে নিযুক্ত থাকুক না কেন, রাজার প্রতি দায়বদ্ধ থাকত। কৌটিলীয় সমাজ ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন মূলকেন্দ্র কাঠামো। তাঁর যথার্থ আচার-আচরণের উপরে সমাজের তথা প্রজাগণের হিতাহিত নির্ভর করে। আবার প্রজাগণের তথা রাজ্যের শ্রীবৃদিধর সঙ্গে রাজার নিজের শ্রীবৃদ্ধি জড়িত। এই উভয়মুখী হিতৈষণাকে সামনে রেখে কৌটিল্য তাঁর সামাজিক অনুশাসনগুলি প্রণয়ন করেচেন। প্রখর বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন এই প্রাচীন পণ্ডিতের চিন্তার রসায়নে ধর্মশাস্ত্র সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও অর্থনীতি মিশে গিয়ে এক নতুন সমাজদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তার পরিকল্পিত সমাজে বাস্তববোধ নিয়ে তিনি প্রতিটি মানুষের অধিকার কর্তব্য ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছ্নে। তাই একদিকে যেমন তিনি রাজকীয় আচরণ বিধি প্রণয়ন করেছ্নে অন্যদিকে তেমনি সমাজের প্রান্তবাসিনী দেহোপজীবিনী গণিকাদের জীবন-ও তাঁর আলোচনার বাইরে থাকে নি।

দেহব্যবসা বা গণিকাবৃত্তির উদ্ভব অবশ্যই বহু প্রাচীন। মানুষের যৌনকামনা পরিতৃপ্তির সূত্র ধরেই এ বৃত্তির উদ্ভব। সমাজের ছত্রছায়ায় বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা অনুমোদিত ধর্মসম্মত কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় সবসময় মানুষের মন ওঠে না। সেই সব অসংযত মানুষের মাত্রাতিরিক্ত যৌনকামনার তাড়নায় অন্য স্ত্রীসংসর্গ থেকে দেহব্যবসার সূত্রপাত। দেহোপজীবিনীদের পেশা সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হলে-ও দেহোপজীবিনী-দের অস্তিত্ব সমাজে চিরদিনই ছিল, আছে এবং থাকবেও।

অর্থশাস্ত্রের সময় দেহব্যবসা সুনিশ্চিতভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল কারণ অর্থশাস্ত্রে গণিকাধ্যক্ষ নামে একটি অধ্যায়ে দেহব্যবসার প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা

হয়েছে। সম্ভবতঃ অর্থশাস্ত্রের পূর্বেই এই জাতীয় আর-ও গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল এবং বিশেষজ্ঞগমের রচনায় কামব্যাপারটি অন্যতম কলারূপে স্বীকৃত হয়েছিল। (কৌটিল্যের দৃষ্টিতে এই প্রথাটি একান্তভাবে ঘৃণিত বা নিষিদ্ধ কোনো ব্যাপার ছিল না।) অর্থশাস্ত্রে গণিকাব্যক্ষের উল্লেখ আছে। তাঁর কাজই ছিল রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গণিকাদের জীবনযাপন ও ভবিষ্যজ্জীবন সুরক্ষিত করে তোলা। অর্থশাস্ত্রে অবশ্য 'গণিকা' শব্দটি ছাড়াও কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে দেহোপজীবিনী বোঝাতে আর-ও অনেক শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যথা— প্রতিগণিকা, রূপাজীবা, বেশ্যাদাসী, দেবদাসী, পুংশ্চলা, শিল্পকারিকা, কৌশিক স্ত্রী, রূপদাসী ইত্যাদি। এদের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর বেশ্যার উল্লেখ করা হতো এবং এদের মধ্যে গণিকার পদ ছিল উচ্চ। তবে কৌটিল্যেরই সমসাময়িক বাৎস্যায়নের কামসূত্রে একজন গণিকার বৈশিষ্ট্য যেমন নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে ঠিক সেভাবে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে ঠিক সেভাবে তাকে উল্লেখ করা হয় নি। বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

আভিরভ্যুচ্ছ্রিতা বেশ্যা শীলরূপগুণান্বিতা।

লভতে গণিকাশব্দং স্থানং চ জনসংসদি।।

অর্থাৎ— "উত্তম স্বভাব, রূপ ও গুণসমন্বিত কোনো বেশ্যা ছলা কলাপ্রদর্শনকর্মে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে গণিকাপদ লাভ করত এবং সে তখন জনসমাজে বিশেষ স্থান অর্জন করত।" অর্থশাস্ত্রকার গণিকাসম্বন্ধে বাৎস্যায়ন প্রদত্ত লক্ষণের হুবহু প্রতিধ্বনি না করলে-ও অন্যান্য রূপোপজীবিনী নারীদের মধ্যে গণিকা যে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করতো তার ইংগিত তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

গণিকাকে অবশ্যই রূপে-গুণে বিশিষ্ট এবং নৃত-গীতাদি কলাবিদ্যানিপুণা হতে হতো। রূপোপজীবিনীদের মধ্যে এরূপ বিশিষ্টা রমণী রাজানুগ্রহ লাভ করে বার্ষিক ১০০০ পণ বেতনে রাজকুলের গণিকারূপে নিযুক্ত হতো। রাজার কাছাকাছি থেকে রাজার মনোরঞ্জন করা এবং কিছু কিছু সেবা করার অধিকার তাদের থাকতো। রাজার ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের খেয়াল রাখতো সাধারণ দাসীরা। আর গণিকা সাধারণতঃ রাজাসনে বা রথে আসীন রাজার মস্তকে ছত্র ধারণ করত রাজাকে ব্যজন করত। সুগন্ধি পূর্ণ ভৃঙ্গার বা ফুলদানি বহন করত। রাজকার্যে গণিকার এই নিয়োগ গণিকাধ্যক্ষ নামক বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর মাধ্যমে হতো। এপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গণিকার রূপ, যৌবন এবং অপরের মনোরঞ্জনে তার দক্ষতার বিচার করা হতো। এ বিষয়ে কৌটিল্য বলেছেন— "রূপযৌবনশিল্পসম্পন্নাং সহস্রেণ গণিকাং কারয়েৎ" (২/২৭) গণিকারূপে যাকে নিয়োগ করা হতো সেই স্ত্রীলোক কোনো গণিকারই গর্ভজাতা হতে পারতো অথবা না-ও হতে পারতো। গণিকাপুত্রীর গণিকা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার,

কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজের অন্য শ্রেণীর স্ত্রীলোক-ও গণিকাবৃত্তিতে আসার সম্ভাব্য কারণরূপে যুদ্ধবন্দীরূপে সুন্দরী রমণীদের অন্যত্র নিয়ে আসা বা কেনাবেচার সূত্রে সুন্দরী রমণীদের হস্তান্তর কিংবা ব্যভিচারাদিকর্মের জন্য সমাজচ্যুত হওয়া ইত্যাদি অনুমান করা যেতে পারে। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে গণিকাবৃত্তি তেমন কোনো হেয়কাজ ছিল না এবং গণিকারাও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করত — এ কারণে কিছু রমণী স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি গ্রহণ করত একথা বললেও বোধ হয় বিশেষ মিথ্যা বলা হবে না।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে গণিকা এবং গণিকাতিরিক্ত অন্যান্য বেশ্যাদের বিভিন্ন প্রকারের শিল্প ও চারুকলাবিদ্যায় নিপুণা করে তোলবার জন্য রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হত। তাদের শিক্ষণীয় বিষয় স্বম্বন্ধে-ও কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন, যথা— নৃত্য-গীত-বাদ্য, সুচারুভাবে আখ্যায়িকাদির পাঠকৌশল, অভিনয়বিদ্যা, লিপিবিদ্যা, চিত্রাঙ্কনবিদ্যা, বীণা, বাঁশী ও ঢোল বাজানো, আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা অন্যের মন জানার বিদ্যা, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা, মালা গাঁথা, অঙ্গ মর্দন এবং গণিকাদের ছলাকলাবিষয়ে জ্ঞান। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে-ও কামের চৌষট্টিপ্রকার কলার তালিকা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে অর্থশাস্ত্রকারের তালিকার অনেকক্ষেত্রেই মিল আছে। তবে বাৎস্যায়নের তালিকা অনেক বেশী দীর্ঘ এবং সাধারণ দেহোপজীবিনীদের গণিকাপদের মর্যাদালাভের জন্য ঐ সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যিক যোগ্যতারূপে গণ্য হতো অর্থাৎ বাৎস্যায়নের মতে চৌষট্টি কামকলায় পারদর্শিণী মহিলারা গণিকারূপে সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করতেন এবং রাজার উপর যথেষ্ট প্রভাব থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা রাজকার্যেও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করত। কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে যে পাঠতালিকা দিয়েছেন তা গণিকা, সাধারণ দেহোপজীবিনী ও নটী— এই তিনশ্রেণীর মহিলার স্বম্বৃত্তি অবলম্বনের পক্ষে সহায়ক ছিল। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় খরচে প্রশিক্ষণের কথাও তিনি বলেছেন যে আচার্য নৃত্যগীতাদি শিক্ষণীয় বিষয় গণিকা, অন্যান্য দেহোপজীবিনী ও রঙ্গোপজীবিনীদের শিক্ষা দিতেন তাঁকে রাজা রাজকররূপ আয় থেকে আজীবন (বৃত্তি বা বেতন) প্রদান করবেন। (গীতবাদ্যপাঠ্যনৃত্তনাট্যাক্ষরচিত্রবীণা-বেণুমৃদঙ্গ পরচিত্তজ্ঞানগন্ধমাল্য সংযূহনসংপাদন সংবাহনবৈশিককলাজ্ঞানানি গণিকা দাসী রঙ্গোপদীবিনীশ্চ গ্রাহয়তো রাজমণ্ডলাদাজীবং কুর্যাৎ—২/২৭/৮)।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণিকারা রাজপ্রাসাদ বা রাজসভায় অথবা রাজকীয় শোভাযাত্রায় জাঁকজমকের অঙ্গরূপেই স্থান পেত। এজন্য তারা রাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্থমূল্য-ও লাভ করত। রূপগুণের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের সাধারণ, মধ্যম এবং উত্তম — এই তিনটি স্তরে বিভাগ করা হতো এবং সেইমতো তারা একহাজার, দু'হাজার এবং

তিনহাজার পণ অনুদান লাভ করত। এইভাবে রাষ্ট্রের বেতনভোগী হয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গণিকারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাধীন জীবন যাপন করতো না। রাজপ্রাসাদে নির্দিষ্ট কাজের বাইরে তারা স্বাধীনভাবে নিজস্ববৃত্তি বা ব্যবসা চালাতে পারতো। সম্ভোগের জন্য পুরুষনির্বাচনে তাদের কমবেশী স্বাধীনতা থাকতো। তবে রাজা যদি কাউকে নির্বাচিত করেন তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা গণিকার পক্ষে গুরুতর অপরাধের সমতুল্য বলে বিবেচিত, হতো। এজন্য তার শাস্তির বিধান করা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে— রাজাদেশ লঙ্ঘনের জন্য গণিকার উপর একহাজার বেত্রাঘাত দণ্ড অথবা পরিবর্তে পাঁচহাজার পণ অর্থদণ্ড হবে (রাজাজ্ঞয়া পুরুষমনভিগচ্ছন্তী গণিকা শিফসহস্রং লভত। পঞ্চসহস্রং বা দণ্ডঃ—অ. শা. ২/২৭)। এছাড়া অন্যক্ষেত্রে গণিকার ইচ্ছামতো পুরুষনির্বাচনে স্বাধীনতা থাকতো। আবার ইচ্ছা করলে চব্বিশ হাজার পণ রাজকোষে জমা দিয়ে সে রাজসেবা থেকে মুক্তিলাভ করে পূর্ণ স্বাধীনতাও অর্জন করতে পারতো।

গণিকার পরিবার গঠিত হত মা, বোন এবং মেয়েকে নিয়ে। তার পরিবারে অভিভাবিকারূপে মায়ের কিছুটা কর্ত্তৃত্ব থাকতো। গণিকার ব্যক্তিগত অলংকার তার মায়ের কাছে জমা রাখতে হত, সম্ভবতঃ নিরাপত্তার কারণেই। কোনো গণিকা মায়ের কাছে না রেখে অন্যত্র অলংকারাদি গচ্ছিত রাখলে তাকে ৪.২৫ পণ দণ্ড দিতে হতো। গণিকার বিকল্পরূপে তার মা অন্য একজনকে প্রতিগণিকা নিয়োগ করতে পারতেন। গণিকা তার কার্য ত্যাগ করলে অথবা গণিকার মৃত্যু হলে তার বোন বা মেয়ে তার কার্যভার গ্রহণ করতো এবং সে গণিকার সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ও পেতো। বোন বা মেয়ে না থাকলে মাতৃনিযুক্ত প্রতিগণিকা-ই গণিকার কার্যভার গ্রহণ করতো এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। এদের কেউ-ই না থাকলে গণিকার সমস্ত সম্পদ্ রাজা অধিগ্রহণ করতেন। গণিকার ভাই বা পুত্রের পরিবারে বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। আট বছর বয়স থেকেই সম্ভবতঃ তারা রাজার ক্রীতদাসরূপে গণ্য হতো। অল্প বয়স থেকেই তাদের গীতবাদ্য শিক্ষা করতে হতো এবং তাতেই তারা পটু হয়ে উঠতো। গণিকার মতো গণিকাপুত্র-ও মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতো। গণিকার মুক্তিপণের পরিমাণ যেখানে চব্বিশ হাজার পণ, সেখানে গণিকাপুত্রের স্বাধীনতার দাম ছিল বারো হাজার পণ। ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর গণিকাপুত্রের সামাজিক অবস্থান কি হবে সে সম্বন্ধে কিন্তু কৌটিল্য মন্তব্য করেন নি। গণিকার ক্ষেত্রে অবশ্য বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে জানা যায় যে রাজ সেবা থেকে মুক্তিলাভ করে কোনো গণিকা স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে পারতো অথবা স্বাধীনভাবে নিজ ব্যবসা চালাতে পারতো।

রাজসেবায় নিযুক্ত গণিকা রাজকোষ থেকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বেতন পাওয়া ছাড়া আর-ও কিছু কিছু সম্পত্তির মালিক হতে পারতো (খরিদ্দারের সঙ্গে সম্ভোগমূল্য বা মজুরিনির্ধারণ সে নিজেই করতে পারতো।) মজুরি ছাড়াও অলংকার, পোষাক-পরিচ্ছদ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, ভোগ বা মজুরির অতিরিক্ত ধনাগম এবং আয়তি বা উত্তরকালের জন্য সংস্থান —এসবই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। কিন্তু অর্থব্যয়ের ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতো না। কারণ গণিকাকে তার ভোগ বা মজুরি, অতিরিক্ত অর্থাগম। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, ভবিষ্যতের সংস্থান এমন কি তার কাছে যারা আসে সেই সমস্ত খরিদ্দার সম্বন্ধেও গণিকাধ্যক্ষকে জানাতে হতো এবং গণিকাধ্যক্ষ তাঁর নিবন্ধপুস্তকে এসব বিষয়ে খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করতেন। গণিকার ব্যয়বাহুল্য নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা-ও গণিকাধ্যক্ষের থাকতো। এককথায় গণিকার গতিবিধি এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে গণিকাধ্যক্ষের অনেকটাই কর্ত্তৃত্ব থাকতো বলা যায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গণিকার সমাজে, বিশেষতঃ রাজকীয় মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি ভোগ করত। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী রাজসভায় কিংবা রাজকীয় শোভাযাত্রায় গণিকার উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল এবং গণিকাধ্যক্ষ নামক সরকারী কর্মচারী যথেষ্ট বিবেচনা করে তাদের রাজসেবার জন্য নিয়োগ করতেন। রাজা শিকারে গেলেও তাঁর সঙ্গে গণিকার দল থাকতো। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে-ও গণিকারা সৈন্যদলের সঙ্গে রাজার অনুগমন করত। এবিষয়ে কৌটিল্য সবসময় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ না করলেও রামায়ণ-মহাভারতাদি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে, এমন কি কোনো কোনো পুরাণে-ও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাচীন সে সমস্ত বিদেশী পর্যটক ভারতভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা-ও তাঁদের গ্রন্থে রাজার সঙ্গে গণিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাভারত মহাকাব্যে গণিকাদের সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বিরাটপর্বে বলা হয়েছে যে বিরাটরাজ যুদ্ধে বিজয়লাভ করে নগরীতে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রথমে যাতে গণিকারা তাঁর অভ্যর্থনা করে সে বিষয়ে দূতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। উদ্যোগপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে শান্তির জন্য দৌত্য করতে শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরবদের সভায় উপস্থিত হন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় গণিকারা। আবার উদ্যোগপর্বেই আমরা পাই যে কৌরবদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রেরণের সময় যুধিষ্ঠির বেশ্যারমণীদের উদ্দেশ্যেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গান্ধারীর আসন্নপ্রসবা অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত ছিল একজন বেশ্যাই। রামায়ণে-ও রামের অভিষেকের সময় গুরু বশিষ্ঠের নির্দ্দেশ ছিল যে গণিকারা অবশ্যই রাজসভায় উপস্থিত থাকবে এবং নির্বাসনকালের শেষে রামচন্দ্র যখন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন তখন গণিকারা-ই প্রথম তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। অগ্নিপুরাণে-ও বলা হয়েছে

যে রাজা যকন দূরদেশ থেকে যাত্রা করে স্বনগরে প্রবেশ করেন তখন তিনি প্রথমে দেখবেন গণিকাদের পরে পাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। জাতকগ্রন্থে (বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম সম্পর্কিত কাহিনীমূলক গ্রন্থে) গণিকাদের নগরের অলঙ্কারস্বরূপা (নগরশোভিনী) বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক অলংকার গ্রন্থে নাটকের নায়িকার শ্রেণীভেদ দেখতে গিয়ে গণিকাকে অন্যতম শ্রেণীরূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে নায়ক ব্রাহ্মণ চারুদত্তের সঙ্গে নায়িকা বসন্তসেনা প্রকৃতই একজন গণিকা ছিলেন এবং নাটকের শেষে চারুদত্তের বসন্তসেনাকে বিবাহ করবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আসে নি। এর থেকে-ও প্রাচীনভারতে গণিকারা যে খুব একটা নিন্দনীয় শ্রেণী ছিল তা মনে হয় না। আবার পর্যটনসূত্রে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটকরা প্রাচীনভারতে এসেছিলেন তাঁদর বিবরণীতে গণিকাদের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা-ও উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মেগাস্থিনিস নামক যে গ্রীকদূত ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁর বিবরণীতে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে গণিকাদের গুরুত্ব বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে রাজার পক্ষে রাজ্যের সকল বিভাগের উপর, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ ব্যাপার ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁকে সকল বিভাগের উপর নজরদারির ব্যবস্থা করতে হত। এই নজরদারির কাজে, বিশেষতঃ সেনাবাহিনীর উপরে নজরদারির কাজে গণিকারা বিশেষভাবে সহায়তা করত। অত্যন্ত দক্ষ এবং বিশ্বস্ত গণিকাদেরই এসব কাজে নিয়োগ করা হতো।

কিন্তু গণিকার সঙ্গে রাজার যতো ঘনিষ্ঠতাই থাকুক না কেন এবং গুণবতী-রূপবতী গণিকা সমাজে যতো প্রাধান্যই পাক্ না কেন। প্রকৃতপক্ষে গণিকা পুরোপুরি সামাজিক সম্মান পেত না। অর্থশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাজপ্রসাদের গণ্ডীর বাইবে দক্ষিণপ্রান্তে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সেনাধ্যক্ষ, খনিপ্রভৃতিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ও নৃত্যব্যবসায়ী নটসম্প্রদায়ের সঙ্গে বেশ্যা (রূপাজীবা) গণের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। (২/৪) অর্থশাস্ত্রকার গণিকার কথা আলাদা করে না বলায় সম্ভবতঃ তার নিবাসও পতিতাপল্লীরই কাছাকাছি হতো বলে মনে হয়। বহির্জগতে রাজসভা বা রাজকীয় শোভাযাত্রায় সুন্দরী গণিকারা অংশগ্রহণকারিণী হলে-ও রাজান্তঃপুরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এবং সম্পান্ত ও সম্মানীয় কোনো মহিলার সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যতা তাদের ছিল না।

গণিকা বৃত্তির প্রধান অসুবিধা হলো নিরাপত্তার অভাব। গণিকালয়ে গণিকার সঙ্গ লোভী বহু মানুষের আনাগোনার কারণে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। কখনো কখনো গণিকারা নিজেরাই খরিদ্দারের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ

করে অপরাধের কারণ হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গণিকালয়ে আগত অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিরা (আর্থিক দিক দিয়ে গণিকাকে প্রতারণা করা ছাড়া-ও) শারীরিকভাবে গণিকা ও তার নিজের লোকজনের উপর হামলা করা, গণিকার গৃহ তছনছ করা, তার দৈহিক সৌন্দর্য নষ্ট করা এমনকি তার মৃত্যু ঘটানোর কারণ-ও হতে পারে। অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে এই সমস্ত অপরাধের সম্ভবনা সম্বন্ধে কৌটিল্য সচেতন ছিলেন এবং উভয়পক্ষেরই সুরক্ষার জন্য তিনি অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন গণিকা যদি কোনো পুরুষের নিকট থেকে মজুরি গ্রহণ করার পর সেই পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ দেখায় তাহলে তাকে তার মজুরির দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হতো। আবার রাত্রিতে বসতি বা সম্ভোগের মজুরি নিয়ে সে যদি খরিদ্দারকে কোনোছলে প্রতারণা করে বা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে শাস্তিস্বরূপ মজুরির আটগুণ অর্থদণ্ড দিতে হতো। তবে মজুরি দিলেও কোনো পুরুষের যদি কোনোপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি বা অন্য কোনো পুরুষদোষ থাকে তাহলে তাকে সম্ভোগব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করলে-ও গণিকার কোনো দণ্ড হতো না। গণিকাকে দণ্ডপ্রদানের বিধান পাওয়া যায়। যেমন গণিকা কারুর প্রতি কঠোর বা কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করলে তার ২৪ পণ দণ্ড হতো। সে দণ্ড পারুষ্য দোষে দোষী হলে অর্থাৎ কাকে-ও হস্তপাদ বা দণ্ডদ্বারা তাড়না করলে পূর্বের দণ্ডের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৮ পণ দণ্ড দিতে হতো। গণিকা যদি কারুর কর্ণছেদনের অপরাধ করতো তাহলে তাকে ৫১.৭৫ পণ দণ্ড দিতে হতো।

গণিকা অপরাধী হলে যেমন তার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছিল তেমনি গণিকাদের উপর অনুষ্ঠিত অপরাধর জন্য অপরাধী পুরুষদের জন্য-ও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এর দ্বারা গণিকারা অনেকাংশে সুরক্ষিত থাকতো। গণিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাকে দেহমিলনে লিপ্ত করা যেত না। যদি কোনো পুরুষ কামনারহিত গণিকাকে বলপূর্বক স্বগৃহে অবরুদ্ধ করে রাখত অথবা তাকে অন্যত্র লুকিয়ে রাখতো কিংবা তার শরীরে দন্ত বা নখের দ্বারা ক্ষত সৃষ্টি করে তার রূপ নষ্ট করত, তাহলে তাকে ১০০০ পণ দণ্ড দিতে হতো। গণিকার উত্তমাদি ভেদের প্রাধান্য অনুসারে অথবা শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আঘাতের তারতম্য অনুযায়ী অপরাধীর দণ্ড বেড়ে যেত এবং এই দণ্ড গণিকার নিষ্ক্রয়মূলের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৮০০০পণ পর্যন্ত হতে পারতো। যে গণিকা গণিকাধ্যক্ষকর্তৃক রাজসেবার (অর্থাৎ ছত্র, ভৃঙ্গার ইত্যাদি ধারণের) কর্মে নিয়োগ প্রাপ্ত হতো তাকে নিহত করলে অপরাধীকে গণিকার নিষ্ক্রয়মূল্যের তিনগুণ অর্থাৎ ৭২০০০ পণ দণ্ড দিতে হতো। গণিকাকন্যাদের জন্যও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অল্পবয়সী কুমারী কন্যার উপর বলাৎকার

সবসময়েই নিন্দনীয় ছিল এবং এজন্য অপরাধীর সর্বোচ্চ আর্থিক দণ্ড (উত্তমসাহসদণ্ড) হতো। কোনো কুমারীর ইচ্ছাসত্ত্বেও তার উপর বলাৎকার শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতো। মাতৃকা (অবসরপ্রাপ্তা গণিকা)। দুহিতৃকা (গণিকার কন্যা বা বোন) এবং রূপদাসী (গণিকার সুন্দরী দাসী) —এদের আঘাত করলে বা মৃত্যু ঘটালে অপরাধীকে উত্তমসাহসদণ্ড দেওয়া হতো।

আর্থিক দিক দিয়েও গণিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানেই করা হতো। আগেই বলা হয়েছে যে রাজসেবায় নিযুক্ত গণিকাকে তার ভোগমজুরি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ, ভবিষ্যতের সংস্থান, উপহাররূপে লব্ধ অলংকারাদি, নিজস্ব ব্যয়—প্রভৃতি সবকিছুরই হিসাব গণিকাধ্যক্ষের নিকটে দিতে হতো। গণিকাধ্যক্ষ তাঁর নিবন্ধপুস্তকে এসকল সম্পদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এছাড়া গণিকার অলংকারাদি সম্পদ্ অপহরণ করবার জন্য কিংবা চুক্তিমতো মজুরি না দিলে অপরাধী পুরুষ গণিকার প্রাপ্য অর্থের আটগুণ অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকত।

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে কৌটিল্য গণিকাবৃত্তিতে লিপ্ত সুন্দরী ও গুণবতী বারাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে রাজার বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাদের নিয়োগ করা এবং সেইসঙ্গে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার কথা যেমন চিন্তা করেছেন তেমনি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথাও ভেবেছেন। গণিকারা সরকারী কর্মচারীরূপে যেমন রাষ্ট্রের নিকট থেকে বেতন ভোগ করত তেমনি গণিকাবৃত্তি থেকে অবসর নেওয়ার পরও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করত। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গণিকার রূপযৌবনের বয়স অতিক্রান্ত হলে এবং সৌভাগ্যভঙ্গ হলে সে অবসর নেবে এবং গণিকাধ্যক্ষ তাকে তখন মাতৃকারূপে (পরবর্ত্তিনী ভোগ্যা গণিকাদের মাতৃস্থানীয়ারূপে) নিয়োগ করবেন। (সৌভাগ্যভঙ্গে মাতৃকাং কুর্যাৎ। অর্থ. শা. ২/২৭) মাতৃস্থানীয়ারূপে তরুণী গণিকাদের দেখাশোনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব থাকতো তার।

অর্থশাস্ত্রে গণিকাধ্যক্ষ অধ্যায়ে গণিকাশ্রেণীভুক্ত বারাঙ্গনাদের কথাই বিশদভাবে বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ রাজ্যশাসন এবং রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতো বলেই তাদের কথা বিশেষ করে কৌটিল্যের রচনায় উঠে এসেছে। কিন্তু কৌটিল্যের গ্রন্থে গণিকা ছাড়া-ও আরো কয়েক শ্রেণীর দেহোপজীবিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন, রূপাজীবা, রূপদাসী, মাতৃকা, দুহিতৃকা বা কুমারী। এদের মধ্যে রূপাজীবার স্থান ছিল গণিকার পরেই। কেবলমাত্র রূপই এদের জীবিকার সম্বল ছিল, শৈল্পিক কোনো গুণের প্রকাশ তাদের মধ্যে দেখা যেত না। গণিকাধ্যক্ষের মতো।

II.–Studies in the Kāmasūtrā of Vātsyāyana.

By H. C. Chakladar, M.A.

Date and Place of Origin.

Introductory.

The great value of Vātsyāyana's Kāmasūtra for studying the social condition of the Indian people in ancient times is gradually coming to be realized, but the abundant wealth of its contents has not yet been fully explored. It furnishes a beautiful picture of the Indian home, its interior and surroundings. It delineates the life and conduct of a devoted Indian wife, the mistress of the household and the controller of her husband's purse. It describes the daily life of a young man and peccadillos, the sports and pastimes he revelled in, the parties and clubs be associated with. The wanton wiles of gay Lotharios and merry maidens, the abuses and intrigues prevailing among high officials and princes and the evils practised in their crowded harems, are described at great length and often with local details for the various proviness of India. The Kāmasūtra shows, moreover, that, as in the Athens of Pericles, the hetaera skilled in the arts, the artiste, the actress and the danseuse, occupied a no very mean or insignificant position in society. The book thus throws light on Indian life from various sides and an analysis of this important work will, it may be hoped, be of immense value to students of Indian sociology. But first of all it is necessary to determine, as closely as may be, what particular period in the long history of the Indian people it depiets and represents, and for this investigation it will be useful to ascertain Vātsyāyana's place in Indian literature and to examine the few historical facts that may be gleaned for his sūtra.

Vātsyāyana's Indebtedness to Earlier Sanskrit Literature.

Vātsyāyana has quoted freely from the works of previous authors not only in his own sbuject but also in other co-ordinate subjects bearing on the social life of the people. When referring to his predecessors in the science of eroties, he has taken care to mention the authorities whom he cites and discusses, but in the other cases he has not cared to acknowledge his debt by mentioning the source. Some of them may however be indicated.

In his chapter on the selection of a bride (वरणविधानप्रकरणम्) the Kāmasūtra has (सुप्तां रूदतीं निष्क्रान्तां वरणे परिवर्जयेत्[2] ॥११॥) This is exactly the same as that given by Āpastamba in his Grihyasutra I.3. 10.[3] The next two sūtras show only slight modifications, but making allowance for differences in reading they are exactly identical. Vātsyāyana has :–

गुप्तां दत्तां घोनां पृषताग्हषभां विगतां विरूढां विसुण्डां शुचिदूषितां सांकरिकीं राकां फलिनीं मित्रां खगुजां बर्षकरीं च बजयेत्॥१२॥

नक्षत्राख्यां मदीनाम्रीं वृक्षनाम्नीं च गर्हिताम्।
लकाररेफोपान्तां च वरणे परिवर्जयेत्॥१३॥

---

[1] The quotations from the Kāmasūtra have been made throughout from the Benares edition, edited by Pandit Sri Dāmodarlāl Gosvami and published in the Chowkhamba Sanskrit Series. Another edition of the Sanskrit text had been published by Pandit Durgaprasad of Jaipur but as it is not available in the market I have made use of the former. There is also a Bengali edition of the text and the comentary with an elaborate Bengali translation published by Babu Mahes Chandra Pal. The arrangement of the chapters and the numbering of the sutras is not quite the same in the three editions and the readings vary occasionally. The references are to the pages of the Benares edition.

[2] Benares edition, p. 187.

[3] The Āpastambīya Gṛihyasutra edited by Dr. M. Winternitz, p.4.

[4] Benares edition, pp. 187, 188.

Āpastamba reads–

दत्तां गुप्तां घाताग्हषभां विगतां विकटां मुण्डां मडूषिकां सांकारिकां रातां पार्क्षी मित्रां स्वनुजां बर्षकारीं च वर्जयेत्।।११।।

नक्षत्रनामा नदीनामा वृक्षनामाश्च गहिताः।।१२।।

सर्वाश्च रेफलकारोपान्ता वरणे परिवर्जयेत्।।१३।।

The next sūtra of Vātsyāyana again reads exactly the same s a Āpastāmba's Grihyasūtra, I.3.20 यस्यां मनश्चक्षुषोनिबन्धस्तस्याद्धिर्नेतरामाद्रियेतेत्येके।[6]

The first sūtra of the next chapter of the Kāmasūtra is again the same as in Āpastamba's Grihyasūtra, III.8.8. The Kāmasūtra has संगतयोस्त्रिरात्रमधः ब्रह्मचर्यशय्यां क्षारलवणवर्जमाहारः;

Āpastamba reads : त्रिरात्रुमुभयोरधःशय्याब्रह्मचर्य क्षारलवणवर्जनं च।[7]

About the sources of the *Dharma* also, Vatsyayana shows a wonderful agreement with Āpastamba, but this time with his Dharmasūtra. Vātsyāyana after giving a definition of Dharma says that it should be learnt from the Vedas and form the assembly of those who know the Dharma,[8] just as he says the the Kāmasūtra should be learnt from the books on the subject and the assembly of the citizens.[9] Āpastamba says much the same thing in his Dharmasūtra.[10]

---

5. Winternitz, Ap. Gr. Su., p.4

6. तं कामसुत्रान्ना Benares edition, p.188, and Winternitz, Ap. Gr., p.5.

7. Benares edition, p.191, and Winternitz, Ap. Gr., p.11

8. तं श्रुते धर्म समबायान्न प्रतिपद्येत। Benares edition, p.13

9. गरिकहनसमबायाद्म प्रतिपद्यत। Benares ed., p.15.

10. Āpastambiya Dharmasūtram edited by Dr. G. Buhler, C.i.E. p.1. अथातः सामयाचारिकान्धर्मान् याख्यास्यामः।। धर्मज्ञसमयः प्रमाणम्।। वेदाश्च।।

11. Benares edition, p.167.

In another chapter Vātsyāyana quotes a verse refering it simply to the Smṛti (स्मृतिव:)–

वत्स: प्रस्रवने मेध्य: पुवा मृ ग्रहणे शुचि:।
शकुनि: फलपाते तु स्त्रीमुखं रतिसंगमे।।[11]

This verse is found in the Dharmasūtra of Vasishtha[12] and Baudhāyana[13] with very slight and immaterial variations. With some further modication it is found in the Samhitas of Manu [14] and Vishnu[15] also. Its occurrence in almost identical forms in so many works shows that it must have been borrowed from some common and ancient authority on Dharma. Again, in a verse in his chapter on marriage, Vātsyāyana shows an agreement in idea with Baudhāyana. Vātsyāyana says that as mutual affections between a couple is the object of all forms of marriage, therefore the Gandharva form which has its basis in love, is easier to celebrate, and is free from the technicalities of a long wooing, is the best of all,[16]

---

12. The Vasishtha Dharmasatram, edited by Dr. A. A. Fubrer, ch.28, 8, p.77.

13. The Bodhāyana Dharmasūtram, edited by L. Srinivasacharya, Mysoe, 1, 5, 49, p.57. Bodhayana reads :

वत्स: प्रस्रवने मेध्य: शुकुनि: फलपातने।
स्त्रियश्च रतिसंसर्गे श्वा गमृग्रहणे शुचि:।।

14. Mānava Dharmaśāstra, eidited by Dr. J. Jelly, V.130.

नित्यमास्यं शुन्बि स्त्रीणां शकुनि: फस्तपातने।
फस्रवे च शुचिस्त: .... ग्रहणे शुचि:।।

15.Vishnusmṛiti, edited Dr. J. Jolly, XXIII,49.

16. Benares edition, p.223

ब्युढानां हि वित्राहामामनुराग: फलं यत:।
मघ्यमोऽपि हि सद्योगो गान्धर्बस्तेन पूजित:।।
सुखत्वादबहुक्ले शादपि चावरणा दिह।
अनुरागात्मकत्वाम्न गान्धर्व: पुवरो मत:।।

and Baudhāyana refers to it as the opinion of *some* authorities.[17] This idea we also find in the Mahābhārata.[18] From the above it is clear that Vātsyāyana has embodied in his work at least five sūtras from the Gṛihyasutra of Āpastamba though we cannot feel quite certain with regard to his debt to Baudhayana. These sutra works are generally assigned to the period from 600 to 200 B.C. Vātsyāyana has also embodied in his book certain passages from a work whose date is more definitely known, viz. from the Arthaśāstra of Kauṭṭilya [19] written about 300 B.C., and he has followed the method of Kauṭṭilya throughout the Kāmasūtra. This has led to the absurd identification of Kauṭṭilya with Vātsyāyana and a host of of other authors in some of the koshas or lexicons.[20] There are some references to secular literature also in Vātsyāyana's book. He says that when a woman shows an inclination to listen to the proposals of a lover, she should be propitiated by reciting to her such stories as those of Ahalyā, Avimāraka and

---

17. Bodhāyana, Mysore edition, I. II. 16, p.137.

गान्धर्वमपवके पुशंस्मन्ति सर्बेषां .... मुगतत्व त।

18. Mahābhārata, Calcutta edition, Ādiparva, ch.73, 4.

विवाहामां हि रम्भोरु मान्धबी श्रेष्ठ फव्य।

19. See the English translation of Kautilya's Arthaśāstra (pp.11,12) where Mr. R. Shama Shastry has brought together all the parallel passages in the Arthaśāstra and the Kāmaśāstra.

20. See the *Modern Review* (Calcutta), March, 1918, p.274, where Mr. Srischandra Vasu Vidyarnava quotes the following verse from the *Abhidhana Chintamani*–

वात्सायना मल्लनागः कुटिलश्चणकात्मजः।
द्रामिलः पक्षिलखामी विणुगुप्तोऽङ्गलश्च सः।।

See also *A Note on the Supposed Identity of Vātsyāyana and Kautilya* by Mr. R. Shama Shastry, B.A., in the Journal

Śakuntalā.[21] The story of Ahalyā is given in the Rāmāyaṇa and is alluded to by Aśvaghosha in the Buddhaeharita, canto IV, verse 72. [22] Avimāraka's shory forms the subject matter of one of the dramas of Bhāsa whom Mr. K.P. Jayaswal has placed about the middle of the first century B.C. [23] We cannot be sure, however, that Vātsyāyana derived it from the latter work, because Bhāsa's treatment of it seems to indicate that it was a well-known story like that of Udayana; and, besides, the commentator, Jayamaṅgala,[24] gives some particulars that are wanting in the drama.

The story of Śakuntalā is referred to by Vātsyāyana in another place also. In his chapter on the courtship of a maiden, he says that the wooer should point out to the girl courted the cases of other maidens like Śakuntalā who situated in the same circumstances as herself, obtained husbands of their own free

---

of the Mythic Society, Vol. VI, pp.210-216. Mr. Shastry has, however, accepted without question the identity of the authors of the Kāmasūtra and the Nyāyabhāshya. On this question see Vātsyāyana, author of the Nyāyabhāshya by Mahamahopadhyaya Satis Chandra Vidyabhushana, Ind. Ant, 1915, April, p.82.

21. श्रृण्बल्यां चाहल्याऽविमारक-शाकुन्तलादीन्यन्यान्यपि लौकिकानि च कथयेत्तद्युक्तानि। Benares edition, p.271.

22. कामं परमिति ज्ञात्वा देवोऽपि हि पुरंदर:।

गौतमस्य मुने: पत्नीमहल्यां चकमे पुरा।। Buddhacharita, IV, 72.

23. J. A.S.B., 1913, p.265.

24. The commeūtator is named Jayamaṅgala in the Benares edition and I have followed it. Pandit Durgaprasā's, as well as the Bengali edition names the commeātator Yasonhara and calls the commentary Jayamaṅgala.

choice and were happy by such union.[25] This refers to the story of the love between Sākuntala and Duḥshanta as we know it from the great drama of Kālidāsa, but Vātsyāyaṇa was certainly not indebted to him for it; it is given very fully in the Mahābhārata.[26] Aśvaghosha in the Buddhacharita also narrates how Viśvāmitra, Śakuntalā's father, was led astray by an Apsaras who however he calls Ghṛitachī instead of Menakā.[27] He was evidently acquainted with the story of Śakuntalā. The *Kaṭṭhahari Jātaka* certainly remāids us of the story of Dūḥshanta and Śakuntalā.[28] The legend however was known in still more ancient times, viz., the period of the composition of the Brāhmaṇa portion of the Vedas. In the Śatapatha Brāhmana [29] Śakuntalā is sopken of as having borne at Nādapit

---

25. याश्चान्या अपि समानजातीयाः कन्याः शकुन्तलाद्याः

स्वबुद्ध्या भर्तारं प्राप्य संप्रयुक्ता मोदन्ते स्म ताश्चास्या निदशयेत् Benares edition, p. 278.

26. Ādiparva, ch. 68 ff.

27. विश्वामित्रो महर्षिश्च विगाढोऽपि महत्तपाः।

दशवर्षाब्यरब्यस्थो घृताच्यापसरसा हृतः।। Buddhacharita IV. 20.

28. Fausbolṭ's *Jātaka*, Vol.I, No.7. This has been pointed out by Signār P.E. Pavolini in the Giornale della Societa Asiatica Italiana, volume Ventesimor, p.297. See also note by Mr. R. Chalmers in his English translation of the First Volume of the Jātaka, p.20.

29. XIII.5.4 11-14.

एतद् विष्णोः क्रान्तम्। तेन हैतेन भरतो दौःषन्तिरीजे तेनेष्ट्वेमां ब्यष्टिं ब्यानशे येयं भरताबां तदेवद् गाब्याभिगीतमष्टासप्ततिं भरती दौःषन्तिर्यमुनामनु गङ्गायां वृत्रघ्ने ऽवध्नान्पञ्चपञ्चाशतं हयानिति अथ तृतीयया। शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दधे परः सहस्रानिन्द्रायाश्वान्मेध्यान्य अहरद्विजित्य पृथिवीं सर्वामिति। अथ चतुर्थ्या। महदद्य भरतस्य न पूवे नापरे जनाः। दिर्वंमर्त्य इव बाहुभ्यां नोदापुः पञ्च मानवा इति।

[30] the great Bharata who is also called there the son of Duḥshanta, and even the Śatapatha Brāhmana quotes the legend as having been sung in Gāthās [31] connected with the great hero who gave his name to the whole continent of Bhāratavarsha. So that the story appears to belong to the earliest stock of stories of the Indian Aryans. It may here be pointed out that Śakuntalā's mother, Menakā, is mentioed as an Apsaras in both the White and the Black Yajurvedas.[32]

---

[30]. Harisvāmin, the commentator, explains that the hermitage of Kaṇva whero Sakuntala was nurtured, was called Nadapit. See the English translation by J. Eggeling of the Śatapatha Brāhmaṇa, Part V, p.399, footnote.2.

[31]. The *Gāthās* are quoted in a fairly large number in the Brahmanas and the Vedic literature generally, and they are referred to in the earliest portions of the Ṛigveda itself (I,190, 1,etc.). For the most part, these Gathas contain historical matter, signing about the mighty deeds of great heroes in still older times, as we see from the Gāthās quoted above chanting the great achievements of the eponymous here Bharata. The Aitareya Brahmana (VII. 18) makes a distinction between the Ṛiks and the Gāthās, saying that the former refer to the gods and the latter to men. It is no wonder that with the Brahmins who placed spiritual concerns far above the temporal from the very earliest times, the literature dealing with the deeds of mere men fell into comparative neglect and was not preserved with the same care as was bestowed upon the Ṛiks, though oceasional verses were preserved in memory and transmitted orally.

[32]. मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ Vājasaneyi Samhitā, XV, 16; Taitt. Sam. 4,4,3,2; Maitrāyaṇi Sam. 118.10.

Vātsyāyana's Reference to Earlier works on the Kāmasūtra

Vātsyāyana in speaking of the origin of the Kāmasūtra says in the beginning of his book that at first Prajāpati for the preservation of his progeny composed a huge encyclopaedia in a hundred thousand chapters dealing with the three objects of human life, viz. Dharma, Artha and Kāma; that the first two of these subjects were next taken up by Manu and Vṛihaspati respectively and Nandī, the attendant of Mahādeva, took up the third which he dealt with in a thousand chapters. This last work was condensed into five hundred chapters by Śvetaketu the son of Uddālaka. The work of Śvetaketu was further abridged into a hundred and fifty chapters and divided into seven sections by Babhravya, a native of the Pañcāla country. Next Dattaka at the request of the courtesans of Pāṭaliputra wrote a separate treatise dealing with the Vaiśika section of Bābharavya. His example was followed by six other writers– Chārāyaṇa, Suvarṇanābha, Ghoṭakamukha, Gonardīya, Goṇikāputra, and Kuchumāra, each of whom took up a section of Bābhravya and wrote a monograph on it. As the science treated in this fragmentary fashion by numerous writers was about to be mangled and spoiled and as the work of Babhravya, being huge in bulk, was difficult to study, Vātsyāyana proposes to give an epitome of the whole subject in a single work of molderate dimensions.[33] Towards the end of the Kāmasūtra again Vātsyāyana says that having learned the meaning of the sūtras of Bābhravya (from his teachers, as one would in the case of a sacred text of Āgama) and having pondered over them in his mind he composed the Kāmasūtra

---

33. Vide Chapter I of the Kāmasūtra, pp.4–7, Benares edition.

in the right method.[34] He thus admits that the great work of Babhravya formed the groundwork of his own book, as is also quite evident from the frequent references that he makes to it in every part of the Kāmasūtra. One out of his seven sections, the Sāmprayogika, covering about a fourth part of the whole book, is entirely taken from Bābhravya as he says at the end of that section.[35] There can, therefore, be no doubt that Vātsyāyana had before him the great work of Bābhravya Pāñcāla. The commentator Jayamaṅgala also quotes several verses stating the opinion of the followers of Bābhravya,[36] and he seems, therefore to have access to some treatise specially belonging to Bābhravya's school.[4]

It may be noted that Vātsyāyana speaks of having mastered Bābhravya's book as an *Āgama*, a work of holy scripture, indicating that it was considerably ancient. A Bābhravya who is called Pañcāla by Uvata, the commentator, is mentioned in the Ṛik-prātiśākhya as the author of the Krama-pāṭha of the Ṛigveda and Professor Weber [37] holds that this

---

[34] बाभ्रवीयाश्च सूत्रार्थानागमय्य विमृश्य च।

वात्स्यायनश्चकारेदं कामसूत्रं यथाविधि।। Benares edition, p.381.

[35] एवमेतां चतु:षष्टि बाभ्रव्येण प्रकीर्तिताम्। Benares edition, p. 182. Besides at pp.68, 79, 94, 238 and 296 the school of Bābhravya has been referred to.

[36] यथाहुर्बाभ्रवीया:--

पुत्रिका चित्ररूपाणि पशव: शुकसारिका:।

सर्वेषां गूढभावानां दारकर्माणि कुर्वत इति।। Benares edition, p.279.

Besides, he quotes eight verses–Bābhraviyāh slokāh–at pp. 87,88.

[Bābhravya's work ought to be recovered one day. It was current as late as the composition of *Pancha-sāyaka* which quotes it.–K.P.J.]

[37] History of Indian Literature, translated by J. Mann and T. Zachariae, Popular edition, pp.10 and 34.

Babhravya Pañcāla, and the Pañcāla people through him, took a leading part in fixing and arranging the text of the Ṛigveda. This connexion of the Pañcāla people with the Ṛigveda receives a confirmation from what Vātsyāyana tells us in connexion with the sixty-four varieties of connubial *samprayoga*. He says that they belonged to the Pañcāla country [38] and were collectively called *Chatuḥhashṭt* [39]–"The sixty-four"–from analogy with the Ṛigveda. He avers that the Ṛiks collected in ten maṇḍalas are called the *Chatāḥshashti* (being divided into eight Ashṭakas of eight chapters each) and the same principle holds in the case of the *Samprayogas* too (as they are divided into eight times eight varieties); and besides, because they are both connected with the Pañcāla country, therefore the Bāhvṛichas, the followers of the Rigveda, have out of respect given this appellation of *Chatuḥshashṭi* to them.[40] If Bābhṛavya, the writer of the work on the Kāmasūtra, is the same as the great author of the Kramapāṭha, then he has to be placed in a very early age indeed. But it is doubtful whether the science of erotics could have been systematized so early; though it must be admitted that erotics and eugenics, the sciences thatthe Kāmasūtra embraces in its scope, had received particular attention from the Ṛishis at the time of composition of the hymns of the Atharvaveda, many of which deal with philtres and charms to secure love and drive away jealousy, with the means for obtaining good and healthy children and other allied matters.

---

[38] पाञ्चालिकी च चतु:षष्टिरपरा, Benares edition, p.40.

[39] सप्रयोगाङ्गं चतु:षष्टिरित्याचक्षते चतु:षष्टिपकरणतवात्।।१ Benares edition, p.92.

[40] ऋचां दशतयीनां च संज्ञितत्वादिहापि तदर्थसंभन्धात् पञ्चालसबन्धाञ्च बह्वृचैरेषा पूजाऽर्थं संज्ञा पवर्त्तितेत्येके।।४।।

अष्टानामष्टधा विकल्पभेदादष्टावष्टकाश्चतु:षष्टिरिति बाभ्रवीया:।।५ Benares edition, pp.9३, 94.

The Pañcāla country where Bābhravya flourished appears to have been the part of India where the science of erotics was specially cultivated. We have seen hoe great was the debt of Vātsyāyana to Bābhravya Pañcāla specially with regard to the section dealing with Samprayoga, the subject-matter proper of the Kāmasūtra. Some of the most objectionable ceremonics in the Asvamedha sacrifice seem to have originated in the Pañcāla country.[41] The Pañcāla people were evidently credited in ancient times with extraordinary powers in connexion with matters relating to the sexes extending even to the change of the natural sex as we see in the case of Śikhandin the son of the Pañcālī king, Drupada.[42] Polyandry, as we see it in the case of Draupadī Pāñcāli, may be regarded as once an ancient institution of the Pañcāla country and the Pāndava brothers belonging as they did to the allied tribe of the Kurus, as we see from the common Vedic phrase *Kuru-Pāñcāla*, were certainly familiar with it and could have no difficulty in acceding to it. In this connexion a Sūtra of Vātsyāyana is very significant. He says that according to the followers of Bābhravya, who belonged to Pañcāla as we have seen, a woman may not be respected when she is found to have intimacy with five lovers [43] (in addition to her husband, explains Jayamaṇgala[44]), showing that five was considered as the limit beyond which it was not decent for a woman to go, and if she did so, she could be approached like a fallen woman.

---

[41] See Weber, cit., pp.114-5.

[42] Mahābhārata, Udyoga Parva, Chapters 190-194.

[43] दृष्टपञ्चपुरुषा नागम्या काचिदस्तीति बाभ्रवीया:।। Benares edition, p.68.

[44] स्वपतियतिरेकेण दृष्टा: पञ्च पुरुषा: पतित्वेन यया सा स्वैरिणी। कारणवशात्सर्वैरेव गम्या। तथा च पञ्चातीता बन्धकीति पराशर:। Ibid.

[45] द्रौपदी वु युधिष्ठिरादीनां स्वपतित्वादन्येषामगम्या, कथमेका सत्यनेकपतिरिति चैतिहासिका: प्रष्टवया:। Ibid.

Jayamangala explains that in the case of Draupadī this limit was not passed especially as the five were all her husbands.[45] We thus see that it is not necessary to go to Tibet for explaining this peculiar case of polyandry. Of the predecessors of Bābhravya mentioned by Vātsyāyana the earlier ones bear mythical names,[46] but Śvetaketu the son of Uddālaka is better known. He is mentioned in the Mahābhārata (Ādiparva, chapter 122) as having established a fixity in sexual relations which before him were entirely free and promiscuous like those of natural animals, the institution of marriage having not yet come into existence.[47] This refers to a primitive stage of society, and it is hardly possible, I am afraid, that this Śvetaketu Auddālaki could have been the author of the work in five hundred chapters referred to by Vātsyāyana. However, the opinions of Auddalaki are referred to by Vātsyāyana in three places in his Kāmasūtra.[48] It does not necessarily imply that Vātsyāyana had access to Auddālaki's work in five hundred chapters, as in that case he would have made an ampler use of it; certain opinions must have been current in Vātsyāyana's time among the teachers of the Kāmasūtra whom he frequently refers to as the Āchāryas as having come down from the reputed human founder of the science, or the legend of Auddālaki and his opinions might have been taken from the

---

[46] The authorship of Prajapati to a work in one hundred thousand chapters dealing with Dharma, Artha and Kāma is also vouched for by the Mahābhārata, Śāntiparva, Chapter 59.

[47] Mahābhārata, Ādiparva, Chapter 122.

[48] कथमेतदपलभ्यत इति चेत् पुरुषो हि रतिमधिगम्य स्वेच्छया विरमति, न स्त्रियमपेक्षते, नत्वेवं स्त्रीत्यौद्दालकिः। Benares edition, p.76.

नासस्तुताद्दृष्टाकारयोर्दत्यमस्तुीत्यौद्दालकिः।

इत्यौद्दालकेरूभयतोयोगाः।

The commentator refers (Benares edition, pp.74, 78) two of Vātsyāyana's Sūtras to Auddālaki, but it is not known on what authority.

work of Bābhravya on whom Vātsyāyana mainly depends. We may mention here that in the Chhandogya and Bṛidhdāranyaka Upanishads we meet with a Śvetaketu who however seems to have no connexion at all with our Śvetaketu.

The monographs written by the successors of Bābhravya, Dattaka and others are quoted by Vātsyāyana in the respective chapters of his book. Dattaka's book on the courtesans appears to have been availed of by Jayamaṅgala who quotes a sūtra of Dattaka[49] where Vātsyāyana has translated the substance of it. Of the other writers, Gonardiya has been quoted by Mallinātha in his gloss on the Kumārasambhava, VII, 95 and on the Raghuvaṁśa, XIX, 29, 30.

Rājaśekhara in his Kāvyamimāmsā (Gaekwad's Oriental Series p.1) refers to Suvarṇanābha as the auther of a treatise on a branch of poeties, viz. *Rītinirṅaya* and speaks of Kuchamāra as having dealt with the *Aupanishadika* section. The later iṣ evidently the same as Vātsyāyana's Kuchumara, the author of a monograph on the *Aupanishadika* portion of the Kāmasūtra and most probably one and the same work has been referred to by the two authors, there being nothing extraordinary in the fact that the sections dealing with the secrets and mysteries (upanishad) of both poetics and erotics should coalesce. Kauṭilya in the Arthaśāstra (Adhikaraṅa 5, 5) has quoted *Dīrgha Chārāyaṇa and Ghoṭakamukha* who, Professor Jacobi holds, are probably the same persons as the Chārāyaṇa and Ghoṭakamukha of Vātsyāyana; they would, therefore, have lived prior to the fourth century B.C. and Dattaka and Bābhravya who prceded them must be thrown back to a much earlier date. Dattaka, of course, could not have lived earlier than the fifth century B.C. when Pātaliputra came

---

49. सू 'भाण्डसंपवे' विशिष्टग्रहणमिति'' दत्तकसुत्रमस्पष्टार्थ सूत्रान्तरमाह-प्रतिगणिकानामिति। Benares edition, p.321.

into being as capital of Magadha. Goṇikāputra is mentioned by Patañjali (on Pāṇini I. 4.51) as a former grammarian and Professor Jacobi is inclined to believe that he is the same person as the Goṇikāputra of Vātsyāyana. But in his case, as also in that of Gonardiya by which name Pātañjali himself is known, the identification is rather doubtful.[50]

References of Kāmasūtra in Later Literature.

We shall take into account only those references to Kāmasūtra that will enable us to arrive at a determination of the date of Vātsyāyana. In canto XIX of the Raghuvamśa, in describing the inordinate indulgence of the voluptuary Agnivarṇa, Kālidāsa has often followed the description in the Kāmasūtra, using even its technical expressions, e.g. the word Sandhayaḥ in verse 16 which is used there in the very same sense as that given by Vātsyāyana in his chapter on *Viśirṇ pratisandhāna.* In verse, 31, however, there is a more definite and verbal agreement. Vātsyāyana in his chapter on the means of knowing a lover who is growing cold (*Virakta-pratipatti*) gives as one of the indications of such stage मित्रकृत्यमपदिश्य अन्यत्र शेत.[51] Kālidāsa in describing Agnivarṇa under similar circumstances uses the very same language मित्रकृत्यमपदिश्य पार्श्वत: प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रिया. Another very striking agreement has been pointed out by Mallinātha and dilated upon by modern scholars. Describing the marriage of Aja and Indumatī, Kālidāsa says that when the two touched each others's hands the hair on the bride-groom's forearm stood on end and the maiden had her fingers wet with perspiration.[52] Here

---

50. For Professor Jacobi's opinions see Sitzung, Konigl. Preus. Akad. d. Wissenschaften, 1911, pp.959-963.

51. This is the reading given by Mallinātha. The Benares edition reads मित्रकार्यमपदिश्य, etc., p.323.

52. आसीद्वर: कण्टकितप्रकोष्ठ: स्विन्नाङ्गुलि: संववृते कुमारी।

Mallinatha quotes Vātsyāyana who speaks of exactly the same thing happening under the same circumstances.[53] In the Kumārasambhava, VII.77, however, Kālisāda has reversed this ofder, saying that it was Hara, the bridegroom, who perspired and the hair stood on end on the bride's hand.[54] But the language is almost the same and we think Kālidāsa's memory did not serve him quite right when he wrote the Kumārasambhava passage and that he improved himself, as Professor Jacobi holds, in the Raghuvamśa.[55] The violation in the one case only proves more strongly that Kālidāsa had a knowledge of Vātsyāyana's work and made use of it. Arguing from a similar agrement is another passage of Kālidāsa. Dr. Peterson has come to the definite conclusion Vātsyāyana is quoted there by the post. He refers to the following verse (in Act. IV) which is considered to be one of the best in his Śakuntalā.

शुश्रूषस्व गुरुन्कुरू प्रिवसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।।[56]

Dr. Peterson then goes on to say :"" The first, third and

---

[53] ''कन्या तु प्रथमसमागमे स्विन्नाङ्गुलिः स्विन्नमुखी च भवति। पुरूषस्तु रोमाञ्चितो भवति; एभिरनयोर्भावं परीक्षेत।'' This passage quoted by Mallinātha is slightly different from the reading in the printed editions where we have स्विन्नकरचरणङ्गुलिः स्विन्नमुखी च भवति। Benares edition, p.266.

[54] रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुंगवकेतुरासीत्।

[55] Die epen Kalidasa's, p.155. In this connection, see R. Schmidt, Beitrage zur Indischen Erotik, 1902, pp.4, 5.

[56] Kalidasa's Sakuntala, the Bengali Recension, edited by Richard Pischel, p.89.

[57] Journal of the Anthropological Society of Bombay, 1891, p.465; see also J.B.B.R.A.S., Vol. XVIII, p.p.109, 110.

fourth precepts here are taken verbally from our sūtra; the second occurs elsewhere in our book; the third we have already had. Scholars must judge; but it seems to me to be almost certain that Kālidāsa is quoting Vātsyāyana, a fact, if it be a fact, which invests our author with a great antiquity." [57] It will be observed from an examination of the corresponding sūtras of Vātsyāyana [58] that in the first two lines of the verse quoted above, Kālidāsa has translated the ideas of Vātsyāyana but in the third line he has followed our author verbally, On the authority of this agreement evidently Mahāmahopādhyāya Hara Prasād Shastri has also stated in this Journal that Kālidāsa's "knowledge of the Kāmasūtra was very deep indeed." [59] There is, moreover, a set of sūtras in Vātsyāyana's chapter on *Kanyāviśrambha* which remainds the reader at once of the first act of Kālidāsa's Śakuntalā as will be seen from the translation here given : 'When a girl sees that she is sought after by a desirable lover, conversation should be set up through a sympathetic (*female*) friend (*sakhī*) who has the confidence of both; then she should smile looking downwards; when the *sakhī* exaggerates matters, however, should say "This was said by her," even when she has not done so; then when the *sakhī* is set aside and she is solicited to speak for herself, she should keep silent; when, however, this is insisted

---

[58] Dr. Peterson here evidently refers to the following sutras of Vatsyayana on the duties of a wife; श्रूश्वशुरपरिचर्या तत्पारतन्त्रमनुत्तरवादिता, भोगेष्वनुत्सेकः परिजने दाक्षिण्यम् ।। Benares edition, p.230.

Vātsyāyana devotes the whole of Chapter III of the Bhāryādhikārika section to the mutual conduct of co-wives (p.234 ff). Corresponding to the second line of the verse, Vātsyāyana has नायकापचारेषु किंचित्कलुषिता नात्यर्थं निर्वदेत् ।।१६।। साधिक्षेपवचनं त्वेनं मित्रजनमध्यस्थमेकाकिनं वऽप्युपालभेत न च मूलकारिका स्यात् ।। Benares edition, p.227.

[59] J.B.O.R.S., Vol.II, part II, p.185.

upon, she should mutter rather inaudibly "I never say any such thing" and speak in half finished sentences; sometimes she should, with a smile, cast sidelong glances at the lover,[60] etc. From what we have said above there can be no doubt that the Kāmasūtra was known to Kālisāda and that he had made verbal quotations from the work. Now Kālisāda could not have lived later than the middle of the fifth century A.C., because he places the Hūnas on the banks of the *Vankshū*, the Waksh or the Oxus in Bactria, [61] before they had been pushed

---

[60] See Benares edition, p.195.

[61] The passages of Kalidasa referred to here are verses 67 and 68, Reghuvamsa, Canto IV, beginning– विनीताध्वश्रमास्तस्य वंशतीरविचेटनैः In the pages of this Journal (volume II, pages 35ff. and 391 ff.) Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri has sought to place Kālidāsa about the middle of the sixth century A.C. depending on the wrong reading of Mallinātha who reads *Sināhu* instead of *Vankshu* in the line quoted above. With all due deference to the great authority of Pandit Shastri, I would venture to differ from him here. There cannot be any doubt that *Vankshu* is the correct reading here and not *Sindhu*. Vallabhadeva of Kashmir who lived about five centuries earlier than Mallinātha, reads Vaṅkshu, and the unquestioned genuiuencess and reliability of Vallabha's text as compared with that of Mallinātha has been fully established in the case of the Meghadūta where all those verses that had been accepted by Mallinatha as genuine but had been rejected as spurious by modern crities like Pandit Isvar Chandra Vidyasagar, Gildemeister and Stenzler and found to be absent from the text of Vallabha. The superiority of Vallabha's text thus established in the case of Meghaduta applies with equal force to the Raghuvaṁśa. To an editor like Mallinātha living in the far south in the fourteenth or fifteenth century, Vaṅkshu or Vakshu, a river in Bactria, was an unfamiliar, outlandish name, and he had no hesitation in substituting for it Sindhu, which was nearer home, forgetting though that it would have been geographically absurd for Raghu to have marched northwards from the Persian frontier and met the Hūṇas on the Indus. It is significant again, as has been shown by Professor K. B. Paṭbak, who first drew pointed attention to Vallabha's reading (Ind. Ant., 1912, p.265ff., and the

towards the west or towards the Indian frontier.[62] In all likelihood Kālisāda lived during the reigning period of Chandragupta Vikramāditya in the early years of the fifth century A.C. [62]

In another work of the same period, viz. the Vāsavadattā of Subandhu, Vātsyāyana the author of the Kāmasūtra is mentioned by name. While describing the Vindhya mountains

---

introduction to his Meghadūta) that Kshīrasvamin who lived about four centuries earlier than Mallinatha speaks in his commentary on the Amarakosha of Bactria as the province that is referred to in this passage of Kālidāsa; this shows that so late as the eleventh century, Bactria through which the river Vankshu or Oxus flows was considered to be the country where Kālidāsa placed the Hūṇas. The Vaṅkshu is a well-known river, in the Mahābhārata (ef. Sabhāparva, 51.26). Again an examination of the variants given in Mr. G.R. Nandargikar's splendid edition of Raghuvamśa shows that Charitravardhana, Sumativijaya, Dinakara, Dharmameru and Vijayagaṇi, in fact, most of the great old commentators follow Vallabha and adopt the older reading.

[62] M. Chavannes has shown from Chinese sources that the Huns had acquired great power in the basin of the Oxus towards the middle of the fifth century A.C. (Document sur les Toukine Occidentaus, pp. 222-3). We do not know yet exactly when the Hūṇas settled themselves in the Oxus valley. But there can be no doubt that the Hūṇas were known iL India even before the time mentioned by M. Chavannes. The Lalita-vistara, thought to have been written about three hundred years after Christ (Dr. Winternitz, Geschichte der Indischen Litteratur, Band II, p.199), mentions *Hūṇa-lipi* (Ind. Ant. 1913, p.266) as one of the scripts learned by the young Siddhārtha (Lalitavistara edited by Dr. S. Lefmann, volume I, p.126) Besides, Dr. J. J. Modi has shown from an examination of passages in the Avesta that the Huns were known in Persia as a wandering or pillaging nation or tribe not later than the seventh century before Christ (R.G. Bhandarkar Commemoration Volume, p.71-76). It stands to reason therefore that the Huns should be known to the Indians also, especially since their occupation of the Oxus valley, seeing that Bactria was very well known to Vātsyāyana and was considered a part of India so late as the sixth century A.C. when Varāhamihira wrote his Vṛihat Samhita.

Subandhu says : "It was filled with elephants and was fragrant from the perfume of its jungles as the Kāmasūtra was written by Mallanāga and contains the delight and enjoyment, etc."[63] Mallanāga is the proper name of our author, Vātsyāyana being his *gotra* or family name as pointed out by the commentator Jayamaṅgala and as is corroborated by some of the lexicons.[64] Two branches of the Vātsagotra to which our author belongs are mentioned by Āśvalāyana in his Śrautasutra.[65] Mahamahopadhyāya Hara Prasād Shāstri holds that Subandhu must have flourished in the beginning of the fifth century about the same time as Chandragupta Vikramāditya.[66] Thus from the evidence offered by Kālisāda and Subandhu we can feel definitely certain that the Kāmasūtra was written before 400 A.C. Some editions of the Pañchatantra have two passages in which Vātsyāyana is mentioned by name.[67] However, in the Tantrakhyāyikā which is considered to be the earliest recesnion of the Pañchatantra, the name of Vātsyāyana does not occur, but in enumerating the usual subjects of study it mentions first grammar and then the Dharmā, Artha and Kāma Śāstra in general.[68] The Tantrākhyāyika has been supposed to have been written about 300 A.C.[69] The mention of the

---

63. Vāsavadattā, translated by Dr. Louis H. Gray, p.69.

64. वात्स्यायन इति स्वगोत्रनिमित्ता समाख्या। मल्लनाग इति च सांस्कारिकी। Benares edition, p.17; see also note 5, p.1.

65. Āśvalāyana Śrauta Śūtra, Bibliotheca Indica, XII, 10,6–7, p.875.

66. J.A.S.B., 1905, p.253.

67. Pañchatantra, edited by Dr. F. Kielborn, p.2 कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि and p.38 वात्स्यायनोक्तविधिना निवेवय See Schmidt, op. cit., p.6.

68. ततो घर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञेयानि –The Pañcatantra, edited by Dr. J. Hertel, Harvard O.S., Vol.14, p.1.

69. Das Pañcatantra, seinc Geschichte und seine Verbreitung von J. Hertel, 1914, p.9; see also Professor Lanman's introduction to the Pañcatantra, Harvard O.S., vol.14, p.X.

Kāmasūtra in its shows, at least, that the science of erotics had, in the third century A.C., obtained an equal footing with the sister sciences of Dharma and Artha as branches of learning that princes were required to acquire. This position it had not attained in 300 B.C., when as we see from the Arthaśāstra of Kauṭilya, though Kāma had been recognized as one of the objects of human interest *(trivarga)*, it had not as yet a *locus standi* as a science worth study, because it does not find a place in Kauṭilya's list where we find Dharma, Artha, Itihāsa, Purana, and Ākhyāna (narratives) but not the Kāmaśāstra.[70] In view of the fact therefore that it was Vātsyāyana who made popular the science which was almost extinct (*utsannaprāya*) in his time, the presumption is that the author of the Tantrākhyāyikā had his Kāmasūtra in mind when he wrote the passage about referred to.

We thus see that from the literary data given above the earlier limit to the composition of the Kāmasūtra may be assigned on the basis of Vātsyāyana's quotations from the Gṛihya and Dharma Sutras and the Arthāśāstra of Kauṭilya, and that the lower limit may be fixed at circa 400 A.C., based on the dates of Kālidāsa and Subandhu and further, that there are strong reasons to believe that it was known in the third century A.C. From the historical data that the Kāmasūtra affords we can come to a more difinite determination of Vātsyāyana's date.

---

[70] पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतीतिहासः। Kauttil ya's Arthaśāstra, edited by R. Shama Shastry, p.10. It is significant in this connexion that the Lalita Vistara knows only some of the sections of the Kāmaśāstra such as Strilakshaṇa, Purushalakshaṇa, Vaiśika, etc. but not the Śāstra as a whole (p.156, Lefmann's edition).

Historical Data about the Date of Vātsyāyana.

The well-known passage[71] referring to the Andhra monarch Kuntala Śatakarni first pointed out by Sri R.G. Bhandarkar,[72] furnishes important data. According to the Puranic list of the Andhra monarchs, Kuntala Śāti or Śvatikarna is the thirteenth in descent from Simuka the founder of the family. Srī Malla Sātakarni, the third monarch is this list, has been identified by Mr. K. P. Jayaswal with the Sātakarṇi mentioned in the Hāthigumphā inscription of Khāravela and it has been shown by him that an expedition was undertaken by Khāravela in 171 B.C. against this Śātakarṇi.[73] Kuntala is separated from him by 168 years acording to the Puranic enumeration[74] which is held as substantially correct. Kuntala therefore reigned about the very beginning of the Christian era. This is then the upper limit of the composition of the Kāmasūtra which was therefore written between the first and the fifth centuries after Christ. We may next attempt to come to a closer approximation.

Vātsyāyana mentions the *Ābhīras* and the Andhras as ruling side by side at the same time in South-West-India. He

---

71. कतर्या कुन्तलः शातकर्णिः शातवाहनो महादेवीं मलयवतीम् (जघान) Benares edition, p.149.

72. Early History of the Deccan, p.31. I beg leave to submit that Kartari here does not mean "a pair of scissors" as translated by Sir R. G. Bhandarkar, but it is a technical term to denote a kind of stroke dealt by a man with one or both of his hands at a woman's head, at the parting of the hair (Simanta). Vatsyayana says that these strokes are in vogue among the people of the South (Dakhsiṇātyānām) and he condemus them as they sometimes proved fatal The case of Kuntala Śātakarṇi is an example in point. Ben. ed., pp.147–9.

73. J.B.O.R.S., Vol. III., pp.441, 442.

74. Pargiter, Dynasties of the Kali Age, pp. 38–40.

specks of an Ābhīra Koṭṭārāja,[75] a king of Koṭṭa in Gujerat, who was killed by a washerman employed by his brother. Then again, in his chapter on the conduct of women confined in harems, Vātsyāyana describes the abuses practised in the seraglio of the Ābhīra kings [76] among others. Now, King Īśvarasena, son of the Ābhīra Śivadatta, is mentioned as a ruling sovereign in one of the Nasik inscriptions and is thought to have reigned in the third century A.C.[77] Besides, Mahākshatrapa Īśvaradatta is considered on very reasonable grounds to have been an Ābhīra, and his coins show that he reigned some time between circa 236 and 239 A.C.[78] About a century later, in the early years of the fourth century A.C., circa 336 A.C., the Ābhīras were met by Samudragupta.[79] The period when the Ābhīras most flourished, therefore, was the third century A.C.,[4] on epigraphic and numismatic grounds, The Andhra rulers are also referred to by Vātsyāyana but certainly as mere local kings. In his chapter on Īśvarakāmita, or "The Lust of Rulers", Vātsyāyana describes various forms of abuses practised by kings, and it is significant that all the rulers

---

75. आभीर हि कोट्टराजं परभवनगतं भ्रातृप्र रजको जघान, Benares edition, p.287. Vātsyāyana mentions a Kāsirāja Jayatsena about whom very little is known.

76. क्षत्रियसंञ्ज्ञकैरन्तःपुररक्षिभिरेवार्थं साधयन्त्याभीरकाणाम Benares edition, p.294.

77. Archaeological Survey of Western India, IV., page 103. See also Professor D. R. Bhandarkar's paper on the Gurjaras, J.B.B.R.A.S., Vol. XXI., p.430.

78. The Western Kshatrapas by Pandit Bhagwanlal Indraji, J.R.A.S., 1890, p. 657ff. See also Catalogue of the Coins of the Andhra Dynasty by E.J. Rapson, p. cxxxiii ff.

79. J.F. Fleet, Gupta Inscriptions, p.8.

[Mention of Ābhīras in literature is much earlier.–K.P.J.]

Benares edition, pp. 287 288.

here mentioned are referred to by the names of the people they ruled over and belong to South-Western India, viz. the kings of the Aparāntakas, the Vaidarbhas, the Saurāshṭrakas, the Vātsagulmakas and the Andhras.[80] The Andhra monarchs here referred to evidently ruled over the Andhra people proper, and the social customs and practices of the Andhra people are described in various other parts of the book also.[81] There is no reference in the Kāmasūtra to the position of the Andhras as sovereigns exercising suzerain sway. The time therefore described by Vātsyāyana is that when the line of the great Andhra emperors had come to an end and the country was split up into a number of small kingdoms, among which the most considerable were those ruled over by the Andhrabhṛityas, or dynasties sprung up from the officers of the imperial Andhras. Among them the Purāṇas mention the Ābhiras, the Gardabhinas, the Śakas and also some Andhras,[82] who evidently ruled over a limited territory at the time referred to. The time when Vātsyāyana flourished is therefore the period when these later Andhra kings and the Ābhiras ruled simultaneously over different parts of Western India, that is, subsequent to circa 225 A.C., when the line of the great Andhras disappeared and before the beginning of the fourth century A.C., when the Guptas of whom there is no mention in the Kāmasūtra, were again uniting Northern India under a common sway. From this the conclusion is inevitable that the Kāmasūtra was composed about the middle of the third century A.C.

---

[81] Benares edition, pp.126, 135, 287, etc.

[82] Pargiter, Dynastics of the Kali Age, p.45, the Matsya, Vāyu and Brahmāṇḍa Purāṇas read–

अन्ध्रानां संस्थितै राज्ये तेषां भृत्यान्वया नृपाः।

ससैवान्धा भविष्यन्ति-दशाभीरास्तथा नृपाः।

सप्त गर्दभिनहचापि शकापुहचाष्टादशैव तु।।

The Place of Composition of the Kāmasūtra.

It has been held by some that Vātsyāyana wrote his Kāmasūtra at the city of Pāṭaliputra, or modern Patna; but there is hardly any justification for this belief in the book itself. It depends upon the explanation offered by the commentator Jayamaṇgala of the word *Nāgarikyaḥ* [83] in one passage of Vātsyāyana by *Pāṭaliputrikyaḥ* and of *Nāgarakāh* [84] in a second passage by *Pāṭaliputrakāḥ*. Jayamaṇgala has not stated on what authority this explanation of his is based. His idenrtification of *Nagara* with *Pāṭaliputr*a is not worthy of much consideration because his knowledge of the geopraphy of Eastern India was anything but accurate; e.g. he explains the *Gaudāḥ* as a kind of Eastern people living in *Kāmarūpa* [85] and that Kalinga is to the south of this Gauḍa, [86] he says further that Vaṇga lies to the east of the Lohitya or Brahmaputra and Aṇga to the east of the *Mahanadī* [87] We can therefore have no hesitation in rejecting his identification as a mere haphazard guess, Besides, there is evidence offered by the book itself which shows that the two words referred to above do not refer to Pāṭaliputra. In the first place, Vātsyayāna, in another passage of the Kāmasūtra, mentions Pāṭaliputra by name when he speaks of Dattaka as having written a monograph at the request of the courtesans of that city. He expressly says there *Pāṭaliputrāṇām* and not *Nāgarikāṇām* as he might be expected to do on the analogy of the other two passages; there is no reason why he should

---

83. तथाविधा एव रहसि प्रकाशन्ति नागरिक्य:। Benares edition, p.127.

84. न तु स्वयमौपरिष्टकमाचरन्ति नागरका:। Benares edition, p.166.

85. गौडा: कामरूपका: प्राच्यविशेषा:। Benares edition, p.295.

86. कलिङ्गा गौडविषयाद् दक्षिणेन। Benares edition, p.295

use different words in speaking of the same place in different parts of his book.

Next we see that though Vātsyāyana appears to possess more or less knowledge of all parts of India yet he is acquainted more throughly with Western India than with the other portions. Of the country from Rajputana to the south up to the Konkan coast he speaks of almost all the various provinces and peoples. For examples, he speaks of Avanti and Mālava (i.e. eastern and western Malwa), Aparānta, Lāṭa, Saurāshṭra, Vidarbha, Vanavāsi, Mahārashṭra, etc.; he mentions twice the Vatsagulmakas, a people living in the south,[88] and the Andhras and the Ābhīras are mentioned again and again; of the countries to the north-west he speaks of the Sindhus, of the people living in the regions lying between the watercourses of the six rivers including the Indus, [89] and he even describes the customs of the Vāhlika country of Bactria. The people in the south he knows only as the Dākshiṇātyas and their country as Dakshināpatha and he once mentions the Drāviḍas and a Cholarāja. The people in the east he speaks of as the *Prāchyas*, "the eastern people," but he seems to know the Gauḍas and he makes a collective mention of Vaṅgāṅgakaliṅga in one

---

87. वङ्ग लोहित्यात् पूर्वेण। अङ्ग महानद्या: पूर्वेण। Benares edition, p.295.

88. Jayamangala says that two princes Vatsa and Gulma lived in the Dakshiṇāpatha; the country where they resided was called Vatsagulmaka. दक्षिणापथे सोदर्यौ राजपुत्रौ वत्सगुल्मौ ताभ्यामध्यासितो देशो वत्सगुल्मक इति प्रतीत:, Benares edition, page 288. The Vatsa country is mentioned by Varāhamihira along with Vidarbha and Andhra. शौलिकविदर्भवत्सान्धचेदिका: (Kern, Vṛhatsamhitā Ch. XIV,8) Rājasekhara in his Kāvyamimāmsā(op. cit. p.10 says.तत्रास्ति विदर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरम्।

89. सिन्धुषष्ठानां च नदीनामन्तरालीया Benares edition, p.126.

passage. He does not even once speak of Magadha and on the entire country from Magadha to Rajputana he has very little to say. Once only he speaks of the Madhyadeśa and once each of the Śaurasenas and the people of Sāketa and Ahichhatra, the capital of northern Pañcāla.[90] This meagre mention of the countries of the central and eastern portions of Northern India and the detailed description of the customs of Western India make it abundantly clear that Vātsyayāna had personal knowledge of the western portion alone and that his information about the eastern regions was probably derived from the works of his predeceseors like that of Dattaka of Pāṭaliputra. That Vātsyāyana belonged to Western India may also be guessed from the fact that he makes a large number of quotations fromĀpastamba's Gṛihyasutra as we have shown before, and it is known that the Vedic school of the Āpastambins flourished in Western India specially in the land of the Andhras.[91]

The question next presents itself as to what may be the meaning of the words Nāgarikyaḥ and Nāgarakāḥ in the two passages referred to above. Jayamaṅgala is certainly right in holding that they are proper names referring to a particular place and do not mean the women or men of a city in general as will be evident from the context in which they occur. In neither of the cases in there any contrast between the town and the village. Both the words are used in connexion with other proper names, the former in the order Āndhryaḥ, Māhārāshṭrikyaḥ, Nāgarikyaḥ, Dravidyaḥ, Vānavāsikyaḥ, etc. and the latter in the order Āhichhatrikāh, Sāketāh, Nāgarakāḥ, In the second case it is found that the names are those of well-know towns, Āhichhatra, the capital of the North

---

90. He also refers to a Kāsirāja. Benares edition, p.287.

91. Buhler, Āpastamba Dharmasūtra, Introduction, p.xxxiii.

Pāñcāla, and Sāketa or Ayodhyā, and the conclusion becomes irresistible that Nagara is also the name of a particular town, and as we have seen that Natsyayana is more familiar with Western India that with the other parts of it we are led to expect Nagara there. We find here " the great ancient city of Nagara"[92] the ruins of which now lie scattered over an area of nearly four square miles in extent in the territory of the Maharajah of Jeypore, 25 miles to the south-south-east of Tonk and 45 miles to the north-north-east of Bundi.[93] Mr. Carlleyle, who made an archaeological survey of the place, picked up here several thousands of the most ancient types of coins ever found in India, many of the punch-marked variety and many bearing the legend *Jaya Mālavāṇa* in Brahmi characters.[94] The city is not evey far from Malwa and we think the democratic coin legend speaking of the "Triumph of the Mālava people" refers to the celebrated Mālavagana who are known to have used the era now called the Samvat.[95] There is another ancient city Nāgri or Tamvabati Nāgari (about eleven miles north of Chitore) which has been identified with the Madhyamikā of Patañjali;[96] this city might also claim identity with Vātsyāyana's Nagara, but I think the former is the more probable one as

---

92. Mr. A.C.L. Carlleyle in Cunningham's Report of the Archaeological Survey of India, Vol. VI, pp.161, 162.

93. Ibid, p.162.

94. These coins are described by Mr. Carlleyle and also by Sir A. Cunningham ibid, pp. 180–183, also Cunningham, Vol.XIV, p.150.

95. Fleet, Gupta Inscriptions, pp.87 and 158; J.R.A.S., 1913, pp. 995-998, and 1914, p.747; Professor D. R. Bhandarkar, Indian Antiquary, 1913, p.161; Thomas, J.R.A.S., 1914, pp. 1012, 1013, etc.

96. Carlleyle, op. cit, pp. 200 ff; Cunningham, Vol.XIV, p.146.

the latter was evidently called Majhamikā or Madhyamikā[97] about the beginning of the Christian era. Pāṇini appears to have known *Nagara* as the name of a particular city as it appears in the *Gana* or group *Kattryādi* referred to in one of his sutras.[98] The Kāśikā commentary enumerates fifteen nemes as belonging to this class; that the word *Nāgara* in this Gaṇa is older than the Kāśikā and is a proper name, appears from what the Kāśikā says in connexion with another sutra of Pāṇini (Iv.2, 128); it states there that Nāgara is read in the Kattryādi group as the designation of a particular city as it occurs in company with other such names there.[99] From a city called *Nagara* also the Nāgari alphabet may have derived its

97. The coins found here bear the legend *Majhamikāya Sibijanapadasa*, Carlleyle, op. cit., p.202.

98. कच्चादिभ्यो ढकञ्ञ् Pāṇini, IV.2-95, Professor D. R. Bhandarkar, who first drew attention to this sutra, says in the Indian Antiquary, 1011, p.34, footnote 45, "Nagara as the name of a town, was known to the author of Kāśikā," He considers Nagarkot or Kangdas as the Nagar form which the Nagar Brahmanas derived their name.

99. कस्यादिषु तु संज्ञाशब्देन साहचर्यात् संज्ञानगरं पव्यते तस्मिन् नागरेयकमिति प्रत्युदाहार्यम् (Kāśikā on Pāṇini, IV.I.128). The last part of this quotation would have Nāgareyaka as the correct form of derivative to designate a citizen of this particular Nagara, but Vātsyāyana has apparently not followed Pāṇini here, perhaps in deference to popular practice. The Kāśikā in accordance with the sutra of Pāṇini here lays down that the form Nāgaraka is derived from nagara to signify abuse or expert knowledge (कुत्सनप्रावीण्ययो), otherwise, it will be Nāgara and the example given to illustrate this point is नागरा ब्राह्मणा: ; This shows that the Nāgara Brāhmanas were known to the Kāśikā.

100. There is a district or bhukti called *Nāgara* mentioned in the Deo-Baranark inscriptions of Jivitagupta (Fleet: Gupta Inscriptions, p.216) but it is in Bihar and has no connexion with our city.

name. The existence of a city called Nagara[100] therefore cannot be questioned. There is, however, no justification for holding that the *Nagara* we have referred to was the city where Vātsyāyana composed his work, it being only one of the many places that he has mentioned in illustrating his sūtras; the utmost that we can say is that from the uncompromising, straightforward manner in which he has exposed the evils practised by kings, officials and queens, he must have belonged to a *Gaṇarājya* or a democratic government like the city of the Mālavas described above. This is also apparent from the importance he attaches to the assembly of citizens (Nāgarika Samavāya) alluded to before.

— o —

কামসূত্রম্

নির্বাচিত-শব্দসূচী

খাজুরাহোর মন্দির-শ্রেণীর গাত্রে উৎকীর্ণ কিছু ভাস্কর্য